

ଶ୍ରୀମଦ୍
ମାତ୍ରାନ୍ତକୁଳ
ପିରାତା

ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡ

তফসীরে

মা'আরেফুল কোরআন

অষ্টম খণ্ড

[সূরা মুহাম্মদ থেকে সূরা নাস]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
অনূদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (অষ্টম খণ্ড)

হ্যন্ত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনুদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২৪

ইফা প্রকাশনা : ৬৯২/৮

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭

ISBN : 984-06-0045-1

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৫

নবম সংস্করণ (রাজব)

নভেম্বর ২০১২

অগ্রহায়ণ ১৪১৯

মুহরম ১৪৩৩

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আকজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচন্দ শিল্পী : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ আইউব আলী

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN (VOL. VIII.) : Bangla version by Mawlana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

E-mail : directorpubif@yahoo.com.

Website : islamicfoundationbd@yahoo.com.

Price : Tk. 550.00; US Dollar : 32.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হয়রত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবর্তীর্ণ এক অনন্য মুজিয়াপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পর্ক এমন কোন বিষয় নেই, যা পরিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত, বিশুদ্ধতম ঐশ্বী প্রস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবহার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আধিরাতে মহান আল্লাহ রাকুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পরিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পরিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঙ্গনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম থে�ye যান। বস্তুত, এই প্রেক্ষাপটেই পরিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশেষণ সম্পর্কিত তফসীর শাস্ত্রের উজ্জ্বল ঘটে। তফসীর বিশেষজ্ঞগণ মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (সা)-এর পরিত্র হাদীসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পরিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পরিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহাত্মী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হয়রত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, শেখক, প্রস্তুকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পরিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ প্রস্তুতি। উদুর্ভাবয়ে লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর প্রস্তুতি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পরিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পরিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ প্রস্তুতি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও শেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হয়রত

[চার]

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিচিত্র এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠক-চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ-তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহু রাবুল আলায়ীন আমাদের এ প্রয়াস করুন। আযীন !

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো ‘তাফসীরে মা’আরেফুল কোরআন’। উপমহাদেশের বিদক্ষ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শকী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলভা ও নির্ভরযোগ্যভাবে সাথে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতিপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্মাস আলোচনা, কালগরিক্তমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদক্ষিতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। গ্রন্থটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

বর্তমান সংক্ষরণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের প্রিণ্টার মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণী (ফারুক) নির্মূলভাবে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিছাকৃত কিছু ভুল-কৃটি থেকে যাওয়া অব্যাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহজে পাঠকদের দাটি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদৃশে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর নবম সংক্ষরণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ-তাইআলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আব্দীন !

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । তাঁর অশেষ রহমতে 'তফসীরে' মা'আরেফুল কোরআন অষ্টম এবং শেষ খণ্ডিতেও মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হলো ।

সর্বাধুনিক এবং সমকালীন এই সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থখানি অনুদিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি শ্রেণীয় ঘটনা । অবিশ্বাস্য হলু সময়ে এ বিরাট কলেবর তফসীর গ্রন্থখানির অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হওয়া আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং মূল গ্রন্থকার হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর নিষ্ঠাপূর্ণ দোয়ারই ফলশ্রুতি বলতে হয় । এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার কথাও শরণীয় । এতদসঙ্গে বিপুল সংখ্যক উৎসাহী পাঠকের তাকিদ ও উৎসাহ প্রদান কাজটি ভূরূপিত করার পথে বিশেষ সহায়ক হয়েছে ।

আমার আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ তা'আলা এ বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই এ কাজের যোগ্য প্রতিফল দান করুন ।

প্রথ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব প্রহণ করার পর ১৯৮১ সনে আমি না-দান গোনাহ্গারকে আট খণ্ডে সমাপ্ত এ যুগের সর্ববৃহৎ তফসীরগ্রন্থ মা'আরেফুল-কোরআন বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন । নিজের অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে প্রথমে আমি এ উকুদাম্যিত্ব প্রহণ করার ব্যাপারে ছিলাম যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত । এদিকে হিজরি পঞ্চদশ শতকের আগমনে আলমে-ইসলামের সুর্বৰ্য্যে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাবন সৃষ্টি হয়েছে, বাংলার ঈমানদীপে জনগণের অন্তরেও সে প্রাবনের চেত এসে নতুন এক উদ্দীপ্তাময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে । সে পরিবেশের প্রভাবেই নবজাগরণের এ আবেগ-বারা দিনগুলোতে জাতির সামনে কিছু দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমিও উদ্বেলিত হয়েছিলাম । ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তদানীন্তন সচিব জনাব সাদেক উদ্দীন এবং প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রযুক্তের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি কাজ পুর করেছিলাম । আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতই শেষ পর্যন্ত এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনের পথ সহজতর করে দিয়েছে ।

যুগে যুগে আল্লাহ রাবুল আলামীন তাঁর মহান কিতাবের খেদমত করার জন্য একদল নিষ্ঠাবান বান্দার শ্রম করুল করেছেন । আমার ন্যায় একজন গোনাহ্গারকেও

যে তিনি তাঁর কিতাবের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন, এ দুর্ভ-সৌভাগ্যের শুকুর
আমি কোন্ ভাষায় আদায় করবো !

জনাব শামসুল আলমের পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ
ইয়াহ্যাইয়া এবং তার পর বর্তমান মহাপরিচালক জনাব আবদুস সোবহানও
'মা'আরেফুল কোরআন'-এর প্রকাশনা দ্রুত সমাপ্ত করার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ
ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। ঢাকা মাদরাসায়ে-আলীয়ার শায়খুল হাদীস জনাব
মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী এবং শ্রীপুর-ভাংনাহাটী আলীয়া মাদরাসার
মোহাদ্দেছ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আয়ীয় সাহেব আগা-গোড়া সবগুলি
খণ্ডের কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। এ ছাড়া আমি আরো যাঁদের তরফ
থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি, প্রতিটি খণ্ডের ভূমিকাতেই তাঁদের কথা উল্লেখ
করেছি।

এ বিরাট তফসীরগঠনটি দ্রুত অনুবাদ ও মুদ্রণের ফলে কিছু ভুল-ক্রটি থেকে
যাওয়া স্বাভাবিক। সুবী পাঠকগণের কেউ কেউ পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পর্কে নিজ নিজ
অভিযন্ত এবং কিছু ভুল-ক্রটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের প্রতি
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আবারো সবিনয় আরজ পেশ করছি, এ শেষ
খণ্ডটিতেও যদি কোথাও কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তা আমাদিগকে জানালে
পরবর্তী সংস্করণে খণ্ডটি আরো নির্ভুল করে প্রকাশ করার ব্যাপারে সহায়তা করা
হবে।

রাবখুল আলামীন ! তুমই তোমার এ না-দান গোনাহ্গার বাস্দাকে এ বিরাট
কর্মসূল করার তত্ত্বাবধার দান করেছ। এ জন্য শুকুর আদায় করার শক্তি দাও ।।
বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের জন্য এ তফসীরখানি কবৃল কর ! আমীন ! ইয়া
রাবখাল আলামীন !!

বিনীত খাদেম
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা

ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରାଗେର ଆରଯ

ଆଲ୍ଲାହୁ ପାକେର ଖାସ ରହମତେ ତଫ୍ସିରେ ମା'ଆରେଫୁଲ-କୋରାନ ଏଦେଶେର ସୁଧୀ ପାଠକଗଣେର କାହେ କତ୍ତୁକୁ ଜନପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରେଛେ, ତା ଏ ବିନାଟ ଗ୍ରହିତିର ସବ କମ୍ବଟି ଖଣ୍ଡେର ୨/୩ଟି ସଂକ୍ରାଗେର ମାଧ୍ୟମେଇ ଅନୁମାନ କରା ଯେତେ ପାରେ । ବଳତେ କି ଯୁଗପ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ଆଲିମ ହ୍ୟରତ ମାଓଲାନା ମୁଫତୀ ମୁହାସଦ ଶହୀ (ର)-ର ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠାର ଫଳଶ୍ରଦ୍ଧିତେ ବୋଧ ହୟ ତାର ଲିଖିତ ତଫ୍ସିରଖାନିର ଏମନ ଅସାଧାରଣ ଜନପ୍ରିୟତାର କାରଣ । ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ଆଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗେଇ ଯୁଗ-ଚାହିଦା ପୂରଣେ ସକ୍ଷମ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଥାକେନ । ଏ ଯୁଗେର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଙ୍କ କୋରାନ ଓ ସୁନ୍ନାହୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସହିତ ସମାଧାନ ପେଶ କରାର ଜନ୍ୟ ବୋଧ ହୟ ଆଲ୍ଲାହୁ ପାକ ଏ ଉପମହାଦେଶେର ପରିମାଣେ ହ୍ୟରତ ମାଓଲାନା ମୁଫତୀ ମୁହାସଦ ଶହୀ (ର)-କେ ମନୋନୀତ କରେଛିଲେନ । ତାର ଲିଖିତ ମା'ଆରେଫୁଲ-କୋରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିତାବେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିବନ୍ଧ କରିଲେ ଏ ସତ୍ୟଟି ସୁମ୍ପଟ ହୟ ଉଠେ ।

ଏ ତଫ୍ସିରେର ପ୍ରତିଟି ସଂକ୍ରାଗେ ସଂଶୋଧିତ ଆକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଛେ । ଉକ୍ତ ଖଣ୍ଡେର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରାଗେର ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ କରା ହେଁବାକୁ ପାଇଁ ପାଠକଗଣେର ଖେଦମତେ ଆରଯ, ଦୋଯା କରିବା କରିବା କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡେରଟି ସଂଶୋଧିତ ସଂକ୍ରାଗ ପ୍ରକାଶ କରାର ତତ୍ତ୍ଵୀକ୍ରମ ଆଲ୍ଲାହୁ ପାକ ଯେନ ଦାନ କରେନ ।

ବିନୀତ
ମୁହିଉଦ୍ଦୀନ ଖାନ

পুষ্টিগতি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সুরা মুহাম্মদ	১	বৎশ ও ভাসাগত পার্থক্যের ভাবগত	১১৩
মুক্তবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসন- কর্তার চারটি ক্ষয়তা	৬	ইসলাম ও ইমান	১১৭
ইসলামে দাসত্ব	৬	সুরা কাফ	১১৮
জিহাদ সিক্ষ হওয়ার রহস্য	১২	আকাশ প্রসঙ্গ	১২১
ইস্তিগফার সম্পর্কে ভাতুবা	১৯	মৃত্যুর পর পুনরুক্তিমান	১২২
আঞ্চীয়তা বজায় রাখার ভাবীদ	২৬	আজ্ঞাহ ধর্মীয় চাইতেও নিকটবর্তী	১২৮
ইস্লামীদের প্রতি অভিসম্পাত বৈধ কিনা ?	২৬	প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে	১৩০
সুরা ফাতহ	৩৭	আমরনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা	১৩০
হৃদায়বিহার ঘটনা	৩৯	প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয়	১৩১
হৃদায়বিহার সংক্ষি	৪৫	মৃত্যু ঘৃন্তগা	১৩২
ইহসন্য খোলা ও কুরবানী	৪৮	মানুষকে হাশেরের অন্তর্দানে	
সংক্ষির ফরাক্ষল	৪৯	উপগ্রহিতকারী ফেরেশতা	১৩৩
ওঁই শুধু কোরআনে সৌবাবেক নন	৫১	মৃত্যুর পর দৃষ্টিট খুলে যাবে	১৩৩
সাহাবারে কিন্নামের প্রতি দোষান্তেপ	৬৬	সুরা যারিনাত	১৪৪
রিয়ওয়ান রক্ষ	৬৬	ইবাদতে রাজি জাগ্রত্ব	১৪৯
সাহাবারে কিন্নাম প্রসঙ্গ	৭২	রাজ্ঞির শেষ প্রাহের বর্ণন্ত ও	
ইমুশাআজ্ঞাহ বলার ভাবীদ	৭৬	ক্ষমীজ্ঞত	১৫০
সাহাবারে কিন্নামের শুণাবলী	৭৮	সদকা-হয়রুতকারীদের প্রতি	
সাহাবারে কিন্নাম সংবাহী জায়াতী	৮৩	বিশেষ নির্দেশ	১৫১
সুরা ইজুরাত	৮৫	দেহমানদারিয় উভয় রীতি-নীতি	১৫৮
যোগসূত্র ও শানে-নুযুল	৮৬	জিন ও যানব-চৃষ্টির উদ্দেশ্য	১৬৩
আলিয়দের আদর্শ	৮৮	সুরা তুর	১৬৬
ক্রতৃষ্ণ মোবারকের যিহারত	৮৯	অজলিসের কাফক্ষারা	১৭১
সাহাবীগণের সম্পর্ক একটি প্রথা ও বৈচিত্র্য	৯৪	সুরা নজর	১৮১
সাহাবীগণের পারস্পরিক বিদামুদাদ	১০০	সুরা নজমের বৈশিষ্ট্য	১৮৫
মৰ্ম ও সক্ষ প্রসঙ্গ	১০৪	মিঝাজ প্রসঙ্গ	১৮৮
গীৱত প্রসঙ্গ	১০৭	জায়াত ও জাহানামের বৰ্তমান	
		অক্ষয়ক্ষম	১৯৩
		আজ্ঞাহর দীপালি	১৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ গুণ	২১১	সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনু নুয়ায়ের	
মুসা ও ইব্রাহীম (আ)-এর সহীকা	২১২	গোত্রের ইতিহাস	৩৫৬
একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও		ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা	৩৫৮
করা হবে না	২১২	হাদীস অঙ্গীকারকারীদের প্রতি	
ইসালে সওয়াব প্রসঙ্গ	২১৩	হাশিমীয়ারী	৩৬০
সূরা কামর	২১৮	ইজতেহাদী মতভেদ প্রসঙ্গ	৩৬০
চন্দ বিদীর্ঘ হয়ার মো'জেয়া	২২০	মুক্তবখ সম্পদ প্রসঙ্গ	৩৬৪
চন্দ বিদীর্ঘ হয়ার ঘটনা সম্পর্কে		সম্পদ পুঁজীভূত করা প্রসঙ্গ	৩৬৭
কয়েকটি প্রয়	২২১	রসুলের নির্দেশ প্রসঙ্গ	৩৬৯
ইজতিহাদ ও কোরআন	২২৫	দানের ক্ষেত্রে অপ্রাধিকার	৩৭০
সূরা আর-রহমান	২৩৪	মুহাজির প্রসঙ্গ	৩৭০
একটি বাক্য বাস্তবার উল্লেখ করার		আনসারগণের প্রেরণ	৩৭২
তৃৎপর্য	২৩৫	বনু নুয়ায়ের ধন -সম্পদ বর্ণন প্রসঙ্গ	৩৭৩
সূরা ওয়াকিলা	২৬০	আনসারগণের আভ্যন্তাগ	৩৭৪
সূরার বৈশিষ্ট্যঃ আবদুল্লাহ ইবনে		মুহাজিরগণের বিনিময়	৩৭৮
আসউদ্দের কথোপকথন	২৬৫	হিংসা-বিবেচ থেকে পরিষ্কার	৩৭৯
হাশরের ময়দানে মানবের		উত্তমতের সাধারণ মুসলমান প্রসঙ্গ	৩৮০
শ্রেণীবিভক্তি	২৬৬	সাহাবায়ে কিন্তুমের প্রতি অব্যর্থত	৩৮০
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কার্যা ?	২৬৭	বনু কাব্যনুকাব্য মির্বাসন	৩৮৫
কোরআন স্পর্শ করার মাসজামা	২৮৪	কিম্বায়ত প্রসঙ্গ	৩৮৯
সূরা হাদীস	২৮৭	সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত	৩৯৪
শয়তানী কুমুকগুর প্রতিক্রিয়া	২৮৯	সূরা মুমতাহিনা	৩৯৫
মঙ্গা বিজয় ও সাহাবারে কিন্তু	২৯৫	বদর মুক্ত পূর্ববর্তী যত্ন অবস্থা	৩৯৮
সাহাবীগণের বৈশিষ্ট্য	২৯৬	মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি	৩৯৯
হাশরের ময়দানে নূর ও অক্ষকায়	৩০৬	হাদায়বিয়ার সঞ্চিতভিত্তি কর্তৃপক্ষ	
খেলাধূলা প্রসঙ্গ	৩১২	শর্ত বিবেচণ	৪১০
সংযাসবাদ প্রসঙ্গ	৩২৫	নারীদের আনুগত্যের শপথ	৪১৬
সূরা মুজাদালা	৩৩০	সূরা সংশ্লিষ্ট	৪২০
জিহারের সংজ্ঞা ও বিধান	৩৩৪	দাবী ও দাঙ্ডযাত্রের পার্থক্য	৪২৫
গোপন পরামর্শ সম্পর্কে নির্দেশ	৩৪৩	ইজোজে প্রসূজে করীমের সুসংবাদ	৪২৬
মজলিসের শিল্পাচার	৩৪৫	কুস্তামদের তিন দল	৪৩০
কাফির ও খোনাহপানদের সঙ্গে		সূরা জুবু'আ'	৪৩২
সম্পর্ক রক্ষা	৩৫১	পরমপ্রয়োগের প্রেরণের উদ্দেশ্য	৪৩৫
সূরা হাশর	৩৫৩	মৃত্যু কামনা জারীর কিনা	৪৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুর কারণাদি থেকে পরামর্শনের বিধান	৪৩৯	রসূলুজ্জাহ (সা)-র যথৎ চরিত্র উদ্যানের মালিকদের কাহিনী	৫৪১
জুমু'আ প্রসঙ্গ	৪৪১	কিয়ামতের একটি মুক্তি	৫৪৭
জুম'আর পরে ব্যবসায়ে বরকত	৪৪৩	সুরা হাজা	৫৫১
সুরা মুনাফিকুন	৪৪৬	সুরা মা'আরিজ	৫৬২
দেশ ও বংশগত জাতীয়তা	৪৪৯	কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য	৫৬৮
মুনাফিক আবদুজ্জাহ ইবনে উবাই প্রসঙ্গ	৪৫০	যাকাতের পরিমাণ	৫৭১
ইসলামে বর্ণ, বৎশ, ডার্বা এবং দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য নেই	৪৫৪	হস্তমেধুন করা হারাম	৫৭১
সাহাবারে কিয়ামতের অগুর্ব সূচনা	৪৫৫	সর্ব প্রকার 'হক'-ই আমানত	৫৭২
মুসলিমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা	৪৫৬	সুরা নৃহ	৫৭৩
সুরা তাগাবুন	৪৬২	মানুষের বয়স হাস-হুকি সম্পর্কিত	
কিয়ামত প্রসঙ্গ	৪৬৭	আজোটনা	৫৭৮
গোনাহগার স্তী ও সন্তান প্রসঙ্গ	৪৭২	কবরের আধাৰ	৫৮২
ধন-সম্পদ ও সন্তান সম্ভাব্য বিবরণ	৪৭৩	সুরা জিন	৫৮৩
সুরা তালাক	৪৭৪	জিনদের অরূপ	৫৯০
বিবাহ ও তালাক প্রসঙ্গ	৪৭৯	রসূলুজ্জাহর তামেক সকল	৫৯০
এক সাথে তিন তালাক দেওয়া	৪৮৭	জিন-সাহাবীর ঘটনা	৫৯২
বিপদাপদ থেকে মুক্তি	৪৯১	জিনদের আকাশ প্রমপ	৫৯৫
তালাকের ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত বিধান	৪৯২	গায়েব ও গায়েবের ধৰন প্রসঙ্গ	৫৯৭
পৃথিবীর সম্পত্তির প্রসঙ্গ	৪৯৯	সুরা মুয়াল্লিম	৫৯৯
সুরা তাহরীম	৫০১	তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ	৬০৪
কোন হালাত বন্ধুকে নিষেক উপর		ইসলে হাতের মিক্রিয়	৬১০
হারাম করা প্রসঙ্গ	৫০৩	তাওয়াজ্জুলের অর্থ	৬১২
স্তী ও সন্তান-সম্ভাব্য শিক্ষা	৫০৮	তাহাজ্জুদ করয নয়	৬১৩
ত্রিপুরা প্রসঙ্গ	৫১১	সুরা মুদ্দাসিসির	৬১৮
সুরা মুজক	৫১৪	রসূলুজ্জাহর প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত বিশেষ	
মরণ ও জ্ঞাবনের অরূপ	৫২৩	নির্দেশ	৬২৭
নেক আমল কি	৫২৪	আবু আহেজ ও ওজাদের কথ্যগক্ষিন	৬৩০
সুরা কবর্য	৫৩০	সন্তান-সম্ভাব্য কাহে থাকা একটি	
কলম-এর অর্থ ও ফয়েজগত	৫৩৯	নিয়ামত	৬৩২
		কাফিরের জন্য সুপারিল	৬৩৪
		সুরা কিয়ামত	৬৩৬
		নকসের তিনটি প্রকার	৬৪১
		পুনরুৎসাহ প্রসঙ্গ	৬৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইয়ামের পিছনে কিরাত্তাত প্রসঙ্গ	৬৪৫	সুরা বাজাদ	৭৮০
সুরা দাহর	৬৪৮	চক্র ও জিহবা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য	৭৮৪
যানব চলিতে আজাহর অপূর্ব রহস্য	৬৫৫	অপরকে ও সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া	৭৮৬
সুরা মুরসালাত	৬৬০	সুরা শামস	৭৮৭
সুরা নাবা	৬৭০	কয়েকটি শপথের তাৎপর্য	৭৮৯
জাহানামে চিরকাল বসবাস প্রসঙ্গ	৬৭৮	সুরা মাইল	৭৯৩
সুরা নাযিমাত	৬৮২	কর্মপ্রচেলনার দিক দিয়ে মানুষের মুদ্রণ	৭৯৫
কবরে সওধাৰ ও আয়াৰ	৬৮৭	সাহাবায়ে কিরাম স্বাই জাহানাম	
খেলাল-খুৰীৰ বিয়োধিতা	৬৯০	থেকে মুক্ত	৭৯৭
নক্ষসের চক্রাত	৬৯৩	সুরা যোহা	৮০০
সুরা আবাসা	৬৯৩	কয়েকটি নিয়মিত ও এ সম্পর্কিত	
সুরা তাকভীর	৭০৩	নির্দেশ	৮৮৩
সুরা ইনশিরাহ	৭১১	সুরা ইনশিরাহ	৮০৬
সুরা তাৎক্ষীক	৭১৫	শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত	
ওজনে কয় দেওয়া	৭১৯	ব্যক্তিদের কর্তব্য	৮১০
সিজীন ও ইজীন	৭২১	সুরা তৈন	৮১১
জাগাত ও জাহানামের অবস্থানছল	৭২১	স্লট জীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক	
সুরা ইনশিকাক	৭২৭	সুস্মর	৮১৩
আজাহর নির্দেশ দুই প্রকার	৭৩০	সুরা আলাক	৮১৬
আজাহর সিক্ক প্রত্যাবর্তন	৭৩১	ওহীর সুচনা ও সর্বপ্রথম ওহী	৮২০
মানুষের অস্তিত্ব ও তাঁর শেষ মজিজ	৭৩৪	কলম তিন প্রকার	৮২৪
সুরা বুরাজ	৭৩৮	জিখন জান সর্বপ্রথম কর্তৃক দান	
সুরা তারেক	৭৪৫	কর্তা হয়	৮২৫
সুরা আ'লা	৭৫০	রসুলুজ্জাহকে জিখন শিক্ষা না	
বিষ স্লিটের নিগৃহ তাৎপর্য	৭৫৩	দেওয়ার রহস্য	৮২৫
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও আজাহর দান	৭৫৫	সিজদায় দোয়া করুন হয়	৮২৯
ইব্রাহিমী সহীফার বিষয়বস্তু	৭৫৮	সুরা কদর	৮৩০
সুরা গাশিয়া	৭৬০	জাহানাতুল কদরের অর্থ	৮৩১
জাহানামে ঘাস, ঝুক কিরাপে হয়ে	৭৬৩	শবে-কদর কোন রাত্রি ?	৮৩২
সুরা কজর	৭৬৬	শবে-কদরের ক্ষমীত ও বিশেষ	
পাচটি বিষয়	৭৭০	দেখিনা	৮৩২
বিয়িকের অজ্ঞাতা ও বাহম্য	৭৭৪	সমস্ত ঐশী কিডাব রাময়ানেই	
ইয়াতীয়ের জন্য ব্যব	৭৭৫	অবতীর্ণ হয়েছে	৮৩৩
কয়েকটি আশৰ্মজনক হাটনা	৭৭৯	সুরা বাইয়িনাহ	৮৩৫

[তের]

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সুরা ধিলমাল	৮৪১	মৃত্যু নিকটবর্তী হলে	৮৮৬
সুরা আদিয়াত	৮৪৪	সুরা জাহাব	৮৮৭
সুরা কারেয়া	৮৪৮	পরোক্ষে নিম্নবাদ	৮৯০
সুরা তাকাসুর	৮৫০	সুরা ইখলাস	৮৯২
সুরা আহর	৮৫৪	সুরার ফয়েজত	৮৯৩
যানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততার যুগ ও কালের প্রভাব	৮৫৫	শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা	৮৯৪
মাজাতের শর্ত	৮৫৭	সুরা ফালাক	৮৯৫
সুরা ইমায়া	৮৫৮	বাদুগ্রস্ত ইওয়া বনাম নবুয়াত	৮৯৭
সুরা ফীল	৮৬১	সুরা মাস ও সুরা ফালাকের ফয়েজত	৮৯৭
হস্তীবাহিনীর ঘটনা	৮৬১	সুরা মাস	৯০১
সুরা কোরামেশ	৮৬৭	শয়তানী কুমক্ষণা থেকে আপ্রয়	
কোরামেশদের প্রের্তি	৮৬৮	আর্থনার উন্নত	৯০৪
সুরা আউন	৮৭১	সুরা মাস ও সুরা ফালাক এবং	
সুরা কাউসার	৮৭৪	মধ্যে পার্থক্য	৯০৫
হাড়ের কাউসার	৮৭৬	যানুষের শর্কু যানুষও শয়তান ও	৯০৫
সুরা কাফিরান	৮৭৯	উক্ত শর্কুর মৌকাবিলায় ব্যবধান	৯০৫
কাফিরদের সাথে শাস্তিত্বত্ব প্রসঙ্গ	৮৮২	শয়তানী চক্রান্ত ক্ষণত্বের	৯০৭
সুরা নছর	৮৮৪	কোরানের সূচনা ও সমাপ্তি	৯০৭
কোরআনের সর্বশেষ সুরা ও সর্বশেষ আয়াত	৮৮৫		

তফসীরে

মা‘আরেফুল-কোরআন

অষ্টম খণ্ড

سورة محمد

আরুণা মুজাহিদ

অল্মদিন অবগুরি, ১৮ আগস্ট, ৪ রক্ত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّقُوا عَنْ سَيِّئِ الْأَعْمَالِ هُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
 كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَآصْلَحَ بِالْهُمْ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ كَذَلِكَ
 يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۝

পরম কর্মপীঠের ও জীৱ মাতা আলাহৰ নামে ।

(১) যারা কৃকৃত করে এবং আলাহৰ পথে বাধা সৃষ্টি করে, আলাহু তাদের কর্ম বার্ষ করে দেন। (২) যার যারা বিবাস দ্বাপন করে, সৎকর্ম জন্মাদেন করে এবং তাদের পাশেন-কর্তারে পক্ষ থেকে মুহাম্মদের পাতি অবগুরি সত্তে বিবাস করে, আলাহু তাদের যদ্য কর্মসমূহ আর্জন করেন এবং তাদের অবস্থা তাল করে দেন। (৩) এটা এ কান্দণে যে, যারা কাকির, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিবাসী, তারা তাদের পাশেনকর্তার নিকট থেকে আপত্ত সত্তের অনুসরণ করে। এমনিকাবে আলাহু অনুষ্ঠেন অন্য তাদের সৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

উক্তসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (নিখেরাও) কৃকৃত করে এবং (অপরাকেও) আলাহুর পথে থেকে নিরুত্ত করে, (হেমন কাকির সরদারদের অবস্থা হিজ, তারা ইসলামের পথে অক্তরায় সৃষ্টি করার জন্য জান ও যাই সরবিকৃ যারা প্রচেষ্টা তালাত), আলাহু তাদের কর্ম বার্ষ করে দেন। (অর্থাৎ যেসব কর্মকে তারা ফলপ্রসূ মনে করে, যান না থাকার কান্দণে সেওঁজো ফহগেয়োগ্য নয়, যের উহাক মধ্যে কিছু কিছু কর্ম উচ্চাতা তাদের শাস্তির কান্দণ হবে; যেমন, আলাহুর পথে

فَسِيْنَفْقُو نَهَا ثُمَّ تَكُونُ فَعَلٰى حَسْرَةِ الْخَمْرِ
বাধা সৃষ্টি করার কাজে অর্থকভি ব্যয় করা। আরাহত বলেন : **فَعَلٰى**

صَلِّهِمْ حَسْرَةُ الْخَمْرِ (পক্ষান্তরে) শারী বিশ্বাস হ্রাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং (তাদের বিশ্বাসের বিবরণ এই যে) তারা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ সঙ্গে বিশ্বাস করে, (যা যেনে চলাও জরুরী)। আরাহত তা'আলা তাদের গোনাহসমূহ মার্জনা করবেন এবং (উভয় জাহানে) তাদের অবস্থা ভাল রাখবেন (ইহকালে এভাবে যে, তাদের সৎকর্ম করার তওঁকীক উত্তরোত্তর হাফি পাবে এবং পরকালে এভাবে যে, তারা আয়াব থেকে মুক্তি এবং জাহাতে প্রবেশাধিকার পাবে)। এটা (অর্থাৎ মু'মিনদের সুখ-স্বাক্ষর্ণা ও কাফিরদের সুর্গতি) এ কারণে যে, কাফিররা প্রাপ্ত পথের অনুসরণ করে এবং ইয়ামানদাররা কৃত পথের অনুসরণ করে, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। (প্রাপ্ত পথের পরিণাম যে ব্যর্থতা এবং কৃত পথের পরিণাম যে সাক্ষাৎ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রয়েছে না। তাই কাফিররা ব্যর্থ মনোযোগ হবে এবং মু'মিনগণ সকলকাথ হবেন। ইসলাম যে শুধুপথ, এ সমর্কে সন্দেহ হলে **فَعَلٰى** বলে এর অওয়াব দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রয়াণ এই যে, এটা আরাহত পক্ষ থেকে আগত। পরগঞ্জের মো'জেয়াসমূহ বিশ্বে করে কোরআনের অনৌকিকতা দ্বারা প্রয়াণিত হয় যে, ইসলাম আরাহত পক্ষ থেকে আগত)। আরাহত তা'আলা এমনিভাবে (অর্থাৎ উপরোক্ত অবস্থা বর্ণনা করার মতই) মানবের (উপকার ও হিদায়তের) জন্ম তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন, (যাতে উৎসাহ প্রদান ও তীক্ষ্ণ প্রদর্শন—উভয় পক্ষের তাদেরকে হিসায়ত করা বাব)।

আনুমতিক কাতব্য বিষয়

সুরা মুহাম্মদের অপর নাম সুরা কিতাবও। কেননা, এতে 'কিতাব' শব্দ জিহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি, এর একটি আরাহত **فَعَلٰى** সমর্কে হৃষিরত ইবনে আব্দুস রা(সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি মকাব অবতীর্ণ আরাহত। কেননা, এই আরাহতটি তখন নামিল হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের উদ্দেশ্যে মকা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মকার জনবসতি ও বায়তুল্লাহর দিকে সৃষ্টিপ্রাপ্ত করে বলেছিলেন : ছে মকা মগরী, জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমই আয়ার কাহে প্রিয়। যদি মকার অধিবাসীরা আয়াকে এখান থেকে বহিত্বকার না করত, তবে আয়ি দ্বেষাপ্রণেদিত হয়ে ক্ষমতা ও তোয়াকে ত্যাগ করতাব না। তফসীরবিদগণের পরিভাষার যে আয়াত হিজরতের সকলে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মকার অবতীর্ণ আরাহত পণ্য করা হয়। মোটকথা এই যে, এই সুরা মদীনার হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনার ইগৌচৈই কাফিরদের সাথে জিহাদ ও শুক্রের বিধানবলী নামিল হয়েছে।

سَبِيلِ اللّٰهِ صَدَّوْا مِنْ سَبِيلِ اللّٰهِ—এখানে سَبِيلِ اللّٰهِ (আল্লাহর পথ) বলে ইসলামকে

বোঝানো হয়েছে। أَصْلُ أَعْمَالِهِ—বলে কাফিরদের শৈ সকল কর্ম বোঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সৎ কর্ম, যেমন ফরাতুর-মিসকীনকে সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হিজাবত করা, দানবীজতা, দান-অরুণাত ইত্যাদি। এসব কর্ম সদিগু প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম, কিন্তু ইমামসহ হজেই পরকালে এগুলো আরা উপকার পাওয়া যাবে। কাফিরদের এ ধরনের সৎ কর্ম পরকালে তাদের আম্য ঘোটেই উপকারী হবে না। তবে তাদের সৎ কর্মের বিনিয়নে ইহকালেই তাদেরকে আরায় ও সুখ দান করা হয়।

وَأَمْلَوْا بِمَا فِرْلَى عَلَى مُحَمَّدٍ—সদিগু পূর্ববর্তী বাক্যেও ইমান ও সৎ কর্মের

কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রাসুলুল্লাহ (সা)-র রিসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ও হীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই বিভৌর বাক্যে একধা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্তা বাঁচ করা হে, শেষনবী মুহাম্মদ (সা)-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকুন্নে প্রাপ্ত করার উপরাই ইমামের আসল ডিজি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا وَأَصْلَحَ بِالْبَالِ—লক্ষণটি কখনও অবস্থার অর্থে এবং কখনও অভরের

অর্থে ব্যবহার হয়। এখানে উভয় অর্থ দেওয়া আছে। প্রথম অর্থে আবাতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থাকে অর্ধীর ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ডাল করে দেন। বিভৌর অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অক্তরকে ঠিক করে দেন। এর সামর্থ্যও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া অক্তর ঠিক করে দেওয়ার সাথে উত্তোলিতভাবে অভিত।

فِإِذَا لَقِيْتُمُ الظَّاهِرِينَ كَفَرُوا فَضْرِبُ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَثْتُمُ
هُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَمَّ

الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا

(8) অতঃগর ব্যবন তোমরা কাফিরদের সাথে সুজ অবতীর্ণ হও, তখন তাদের অর্থন আর, অবস্থার ব্যবন তাদেরকে পুরুষাপে পরাপ্রত কর তখন তাদেরকে সত্ত করে দেবে কেন। অতঃগর হয় তাদের প্রতি অবৃষ্ট কর, না হয় তাদের নিকট হতে চুড়িগুল জাও। তোমরা সুজ ঢালিয়ে আবে, যে পর্যন্ত না পারুনক অস্ত সংক্রম করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পুরোপুরিত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যু'মিনরা সংকোচিতামী এবং কাফিররা অনর্থকামী। এই পরিপ্রেক্ষিতে কুরুক ও কাফিরদের অনর্থ দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াতে জিহাদের বিধানবালী আলোচিত হয়েছে)। অতঃপর মধ্যন তোমরা কাফিরদের সাথে শুক্র মুকাবিজ্ঞা কর, তখন তাদের গর্দান যাই, অবশেষে যথম তাদের খুব রক্তপাত ঘটিয়ে নাও, (এর অর্থ কাফিরদের শৌর্যবীৰ্য নিঃশেষ হয়ে আওয়া এবং যুদ্ধ বজ করা হলে মুসলমানদের ক্ষতি অথবা কাফিরদের প্রবল হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকা) তখন (কাফিরদেরকে বন্দী করে) খুব শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর (তোমরা উভয় কাজ করতে পার) হয় তাদেরকে মৃত্যুপণ না নিয়ে মৃত্যু করে দেবে, না হয় মৃত্যুপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে। (এই যুদ্ধ ও বন্দী করার নির্দেশ তখন পর্যন্ত) যে পর্যন্ত না (শত্রু) ঘোঁকারা অন্ত সংবরণ করে। (অর্থাৎ হয় তারা ইসলাম করুন করবে, না হয় মুসলমানদের যিন্মী হয়ে বসবাস করতে রায়ি হবে। এরপ করলে যুদ্ধ ও বন্দী কোন কিছুই করা জাওয়ে হবে না)।

আনুবাদিক জাতৰ্ব বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক. শুক্রের মাধ্যমে কাফিরদের শৌর্যবীৰ্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। দুই. অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে দু'রকম ক্ষয়তা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত কুরুবশত তাদেরকে কোন রুকম মৃত্যুপণ ও বিনিয়য় ব্যাতিরেকেই মৃত্যু করে দেওয়া। কিংবা অতীর্থ মৃত্যুপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। মৃত্যুপণ একাগণ হতে পারে যে, আয়াদের কিছু-সংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিয়য়ে কাফির বন্দীদেরকে মৃত্যু করা এবং একাগণ হতে পারে যে, কিছু অর্থক্ষতি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই বিধান পূর্ব-বলিত সুরা আনফালের বিধানের বাহ্যত খেলাফ। সুরা আনফালে বদর শুক্রের বন্দীদেরকে মৃত্যুপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিঙ্কাতের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তিবাণী অবতীর্থ হয়েছিল এবং রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন : আয়াদের এই সিঙ্কাতের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আবাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল—বলি এই আবাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাতোব ও সা'দ ইবনে মুরাব (রা) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তারা মৃত্যুপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরেকুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সার কথা এই যে, সুরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মৃত্যুপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ করেছিল। কাজেই মৃত্যু-পণ ব্যাতিরেকে ছেড়ে দেওয়া আরও উত্তমতাপে নিষিদ্ধ ছিল। সুরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্হবিদ বলেন যে, সুরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সুরা আনফালের আয়াতকে রাহিত করে দিয়েছে। তফসীরে মাঝহারীতে আছে, হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হাসান, আতা (র), অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্হবিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেকী, আহমদ, ইসহাক (র) প্রযুক্ত ফিক্হবিদ ইমামের মাঝহাবও তাই। হয়রত ইবনে

ଆକାସ (ରୋ) ବଜେନ, ବଦର ଶୁଭେର ସମ୍ରାଟିମନଦେଇ ସଂଖ୍ୟା କରି ଛିଲ । ତଥିନ କୃପା କରା
ଓ ଶୁଭିଗପ ନେଉରା ନିଷିଦ୍ଧ ଛିଲ । ପରେ ଅଚଳ ମୁଗ୍ଧମାନଦେଇ ଶୌର୍ଯ୍ୟବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଖ୍ୟା ବେତେ ଥାର,
ତଥିନ ଶୁରା ମୁହାମ୍ମଦଦେଇ କୃପା କରା ଓ ଶୁଭିଗପ ନେଉରାର ଅନୁଯାତ ଦାନ କରା ହର । ତଙ୍କୁଶୀରେ
ମାନ୍ୟବୀରିତେ କାହାରୀ ସାମାଜିକାତ୍ମକ ଏ କଥାଟି ଉଚ୍ଛ୍ଵ କରାର ପର ବଜେନ, ଏ ଡ୍ରିଫ୍ଟିଟି ବିନ୍ଦୁକ ଓ
ପରିଚାଳନୀର । କେମରା, ଆମ୍ବି ରମ୍ବଲୁକାତ୍ମ (ସା) ଏକେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପତ କରିବାରେ ଏବଂ ଖୋଲାକାଳୀରେ
ରାଶେନ୍ଦ୍ରିୟର ଏକେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପତ କରି ଦେଖିଲେବାରେ । ତାଇ ଏହି ଆରାତ ଶୁରା ଆନନ୍ଦାଳେର
ଆନନ୍ଦାଳକେ ରହିଲି କରେ ଦିଲେବ । କାହାର ଏହି ସେ, ଶୁରା ଆନନ୍ଦାଳେର ଆନନ୍ଦାଳ ବଦର ଶୁଭେର
ସମ୍ରାଟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହର । ବଦର ଶୁଭ ହିଜରତେର ଧିତୀର ସାଥେ ସଂଘାତିତ ହରିଲି । ଆର
ରମ୍ବଲୁକାତ୍ମ (ସା) ଅଛି ହିଜରତେ ହଦାରବିହାର ଅଟିନାର ସମ୍ରାଟ ଶୁରା ମୁହାମ୍ମଦଦେଇ ଆଜୋଟା
ଆରାତ ଅନୁଭାବୀ ବନ୍ଦୋଦେଶୀରେ ଶୁଭିଗପ ବ୍ୟାତିରେକେ ମୁକ୍ତ କରିଛିଲେ ।

সহীয় মুসলিমে হন্তরত আনাস (রা) থেকে বাণিজ আছে যে, একবার যশাৱ আপি অনেক কাঙিক রসূলুজ্জাহ (সা)-কে অঙ্গীকৃতে হত্যা কৰাৱ ইচ্ছা নিৰে তানমীম পোহাড় থেকে নিচে অবতৰণ কৰে। রসূলুজ্জাহ (সা) তাদেৱকে জীবিত প্ৰেক্ষণৰ কৰেন এবং মৃত্যুগত ব্যাতিৱৰকেই মৃত্যু কৰে দেন। এৱাই পৱিপ্ৰেক্ষিতে সুৱা ফাতহেৱ নিষ্পোক্ত আৰাত অবতীৰ্ণ হৈৱ;

وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيهِمْ حَذْكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ عَلَيْهِمْ بَطْشٌ مَّكَّةٌ مِّنْ بَعْدِ

أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَلَيْهِمْ

এক রিওয়ারেত অনুসারী ইয়াম আহম আবু হানীফা (র)-র প্রসিদ্ধ মাঝহাব এই
থে, মুক্তব্যসৌদেরকে মুক্তিগণ বাড়িরকে জ্ঞাবা মুক্তিগণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া জামেয়
নয়। এ কানগেই হানাফী আলিমগণ সুরা মুহাম্মদের আলোচা আয়াতকে ইয়াম আহমের
মতে রাহিত ও সুরা আনফালের আয়াতকে রাহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তৎসৌরে
মাঝহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সুরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সুরা
মুহাম্মদের আয়াত পরে অবরোধ হচ্ছে। তাই সুরা মুহাম্মদের আয়াতই রাহিতকারী
এবং সুরা আনফালের আয়াত রাহিত। ইয়াম আঘামের পছন্দনীয় মাঝহাবও অধিকাংশ
সাহাবী ও ক্ষিক্ষিয়দের অনুরাগ মুক্ত করা জামেয় বলে তৎসৌরে মাঝহারী বর্ণনা করেছে।
হাদি প্রতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে, তৎসৌরে মাঝহারীর অতে এটাই
বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় আবহাব। হানাফী আলিমগণের অধ্যে আরামা ইবনে ছয়াম (র)
‘ক্রতৃপক্ষ কাসীর’ থেকে এই মাঝহাবই প্রাপ্ত করেছেন। তিনি জিখেন: ‘কুরুক্ষী ও হিদায়াত
বর্ণনা অনুসারী ইয়াম আহমের অতে বল্পীদেরকে মুক্তিগণ নিয়ে মুক্ত করা বায় না। এটা
ইয়াম আবশ্য থেকে বর্ণিত এক রিওয়ারেত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক
রিওয়ারেত ‘সিরারে কবীর’ জয়দরের উল্লিখ অনুরাগ বর্ণিত আছে যে, মুক্ত করা জামেয়।
উভয় রিওয়ারেতের অধ্যে শেরোক্ত রিওয়ারেতই অধিক স্পষ্ট। ইয়াম তাহাবী (র) ‘আ-
‘আনিউল আসারে’ একেই ইয়াম আঘামের মাঝহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারাংশ এই যে, সুরা মুহাম্মদ ও সুরা আনকাতের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও কিছু হিন্দুদের মতে রহিত নয়। মুসলিমদের আবছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলিমদের শাসনকর্তা এতদৃষ্টরের মধ্যে যে কোন একটিকে উপরুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরআনী রসুলুল্লাহ (সা) ও খোলাক্ষয়ে রাশেদীনের পুরীত কর্ম-পত্র দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, মুক্তব্যদীনেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও পোলায় করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপথ নিয়ে হেঢ়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনও মুক্তিপথ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মুক্তব্যদীনের বিনিয়োগে মুসলিমান বল্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থক্ষি নিয়ে হেঢ়ে দেওয়া এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপথ নেওয়ার অঙ্গুর্ত এবং রসুলুল্লাহ (সা) ও খোলাক্ষয়ে রাশেদীনের পুরীত কর্মপত্র দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইয়াম কুরআনী (ম) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যে সব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, অক্তৃপক্ষে সেগুলো অস্ত্র নয়, বরং সবগুলো অক্তৃপ্তি আয়াত। কোন আয়াতই রহিত নয়। কেননা, কাক্ষিরয়া অখন বদ্ধ হয়ে আবাদের হাতে আসে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারাটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপরুক্ত মনে করলে বল্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপরুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে পোলায় ও বাঁদী করে নেবেন, মুক্তিপথ দেওয়া উপরুক্ত মনে করলে অর্থক্ষি নিয়ে অথবা মুসলিমান বল্দীদের বিনিয়োগে হেঢ়ে দেবেন অথবা কোন-রাগ মুক্তিপথ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরআনী লিখেন :

وَهَذَا أَلْقَوْلُ بِرَوْيٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنِ عَبْدِ
وَحْكَمَ الطَّحاَوِيُّ مِنْ هُبَّا مِنْ أَبِي حَلْيَفَةَ وَالْمَسْهُورُ مَا قَدْ مَلَأَ - ٤

অর্থাৎ মদীনার আলিমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইয়াম শাফেয়ী ও আবু উবায়েদ (র)-এর উক্তি। ইয়াম তাহাতী, ইয়াম আবু হানীফা (র)-ও এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে ঠার গ্রন্থ মাঝে এর বিপক্ষে ।

মুক্তব্যদীনের সমকে মুসলিম শাসনকর্তার চারাটি ক্ষমতা : উপরোক্ত বক্তব্য থেকে কৃটে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা মুক্তব্যদীনেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকে পোলায় বাচাতে পারবেন। এই প্রয়ে উচ্চতরের সর্বাই একমত। মুক্তিপথ নিয়ে অথবা মুক্তিপথ ব্যতিরেকেই হেঢ়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে সামনের আলোচনা : এখানে একটি প্রথ দেখা দেয় যে, মুক্তব্যদীনের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তো কিছু হিন্দিগণের মধ্যে কিছু না কিছু অভিভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও পোলায় বাচানোর বৈধতার ব্যাপারে কোন অভিভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সর্বাই একমত যে, হত্যা করা ও সামে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েয়। এমতাব্বাস কোরআন পাকে এই ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়নি কেন? তখন মুক্ত করে দেওয়ার সুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল? ইয়াম রাবী (র) তফসীরে কৌরীয়ে এ প্রবের উভয়ের বলেন, এখানে কেবল উমন দুইটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা সর্বজ্ঞ ও সর্বদা বৈধ। সামে পরিষ্কৃত

করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আবেষের মুজববনীদেরকে দাসে পরিষ্কত করার অনুমতি নেই এবং প্রতি ইত্যাদি লেকের হতাও আবেষ নয়। এতব্যাতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে।—(তফসীর কবীর, ৭ম খন্ত, পৃষ্ঠা ৫০৮)

বিড়ীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিষ্কত করার বৈধতা সুবিধিত ও সুপরিভাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মৃত্যু করে দেওয়ার বিষয়টি বদর মুজবের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এছালে মৃত্যু হত্যে দেওয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরই মুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুপণ ব্যাতিক্রমে হত্যে দেওয়া এবং মৃত্যুপণ নিয়ে হত্যে দেওয়া। বেসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এছালে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আবাতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আবাতসমূহে একথা বলা কিছুতেই টিক নয় যে, এসব আবাত অবভূর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিষ্কত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিষ্কত করার বিধান রহিতই হয়ে হেতু, তবে কোরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গার এর নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হত। যদি আলোচ্য আবাতই নিষেধাজ্ঞার স্থানিকিত হত তবে রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অক্ষতিম ভক্ত সাহাবারে কিমাম অসংখ্য মুজববনীদের কেন দাসে পরিষ্কত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিষ্কত করার কথা এত অধিক পরিচাণে ও পরম্পরা সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অধীক্ষার করা খুচুটা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রয় থেকে যাব যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্বব্রহ্ম সংস্কৃতক হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিম্বাপে দিত? প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে অগ্রত অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেওয়ার কারণেই এই প্রয় দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে বেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুনা তারা প্রকৃতপক্ষে প্রাতুল বজানে আবক্ষ হয়ে গেছে। বিষয়টির প্রয়োগ ও প্রাপ সৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যাব যে, অনেক অবস্থায় মুজববনীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাঞ্চাংত্যের শাস্ত্রনাম্বা প্রাচা শিক্ষাবিধানে অঙ্গিত পোষ্টাও লিখান ‘আবেষের তমদ্দুন’ প্রয়ে লিখেন :

“বিষ্ণ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আবেরিকান প্রতিহ্য পাঠে অভ্যন্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি ‘দাস’ সম্পর্ক উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসগতে এর ন মিসকীনদের তিন তেসে উঠে, সামেরকে শিকল দারা আলেটপুর্ণে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় খেঁটী পরানো হয়েছে এবং বেত যেরে যেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের ধোরাক প্রাপটা কেন্দ্রাপ দেহে আঁটকে ঝাঁকার জন্যও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অজ্ঞানময় কাছ ছাড়া তারা আর কিছুই পার না। আর্থি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই তিন কাতুরু সঠিক এবং ইংরেজদ্বা করেক বছরের মধ্যে আবেরিকান দ্বা কিছু করেছে তা এই তিনের অনুরূপ কি না।” --- কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলিমানদের কাছে দাসের বে তিন তা বুস্টানদের তিন থেকে সম্পূর্ণ তিন। (করীদ ওয়াজদী প্রধান দাসেরা যা ‘আবেষকুল কোরআন’থেকে উন্নত। (৪৪ খন্ত, পৃষ্ঠা ১৭৯)

প্রকৃত সত্ত এই হে, কোনেক অবস্থার বক্ষীদেরকে সামে পরিপন্থ করার চাইতে উত্তম কোন গথ থাকে না । কেননা সামে পরিপন্থ না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবগর—হয়ে হত্যা করা হবে, না হয় মৃত্যু হেতে মেঝেরা হবে, না হয় বাবজীবন বক্ষী করে রাখা হবে । প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপরোপিতার পরিপন্থ হয় । কোন কোন বক্ষী উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকাঙ্গী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না । মৃত্যু হেতে দিয়ে যাবে যাবে এখন আশঁকা থাকে হে, বাদেশে পৌছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে আবে । এখন সুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে—হয় তাকে যাবজ্জীবন বক্ষী রাখে আজকালকার মত কোন বিচ্ছিন্ন দৌপুরে আটক রাখা, না হয় তাকে সামে পরিপন্থ করে তার প্রতিভাকে কাজে জাগানো এবং তার মানবাধিকারের পুরোপুরি দখাশোনা করা । চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদৃত্যের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোন্তি ? বিশেষত সামদের সম্পর্কে ইসলামের হে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ । সামদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রয়েছে কুরীয় (সা) বিশ্বন্তপ তাখার বাজ্জ করেছেন :

اَخْرُو اَنْكُمْ جَعَلْهُمْ اَللّٰهُ تَعَالٰى اِيْدِيكُمْ خَمْنَ كَانَ اُخْرُوَةَ تَعْصِيَتْ يَدِ يَةِ فَلِيَطْعَمْهُ
مَا يَأْكُلُ وَ لِهِبْسَةِ مَا يَلْبِسُ وَ لَا يَكْلَفَةَ مَا يَغْلِبُهُ فَانَّ كَلْفَةَ يَقْلِبْهُ فَلِيَعْمَلْهُ—

তোহসীর সামরা তোহসীর ভাই । আজাহ্ তাদেশকে তোহসীর অধীনস্থ করে দিয়েছেন । অতএব শার ভাই তার অধীনস্থ হয় সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে বেন এখন কাজের তার না দেয়, যা তার জন্য অসহনীয় । যদি এখন কাজের তার দেয়, তবে যেন সে তাকে সাহায্য করে ।—(বোধায়ী, মুসজিম, আবু দাউদ)

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম সামদেশকে হে মর্যাদা দান করেছে তা সাধীন ও মৃত্যু মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি । সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম সামদেশকে বৃথৎ বিবাহ করার অনুমতি দেয়নি ; এবং প্রজুদেশকে আয়াতের বাধায়ে জোর তাক্ষীদও করেছে । এমনকি তারা সাধীন ও মৃত্যু মানুদেশকেও বিবাহ করতে পারে । বৃষ্টমধ্য সম্মদে তাদের অন্য সাধীন মুজাহিদের সহান । শত্রুকে প্রাপের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উকিল তেমনি ধর্তব্য, যেমন সাধীন ব্যক্তিবর্গের উকিল । কোরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সবাবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সংযোগিত করলে একটি বৃত্ত পুরুক হয়ে যেতে পারে । হয়রত আলী (রা) বলেন, দু'জাহানের মেতা হয়রত রয়স্মে যকবুল (সা)-এর পরিজ্ঞ মুখে যে বাকাবলী জীবনের লেষ যন্হুর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছে এবং মারগর তিনি গরম প্রজুর সামিধে তখে যান তা হিজ এই : **الصَّلُوةُ أَكْلُوا وَ الْفَلُوُ أَتَقْلُوا** ।—অর্থাৎ নামায়ের প্রতি জাক্কা রাখ, নামায়ের প্রতি জাক্কা রাখ । তোহসীর অধীনস্থ সামদেশ বাগানে আজাহ্কে ভর কর ।—(আবু দাউদ)

ইসলাম দাসদেরকে শিকাদীক্ষা অর্জনেরও অব্দেষ্ট সুরোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। অধীক্ষা আবদুল মাতিউ ইবনে মারওয়ানের জায়েলে ইসলামী সান্তানের প্রায় সকল প্রদেশেই ভাই-পরিবার বাঁচা সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেব, তাঁরা সবাই দাসদের অন্তর্ভুক্ত হিসেব। বিভিন্ন ইতিহাস প্রহে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এরপর এই মানের দাসছকেও গৰ্মাই-ক্ষম বিজীব করা অথবা হুস করার জন্য দাসদেরকে মৃত্যু করার ক্ষয়িজ্ঞত কোরআনও হাসীসে কুরি কুরি বর্ণিত হয়েছে, আতে মনে হয় যেন অন্য কোন সৎকর্ম এর সমরক হতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মৃত্যু করার জন্য বাহানা তালিকা করা হয়েছে। রোমার কাফ্কারা, হত্তার কাফ্কারা, জিহায়ের কাফ্কারা ও কসবের কাফ্কারার মধ্যে দাস মৃত্যু করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এবনকি হাসীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ কদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাইত করে, তবে এর কাফ্কারা হচ্ছে দাসকে মৃত্যু করে দেওয়া।—(মুসলিম) সাহাবায়ে কিংবালের অভ্যাস হিসেবে তাঁরা অকাতরে আবুর সংখ্যাক দাস মৃত্যু করতেন। ‘আজীজমুজ ওয়াহ্হাব’-এর প্রচকার কোন কোন সাহাবীর মৃত্যু করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :

হস্তাত আরেবা (রা)—৬৯, হস্তাত হাকীয় ইবনে হেবাব—১০০, হস্তাত গুসহাম পনী (রা)—২০, হস্তাত আবাস (রা)—৭০, হস্তাত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)—১০০০, হস্তাত মুজ কাজ্জা হিমইজারী (রা)—৮০০০ (যাত্র এক দিনে), হস্তাত আবদুল্লাহ রহমান ইবনে আউফ (রা)—৩০,০০০।—(কতুল আজায়, টাঙ্কা বুলুঙ্গ মারাম, নবাব সিদ্দীক হাসান থান প্রণীত, ২০ খণ্ড, ২৩২ পৃঃ) এ থেকে জানা যায় যে, যাই সীড়জন সাহাবী ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মৃত্যু করেছেন। বলা বাহ্য, অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মৃত্যু করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। যেটি কথা ইসলাম দাসছের ব্যবহার সর্বব্যাপী সংক্ষেপে সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এভেনুকে ইনসাকের মুক্তিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসছকে অন্যান্য জাতির দাসছের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভাব। এসব সংক্ষেপ সাধনের পর মুক্তবন্দীদেরকে দাসে পরিষ্কত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিমাট অনুগ্রহের রাগ পরিষ্ঠ করেছে।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, মুক্তবন্দীদেরকে দাসে পরিষ্কত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যবেক্ষণ সীমিত। অর্থাৎ ইসলামী রাস্তে কদি উপস্থুত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিষ্কত করতে পারে। এরপ কর্ত্তা মোস্তাহব অথবা গুরাত্তিব নয়। করৎ কোরআম ও হাসীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মৃত্যু করাই উচ্চত বোর্দ যায়। দাসে পরিষ্কত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, অতক্ষণ প্রত্যুপক্রয় সাথে এর বিপরীত কোন দৃষ্টি না থাকে। যদি শত্রু পক্ষের সাথে দৃষ্টি হয়ে যাব যে, তারা আমাদের ক্ষমীদেরকে দাসে পরিষ্কত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিষ্কত করব না, তবে এই দৃষ্টি হলে তারা অপরিহার্য হবে। বর্তমান সুপ্রে বিবেচ অনেক দেশ এরপ দৃষ্টিতে আবক্ষ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই দৃষ্টিতে আকর করেছে তাদের অন্য মুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যবেক্ষণ কোন বন্দীকে দাসে পরিষ্কত করা বৈধ নয়।

ذَلِكَ طَوْلُ يَشَاءُ اللَّهُ لَا تُنَصِّرُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَّيَبْلُوا بِعَصْرَكُمْ
 بِعَصْرٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضْلَلَ أَعْمَالَهُمْ
 سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُهُمْ بِأَعْلَمِ^٥ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ
 يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَنَصُّرًا اللَّهُ يَنْصُرُ كُمْ وَيُبَشِّرُتُ أَقْدَامَكُمْ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَقْسَمُ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِآثَارِهِمْ كَرِهُوا
 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ^٦ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفَّارِ
 أَفْشَالُهُمَا^٧ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفَّارِ
 لَامْوَالَهُمْ^٨

(৪-ক) একথা উললে। আলাহ্ ইহু করলে তাদের কাছ থেকে শোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমদের কঠকাকে কঠকের জারা গঢ়ীজ্ঞ করতে চান। যারা আলাহ্র পথে সাহায হয়, আলাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিমল্ল করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে পথগ্রন্থালৰ করবেন এবং তাদের জাহাজ কোল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জামাতে সাহিল করবেন, যা তাদেরকে জামিয়ে দিবেছেন। (৭) হে খিদুসিমিশ! বদি তোমরা আলাহকে সাহায কর, আলাহ্ তোমদেরকে সাহায করবেন এবং তোমদের পা সুচালিল্ল করবেন। (৮) আর যারা কাকিল, তাদের জন্য আলাহ্ সুর্যতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিমল্ল করে দেবেন। (৯) এটা একন্ত হে, আলাহ্ যা মার্জিক করেছেন, তারা তা সহজে করে না। অতএব, আলাহ্ তাদের কর্ম ক্ষৰ্ব করে দেবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে জন্মগ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববৰ্তীদের পরিপাত কি হয়েছে? আলাহ্ তাদেরকে খৎস করে দিবেছেন এবং কাকিলদের জাহাজ ওঝগাই হবে। (১১) এটা একন্ত হে, আলাহ্ বুরিদের হিতকী বলু এবং কাকিলদের কোন হিতকী বলু নাই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(জিহাদের) এই নির্দেশ (যা বর্ণিত হয়েছে) পালন কর। (কোন কোন অবস্থায় কাকিলদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আলাহ্ জিহাদ প্রবর্তন করেছেন। এটা

বিশেষ ভাবপর্বের কারণে। নতুনা) আলাহু ইক্বা কলামে (বিজেই সৈর্পিক ও মর্ত্যের আমাব দ্বারা) তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন (যেখন পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য কাছ থেকে এমনি ধরনের প্রতিশোধ নিরেছেন। কারণও উপর প্রত্যয় বর্ণিত হয়েছে, কাউকে বাঢ়াক্ষেত্রে আক্রমণ করেছে এবং কষটকে নিরজিত করা হয়েছে। এরপ হলে তোমাদেরকে জিহাদ করতে হতো না)। কিন্তু (তোমাদেরকে জিহাদ করার নির্দেশ এই জন্য দিয়েছেন যে) তিনি তোমাদের এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (মুসলিমদের পরীক্ষা এই যে, কে আলাহুর নির্দেশের বিপরীতে তিনের জীবনকে মৃত্যুবান মনে করে তা দেখা এবং কাফিরদের পরীক্ষা এই যে, জিহাদ ও হত্যার দৃশ্য দেখে কে হাসিলার হলে কে সত্ত্বকে কবৃল করে, তা দেখা। জিহাদে যেমন কাফিরদেরকে হত্যা করার সুযোগ দেন তে হাসিলার হলে কে সত্ত্বকে কবৃল করে, তা দেখা। জিহাদে যেমন কাফিরদেরকে হত্যা করার সুযোগ দেন তে হাসিলার হলে কে সত্ত্বকে কবৃল করে, তা দেখা। (বৌজুল মনে করা যায় যে, যখন তারা কাফিরদের বিপক্ষে জয়লাভ করতে পারল না এবং নিজেরাই নিহত হল, তখন থেকে তাদের কর্ম নিষ্কাশ হয়ে গেল। কিন্তু যাকবে তা নয়। কেননা তাদের কর্মের অপর একটি কল অঙ্গিত হয়, যা বাহ্যিক সকলতার চাইতে বহুগুণে উচ্চ। তা এই যে) আলাহু তা' আলা তাদেরকে (অনশিলে) যকসূদ পর্যন্ত (যা পরে বলিত হবে) পৌছে দেবেন এবং তাদের অবস্থা (কবর, হাশর-পুরসিলাত ও পরাজয়ের সব জামায়াত) তাঁর স্বাক্ষরেন। (কোথাও কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না) এবং (এই যন্ত্রিতে যকসূদ পর্যন্ত পৌছে এই যে) তাদেরকে জীৱাতে দাখিল করবেন যা তাদেরকে জানিবে দেওয়া হবে। (ফলে প্রত্যেক আলাতী নিজ নিজ বাসভ্রান্তে কোনোলোগ ঝোজালুজি ছাড়াই নিবিবাসে পৌছে যাবে। এ থেকে প্রয়াণিত হয় যে, জিহাদে বাহ্যিক পরাজয়ের অর্থাৎ নিজে নিহত হওয়াও বিনাউ সোজ্য। অতঃপর জিহাদের পার্থিব উপকারিতা ও ক্ষমীগত বর্ণনা করে উৎপন্ন উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে;) হে বিরাসিগণ! যদি তোমরা আলাহুকে (অর্থাৎ তার দীন প্রচারে) সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (এর পরিপত্তি দুনিয়াতেও শুরু বিকলে বিজয় লাভ করা—প্রথমেই হোক কিংবা কিছুদিন পর পরিপূর্ণে হোক। কোন কোন মুঘলের নিহত হওয়া কিংবা কোন মুঠে সামরিক পরাজয়ের বরণ করা এর পরিপূর্ণ নয়) এবং (শুরু মুকাবিলাস) তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত স্বাক্ষরেন—(প্রথমেই হোক কিংবা সামরিক পরাজয়ের পরে হোক আলাহু তাদেরকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রেখে কাফিরদের বিকলে বিজয়ী করবেন। দুনিয়াতে আরবার এরপ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এ হচ্ছে মুসলিমদের অবস্থার বর্ণনা) আর যারা কাফির তাদের জন্য (দুনিয়াতে মুঘলদের মুকাবিলা করার সময়) দুর্জ্য (ও পরাজয়) রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের কর্মসমূহকে আলাহু তা'আলা নিষ্কাশ করে দেবেন (যেখন সুরার প্রারম্ভে বলিত হয়েছে। যোটকথা কাফিররা উভয় জাহানে কঠিনত হবে এবং) এটা (অর্থাৎ কাফিরদের ক্ষতি ও কর্মসমূহের নিষ্কাশ হওয়া) এ কানেক যে, তারা আলাহু যা নাবিল করেছেন তা পছন্দ করে না (বিশাস-গতভাবেও এবং কর্মগতভাবেও) অতএব, আলাহু তাদের কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) বরবাদ করে দিয়েছেন। (কেননা কুকুর সর্বোচ্চ যিমোহ। এর পরিপত্তি তাই। তারা যে আলাহুর আমাবকে কর করে না) তারা কি পৃথিবীতে প্রয়ুক্ত করেনি, অতঃপর দেখেনি যে,

তাদের পূর্ববর্তীদের পরিপায় কি হয়েছে? আজ্ঞাহু তাদেরকে ধৰ্ম করে দিয়েছেন (তাদের অসমুচ্ছ আসাম ও বাসভান দেখেই তা বোধ হাব। অঙ্গব, তাদের নিচিত হওয়া উচিত নহ। তারা কুকুর থেকে বিষত না হলে) এ কাফিরদের জনাও অনুরাগ পাও যায়েছে। (অষ্টাপর উভয় পক্ষের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে)। এটা (অর্থাৎ মুসলমানদের সাক্ষাৎ ও কাফিরদের ধৰ্ম) এ কাজপে যে, আজ্ঞাহু তা'আজা মুসলমানদের অভিভাবক এবং কাফিরদের (এগুল) কোন অভিভাবক নেই (যে আজ্ঞাহুর মুকাবিলাক তাদের কার্যকার করতে পাবে)। এলে তারা উভয় জাহানে অকৃতকার্য থাকে। মুসলমানরা কোন সময় দুনিয়াতে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হওজেও পরিপায়ে সফল হবে। গুরুকাজের সকল তেও সুস্পষ্টই। অঙ্গব, মুসলমান সর্বদা সকলকাম এবং কাফির সর্বদা বার্থ-অনোরথ হয়ে থাকে)।

আনুমতিক কাউন্য বিষয়

وَلَوْ يَشَاءُ إِنَّمَا لَأَفْتَصِرُ عَنْهُمْ ۝ ۝ ۝

এ আজাতে আজ্ঞাহু তা'আজা বলেছেন যে, মুসলিম সত্ত্বদারের অধ্যে জিহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতগৱে একটি রহস্য। কেবল জিহাদকে আসমানী আবাবের জুলাইশিত কলা হয়েছে। কান্থ কুকুর, শিকুক ও আজ্ঞাহু-চৌহিতীর শাপি পূর্ববর্তী উচ্চাতদেরকে আসমান ও শয়নের আবাব আরো দেওয়া হয়েছে। উচ্চতে মুহাম্মদীর যথোত্ত একপ হতে পারত, কিন্তু রাহয়-তুরিয় আজাসীনের কলাপে এই উচ্চতাকে এ ধরনের আবাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্বরে জিহাদ সিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আবাবের তুরনাম অনেক নমনীয়তা ও কলাপ নিহিত রয়েছে। প্রথম এই যে, ব্যাপক আবাবে নারী-পুরুষ, আবাজ-হাঙ-বাণিতা নিবিলেবে সমস্ত জাতি ধৰ্মসম্মত হয়। গুরুতরে জিহাদে নারী ও শিশুরা তো নিম্নাপদ থাকেই, পরত পুরুষত তারাই আকৃত হয়, আরা আজ্ঞাহুর ধর্মের হিকায়তকারীদের মুকাবিলাক মুক্তক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের যথোত্ত সরাই নিহত হয় না; বরং অনেকের ইসলাম ও ঈমানের তৎক্ষণ হয়ে থাক। জিহাদের খিতোয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের অর্থাৎ মুসলমান ও কাফিরের পরীক্ষা হয়ে থাকে যে, কে আজ্ঞাহুর নির্দেশে নিজের জান ও যাত্ত উৎসর্গ করতে হ্রস্তু হয় এবং কে অবাধ্যতা ও কুকুরে অঞ্জ থাকে কিংবা ইসলামের উচ্চত প্রয়োগসূচি দেখে ইসলাম কর্য করে।

— وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ إِنَّمَا لَأَفْتَصِرُ عَنْهُمْ ۝ ۝ ۝ —

হয়েছে যে, আরা কুকুর ও শিকুক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিষত রাখে, আজ্ঞাহু তা'আজা তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেবেন, অর্থাৎ তারা হেসব সদকা-খয়রাত ও অবহিতকর অবজ করে, শিকুক ও কুকুরের কারণে সেগুলোর কোন সওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আজাতে বজা হয়েছে যে, আরা আজ্ঞাহুর পথে শহীদ হয় তাদের কর্ম বিমল্প হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু পোনাহু করলেও সেই পোনাহুর কারণে তাদের সৎকর্ম ছাপ পাব না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের পোনাহু কাককারা হয়ে থায়।

وَمُصْلِحٌ بِالْعَالَمِ^{۸۷}—এতে শহীদের মৃতি নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। এক,

আরাহত তাকে হিদারত করবেন, দুই. তার সমস্ত অবস্থা তাজ করে দেবেন। অবস্থা বলতে মুনিয়া ও আধিয়াত উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। মুনিয়াতে এই যে, যে বাতিল জিহাদে ঘোগদান করে, সে শহীদ না হলও শহীদের সওজাবের অধিকারী হবে। আধিয়াতে এই যে, সে করবেন আবাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু মোকাবের এক তার হিত্মার থেকে গেলে আরাহত তাঁ'আরা হিদারতেরকে তার প্রতি রাস্তী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। (মাঝারী) শহীদ হওয়ার পর হিদারত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনমিলে অক্সুন' অর্থাৎ জোরাতে পৌছিয়ে দেবেন; বেমন কোরআনে আরাহতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আরাহতে পৌছে একথা বলবেঃ

أَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا^{۸۸}

وَلِلّهِ خَلَقْنَا—এ হচ্ছে একটি ভূতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ

তাদেরকে কেবল জোরাতেই পৌছানো হবে না, বরং তাদের অঙ্গের আপনা-আপনি আরাহতে নিজ নিজ ছান ও আরাহতের নিয়ামত তথা হর ও গেজানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে থাকে, বেমন তারা তিরকারি তাদের মধ্যেই বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত হিল। এরাপ না হলে অসুবিধা হিল। করুণ, আরাহত হিল একটি নতুন অস্থি। সেখানে নিজ নিজ ছান খুঁজে নেওয়ার মধ্যে ও সেখানকার বন্দুস্যুহের সাথে সমর্ক হাসিত হওয়ার মধ্যে সমর জাগত এবং বেশ কিন্তুকাজ পর্যবেক্ষণ অপরিচিতির অনুভূতির কাজে মন অশান্ত থাকত।

হৃষ্টরত আবু হুরায়েরা (রা)-র রিওজায়েতে ইসলামুরাহ (সা) বলেনঃ সেই আরাহতুর কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা মুনিয়াতে বেমন তোমাদের জী ও মৃত্যকে চিন, তার ঢাইতেও বেশী আরাহতে তোমাদের ছান ও জীবেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অঙ্গসত্তা হবে। (মাঝারী) কোন কোন রিওজায়েতে আছে, প্রত্যেক আরাহতীর জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জারাতে তার ছান বলে দেবে এবং সেখানকার জীবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

وَلِلّهِ فِرْسَنٌ أَمْثَلُهَا^{۸۹}—এখানে যত্কার কাফিরদেরকে তার প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য থে, পূর্ববর্তী উচ্চতদের উপর বেমন আবাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিত হয়ে যেতো না।

مُولِي—وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مُولِي لَهُم^{۹۰}—সমষ্টি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়;

এক অর্থ অতিকারক। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর অনেক অর্থ মালিক

وَرَدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ
এতে আলাহ্ তা'আলাকে কাফিরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারূণ, এখানে মাওলা শব্দের
অর্থ মালিক। আলাহ্ তা'আলা সবাইই মালিক। মুহিম-কাফির কেউ এই মালিকানার
বাইরে নন।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَعَاقَّونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا نَأْكُلُ
الْأَنْعَامَ وَالثَّارِمَشَوَّى لَهُمْ ۝ وَكَيْ أَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَّةً
مِنْ قَرْيَةِ الَّتِي أَخْرَجْتَكَهُ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝ أَفَمَنْ كَانَ
عَلَىٰ بَيْنَهُ ۝ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زِينَ لَهُ سُوءٌ عَلَيْهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقْوُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ ۝ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ أَسِنٍ
وَأَنْهَرٌ مِنْ لَبِنٍ لَخَرَيْتَهُ طَعْمَهُ ۝ وَأَنْهَرٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٌ لِلشَّرِّبِينَ ۝
وَأَنْهَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقَّبٍ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَائِيلِ
وَمَغْفِرَةٌ ۝ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ فِي الثَّارِ وَ سُقُوا مَاءً حَمِيمًا
فَقَطَمْ أَمْعَادَهُمْ ۝

(১২) আরা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আলাহ্ তাদেরকে আলাতে মাফিল করবেন,
যার নিষ্ঠাদেশে নির্বাসিপীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর আরা কাফির, তারা কোগবিজাসে অত
থাকে এবং চতুর্লাল অন্তর অত আহার করে। তাদের বাসস্থান আহারাম। (১৩) যে অনগদ
আপনাকে বহিকার করেছে, তদপেক্ষা কঢ় দণ্ডিশালী অনগদকে আরি ধৃংস করেছি, অতঃপর
তাদেরকে জাহাজ করার কেউ ছিল না। (১৪) যে বাতি তার পালনকর্তার প্রক থেকে আগত
নিমর্ণন অনুসরণ করে, সে কি তার স্বামী, যার কাছে তার অস কর্ম প্রোক্তব্য করা হয়েছে এবং
যে তার বেরাজ-শুশীর অনুসরণ করে। (১৫) পরাহিজনারদেরকে যে আলাতের ওসাদা দেওয়া
হয়েছে, তার অবস্থা নিষ্ঠারূপ। তাতে আছে নিষ্ঠারূপ পানির নহর, দুধের নহর, যার আদ
মিগরিবার্তার, পানকারীদের অস সুস্থান পরাবের নহর এবং পরিপোধিত অধুর নহর। তথায়

তাদের জন্য আছে রকমারি কলমূল ও তাদের পাইনকর্তার কথা। পরিহিতগারো কি তাদের সমান, যারা আহারামে অনঙ্ককাল থাকবে এবং তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে কুটুম্ব পানি অতঃপর তা তাদের নাড়ীভুংড়ি ছিম-বিচ্ছিম করে দেবে ?

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা বিশ্বাস হাপন করে ও সৎকর্ম করে, নিচয় আজাহ তাদেরকে জাগাতে দাখিল করবেন, যার নিষ্পন্দেশ নির্বাচিত সমৃহ প্রবাহিত হবে। আর যারা কাফির, তারা (দুনিয়াতে) ভোগবিজ্ঞাসে যত আছে এবং (পরকাল বিস্ময় হয়ে) চতুর্পদ জন্মের যত আহার করে। চতুর্পদ জন্মের চিন্তা করে না যে, তাদেরকে কেন পানাহার করানো হচ্ছে এবং তাদের বিশ্বাস এবং বিনিয়োগে কি প্রাপ্ত আছে ? তাদের ঠিকানা আহারাম। (উপরে কাফিরদের ভোগ-বিলাসে যত থাকার কথা বলা হয়েছে। এতে আপনার শরুদের রৌপ্য ও খাওয়া উচিত নয় এবং তাদের উদাসীনতা দেখে আপনারও দৃঢ়ত্ব হওয়া সমীচীন নয়। ভোগবিলাসই তাদের বিশ্বাসিতার কারণ। এমনকি, তারা আপনাকে অতিষ্ঠ করে যাঙ্কায়ও বসবাস করতে দেয়নি। কেননা) আপনার যে জনপদ আপনাকে বাস্তিভো থেকে উৎখাত করেছে, তদপেক্ষা অনেক শক্তিশালী বহু জনপদকে আমি (আবাব দারা) ধ্বংস করে দিয়েছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (এমতোবহুম এরা কি ? এদের অহংকার করা উচিত নয়। আজাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেই এদেরকে নির্মূল করতে পারেন। আপনি এদের ক্ষণক্ষয়ী ভোগবিলাস দেখে দৃঢ়ত্ব হবেন না। কারণ, আজাহ তা'আলা মিস্তিট সময়ে এদেরকেও শান্তি দেবেন।) যে বাকি তার পাইনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট (ও প্রায়ণ) পথ অনুসরণ করে, সে কি তাদের সমান হতে পারে, যাদের কাছে তাদের কুকর্ম শোভনীয় মনে হয় এবং যারা তাদের ধেরার-ধূলীর অনুসরণ করে ? (অর্ধাং উভয় দলের কাজকর্ম যখন তক্ষাং আছে, তখন পরিপতিতেও তক্ষাং হওয়া অবশ্যত্বাবী। যে সত্যগত্ব সে সওয়াবের এবং যে যিথ্যাপত্তি সে আবাব ও শান্তির যোগ্য। এই সওয়াব ও শান্তির বর্ণনা এই যে) পরিহিতগারদেরকে যে জাগাতের শোবাদ দেওয়া হয়, তার অবস্থা নিষ্পন্নাপ : তাতে আছে নিকলুব পানির অনেক নহর (এই পানির গুণ ও ধাত্বে কোন পরিবর্তন হবে না) দুধের অনেক নহর, যার আদ অগরিবর্তনীয়। পাইনকর্তাদের জন্য সুস্থান শর্যাবের অনেক নহর এবং পরিশেধিত মধুর অনেক নহর। তথায় তাদের জন্য আছে রকমারি কলমূল এবং (তাতে প্রবেশের পুর্বে) তাদের পাইনকর্তার পক্ষ থেকে (গোনাহের) ক্ষমা। তারা কি তাদের সমান যারা অনঙ্ককাল জাহাজামে থাকবে এবং তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে কুটুম্ব পানি, অতঃপর তা তাদের নাড়ীভুংড়িকে ছিম-বিচ্ছিম করে দেবে ?

আনুষঙ্গিক কাতব্য বিবরণ

দুনিয়ার পানির রূপ, পক্ষ ও আদ কোন কোম সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুখও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শর্যার বিশ্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে কোন কোন উপকারের কারণে পান করা হয়, যেমন তামাক কঢ়া হওয়া সঙ্গেও খাওয়া হয় এবং খেতে

থেকে অভ্যাস হয়ে যাব। জাতাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্বর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই
পরিবর্ণন ও বিষাদ থেকে যুক্ত। জাতাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্ত থেকেও যুক্ত, একথা
সূরা সুফিকাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : *لَا نُنَهَا غُولٌ وَ لَا هُمْ عَلَيْهَا*

يَنْزَلُونَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধ্যে মধ্যে মোহ ও আবর্জনা শিখিত থাকে। এর বিগরীতে
বলা হয়েছে যে, জাতাতের অধু পরিশেষিত হবে। শিক্ষ উভি এই যে, জাতাতে আকরিক
অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও অধুর চার প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রাপক অর্থ নেওয়ার কোন
শরোভন নেই। তবে এটা পরিকার যে, জাতাতের যত্নসমূহকে দুনিয়ার বস্তসমূহের অনুসরণ
মনে করা যাব না। সেখানকার অতোক বস্তর জাদ ও আমদ ডিপ্রোপ হবে, যার নবীর
পৃথিবীতে নেই।

**وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَقِيمُ إِلَيْكَ هَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا
لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ أَنْفَاثٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَتَبْعَثُوا أَهْوَاءَهُمْ ⑥ وَالَّذِينَ اهْتَدَى زَادَهُمْ هُدًى
وَأَنَّهُمْ تَقْوَاهُمْ ⑦ فَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً
فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَإِذَا لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذَكْرُهُمْ ⑧**

(১৬) তাদের মধ্যে কতক আগন্তুর দিকে কান পাতে, অল্টপর বছন আগন্তুর কাছ
থেকে বাইরে যাব, তখন যারা লিঙ্কিত, তাদেরকে বলে : এইসার তিনি কি বলামেন ? এমের
অকরে জাতাত যোহুর ঘেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের বেশাম-ধূপীর অনুসরণ করে।
(১৭) যারা সংপৎস্ত্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সংপৎস্ত্রাপ্ত আরও বেকে যাব এবং জাতাত
তাদেরকে তাকওয়া দান করেন। (১৮) তারা শুধু এই আগেজাই করছে যে, কিয়ামত অক-
স্মাই তাদের কাছে এসে গড়ে। বস্তু কিয়ামতের শক্তিসমূহ তো এসেই গড়েছে। সুতরাং
কিয়ামত এসে গড়ে তারা উপস্থি প্রাপ্ত করবে কেমন করে ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে নবী (সা)] তাদের মধ্যে কতক (অর্থাৎ মুনাফিক সম্মানীর আগন্তুর প্রচার ও
নিকাদানের সময় বাহ্যত) আগন্তুর দিকে কান পাতে (কিন্তু আকরিকভাবে যোটেও
মনোবোসী হয় না)। অল্টপর যখন তারা আগন্তুর কাছ থেকে (উত্তে মজলিস ত্যাগ করে)

বাহিরে থাক, তখন আমার পিছিত (সীহাবী) সেবকে বলে : এইসাই (ব্যবহ আগ্রহ প্রজাতিসে হিলাম, তখন) তিনি কি বলেছিলেন ? (তাঁরে একথা বলাও ছিল এক প্রকার বিজ্ঞ প্রবেশ)। এটে করে একথা বলা উক্ষেপ ছিল যে, আমরা আগমনীর কথা-বাঁচাকে ঝাঁকে পঞ্জোগাই যাবে করিব মা-। এটাও এক প্রকার কপিটাই ছিল)। এবাই তাঁরা, যাদের অঙ্গে প্রাণাহৃ হোইয়ে দেখে পিছেহেম (যদে তাঁরা হিলাইত থেকে দূরে সরে পড়েছে)। এবং তাঁরা নিষেধের দ্বোল-পূর্ণীর অনুসরণ করে। (তাঁদের সম্মুদ্দারের মধ্য থেকে) যারা সৎপথে থাই (অর্থাৎ পুস্তকাম হবে দেখে) আজাহৃ তা-আলা তাঁদেরকে (নিদেশাবলী প্রথম কর্তৃর সময়) আরও বেশী হিলাইত করিয়ে (এবে তাঁরা সহুম নিদেশাবলীতেও বিবাস করে অর্থাৎ তাঁদের দীর্ঘ আলাব প্রিয়বন্ধ বেকে আর আধিক্য তাঁদের দীর্ঘবাসকে আরও বেশী পক্ষিক্ষালী করে দেন। এটাই সৎকর্মের বৈশিষ্ট্য) এবং তাঁদেরকে তাঁকওয়াহ তত্ত্বাত্মক দান করেন। (অঙ্গের মুমাকিফ-দের উক্ষেপে এ মর্য পাতির ধৰণ থাপিত হচ্ছে যে, তাঁরা আজাহৃ নিদেশাবলী উন্মেষ একটা-বাহিত হচ্ছে না। এটে বোকা থাই যে) তাঁরা এ বিবরণেই অপেক্ষা করবাই যে, কিয়ামত অক্ষয়াহ তাঁদের উপর এসে পড়ুক। (একথা শাসনির উপরে বলা হয়েছে যে, তাঁরা এখনও যে হিলাইত করিন করিব মা, তবে কি তাঁরা কিয়ামতে হিলাইত হোস্ত করবাবে ?) অঙ্গব্য (যদে রোধ, কিয়ামত নিষ্ঠাট্বাত্মক হৈয়ে) তাঁর কর্তৃক্ষতি জাঙ্গ তো এসেই পোই। (সেবতে হাদীসমূলে এবং সেই নবীর আগমন এবং নবুওয়াতও কিয়ামতের নির্দেশনসমূহের অন্যতম)। চাই বিখ্যতি করার পটভূতি যেমন রসুলুজ্জাহ (সা)-এর মৌজেয়া, তেমনি কিয়ামতের জাঙ্গও। এসব জাঙ্গ কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অঙ্গের বলা হচ্ছে যে, কিয়াম আবা ও হিলাইত জাঙ্গ করার ব্যাপারে কিয়ামতের অপেক্ষা করা নিরেট সুর্যতা। কেমনো, সে সময়টি বোকার ও আমল করার সময় হবৈ মা। বলা হয়েছে :) যখন কিয়ামত এসে পড়বে, তখন তাঁরা উপদেশ প্রাণ করাবে কেবল করে ? (অর্থাৎ তখন উপদেশ উপকারী হবে মা)।

আন্তর্বিক আক্ষণ্য বিষয় :

أَمْرٌ শব্দের অর্থ আগ্রহত, জাঙ্গ। আত্মবুরোবীয়াম (সা)-এর আবির্জিতাবৈ কিয়া-মতের প্রাথমিক জাঙ্গ। কেমনো, ধাতুমে-নবুওয়াতও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলায়ত। এখনিভাবে চাই বিখ্যতি করার মৌজেয়াকে কোরআনে । **قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**

বাক্য বাক্য বাক করে বিখ্যত করা হয়েছে যে, এটাও কিয়ামতের অন্যতম জাঙ্গ। এসব প্রাথমিক আলায়ত কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আগ্রহত সহীহ হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। উক্ষেপে একটি হাদীস ইবরাত আলাস (রা) থেকে থাপিত আছে যে, তিনি রসুলুজ্জাহ (সা)-এর কাছে উমেছেন—মিশ্রক্ষণ বিবরণগুলো কিয়ামতের আলায়ত ; তাঁচর্চা উঠে থাবে। অভানতা থেকে থাবে। বাঁচিতারের প্রসাৱ থাবে। মদাপান থেকে থাবে। পুরুষের সংবাদ কথে থাবে এবং নারীর সংখ্যা বেকে থাবে ; এখনিক, পঞ্জাশ

জন মারীর কুরআন-পৌরুষ একজন পুরুষ করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইলম হুস পাবে এবং মুর্দা ছড়িয়ে পড়বে।—(বোখারী, মুসলিম)

হস্তান্ত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলাল্লাহ (সা) বলেন : যখন শুক্রবৰ্ষে মাসকে ব্যাড়িগত সম্পদ ঘনে করা হবে এবং আয়ানতকে শুক্রবৰ্ষে মাস সাবাস্ত করা হবে (অর্থাৎ হাজার ঘনে করে খেয়ে ফেলবে) যাকাতকে অবিভান্ন ঘনে করা হবে (অর্থাৎ আসায় করতে বৃদ্ধিত হবে) ইলম-সৌন পাখির আর্থের জন্য অর্জন করা হবে; পুরুষ তার জ্বীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বকুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হটেগোল শুরু হবে, গাপাচারী ব্যক্তি কণ্ঠের নেতা হয়ে থাবে, হীনতম ব্যক্তি উত্তির প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সভাম করা হবে, গায়িকা নারীদের পানবাদ্য ব্যাপক হয়ে থাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদাপান করা হবে এবং উচ্চমন্ত্রের সর্বশেষ জোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্প্রাণ করতে থাকবে, তখন তোমরা নিষ্ঠাক বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো : একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে পুঁতে হাওয়ার, আকাশ-আকৃতি বিকৃত হয়ে হাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কিম্বামতের অন্যান্য আলায়তের, যেগুলো একের পর এক প্রভাবে প্রকল্প পাবে, যেহেন মুক্তির মাজা হিঁচে পেলে দানবুগো একটি একটি করে যাওতে থসে গড়ে।

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ دَوَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقْبَلَكُمْ وَمُثْوِكُمْ

(১৯) জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যাড়িত কোন উপাস্য নেই। কল্প আর্দ্ধনা করুন, আপনার জুতির জন্য এবং মুঘিন পুরুষ ও নারীদের জন্য। আল্লাহ তোমাদের পতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্ক স্বাস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন আপনি আল্লাহর অনুগত ও অবাধ্য উত্তম প্রেরীর অবস্থা ও পরিণতি শনবেন, তখন) আপনি (উত্তমরূপে) জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যাড়িত অন্য কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়। (এতে ধর্মের আবর্তীয় মুলনীতি ও শাখা-প্রশাখা এসে গেছে। কেবলো, জেনে রাখুন, বলে পুরো-পুরি জেনে রাখা বোকানো হয়েছে। পুরোপুরি জেনে রাখার জন্য আল্লাহর বিধানাবলী পুরোপুরি আমলে আনা অপরিহার্য। যোক্তৃকথা এই যে, সমস্ত বিধান সর্বক্ষণ পালন করুন। যদি কোন সহজ ছুটি হয়ে থাকে তা আপনার বিজ্ঞাপনার কর্তৃপক্ষে পোনাহ নয়, বরং শুধু উত্তমকে বর্জন করার শাখিল হবে। কিন্তু আপনার উচ্চমর্যাদার দিক দিয়ে দৃশ্যত ছুটি। তাই) আপনি (এই বাহ্যিক) ছুটির জন্য ক্ষয় প্রার্থনা করুন এবং সব মুঘিন পুরুষ ও নারীর জন্যও (ক্ষয়ার দোষা স্বরূপে থাকুন। একথাও স্মর্তব্য যে) আল্লাহ তোমাদের পতিবিধি ও অবস্থানের (অর্থাৎ সব অবস্থা ও কাজকর্মের) অবন রাখেন।

सामाजिक सेवा विभाग

ଆଜୋଟା ଆଜ୍ଞାତେ ମୁଶ୍କୁଳାହ୍ (ସା)–କେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଳା ହମେହେ : ଆପଣି ଜେନେ ରାଖୁନ୍,
ଆଜ୍ଞାହ୍ ବ୍ୟାତୀତ ଅଳ୍ୟ କେଉ ଇବାଦତେର ହୋଗା ନାହିଁ । ବଳା ବାହଳା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟ-ମୁଶ୍କୁଳାନାଙ୍କ
ଏକଥି ଆନେ, ପରାମର୍ଶମୁକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଏକଥା ଆନବେଳ ନା କେବ ? ଏମତାବିହ୍ଵାର ଏହି ଜ୍ଞାନ
ଅର୍ଜନେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେର ଅର୍ଥ ହମ୍ ଏହି ଉପର ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟେଲ ଥାକା, ନା ହର ତଦନୁଧାରୀ ଆଯମ କରନ୍ତା ।
କୁରତୁବୀ ସର୍ବନା କରେନ, ସୁଫିଲ୍ୟାନ ଇବନେ ଉଯାଇନାକେ କେଉ ଇଲମେର ପ୍ରେତତ୍ତ ସମ୍ପର୍କେ ଶ୍ରୀ କରୁଣେ
ତିନି ଉତ୍ସରେ ଥିଲେନ : ତୁମି କି କୋରାଜୀନେର ଏହି ବାପୀ ପ୍ରବଳ କରନିଷ୍ଠ । ॥ ୪୫ ॥

سابقوا الى : آرزو بولا هنریه : أعلموا أنما الحيوة الدنيا لعب وهو

وَأَعْلَمُوا أَنَّهَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنْهُ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ

ଏହି କମ୍ ଫଟାକ୍ ଏହିପର ବଳା ହସେହେ । ଆମୋଚ ଆଯାତେ ଓ ରସୁଲୁଆହ୍ (ସା) ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ଥେକେ ଏକଥା ଅନତେନ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ତଦନୁଧାରୀ ଆମଳ କରା । ଏ କାରଣେଇ ଏହିପର ଓ ଅନ୍ତର୍ଭାବୀ ଆମଳ କରାର ଶିଖା ରମେହେ । ଆମୋଚ ଆଯାତେ ଓ ରସୁଲୁଆହ୍ (ସା) ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ଥେକେ ପରିଷ ହେଲା ସବୁତେ ହୁଲ ବିଶେଷେ ଇଜତିହାଦୀ ଭୁଲ ହସେ ଯାଓଯା ବିଚିର ନାହିଁ । ଶରୀରତର ଆଇନେ ଇଜତିହାଦୀ ଭୁଲ ଗୋନାହିଁ ନାହିଁ ; ବରଂ ଏହି ଭୁଲରେ ଓ ସତ୍ୱର ପାଦ୍ୟା ଯାଏ । କିନ୍ତୁ ପରିଷର-ଗଟକେ ଏହି ଭୁଲ ସମ୍ଭାବ ଅବଶ୍ୟକ ଅବହିତ କରେ ଦେଖା ହସେ ଏବଂ ତମେର ଉଚ୍ଚମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଲକ୍ଷ-ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଏହି ଭୁଲକେ ନେବେ ତଥା ଗୋନାହିଁ ଥିବେର ମାଧ୍ୟମେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରା ହସେ, ସେମନ ସୁରା ଆବାସାର ରସୁଲୁଆହ୍ (ସା)-କେ କଥା କରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତାର ସତର୍କବାଣୀ ଏହି ଇଜତିହାଦୀ ଭୁଲରେଇ ଏକାଟି ଦୁଃଖଟାକ୍ । ସୁରା ଆବାସାର ଏର ବିଜ୍ଞାନିତ ବିବରଣ ଆସିବେ ସେ, ସେଇ ଇଜତିହାଦୀ ଭୁଲ ଯଦିଓ ଗୋନାହିଁ ହିଲ ନା, ବରଂ ଏକ ସତ୍ୱର ପାଦ୍ୟାର ଓଜାଦା ହିଲ, କିନ୍ତୁ ରସୁଲୁଆହ୍ (ସା)-ଏର ଉଚ୍ଚମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତେ ସେଇ ଭୁଲକେ ପଛମ କରା ହସିବି । ଆମୋଚ ଆଯାତେ ଏମନି ଧରନେର ଗୋନାହିଁ ବୋକ୍ତାମୋ ସେତେ ପାରେ ।

କ୍ଷାତ୍ରୀ : ହସନ୍‌ତ ଆବୁ ବକର୍ ସିନ୍ଧୀକ (ଶ୍ରୀ)-ଏଇ ଏକ ମୋହରୀରେଣେ ରଜୁଲାହୁ (ଶ୍ରୀ) ବଜେନ୍ ଡେଓମରା ଦେଖି ପରିମାଣେ ‘ଶା-ଇଲାହା ଇଲାହା’ ପାଠ କରି ଏବଂ ଇହିଗଙ୍କାର ତଥା କମ୍ଯା-ପ୍ରାର୍ଥନା

কর। ইবলীস বলে : আমি যানুষকে গোনাহে খিংড় করে ধৰ্মস করেছি, প্রত্যক্ষের তারা আমাকে কালেমা 'মা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে ধৰ্মস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা সৎ কাজ মনে করে সম্পর্ক করে (যেখন সাধারণ বিদ 'আতসমুহের অবস্থা তপ্রস্পই)। এতেকরে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

^ ^ ^ ^ ^
-এর শান্তিক অর্থ ওষট্পালট হওয়া
এবং শব্দের অর্থ অবস্থানছল। তফসীরবিদগণ এই শব্দায়ের বিভিন্ন অর্থ
বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা, প্রত্যেক যানুষের
উপর বিবিধ অবস্থা আসে। এক, যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয়
এবং দুই, যে অবস্থাকে সে স্থায়ী রূপে মনে করে। এমনিভাবে কোন কোন গৃহে যানুষ
অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোন কোন গৃহে স্থায়ীভাবে। আরাতে অস্থায়ীকে
শব্দ দাওয়া এবং স্থায়ীকে শব্দ দাওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোধানে
হয়েছে যে, আজাদ যানুষের শাবতীয় অবস্থার অবস্থার রোধেন।

وَيَقُولُ الَّذِينَ أَمْنَوْلَا نَزَّلْتُ سُورَةً فَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً
مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ يَنْظَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرًا مُغْشِيٍّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى
لَهُمْ طَاعَةً وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ سِيَّدًا عَزَّزَ الْأَمْرَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّنَّمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَمْمَهُمْ
وَأَغْنَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ
أَقْفَالِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبَابِهِمْ قُنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَنُ سَوْلَ لَهُمْ وَأَصْلَهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سُرُطْتُعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَفْرِيْقَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِسْرَارَهُمْ ۝ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَصْرِيبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَبْعَثُوا مَا أَسْعَطَ اللَّهُ وَكَيْفَ هُوَا
رِضْوَانِهِ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝ أَمْ حَسِبَ الظَّنِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ
أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاهُمْ فَلَعْنَرَفْتُهُمْ
بِسِيمِهِمْ ۝ وَلَتَغْرِقُنَّهُمْ فِي لَعْنِ الْقَوْلِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهُولِينَ ۝ مِنْكُمْ وَالظَّاهِرِينَ ۝
وَنَبْلُوَنَا أَخْبَارَكُمْ ۝

- (২০) কারা শুঁয়িন, তারা বলে : একটি সুরা নাখিল হর না কেন ? অতঃপর বছন কেন আর্থহীন সুরা নাখিল হর এবং তাতে জিহাদের উপরে করা হয়, তখন বাদের অভিয়নে আগে আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুজ্ঞের মুর্দাপ্রাপ্ত মানুষের যত আগনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং খৎস তাদের জন্ম ! (২১) তাদের জানপত্তা ও মিল্ট বাক্য আনা আছে। অতঃব জিহাদের সিদ্ধান্ত হুমে হনি তারা আজাহুর প্রতি প্রস্তুত অংশীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্ম যজমানক হবে। (২২) ক্ষমতা লাভ করলে সক্ষিপ্ত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সুলিট করবে এবং আস্তীভাতার বজ্রন ছিপ করবে। (২৩) এদের প্রতিই আজাহ অঙ্গিসম্মান করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দুলিট্যাঙ্গিহীন করেন। (২৪) তারা কি কোরআন সম্বর্কে পাঠীর চিন্তা করে না। না তাদের অভয় তালাবছ ? (২৫) বিশ্বের যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শরতান্ত তাদের জন্ম তাদের ক্ষমতাকে সুন্দর করে দেখাব এবং তাদেরকে যিখ্যা আশা দেয়। (২৬) এটা এজন্ম হয়, তারা তাদেরকে বলে, যারা আজাহুর অবক্তৃর্ণ কিন্তু, অপকূল করে, আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা আন্দ করব। আজাহ তাদের ঘোগন পরামর্শ অবগত আছেন। (২৭) ক্ষেত্রস্থা ব্যবন তাদের মুশ্যমান ও পৃষ্ঠামেশে আভাত করতে কর্তৃতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে ? (২৮) এটা এজন্ম হয়, তারা সেই বিদ্যমান অনুসরণে করে, যা আজাহুর অসমোষ সুলিট করে এবং আজাহুর সন্তুলিটকে অপকূল করে। কলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যাখ করে দেন। (২৯) বাদের অভয়ে দোগ আছে, তারা কি অনে করে যে, আজাহ তাদের অভয়ের বিদ্যে প্রকাশ করে দেবেন না ? (৩০) আমি ইচ্ছা করলে আগনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারবেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আজাহ তোমাদের কর্মসমূহের অবর রাখেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব

হে পর্বত না কুটিরে ভূমি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং শতজগ
না আমি তোমাদের অবস্থাসমূহ আচাই করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা মুঘিন, তারা (তো সর্বাদা উৎসুক থাকে যে, আরও কালায় নায়িল হোক, যাতে ইয়াম তাজা হয় এবং নতুন নতুন নির্দেশ আসলে তারও সওয়াব হাসিল করা যায় ; আর সাবেক নির্দেশের তাকীদ আসলে আরও সৃষ্টি অঙ্গিত হয়। এই উৎসুকের কারণে) বলে, কোন (নতুন) সুরা নায়িল হয় না কেন ? (নায়িল হলে আমাদের আশা পূর্ণ হত)। অতঃপর যখন কোন দ্বার্ধহীন (বিষয়বস্তু) সুরা নায়িল হয় এবং (ঘটনাক্রমে) তাতে জিহাদেরও (পরিকার) উৎসুক থাকে, তখন আদের অভ্যন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ আছে, আপনি আদেরকে যুত্যু তদ্বে শূর্ছাপ্রাপ্ত সানুবের মণ (ডরানক সৃষ্টিতে) তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। (এরপ তাকানোর কারণ কর ও কাপুরুষতা । কানুন, এখন ইয়ানের দাবী সপ্রযাপের জন্য আদের জিহাদে যেতে হবে । তারা যে এভাবে আলাহ্ র নির্দেশ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে,) অতএব (আসল কথা এই যে) সফরই আদের সৃষ্টিগ আসবে । (সুনিয়াতেও কোন বিপদে প্রেক্ষতার হবে, নতুন পরিকারে তো অবশ্যই হবে । অবসর সময়ে যদিও তারা আনুগত্য ও খোলায়োদের অনেক কথাবার্তা বলে, কিন্তু) আদের আনুগত্য ও মিষ্টব্যক (অর্থাৎ মিষ্টব্যকের ব্রহ্মণ) জানা আছে । (জিহাদের নির্দেশ মায়িল হওয়ার সময় আদের অবস্থা দেখে এখন সবার কাছেই তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে ।) অতঃপর (জিহাদের নির্দেশ অবঙ্গীর হওয়ার পর) যখন জিহাদের প্রস্তুতি হয়েই যায়, তখন (ও) যদি তারা (ইয়ানের দাবীতে) আলাহ্ র কাছে সাক্ষা থাকে (অর্থাৎ ইয়ানের দাবী অনুযায়ী সাধারণভাবে সব নির্দেশ এবং বিশেষভাবে জিহাদের নির্দেশ পাইল করে এবং স্বাক্ষি মনে জিহাদ করে) তবে আদের জন্য মজলজনক হবে । (অর্থাৎ প্রথমে মুনাফিক ধারকদেশে থেকে যদি তওয়া করত, তবু আদের ইয়াম শহগীর হত । অতঃপর জিহাদের তাকীদ এবং যারা জিহাদে বৌগদান না করে পুরে রয়ে গিয়েছিল, আদেরকে সজ্ঞাধন করে বলা হয়েছে : তোমরা যে জিহাদকে পছন্দ কর না, তাতে তো একাতি পাখিব ক্ষতিও আছে । সেভতে) যদি তোমরা এমনিভাবে সবাই জিহাদ থেকে যুদ্ধ কৰিয়ে রাখ, তবে সম্ভবত তোমরা (অর্থাৎ সব মানুষ) পৃথিবীতে অন্ধ হাস্তি করবে এবং আস্তীর্তার বজন হিম করবে । (অর্থাৎ জিহাদের বড় উপকারিতা হচ্ছে ন্যায়বিচার ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা । যদি জিহাদ তাপ করা হয়, তবে অন্ধকারীদের বিজয় হবে এবং সব মানুবের দ্বার্ধ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা থাকবে না । এরপ ব্যবস্থা না থাকায় কাঁয়েগে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অধিকারির হরণ অবশ্যাক্ষী হয়ে পড়বে । সুতরাং যে জিহাদে পাখিব উপকারণ আছে, তা থেকে পশ্চাতে সরে যাওয়া আরও আশচর্জনক ব্যাপার । অতঃপর মুনাফিকদের নিষ্পা করা হয়েছে যে) এদেরকেই আলাহ্ তা'আলা রহত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন (তাই বিধানবলী পাইল করার তওষ্টীক নেই) অতঃপর (রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ফলস্বরূপ) আদেরকে (কবুলের নিয়তে বিধানবলী প্রবল করা থেকে) বধির করে দিয়েছেন এবং (সত্য দেখার বাপারে আদের (অভর) দুষ্টিকে অজ্ঞ করে দিয়েছেন । (এরপর বলা হয়েছে যে, কোরআনে

জিহাদ ও অন্যান্য বিধিবিধানের অপ্রতিহার্তা, কোরআনের সভ্যতার প্রয়োগাদি, বিধানবিজীর পাইলোকিক ও ইহলোকিক উপকারিতা এবং বিধানবিজীর বিজ্ঞাচরণের শাস্তি বালিত হয়েছে। এতদসঙ্গেও তারা হে এসিকে আকে প করে না, তবে) তারা কি কোরআন (—এবং অমৌকিকতা ও বিবরণস্ব) সম্পর্কে পতীর চিন্তা করে না ? কলে তারা জানতে পারে না) না (চিন্তা করে, কিন্তু) তাদের অভরে (অদৃশ তাজা জেনে আছে ? (এতদৃষ্টের অধ্য একটি অবশ্যই হয়েছে এবং উভয়টিও হতে পারে। বাস্তবে এ হলে উভয়টিই হয়েছে। প্রথমত তারা অবীর্বাণের কারণে কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করেনি এবং পরে এর শাস্তিব্যাপ অভরে তাজা জেনে গেছে। একে **খন্দم طبع** অর্থাৎ মোহর মারাও বলা হয়েছে। এর প্রয়োগ এই আয়াত :

نَلَّكَ بِإِنْهُمْ أَمْلَوْا ثُمَّ كَفَرُوا فَنَطَبَعَ عَلَىٰ قَلْوَبِهِمْ—এই সমষ্টি কর হচ্ছে,

فَهُمْ لَيْقَةٌ بِفَقْدِهِمْ—অতঃপর চিন্তা না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে : তারা সোজা পথ

(কোরআনের অমৌকিকতার অত স্থুতিপত্র প্রয়োগাদি দ্বারা এবং পূর্ববর্তী বিজ্ঞাবসমূহের ভবিষ্যাবাণীর অত ইতিহাসগত প্রয়োগাদি দ্বারা) ব্যক্ত হওয়ার পর (সত্ত্বের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদেরকে ধোকা দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয় (যে, ঈমান আনার ফলে অযুক্ত অযুক্ত বর্তমান অথবা ভবিষ্যত প্রত্যাশিত উপকারিতা ক্ষণত হয়ে যাবে। যোটি-কথা, চিন্তা না করার কারণ হচ্ছে হঠকারিতা। কারণ হিন্দায়তের সুস্পষ্ট প্রয়োগ সঙ্গেও তারা উল্লেখ দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই হঠকারিতার পর শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের প্রাণ ও ক্ষতিকর কর্তব্যে শোভন করে দেখিয়েছে। এর ফলে তারা চিন্তা করে না এবং চিন্তা না করার কারণে অভরে মোহর জেনেছে।) এটা (অর্থাৎ হিন্দায়ত সামনে এসে যাওয়া সঙ্গেও তা থেকে সুখ কিরিয়ে নেওয়া ও দুরে সরে পড়া) এজন্য বৈ, তারা তাদেরকে—যারা আজ্ঞাহীন অবতীর্ণ বিধানবিজীকে (হিংসাবশত) অগ্রহ্য করে [অর্থাৎ ইহসীনী সরমারণগত। তারা রসুলুল্লাহ (সা) এর প্রতি হিংসা পোষণ করত এবং সত্ত্ব জানা সঙ্গেও অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করত] যোটি-কথা, যুনাফিকর ইহসীনী সরমারণেরকে] বলে : আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে নেব। (অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে মুহাম্মদের অনুসরণ করতে নিষেধ কর) এর দুষ্টি অংশ আছে : এক বাহ্যিক অনুসরণ না করা এবং দুই আভারিক অনুসরণ না করা। প্রথম অংশের ব্যাপারে তো আমরা উপকারিতাবশত তোমাদের কথা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু বিভীষণ অংশের ব্যাপারে মেনে নেব। কেননা,

বিষ্ণুসের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের সাথে, যেমন বলা হয়েছে : **أَنَّمَا تُمْلَأُ دُنْدَل্য** এই হে,

সত্ত্ব থেকে সুখ কিরানোর কারণ জাতিপত্র বিহুে এবং অক অনুসরণ। যদিও এ ধরনের কথাবার্তা যুনাফিকরা গোপনে বলে, কিন্তু আজ্ঞাহীন তাদের পোগন কথাবার্তা (সমাজ) অবস্থ

আচ্ছা : (কইল আধুনিক কোন বিষয় সম্বলে আগমানিক স্বাক্ষিত করে দেন। অতঃপর

^ ^ ^ ^ ^
শাক্তিশালী উচ্চালিত হচ্ছে, বা **أُولَئِيْ** (এর তফসীর হিসাবে হচ্ছে গোরো ; অর্থাৎ তারা

যে প্রথম কাণ করছে) তাদের কুবছা কেবল হবে, যখন জেনেপতা তাদের মুখযন্ত্রে ও
পৃষ্ঠালেপে আবাড় করতে বললে তাদের প্রাণ হরণ করবে ? এটা (অর্থাৎ এই শাক্তি) এ কারণে
(হবে) যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ'র আঙুষ্ঠান স্বল্পিত করে এবং আল্লাহ'র
স্বল্পিত (অর্থাৎ স্বল্পিত শপিটিকালী আমলাসমূহ)-কে ঘণা করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা
তাদের (স) কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) বার্ষ করে দিয়েছেন। (সুতরাং তারা এই শাক্তির
বৌগ হচ্ছে গোৱে)। কারও কোন মকবুল আমল থাকলে তার বরকতে শাক্তি কিছু না কিছু

^ ^ ^ ^ ^
হাল থাক। অতঃপর **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** ! -এর তফসীর হিসাবে থাকা হচ্ছে :)

যাদের আচ্ছায় (মুনাফিকীর) হোগ আছে, (এবং তারা তা খেপন করতে চায়) তারা কি হনে
করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাদের অক্ষরের বিষয়ে হৃকাল করবেন না ? (অর্থাৎ
তারা এটা কিনাপে মনে করতে পারে, যেকেতে আল্লাহ্ তা'আলা যে আলিমজুল গান্ধুব, তা প্রয়া-
শিত্ত ও বীরুত্ত ?) আমি ইচ্ছা করছো আগন্তকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম ; কলে আপনি
তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতেন। পূর্ণ পরিচয়ের অর্থ এই যে, তাদের চেহারার আকার-
আকৃতি বলে দিয়া যাব। যদিও ইহসাবশত আমি এয়াপ বলিনি, কিন্তু) আপনি অবশ্যই কথার
ভারিতে এখনও তাদেরকে চিমতে পারবেন। (কেননা, তাদের কথাবার্তা সত্ত্বেও উপর ডিতি-
শীল নয়। অচন্দ্রস্তিং থার্মা সভা ও মিথ্যাকে চিনার ক্ষয়তা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান
করেছেন। কলে সত্ত্ব ও মিথ্যার প্রভাব জড়িতে ডিম প্রতিক্রিয়িত হত। এক হাদীসে
আছে, সত্ত্ব প্রশাস্তি দান করে এবং মিথ্যা সম্বেহ স্বল্পিত করে। অতঃপর যুমিন ও মুনাফিক
সবাইকে ও কক্ষে সম্বোধন করে উৎসাহ প্রদান ও ভৌতি প্রদর্শন করা হচ্ছে :) আল্লাহ্ তা'আলা
তোমাদের সবার কর্মসমূহের ধরণ রয়েছেন। (সুতরাং মুসলিমানদেরকে তাদের আকৃতিরক্তার
প্রতিদান এবং মুনাফিকদেরকে তাদের কপটতা ও প্রতারণার শাক্তি দেবেন। অতঃপর জিহাদ
ইত্যাদির নাম কঠিন বিধানাবলীর একটি রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যেহেন, উপরে **فَلَذ**

^ ^ ^
فَلَذ আচ্ছাতে একটি রহস্য বলিত হয়েছিল)। আমি (কঠিন বিধানাবলীর নির্দেশ
দিয়ে) অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে আমি (বাহ্যতও) তাদেরকে জেবে ও
গুপ্তক করে। নিহিৎ : যারা জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে দৃঢ়পদ থাকে এবং যাতে তোমাদের
অবহূ যাচাই করে নিহিৎ (যাতে জিহাদের নির্দেশের মধ্যে অন্য নির্দেশাবলীও এবং যোজা-
হাদা ও সববের অবহূ মধ্যে অল্পান্য অবহূও দাখিল হচ্ছে থাক, সেজন্ম এই বাক্য সংবৃত
করা হয়েছে)।

কানুনীক কাহিন্য দিবক

—**سُورَةِ مُكَبْرٍ**—এর সামিক অর্থ সংবৃত ও জগত। এই আতিখানিক অর্থে কোরানের অভিক্ষ সুহাই কুকুর কিম্বা শরীরকে পরিহারের ব্যক্তি তথা কানুনীক বিধীনের ব্যবস্থাত ব্যবহৃত হয়। এখানে সুরার সাথে ‘বোকাহাই’ সংবৃত করার কারণ এই যে, সুরা যমন্ত্র ও ক্ষমিত বা কলাই আমদের সাথে পূর্ণ হতে পারে। কানুনীক (৩) কলেজ ১ যেসব সুরার বৃক্তি ও বিহাসের বিধানবিলী বিশৃঙ্খলা, কেবলো সব ‘বোকাহাই’ তথা আন্তরিত। এখানে আসল উচ্চেশ্ব বিহাসের নির্দেশ ও তা বাঢ়ান। তাই সুরার সাথে বোকাহাই যম বৃক্তি করে বিহাসের আপোচিমার প্রতি ইলিত কলা হয়েছে। পরবর্তী আবাসনভূমি ও সুস্থলট উচ্চেশ্ব আসছে।—(বৃহাত্পদ্ম)

—**أَوْلَى لَهُمْ مَا رَبَّ مَالٍ**—৩ অর্থে তার অন্মের আবাসনভূমি আসছে।—(বৃহাত্পদ্ম)

—**فَهُلْ عَصِيمٌ إِنْ تَوَلَّمْ أَنْ تَقْبِضَ وَإِنْ أَنْ يَمْلِئَ أَرْضَهَا حَمْكٌ**

আতিখানিক লিঙ্গ দিয়ে তুলি পদের সুই অর্থ সংক্ষিপত্র। এক সুখ কিরিবে মেওয়া ও দুই কোম সঙ্গের উপর সাময় কুর্বাত কাত করা। আলোচ্য আঞ্চাতে কেড়ে কেড়ে পুরুষ অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে উক্তসীরের সার-সংক্ষেপে বিধিত হয়েছে। আবু হাইয়ান (র) বাহুন-মুহূর্তে এই অর্থকেই আতিখানিক সাম করেছেন। এই অর্থের দিঙ দিয়ে আঞ্চাতের উচ্চেশ্ব এই যে, কানি তোমরা আলোচ্যের বিধানবিলী থেকে সুখ কিরিবে মাও—বিহাসের বিধানও এর অন্ত-সূর্যক, করে এক আতিখিলা করে এই যে, তোমরা মুর্বাতা সুপের পাঠীম পক্ষতির অনুসারী হচ্ছে যাবে, কান আবসন্তারী পরিপন্তি হচ্ছে পুরিকীতে অর্থ স্থিতি করা ও আলীকাতার বক্তব হিসে করা। মুর্বাতা সুপের প্রত্যোক্তি কাজে এই পরিপন্তি কুর্বাক করা হত। এক গোল কান সোন্দের উপর দালা পিক ওবৎ ইচ্ছা ও কুটিত্ত্বাজ করাত। সভানদেরকে বহুতে জীবন্ত করার করত। ঈস্কান মুর্বাতা সুপের এমন কুঁতুখা যেটাহোর কুন্ত বিহাসের নির্দেশ আবি করেছে। এটা বিদিত বাহাত বৃক্তিমূলক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সাময়র্থ হচ্ছে গৃহ, পরিত আবকে দেহ থেকে বিহিত করে দেওয়া, বাতে করিপন্ত দেহ নিরায়র ও সুর পাকে। বিহাসের আধ্যায়ে ন্যায়, সুবিধার ওবৎ আলীকাতার বক্তব সম্মানিত ও সুসংহত হয়। কুহু মা'আমী, কুরকুবী ইত্যাদি থাহে ত্বরে অর্থ ‘কাজক ও সামন কুর্বাতা কাত করা’ মেওয়া হয়েছে। এবত্তা-বক্তব আঞ্চাতের উচ্চেশ্ব করে এই যে, তোমাদের আমোচাহা পূর্ব করে অর্থাত দেশ ও আতিক আসমক্ষমতা করত করলে এর পরিপন্তি ও ছাপা কিছুই করে মা যে, তোমরা পুরিকীতে অর্থ স্থিতি করবে ওবৎ আলীকাতার বক্তব হিসে করবে।

আবীরভা বজার গাঁথার কঠোর ভাবীন : مَنْ هُمْ أَرْهَامٌ وَإِنَّهُمْ
এর অর্থ অনন্তীর গর্ভালয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আবীরভার ভিত্তি সেখান থেকেই সৃচিত হয়, তাই বাকপঞ্জিতে مَنْ هُمْ শব্দটি আবীরভাও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্বতে তফসীরে
নাহজ যা'আন্তীতে বিজ্ঞারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, এই শব্দটি আবীরভার ভাবীন হিসেবে, আবীরভা তাকে মৈকটি দান করবেন এবং যে বাতি আবীরভার বজ্জন হিসেবে, আবীরভা তাকে হিসেবে করবেন। এ থেকে আনা গেল বৈ, আবীরভা ও সম্পর্ক-শীলদের সাথে ব্যবহার, কর্মে ও অর্থ বায়ে সহাদয় ব্যবহার করার জোর নির্বেশ আছে। উপরোক্ত হাদীসে হয়রত আবু হুরায়রা (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাতও দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আবীরভা আলোচনা হেসের গোনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর অধে নিপীড়ন ও আবীরভার বজ্জন হিসেবে করার সমান কোন গোনাহ নেই।—(আবু দাউদ-তিরমিয়া) হয়রত সও-বানের বাণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে বাতি আবু রুবি ও রুবী-রোহগারে বরকত কাহনা করে সে হেন আবীরভাদের সাথে সহাদয় ব্যবহার করে। সহীহ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আবীরভার অধিকারের ক্ষেত্রে অগ্র পক্ষ থেকে সহাবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অগ্রপক্ষ সম্পর্ক হিসেবে ও আসোজন্যশূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সহাবহার করা উচিত। সহীহ বুধারীতে আছে :

**لِهِسْ أَلْوَاهِ بِالْمَكَا فِي وَلِكِنَ الْوَاهِلَ الدِّي أَبْدِيَ قَطْعَتْ رَحْمَةً وَصَلَّاهَا
অর্থাৎ সে বাতি আবীরভার সাথে সহাবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সহাবহার করে, বরং সেই সহাবহারকারী, যে অগ্র পক্ষ থেকে সম্পর্ক হিসেবেও সহাবহার করাহত রাখে।—(ইবনে কাসীর)**

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنُهُمُ اللَّهُ—অর্থাৎ যারা পুর্খীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং

আবীরভার বজ্জন হিসেবে, তাদের প্রতি আবীরভা অভিসম্পাদ করেন। অর্থাৎ তাদেরকে রহমত থেকে সূরে রাখেন। হয়রত ফালকে আবহ (রা) এই আয়াতসূচিটৈই উচ্চাল ওলাদের বিকল্প অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ যে আভিকানাধীন বাসীরের গর্ভ থেকে কোন সংশ্লিষ্ট জন্ম-প্রদায় নহে, তাকে বিকল্প করার সম্মতির সাথে তার সম্পর্কের হিসেবে হবে, যা অভিসম্পাদের কারণ। তাই এসোগুলো বিকল্প করা হাজার।—(হাকেম)

কোন প্রিমিটিভ বাতির প্রতি অভিসম্পাদের বিধান এবং এভিমকে জড়িসম্পাদ করার বাইপারে আলোচনা : হয়রত ইয়ায় আইমদ (র)-এর পুরু আবসুল্লাহ-পিটাকে প্রজিদের প্রতি অভিসম্পাদ করার অনুযায়ি সম্পর্কে প্রয় করলে তিনি বললেন : 'সে বাতির প্রতি কেন অভিসম্পাদ করা হবে না, যার প্রতি আবীরভা তাঁর কিতাবে অভিসম্পাদ করেছেন ?

তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে বললেন : এজিদের চাইতে অধিক আশ্রীরভাব বরান হিস-
কারী আর কে হবে, যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্ক ও আশ্রীরভাব প্রতি জ্ঞানে করেনি ?
বিষ্ণ অধিকাংশ আলিমের মতে কোন নিশ্চিট বাতিল প্রতি অভিসম্পাত করা বৈধ নয়, যে
পর্যন্ত তার কুফরের উপর যুদ্ধবরণ করা নিশ্চিতভাবে জানা না যাব। হ্যাঁ, সাধারণ বিশেষণ-
সহ অভিসম্পাত করা জারীয়ে, বেমন যিথাবাদীর প্রতি আলোহুর অভিসম্পাত, দুর্ভুক্তকারীর
প্রতি আলোহুর অভিসম্পাত ইত্যাদি।—(রাহত মা'আনী, খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা ৭২)

أَمْ عَلَىٰ قَلُوبِ أَقْفَالِهِ—অঙ্গের তালা লেগে শাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য
আলোচ্য অঙ্গের মতো হওয়া ক্ষেত্রে শাওয়া অঙ্গ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য
অঙ্গ এবং কর্তৃর ও চেতনাহীন হয়ে শাওয়া যে, তাঙ্গকে যদি এবং যদিকে ভৌম মনে করতে
থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণত বিরামহীনভাবে গোনাহে ঝিঁক্ত থাকে। (মাউন্টবিলাহ
মিনহ)

أَمْ لَهُمْ سُولٌ لَّهُمْ وَأَمْ لَهُمْ—এতে শরতানকে দুপ্তি করের কঙ্গী বলা
হয়েছে। এক.

لَتَسْعُوْل—এর অর্থ সুশোভিত করা, অর্থাৎ যদি বিষয় অথবা যদি কর্মকে
কারণ দুষ্পিতে সুস্মরণ ও সুশোভিত করে দেওয়া। দুই. ৩৫০। এর অর্থ অবকাশ দেওয়া।
উদ্দেশ্য এই যে, শরতান প্রথমে তো তাদের যদি কর্মসমূহকে তাদের দুষ্পিতে ভাল ও শোভন
করে দেখিয়েছে, এবং তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশার জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ مَرْثِيَّا نَفَّا نَفَّا

মৃত্যুনির্ভুলি—এর বহুবচন। এর অর্থ গোগন শক্তুতা ও বিবেচ। মুনাফিকরা
নিজেদেরকে যুস্তুয়ান বলে দাবী করত এবং বাছাত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যত্নকৃত
শ্রবণ করত, কিন্তু অঙ্গের শক্তুতা ও বিবেচ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে
বলা হয়েছে যে, তারা আলোহুর সন্মুখ আলায়ুনকে আলিমুল পায়ের জানা সংশ্লিষ্ট ও ব্যাপারে
কেবল নিশ্চিত যে, আলোহু তাঁ'আলা তাদের অঙ্গের গোগন তেজ ও বিবেচকে মানুষের সামনে
প্রকাশ করে দেবেন? ইবনে কাসীর বলেন, আলোহু তাঁ'আলা সুরা বারাজাতে তাদের ক্ষিপ্ত-
কর্মের পরিচয় করে দিয়েছেন, যদ্বারা বৈকাশ হাবে যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সুরা বারাজাতে
বিলেখ বিশেষ আলায়ুন প্রকাশ করে দিয়েছে।

وَلَوْ نَشَا مَلَأَ رَبْلَا كَوْمَ فَلَعْرَفْتُمْ بِسِعِمَا

আগনাকে নিশ্চিপ্ত করে মুনাফিকদের সেবিষ্ঠে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকরণ-আকৃতি
বলে দিতে পারি, যদ্বারা আগনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে

১০) অবায়ের শাখায়ে বিষয়বস্তি বাধিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুমানী আয়াতের অর্থ এই সাঁওয়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রতোক মূনাফিককে বাস্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম : কিন্তু রহস্য ও উপরোগিতাবশত আমার সহনশীলতা শুণের কারণে তাদেরকে এঙ্গাবে লাভিত করা পছন্দ করিমি, শায়ে এই বিধি প্রতিশ্রীত থাকে যে, প্রতোক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বোঝাতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আলাহ তা'আলা'র নিকট সোপান করলে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্ভুক্ত দিয়েছি যে, আপনি মূনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন।—(ইবনে কাসীর)

ইবনে গুসমান পরী (রা) হজেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয় অন্তরে গোপন করে, আলাহ তা'আলা তার চেহারা ও অমিল্লাহসূত্র কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যাব, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন বিষয় গোপন করে, আলাহ তা'আলা তার সঙ্গে উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি তাল হলে তা প্রকাশ না হলে পারে না এবং যদি হজেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোন কোন হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মূনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রসূলুল্লাহ (সা)-কে দেওয়া হয়েছিল। অসলদে আহবাদে ও কর্বা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) একবার এক খোতুবার ইতিপুর জন মূনাফিকের নাম বলে বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

٢٩٨

مِنْكُمْ مَنْ يَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ

আলাহ তা'আলা তো স্লিটের আদিকাল থেকে প্রতোক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্ববাপি জান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ যে বিষয়টি আলাহর জানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবতাতিক ও ঘটনাতিক জান হয়ে যাওয়া।—(ইবনে কাসীর)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَئِنْ يَضْرُبُوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْكَمُ
أَعْنَاهُمْ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ ثُمَّ مَا تُؤْمِنُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝ فَلَا تَرْهَنُوا وَتَدْعُوا

إِنَّا سَلِيمٌ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۝ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَكُمْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝
 إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعُوبٌ وَلَهُوَدٌ وَمَنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقَوَّا يُؤْتَكُمْ
 أَجُورَكُمْ وَلَا يُشَلَّكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝ إِنْ يُشَلَّكُمْ هَا فَيُجِزِّئُكُمْ بِمَا حَلَوْا وَ
 يُخْرِجُ أَضْيَقَانِكُمْ ۝ هَذَا فِتْنَمْ هَوْلَاءِ تُذَعَّنَ لِتُنْفَقُوا فِي سَبِيلٍ
 اللَّهُوَ فِتْنَكُمْ مَنْ يَجْنَلُ ۝ وَمَنْ يَجْنَلْ فَإِنَّمَا يَجْنَلُ عَنْ نَفْسِهِ
 وَاللَّهُ الْغَفِيْرُ وَأَنْتُمُ الْفُقَارَاءُ ۝ وَإِنْ تَتَوَلُوا يَسْتَبِيلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۝
 شُرُّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

(৩২) বিশ্বের যারা কাফির এবং আলাহ'র পথ থেকে আনুভবে কিন্তিয়ে রাখে এবং নিজেদের অন্য সংগঠ বাস্ত হওয়ার পর রাসূল (সা)-এর বিবোধিতা করে, তারা আলাহ'র কর্মসূচী কর্তৃত করতে পারবে না এবং তিনি বার্ষ করে নিজেদের কর্মসূচীক। (৩৩) হে সুফিয়েদপ! তোমরা আলাহ'র আনুগত্যা কর, রাসূল (সা)-এর আনুগত্যা কর এবং নিজেদের কর্ম বিবলট করো না। (৩৪) বিশ্বের যারা কাফির এবং আলাহ'র পথ থেকে আনুভবে কিন্তিয়ে রাখে অতঃপর কাফির আলাহ'র যারা যার, আলাহ' কর্মসূচী করে আলাহ' করবেন না। (৩৫) অতএব, তোমরা হীনবস্ত হয়ো না এবং সজির আইবান আনিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আলাহ'ই তোমাদের সাথে আইবে। তিনি কর্মসূচী করে হাস করবেন না। (৩৬) পারিষ জীবন তো বেশীল ধেমাখুলা, যদি তোমরা বিচাসী হও এবং সংগঠ আবলম্বন কর, আলাহ' তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধর্মসম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্গণ করবে এবং তিনি তোমাদের যদের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৭) অন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আলাহ'র সাথে বাস করার আহবান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ হৃগণতা করছে। যারা হৃগণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই হৃগণতা করছে। আলাহ' আভাবযুক্ত এবং তোমরা অভাবযুক্ত। যদি তোমরা সুখ কিনিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য আভিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের গত হবে না।

তৎসীরের গার-সংক্ষেপ

বিশ্বের যারা কাফির এবং (অন্য আনুভবেও) আলাহ'র পথ (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত) থেকে

কিন্তিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সৎ (অর্থাৎ ধর্মের) পথ (যুক্তি-প্রয়াপের মাধ্যমে মুশর্রিক-দের জন্য ও ইতিহাসগত প্রয়াপাদির মাধ্যমে কিভাবধারীদের জন্য) ব্যক্ত হওয়ার পর রসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে, তারা আজ্ঞাহৃত (অর্থাৎ আজ্ঞাহৃত ধর্মের) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না (বরং এই ধর্ম সর্বাবহুল পূর্ণতা জাত করবে। সেমতে তাই হয়েছে) এবং আজ্ঞাহৃত তাঁ'আলা তাদের প্রচেষ্টাকে (যা সত্তা ধর্ম যিটানোর জন্য তারা করছে) নস্যাখ করে দেবেন। হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আজ্ঞাহৃত আনুগত্য কর এবং [যেহেতু রসূল (সা) আজ্ঞাহৃত বিধান বর্ণনা করেন—বিশেষ করে ওহীর মাধ্যমে বণিত বিধান দ্বাক অথবা ওহী বণিত সামগ্রিক বিধির আওতাভুক্ত বিধান হোক—তাই] রসূল (সা)-এর (ও) আনুগত্য কর এবং (কাফির-দের ন্যায় আজ্ঞাহৃত ও রসূলের বিরোধিতা করে) নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (এর বিবরণ আনুষঙ্গিক তাত্ত্বিক বিষয়ে আসবে)। নিচয় যারা কাফির এবং আজ্ঞাহৃত পথ থেকে মানুষকে কিন্তিয়ে রাখে, অতঃপর কাফির অবস্থায়ই যারা যায়, আজ্ঞাহৃত কথমই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (ক্ষমা না করার জন্য কুরুকরের সাথে আজ্ঞাহৃত পথ থেকে কিন্তিয়ে রাখা শর্ত য়, বরং ক্ষম্য যত্ন পর্যন্ত কাফির থাকায়ই এটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু অধিক তৎসনার জন্য এই বাস্তব কথাটি সংযুক্ত করা হয়েছে যে, তখনকার কাফির সর্বাদান্নদের মধ্যে এই দোষাত্তি বিদ্যমান ছিল। যখন জানা গেল যে, মুসলমানরা আজ্ঞাহৃত প্রিয় এবং কাফিররা অপ্রিয়, তখন হে মুসলমানগণ) তোমরা (কাফিরদের মুকাবিলায়) হীনবল হয়ে না এবং (হীনবল হয়ে তাদেরকে) সক্রিয় আহ্বান জানিও না, তোমরাই প্রবল হবে (এবং তারা পরাজিত হবে। কেমনো, তোমরা প্রিয় ও তারা অপ্রিয়)। আজ্ঞাহৃত তোমাদের সাথে আছেন (এটা তোমাদের পার্থিব সাক্ষী এবং গুরুকণে এই সাক্ষী হবে যে) তিনি তোমাদের কর্মকে (অর্থাৎ 'কর্ষের সওয়াব'কে) হ্রাস করবেন না। (এটা হচ্ছে জিহাদের উৎসাহ প্রদান। অতঃপর দুনিয়ার কল্পভূরূপ উরেখ করে জিহাদের উৎসাহ এবং আজ্ঞাহৃত পথে যায় কর্ম ভূমিকা প্রদান কর্য হচ্ছে) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধূম। (এতে যদি নিজের উপকারের জন্য জান ও আজকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তবে এই উপকারই করদিনের এবং এর সারমর্মই কি ?) যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, (এতে জান ও মালের বিনিয়য়ে জিহাদও এসে গেছে) তবে আজ্ঞাহৃত নিজের কাছ থেকে তোমাদের উপকার করবেন এভাবে যে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং (তোমাদের কাছে কোন উপকার প্রত্যাশা করবেন না। সেমতে) তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ (ও যা প্রাণের তুমনায় সহজ নিজের উপকারের জন্য) চাইবেন না, (যা দেওয়া সহজ তাই যখন চাইবেন না, তখন যা দেওয়া কঠিন তা কিন্তু চাইবেন ? বলা বাহ্য, আমাদের জান ও মাল অর্থ করলে আজ্ঞাহৃত)

وَمُرْبِطٌ

সেমতে) যদি (পরীক্ষাব্যাপ) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চান, অতঃপর তোমাদেরকে অভিত্ত করেন (অর্থাৎ সমুদয় ধনসম্পদ চান), তবে তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের অধিবাসিশ গোক) কার্পণ করবে (অর্থাৎ লিতে চাইবে না, তখন আজ্ঞাহৃত তাঁ'আলা

তোমাদের অনীতি প্রকাশ করে দেবেন। তাই এই সংবরণের বিষয়টিকেও আন্তরায়িত করা হয়েন। হ্যাঁ, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (যার উপরাক নিশ্চিতভাবে তোমরাই পাবে— কর পরিমাণ ধনসম্পদ) ব্যর্থ করার আহবান আনন্দে হয় (অবশিষ্ট বিপুর্জ ধনসম্পদ তোমাদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হয়) অতঃগর (এর অন্যও) তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করে, তারা (প্রকৃতপক্ষে নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করে)। অর্থাৎ নিজেদেরকেই এর চিরস্থায়ী উপরাক থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে (আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন (যে তাঁর ক্ষতির আশৎকা ধাকতে পারে) এবং তোমরা সবাই (তাঁর) মুখাপেক্ষী)। (তোমাদের এই মুখাপেক্ষিতার কারণেই তোমাদেরকে ব্যর্থ করার আদশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, পরাকালে তোমাদের সওয়াব দরকার হবে। এসব কর্তব্য সওয়াব লাভের উপায়)। যদি তোমরা (আরো বিধানবালী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ তোমাদের হালে অন্য জাতি হত্তিক করবেন। অতঃগর তারা তোমাদের অত (অবাধ) হবে না (বরং অত্যন্ত অনুসত্ত হবে)। এই কাজ তাদের দ্বারা করানো হবে এবং এভাবে সেই ইহসাপূর্ণতা জাত করবে)।

অনুবাদিক ভাষ্টব্য বিষয়

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا مَنَعَ اللَّهُ أَنْ يُنَزِّلَ مِنْ سَبِيلِهِ—আমোচ্য আয়াতও মুনাফিক
এবং ইহসীন বনী কোরাফ্যা ও বনী নুসায়ের সম্পর্কে অবশ্যীণ হয়েছে। হয়রত ইবনে
আবুআস (রা) বলেন : এই আয়াত সেসব মুনাফিকের সম্পর্কে নায়িল হয়েছে, যারা বদর
মুঝের সময় কোরাইশ-কাফিরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বারজন জোক সমষ্ট
বেশরাইশ বাহিনীর পানাহারের দারিদ্র প্রহপ করেছে। প্রত্যাহ একজন লোক সোটা কাফির
বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

وَسُلْطَنِيْتُ أَعْلَمُ لَهُمْ—এখানে ‘কর্ম বিনষ্ট’ করার অর্থ এরাগও হতে পারে যে,
ইসলামের বিকলে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না ; বরং ব্যর্থ করে দেবেন।
তক্ষসৌরের সার-সংক্ষেপে তাই লিখিত হয়েছে। একাল অর্থও হতে পারে যে, কুকুর ও নিঙ্কা-
কের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ ধেয়েন সদকা ; অয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্কল হয়ে থাবে —
গ্রহণযোগ্য হবে না।

أَبْطَلْتُ أَعْلَمُ لَهُمْ—কোরআন গাক এ হালে ৪৫২ এর পরিবর্তে
উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত বাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুকুরের কারণে
প্রকাল পায়, যা উপরের আয়াতে ৪৫২ শুল্ক দ্বারা ব্যতী করা হয়েছে। আসল কাফিরের
কোন আমজ কুকুরের কারণে প্রহণযোগাই হয় না। ইসলাম প্রহপ করার পর যে ব্যক্তি ইসলাম-
কে ড্যাপ করে শুরুতাম তথা কাফির হয়ে থায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও প্রহণযোগ্য
হিল, কিন্তু তার কুকুর ও ধৰ্মতাগ সেসব ক্ষমতাকেও নিষ্কল করে দেয়।

আবদ বাতিল করার বিষয়ীর প্রকার এই যে, কোম সেই সহ কর্মের জন্ম জন্ম সহ কর্ম কর্ম শর্ত। যে কাহি এই শর্ত পূরণ করে মা, সে তাক সহ কর্ম বিনিষ্ঠ করে দেত। উদাহরণগত প্রতিক সংক্ষর্ত ক্ষেত্র ইওয়ার শর্ত এই যে, তা বাতিলভূতে আভিধৃত জন্ম হতে হবে, তাতে রিয়া তথা জোক দেখানো ভাব এবং নাম-শব্দের উৎসে ধারণ করতে পারবে মা। ফোরআন পাকে বলা হচ্ছে : **وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ** অমার বলা হচ্ছে :

لَهُ الْحَمْدُ إِلَّا لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ অষ্টএই যে সহকর্ম রিয়া ও মায়-শব্দের উৎসে করা হয়, তা আজাহুর কাহে বাতিল হচ্ছে থাবে। এমনিভাবে সদকা-বাতিলগত সমস্কে কোরআন পাকে বলা হচ্ছে :

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالنَّمَاءِ وَالْأَذْمَى— আর্বাং অনুপ্রাহের বড়াই করে

অথবা গরীবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা-বাতিলগতকে বাতিল করো মা। এটে বৌধা গোল যে, অনুপ্রাহের বড়াই কর্মে অথবা গরীবকে কষ্ট দিয়ে সদকা বাতিল হচ্ছে যাব। ইহরত হাসান বসরীর উকিল অর্থ তাই হতে পাবে, যা তিয়ি এই আজাহুর তুক্কসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সহ কর্মসূচকে পোমাইর মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন—ইবনে কুরায়েজ বলেন : **بِالنَّمَاءِ وَالْأَذْمَى**—কেমনা আহলে শুরুত পদের একক্ষণ্যে কুকুর ও শিল্পক হাতা কোম করীরা গোমাইও এয়েম মেই, যা শুধুমাত্রের সহ কর্ম বাতিল করে দেত। উদাহরণগত কেউ দুরি করল এবং সে মিহরিত নাথাবী ও বোহাদার। এমতোবছায় তাকে বলা হবে মা যে, তোমার মাঝায় রোহা বাতিল হচ্ছে সেই—এগুলোর কাহা কর। অষ্টএই, সেসব পোমাই বাবাই সহ কর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সহ কর্ম ক্ষেত্র ইওয়ার জন্ম শর্ত, যেখেম রিয়া ও মায়-শব্দের উৎসের্যে করা। এরীগ উৎসে না করা প্রতিক সহ কর্ম ক্ষেত্র ইওয়ার জন্ম শর্ত। এটাও সন্তুষ্পর যে, ইহরত হাসান বসরীর উকিল অর্থ সহ কর্মের বরকত থেকে বাকিট ইওয়া হবে এবং কৈবল্য সহ কর্ম বিনিষ্ঠ ইওয়া হবে না। এমতোবছায় এটা সকলে পোমাইর কেঁজাই শর্ত হবে। ধাৰ ক্ষেত্রে পোমাইর জ্ঞান্যা ধাৰণৰে, তাৰ অৱ সহ কর্মেও আয়াই থেকে রক্ত কৰার এক বৰকত থাকবে না, বৰং সে নিরব্যাবুধায়ী পোমাইর শান্তি তোগ কৰবে, কিন্তু পরিমাণে ইয়াদের বৰকতে শান্তি তোগক নয় শুধি পাবে।

আবদ বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোম সহ কর্ম শুধু কৰার পর ইচ্ছাকৃত-তাৰে তা ক্ষেত্রে করে দেওয়া। উদাহরণগত মক্কল মায়ার অথবা রোহা শুধু কৰে দিম। ওয়াই ইচ্ছাকৃতভূতে তা ক্ষেত্রে করে দেওয়া। এটাও আমোচ আজাহুর নিষেধাজ্ঞায় আওতাকৃত এবং মাজাহোর। ইয়াম আবু হামীজা (ই)-র ব্যবহাৰ তাই। তিনি বলেন : যে সহ কর্ম শুধুমে কৰাব অথবা ক্ষেত্রে হিচ মা, কিন্তু কেউ তা কৈবল কৰে নিজেক্ষেত্ৰে সহকৰ্ম দৃশ্য কৰা আমোচ আজাহুরে কৰ্য হচ্ছে থাবে। এটে এরীগ আবদ শুধু কৰে দিম ওয়াই দিয়ে আয়া

ଇମ୍ବାକୁତଙ୍ଗାବେ କ୍ରାସେମ କରେ ଦିଲେ ସେ ଗୋନାହ୍ରାମ ହବେ ଏବଂ କାଶୀ କରୀଓ ଓ ଶାଜିବ ହବେ । ଇମ୍ବାଯ ଶାକେମୀ (ର)–ର ମତେ ଗୋନାହ୍ରାମ ଓ ହବେ ନା ଏବଂ କାଶୀ ଓ କରାତେ ହବେ ନା । କାରଣ, ପ୍ରଥମେ ଯଥବ ଏହି ଆମଳ ଫରମ ଅଥବା ଓଶାଜିବ ହିଲ ନା, ତଥାନ ପାରେଓ ଫରମ ଓ ଓଶାଜିବ ହବେ ନା । କିମ୍ବୁ ହାନାକୀଦେର ମତେ ଆମାତେର ଭାଷା ବ୍ୟାପକ । ଏତେ ଫରମ, ଶାଜିବ, ନକଳ ଇତ୍ୟାଦି ନବ ଆମଳ ବିଦ୍ୟାମାନ । ଉକ୍ତୀରେ ମାଧ୍ୟାରୀତେ ଏ ଛାନେ ଅନେକ ହାଦୀସ ବିଜ୍ଞାରିତ ଆଲୋଚନା କରା ହସ୍ତରେ ।

أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَدُواْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تَوَلَّاْ وَهُمْ كُفَّارٌ

এখন শব্দের আধাৰেই একটি নিৰ্মল ইতিপূৰ্বে বৰ্ণিত হয়েছে। পুনৰাবৃত্তের এক কাৰণ এই যে, প্ৰথম আৱাজে কাফিৰদেৱ পাৰ্থিব ঝতি বৰ্ণিত হয়েছে এবং এই আৱাজে পাৱলোকিক ঝতি বৰ্ণনা কৰা উচ্ছেদ্য। তক্ষণীয়ের সাৱ-সংজ্ঞে তাই উচ্ছৃত কৰা হয়েছে। বিভৌষ কাৰণ এৱাগও হতে পাৰে যে, প্ৰথম আৱাজে সাধাৰণ কাফিৰদেৱ বৰ্ণনা ছিল, যাদেৱ অধৈ তাৱাও শায়িল ছিল, যাৱা গৱে মুসলমান হৰে গিৰেছিল। তাদেৱ সম্পৰ্কে বলা হৱেছিল যে, তাৱা কাফিৰ অবস্থায় যেমন সৎকৰ্ম কৰেছিল, তা সবই নিষ্কল হয়েছে। মুসলমান হওয়াৰ পৱণ সেগুলোৰ সওগোৱ পাৰে না। আলোচ্য আৱাজে বিশেষভাৱে এমন কাফিৰদেৱ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়েছে, যাৱা মৃত্যু পৰ্যন্ত কুফৰ ও শিৱৰকৰে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদেৱ বিধান এই যে, পৱনকালে কিছুতেই তাদেৱকে ঝুঁঁতা কৰা হবে না।

—فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ— এ আমাতে কাফিজুদ্দেরকে সজির আহবান

وَأَن جَنَّعُوا لِلْسُّلْطَانَ الْمُكَ�بِلَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذَا
جَاءُهُم مُّهَاجِرِينَ وَمَا يُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا
أَنْجَبَتُ أَرْضُ اللَّهِ إِذَا هُمْ
مُّهَاجِرُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

—**فَاجْنِحْ لَهَا**—অর্থাৎ কাফিররা যদি সজিল দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সরি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে সজিল প্রস্তাব হলে তোমরা সরি করতে পার। গজাতের এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সজিল প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হচ্ছে। অতএব, উভয় আয়াতের ধার্য কোন বিরোধ নেই। কিন্তু ধার্য কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সজিল প্রস্তাব করাও আবশ্য, যদি এতে “মুসলমানদের উপরোক্তা দেখা যায় এবং কাপুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর ক্ষেত্র না হয়। এ আয়াতের শুরুতে

وَإِنْ تَهْنُوا ৰলে ইলিঙ্গ কৰা হয়েছে যে, কাপুরবত্তা ও জিহাদ থেকে পশ্চাসনের মনোভাব
মিরে যে সক্ষি কৰা হৈ, তাই নিষিদ্ধ। কাবেই এতেও কোন বিশ্লেষ নাই। কারণ,

جَنْتِرْ كُمْ আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সজি
করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপরোগিতার প্রতি মন্ত্র করে করা হয়।

وَلَنْ يُتَرَكْمُ أَعْلَمْ—অর্থাৎ আজ্ঞাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান
হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোন কল্প ভোগ কর, তাৰ বিৱাট
প্রতিদান পৱনকালে পাবে। অতএব কল্প কল্পনেও মুমিন অক্ষতকৰ্ত্ত্ব নয়।

إِنَّمَا الْعَهْوَةُ الدُّنْيَا—সংসারআসত্ত্বই মানুষের জন্মজিহাদে বাধা-
দামকারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসত্ত্ব, পরিবার-পরিজনের আসত্ত্ব
এবং টাকা-কড়ির আসত্ত্ব সবই দাখিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায়
নিঃশেষ ও অসম্প্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো
হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধর্মসৌন্দর্য ও অস্ত্রাবৰ্ণ করুন মহক্ষেত্রকে পৱনকালের ছায়া
আকর নিয়ামতের মহক্ষেত্রে উপন্থ প্রাপ্তান্য দিও না।

وَلَا يُسْكِلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ—আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আজ্ঞাহ্
তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কোরআনেই যাকাত ও
সদকার বিধান এবং আজ্ঞাহ্ৰ পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। অয় এই আয়াতের
পৱনকারী আয়াতেই আজ্ঞাহ্ৰ পথে ব্যয় করার তাকীদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যত উভয়
আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে কলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন : **لَا يُسْكِلْكُمْ**
এর অর্থ হচ্ছে আজ্ঞাহ্ তা'আলা তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন
উপকারের জন্য চান না ; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য চান। এই আয়াতেও

يُونِكُمْ أَجْوَرَكُمْ এবং বারা এই উপকারের উরেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে
আজ্ঞাহ্ৰ পথে ব্যয় কর্ত্তার জন্য বলার কারণ এই যে, পৱনকালে তোমরা সওয়াবের প্রতি
সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে নাগবে এবং সেখানে তোমা-
দেরকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বৃত্তবাহী পেশ করা
হয়েছে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত : **مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ مِنْ رِزْقٍ**—অর্থাৎ আজ্ঞাহ্
বলেন : আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্য কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর

প্রমোজনও নেই। কারো কারো হতে আমোচা আমাতের অর্থ এই যে, **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** ॥ হলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোবানো হয়েছে। এটা ইবনে উস্তাদের উত্তি।—(কুরআনী) পরবর্তী

আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙিত করে, যাতে বলা হয়েছে : **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**

শব্দটি = **غُلَام** । থেকে উত্তৃত। এর অর্থ বাড়াবাঢ়ি করা এবং কেৱল কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে যাওয়া। এই আয়াতের অর্থ সবার হতে এই যে, আজ্ঞাহ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অধিয় মনে হত। এমনকি, আদায় করার সময় মনের এই অঙ্গিয় ভাব প্রকাশ হয়ে গড়ত।

সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** বলে তাই বোবানো হয়েছে, যা বিভীষণ

আয়াতে **فِيْيَكُمْ** সংযুক্ত করে বোবানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আজ্ঞাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি শাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ক্ষয় কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমত সেগুলো আরও তোমাদেরই উপকারীর্থে করেছেন—আজ্ঞাহ তা'আলার কেৱল উপকার নেই। বিভীষণত আজ্ঞাহ তা'আলা এসব ক্ষয় কাজের ক্ষেত্রে করণাবশত অৱশ্য পরিমাণ অংশই ফরয করেছেন। ক্ষেত্রে একে বোবা মনে করা উচিত নয়। যাকাতে মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব বোবা গেজ যে, আজ্ঞাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তা স্বাক্ষরতাই অঙ্গিয় ও বোবা মনে হতে পারত। তাই এই অৱশ্য পরিমাণ অংশ সন্তুষ্টিতে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

أَصْفَانَ—يُخْرِجُ أَصْفَانَ । শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন বিদ্রে ও গোপন অঙ্গিয়তা। এ হলেও গোপন অঙ্গিয়তা বোবানো হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করে দেওয়া মানুষের কাছে স্বাক্ষরতাই অঙ্গিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টাকা বাহানা ইত্যাদির আধ্যাত্মে প্রকাশ হয়েই গড়ে। আয়াতের সারমর্য এই যে, যদি আজ্ঞাহ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধনসম্পদ চাইলেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অঙ্গিয় তা'ব তোমাদের অঙ্গের ধীক্ষত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে গড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা গুরু করেছ। শেষ আয়াতে একথাই একাবে বর্ণিত হয়েছে :

—**أَرْبَعَةَ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ أَللّٰهِ فَمَنْ يَبْتَلِ**

ତୋମାଦେର ଧନସଂପଦେର କିଛୁ ଅଂଶ ଆଜ୍ଞାହୁର ପଥେ ବ୍ୟାପ୍ର କରାଇ ଦୋଷାତ ଦେଇଯାଇ ହେଲେ ତୋମାଦେର
କେଣ୍ଟ କେଣ୍ଟ ଏତେ କୃପଗତା କରେ । ଏହପର ବଳା ହେଲେ : **وَمَنْ يُبَخِّلْ فَإِنَّمَا يُبَخِّلُ**

عَنْ نَفْسِهِ — ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବ୍ୟାକ୍ ଏତେବେ କୃପଗତା କରେ, ତେ ଆଜ୍ଞାହୁର କୋନ କହି କରେ ନା ;
ବୟାପ୍ର ଏହି ମାଧ୍ୟମେ ତେ ନିଜେରାଇ କହି କରେ । କାରିଗରୀ, ଏତେ କରେ ତେ ପରକାଳେର ସତ୍ୱାବ ଥେବେ
ବର୍କିତ ହୁଏ ଏବଂ କରୁଥ ତରକ କରାଇ ଶାନ୍ତିର ଯୋଗ ହୁଏ । ଅତଃପର ଏହି କଥାଟିହି ଆରାତ ସଂକଟ
କରେ ବଳା ହେଲେ : **وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنْتُمُ الشُّقَرَاءُ** — ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞାହୁ
ଆଭାବମୁକ୍ତ ଏବଂ ତୋମରା ଆଭାବପଥ । ଆଜ୍ଞାହୁର ପଥେ ବ୍ୟାପ୍ର କରା ମାନେ ବୟାପ୍ର ତୋମାଦେର ଆଭାବ ଦୂର
وَإِنْ تَتَوَلَّوْا بَيْسِبِدِ لَقَوْمًا غَيْرَ كُمْ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

ଏହି ଆଜ୍ଞାତେ ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଜା ନିଜେର ଆଭାବମୁକ୍ତତାକେ ଏତାବେ ଫୁଲିଯେ ଭୂଲେହେନ ଯେ, ତୋମାଦେର
ଧନସଂପଦ ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଜାର କି ପ୍ରାଣୋଜନ ଧାରତେ ପାରେ, ତିନି ତୋ ବୟାପ୍ର ତୋମାଦେର ଅନ୍ତିମେରରୁ
ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ନନ । ସହି ତୋମରା ସବାହୁ ଆମାର ବିଧାନାବଳୀ ପରିଭାଗ କରେ ବସ, ତବେ ସତଦିନ
ଆୟି ପୃଥିବୀକେ ଏବଂ ଇସଲାମକେ ବାକୀ ଦ୍ଵାରା ଚାଇସ, ତତଦିନ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ହିଙ୍କାଶତ ଏବଂ
ବିଧାମାବଳୀ ପାଇନ କରାଇ ଜନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଣି ହରିଷ୍ଟ କରିବ । ତୋରା ତୋମାଦେର ମତ ବିଧାନାବଳୀର
ପ୍ରତି ଶୃଦ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାବେ ନା ; ବୟାପ୍ର ଆମାର ପୁନ୍ରୋପୁରି ଆମୁଗତ୍ୟ କରାବେ । ହସରତ ହାସାନ ବାସରୀ (ରୀ)
ବରେନ : 'ଅନ୍ୟ ଜାତି ବରେ ଅନ୍ୟର ଜାତି ବୋକାନୋ ହେଲେହେ ।' ହସରତ ଇକବାରୀ ବରେନ : ଏଥାନେ
ପାରସିକ ଓ କୋର୍ମିକ ଜାତି ବୋକାନୋ ହେଲେହେ । ହସରତ ଆବୁ ହରାମରା (ରୀ) ଥେବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ
ଆହେ, ରମ୍ଜୁଜୁହ୍ୟ (ସା) ସଥନ ସାହାବାଦେ-କିରାମେର ସାମ୍ରନ ଏହି ଆଜ୍ଞାତ ତିଳାଓରାତ କରାନେ,
ତୁରନ ତୋରା ଆରମ୍ଭ କରାନେ : ଇହା ରମ୍ଜୁଜୁହ୍ୟ ! (ସା) ତୋରା କୋମ୍ ଜାତି, ସାମ୍ରନକେ ଆମାଦେର
ଛଳେ ଆନା ହବେ, ଅତଃପର ତୋରା ଆମାଦେର ମତ ଶରୀଯାତେର ବିଧାନାବଳୀର ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହବେ ନା ?
ରମ୍ଜୁଜୁହ୍ୟ (ସା) ମଜଜିଲେ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ହସରତ ସାଲମାନ ଫାରସୀ (ରୀ)-ର ଉକ୍ତତେ ହାତ ମେରେ
ବରାନେନ : ତେ ଏବଂ ତୋର ଜାତି । ସହି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପଦିଶୁଳକ ନକରେବ ଥାରୁ, (ସେଥାନେ
ଆନୁଷ ପୌଛାତେ ପାରେ ନା) ତବେ ପାରସୋର କିଛୁ ସଂଖ୍ୟାକ ଲୋକ ସେଥାନେବ ପୌଛେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ
ହାସିଲ କରାତ ଏବଂ ତା ମେନେ ଚାଲାତ ।—(ତିରଯିବୀ, ହାକେମ, ମାଯହାରୀ)

ଶାଶ୍ୱତ ଆଲାଲକ୍ଷ୍ମୀନ ସୁମୃତୀ ଇମାମ ଆବୁ ହାନୀଫା (ରୀ)-ର ଅଳ୍ପସାର ଲିଖିତ ପ୍ରଷ୍ଟେ ବଲେନ :
ଆଜୋତ୍ୟ ଆଜ୍ଞାତେ ଇମାମ ଆବୁ ହାନୀଫା (ରୀ) ଓ ତୋର ସହଚରଦେରକେ ବୋକାନୋ ହେଲେହେ । କେମନା
ତୋରା ପାରସ୍ୟ ସଜ୍ଜାନ । କୋନ ଦଲାଇ ଭାନେର ମେହି ପୌଛେନି, ସେଥାନେ ଆବୁ ହାନୀଫା (ରୀ) ଓ
ତୋର ସହଚରଗତ ପୌଛେହେନ ।—(ତକ୍ଷଶୀରେ-ମାଯହାରୀର ପ୍ରାନ୍ତ-ଟୀକା)

سورة الفتح

سُورَةُ الْفَتْحِ

মদীনার অবস্থা, ২৯ আগস্ট, ৪ খৃষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِّيغْفُرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبٍ
 وَمَا تَأْخَرَ ۝ وَيُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ۝ وَيَغْفِلَ يَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝
 وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝

পরম কর্তৃপক্ষের ও আলোক দণ্ডনাল আজ্ঞাহীন মত্তে।

- (১) নিচয় আরি আগনার জন্ম এবং একটা কর্তৃপক্ষের করে দিবেছি, আ সুস্পষ্ট
 (২) আজ আজ্ঞাহীন আগনার জন্ম ও ভবিষ্যত ইউনিসন্দুহ আর্জন করে দেন এবং আগনার
 প্রতি তাঁর নিয়মান্ত পূর্ণ করেন ও আগনাকে সরাজ গথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং
 আগনাকে দান করেন বালিউ সাহায্য।

তৎক্ষণাত্তর সার-সংক্ষেপ

নিচয় আরি (হৃদায়বিহার সজ্জির মাধ্যমে) আগনাকে একটি প্রকাশ বিজয় দান
 করেছি। অর্থাৎ হৃদায়বিহার সজ্জির এই ফাঁসদা হয়েছে যে, এটা একটা আকাশিক্ষত
 বিজয় তথা মঙ্গা বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। এদিকে দিয়ে সজ্জিটি বিজয়ের রূপ পরিষ্ঠে
 করেছে। মঙ্গা বিজয়কে ‘প্রকাশ বিজয়’ বলার কারণ এই যে, ইসলামী শরীতে বিজয়ের
 উদ্দেশ্য স্বাক্ষর কর্তৃতাগত হওয়া নয়, বরং ইসলামকে প্রবল কর্ম উদ্দেশ্য। মঙ্গা বিজয়ের
 মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য বহুজাতে হাসিল হয়ে আসে। কেননা, আরবের গোরসমূহ এই অপেক্ষাকৃত
 ছিল যে, রুসুলুরাহ (সা) তাঁর অগ্রের মুক্তাবিলায় বিজয়ী হলে আমরাও তাঁর আনুগত্যা
 প্রীকার করে দেব। মঙ্গা বিজিত হলে পর তত্ত্বাদিক থেকে আরবের সৌরসমূহ আগমন করতে
 থাকে এবং নিজে অথবা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ইসলাম প্রশংস করতে পার করে।
 (বুধায়ী) মঙ্গা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের জক্ষপাদি স্ফুট উঠে, তাই একে প্রকাশ
 বিজয় বলা হয়েছে। হৃদায়বিহার সজ্জি ছিল এই বিজয়ের কারণ ও উপায়। কারণ, মঙ্গা-বাসী-
 দের সাথে আরই সুজ সংমতিত হওয়ার কারণে মুসলমানরা নিজেদের প্রতি ও সমরোপকরণ
 হৃকি অস্ত্রার অবকাশ পেত না। হৃদায়বিহার সজ্জি হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানরা নির্বিশেষ ভাসের
 প্রচলিত চালিয়ে হেতে থাকে। ফলে অনেক আনন্দ ইসলাম প্রশংস করে এবং মুসলমানদের

সংখ্যা বেড়ে যায়। আয়োব বিজয়ের ফলে সমরোপকরণের দিক দিয়ে তারা অপরের উপর চাপ স্থিত করার মত শক্তিশালী হয়ে যায়। এরপর কোরাইশদের পক্ষ থেকে যখন দুটি ভজ করা হল, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা) দশ জাহান সাহাবী সমভিব্যাহারে মুক্তিবিদ্ধ জন্য রাখা হলেন। মক্কাবাসীরা এতই ভৌত হয়ে পড়ল যে, বেশি মুক্তি করতে হও না এবং তারা আনুগত্য স্বীকার করে নিল। মুক্ত যা হল, তা এতই সামান্য ও সীমাবদ্ধ ছিল যে, মক্কা যুক্তের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না সজ্জির মাধ্যমে — এ বিষয়ে পশ্চিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। যোটিকথা, এভাবে দাদায়বিয়ার সজ্জি বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। তাই রাপক তাৰ্থে এই সজ্জিকেই বিজয় বলে দেওয়া হয়েছে, যাতে যক্তা বিজয়ের উভিয়াগীও আছে। অতঃপর এই বিজয়ের ঘর্মীয় ও ইহলৌকিক কলাফল ও বরাকত বর্ণিত হচ্ছে যে, এই বিজয় এ কারণে হয়েছে) যাতে দীন প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে (আপনার প্রচেল্টার ফলে মানুষ দলে দলে ইসলাম প্রচল করে, এর ফলে আপনার সওয়াব অনেক বেড়ে যায় এবং অধিক সওয়াব ও নৈকট্যের বরাকতে) আল্লাহ্ আপনার সব অঙ্গীত ও উবিষ্যত প্রুতিসমূহ কর্মা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ (যেমন নবুওয়াত দান, কোরআন দান, জান দান ও বৰ্ত্মের সওয়াব দান) পূর্ণ করেন, (এভাবে যে, আপনার সওয়াব ও নৈকট্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এই দুইটি নিয়ামত পরিকাল সম্পর্কিত। আরও দুইটি নিয়ামত ইহলৌকিক আছে। তা এই যে) আপনাকে (নির্বিশে ধর্মের) সরল পথে পরিচালিত করেন (আপনি সরল পথে চলেন — এটা স্বদিও পূর্ব থেকে নিশ্চিত, কিন্তু এতে কান্ফিয়াদের পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তি স্থিতি করা হত। এখন এই বাধা থাকবে না)। এবং (অপর ইহলৌকিক নিয়ামত এই যে) আল্লাহ্ আপনাকে এখন বিজয় দান করেন, যাতে শক্তিই শক্তি থাকে। [অর্থাৎ যার পর আপনাকে কারো সামনে যাথা নত করতে না হয়। সেমতে তাই হয়েছে। সমস্ত আরব উপদ্বীপ রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্তৃতাগত হয়ে যায়]।

আনুযায়ীক তাত্ত্ব বিবর

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেরী ও তফসীরবিদের মতে সুরা ফাত্হ অষ্ট হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, যখন রসুলুল্লাহ্ (সা) ও মরার উদ্দেশ্যে সাহাবাঙ্গে-কিরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকাব-রুয়া তশরীফ নিয়ে যান এবং হেরেমের সংঘর্ষে দাদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছে অবস্থান প্রচল করেন। মক্কার কান্ফিয়ারা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সজ্জি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কাম্যা করবেন। সাহাবায়ে কিরায়ের মধ্যে অনেকেই বিশেষত, হয়রত ফালোকে আশয় (রা), এ ধরনের সজ্জি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ ইস্তিতে এই সজ্জিকে পরিপায়ে মুসলিমানদের জন্য সাফল্যের উপায় মনে করে প্রচল করে নেন। সজ্জির বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন ওমরার ইহুরাম খুলে দাদায়বিয়া থেকে ফেরত রাখা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সুরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন সত্ত্ব এবং অবশ্যই বাস্তব রাগ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তব রাগ লাভ করে। এই সজ্জি প্রকৃত-পক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে ‘প্রকাশ বিজয়’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

হংসরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক , কিন্তু আমরা হৃদারবিহার সকিকেই বিজয় মনে করি । হংসরত জাবের বলেন : আমি হৃদারবিহার সকিকেই বিজয় মনে করি । ইয়রত বোরা ইবনে আবেব বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয় ; কিন্তু আমরা হৃদার-বিহার ঘটনায় ‘বয়লতে-নিষণান’কেই আসল বিজয় মনে করি । এতে রসুলুল্লাহ্ (সা) একটি ঝুঁকের নৌচো উপরিত চৌল্প সাহাবীর কাছ থেকে জিহাদের ধর্ম নিষেচিলেন । এ সুরাম বয়লতের আলোচনাও করা হয়েছে ।—(ইবনে-কাসীর)

থৰ্দম জানা সেজ যে, আলোচ সুরাটি হৃদারবিহার ঘটনা সম্বর্কে অবৈত্তি হয়েছে এবং এই ঘটনার অনেক অংশ এই সুরার উল্লিখিতও হয়েছে, তখন প্রথমে সঙ্গৃহ ঘটনাটি উল্লেখ করা সমীকীৰ্ণ মনে হয় । তৎক্ষণাতে ইবনে কাসীরে এবং বিজ্ঞানিত বিষয়গ রয়েছে । তৎক্ষণাতে আবাহারাতে আরও বেশী বিষয়গ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং চৌল্প পৃষ্ঠায় এই কাহিনী আদ্যোপাঙ্গ নির্ভরযোগ্য হৃদীসমৃদ্ধের বয়লত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে । এই কাহিনীতে অনেক মোঃজেবা, উপদেশ, শিক্ষণীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় বিখ্যুত হয়েছে । এখানে কাহিনীর কেবল সেসব অংশ লিখিত হচ্ছে, যেগুলো সুরাম উল্লেখ করা হয়েছে । অথবা যে-গুলোর সাথে সুরাম গভীর সম্বর্ক রয়েছে । এর ফলে এই কাহিনী সম্বর্কিত আরাতসমূহের তৎক্ষণাতে বোধ্য খুবই সহজ হয়ে যাবে ।

হৃদারবিহার ঘটনা : হৃদারবিহার মক্কাৰ বাইরে হেরেমের সৌধানার সম্বিপ্তে অবস্থিত একটি ছানের নাম । আজকাল এই ছানটিকে ‘শুমৌসা’ বলা হয় । ঘটনাটি এই ছানেই ঘটে ।

প্রথম অংশ রসুলুল্লাহ্ (সা)-র ধৰ্ম : আবদ ইবনে হৃদারদ, ইবনে জবাবী, বাহাবীর প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) যদীনায় আপ্ত দেখলেন, তিনি সাহাবায়ে-কিরামসহ যত্নায় নির্ভয়ে ও নির্বিপ্রে আবেব করছেন এবং ইহুমের কাজ সম্পর্ক করে কেউ কেউ নিম্নমানুযায়ী আধা মুণ্ড করেছেন, কেউ কেউ দুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বাহাতুল্লাহ্য প্রবেশ করেছেন ও বাহাতুল্লাহ্যৰ চাবি তৌৰ হস্তগত হয়েছে । এটা সুরাম বর্ণিত ঘটনার একটো অংশ । পরমপূর্বগণের দ্বয় ওহী হয়ে থাকে । তাই শুপ্রতি যে বাস্তব রাগ লাভ করবে, তা নিশ্চিত হিল । কিন্তু আপ্তে এই ঘটনার কোন সন, তাৰিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি । প্রকৃতপক্ষে অপ্রতি যত্না বিজয়ের সময় প্রতিক্রিয়াত ইঙ্গুলার হিল । কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামকে আপ্তের রূপান্ত দোনালেন, তখন তৌৰা সবাই পরম আপ্তহের সাথে মক্কা হাওয়ার প্রস্তুতি করে দিলেন । সাহাবায়ে-কিরামের প্রস্তুতি দেখে রসুলুল্লাহ্ (সা) ও ইচ্ছা করে কেলালেন । কেলনা আপ্তে কোন বিশেষ সাজ অথবা মাস নির্দিষ্ট হিল না । কাজেই এই মুহূৰ্তেই উদ্দেশ্য সিক হওয়ার সত্ত্বাবনাও হিল ।—(বাহানুল কোরআন)

বিতোয় অংশ রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবায়ে-কিরাম ও অরুবাসী মুসলমানদের সাথে চোলা জন্য ভাকা এবং কারো কারো অর্থীকৰণ করা : ইবনে সাম প্রযুক্ত বর্ণনা করেন, যখন রসুলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরাম ও মক্কা পালনের ইচ্ছা করলেন, তখন আপৎক্রম দেখা দিল যে, যত্নোর কোরাইশুরা সংকৰণ বাধা দিতে পারে এবং প্রতিরক্ষার্থে মুক্ত বেথে যেতে পারে । তাই তিনি যদীনার মিকটবতী দ্বারা সীদেরকে সাথে চোলা জন্য দীওয়াত দিলেন । অনেক

প্রায়বাসী সাথে চলতে অবীকৃতি ভাগন করল এবং বলল : মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সহচরগণ আমাদেরকে শক্তিশালী কোরাইশদের সাথে সংঘর্ষে জিপ্ত করতে চায়। তাদের পরিখাম এটাই হবে যে, তারা এই সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না।—(বায়হারী)

তৃতীয় অংশ মজাহিদুল্লাহের বাবা : ইয়াব আহমদ, বুখারী, আবু সাউদ, নাসাফী প্রমু-
হের বর্ণনা অনুবাদী রসূলুল্লাহ (সা) রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসজ করে মজুম পোশাক
পরিধান করলেন এবং দ্বীপ উল্লৰ্ণী কাসওয়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হজেন। তিনি উল্লৰ্ণুল মু'মিনীন
হযরত উল্লেখ সালবারকে সঙে নিলেন এবং তাঁর সাথে মুহাজির, আনসার ও প্রায়বাসী মুসল-
মানদের একটি বিবাটি দল রওয়ানা হল। অধিকাংশ রেওয়ারেতে তাদের সংখ্যা ঢৌক্ষ বর্ণনা
করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা)-র স্থানের কারণে এই মুহূর্তেই বরা বিজিত হয়ে যাওয়ার
বাপোরে তাদের কারো অনে কোনোপ সন্দেহ ছিল না। অথচ তরবারি বাতীত তাদের কাছে
অন্য কোন অন্ত ছিল না। তিনি সাহাবারে-কিন্নায়সহ বিজকৎ মাসের শুরুতে সোমবার দিন
রওয়ানা হন এবং মুগাহিদুল্লাহ পৌছে ইহুমা বাঁধেন।—(বায়হারী)

চতুর্থ অংশ মজাহিদীদের মুকাবিলার তত্ত্বাতিক্রম : রসূলুল্লাহ (সা) একটি বড় দল নিয়ে
মজা রওয়ানা হয়ে গেছেন—এই অবর যখন মজাবাসীদের কাছে পৌছল, তখন তারা পরামর্শ
সভার একটিক হল এবং বলল : মুহাম্মদ (সা) সহচরগণসহ ওয়ারার জন্য আগমন কর-
ছেন। যদি আমরা তাকে নির্বিমে যাকায় প্রবেশ করলে দিই, তবে সম্ভব আববে এ কথা ছড়িয়ে
পড়বে যে, সে আমাদেরকে পরাজিত করে মজাহিদ পৌছে গেছে। অথচ আমাদের ও তাঁর মধ্যে
একাধিক মুক্ত হয়ে গেছে। অতঃপর তারা শপথ করে বলল : আমরা কখনো একাগ হতে দেব
না। সেগতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে বাধা দেওয়ার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি
দল মজাৰ বাইরে 'কুরাউল-গামীয়' নামক স্থানে প্রেরণ করা হল। তারা আবেগাদের
প্রায়বাসীদেরকেও দলে ডিপ্পিয়ে নিজ এবং তামেকের বনী সকীফ গোত্রে তাদের সহযোগী
হয়ে পেল। তারা বালদাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। অতঃপর তারা সবাই পরস্পরে
রসূলুল্লাহ (সা)-কে মজা প্রবেশে বাধা দেওয়ার এবং তাঁর মুকাবিলায় মুক্ত করার শপথ করল।

সংবাদ পৌছানোর একটি অভাবনীয় সরল পদ্ধতি : তারা রসূলুল্লাহ (সা)-র
অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য এই ব্যবহা প্রহণ করে যে, বালদাহ থেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র
পৌছার স্থান পর্যন্ত প্রয়োক্তি পাহাড়ের শুঙ্গে কিছু জোক মৌতাবেন করে দেব—
যাতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ পতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিকটবর্তী পাহাড়ওয়ালা উচ্চভূমি
বিতীয় পাহাড়ওয়ালা পর্যন্ত, সে তৃতীয় পর্যন্ত এবং সে চতুর্থ পর্যন্ত সংবাদ পৌছিবে দের।
এভাবে অয়েক মিনিটের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সা)-র পতিবিধি সম্পর্কে বালদাহে অবস্থানকারীয়া
অবহিত হয়ে দেত।

রসূলুল্লাহ (সা)-র সংবাদ প্রেরক : মজাবাসীদের অবস্থা গোপনে পর্যবেক্ষণ করে
সংবাদ প্রেরণের জন্য রসূলুল্লাহ (সা) বিশ্ব ইবনে সুফিয়ানকে আগেই মজা পাঠিয়ে দিয়ে
ছিলেন। তিনি মজা থেকে ফিরে এসে মজাবাসীদের উপরোক্ত সাবরিক প্রস্তুতি ও পূর্ণ শক্তিতে
বাধা দানের সংক্রমের কথা অবহিত করলেন। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : কোরাইশদের
জন্য আক্ষেপ, কয়েকটি মুক্ত জড়বিক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঝপোয়াদনা এতটুকু দমেনি।

আমাকে ও আমাবের অন্যান্য গোষ্ঠীকে শাখীন ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা সবে বসে থাকলেই পারত। যদি আরুব গোষ্ঠীসমূহ আমার বিরুদ্ধে শুল্ক বিজয়ী হয়ে ষেত তবে তাদের মনোবাহু। যারে বসেই হাসিল হয়ে ষেত। পজ্ঞাক্ষরে যদি আমি বিজয়ী হতাম, তবে হয় তারাও মুসলমান হয়ে ষেত, মা হয় শুল্ক করার ইচ্ছা থাকলেও তখন সবল ও সতেজ অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে শুল্ক অবস্থার্থ হতে পারত। আমি না, কেৱলাইশৰা কি মনে করছে। আজাহুর কসম, তিনি আমাকে বে নির্দেশসহ প্রেরণ করেছেম, তার অন্য আমি একাকী হজেও চিৰকা঳ ওদেৱ বিৰুদ্ধে জিহাদ কৰতে পাবো।

পঞ্চম অংশ : রসুলুল্লাহ (সা)-র উল্টুৰীয় পথিমধ্যে বসে রাওয়া : অতঃপর রসুলুল্লাহ (সা) সবাইকে একুন্দ করে তারপ দিলেন এবং পুরামুর্শ চাইলেন যে, এখন আমাদেরকে এখন থেকেই তাদের বিৰুদ্ধে জিহাদ কৰে দেওয়া উচিত, মা আমরা বায়তুল্লাহুর দিকে অগ্রসর হব এবং কেউ বাধা দিলে তার সাথে শুল্ক কৰব ? হয়রত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বললেন : আপনি বায়তুল্লাহুর উদ্দেশে রাওয়ানা হয়েছেন, কাৰণও সাথে শুল্ক কৰার জন্য বেৰ হন নি। কাৰেই আপমি উদ্দেশ্যে অটুল থাকুন। হ্যা, যদি কেউ আমাদেরকে যকো গমনে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সাথে শুল্ক কৰব। এৱগুৰ হয়রত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ সাড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ। আমরা বনী ইসলামীয়ের মত নহৈ যে, আপনাকে বলে দেব :

أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ

(আপনি ও আপনার

পালনকৰ্ত্তা হান এবং শুল্ক কৰুন। আমরা তো এখানেই বসলাম)। বৰং আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে থেকে শুল্ক কৰব। রসুলুল্লাহ (সা) একথা শুনে বললেন : বাস, এখন আজ্ঞা-হুর নাম নিয়ে যুক্তিমুখে রাওয়ানা হও। যখন তিনি যকোৱাৰ নিকট পৌছলেন এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তাঁৰ সঙ্গীৱা তাঁকে যকোৱাৰ দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তিনি সৈন্যদেরকে কিবলামুখী সারিবজু কৰে দাঢ় কৰিয়ে দিলেন। রসুলুল্লাহ (সা) ওকাদ ইবনে বিশুরকে একদল সৈন্যৰ আঘীৰ নিযুক্ত কৰে সম্মুখে প্রেরণ কৰলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীৰ বিপৰীত দিকে সৈন্য সমাবেশ কৰলেন। এমতোবছায় ঝোহোৱে নামাহেৰ সময় হয়ে গেল। হয়রত বিজাল (রা) আমান দিলেন এবং রসুলুল্লাহ (সা) সকলকে নিয়ে নামায আসায় কৰলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তার সিপাহীৱা এই দৃশ্য দেখতে কাগজ। গৱে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ বলল : আমরা চমৎকাৰ সুযোগ মৰ্ছ কৰে দিয়োৱি। তাৰা যথব নামাহৰত ছিল, তখনই তাদেৱ উপৰ বাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যাক, অপেক্ষা কৰ তাদেৱ আৱৰণ নামায আসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিবৱাইল (আ) ‘সালাতুল-খওফ’ তথা আপদকালীন নামাহেৰ বিধান লিয়ে উপস্থিত হৈলেন এবং রসুলুল্লাহ (সা)-কে শৱদেৱ দুৱতিসংজি সম্পর্কে জাত কৰিয়ে নামাহেৰ সময় সৈন্যদেৱকে দুইভাগে ভাগ কৰায় পক্ষতি বলে দিলেন। ফলে তাঁৰা শুল্ক পঞ্জীয়ে অনিল্পিত থেকে নিৱাপদ হয়ে আন।

ষষ্ঠ অংশ : হস্তানবিলায় একটি যোগৈয়ো : রসুলুল্লাহ (সা) যখন হস্তানবিলায় নিকটবস্তী হন, তখন তাঁৰ উল্টুৰীয় সামনেৰ পা পিছলে হাত এবং উল্টুৰী বসে গড়ে। সাহাবায়ে কিন্নাম

চেষ্টা করেও উকুলীকে উঠাতে পারলেন না। তখন সবাই বলতে লাগলেন : কাসওয়া অবাধি হয়ে দেছে। রসুলুজ্জাহ (সা) বললেন : কাসওয়ার কোন কসূর নেই। তাঁর একপ অক্ষ্যাস কথনও ছিল না। তাকে তো সেই আজাহ্ বাধা দিলেন, যিনি 'আসহাবে-কৌল' তথা হস্তি-বাহিনীকে বাধা দিলেছিলেন। [রসুলুজ্জাহ (সা) সত্ত্বত তখন বুরতে পেরেছিলেন যে, আপে দেখা ঘটনা বাস্তবান্বিত হওয়ার সময় এটা নয়]। তিনি বললেন : যার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ, সেই সভার কসম, আজিজগাল দিনে আজাহ্ বিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক যে কোন কথা কোরাইশুর আয়াকে বলবে, আমি অবশ্যই তা মেনে নেব। এরপর তিনি উকুলীকে একটি আওয়াজ দিলেই উকুলী উঠে দাঁড়াল। রসুলুজ্জাহ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদের দিক থেকে সরে গিয়ে হৃদায়বিহার অপর পাশে অবস্থান প্রাপ্ত করলেন। সেখানে পানি খুবই কম ছিল। পানির জায়গা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ করার্যত করে নিয়েছিল। মুসলিম-মানদের অংশে একটি মাত্র কুপ ছিল, যাতে অৱশ্য অৱশ্য পুরে চুয়ে চুয়ে কুপে পড়ত। সেমতে এই কুপের মধ্যে রসুলুজ্জাহ (সা)-র একটি ঘোঁঞ্জো প্রকাশ পেল, তিনি কুপের মধ্যে কুলি করলেন এবং একটি তীব্র কুপের ডিতে পেতে দেলেন। ফলে কুপের পানি ঝুলে ঝেঁপে কুপের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অতঃপর পানির কোন অঙ্গাৰ রাইল না।

অপ্তত অংশ : প্রতিনিধিদলের অধৃতভাবে যাত্রাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা ; অতঃপর প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে যাত্রাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। প্রথমে বুদায়েল ইবনে ওয়ালাহ সঙ্গীগনসহ আগমন করল এবং রসুলুজ্জাহ (সা)-কে শুভেচ্ছার উপরে বললেন : কোরাইশুর পূর্ণ শক্তি সহকারে মুক্তিবিলো করার জন্য এসে গেছে এবং পানির জায়গা সঞ্চল করে নিয়েছে। তারা কিছুতেই আপনাকে যাকায় প্রবেশ করতে দেবে না। রসুলে কর্মী (সা) বললেন : আমরা কারণ সাথে যুক্ত করতে আসিনি। তবে কেউ যদি আয়াদেরকে ওয়ালা পানন ক্ষমতে বাধা দেয়, তবে আমরা যুক্ত করব। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে বিশ্বাসে যা কলেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন : কোরাইশদেরকে কর্মেক্ষণ যুক্ত পুরুল করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে নিদিল্প যেয়াদের জন্য আয়াদের সাথে সংজী করে নিতে পারে, যাতে তারা নির্বিশে প্রস্তুতি প্রাপ্তের সুযোগ পায়। এরপর আয়াদেরকে অবশিষ্ট আরবদের মুক্তিবিলো ছেঁতে দিতে পারে। যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে কোরাইশ-দের যানোবাহ্ন ঘরে বাসেই পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তারা হয় মুসলিম হয়ে থাবে, না হয় আয়াদের বিকলে নব বলে যুক্ত করবে। কোরাইশুর যদি এতে সম্মত না হয়, তবে আজাহ্ র কসম, আমি একক্ষণ হজেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিকলে জিহাদ করে থাব। কোরাইশদেরকে এই পরম্পায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বুদায়েল ক্ষেত্রে গেল। সেখানে পৌঁছান পর কিছু কোক তার কথা শুনতেই চাইল না। তারা যুক্তের নেপাল মত হয়ে রাইল। অতঃপর পোর্ট-সরদার ওরওয়া ইবনে মসউদ বললে : বুদায়েল কি বলতে চায়, তা শুনা সরকার। কথ্যবার্তা শুনে ওরওয়া কোরাইশ সরদারদেরকে বললে : মুহাম্মদ যা প্রত্যাব দিয়েছে, তা সঠিক। এটা মেনে নাও এবং আয়াকে তার সাথে কথা বলার অনুমতি দাও। সেমতে বিভীষণার ওরওয়া ইবনে মসউদ আলাপ-আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়ে রসুলুজ্জাহ (সা)-র কাছে আস্ব করলে : আপনি যদি খালে কোরাইশকে মিশ্রিত করে দেন, তবে এটা কি করে তাজ কথা হবে? মুমিনাতে আপনি কি করবনো উন্নেছেন যে; কোম-

বাস্তি তার জাজাতিকে ধৰ্মস করে দিয়েছে ? অতঃগর সাহাবারে কিরামের সাথে তার নরাম গরাম কথাবার্তা হতে থাকে। ইতিহাসেই সে সাহাবারে কিরামের এই আয়োহসর্গমূলক অবস্থা প্রত্যক্ষ করল যে, রসুলুজ্জাহ (সা) খুখু ফেললে তারা তা হাতে নিয়ে নিজ নিজ মুখ-মণ্ডলে মালিশ করে। তিনি উষ্ণ করলে সাহাবারে কিরাম উষ্ণ পানির উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং মুখযন্ত্রে মালিশ করে। তিনি কথা বললে সবাই নিশ্চৃপ হয়ে থাই। ওরওয়া কিরে গিয়ে কোরাইশ সরদারদের কাছে বর্ণনা করল : আমি কারসার ও কিসরায় ন্যায় বক্ত ইত্ত প্রাজকীয় দরবারে গমন করেছি এবং নাজাশীর কাছে নিয়েছি কিন্তু আলাহুর কসম, আমি এমন কোন জ্ঞান-বাদশাহ দেখিনি, যার জাতি তার প্রতি এতটুকু আয়োহসর্গকারী, যতটুকু মুহাম্মদের প্রতি তাঁর সহচরগণ আয়োহসর্গকারী। মুহাম্মদের কথা সঠিক। আমার অভিযোগ এই যে, তোমরা তার প্রস্তাৱ মেনে নাও। কিন্তু কোরাইশরা বলে দিল : আমরা তাঁর প্রস্তাৱ ঘৰে নিতে পারি না। তাকে এ বছৰ কিরে হেতে হবে এবং গৱৰণতী বছৰ এসে ওমরী পাজন কৰতে পাৰবে। আমরা এছাড়া অন্য কিছু মানি না। যখন ওরওয়ার কথায় কৰ্পোত কৰা হল না, তখন সে তার দল নিয়ে চলে গেল। এৱপৰ জনৈক প্রায় সরদার জলীয় ইবনে আলকামা রসুলুজ্জাহ (সা)-ৰ কাছে আগমন কৰল। সাহাবারে কিরামকে ইহুরাম অবস্থায় কুৱাবানীৰ জন্মসহ দেখে সে-ও কিরে গিয়ে জ্ঞাতিকে বোৰাতে চাইল যে, তারা বায়তুজ্জাহ ওমরী পাজন কৰতে এসেছে। তাদেৱকে বাধা দেওয়া উচিত নহ। যখন কেউ তাঁর কথা শুনল না, তখন সে-ও তাঁর দল নিয়ে চলে গেল। অতঃগর একজন চতুর্ভু বাস্তি আলাপ-আলোচনার জন্য আগমন কৰল। রসুলুজ্জাহ (সা) তাকেও সেই কথাই বললেন, যা ইতিপূৰ্বে বুদামেল ও ওরওয়াকে বলেছিলেন। সে কিরে গিয়ে রসুলুজ্জাহ (সা)-ৰ জওয়াব কোরাইশদেৱকে শুনিয়ে দিল।

অষ্টম অংক : হয়রাত ওসমান (রা)-কে পঞ্চামসহ প্ৰেৱন কৰা ; ইয়াম বাসহাকী হয়রাত ওরওয়া থেকে বর্ণনা কৰেন, রসুলুজ্জাহ (সা) যখন হদাবৰিয়ায় পৌছে অবস্থান প্রাপ্ত কৰলেন, তখন কোরাইশৱা ঘোবড়ে গেল। রসুলুজ্জাহ (সা) তাদেৱকে কাছে নিজেৱকে কোন মৌক পাইয়ে এ কথা বলে দিতে চাইলেন যে, আমরা মুক্ত কৰতে নহ, ওমরাহ পাজন কৰতে এসেছি। অতএব আমাদেৱকে বাধা দিও না। এ কাজেৱ জন্য তিনি হয়রাত ওমর (রা)-কে ডাকলেন। তিনি বললেন : কোরাইশৱা আমার ঘোৰ শক্তি। কাৰণ, তারা আমার কস্তোৱ-তাঁৰ বিষয়ে অবগত আছে। এছাড়া আমার গোপ্তৱে এমন কোন মৌক মুক্ত নেই, যে আমাকে সাহায্য কৰতে পাৰে। তাই আমি আপনার কাছে এমন একজম মৌকেৱ নাম প্রস্তাৱ কৰছি, যিনি যুক্তিৰ পোত্তুগত কাৰণে বিলেৱ শক্তি ও যৰ্মাদার অধিকাৰী। তিনি হলেন হয়রাত ওসমান ইবনে আফফান। রসুলুজ্জাহ (সা) হয়রাত ওসমান (রা)-কে এ কাজেৱ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে আৱে বলে দিলেন যে, যেসব মুসলমান দুৰ্বল পুৱৰষ ও নাৰী যন্তা থেকে হিজৰত কৰতে সক্ষম হয়নি এবং বাধা-বিপত্তিৰ সম্মুখীন আছে, তাদেৱকাছে হেঁসে সাপ্তজন দেবে যে, তোমরা অছিৱ হয়ো না। ইনশাজ্জাহ যন্তা বিজিত হয়ে তোমাদেৱ বিপ-দাগদ দূৰ হওয়াৰ সময় নিকটবৰ্তী। হয়রাত ওসমান (রা) অথবে বালদাহে অবস্থামকাৰী কোরাইশ বাহিনীৰ কাছে পৌছলেন এবং তাদেৱকে সেই পঞ্চাম শুনিয়ে দিলেন, যা ইতিপূৰ্বে বুদামেল ও ওরওয়া ইবনে মসউদকে কুনানো হয়েছিল। তারা বলল : আমরা পঞ্চাম

গুনগামে। আপনি কিয়ে পিলে বলে দিন থে, এটা কিছুতেই সংক্ষিপ্ত নয়। তাদের জওয়াব শুনে হয়রত ওসমান (রা) যখন যজ্ঞার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন পথিকথে আবান ইবনে সাইদের সাথে দেখা হল। আবান তাঁকে পেরে ঝুবই আনন্দিত হল এবং নিজ আপুরে নিয়ে বলল : আপনি যজ্ঞায় পরগাম নিয়ে যেখানে ইচ্ছা ঘেষে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি যেটেও চিন্তা করবেন না। অতঃপর নিজের অঙ্গে হয়রত ওসমান (রা)-কে আরোহণ করিয়ে যজ্ঞায় প্রবেশ করল। আবানের পৌর বনু সাইদ যজ্ঞায় অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। হয়রত ওসমান (রা) এক একজন সরদারের কাছে পৌছানে এবং রসুলুল্লাহ (সা)-র পরগাম পৌছানে। কিন্তু সবাই তা প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর হয়রত ওসমান (রা) দুর্বল ও অক্ষম যুসলিমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের কাছে রসুলুল্লাহ (সা)-র পরগাম পৌছানে। তারা ঝুবই আনন্দিত হল এবং রসুলুল্লাহ (সা)-কে সামাজ বলল : আপনি ইচ্ছা করলে তুম্হাক করতে পারেন। হয়রত ওসমান (রা) বললেন : আমি তওঁ-সাক্ষ করতে পারি না, যে পর্বত রসুলুল্লাহ (সা) তওঁক না করেন। হয়রত ওসমান (রা) যজ্ঞায় তিন দিন অবস্থান করেন এবং কোরাইশদের রাষ্ট্রী করাবার প্রচেষ্টা চালান।

বরষ অংশ : যজ্ঞাবাসী ও যুসলিমানদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং যজ্ঞাবাসীদের সতর-আবের প্রেক্ষিতারী ; ইতিবাধে কোরাইশরা তাদের পঞ্জাজন মোককে রসুলুল্লাহ (সা)-র নিকটে পৌছে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করার জন্য নিষ্পত্তি করল। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহ (সা)-র হিকায়ত ও দেখানুন্নয় নিষ্পত্তি হয়রত মুহাম্মদ ইবনে মাসলিয়া তাদের সবাইকে প্রেক্ষিতার কামে রসুলুল্লাহ (সা)-র সামনে উপস্থিত করলেন। অপরদিকে হয়রত ওসমান (রা) যজ্ঞায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে আরও প্রায় দশজন যুসলিমান যজ্ঞা পৌছেছিলেন। কোরাইশরা তাদের পঞ্জাজনের প্রেক্ষিতারীর সংবাদ শুনে হয়রত ওসমানসহ সব যুসলিমানকে আটক করল। এতদ্বারাত কোরাইশদের একদম সৈন্য যুসলিমান সৈন্যবাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি তৌর ও প্রক্ষেপ নিকেপ করল। এতে একজন সাহাবী ইবনে ফয়ীম শহীদ হলেন। যুসলিমানরা কোরাইশদের দশজন আল্লাহয়ের প্রেক্ষিতার কামে নিল। অপরপক্ষে হয়রত ওসমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে বলেও শুভ ছড়িয়ে পড়ল।

দশম অংশ : বাঁ'আতে-রিহওয়ানের ঘটনা : হয়রত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে রসুলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একটি রুক্কের নৌচে একত্ব করলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য রসুলুল্লাহ (সা)-র হাতে বাঁ'আত করেন। সকলেই তাঁর হাতে বাঁ'আত করলেন। এই সুরায় এই বাঁ'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ হাদীসসমূহে এই বাঁ'আতে অংশগ্রহণকারীদের অসাধারণ ক্ষয়ীলত বর্ণিত হয়েছে। হয়রত ওসমান (রা) রসুলুল্লাহ (সা)-র নির্দেশে যজ্ঞ গমন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষ থেকে রসুলুল্লাহ (সা) নিজের এক হাতের উপর অগ্র হাত রেখে বললেন : এটা ওসমানের বাঁ'আত। তিনি নিজের হাতকেই ওসমানের হাত গণ্য করে বাঁ'আত করলেন। এই বিশেষ ক্ষয়ীলত হয়রত ওসমানেরই বৈশিষ্ট্য।

একাদশ অংশ : হদায়বিলার ঘটনা : অপরদিকে যজ্ঞাবাসীদের মনে আল্লাহ তা'আলা যুসলিমানদের প্রতি ভয়ঙ্গিতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা অয়ৎ সঞ্চ স্থাপনে উদ্যোগী

হয়ে সোহায়েল ইবনে আব্দুর, হোমায়াতুর ইবনে আব্দুল ওয়া ও মুকরিয় ইবনে হিকসকে ওয়াহ পেল করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা)-র নিকট প্রেরণ করল। তাদের যথে প্রথমে কৃত দুইজন পরে মুসলমান হয়েছিল। সোহায়েল ইবনে আব্দুর এসে আরব করল : ইব্রা রাসুলুল্লাহ। ইহরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা সম্বর্কিত যে সংবাদ আপনার কাছে পৌছেছে, তা সম্ভুর্ণ হিথ্য। আপনি আবাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিন। আব্দুর তাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। রাসুলুল্লাহ (সা) কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। অসমদে আহমদ ও মুসলিমে ইহরত আবাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই সুরার **هُوَ الَّذِي كَفَّ**

هُوَ الَّذِي كَفَّ । আভাতটি এই ঘটনা সম্বর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। অভঃগ্র সোহায়েল ও তাঁর সঙ্গীরা কিরে গিয়ে বাস্তু আতে নিষঙ্গানে সাহাবায়ে কিন্তু আবাদের প্রাপ্তিকল্প ও আভানিবে-দনের অন্তর্পূর্ব অবস্থা কোরাইশদের সামনে বর্ণনা করল। দৃতদের যুধে এসব অবস্থা শুনে শীর্ষস্থানীয় কোরাইশ বেতুল্লাহ পরাম্পরে বলল : এখন মুহাম্মদের সাথে এই শর্তে সক্ষি করে দেওয়াই আবাদের পক্ষে উত্তম যে, তিনি এ বছর কিরে যাবেন, যাতে সম্পূর্ণ আবাদে একথা খ্যাত না হয়ে পড়ে যে, আবাদের বাধাদান সঙ্গেও তাঁরা জ্ঞেরপূর্বক মুক্তির প্রবেশ করেছে এবং প্র-বর্তী বছর ওয়ালা করার জন্য আগমন করবেন ও তিনি দিন মুক্তায় অবস্থান করবেন। সেমত্তে এই সোহায়েল ইবনে আব্দুর এই পরামায় নিয়ে পুনরায় রাসুলুল্লাহ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হল। তিনি সোহায়েলকে দেখা মাছাই বললেন : যদে হয় মুক্তাবসীরা সক্ষি স্থাপনে সম্মত হয়েছে। তাই সোহায়েলকে আবাদ প্রেরণ করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা) বাসে গেলেন এবং ওবাদ ইবনে বিস্তর ও মাসাম্য আন্তর্সংজ্ঞিত হয়ে তাঁর কাছে দীর্ঘিয়ে গেলেন। সোহায়েল উপস্থিত হয়ে সঙ্গে তাঁর সামনে বাসে গেল এবং কোরাইশদের পরামায় পৌছে দিল। সাহাবায়ে কিন্তু তখন ওয়ালা না করে ইহুদীয় ধূলে কেন্দ্রতে সম্মত হিলেন না। তাঁরা সোহায়েলের সাথে কর্তৃতোর ভাষায় কথাবার্তা বললেন। সোহায়েলের স্বর কথমও উচ্চ এবং কথনও নয় হল। ওবাদ সোহায়েলকে শাসিয়ে বললেন : রাসুলুল্লাহ (সা)-র সামনে উচ্চতারে কথা বলো মা। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রাসুলুল্লাহ (সা) কোরাইশদের শর্ত দেনে সক্ষি কর্তৃত সম্মত হলেন। সোহায়েল বলল : আসুন, আমি নিজের ও আপনার অধ্যক্ষার সক্ষিপ্ত নিপিবক করি। রাসুলুল্লাহ (সা) ইহরত আলী (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন : লিখ, বিসমিল্লাহির রাহ-মানিয়ে রাহীয়। সোহায়েল এখাম থেকেই বিতর্ক শুরু করে বলল : ‘রাহ-মান’ ও ‘রাহীয়’ শব্দ আবাদের বাকপক্ষভিত্তিতে নেই। আপনি এখানে সেই শব্দই জিবেন, যা পূর্বে লিখতেন, অর্থাৎ ‘বিইশ্বিক্ষা আলাইমা’। রাসুলুল্লাহ (সা) তাঁও মেনে নিজের এবং ইহরত আলীকে তন্মুক্ত থেকে বাধা দান কর্তৃতায় না। সক্ষিপ্তে বলান এক পক্ষের বিশাসের বিপরীত কোম নক্ষ থাকে উচিত নহ। আপনি তথ্য মুহাত্তদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিপিবদ্ধ করাম। রাসুলুল্লাহ

(সা) তাও যেনে নিয়ে হয়রত আলী (রা)-কে বললেন : আ জিধেছ, তা কেটে ফেল এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মিথ। হয়রত আলী আনুগত্যের মূর্তি প্রতীক হওয়া সর্বেও আরম্ভ করলেন ; আরি আপনার নাম কেটে দিতে পারব না। উপরিত সাহাবীদের মধ্যে ওসায়দ ইবনে হয়াজর ও সাদ ইবনে গুবাদা দোড়ে এসে হয়রত আলী (রা)-র হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন ; কাটিবেন না এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা) বাতৌত আর কিছুই লিখবেন না। যদি তারা না মানে, তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে তরবারিই কফসালা করবে। চতুর্দিক থেকে আরও কিছু আওয়াজ উচ্চারিত হল। তখন রসূলুল্লাহ (সা) সজ্ঞিপঞ্চাংশ নিজের হাতে নিয়ে নিজেন এবং নিরঙ্গন হওয়া ও মেখার অভ্যাস না থাকা সঙ্গেও অহতে এ কথাগুলো লিখে দিলেন :

هذا ما قضى محمد بن عبد الله و سهل بن عمرو أهلهما على وضع
العرب من الناس عشر سنين يا من فهم الناس ويکف بعضهم
عن بعض -

অর্থাৎ এই চৃতিক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও সোহায়েজ ইবনে আমর সপ্ত বছর পর্যন্ত ‘যুক্ত নয়’ সম্পর্কে সম্পাদন করছেন। এই সময়ের অধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুক্ত করা থেকে বিরত থাকবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আমাদের একটি শর্ত এই ষে, আপাতত আমাদেরকে তওয়াক্ত করতে দিতে হবে। সোহায়েজ কজন : আল্লাহর কসর, এটা হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সা) তাও যেনে নিজেন। এরপর সোহায়েজ নিজের একটি শর্ত এই যেমন জিপিবজ্জ করল যে, যকাবাসীদের মধ্যে থেকে যে বাতৌত তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যাপ্তিরেকে আগনীর কাছে আগমন করবে, তাকে আগনি কেরত দেবেন যদিও সে আগনীর ধর্মবর্জনী হয়। এতে সাধারণ মুসলিমাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠিত হল। তারা বলল : সোবহানাল্লাহ! আমরা আমাদের মুসলিমান ভাইকে মুশরিকদের হাতে ক্ষিরিয়ে দেব—এটা কিনাপে সম্ভবপর? কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) এই শর্তও মেনে নিজেন এবং বললেন : আমাদের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কাছে হাত, তবে তাকে আল্লাহ, তা'আলাই আমাদের কাছ থেকে দূরে সঁজিয়ে দেন। তার জন্য আমরা চিন্তা করব কেন? তাদের কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা যদি তাকে ক্ষিরিয়েও দেই, তবে আল্লাহ, তা'আলা তার জন্য সহজ পথ বের করে দেবেন। হয়রত বারা (রা) এই সজ্ঞির সারমর্যে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন : এক, তাদের কোন কোক আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে ক্ষিরিয়ে দেব। দুই, আমাদের কোক তাদের কাছে চলে গেলে তারা কেরত দেবে না। এবং তিনি, আমরা আগামী বছর ওমরার জন্য আগমন করব, তিনদিন মক্কায় অবস্থান করব এবং অধিক অস্ত নিয়ে আসব না। পঞ্জিশে লেখা হল এই অঙ্গীকারনামা যকাবাসী ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ র মধ্যে একটি সংঠিত দলীল। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অবশিষ্ট আরববাসিগণ স্বাধীন। যার যনে তাইবে মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে এবং যার যনে তাইবে কোরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে। একথা শুনে খোয়ায়া গোরু

আকিরে উঠল এবং বলল : আমরা মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি, আর বলু বকর
সামনে অপ্রসর হয়ে বলল : আমরা কোরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি।

সজির শর্তাবলীর কারণে সাহাবারে কিরায়েতু অস্তুলিট ও অর্জুবেদন : যখন সজির
উপরোক্ত শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন হযরত ওমর (রা) ছির থাকতে পারবেন না। তিনি
আরব করাজেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন ? তিনি বললেন :
অবশ্যই আমি সত্য নবী। হযরত ওমর (রা) বললেন : আমরা কি সত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত
এবং তারা কি মিথ্যায় প্রতিষ্ঠিত নয় ? তিনি বললেন : অবশ্যই। হযরত ওমর (রা) আরব
করাজেন : আমাদের নিহত বাতিলগ আল্লাতে এবং তাদের নিহত বাতিলগ আল্লাময়ে নয়
কি ? তিনি বললেন : অবশ্যই। এরপর হযরত ওমর (রা) বললেন : তবে আমরা কেন
ওমরা না করে কিরে আবার অপযানকে ক্ষুণ্ণ করে নেব ? রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : আমি
আল্লাহর বাস্তা এবং রসুল হয়ে কখনও তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করব না। আল্লাহ
আল্লাহকে বিপর্যাপ্তি করবেন না। তিনি আমার সাহায্যকারী। হযরত ওমর (রা) আরব
করাজেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আপনি কি একথা বলেন নি যে, আমরা বাস্তুল্লাহর কাছে যাব
এবং তওয়াক করব ? তিনি বললেন : মিঃসদেহে একথা বলেছিলাম, কিন্তু আমি কি
একথাও বলেছিলাম যে, এ কাজ এ বছরই হবে ? হযরত ওমর (রা) বললেন : না, আপনি
এরূপ বলেন নি। তিনি বললেন : যদে রেখ, আমি যা বলেছি, তা অবশ্যই হবে। তুমি রাস-
তুল্লাহর কাছে যাবে এবং তওয়াক করবে।

হযরত ওমর (রা) তুপ হয়ে গেলেন, কিন্তু মনের ক্ষেত্র দমিত হচ্ছিল না। তিনি হযরত
আবু বকর (রা)-এর কাছে পেলেন এবং রসুলুল্লাহ (সা)-র সাথে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল
তার পুনরাবৃত্তি করাজেন। হযরত আবু বকর (রা) বললেন : আরে ভাই, মুহাম্মদ (সা)
আল্লাহর রসুল, তিনি আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না। আল্লাহ তাঁর
সাহায্যকারী। কাজেই তুমি যুক্ত পর্যন্ত তাঁকে আঁকড়ে থাক। আল্লাহর কসম, তিনি
সত্তের উপর আছেন। যোটিকথা, সজির শর্তাবলীর কারণে হযরত কারাকে-আময়ের দুঃখ ও
যর্থবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে বলেন : আল্লাহর কসম, ইসলাম প্রাপ্তের পর থেকে
এই একটি মাঝ ঘটনা হাড়া আমার যনে কোন সময় সন্দেহ দেখা দেয়নি। (বুধারী) হযরত
আবু ওবায়দা (রা) তাকে বোঝালেন এবং বললেন : শরতানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা
করুন। কারাকে আবিম (রা) বললেন : আমি শরতান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
হযরত ওমর (রা) বলেন : আমি যখন নিজের ডুল বুঝতে পারলাম, তখন থেকে সর্বদা
সদকা-ধর্মরাত করেছি, যোথা রেখেছি এবং ক্লীতদাস যুক্ত করেছি, যাতে আমার এই ছুটি
মাঝ হয়ে যায়।

আশ্রম একটি ক্ষমিতামা : ছুটি পাইয়ে রসুলুল্লাহ (সা)-র অগুর্ব কর্মসূতপরাণ :
যে সময়ে সজির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়েছিল এবং সাহাবারে কিরায়েতু অস্তুলিট প্রকাশ অর্বাহত
ছিল তিক সেই যুহুর্ত কোরাইশ পক্ষের হাজরকানী সোহাম্মেজ ইবনে আমরের পুত্র আবু জন্দল
হঠাতে সেখানে গ্রেবে উপস্থিত হল। সে ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং পিতা সোহাম্মেজ
তাকে যজ্ঞার বন্দী করে রেখেছিল। খুব তাই নয়, তার উপর অকথা নির্বাচনও চালানো হত।

সে কোনোপে পজায়ন করে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে পৌছে গেল এবং তাঁর কাছে আস্বয় প্রার্থনা করল। করেক্কজন যুগজ্ঞান অঙ্গসের হয়ে তাকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নিল। কিন্তু সোহারেল এই বলে চিৎকার করে উঠল যে, এটাই দৃঢ়ির প্রথম বরাখেলাক কাজ হচ্ছে। আবু জন্দলকে প্রত্যার্গণ করা না হলে আমি দৃঢ়ির কোম শর্ত মেমে নিতে রায়ী নই। রসূলুল্লাহ (সা) দৃঢ়িসুত্রে অঙ্গীকারে আবক্ষ হয়ে পিলেহিলেন। তাই আবু জন্দলকে ডেকে বললেন : আবু জন্দল, দৃঢ়ি আরও কিছুদিম সবর কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য এবং অন্যান্য অক্ষয় মুসলিমানের জন্য শীঘ্ৰই শুভি ও মিঙ্কতির কোম ব্যবহাৰ কৈবল দেবৈম। আবু জন্দলের এই ঘটনা মুসলিমানদের আইত অঙ্গের আরও বেশি মিমক হিটিয়ে দিল। তারা তো এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল যে, মঙ্গা এই মুহূর্তেই বিজিত হয়ে থাবে। কিন্তু এখামকার অবস্থা দেখে তাদের দুঃখে ও অর্ধবেদনার সীমা রাখল না। তারা ধৰ্মসের কাছাকাছি পৌছে পিলেহিল। কিন্তু সজি-পন্থ চূড়ান্ত হয়ে পিলেহিল। সজিৰে যুসলিমানদের পক্ষ থেকে আবু বকর, উমর, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবদুল্লাহ ইবনে সোহারেল ইবনে ওসর, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্বাস, মুহাম্মদ ইবনে মাসজাদা, আলী ইবনে আবী তালেব প্রযুক্ত বাক্স করলেম এবং কোরাইশদের পক্ষ থেকে সোহারেল ও তাঁর সঙ্গীরা বাক্স করল।

ইহুদীয় খোঝা ও কুরুক্ষেত্র কাহা : দৃঢ়ি সজ্ঞাদেন সংযোগ হলো রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : সজিৰ শর্ত অমুহায়ী এখন আয়াদেরকে ক্ষিরে যেতে হবে। কাজেই সঙে কুরুক্ষেত্র খানীর ধেসব অন্ত আছে, সেগুলো কুরুক্ষেত্র করে ফেল এবং আথা মুক্তিৰে ইহুদীয় খুলো কেল। উপর্যুক্তিৰ দুঃখ ও বেদনার কারণে সাহাবায়ে কিন্তু যেম সহিত হারিয়ে ফেলেহিলেন। এই আদেশ সঙ্গে তারা শু-শু খাম তাগ করলেন মা। কলে রসূলুল্লাহ (সা) দুঃখিত হলেন এবং উশ্মুল শুমিনীন হয়রত উল্লে সালমার কাছে পৌছে এই দুঃখ প্রকাশ করলেন। উশ্মুল শুমিনীন তাকে অত্যন্ত সহযোগিতাগী পরামর্শ দিয়ে বললেম : আপমি সাইচরদেরকে কিছু বলবেন না। সজিৰ এক তুলকা শর্তীবলী এবং ও মরা বাণীত ফিরে শাওয়ার কারণে এই মুহূর্তে তাঁরা তীব্র প্রবৰ্দ্ধন আন্তুম কৰলাছে। আপমি সবাকু সাময়ে নাপিত ডেকে আথা শুভান এবং নিজের অন্ত কুরুক্ষেত্র করুন। পরামর্শ অমুহায়ী রসূলুল্লাহ (সা) তাই করলেন। এই দুশা দেখে সাহাবায়ে কিন্তু যেম সবাই নিজ মিজ ছাম থেকে উল্লেখ এবং একে অপরের মাথা মুতামেন ও কুরুক্ষেত্র করলেন, রসূলুল্লাহ (সা) সবার জন্য দোষা করলেন।

রসূলুল্লাহ (সা) দাসাখিলায় উনিশ দিন এবং কোন রেওয়ায়েত মতে কৃতি দিন অবস্থান করেহিলেন। সাহাবায়ে কিন্তু বাহারে সমত্বিবাহারে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রথমে আরুরে বাহ্যাম অটুপর আসকামে পৌছেছেন। এখামে পৌছার পর সহ মুসলিমামের পাখেয় প্রাপ মিশেয় হয়ে গেল। আহাৰ বন্ধ সামাই আবেদিষ্ট হিল। রসূলুল্লাহ (সা) একটি দণ্ডনৰাম বিহালেম এবং সবাইকে আদেশ দিলেন—যার কাছে যা আছে এখানে কেখে দাও। ফলে আবেদিষ্ট সম্মত আহাৰ বন্ধ দণ্ডনৰামে একটা হাতে গেল। চৌকুন মোকেয়ে সমাবেশ হিল। রসূলুল্লাহ (সা) মোকা করলেম এবং সবাইকে বাঁওয়া কুকু কুকু আদেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিন্তু যেম বৰ্ণনা কৰিম চৌকুন মোকা এই ধৰ্ম শুধু পেটে ভৱে আহাৰ কৰল এবং নিজ মিজ পাত্রে ভৱে দিল। এইসকল পুৰোহিত যাত্রা আহাৰ বন্ধ আবেদিষ্ট হিল। এই সকলের এটা হিল বিজীৱ ঘোঁজেয়া। রসূলুল্লাহ (সা) এই দুশা দেখে দূষহী গ্রীত হলেম।

সাহাবায়ে কিম্বামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি সংক্ষিপ্ত : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সংজির শর্তাবলী ও মরা ব্যাডিয়েরেকে ও সুজে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ব্যাডিয়েরেকে ঘনীভূয় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কিম্বামের পক্ষে সুস্থ ছিল। অনন্য সাধারণ ঈমানের বলেই ভারা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রসূল (সা)-এর আনুগত্যে অটল ও জনত থাকতে পেরেছিলেন। দানায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যথন রসূলুল্লাহ্ (সা) ‘সুরা গামীম’ নামক স্থানে পৌছেন, তখন আলোচ্য ‘সুরা কাত্ত’ অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কিম্বামকে সুরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সুরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আশ্চর্য দেওয়ার হস্তরত ও মর (রা) আবার প্রয় করে বসলেন। ইয়া রসূলুল্লাহ্। এটা কি বিজয়? তিনি বললেন: যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে কিম্বাম মাথা নত করে নিলেন এবং সোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় ঘোষণ করে নিলেন।

দানায়বিয়া সংজির কলাকল ও কলাগের বিকাশ: এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পাওয়া যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীর সামনে তাদের অনায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে উঠে এবং তাদের মধ্যে অনেক দেখা দেয়। বুদারেল ইবনে ওয়ারাকা এবং ওরওয়া ইবনে মসউদ আগন আগন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। বিভৌজত সাহাবায়ে কিম্বামের নজিরবিহীন আবশ্যিকেদেন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি তাদের অনুগম অনুরাগ, সত্য ও আনুপত্তি দেখে কোরাইশেরা ভীত হয়ে যায় এবং সংজি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের অন্য মুসলমানদেরকে নিচিহ্ন করে দেওয়ার ওর চাইতে উক্ত সুযোগ আর ছিল না। কেমনো, তারা নিজেদের বাঢ়ি ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পামির জায়গাশোলা তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন যাস পানিবিহীন প্রাণ্যে। তাদের পূর্ণ রূপশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক তোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাক্ষাৎ ও মেলামেলার সুযোগ পায়। কলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং গরে তারা মুসলমান হয়ে যায়। ভূতৌজত সংজি ও শার্তি ছাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আবর গোরসমুহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিম্বাম আববের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা বাদশাহ নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে করেকজন বড় বড় বাদশাহ ইসলাম প্রত্যক্ষে ফল এই দীঢ়ায় যে, দানায়বিয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাপক দাওয়াত ও ওমরার অন্য বের হওয়ার তাকীদ সঙ্গেও যেখানে দেড় হাজারের বেশি মুসলমান সঙে ছিল না, সেখানে দানায়বিয়ার সংজির পর দলে দলে দলে বোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সংগত হিজরাতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিগুল পরিয়াগে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমর শক্তি সুসংহত হয়। সংজির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা গ্রেট বেড়ে যায়, যা অভীতের সকল রেকর্ড ক্ষেত্রে। এরই ফলস্বরূপ কোরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি উপরে দরকন ঘন্থন

রসূলুল্লাহ (সা) গোপনে যক্কা বিজয়ের প্রশংসি শুন্দ করেন, তখন সজ্জির মাঝে বিশ-একুশ মাস পরে তাঁর সাথে যক্কা গমনকারী আন্তর্নিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সংবাদ পেলে কোরাইশুর উত্তিপ্তি হয়ে দৃঢ়ি নবায়নের জন্য তড়িঘড়ি আবু সুফিয়ানকে অসীমান্বয়ে প্রেরণ করল। রসূলুল্লাহ (সা) দৃঢ়ি নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে আল্লাহর দশ হাজার লক্ষকর্য সাথে নিয়ে যক্কাতিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশুর এত ভীত-সজ্ঞ হয়ে পড়েছিল যে, যক্কায় তেমন কোন শুধুর প্রয়োজনই হয়নি। রসূলুল্লাহ (সা)-র দুরদশী রাজনীতিও কিছুটা সুজ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি যক্কায় বৌধণা কর্তৃ দেন যে, যে ব্যক্তি পৃথিবীত দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের পৃষ্ঠে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ চিকিৎসা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং মুজের তেমন প্রমোজন দেখা দেয়নি। এ ব্যাপারেই যক্কা সজ্জির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না মুজের মাধ্যমে—এ বিষয়ে ফিক্‌হগুরুবিদদের মধ্যে অভিভেদ রয়েছে। যোটি কথা, অতি সহজেই যক্কা বিজিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সা)-র সম্মত বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে ক্রিয়া নিশ্চিতে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেন, মাথা মুশুন ও চূল কাটেন। রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লাহ প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হস্তরত ওমর (রা)কে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সংরোধন করে বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হচ্ছের সময় রসূলুল্লাহ (সা) হস্তরত ওমর (রা)-কে বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হস্তরত ওমর (রা) বলেন : নিঃসন্দেহ কোন বিজয় হস্তান্বিয়ার সজ্জির চাইতে উত্তম ও অসাম নয়। হস্তরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তো পূর্ব প্রেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অঙ্গুলিটি আল্লাহ ও রসূল (সা)-এর মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্তা পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। তাঁরা আপনের দ্রুত বাস্তবান্বয়ন করান্ব করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বাস্তবের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সুরা ফাতুহ' আল্লাহ তা'আলা হস্তান্বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আধ্যা দিয়েছেন। হস্তান্বিয়ার সজ্জির এসব কুরআনপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোর্দা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

لَمْ يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبٍ كَمَا تَأْتَى خَرَجَ

কারণ অর্থনার জন্য ধরা হলে এর সারমর্য এই হবে যে, আয়াতে বলিত তিনটি অবস্থা অজিত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই : এক, আগমনক অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ মাঝ করা। সুরা মুহাম্মদে প্রথমে বলিত হয়েছে যে, পঞ্চাশ্রমগণ গোনাহ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কোরআনে যেখানে সেখানে নিচের অর্থে হস্তান্ব (গোনাহ) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চযৰ্থাদার পরিশ্রেষ্ঠতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ব্লুটি যাকে কোরআনে শাস্তান্বের ভঙিতে নিচের অর্থে হস্তান্ব করা যাবে।

—এটা প্রকাশ্য বিজয়ের ছিতোম কলাগ । এখানে প্র

ହସ୍ତ ଯେ, ରୁସୁଲୁଆହ୍ (ସା) ତୋ ପୂର୍ବ ଥେବେଇ ‘ସିରାତେ-ଶୁନ୍କାକୀମ’ ଶଖା ସରଳ ପଥେ ଛିଲେନ ଏବଂ ଶଶ୍ଵତ୍ ତିନିଇ ନନ ବରଂ ବିଷ୍ଵବାସୀକେ ଏହି ସରଳ ପଥେର ଦାଓଯାତ ଦେଓଯାଇ ହିଲ ତୌର ଜୀବନେର ମହାନ ବ୍ରତ । ଅତ୍ୟନ୍ତ, ହିଜରତର ଯାତ୍ରା ବରେ ପ୍ରକାଶ ବିଜଗେର ଯାଧ୍ୟରେ ସରଳ ପଥ ପରିଚାଳନା କରାଯା ଯାମେ କି ? ଏହି ପ୍ରଯେର ଜୀବନ୍ଦାବ ସୁମା ଫାତିହାର ତକଣୀରେ ‘ହିଦ୍ୟାଯତ’ ଶବ୍ଦେର ଯାଧ୍ୟ ପ୍ରମତ୍ତେ ବାର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଅଛେ । ଆର୍ଥାତ୍ ‘ହିଦ୍ୟାଯତ’ ଏକଟି ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ । ଏଇ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷର ଆହେ । କାରଣ, ହିଦ୍ୟାଯତର ଅର୍ଥ ଅଭୌଣ୍ଡ ମନ୍ୟିଲେର ପଥ ଦେଖାନୋ ଅଥବା ମେଖାନେ ପୌଛାନୋ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷେର ଆସନ ଅଭୌଣ୍ଡ ମନ୍ୟିଲ ହୁଅ ଆଜାହ୍, ତା ‘ଆଜାର’ ନୈକଟ୍ୟ ଓ ସମ୍ମଲିତ ଅର୍ଜନ କରା । ଏହି ନୈକଟ୍ୟ ଓ ସମ୍ମଲିତ ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ଅପରିତ କ୍ଷର ଆହେ । ଏକ କ୍ଷର ଅଜିତ ହତ୍ୟାର ପର ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କ୍ଷର ଅର୍ଜନେର ଆବଶ୍ୟକତା ବାକୀ ଥାକେ । କୋନ ବୁଝନ୍ତ ମନୀ ଗ୍ରମନ୍ତିକ ନୟୀ-ରମଜମ୍ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଥେବେ ମୁକ୍ତ

ବଳେ ଦୋହା କରାର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମ ଉତ୍ସବକେ ଦେଉଥା ହସେଇଁ, ତେବେଳି ଅପାର ରମ୍ଜନ୍ଦୁଆହ୍ (ସା)-କେବେ
ଦେଉଥା ହସେଇଁ । ଏହା ଜାରିମର୍ଯ୍ୟ ହସେ ପିଲାତେ ଯୁକ୍ତାକୌମେର ହିଂଦୁବାତ ତଥା ଆଜାହ୍ ତା'ଆଲାର
ନୈକଟ୍ୟ ଓ ସନୁଚିଟ୍ଟର ଭାରମୟହେ ଉପରେ ଲାଭ କରା । ଏହି ପ୍ରକାଶ ବିଜେତର କାରଣେ ଆଜାହ୍ ତା'ଆଲା
ଏହି ନୈକଟ୍ୟ ଓ ସନୁଚିଟ୍ଟରଙ୍କ ଏକଟି ଅତ୍ୟକ୍ତ ଭାର ରମ୍ଜନ୍ଦୁଆହ୍ (ସା)-କେ ମାନ କରେଛେ, ଯାକେ
ବୁଦ୍ଧି ନମେର ମାଧ୍ୟମେ ଲାଭ କରା ହସେଇଁ ।

—وَيُنْصَرِكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا— এটা প্রকাশ বিজয়ের তৃতীয় নিয়ামত।

অর্ধাং আলাহ্ তা'আলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল খোভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ বিজয়ের ফলবর্তপ তার একটি অহান স্তুতি আপনাকে দান করা হচ্ছে।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا

**حَيْكِيَّا ۝ لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَبَرِّىءُ مِنْ نَعْتَهَا
الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَ يَكْفُرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ
اللَّهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝ وَ يُعَذِّبُ الْمُنْفَقِيْنَ وَ السُّنْفُقِيْتِ وَ
الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّاهِرِيْنَ بِا شَوَّ ظَلَّ السُّوْرَةُ عَلَيْهِمْ
دَائِرَةُ السُّوْرَةِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنْهُمْ وَ أَعَدَ لَهُمْ
جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ تُمْصِيْرًا ۝ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ أَلاَّ رُضِّ
وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيَّا ۝**

(8) ତିନି ମୁଖ୍ୟମନେଶ ଅକ୍ଷରେ ପ୍ରଥାତି ମାଧ୍ୟମ କରିବାକୁ, ଯାତେ ତାଦେର ଈମାନର ସାଥେ ଆଗ୍ରହ ଈମାନ ବେଢ଼େ ଥାଏ । ନକୋଣିକାଳ ଓ କୃତସ୍ଵାମେର ବାହିନୀସମ୍ବୂହ ଆଜ୍ଞାହରି ଏବଂ ଆଜ୍ଞାହ ସର୍ବକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ । (9) ଈମାନ ଏଜନ୍ୟ ବେଢ଼େ ଥାଏ, ଯାତେ ତିନି ଈମାନଦାର ପୁରୁଷ ଓ ଈମାନଦାର ନାରୀଦେଇରେ ଆଜ୍ଞାତେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇ, ଥାଏ ତମମେଲେ ମନୀ ପ୍ରବାହିତ । ସେଥାରୁ ତାରା ତିରକାଳ ବସବାସ କରାବେ ଏବଂ ଯାତେ ତିନି ତାଦେର ଗାପ ଶୋଚନ କରିବାକୁ, ଏଠାଇ ଆଜ୍ଞାହର କାହେ ଅଧା-ସାକଷୀ । (6) ଏବଂ ଯାତେ ତିନି କପଟ ବିଶ୍ଵାସୀ ପୁରୁଷ ଓ କପଟ ବିଶ୍ଵାସିନୀ ନାରୀ ଏବଂ ଅଂଧୀବାଦୀ ପୁରୁଷ ଓ ଅଂଧୀବାଦିନୀ ନାରୀଦେଇରେ ଥାନ୍ତି ଦେବ, ଯାରୀ ଆଜ୍ଞାହ ସମ୍ବର୍କ ଯତ୍ନ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିବାକୁ, ତାଦେର ଅନ୍ୟ ଯତ୍ନ ପରିପାତ୍ୟ । ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେର ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ହରିଛେବାନ, ତାଦେରକେ ଅନ୍ତିମପତ୍ର କରିଛେବାନ । ଏବଂ ତାଦେର ଅନ୍ୟ ଆହାରାଯ ଅନୁତ ରୋଥେଛେବାନ । ତାଦେର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ । (7) ନକୋଣିକାଳ ଓ କୃତସ୍ଵାମେର ବାହିନୀସମ୍ବୂହ ଆଜ୍ଞାହରି । ଆଜ୍ଞାହ ପରାମର୍ଶାଲୀ, ପ୍ରକାଶକ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ-ପରିଚୟ

তিনি মুসলমানদের অঙ্গের সহনশীলতা স্থিতি করেছেন, (যার প্রতিক্রিয়া দু'টি—
এক। জিহাদের বাই'আতের সরবর এসিয়ে বাওয়া, সংকল্প ও সাহসিকতা, দ্বেয়েন বাই'আতে
নিয়ওয়ানের ঘটনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুই কাফিলাদের অন্যান্য হঠকারিতার
সময় নিজেদের জোগ ও ক্ষেত্রকে বলে রাখা। দায়িবিয়ার ঘটনার দশম অংশে এর বিস্তারিত
বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী ৪১-৪৩ অধ্যয়ে আবাতেও
বলিত হবে)। শাতে তাদের আগেকার ঈমানের সাথে তাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়। কেমনা,
আসলে রসূলুল্লাহ (সা)-র আনন্দক্ষেত্র ঈমানের নয় বৃক্ষ পাওয়ার একটি উপায়। এই ঘটনায়

প্রত্যেক দিক দিয়ে রসূল (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্যের পরীক্ষা হয়েছে। রসূল (সা) যখন জিহাদের ডাক দিলেন এবং বাস্তু আত্ম নিমেন তখন সবাই হাস্টিতে এগিয়ে এসে বাস্তু আত্ম করল এবং জিহাদের জন্য তৈরী হল। এরপর যখন রাহস্য ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূল (সা) জিহাদ করতে নিষেধ করলেন, তখন সকল সাহাবী জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্বৃষ্ট ও অহিংস হওয়া সঙ্গেও রসূল (সা)-এর আনুগত্যে যাথান্ত করে দিলেন এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকেন। নড়োমওজ ও কৃমশুণের বাহিনীসমূহ (যেমন ফেরেশতা ও অন্যান্য সুলিট জীব) আঝাহ্-রাই। তাই কাফিলদেরকে পরাজিত করা ও ইসলামকে সমুজ্জত করার জন্য তোমাদের জিহাদের প্রতি আঝাহ্ তা'আলা ঘূর্খাপেজী নন। তিনি ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করতে পারেন; যেমন বদর, আহুবাব ও হনাফনের যুদ্ধে তা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এই বাহিনী প্রেরণ করাও মুসলমানদের সাহস বৃক্ষি করার জন্য; নতুরা একজন ফেরেশতাই সবাইকে খত্ম করার জন্য যথেষ্ট। অতএব কাফিলদের সংখ্যাধিক্য দেখে জিহাদে যেতে তোমাদের ইত্তুষ্ট করা উচিত নয় এবং আঝাহ্ ও রসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে জিহাদ বর্জন করার আদেশ হলে তাতেও ইত্তুষ্ট করা সমীচীন নয়। জিহাদকরণ ও জিহাদ বর্জনের ফলাফল ও পরিপোষ আঝাহ্ তা'আলাই বেশী জানেন। কেননা আঝাহ্ তা'আলা (উপযোগিতা সম্পর্কে) সর্বজ, প্রভামূর, [জিহাদকরণ উপযোগী হলে তার নির্দেশ দেন। তাই উভয় অবস্থায় মুসলমানদের ইচ্ছা-অনিষ্টাকে রসূল (সা)-এর আদেশের অনুগত রাখা উচিত। এটা ঈয়ান বৃক্ষির কারণ। অতঃপর ঈয়ান বৃক্ষির ফলাফল বর্ণনা করা হচ্ছে:] এবং যাতে আঝাহ্ (এই আনুগত্যের বদৌলতে) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান, যার তজদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং যাতে (এই আনুগত্যের বদৌলতে) তাদের পাপ যোচন করেন[কেননা পাপ কর্ম থেকে তওরা এবং সৎ কর্ম সম্পাদন সবাই রসূল (সা)-এর আনুগত্যের খেড়ে দাখিল, যা সমস্ত পাপ যোচনকারী] এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) আঝাহ্-র কাছে যথো সাফল্য। (এই আঝাতে প্রথম মুমিনদের অন্তরে শান্তি ও সহনশীলতা নাখিল করার নিরামত উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এই নিরামত রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈয়ান বৃক্ষির কারণ হয়েছে এবং রসূল (সা)-এর আনুপত্য আঝাতে প্রবেশ করার কারণ হয়েছে। সুতরাং এসব বিষয় মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাখিল করারই ফল। অতঃপর এই প্রশান্তির ফল হিসাবেই মুনাফিকদের এ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং এই বঞ্চিত হওয়ার কারণে আয়াবে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এই প্রশান্তি মুসলমানদের অন্তরে নাখিল করেছেন এবং কাফিলদের অন্তরে নাখিল করেন নি] যাতে আঝাহ্ তা'আলা কপট বিহ্বাসী পুরুষ ও কপট বিহ্বাসিনী নারীদেরকে (তাদের কুকুরের কারণে) শান্তি দেন, যারা আঝাহ্-র প্রতি কৃধারণা পোষণ করে। (এখানে পূর্বের বর্ণনাদৃষ্টে তাদের কুধারণা বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে ওমরা করার জন্য মুক্তার দিকে শান্তার দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তারা অস্তীকার করে পরম্পরে একথা বলেছিলঃ তারা আয়াদেরকে শান্তাবাসীদের সাথে যুদ্ধে জড়িত করতে চাই। তাদেরকে যেতে দাও। তারা জীবিত কিনে আসতে পারবে না। এ ধরনের উক্তি মুনাফিকদেরাই হতে পারে। ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে সমস্ত কুকুরী ও শিয়ালী বিশ্বাস এই কুধারণার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, সব কাফিল ও মুশানিকের জন্য এই শান্তির সংবাদ যে, দুর্বিলাতে) তারা বিগর্হে

গতিত হবে। (সেমতে কিছুদিন পরেই তারা নিহত ও বন্দী হয়েছে। মুনাফিকদের সারা জীবন আকেপ ও পরিভাপের অধোই অতিবাহিত হয়েছে। কারণ, মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা দ্রাঘ পাছিল)। এবং (পরাকালে) আজাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ক্ষুভ হবেন, তাদেরকে রাহত থেকে দূরে ঝাখবেন এবং তাদের জন্য জাহাজাম প্রস্তুত করে দেবেছেন। এটা খুবই অস্ত টিকান। (অতঃপর এই সাক্ষির ও বলে আরো দৃঢ় করা হচ্ছে যে) নজোমগুল ও তৃতীয়গুলের বাহিনীসমূহ আজাহ্ রয়েছে এবং আজাহ্ পরাক্রমশালী (অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিশালী)। ইচ্ছা করলে যে কোন একটি বাহিনী তারা সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন। কারণ তারা এরই উপযুক্ত। কিন্তু যেহেতু তিনি) প্রভামুর (তাই উপযোগিতার কারণে শাস্তিদানের ব্যাপারে অবকাশ দেন)।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহ বলিত হয়েছে। হৃদয়বিয়ার সফর সঙ্গী করেকজন সাহাবী আরুয করবেন? ইয়া রাসুলুল্লাহ। এসব নিয়ামত তো আপনার জন্য। এগুলো আপনার জন্য মোর্কারক হোক; কিন্তু আমাদের জন্য কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমোচ্য আমাতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হৃদয়বিয়ার উপস্থিত সাহাবায়ে ক্রিয়াকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত যেহেতু ঈমান ও রসুল (সা)-এর আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলো সব মু'মিনও শামিল। কারণ, যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সেই এসব নিয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

رَبِّنَا أَرْسَلْنَاكَ مَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ
 رَسُولِهِ وَتَعْزِيزُهُ وَتُوفِّقُهُ وَكُوَّتْسِيْحُوهُ بِكُرْتَهُ وَأَصْنِيلَهُ ۝ إِنَّ
 الَّذِينَ يُبَابِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَابِعُونَ اللَّهَ ۝ يَبْدُ اللَّهُ قَوْقَ أَبِيدِيْهِمْ ۝
 فَمَنْ نَجَّكَثَ قَائِمًا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۝ وَمَنْ آفَقَ بِمَا عَهَدَ
 عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

(৮) আমি আপনাকে গ্রেপ্ত করেছি অবস্থা বাস্তকারী রূপে, সুসংবোদ্ধাতা ও তর প্রদর্শনকারী রূপে, (৯) যাতে দোষীরা আজাহ্ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস হ্রাপন কর এবং তাকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সম্মান আজাহ্ পরিষ্কার ঘোষণা কর। (১০) যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আজাহ্ কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আজাহ্ হাত তাদের হাতের উপর রাখেছে। অতএব যে শপথ কর করে, অতি অবশ্যই সে তা

নিজের কাত্তির আজাহ করে এবং যে আজাহ সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আজাহ সহজই তাকে মহা পুরুষার দান করবেন।

তক্ষণীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ !) আমি আপনাকে (কিয়ামতের দিন উচ্চতের ক্রিয়াকর্মের) সাক্ষি-দাতা রাপে (সাধারণত) এবং (দুনিয়াতে বিশেষভাবে মুসলিমানদেরকে) সুসংবিদদাতা রাপে এবং (কান্ফিয়াদেরকে) ভৌতি প্রদর্শনকারী রাপে প্রেরণ করেছি, (হে মুসলিমানগণ ! আমি তাঁকে এ কারণে রসূল করে প্রেরণ করেছি) যাতে তোমরা আজাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে (ধর্মের কাজে) সাহায্য ও সশ্মান কর (বিশ্বাসগতভাবেও অর্থাৎ আজাহ তা'আলাকে সর্বত্ত্বে শুণাবিত এবং সর্বপ্রকার দোষস্তুতি থেকে পরিষ্ক মনে করে এবং কাৰ্য-গতভাবেও অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করে)। এবং সকাল-সজ্ঞায় তাঁর পবিত্রতা (ও মহিমা) ঘোষণা কর। (এই পবিত্রতা ঘোষণার তক্ষণীর নামায হলে সকাল-সজ্ঞায় ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। নতুন সাধারণ বিকর রানি ও তা স্মৃতাহার হয়—বোঝানো হয়েছে। অতঃপর কতিপয় বিশেষ হক সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :) যারা আপনার কাছে (হৃদয়বিমার দিবসে এ বিষয়ে) শপথ করছে (অর্থাৎ অঙ্গীকার করেছে) যে, জিহাদ থেকে পলায়ন করবে না, তারা বাস্তবে আজাহ তা'আলার কাছে শপথ করছে। (কেননা, উদ্দেশ্য আপনার কাছে এ বিষয়ে শপথ করা যে, আজাহ তা'আলার বিধি-বিধান তারা প্রতিপালন করবে। অতএব যেন) আজাহ হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতঃপর (শপথ করার পর) যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে (অর্থাৎ আনুগত্যের পরিবর্তে বিকৃষ্টাচারণ করবে), তার অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তার উপরই বর্তাবে এবং যে বাস্তি আজাহ সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, সহজই আজাহ তাকে মহা পুরুষার দান করবেন।

আনুমতিক কাত্তি বিষয়

পূর্ববর্তী আজাতসমূহে রসূলুজ্জাহ (সা) ও তাঁর উচ্চতকে বিশেষ করে বাহ্যিকভাবে রিয়-ওয়ানে অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বলিত হয়েছে। এসব নিয়ামত দানকারী ছিলেন আজাহ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রসূলুজ্জাহ (সা)। তাই এর সাথে যিনি যেখে আজোচা আজাতসমূহে আজাহ ও রসূলের হক এবং তাদের প্রতি সম্মান ও সন্তুষ্য প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে রসূলুজ্জাহ (সা)-কে সহাধন করে তাঁর তিনটি উগ উল্লেখ করা হচ্ছে :

نَلْ يُرِ وَ مُبَشِّر، شَا

৫৫ ৫৫ শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই, যা সুরা নিসার

فَكَيْفَ!

أَجْتَنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بَشَهِدْ وَ جَنَّا بَكَ عَلَى هُرُولَه شَهِيدْ

আজাতের তক্ষণীরে বিভীষ খণ্ডে বলিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতোক নবী তাঁর উচ্চত সম্পর্কে সাক্ষাৎ দেবেন যে, তিনি আজাহ প্রস্তাব তাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে

এবং কেউ মুকুরানী করেছে। এমনিভাবে নবী কর্ণীয় (সা)-ও তাঁর উচ্চতের ব্যাপারে সাঙ্গ দেবেন। সুরা নিসার আরাতের তফসীলে কুরতুবী লিখেন: পরমপরগণের এই সাঙ্গ নিজ নিজ যথানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত এক কবুল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রসুলুল্লাহ (সা)-র সাঙ্গ তাঁর আমলের লোক-দের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাঙ্গ সমস্ত উচ্চতের পৃষ্ঠা ও পাপ কাজ সম্পর্কে হবে। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যাই যে, উচ্চতের ক্রিয়াকর্ম সকাল-সঞ্চায় রসুলুল্লাহ (সা)-র সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উচ্চতের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন।—(কুরতুবী)

رَبِّنَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ بِلَى وَمِنْهُ مِنْ شَيْءٍ بِلَى
শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং رَبِّنَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ بِلَى
এই যে, রসুলুল্লাহ (সা) উচ্চতের আবগাতলীল শুভিনদেরকে আজ্ঞাতের সুসংবাদ দেবেন এবং কাত্তির পাপাচারীদেরকে আবাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রসুল প্রেরণের লক্ষ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আজ্ঞাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ঈমানের সাথে আরও তিনটি উৎ উর্জে করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের মধ্যে থাকা বিধেয়—
تَسْبِعُونَ وَتَسْبِعُونَ وَتَسْبِعُونَ
تسْبِعُونَ এবং تَقْرِوَة—تَعْزِرَوَة

تَعْزِرَوَة—تَقْرِوَة—শব্দটি تَعْزِرُ ধাতু থেকে উত্তৃত। এর অর্থ সাহায্য করা। দণ্ডকেও এ কারণে تَعْزِرُ বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়।—(মুকুরানাতুল-কোরআন)

تَقْرِوَة—শব্দটি تَقْرِرُ ধাতু থেকে উত্তৃত। এর অর্থ সম্মান করা।
শব্দটি تَقْرِيْبَتْ ধাতু থেকে উত্তৃত। এর অর্থ পরিষ্কৃতা বর্ণনা করা। সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিত-
ভাবে আজ্ঞাহ জনাই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম ঘারা আজ্ঞাহ ছাড়া অন্য কাউকে বোবা-
নোর সঙ্কাৰনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীলিদ প্রথমোক্ত দুই বাকের সর্বনাম
ঘারা আজ্ঞাহকেই বুবিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আজ্ঞাহকে অর্থাৎ তাঁর
দৌনকে ও রসুলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ
কেউ যত্নব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জড়িত হয়ে পড়ে, যা অজ্ঞকার-
নাকের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হৃদান্তবিয়ার ঘটমার দলম অংশে বলিত বায়ুআতের কথা
উর্জে করা হয়েছে। আজ্ঞাহ বলেন: যারা রসুলুল্লাহ (সা)-র হাতে বায়ুআত করেছে,
তারা যেন স্বয়ং আজ্ঞাহ হাতে বায়ুআত করেছে। কারণ, এই বায়ুআতের উদ্দেশ্য আজ্ঞাহ
আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রসুলের হাতে হাত দেখে বায়ু-
আত করল, তখন যেন আজ্ঞাহ হাতেই বায়ুআত করল। আজ্ঞাহ হাতের দ্বারা কারও
জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দুরস্থ নয়।

বার'আতের আসর শর্ত কোম বিশেষ কাজের জন্য শপথ প্রাহণ করা। একজন অপর-অনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা বার'আতের প্রাচীন ও যসনুম তরীকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরী নয়। হে কাজের অঙ্গীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনত ওয়াজিব এবং বিশেষাচরণ করা হারায়। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বার'আতের অঙ্গীকার জন্য করবে, সে নিজেরই কঠি করবে। এতে আলাহ্ ও রসূলের কোন কঠি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আলাহ্ তাকে যথা পুরুক্ত দান করবেন।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخْلَفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعْلَتْهَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا
 فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِالْسَّتِيرِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ دُقْلُ
 فَمَنْ يَمْلِكُ لَحْكُمَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِحُكْمٍ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ
 بِكُفْرٍ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ بَلْ ظَنَنتُمْ أَنْ
 لَنْ يَنْقِلَبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ أَهْلِيُّهُمْ أَبَدًا وَ زُينَ ذَلِكَ
 فِي قُلُوبِكُفَّارٍ وَ ظَنَنتُمْ غَنِيَّةَ السُّوءِ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝
 وَمَنْ لَهُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّمَا أَعْتَذَنَا إِلَكُفَّارِنَ سَعِيرًا ۝
 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
 وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ۝

(১১) মুক্তবাসীদের মধ্যে থারা সুন্দে কলে রাখেছে, তারা আগমনাকে বলবে : আমরা আমাদের ধর্ম-সম্মদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যক্ত হিলায়। অতএব, আমাদের পাপ যার্জনা করান। তারা সুন্দে এখন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুন : আলাহ্ তোমাদের কঠি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করাতে কে তাকে বিক্রিত রাখতে পারে ? বরং তোমরা যা কর, আলাহ্ সে বিষয় পরিপূর্ণ কর। (১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে নে, রসূল ও মু'মিনগণ তাদের বাড়ী-বাসে কিলুক্তই কিন্তে জাসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্য খুবই সুখকর হিল। তোমরা যদি ধারণা করেন্তো হয়েছিলে। তোমরা হিলে খৎসমূহী এক সম্প্রদায়। (১৩) থারা আলাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আরি সেসব

কাফিরের জন্য ক্ষমত আগি প্রস্তুত রেখেছি। (১৪) নতোমওম ও কৃমগুলের রাজত আলাহ্রয়। তিনি যাকে ইচ্ছা কর্ত্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন। তিনি কর্মশীল, পরম সেহেরুবান।

তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

যেসব মুসলিমী (ছদ্মবিভাস সফর থেকে) পশ্চাতে রাখে গেছে, (সফরে শরীক হয়নি) তারা সহজেই (মধ্যে আপনি মদৌনায় পৌছবেন) আপনাকে (মিহামিছি) বলবে (আমরা আপনার সাথে যাইনি কারণ) আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের জন্য (এই ঝুঁটি) যার্জনার দোয়া করুন। (এরপর আলাহ্ তা'আলা তাদের মিথ্যাচার প্রকল্প করে বলেনঃ) তারা মুখে এহন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে মেই। [অতএব রসূলুলাহ্ (সা)-কে শিঙ্কা দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যখন আপনার কাছে এই ওয়র পেল করে, তখন] আপনি বলে দিন (প্রথমত এই ওয়র সত্তা হলোও আলাহ্ ও রসূলের অকাণ্ঠ মির্দেশের মুকাবিলায় তুচ্ছ ও বাতিল গণ্য হত)। কেননা, আমি জিজ্ঞাসা করি,) আলাহ্ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার করার ইচ্ছা করলে কে তাঁর সামনে তোমাদের জন্য (উপকার ক্ষতি ইত্যাদি) কেন কিছুর ক্ষয়তা রাখে ? (অর্থাৎ তোমাদের সত্তা অথবা তোমাদের ধন-দোষাত ও পরিবার-পরিজনের ঘর্ষে যে উপকার অথবা ক্ষতি তুমদীরে অবধারিত হয়ে গেছে, তাঁর খেকে করার ক্ষমতা করাও নেই। তবে শরীরত অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের আলংকার ওয়র কবুল করে অনুমতি দিয়েছে, যদি সেই ওয়র বাস্তবে সত্তা হয়। আমোচ প্রের শরীরত বাঢ়ী-ঘরের ব্যস্ততাকে প্রাহ্লণযোগ্য ওয়র সাধারণ করেনি যদিও তা বাস্তবসম্মত হয়। বিতীয়ত, তোমাদের পেশকৃত এই ওয়র সত্তা ও নয়। তোমরা মনে কর যে, আমি এই মিথ্যা সম্পর্কে অবগত নই, কিন্তু সত্তা এই যে,) আলাহ্ তা'আলা (যিনি) তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে সম্মত অবগত (তিনি আমাকে ওহীর যাধ্যায়ে অবহিত করেছেন যে, তোমাদের অনুপস্থিতির কারণ তা নয়, যা তোমরা বর্ণনা করছ) বরং (আসল কারণ এই যে,) তোমরা মনে করেছ যে, রসূল ও মু'মিনগণ কথমও তাঁদের বাঢ়ী-ঘরে ক্ষিয়ে আসতে পারবেন না (মু'মিনকদের হাতে সবাই প্রাণ হারাবে) এবং এই ধারণা তোমাদের মনেও খুব সুখকর ছিল (আলাহ্ ও রসূলের প্রতি শৃঙ্খালার কারণে এটা তোমাদের আভিক্ষ কামনাও ছিল)। তোমরা অল্প ধারণার বশবতী হয়েছিলে। তোমরা (এসব কুফরী ধারণার কারণে) এক ধৰ্মসমূঘী সংস্কু-দার ছিলে। (এসব শাস্তির ধরণ তনে তোমরা এখনও জৈবান্দার হয়ে পেলে তার, নতুনা) যারা আলাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করেন না, আমি সেসব কাফিরের জন্য ক্ষমত আগি প্রস্তুত করে রেখেছি। (মু'মিন ও অবিশ্বাসীদের জন্য এই আইন রাচনার কারণে আশচর্যাবিত্ত হওয়া উচিত নয়, কেননা) নতোমওম ও কৃমগুলের রাজত আলাহ্রয়। তিনি যাকে ইচ্ছা কর্ত্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন। (কাফির যদিও শাস্তির যোগ্য হল, কিন্তু) আলাহ্ কর্মশীল, পরম দয়ালু (কাজেই সেও খাঁটি মনে বিশ্বাস ছাপন করলে তাকেও কর্ত্ত দেন)।

আমুসলিক জাতব্য বিষয়

উল্লিখিত বিষয়বস্তু সেসব মুসলিমীর সাথে সম্পৃক্ষ, যাদেরকে রসূলুলাহ্ (সা)

হৃদয়বিদ্যার সকলে সঙ্গে চলার আদেশ দিবেছিলেন, কিন্তু তারা নামা তাজবাহানার আশ্রয় নেয়। হৃদয়বিদ্যার ঘটনার প্রথম অংশে একথা বলিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাউ ইমানদার হয়ে যায়।

**سَيَقُولُ الْمُخْلَفُونَ إِذَا انطَلَقُتُمْ لَا مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَ
نَتَبِعُكُمْ • يُرِيدُونَ أَنْ يُبَيِّنُوا كَلَمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَبَعُونَا
كَذَلِكُفَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلٍ • فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَا، بَلْ
كَانُوا لَا يَعْقِهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ إِلَّا خَلْفَيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَذَعَنْ
إِلَّا قَوْمٌ أُولَئِي بَأْيَسٍ شَكِيرِينَ ثَقَاتُهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، فَإِنْ تُطْبِعُوا
يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، وَإِنْ تَتَوَلُّوْا كَمَا تَوَلَّتُمْ مِنْ قَبْلٍ
يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ أَبْأَبِيَّا، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَمِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيْضِ حَرَجٌ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ
جَنَّتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا**

- (১৫) তোমরা অধ্যন সুজ্ঞবধ ধনসংগ্রহ সংপ্রদেহের জন্য থাবে, তখন আরা পণ্ডাতে থেকে শিরেছিল, তারা বলবে : আয়াদেরকেও তোমাদের সঙ্গে থেকে দাও। তারা আরাহত কালোয় পঞ্জির্বন করতে চায়। বলুন : তোমরা কালোও আয়াদের সঙ্গে থেকে পারবে না। আরাহত পূর্ব থেকেই একেপ বলে দিবেছেন। তারা বলবে : বরং তোমরা আয়াদের প্রতি বিবেচ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বুঝে। (১৬) গুহে জবহানকারী মরবাসীদেরকে বলে দিন : আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা যুসলিয়ান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পাইন কর, তবে আরাহত তোমাদেরকে উভয় পুরুষার দেবেন। আর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর বেছন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যত্পোদায়ক শাস্তি দেবেন। (১৭) অজ্ঞের জন্য, অজ্ঞের জন্য ও ক্ষমের জন্য কোন অপরাধ নেই এবং যে কেউ আরাহত ও তাঁর রসূলের জানুগত্য করবে, তাকে তিনি আরাহতে দাখিল করবেন, যার তদন্তে নদী প্রবাহিত হয়। গক্ষাত্তরে যে শাস্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যত্পোদায়ক শাস্তি দেবেন।

তকসীরের সার-সংজ্ঞেগ

তোমরা সহজেই যখন (খায়বরের) মুক্তিশ্ব ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা (হৃদায়বিহার সফর থেকে) পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে : আয়াদেরকেও তোমাদের সাথে যাবার অনুমতি দাও । (এই আবেদনের কারণ ছিল মুক্তিশ্ব সম্পদ সংগ্রহ করা । কঙ্কপাদি দৃষ্টে এই সম্পদ লাভের বিষয় তাদের জানা ছিল এবং তারা তা প্রত্যাপণ করত । কিন্তু হৃদায়বিহার সফরে কষ্ট ও ক্ষেত্রেই অধিক প্রত্যাপিত ছিল । এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :) তারা আল্লাহ্ র আদেশ পরিবর্তন করতে চায় । (অর্থাৎ আল্লাহ্ র আদেশ ছিল এই যে, এই যুক্তে তারাই যাবে, যারা হৃদায়বিহার ও বায়া'তে রিহাওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিল । তাদের ব্যতীত অন্য কেউ যাবে না ; বিশেষত তারা যাবে না, যারা হৃদায়বিহার সফরে অংশ-গ্রহণ করেনি এবং নানা তালিবাহানার আশ্রয় নিয়েছে ।) অতএব, আপনি বলে দিন, তোমরা কিন্তুতেই আয়াদের সাথে যেতে পারবে না । (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন আয়া যত্নের করতে পারি না । কারণ, এতে আল্লাহ্ র আদেশ পরিবর্তন করার পোনাহ আছে । কেননা,) আল্লাহ্-প্রথম থেকেই এই কথা বলে দিয়েছেন । অর্থাৎ [হৃদায়বিহার থেকে ফিরে আসার পথেই আল্লাহ্ তা'আলা' আদেশ দিয়েছেন যে, খায়বর যুক্তে হৃদায়বিহার অংশগ্রহণকারীদের ব্যতীত কেউ যাবে না । বাহাত এই আদেশ কোরআনে উল্লিখিত নেই । এ থেকে বোঝা যায় যে, এই আদেশ অপরিত্ত ওহীর যাধ্যমে রসুলুল্লাহ্ (সা) লাভ করেছিলেন । এরপে অপরিত্ত ওহী হাদীসের যাধ্যমে ব্যক্ত হয় । একথাও সন্দেগ নয়, হৃদায়বিহার থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে অবতীর্ণ সুরা ফাত্তেহের **أَتْبِعْ فَتْكًا قَرِيبًا** আয়াতে 'খায়বরের বিজয় বোঝানা হয়েছে । সেমতে এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে যে, খায়বরের বিজয় হৃদায়বিহার অংশগ্রহণ-কারিগণই জাঁড় করবে । আপনার এই কথা কলে উভয়ে] তখন তারা বলবে : [বাহ্যত এখানে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মুখের উপর বলা উদ্দেশ্য নয়, বরং তারা অয়াদেরকে বলবে যে, আয়াদেরকে সাথে না নেওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্ র আদেশ নয়] বরং তোমরা আয়াদের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করছ । (তাই আয়াদের অংশগ্রহণ তোমাদের অনঃপুত নয় । অথচ মুসলিমানদের মধ্যে বিদ্রোহের কোন নামগঞ্জও নেই ।) বরং তারা অর্থাই বুঝে । (পুরাপুরি বুঝলে আল্লাহ্ র এই আদেশের রহস্য অনোভাসেই বুঝতে পারত যে, হৃদায়বিহার মুসলিমানরা একটি বৃহত্তর অংশ-কাঁচ সম্মুখীন হয়েছে এবং অধিপতীর উভৌর্ণ হয়েছে । আর মুনাফিকরা তাদের পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে । এটাই বিশেষভাবে মুসলিমানদের খায়বর যুক্তে যোগার এবং মুনাফিকদের বিপক্ষে হওয়ার কারণ । এ পর্যন্ত খায়বর সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণিত হল । অতঃপর অপর একটি ঘটনা ইরানাদ হচ্ছে :), আপনি পশ্চাতে অবস্থানকারী মুক্তবাসীদেরকে (আরও) বলে দিন, (এক খায়বর যুক্তে না গেলে তাতে কি হল, সওয়াব হাসিল করার আরও অনেক সুযোগ উবিষ্যতে আসবে । সেমতে), সহজেই তোমরা এমন জোকদের প্রতি (মুক্ত করার জন্য) আহত হবে, যারা কঠোর যোদ্ধা (এখানে পারস্য ও রোমের সাথে যুক্ত বোঝানো হয়েছে) । [দুরুরে মনসুর] কেননা, তাদের সেবাবাহিনী ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অন্তেশ্বরে সুসজ্জিত । তোমরা তাদের সাথে মুক্ত করবে, যে পর্যন্ত না তারা বশতঃ দ্বীকার করে নেয়, (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুপত্তি ও জিহিয়া দানে সীক্ষণ)

হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এ কংজের জন্য আহত হবে) অতএব (তখন) মনি তোমরা আনুগত্য কর (এবং তাদের সাথে জিহাদ কর) তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদীন দেবেন। আর যদি তোমরা তখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, যেমন ইতিপূর্বে (হৃদয়বিহ্বা) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে, তবে তিনি ব্যক্তিগামীক শাস্তি দেবেন। (তবে জিহাদে অক্ষয় ব্যক্তিগণ এর আওতা বহির্ভূত। সেহেতো) অক্ষের জন্য কোন গোনাহ্ নেই, খঁজের জন্য কোন গোনাহ্ নেই এবং ঝঁঢের জন্য কোন গোনাহ্ নেই। (উপরে জিহাদকারীদের জন্য আশাত ও নিয়ামতের যে ওয়াদা এবং জিহাদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের জন্য যে শাস্তির খবর উচ্চারিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে তাদের জনাই নয় বরং) যে বাকি আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর আনুগত্য করবে, তাকে জামাতে দাখিল করা হবে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত এবং যে বাকি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে ব্যক্তিগামীক শাস্তি দেওয়া হবে।

আনুবাদিক কাত্তি বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হৃদয়বিহ্বা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সংক্ষয় হিজরাতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর যুক্ত গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু তাঁদেরকে সঙ্গে নিলেন, সাঁরা হৃদয়বিহ্বাৰ সফর ও বায়ানাতে বিশেষভাবে তাদের জন্য নয় বরং যে বাকি আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর আনুগত্য করবে, তাকে জামাতে দাখিল করা হবে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত এবং যে বাকি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে ব্যক্তিগামীক শাস্তি দেওয়া হবে।

^ ^ ^ ^ ^
আল পুরুষ

كَلَمُ اللَّهِ لِلْمُجْتَمِعِ تَارِيَخِ الْأَمَمِ
এই আদেশের অর্থ খায়বর যুক্ত ও যুক্তিবৃক্ষ সম্পদ বিশেষ করে হৃদয়বিহ্বাৰ অংশপ্রাপ্তকারী-দের প্রাপ্তি। এরপর

كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ
বাকোও হৃদয়বিহ্বাৰ অংশপ্রাপ্ত-
কারীদের এই বিশেষজ্ঞের উরেখ আছে। কিন্তু এখানে প্রয় হয় যে, কোরআন পাকের কোথাও এই বিশেষজ্ঞের উরেখ নেই। এমতাহস্তার এই বিশেষজ্ঞের ওয়াদাকে ‘আল্লাহ্ কামাম’ ও ‘আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন’ বলা কিরাপে শুক্ত হাতে পারে?

ওহী শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ নয়, কোরআন ছাড়াও ওহীর আধ্যয়ে আলেখ এসেছে এবং রসূলের ছাদীসও আলাহ্ কামামের কর্তৃত রাখে। আলিয়গণ বলেন; হৃদয়বিহ্বাৰ

অংশগ্রহণকারীদের বিশেষত্ব সম্পর্কিত উল্লিখিত ওয়াদা কোরান পাকের কোথাও স্পষ্ট-
ভাবে উল্লেখ করা হয়নি ; বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা 'ওহী গাফুর-মতলু'
অর্থাৎ অপটিত ওহীর মাধ্যমে হৃদায়বিয়ার সফরে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে দিয়েছিলেন । এ
হলে একেই 'আল্লাহ্ কালাম' ও 'আল্লাহ্ ইউনিপুর্বে বলে দিয়েছেন' বাক্য দারা বাস্তু করা
হয়েছে । এ থেকে জানা পেল যে, কোরানের বিধানাবলী ছাড়া যেসব বিধান সহীহ হাদীস-
সমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী 'আল্লাহ্ কালাম'-ও আল্লাহ্ উনিপুর্বে
যথে দাখিল । যেসব ধর্মজ্ঞতাটো লোক রসুলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীসকে ধীরীয় প্রমাণ বলেই দীক্ষার
করে না, এসব আয়াত তাদের ধর্মজ্ঞতাটো ফাঁস করে দেওয়ার জন্য ব্যথেচ্ছ । এখানে আরও
একটি আমেচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হৃদায়বিয়ার সফরের শুরুতে অবতীর্ণ এই সুরার অন্য
এক আয়াতে বলা হয়েছে যে

وَأَنْبَأْتُهُمْ فَقْدَهَا قَرِيبًا —— তফসীরবিদগ্ধের প্রক-

মত্ত্বে এখানে 'নিকটবর্তী বিজয়' বলে ধায়বর বিজয় বোঝানো হয়েছে । এভাবে কোরান
ধায়বর বিজয় ও তার মুক্তলব্ধ সম্পদ হৃদায়বিয়ার অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে
গেছে । এটাই 'আল্লাহ্ কালাম' ও 'আল্লাহ্ উনিপুর' অর্থ হতে পারে । কিন্তু বাস্তুর সত্তা
এই যে, এই আয়াতে মুক্তলব্ধ সম্পদের ওয়াদা তো আছে ; কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি
যে, এই মুক্তলব্ধ সম্পদ হৃদায়বিয়ার অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না ।
এই বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দারাই জানা গেছে । অতএব, 'আল্লাহ্ কালাম'
ও 'আল্লাহ্ উনিপুর' বলে এখানে হাদীসই বোঝানো হয়েছে । কেউ কেউ বলেন যে, 'আল্লাহ্
কালাম' বলে সুরা তওবার এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে :

فَإِنَّمَا نُوكِ لِلثُّخْرُوجِ - قُلْ لَنِ تَخْرُجُوا مَعِيَّاً أَبَدًا وَلَنْ تَقُلْ تِلْوِي

— معنى عدواً - إِنَّكُمْ رَفِيقُمْ بِالْغَيْرِ أَوْلَ مَرَّةٍ -

তাদের এই উনিপুর শুন নয় । কারণ, এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ
হয়েছে যার সম্বৰ্ধ ধায়বর মুক্তের পর নবযু হিজৰী ।—(কুরআনী)

— قُلْ لَنِ تَقْتَبِعُونِي — এতে হৃদায়বিয়ার থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদেরকে তাকীদ

সহকারে বলা হয়েছে : তোমরা কিন্তুতেই আমাদের সঙ্গে হেঠে পারবে না । এই উনিপুর
বিশেষভাবে ধায়বর মুক্তের সাথেই সম্পর্কযুক্ত । ভবিষ্যাতে অন্য কোন জিহাদেও শরীক হতে
পারবে না—আয়াত থেকে এটা জরুরী নয় । এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্য
থেকে মুহায়না ও জোহায়না গোপন্য পরবর্তীকালে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন
মুজ্জে অংশগ্রহণ করেছেন ।—(কাহজ মা'আনী)

হৃদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে
ধীর্ঘ মুসলমান হয়ে পিয়েছিল । হৃদায়বিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রায়ে পিয়েছিল,

তাদের সবাইকে খাময়িরের জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সাক্ষাৎ ঈমানদার হওয়ার সৌজাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সন্তুষ্টির জন্য পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সামৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে যে, আলোহুর উপরা অনুভাবী খাময়ির মুক্ত হস্তানবিগ্রহ অংশগ্রহণকারীদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং যনেগাগে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যও ডিবিয়াতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কোরআন পাক একটি বিশেষ ডিবিয়াতাগীর আকারে বর্ণনা করেছে, যা রসূল করীম (সা)-এর ইতিকালের পর প্রকাশ পাবে। ইরশাদ হয়েছে :

أَرْبَعَةِ مُسْتَدِّعِينَ إِلَيْ قَوْمٍ أُولَئِيْ بَأْسٍ شَدِيدٍ
الْيَوْمَ الْمُقْتَصِدُونَ
অর্থাৎ এক সময় আসবে, যখন তোমাদেরকে
জিহাদের দাওয়াত দেওয়া হবে। এই জিহাদ একটি শক্তিশালী যোৱা জাতির সাথে হবে।
ইতিহাস সাক্ষাৎ দেয় যে, এই জিহাদ রসূলুল্লাহ (সা)-র জীবদ্ধানে সংঘটিত হয়নি। কেননা,
প্রথমত, এরপর তিনি কোন মুক্ত মুক্তিবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণে নেই;
বিত্তীর্ণত, এরপর এমন কোন বৌরবোকা জাতির সাথে মুক্তবিলাও হয়নি, যাদের বৌরহের
উজ্জেব কোরআন পাক করছে। তাবুক যুক্ত যদিও যোৱা জাতির সাথে মুক্তবিলা ছিল;
বিষ্ট এই যুক্ত মুক্তিবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং এতে কোন মুক্তও সংঘটিত
হয়নি। আলোহুর ভাঁতি পক্ষের অঙ্গে ভৌতি সঞ্চার করে দেন। কলে তারা সম্মুখ
সময়ে অবতীর্ণ হয়নি। রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিয়াম বিনাযুক্ত তাবুক থেকে
ক্রিয়ে আসেন। হনায়ন যুক্তও মুক্তিবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং তখন
কোন সপ্তাহ ও বৌরবোকা জাতির বিনাযুক্ত মুক্তবিলাও ছিল না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ
বলেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ কিসরা ও কায়সারের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে,
যাদের বিরুক্ত হয়রত ও মর ফারাক (রা)-এর আবলে জিহাদ হয়েছে।—(কুরআনী)

হয়রত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন : আমরা কোরআনের এই আয়াত পাঠ
করতাম ; কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অব-
গেয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র ইতিকালের পর হয়রত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালে
তিনি আয়াদেরকে বনী হনায়কা ও মোসাইলামা কায়মাবের জাতির বিরুক্তে জিহাদ করার
দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই আয়াতে এই জাতিকেই বোঝানো
হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উত্তির মধ্যে কোন বিরোধ ও বৈপর্যতা নেই। পরবর্তীকালের শক্তি-
শালী সকল প্রতিপক্ষই এর মধ্যে দাখিল থাকতে পারে।

ইমাম কুরআনী এই রেওয়ায়েত উক্ত করার পর বলেন : হয়রত সিদ্দীকে আকবর ও
ফালকে আহম (রা)-এর খিলাফত যে সত্ত্বের অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য
আয়াতে অবৃৎ কোরআন তাঁদের দাওয়াতের কথা উজ্জেব করেছে।

—**تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ** —**হয়রত উবাই** এর কিরাআতে **হ্যনি يُسْلِمُوا**

বলা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী অবায়কে **হ্যনি** এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ সেই জাতির সাথে সূক্ষ্ম অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম প্রচল করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বশাত্তা বৌকার করে।

—**لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حِرْجٌ** —**হয়রত ইবনে-আবুস (রা)** বলেন, উপরের

আয়াতে যখন জিহাদে অংশগ্রহণে পশ্চাত্পদদের জন্য শাস্তির কথা উচ্চায়িত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কটক বিকলাজ মোক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করার ঘোষ নয়। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অস্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজোট আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অর্থ, খজ ও রংগকে জিহাদের আদেশের আওতা-বহিভুত করে দেওয়া হয়েছে:—(কুরতুবী)

**لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَارِيُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَإِنَّمَا السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابُهُمْ فِتْنَاهُ
قَرِيبًا ① وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعْلَمَاتٍ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ
آيِدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَا تَكُونُ أَيَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِي كُمْ صِرَاطًا
مُسْتَقِيمًا ② وَآخِرَتِ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ③**

(১৮) আজাহ সু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা হাতের নৌকে আপনার কাছে প্রস্তুত করল। আজাহ অবগত ছিলেন, যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি মালিল করলেন এবং তাদেরকে আসল বিজয় পূরকার দিলেন। (১৯) এবং বিস্তুল পরিমাণে সুজ্ঞান্বিত সম্মত, যা তারা লাভ করবে। আজাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞান্ব। (২০) আজাহ তোমাদেরকে বিস্তুল পরিমাণে সুজ্ঞান্বিত সম্মদের ওপাদা দিলেছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্ম প্রকারিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শব্দের স্বর্ণ

করে দিতেছেন—আতে এটা মুসিনদের জন্য এক বিস্রংগ হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে
পরিচালিত করেন। (২১) আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে
আসেনি, আরাহ তা বেছটন করে আহম। আরাহ সর্ব বিষয়ে করতাবান।

ପକ୍ଷମୀରେ ଶାନ୍ତି-ଯତ୍ନଗ

মিষ্টিতেই আজাহ্ (আগনীর সকলসবী) যুসভায়ানদের প্রতি সতর্ক হয়েছেন, যখন
তাঁরা আগনীর কাছে হৃকের নীচে (জিহাদে সুচল থাকার) লগথ করছিল। তাদের অঙ্গেরে
যা কিছু (আঙ্গনিকতা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার সংকল) ছিল, আজাহ্ তাও অবগত ছিলেন।
(তখন) আজাহ্ তাদের অঙ্গের প্রশান্তি হস্তিত করে দেন। (কলে আজাহ্-র জাদেশ
পালনে তাঁরা যোগাই ইত্তেত করেনি। এগুলো ছিল ইত্তির বহিভূত নিরাময়। এর সাথে
কিছু ইত্তিরপ্রাণ্য নিরামতও তাদেরকে দেন্তুরা হয়। সেবতে) তাদেরকে বিজয় দান করেন
(অর্ধাং শায়বর বিজয়) এবং (এই বিজয়ে) বিপুর পরিমাণ সুজ্ঞতাখ সম্পদও (দিলেন) যা
তাঁরা লাভ করবে। আজাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতাময়। (বৌর কুদরত ও রহস্য বলে যখন
যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। এই শায়বর বিজয়ই শেষ নয়; বরং) আজাহ্ তোমাদেরকে
(আরও) বিপুর পরিমাণ সুজ্ঞতাখ সম্পদের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন, যা তোমরা লাভ করবে।
অতএব (সেবক সম্পদের মধ্য থেকে) এটা তোমাদেরকে তাঁক্ষণিক দান করেছেন এবং
(এই দানের জন্য শায়বরবাসী ও তাদের মিত) তোকদের হাত তোমাদের থেকে স্বত্ব করে
দিয়েছেন, (অর্ধাং সবার অঙ্গে ডাঁড়ি সকার করে দিয়েছেন। ফলে তাঁরা আর বেশী ছান্ত
বাড়ানোর সাহস পারনি। এতে করে তোমাদের পার্থিব উপকারণ উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তোমরা
আজাহ্ ও মুসল্মান লাভ কর।) এবং (ধৰ্মীয় উপকারণ ছিল) যাতে এটা (অর্ধাং এই ঘটনা)
মুসলিমদের জন্য (আমান ওয়াদা সত্ত্ব হওয়ার) এক নির্দর্শন হয়। (অর্ধাং আজাহ্ ওয়াদা
সত্ত্ব হওয়ার ব্যাপারে সৈয়দন আরও মজবুত হয়) এবং যাতে (এই নির্দর্শনের মাধ্যমে) তোমা-
প্রদেশের (জাতিসমূহের জন্য প্রয়োজন কীর্তন) সরল পথে পরিচালিত হয়েছেন (যানে তাঁক্ষণিক
তথ্য আজাহ্-র উপর কর্তৃত পথে)। প্রায়শঃ এই যে প্রিয়দিনের জন্য এই সুরক্ষ্য ছিলো করে
যাতে আজাহ্-র প্রতি আজ্ঞা দান। একই ধর্মীয় উপকারণ সুষ্ঠু হয়ে যায়। এক আনন্দত
ভূমিকা হয়ে আজাহ্-র প্রতি আজ্ঞা দান। এক আনন্দত ভূমিকা হয়ে আজাহ্-র প্রতি
ও বিজ্ঞাসত উপকারণ যা (প্রকৃত করে) কলে বাধিত হয়েছে এবং মুক্ত কর্মসূচি ও তরিগত

ANSWER

—لقد وُصِّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَمْ يَعْوِذُنَّ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

अपने असरदार समाज के द्वारा यह, अपनाएँ अपनी विदेशी विभिन्नताओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली अवश्यकताएँ बढ़ाव देता है। अतएव, आपनाएँ अपनी विदेशी विभिन्नताओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली अवश्यकताएँ बढ़ाव देता है।

জ্ঞানের বিষয়ে কৃত প্রয়োগের ফল কৃতির মুক্তির পথে আনন্দের ও শক্তির সূচনা করে পরিপূর্ণ। কল্পনার যথাক্রমে কৃতি প্রয়োগের আনন্দের আনন্দে আনন্দ তা'আলা মেরুর সম্মানিত কৃতি প্রয়োগের কৃতি প্রয়োগের আনন্দের মিলেছে, এবং সুস্থিত করতে প্রয়োগ করেন স্বাধীন পোনাহ স্বাধীন মান, তাম এই আনন্দ সুস্থিত করণ কৌশল করছে। এমতাবধার তাতের মেরুর কৃতি প্রয়োগের উভয় নৃ, সে-সম্মান, আনন্দের বিস্তৃত জীবনের পরিপূর্ণ কৃতি প্রয়োগের কৃতি প্রয়োগের কৃতি প্রয়োগের পরিপূর্ণ। কাছের সম্মানের দ্বারা আবৃ বকর, ওবর ও অন্যান্য সীহাবীর প্রতি কৃতি প্রয়োগের সম্মান আকৃত করে। আমোচ আনন্দ তাতের উভি সম্মতভাবে খণ্ডন করে।

ନିର୍ମାଣ କର । ଆମାରେ ସେ ହଜେର ଉତ୍ତରେ ଥାଏ, ମେଟୋ ଲିଙ୍ଗ ଏକଟା କାବୁଳ କର । କବିତ ଥାଏ ଯେ, ରସୁଲୁହାନ୍ (ଆ)-ର ଓକାରେ ପର କିମ୍ବା ଲୋକ ଦେଖାବେ ପମର କରନ୍ତି ଏବେ ଏହି ହଜେର ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସହରାତ କାଳକେ ଆବସ୍ଥା (ଆ) ଦେଖାଲେ ଯେ, କବିତାରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବୀ ଅର୍ପଣାତ୍ମକ ଉତ୍ସତତର ନାକ ଏହି ବର୍ଷର ପରା ଶୁଭ କରେ ଲିଖେ ଥାଏ । ଏହି ଫ୍ରାଙ୍କମାତ୍ର

५ खेत जानक देख देय, परम्पराकाले दोषवदा विहृत अनुसारेण यापास देखन एवं उक्त विविध वर्ष विविध प्रकार भाव वैष्णव जागीर सह नामांश वाप्ति उक्त विवरण। यद्यपुरुष जागीरक जागीर (ज्ञ) एवं वाप्ति जागीर देय, एवं वैष्णव भाव नन्द। भाव अवधार नन्द देय, तिथि विवरण विवरण एवं वर्ष वैष्णव देखने द्वारा उक्त विवरण।

प्राचीन विद्या : प्राचीन अस्त्रशक्ति का जलवायन, मर्त्य व बाय-दायित्वा उपर्युक्त वैज्ञानिक विद्या (प्राचीन विद्या)।

وَإِنَّمَا تَنْهَا تَرْبِيَةً

ମୋଡେଲ୍ସ୍, ପ୍ରାଚୀକିତ ହୁଏ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନେ ଘଟନା କମାଳିକାର ଅନ୍ଧାରର ବେଶ କିମ୍ବା
ମିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିନାକାଳର ମଧ୍ୟରେ । ଅତ୍ୟା ଆଜିର ଯେ କମାଳିକାର ଅନ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହ୍ୟରେ ଏ ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ଭାବ ହେଉଛି । ହୀନ୍, ଏ ବିଷୟର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଯେ, କମାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟର ନାମିକ କୁମାରି,
ନା କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାକ ଆବାତ ପାଇଁ ଜୀବିତ ହେଉଛି । ଅନ୍ଧାରର ଆବାତ ହେଉ ଆବେଳାଟା! ଆବେଳାଟ-
ସମ୍ମୟ ବାହ୍ୟରେ ଆବେଳାଟା କମାଳିକାରୀ ହିଜାବେ ହେବାରେ ଏବଂ ଘଟନାରେ ଆବେଳାଟା ଓ ମିଶିଛି—
—ଏବେଳା କ୍ରମାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେଲୋକୀ ଆବେଳା ନମରାଜୀ ବାବଦାର କରି ହେବାରେ । ଅନ୍ଧାରର ମେହାର
ବାହ୍ୟ ଆବେଳା କରି ଆବେଳା ଆବେଳାର ନାମ ଆବେଳାର ଅନ୍ଧାରର ଆବେଳା ।

—وَمَغَافِنَ كَثِيرَةٌ يَا خُذْ وَنَهَا— এতে আক্ষরের মুক্তিশাখ সমন্বয় রোচানো হয়েছে,
অন্ধাদ্বাৰা প্ৰস্তুত অনিদেৱ আৱায় ও আনন্দ অধিক হয়।

—وَعَدْكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعِبْلُكُمْ هُنَّا—এখানে
কিম্বা অতি পর্যন্ত হেসব ইসলামী বিজয় ও শুভমুখ্য সম্পদ অভিত হবে, সেগুলো বৈকানো
হয়েছে। প্রথমেও সম্পদ আরাহত নির্দেশে হৃদায়বিহীন অংশপ্রাপ্তকারীদের জন্য দেওয়া
হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ সবার জন্য ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে,
বিশেষত্বের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়েনি; বরং তা পৃথক ও হীর যাধ্যামে রসূলুল্লাহ
(সা)-কে বলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবাঙে কিম্বামের
কাছে যাত্র করেন।

—وَكُفَّاً يَدِيْ أَلَّا سِعْنَكُمْ—আয়াতে খায়বরবাসী কাফির সম্প্রদামকে দ্বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এই জিহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেন মি। ইয়াম বগভী বলেনঃ গতিকান গোত্র খায়বরের ইহুদীদের যিন্ত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক খায়বর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে আক্রমে সজিত হয়ে রওঝানা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অস্তরে ভৌতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিঢ়া করতে লাগল, যদি আমরা খায়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোন লক্ষ্যের আয়দের অনুভূতিপ্রিণ্ট আয়দের কাছীবরে চড়াও হতে পারে।... এই জোবে তাদের উৎসাহ ভিয়িত হয়ে পেল। —(মায়হারী)

—وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرْ رَوَى عَلَيْهَا قَدْ أَهَانَهُ اللَّهُ بِهَا—আর্থাত আলাহু ভা আলা

وَلَوْ فَتَّلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَوْلُوا الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يَعْدُونَ وَلَيْا

وَلَا نَصِيرًا @ سُنْنَةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِهِ وَلَنْ تَجِدَ
لِسْنَةَ اللَّهِ تَبَدِّلُ إِلَّا وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيهِمْ
عَنْهُمْ بَيْطِنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ
بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرًا @ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَدُّوكُرُ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْهَذِي مَعْلُوفٌ أَنْ يَبْلُغُ مَحْلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ
وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطْوِهُمْ فَتُصْبِيَكُمْ قُنْقُنُمْ
مَعْرَةً بِعَيْنِ عَلِيمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَوْ تَزَيلُوا
لَعْذَبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَذَجَعَلَ الَّذِينَ
كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةَ حَمِيمَةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمْهُمْ كَلْمَةَ التَّقْوَى
وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

(২২) হনি কাফিলা তোমাদের শুকাবিলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপদ্ধতি করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আলাহৰ সৌভাগ্য, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আলাহৰ সৌভাগ্য কোন পরিষ্কৃত পাবে না। (২৪) তিনি মৃত্যু। শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নির্বাচিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আলাহ্ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুকুরী করেছে এবং শাখা দিয়েছে তোমাদেরকে ঘসজিদে হারাম থেকে এবং অবশ্যনকত কুরবানীর অন্তর্দেরকে অধ্যাহামে পৌঁছাতে। হনি মজ্জাব কিনুসংখ্যাক ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিছে হয়ে যাওয়ার আশঁকা না থাকত, অতএগর তাদের কারণে তোমরা অজাতসারে প্রতিষ্ঠিত হতে, তবে সব কিছু দুরিয়ে দেওয়া হত; কিন্তু এ কারণে দুকানো হয়নি, যাতে আলাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা কীর রাখতে পারিল করে নেন। হনি তারা সরে দেত, তবে আরি অবশ্যই তাদের অধো যারা কাফিল তাদেরকে অন্তর্দানীক শাস্তি দিতাম। (২৬) কেননা, কাফিলা তাদের অন্তরে মুর্দতামুদের জেন পোষণ করত। অতএগর আলাহ্

ତୋର ପ୍ରମାଣ ଓ ଶୁଦ୍ଧିବନ୍ଦେଶ୍ୱର ଉପର ଚାର କ୍ଷାତି ମାଧ୍ୟମ କରିଲେ ଏହାର କାଳେ ଅମ୍ବା ମହାଦେଵ ପାଦକ
ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପାରିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ମିଳିବାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ଅଧିକତମ ଦୋଷ କିମ୍ବା କୁଳକୁଳି
ମିଳିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଭାବ କାରି ।

卷之三

(‘বৈষ্ণব’ কাব্যিল্যদের প্রাচীনত হতভাস সমষ্টি কানুন ছিলামনি ছিল, যা আজ অস্তিত্ব হাবে, দেখাই) যদি এই সকল মা হত, এবং) কাব্যিল্যের ভোগদের মুসলিমদের অস্তিত্ব, উৎস (সেসব কাব্যবিষয়) অবশেষ কৃত প্রদর্শন করত, অন্তর্গত ভোগ ব্যাপে অস্তিত্বাবলক ও সাহায্যকারী পেতে মা। ‘আজাহ’ (কাব্যিল্যের জন্ম) এইভাবেই করে রেখেছেন, যা দুর্ঘ থেকে প্রত্যু আহ (যে, মুসলিমদের সঙ্গেছুরী কোরি পিছোপাইয়া প্রভাবিত হয়)। কথমও কোন শীহু ও উপর্যোগিতার কারণে ত্বরে বিলম্ব হওয়া ক্ষম পরিপন্থী নয়। আপনি আবাব্দ্য চৌভিতে (বৈষ্ণব আভিশ্঵র শুরুক থেকে) কেমন পরিবর্তন পাখেন মা (যে, আজাহ কেমন কোজ করতে চাহেন এবং কেউ তা হতে দেবে মা)। ভিত্তিই ভাদের হাতকে রভায়দের থেকে (অর্থাৎ তোমাদেরকে হত্যা করা থেকে) এবং ভোগদের হাতকে ভোগদের ইত্যা) থেকে প্রকাশ (অর্থাৎ মুক্তির আদৃতে হস্তান্ধিকার) নিষ্ঠাপিত করেছেন ভোগদেরকে ভোগদের উপর অর্থী করার পর। [অখনে সুন্নার শুক্রতে উল্লিখিত হস্তান্ধিকার কাহিমৈর অভিযোগ অংশে বিষিত ধৃত্যার দিকে ইতিত করা হচ্ছে।] সাহায্যে কিম্বাপ কেন্দ্রাইশদের সকাল ধৃত্যিক গ্রেফতার করেছিলেন। এছাড়া ‘আজাহ’ বিষু দোক শুক্রতে হস্ত মুসলিমদের অধিকারিয়ে ঢেরে ক্ষেপিছিল। তখন মুসলিমদের যদি ভাদেরকে হত্যা করত, তবে অপরাধিক ঘোষণা করিব হবিবত ওল্লাস গুপ্ত (যা) ও কিম্বুল এক মুসলিমদেরকেও কাহিমৈয়া হত্যা করে দিত। এর অবশ্যিকতা পরিপন্থি হিল উভয় পক্ষে কৃত্য মুক্ত করে দেওয়া হত্যা। যদিত উল্লিখিত পুরুষ আজাহে আজাহ তা ‘আজা’ এবং আজ পক্ষে দিয়েছেন যে, বিষু ইতেও বিলম্ব মুসলিমদের হত, তুর্খালি আজাহের জন্মে তখন মুক্ত মা হওয়ার অবৈধ মুসলিমদের দ্বিতীয় ক্ষয় মিহিত হিল। তাই এনিকে কাফির বল্লোদেরকে হত্যা মা করার বিষয়টি মুসলিমদের জন্মের অস্তিত্ব করে দিলেন। অখনে মুসলিমদের হাত ভাদের ইত্যা থেকে মিহারিত করলেন। অপরাধিকে আজাহ তা ‘আজা’ দেশকাইশদের অন্তরে মুসলিমদের শৌভি সকার করে দিলেন। তারা সহিত প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সোহারেলকে স্নেহজাহান (সা)-র পাই পাঠিয়ে দিল। উল্লিখিত প্রত্যাসূর আজাহ তা ‘আজা’ মুক্ত মা হওয়ার বিমুক্তী ব্যবহী সম্পর্ক কর্মাণেন।] ভোগদের কর্মাণেন, আজাহ (তখন) তা দেখছিলেন (এবং ভিত্তি ভোগদের কর্মাণের পরিপন্থি আমেলেম। তাই মুক্ত করে হজ্য আওয়ার অত কোম কাহি হতে দেয় যি। এবগুলি বল্লো বল্লো হজ্য যে, মুক্ত ইল কাফিরদের কিভাবে এবং কেন প্রভাবিত হত) ভোগদের পূর্বেই পুরু হস্তান্ধিকারকে (ওয়াক্ত বল্লোর জন্ম) প্রসজিদে-হারাপে উপরিপন্থি থেকে বাধা দিলেছে। (অখনে প্রসজিদে-হস্তান্ধ এবং দাকা-আওয়ার অব্যবহী সাইয়ের দূরেই এ উভয়কে ধোকাদে হয়েছে।) বিষু প্রত্যুক্ত থেকেই আবজ ও সর্বস্বত্ত্ব প্রথো তা প্রসজিদে-হস্তান্ধে সর্বস্বত্ত্ব, তাই মুক্ত প্রসজিদে-হস্তান্ধ থেকে আবা দেশকার কাহাহি উত্তে করা হয়েছে) এবং (হস্তান্ধিকার) অব্যবহারক কৃত্যান্ধীর অব্যুক্তিমূলক অব্যাকামে পৈ হিতে থাবা দিলেছে। অত মুসলিমদের

করে বলছেন। তারা অন্তর্ভুক্ত করে দিলা গৰ্হণ পোষণে দেখায়। তাদের এই অপরাধে
এবং পরিষে উচ্চারণে বলে এবেন শুনুন কল্পনা সাধা। হিল এই যে, মুসলমানদেরকে যুক্তে
আদেশ দিয়ে তাদেরকে গৰ্হণ দণ্ড করে দেওয়া হোক। কিন্তু কোন কোন ফাইল এই দাবী পূর্ণপূর্ণ
সম্ম অভিযোগ করে দাও। তথ্যে একটি রহস্য হিল এই যে, তথ্য মজার আবেক মুসলমান
কালিকানের কাটে কলী ও নির্জিত হিল। হোকারিয়ার কাহিনীয়ান দলম অবশে তা উচ্চে
কলা হচ্ছে। এবং আমু কলোক কালিকানের কলী ও নির্জিত করা হচ্ছে। তথ্য শুনুন তা
করে দেখে অভিযোগ এবং শুনুন আনন্দ করিয়ে হত এবং এবং মুসলমানদের হাতেই
তাদের বিহুত ইতোকাল আশংকা হিল। এবেন সাধারণ মুসলমানদল তাত্ত্বিকভাবে ও অন্যত্থে
হৃত। আই আজাহ তা'আজা শুনুন না হত্যাক গৰে পরিষেবা সম্পর্ক করে দেখো। পরবর্তী
আজাহ এই বিষয়ে স্বীকৃত করিয়ে হচ্ছে।) যদি (অভিযোগ) আবেক মুসলমান পুরুষ এবং
মুসলমান নারী সী ধোকাত, কালেরক তো করা জাহান। অর্থাৎ তাদের সিল্প ইচ্ছা বাড়াক
আবেক বা ধোকাত, অভিযোগ তাদের কালের তো মজান দুঃখিত; অনুগ্রহ ও নির্জিত সম্পর্ক না হচ্ছে,
অভিযোগ করা কিন্তু পুরুষে দেখো হত, কিন্তু এ কালের পুরুষে হচ্ছে, বাটে আজাহ তা'আজা
করে কৈলা কৈলা রহস্যত পাখিয়ে বারেনে। (সেম্পর্ক শুনুন না হত্যাক করে সেই মুসলমানদের
দেখে দেখে এবং তোকাল তাদেরক হত্যা করে পরিষেবা থেকে মুক্ত রয়ে গেছ। তথ্য) যদি
তারা (অর্থাৎ আটক মুসলমানরা মজা থেকে কেখাত) সারে হেতু, তবে (যাকারিয়ার মধ্যে),
মারা কাকিয়, আবি তাদেরকে (মুসলমানদের হাতে) হাতপাদারক শাস্তি দিতোয়। (এই
কালিকানের গৰ্হণ ও বিহুত ইতোকাল আজাহ একটি করেন হিল)। কেননা, কাকিয়ার তাদের
অভিযোগে জেন পোষণ করত—মুর্তা শুণের জেন। (এই জেন বলে বিসামিয়াহ ও রসূল শব্দ
মেলার দেখার তাদের বাধাদামকে বোকানো হচ্ছে।) উপরে হোকারিয়ার সাধাপুরুষের বক্তব্য
কেবল তোকাল হচ্ছে। অভিযোগ (এক কলে মুসলমানদের উত্তোলিত হলে তাদের সাথে
সহযোগিত হলে পরাই সম্পর্ক হিল, কিন্তু) আজাহ তা'আজা তোক রসূল ও মুসলিমদের নির্মজেন
পক্ষ থেকে সহযোগিতা দান করেন। (কলে তোক উপরেন্ত বাধক মিসিবজু করতে
সীজাপীড়ি করলেন না এবং সাধা হয়ে গেল)। এবং (তথ্য) আজাহ তা'আজা মুসলমানদেরকে
তাকতুকার বাকেয় উপর প্রতিষ্ঠিত করাবেন। তাকতুকার বাকেয় বলে কালেয়ানে তা'হ
কেয়ান অর্থ এই যে, তাকতুক তুরিয়ানকে কৌশলেরভাবে দেখাবে। তাকতুকার প্রতিষ্ঠিত
আজাহ অর্থ এই যে, তাকতুক তুরিয়ানকে বিশ্বাস করেক করে হচ্ছে আজাহ ও রসূলের আমু
গুজ। দ্বিতীয় তুরিয়ানক দিলকালে মুসলমানদল থেকে সহযোগ ও বৈধবৈর পরিষেবা দিতোহুক,
তাক একটীক করেন। হিল রসূলুলাহ (সী) কর আবেক। এছে কলে তুরিয়ানক মুক্ত করুণ
মুগু (সী)। এবং আবেক বেই তাকতুকার বাকেয় উপর প্রতিষ্ঠিত পরিষেবা করা হচ্ছে। বক্তু
আজাহ (মুসলমানরাই) এবং (অর্থাৎ তাকতুকক বাকেয় পুরিয়ানক) আবিক হোগা।
(কারণ, তাদের অভিযোগে সভেক আবেক করেন। এই আবেক অসম পরিষেবার হিল)। এবং
(পুরিয়ানক) এবং (সভেকবের) উপরুক্ত। আজাহ সববিবৰণে সহায় আজাহ।

আনুমানিক জাতীয় বিষয়

مکہ۔ بیکن۔ مکہ—এই আসেজ অর্থ একা পরাই, কিন্তু এখানে হোকারিয়ার হুল

বোকানো হয়েছে। যেকার সঙ্গিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণে দায়িত্বিয়াকেই 'বাতনে মক্কা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী আয়হাবের আলিয়গণ দায়িত্বিয়ার কিন্তু অংশকে হেরেমের অভ্যুত্তু মনে করেন। এই আয়ত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

أَنْ يُبَلِّغُ مَعْلُومًا

এ থেকে জানা যাব যে, যে যাত্রি ইহুদীয় বাধার পর যেকা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হল, কুরবানী করে ইহুদীয় থেকে হাতাজ হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোন যত্নেদ নেই। কিন্তু এ বাপারে যত্নেদ আছে যে, এই কুরবানী বাধাপ্রাপ্তর স্থানেই হাতে পারে, না অন্যান্য কুরবানীর ন্যায় এর জন্যও হেরেমের অভ্যুত্তুরে হওয়া শর্ত? হানাফীদের অতে এর জন্যই হেরেমের সীমানা শর্ত। আলোচ্য আয়ত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কুরবানীর জন্য কোরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যস্ত করেছে, যেখানে পৌছতে কাফিররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে এই যে, খেদ হানাফী আলিয়গণ একথাও বলেন যে, দায়িত্বিয়ার ক্ষতক অংশ হেরেমের অভ্যুত্তু। এমতোবছায় হেরেমে প্রবেশে বাধাদান কিম্বপে প্রয়োগিত হয়? জওয়াব এই যে, যদিও এই কুরবানী হেরেমের যে কোন অংশে করে দেওয়া যাবেল্লে; কিন্তু মিনার অভ্যুত্তুরে 'মানহার' (কোরবানগাহ) নামে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সেখানে কুরবানী করা উচ্চম। কাফিররা তখন মুসলমানদেরকে এই উচ্চম স্থানে জন্ম নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল।

فَتَصْبِحُكُمْ مِنْهُمْ مُغْرَرٌ—مَغْرِرٌ شَدِيرٌ أَرْبَعَةٌ كَوْتَ كَوْتَ গোনাহ্ বর্ণনা

করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেরোড় অর্থই বাহ্যিত সংজ্ঞ। কারণ, যদি যুক্ত শুরু হয়ে যেত এবং অভ্যুত্তসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় অটক মুসলমানগণ নিহত হত, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাকর বাপোর হত। কাফিররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দীনী ডাইনেরকে হত্যা করেছ। এ ছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুত্তাপ ও আক্রমণের অন্মে দম্প্ত হত।

সাহাবারে কিম্বাকে সোবাতু থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা: ইয়াম কুরতুবী বলেন: অভ্যুত্তসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান যারা যাওয়া গোনাহ্ তো নয়, কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুত্তাপ ও আক্রমণের কারণ অবশ্য। ডুলবশত হত্যার কারণে রক্তপন্থ ইত্যাদি দেওয়ারও বিধান আছে। আলাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-এর সাহাবাদেরকে এ থেকেও নিম্নাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ডুলবশতি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আলাহ্ র ব্যবহার।

لِهُدِ خَلَالَ اللَّهُ فِي رَحْمَةٍ مِنْ يِشَاءُ—অর্থাৎ আলাহ্ তা'আলা এই

ক্ষেত্রে মুসলমানদের অভ্যুত্ত সংবয় সৃষ্টি করে যুক্ত না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ আলাহ্

জানতেন যে, ডিবিয়াতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম প্রচলণ করবে। তাদের প্রতি এবং মঙ্গায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্য এসব আরোজন করা হয়েছে।

تَزَيْلٌ—لَوْتَرِ يَلْوَا

আটক মুসলমানগণ যদি কাফিরদের থেকে প্রথক ও বিচ্ছিন্ন হত এবং মুসলমানগণ তাদেরকে তিনে বিগড় থেকে উজ্জ্বল করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফিরদেরকে মুসলমানদের হাতে শান্তি প্রদান করা হত। কিন্তু মূলকিন এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফিরদের ঘৰ্থেই মিথ্রিত ছিল। সুজ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আজাহ্ তা'আলা শুরুই যওকুফ করে দিলেন।

وَالزَّمْهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوِيِّ وَكَلِمَةَ الْمَأْمَنِ—‘কলেমামে-তাকওয়া’

রবে তাকওয়া অবজহনকারীদের-কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তওহীদ ও রিসাজতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমামে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামকে এই কলেমার অধিক ঘোগ্য ও উগবৃত্ত আখ্যা দিয়ে আজাহ্ তা'আলা সেসব লোকের লালুনা ত্রাকাশ করে দিয়েছেন, যারা তাদের প্রতি কুরুর ও নিষ্কাকের দোষ আরোপ করে। আজাহ্ তো তাদেরকে কলেমামের অধিক ঘোগ বাজেন আর এই হতভাগারা তাদেরকে দোষী সাবান্ত করে।

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، لَتَذَلَّلُنَّ الْمَسْجِدَ الْعَرَامَ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ مُحَلِّقِينَ، وَسَكُمُ وَمُفْصِرِينَ، لَا يَخْنَافُونَ،
قَعْلِمَ مَالَهُ تَغْلِمُوا فَجَعَلُوا مِنْ دُونِ ذِلِّكَ قَنْعَانًا قَرِيبًا
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ
كُلُّهُمْ وَكُفَّارٌ بِاللَّهِ شَهِيدًا، مُعَنِّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدُّ
عَلَّهُ الْكُفَّارُ رُحْمًا، بَيْنَهُمْ شَرِّهُمْ وَرَعِّهُمْ سُبْدًا، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا، يَسْبِّهُمْ فِي دُجُونِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ، ذِلِّكَ مَثَلُهُمْ فِي
الشَّوَّلَةِ هُوَ مَثَلُهُمْ فِي الْأَنْجِيلِ هُنَّ كَرْمَنَعَ أَخْرَبَهُ شَطَّةَ فَازَرَةٍ

**فَإِنْ شَاءُوا فَلَا يَنْهَا عَنْ حَلَّ سُوقِهِ لِيُقْبَلُ الرِّزْقُ وَلَيُبَيِّطَ بِهِمُ الْكُفَّارُ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَسْوَأُوا عَمَلَهُ عَمَلٌ حُرْجٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ**

(২৭) আলাহ্ তীর রসূলকে সত্তা বাপ দেখিয়েছেন। আলাহ্ তামেন তো কোথায় অবস্থাই মসজিদে-হাতোয়ে প্রবেশ করিবে নিজাপদে প্রতিক্রৃতিত অবস্থায় এবং কেবল কাঠিত অবস্থায়। তোমরা কাঠিকে কর করিবে না। অক্তুবর তিমি আমন্ত্রণ বা তোমরা আম না। এ ছাড়াও তিমি দিয়েছে তোমাদেরকে একটি আসন্ন নিজের। (২৮) তিমিই তীর রসূলকে হিসাবাত ও সত্তা ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে আমা সমস্ত ধর্মের উপর অবস্থৃত করিবে। সত্তা প্রতিক্রিয়ারপে আলাহ্ ধর্মেষ্ট। (২৯) মুহাম্মদ আলাহুর রসূল এবং তীর সহচরদেশ কাফিলদের প্রতি কঠোর, নিজেদের ধর্মে পরম্পরা সহজেকৃতিশীল। আলাহুর অনুমত ও সহজেকৃত কাফিল আপনি তাদেরকে রসূল ও নিজেদেরকে দেখিবেন। তাদের মুহাম্মদের রসূল নিজেদের তিক। কওরাতে তাদের অবস্থা এসাপই এবং ইতিমে তাদের অবস্থা দেখিয়ে একটি তোমাগাহ বা ধোকে নির্মাণ হব কিমান, অক্তুবর তা ধর্ম ও অবস্থৃত হব এবং কাঠিত উপর নীলায় সুকুতাব—তাবীক আমন্ত্রণ অভিষৃত করে—যাতে আলাহ্ তাদের ধারা কাফিলদের অভিষৃতীয়া সৃষ্টি করেন। তাদের ধর্মে আরো বিজ্ঞাস প্রাপ্ত করে এবং সহ কর্ম করে, আলাহ্ তাদেরকে ধর্ম ও মহাশুরকানের তুষাদা দিয়েছেন।

তুরস্কীয়ে সার-অধ্যেত্তে

বিষ্টম আলাহ্ তীর রসূলকে সত্তা বাপ দেখিয়েছেন, যা বাস্তবের অনুরূপ। ইস্মাইলীয়াহ্ তোমরা অবশ্যই মসজিদে-হাতোয়ে প্রবেশ করিবে নিজাপদে, তোমাদের কেউ কেউ প্রতিক্রৃতি করিবে না এবং কেউ কেউ কর্তৃম করিবে। (সেমাত-পরবর্তী বাহর তাই হয়েছে। এ বছর প্রাপ যা ইতিমে কোরণ এই যে) আলাহ্ সেসব বিহুর-(৩ ইহসা) আলিম, যা তোমরা আম না। (তৃতীয়ে) একটি বাহসা এই যে) এর (অর্থাৎ এই বছর বাস্তবা-নিষ্ঠ ইতিমে) সামে তোমাদেরকে (বাস্তবারের) একটি আসন্ন নিজের নিজেদেন (যাতে তুম্বারা মুসলিমদের প্রতি ও সাজিসদাজাম অভিজ্ঞ হয়ে থাক এবং তারা বিচিত্রে ওপরা পাশব করতে পারে। বাস্তব তাই হয়েছে) তিমিই তীর রসূলকে হিসাবাত (অর্থাৎ কোরআন) ও সত্তা নীর (ইসলাম) সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে প্রতি (অর্থাৎ ইসলামিক) আম সব ধর্মের উপর অবস্থৃত করিবে। (এই কর প্রাপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তো কিমান অক্তুব ধারিবে এবং পার্ব-পুরুষ ও রোজাদের দিক দিয়েও একটি শর্ত সহকারে প্রাপ্তি থাকবে। পর্তি এই যে, এই প্রাপিতামুক্তি আরো মুসলিমবুরা ধৰ্ম বোগাড়াসপ্তর হব। এই পর্তির অনুপস্থিতিতে বাহিক জাহের তুষাদা যেই। সাহাবারে কিমানের ধর্মে এই শর্ত বিদ্যমান হিসে। তুম্বের সাথে সপ্তরূপুত্ত পরবর্তী আরোড় এই বোগাড়ার উপরে আছে। তাই এই আরোড় একসিকে কেবিন রসূলাহ্ (সা)-র রিপার্টের সুসংক্ষেপ আছে, তেমনি অগ্রসিকে সাহাবারে কিমানের

जमा विजय लाईरेंड सुसंवाद आहे। यासुबे ताही प्रत्यक्ष करा होते ये, रसूलुआह
(सा)-ना शुक्रांतेन पर नित्य वाहन अतिक्रान्त मा छापेही इसायां व तोवायां विजयावेले
विजेता येण्ये देखीले छापेही गढते। भूर्भुला दुसोरे जेव प्रोविन्चियांदीला घनी आपलाया
नाहीला याथे 'रसूल' नव अंतर्मुळ करून विधाते असम्भव हव, तावे आपलि दृष्ट व्यवहेवा मा।
ऐसाया, आपलाया विजालीतेव) आपलांदाटा हिसाबे आजाह यथेष्ट। (ठिकी आपलाया विजा-
लीतेवे सुम्पट भूति ओ प्रकाशा मोऱ्यावर याधाये सप्तमांग करून देखियेहेव। एते व्यापित
होतेही ये) धूहाळधर आजाह रसूल। [एखाले 'धूहाळधासुर रासूलुआह'—एही शूर्ण वाहन
विजेता द्वारे दिलेली इस्तो होतेही ये, भूर्भुला दुसोरे जेव दोषांदकांडीला आपलाया नाहीला याथे
'रसूलुआह' विधाते प्रकृष्ट मा कराले ताते कि आसे याय, आजाह, एही वाहन आपलाया नाहीला
याथे लिये दिलेहेव, या विज्ञावत पर्यंत पर्यंत गतित व्यापित हवे। अंतःगवर रासूलुआह (सा)-ना अनुसारी
याहावाये विजायेवे उपोदयी ओ सुसंवाद उत्तेव करा होते ।] आरा अंतर्गत्वाप्त, (एते
प्रीत्यन्तजीव ओ व्यापकलीन अंतर्गत्वाप्त समव्यय याहावीही दाखिल आहेव. याचा अदाविवायाय
तीव्र शहतर हिलेव, तीव्रा विद्युत्यावे एही आजातेव उत्तेव। यक्तव्य एही ये, दकडा
याहावाये विज्ञावत एव्या खेळे उपायित)। तीव्रा आक्रियावेवे विजेते व्यापकतोय (एव्य)
विजेतेवे येण्ये प्रवर्णनावे याहावूक्तिशील। (एही शाठीक) तृप्त तांदेवावे देखावे ये, अवधेव
प्रकृष्ट व्यापित, कथनावे विजाया कराह एवर आजाह रसूलुह ६ सातप्ति वाईवला व्यवहे।
तांदेवे शुद्धवत्तेवे विजेताय ठिक्क व्यक्तित! (एही ठिक्क याचा धूत-धूम तथा विनाव ओ दगडावाय
उत्तेव अडी देवावारेव होतेही, या धूतिम ओ प्रवाहितावर जोविदेव तेहावाय व्यक्तित व्यते
देवावा यावा.) एडुले (अर्थाह तांदेव एही उपायवी) तोवातेआहे एवर इतिहेव तांदेव
एही धूत (उपायित) होतेही, देवावे अवित चालायाह, या धूतेवे विगत इत्य विश्वास, अंतःगवर
(वृत्तिका, आनि, याचू इत्यादि वेवेके आद्य लात वह्य) ता वृत्त ओ अंतर्मुळ हव, अंतःगवर आपावु
देवावा हव एवर कांडेव उपर भौमात, (जवळ ओ अडी वड्डावाव वालावे) चांदीके आनंदेव
अतिकृत व्यवे (अवनिभावे याहावीवेव याथे व्यवहे दुर्बलता व्याव)। एवरगवर आजाह धूति धूकि
व्यवहेही। अंताह ता'आला याहावाये विज्ञावते, एही छांदोवाति व्यवना दीन व्यवहेवम
व्यापत (तांदेव ओ अवश्य याचा) काकिप्रदेव अडीवीला झुन्टि व्यवहेव। याचा विजाय व्यापन
व्यवहेही एवर संवर्क्ष्य व्यवहेव, आजाह (प्रवाहित) तांदेवके (सोवाहेव) कवा एवर (वैवाह-
देव वालावे) याही प्रवरकावेव ओरावा दिलेहेव.

Digitized by srujanika@gmail.com

इसार्थाद्वारा उक्ति चुड़ाते हीने सेवा अवधी द्वितीय दर्शन घटाये, अथवा इन्होंने प्रत्येक उपर्युक्त गोपनीय आदिग्रन्थके भूमिकाएँ दिखाये हैं। यहाँ बाह्याः, जीवीयाद्य विकाराः उपर्युक्ता
गोपनीयः सर्वेषां प्रसूत्याद् (गो)-वा उक्ति वर्णने डिटिउते वर्णोदयने, या उक्त गोपनीय उक्ती
द्वितीय। अथवा आदिगत उक्त विवरणीति वर्ते देखने कारणात् अनुरोद अनुरोद एव अपेक्षा व्याधाचारा
दिखाये उठते जापते त्रै, (नाउत्युपायाद्) प्रसूत्याद् (गो)-वा वर्तमान इति इति ना। अपश्रितके
वर्णनात् उपर्युक्ताद्या उपर्युक्ताद्या उपर्युक्ताद्या उपर्युक्ताद्या उपर्युक्ताद्या उपर्युक्ताद्या उपर्युक्ताद्या

ময়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য —**لَقَدْ مَدَنَ اللَّهُ رَسُولُهُ —**আয়াতটি অবশ্যই হয়।—(বারহাবী)

—كَذَبٌ بِـ ۖ لَقَدْ مَدَنَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْعَنْقِ—এর বিপরীতে কথাবার্তার ব্যবহার হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে **ـ ۖ** এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে **كَذَبٌ** বলা হয়। যাবে যাবে কাজকর্মের জন্যও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। **وَجَاهٌ** তখন এর অর্থ হয় কোন কাজকে বাস্তবায়িত করা; যেমন বেগুনামে আছে :

أَرْبَعَةِ تَارِيْخِ تَارِيْخِ অর্থাৎ তারা তাদের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করে দেখিবেছে। এ সফর খন্দের দ্রুটি **مَفْعُولٍ** থাকে, যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম ম্যাচে হচ্ছে **مَفْعُولٍ** এবং দ্বিতীয় হচ্ছে **رُؤْيَا**—আয়াতের অর্থ এই যে, আজ্ঞাহ তাঁর রসূলকে অধের বাপারে সাক্ষাৎ দেখিবেছেন।—(বারহাবী) যদিও এই সাক্ষাৎ দেখানোর ঘটনা ডিবিয়েতে সংঘটিত হওয়ার ছিল, কিন্তু একে অতীত শব্দবাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অক্ষত্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে :

أَرْبَعَةِ تَارِيْخِ تَارِيْخِ—অর্থাৎ মসজিদে-হারামে প্রবেশ সংকুল

আগনার অপর অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়—এ বছরের পরে। আপে মসজিদে-হারামে প্রবেশের সময় নিদিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশত সাহাবায়ে কিরাম এ বছরই সকারের সংকুল করে ফেলেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-ও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আজ্ঞাহ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হাদায়বিয়ার সঙ্গে যাধ্যামে বিকাশ জাই করে। সেমতে সিদ্দৌকে আকবর (রা) প্রথমেই হযরত ওয়াব (রা)-এর জওয়াবে বলেছিলেন: আগনার সঙ্গে করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ (সা)-র আপে কোন সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে।—(কুরতুবী)

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য ‘ইনশাঅজ্ঞাহ’ বলার তাকীদ : এই আয়াতে আজ্ঞাহ তা'আলা মসজিদে-হারামে প্রবেশের সাথে—যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল—‘ইনশাঅজ্ঞাহ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথবা আজ্ঞাহ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জাত। তাঁর এরাগ বলার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু সৌর রসূল ও বাস্তবাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ স্থানে আজ্ঞাহ তা'আলাও ‘ইনশাঅজ্ঞাহ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন।—(কুরতুবী)

مَحْلِقَيْنِ رُؤْيَا وَ سَكِمْ وَ مَقْصِرَيْنِ—সহীহ বুধাবীতে আছে, পরবর্তী বছর কামা ও মরায় হযরত মুয়াবিয়া (রা) রসূলুল্লাহ (সা)-র পরিষ কেশ কাঁচি দানা কর্তৃন করেছিলেন।

এটা কায় ও মরাই ঘটনা। কেবল বিদ্যুৎ হজৰ রসূলুলাহ (সা) মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন।
—(কুরআনী)

فَهَلْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا—অর্থাৎ এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে-হারামে

অবেল এবং ওমরাহ করিয়ে দিতে আজ্ঞাহ তা'আলা সকল ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আজ্ঞাহ জানতেন—তোমরা জানতে না। তথাখ্য এক রহস্য এটাও ছিল যে, আজ্ঞাহ ইচ্ছা ছিল খাস্তবর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও সাজসরজাম বর্ধিত হোক এবং তারা গৃহ আচ্ছদ্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পাইন করুক।

এ কারণেই বলা হয়েছে : **فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذِكْرٍ فَتَحَّا قَرِيبًا**—অর্থাৎ অপ

বাস্তব রাপ মাত্ত করার আগে খাস্তবরের আসম বিজয় মুসলমানগণ মাত্ত করুক। কেউ কেউ বলেন, এই আসম বিজয় বলে খোদ হৃদায়বিহার সঙ্গি বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটাতে যেকোন বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে বৃহত্তম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতোবছাহ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সকলের সংকল্প করার পর ওমরা পাইন ব্যর্থতা ও সঙ্গি সম্পাদনের মধ্যে বেসব রহস্য সূজায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না, কিন্তু আজ্ঞাহ তা'আলা সব জানতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই স্থানের ঘটনার আগে হৃদায়বিহার সঙ্গির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসম বিজয় দান করবেন। এই আসম বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হৃদায়বিহার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী ছিল না। সঙ্গির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উঠে আসে।—(কুরআনী)

هُوَ اللَّهُ أَرْشَلَ رَسُولَكَ لِي وَدِينَ الظَّفَرِ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রকাশিত হওয়া হজৰ সূচিতে কুরআন প্রবলে বিশেষভাবে হৃদায়বিহার প্রস্তুত হওয়া হলো : সাহাবী প্রস্তুত হৃদায়বিহার সাহচর্যে প্রত্যেকে সুরক্ষাদ উপরিষিত হয়েছে। এখন সুরার উল্লেখ সংহিতের সেই বিকল্পের সারবদ্ধ পর্যন্ত কর্তৃত হয়েছে। এসব নিষ্ঠাবৃত্ত মুসলমান রসূলুলাহ (সা)-র আগুণতা ও সত্যারামের অধিকালৈ প্রস্তুত হয়েছে। তাই এই সত্যারাম ও মুসলমানদের প্রস্তুত হোক মেঝের জন্য, প্রিয়তম অঙ্গীকারকার্যাদের প্রতি প্রত্যন্ম ক্ষমতা-ক্ষম্য এবং হৃদায়বিহার সঙ্গির সময় মুসলমানদের অভাবে বেসব প্রস্তুত পূজীবৃত্ত হয়েছিল। সেভাবে দুর্বীকরণের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রিয়তম সপ্তামাত্র কর্তৃ হয়েছে আবিষ্কারের স্বত্ত্ব ধর্মের উপর রসূলুলাহ (সা)-র দীনকে জরুরস্বত্ত্ব করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

سَمِعَ كَوَافِرَهُ مَدْعُوكُونَ—সম্মত কোরআনে শেষ নবী (সা)-র নাম উল্লেখ করার

পরিবর্তে সাধারণত শুণাবলী ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে :

بَأَنَّهَا الْمُرْزِقُ - بَأَنَّهَا الرَّسُولُ بَأَنَّهَا النَّبِيُّ
 বিশেষজ্ঞ আবুবাকরের হস্তে **বাই** বাই বাই বাই
 ইত্তাদি বলা হচ্ছে। এর বিপরীতে অগ্রাগৱ পরমাণুরের নাম সহকারে আবুবাক করা
 হচ্ছে, যেখন **বাই** -
 সমষ্টি কোরআনে যার
 চার আঙুলাক তীর মাঝে 'মুহাম্মদ' উচ্চে কথা হচ্ছে। এসব কথায় তীরের মাঝে উচ্চে কথার
 মধ্যে উপর্যোগিতা এই যে, মানুষিকার সঙ্গিতে হয়েছে আলী (আ) সখন তীরের মাঝে 'মুহা-
 ম্মদুল্লাহ-আসলুল্লাহ' লিপিবদ্ধ করেন, তখন মানুষিকার এটা পিণ্ডিতে 'মুহাম্মদ' হিসেবে আবক্ষ-
 জাহ' লিপিবদ্ধ করতে পৌড়াপীড়ি করে। কলুলুল্লাহ' (আ) আবক্ষজুর আদেশে তাই মেমে নেন।
 পরিবর্তে 'আবক্ষ' তা'আলা এ স্থলে বিশেষভাবে তীরে মাঝের সাথে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দ কোর-
 আনে উচ্চে কথায় একে চিরায়তী করে দিলেন, যা বিশ্বায়ত পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে।

—এখাম থেকে আহুত্বাদের বিকাশের প্রগাঢ়লী অধিক হবে।

যদিও একে সর্বশাস্ত্র কলায়বিদ্যা ও বাহ্যাকাতে প্রিয়প্রসারণ অন্তর্ভুক্তভাবে সাহায্যসেবকে
সর্বোধন কর্ম করেছে, কিন্তু কামাক্ষীর বাপকাট্টার দরম সরকার সাহায্যই একে সাহিত্য কাত্তে
কেবলো, সর্বাঙ্গ ঠার সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

সাহারামের এই পুণ্য সর্বশাশ্঵ত বর্ণনা করেছে। বেমনা, এই জাতিগর্ভ এই রে, ঢাকের শব্দে ও শব্দে, কালাবাসা আপো হিংসাপ্রদানগতা কোম কিছুই কিন্তের কলা নয়; বরং সব আলাহু ভালালা ও তাঁর কল্পনের জন্ম হচ্ছে থাকে। এটাই পূর্ণ কিন্ধামের সর্বাঙ্গ
কর। সঙ্গে মুখাচী ও কামান হাপীল করে আছে।

— لَا يَلْهَا كُمُّ اللَّهُ — أَنْ تَبِرُّهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

ମୁଦ୍ରାବାହିନୀର ସିପକେ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ମର, ତାମେର ଶାଖା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କରାତେ ଆଜାହାନ୍ତା ଏବଂ ଆଜାନ ମିଥେଖ କରିଲାମ ନା । ରସ୍ତେ କର୍ମୀମ (ସା) ଓ ସାହାବାମେ କିମ୍ବାମେର ଅମେଃଖ ଘଟିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚାଳ ଯାତ୍ର, ଯେତୋତେ ଦୁର୍ବଳ, ଅକ୍ଷୟ ଅଥବା ଜାଗିମହାତ୍ମ କାକିରଦେଇ ସାଥେ ଦୟା-ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିଛାଯାଇବା ହାନିରେଇଁ । ଆଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଧାର୍ମ ଓ ସୁଲିଚାରେ ଆମର ଶାନ୍ତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାପକ ଆଦେଶ କରିଲେ । ଏମନିକି, ରାପାତ୍ରମେ ନାହିଁ ଓ ଈମନାକେବଳ ଖରିପଣୀ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଇତ୍ତାମେ ବୈଧ ନାହିଁ ।

ذَلِكَ مُثْلِمٌ فِي التَّوْرَاةِ وَمُثْلِمٌ فِي إِنْجِيلٍ كَرْدُعٌ أَخْرَجَ شَطَّةً

উপরে সাহাবায়ে কিমায়ের সিজদা ও মামায়ের যে আজ্ঞামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তই তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, ইংজিলে তাঁদের আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন, যেমন কোন কৃষক মাটিতে বৌজ বপন করে। তথ্যে এই বৌজ একটি কুপ সূচর আকারে বিস্তৃত হয়। এরপর তা থেকে ডাঙগামা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে যায়। এমনিভাবে এবী কর্নীয় (সা)-এর সাহাবীগণ কর্তৃতে খুবই মগল সংখ্যাক হিলেন। এক সময়ে রসুলুল্লাহ (সা) ব্যতীত যাত্র তিনজন যুসলিয়ান হিলেন—পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা), নারীদের মধ্যে হযরত খালিজা (রা) ও বাচকদের মধ্যে হযরত আলী (রা)। এরপর আল্লে আল্লে তাঁদের সংখ্যা বাঢ়তে থাকে। এমন কি, বিদায় হজের সময় রসুলুল্লাহ (সা)-র সাথে হজের অংশপ্রাহ্লকারী সাহাবী-দের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সংজ্ঞাবনা রয়েছে : এক **فِي التَّوْرَاةِ** এ পাঠবিরতি

করা এবং শুধুমাত্রের নুরের দৃষ্টান্ত তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর **مُثْلِمٌ**

فِي إِنْجِيلٍ—এ পাঠবিরতি না করা তখন অর্থ এই হবে যে, সাহাবায়ে কিমায়ের

দৃষ্টান্ত সেই তারিখের বরাত, আর কর্তৃতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আল্লে আল্লে অভ্যন্তরীণ-বিলিঙ্গ হচ্ছে যায়।

كَرْدُعٌ . . . **فِي التَّوْرَاةِ** এ পাঠবিরতি না করা, বরাত **فِي إِنْجِيلٍ** এ পাঠবিরতি করা। অর্থ-এই হবে যে, শুধুমাত্রের নুরের দৃষ্টান্ত তওরাতেও রয়েছে, ইংজিলেও রয়েছে।

أَخْرَجَ شَطَّةً—কে একটি কাদাম দৃষ্টান্ত, সাহাবী করা। **فِي التَّوْرَاةِ** বরাতে

না করা এবং **فِي إِنْجِيلٍ** নেই না করা। অভিপ্রায়ের পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে

ইলিত্ত সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই যে, তওরাত ও ইংজিল উভয়ের মধ্যে সাহাবীগণের দৃষ্টান্ত চারাগাহের ন্যায়। বর্তমান শুধু তওরাত ও ইংজিল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো দেখলেই কোরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু শুধুখের বিষয়, এভাবে বহু

বিবৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোন নিশ্চিত ফরাসীয়া সন্তুষ্যপূর নয়। কিন্তু অধিকাংশ

তফসীরবিদ প্রথম সংজ্ঞাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম দৃষ্টান্ত তওরাতে এবং বিভীর দৃষ্টান্ত ইংজিলে আছে। ঈমাম বগভী (র) বলেন : ইংজিলে

সাহাবারে কিন্নামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা করতে নথ্য সংখ্যাক হবেম, এবং তাঁদের সংখ্যা হলি পাবে এবং সক্ষি অভিত হবে। হয়রত কাতাদাহ্ (র) বলেন : সাহাবারে কিন্নামের এই দৃষ্টান্ত ইঞ্জিলে লিখিত আছে যে, এমন একটি আভিত অক্ষুদ্ধের হবে, যাকা চারীগাছের অনুরূপ বেঠে আবে। তাঁরা সহ কাজের আদেশ এবং অসহ কাজে যাথা প্রদান করবে। (মাঝারী) বর্তমান সুন্নের তত্ত্বান্ত ও ইঞ্জিলেও অসংখ্য পরিবর্ত্তন সংযোগে নিম্নরূপ উবিবাদাগী বিদ্যায়ান রয়েছে :

খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শারীর থেকে তাদের কাছে যাহিয়ে হজেন। তিনি কাজাম পর্বত থেকে আক্ষণ্যকাণ করলেন এবং সপ হাজার পরিয় মোক্ত তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্ম একটি অলিম্পিত শরীরত হিল। তিনি নিজের মোকদেরকে শুধু তাজাবাসেন। তাঁর সব পরিয় মোক্ত তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপরিষিট আছে। তাঁরা তোমার কথা স্মানবে। —(তত্ত্বান্ত : বাবে এক্তেজা)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যত্কা বিজয়ের সময় সাহাবারে কিন্নামের অসংখ্য হিল সপ হাজার। তাঁরা কাজান থেকে উদ্বিত্ত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'বলীমুজাহ' শহরে অবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অলিম্পিত শরীরত ধ্বনিবে বলে

—এর প্রতি ইমিত বোকা আর। তিনি নিজের মোকদেরকে তাজাবাসবেন—কথা থেকে একটু ক্ষুণ্ণ হোক এবং এর বিবরণত পাওয়া যাব। ইয়হারুজ-ইক, তৃতীয় ধন, অষ্টম অধ্যায়ে

এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই শুষ্ঠি মওলানা রহমতুল্লাহ কিন্নামজী (র) দৃষ্টান্ত যত্কাদের করাগ উদ্ঘাটিন করার জন্য কিন্নামের নামক পাত্রীর জওয়াবে কথিত হচ্ছেন। এই ধরে ইঞ্জিলে বলিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বলল, আকাশের রাজত্ব সরিবার সামান মত, যাকে কেউ কেড়ে বপন করে। এটা ক্ষুণ্ণতম বীজ হলো যখন বেঠে যাব, তখন সব সবজির চাইতে বড় এমন এক মুক হয়ে যাব, যার ভালে পাখী এসে বাসা বাঁধে। (ইঞ্জিল : মাতো) ইঞ্জিল মরক্কাসের ভাষা কোরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে : সে বলল, আজাহ্ রাজত্ব এমন, যেমন কোন বাড়ি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রাঙ্গিণে নিষ্ঠা বাস ও দিনে জীবিত থাকে। বীজটি এমনভাবে অংকুরিত হয় ও বেঠে যাব যে, মনে হয় মাটি নিজেই শুধু কিন্নামের করে। প্রথমে পাতা, এবং পর শীৰ, এবং পর শীৰে তৈরী মানা। অবশেষে হখম লস্য পেকে যাব, তখন সে অনভিবিলাহে কাঁচি জাপান : কেননা, খাটোর সবচ এসে গেছে।—(ইয়হারুজ-ইক, শেষ ধন, ৩১০ পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ মৌরীর অক্ষুদ্ধের বোকানো হয়েছে, তা তত্ত্বান্তের একাধিক জাপান থেকে বোকা আর।

—অর্থাৎ আজাহ্ তাঁআমা সাহাবারে কিন্নামকে উপরিষিট ও দে

শাখাপিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাজুটির পর সংখ্যাধিক দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তারা হিংসায় অনলে দণ্ড হয়। ইহুরত আবু উরওয়া যুবানী (র) বলেন : একবার আমরা ইমাম মালিক (র)-এর অজিলে উপস্থিত ছিলাম। জমেক বাস্তি কোন একজন সাহাবীকে হেম প্রতিগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কিছু বক্ষ্য রাখে। তখন ইমাম মালিক (র) উপরোক্ত আয়াতটি পূর্ণ তিলাওতে করে বলেন

لِيَغْنِيَظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ

পর্যবেক্ষণে, তখন বলেন : যার অভ্যর্থে কোম একজন সাহাবীর প্রতি ক্ষোখ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে।—(কুরআনী) ইমাম মালিক (র) একথা বলেন নি যে, সে কাফির হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সে-ও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফিরদের কাজের অনুলপ্ত হবে।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

— এর অর্থ— অব্যায়টি এখানে সবার অতি বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরুষারের ওয়াদা দিয়েছেন। এথেকে প্রথমত জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কিয়ামই বিশ্বাস স্থাপন করতের ও সৎকর্ম করতেন। বিতোরত, তাঁদের সবাইকে ক্ষমা ও মহা পুরুষারের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনামূলক ^{৩০}-এর ব্যবহার কোরআনে প্রচুর, যেমন

فَاجْتَهَبُوا

وَجَسَ منْ لَا وَتَّافَ—এর অর্থ—এর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে **منْ مِنْ** বলে এসেছে—এর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। রাফেয়ী সত্প্রদায় এ স্থলে **منْ**—কে ‘কল্পক’—এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যারা ইয়ানদার ও সৎকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহের পরিকল্পনা পরিপন্থী। কেননা, যে সব সাহাবী হস্তান্বিয়ার সঙ্গে ও বায়া'আতে-রিয়ওয়ানে সরীক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট। তাঁদের সবার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সীয়া সন্দিগ্ধের এই ঘোষণা করে বলেছেন :

لَقَدْ رَفَى اللَّهُ عَنِ الْمُكْرِمِينَ أَذْبَابًا يَعُونَكَ تَعْتَتَ الشَّجَرَةِ

এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যবেক্ষ ইয়ান ও সৎ কর্মের উপর কাঙ্গে থাকেন। কারণ, আল্লাহ্ আলিম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারণ সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ইয়ান থেকে কোম-না-কোন সময় মুখ্য ক্ষিপ্রে যেবে, তবে তাঁর প্রতি আল্লাহ্ শীয়

সন্দেশটি হোষণা করতে পারেন না। ইবনে আবদুল বার (ر) ইতিহাসের কৃতিকার এই আয়াত উচ্চত করে লিখেন : **وَمِنْ رَبِّيْ أَلَّا مَنْ لَمْ يَصْطَطْ عَلَيْهِ أَبْدِيْ** অর্থাৎ আজ্ঞাহ যার প্রতি সন্দেশটি হয়ে থাক, তার প্রতি এরপর কথনও অসন্দেশ হব না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **بَأَمْ‘আতে-রিয়তুল্লাহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহাজায়ে থাবে না।** অতএব, তাঁদের জন্য যখন মুখ্যত এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাঁদের মধ্যে কারণও কারণে বেলায় ব্যক্তিগত হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উত্তমত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কিন্তু সবাই আদিগ ও সিক্ষিত।

সাহাবায়ে কিন্তু সবাই জাজ্বাতী, তাঁদের পাঁপ আর্জনীর এবং তাঁদেরকে হের প্রতিপক্ষ করা গোলাহ : কোরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুলভত প্রমাণ। তথাদে কতিপয় আয়াত এই সূরাতেই উল্লিখিত হয়েছে :

**الزَّهْمُ كَلْمَةُ التَّقْرُبِ وَهَا نَوْا احْتَبِّنْ بِهَا إِنْ وَصَى اللَّهُ عَنِ الْمُكْفِرِينَ
وَهَا دُخْلَةُ الْآيَّةِ وَهَا تَعْلِمُونَ**

**يَوْمَ لَا يَجْزِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ - وَالسَّابِقُونَ أَلَا وَلُوْنَ مِنْ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْهَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّفِيْقُ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَفِيْقُوا
مَعْنَاهُ - وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَعْبِرُ تَعْلِمَهَا الْأَنْهَارُ -
وَلَوْلَا عَدَ اللَّهُ الْحَسْنَى**

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কিন্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে :

অর্থাৎ তাঁদের সবাইকে আজ্ঞাহ ‘হসনা’ তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আহিল্লায় হসনা’ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

أَنَّ الَّذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ

مِنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبِعْدُونَ অর্থাৎ আদের জন্য আয়ার পক্ষ থেকে পূর্বেই হসনার ফসলসামা হয়ে গেছে তাঁদেরকে জাজ্বায় থেকে দূরে রাখা হবে। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **يَلُونُهُمْ الَّذِينَ قَرْنَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُمْ** অর্থাৎ সমগ্র সময়কালের মধ্যে আয়ার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের জোক উত্তম, আদের সময়কাল আয়ার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তাঁরা যারা তাঁদের সংলগ্ন। আয়ারও এক হাদীসে বলা হয়েছে, আয়ার সাহাবীগণকে যদি বলে না। কেবলমা, (ঈমানী শক্তির কারণে তাঁদের অবস্থা এই যে,) তো আদের কেউ যদি ওহস গাহাত সমান অর্থ ব্যব করে, তবে তা তাঁদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না। এইভাবিক অর্থ মুদেরও

না। যদি আবাবের একটি উজ্জ্বল মাঝ, যা আমাদের অর্থ সেরের কাছাকাছি।—(বুখারী)। হয়েছিল জাবের (রা)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: আল্লাহ্ তা'আল্লা সান্না জাহানের মধ্য থেকে আমার সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে চারজনকে আমার জন্য পছন্দ করেছেন—আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা)।—(বাঘবার) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে:

اللهُ أَللّٰهُ فِي أَمْحَاٰبِي لَا تَتَنَاهُ وَهُمْ غَرِضاً مِّنْ بَعْدِي فَمِنْ أَحِبْهُمْ
فَيُبَحِّبُّهُ أَهْبَهُمْ وَمِنْ أَبْغَهُمْ نَبِغْشِي أَبْغَهُمْ وَمِنْ أَذِلَّهُمْ فَنَقْدَ اذْلَانِي
وَمِنْ أَذِلَّهُمْ فَنَقْدَ اذْلَانِي أَذْلَانِي أَذْلَانِي أَذْلَانِي أَذْلَانِي أَذْلَانِي

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে তর কর। আমার পর তাঁদেরকে বিদ্যা ও দোষারোপের জঙ্গাবস্তুতে পরিষ্কার করো না। কেননা, যে বাস্তি তাঁদেরকে ভাঙ্গবাসে, সে আমার ভাঙ্গবাসার কারণে তাঁদেরকে ভাঙ্গবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্যে রাখে, সে আমার প্রতি বিদ্যের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্যে রাখে। যে তাঁদেরকে কল্প দেয়, সে আমাকে কল্প দেয় এবং যে আমাকে কল্প দেয়, সে আল্লাহ্‌কে কল্প দেয়। যে আল্লাহ্‌কে কল্প দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ্ আমাবে প্রেক্ষণার ক্ষমবেন।—(তিরিয়া)

আয়াত ও হাদীস এ সম্পর্কে অনেক। ‘অকামে-সাহাবা’ নামক শব্দে আমি এগুলো সংরিবেশ করেছি। সব সাহাবীই যে আদিল ও সিকাহ—এ সম্পর্কে সমগ্র উল্লিখিত একমত। সাহাবারে-বিস্তারের পারস্পরিক মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা, সমালোচনা ও বাঁটার্যাণ্টি করা অথবা দৃশ্য শাক্তর বিষয়টিও এই প্রহে বিস্তারিত লিখিত হয়েছে। প্রয়োজন মাফিক তার কিছু অংশ সুরা মুহাম্মদের তফসীরে ছান পেয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে!

سورة العجرا ت

সূরা হজুরত

মসীনার অবঙ্গী, আজ্ঞাত ১৮, কল্প ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰيٰهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْتَلُمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُوَرَسُولُهُ وَاتَّقُوا
اللَّهُ مَارِقُ اللَّهُ سَيِّبِيْعُ عَلَيْهِمْ ۝ يٰيٰهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُرْفَعُوا أَصْوَا
شَكْرُ فُوقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْدِ بَعْضِكُمْ
لِيَعْرِضَ أَنْ تَخْبَطَ أَغْنَى لَكُمْ وَأَنْ تُلْزَمَ لَا تَشْعُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
يَغْصُّونَ أَصْوَاتِهِمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْكَنَ
اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
يُنَادِيْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ
صَابِرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ رَأْيُهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفْوٌ عَمَّا يَرْجِيْمُ ۝

পরম কর্মায়ের ও জসীম সরাবাব আজ্ঞাহৰ নামে।

(১) মু'মিনগণ! তোমরা আজ্ঞাহৰ ও রসুলের সামনে আপনী হয়ো না এবং আজ্ঞাহুকে কর কর। নিশ্চয় আজ্ঞাহু সবকিছু দানেন, সবকিছু জানেন। (২) মু'মিনগণ! তোমরা মৌর কঠজারের উপর তোমাদের কঠজর উঁচু করো না এবং তোমরা একে আপনের সাথে দেরুস উঁচুজারে কথা বল, তাঁর সাথে সেই রূপ উঁচুজারে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্কাশ হয়ে থাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। (৩) আরা আজ্ঞাহুর রসুলের সামনে নিজেদের কঠজর নৌমু করে, আজ্ঞাহু তাদের অভয়কে পিলটাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে কয়া ও যহাপুরক্তার। (৪) আরা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচুজারে ঢাকে, তাদের অধিকাংশই অবুর। (৫) যদি তারা আপনার দ্বের হয়ে তাদের কাছে

আসা পর্যন্ত সবর করত, তবে তা-ই তাদের জন্য অসম্ভবক হত। আজাহ্ কঞ্চাশীল, গরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সুরার বোগসৃজ ও শান্ত-মুহূর : পূর্ববর্তী দুই সুরার জিহাদের বিধান ছিল, যদ্বারা বিপ্লবসতের সংশোধন উদ্দেশ্য। আলোচ্য সুরায় আবাসৎশোধনের বিধান ও শিল্পাচার মীতি বাস্ত হয়েছে। বিশেষত সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উপরিষিত হয়েছে। আলোচ্য আয়োতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, একবার বনী তামিই গোজের কিছু মোক রসুলুজাহ্ (সা)-র দিদমতে উপরিষিত হয়। এই গোজের শাসনকর্তা কাকে নিষ্কৃত করা হবে—তখন এ বিকলেই আলোচনা চলছিল। হয়রত আবু বকর (রা) কা'কা' ইবনে হাফিয়ের নাম প্রস্তাব করলেন এবং হয়রত ওমর (রা) আকর্মা' ইবনে হাবেসের নাম পেশ করলেন। এ ব্যাপারে হয়রত আবু বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর অধ্যে মজাজিসেই কথাবার্তা, যজ এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উঠীত হয়ে উভয়ের কঠত্বের উঁচু হয়ে পেল। এই পরিষেকিতে আলোচ্য আয়োতসমূহ অবসর্প হয়।—(বুধারী)

মু'মিনগণ। তোমরা আজাহ্ ও রসুলের (অনুমতির) আগে (কোন কথা কিংবা কাজে) অংশণী হয়ো না। [অর্থাৎ যে পর্যন্ত শক্তিশালী ইঙিতে অথবা স্পষ্ট জাহাজ কথাবার্তার অনুমতি না হয়, কথাবার্তা বলো না, বেশন উপরোক্ত ঘটনার অপেক্ষা কর্ম উচিত ছিল যে, রসুলুজাহ্ (সা) নিজে কিছু বনুন অথবা উপরিষিত মোকদ্দেরকে জিজ্ঞাসা করুন। এরাপ অপেক্ষা না করেই নিজের পক্ষ থেকে কথাবার্তা শুন্ন করে দেওয়া সমীচীন ছিল না]। আজাহ্-হকে ডয় কর। নিশ্চয় আজাহ্ (তোমাদের সব কথাবার্তা) ক্ষেত্রে (এবং তোমাদের ক্লিয়া-কর্ম) আবেদ। মু'মিনগণ, তোমরা পরম্পরারের কঠত্বের উপর তোমাদের কঠত্বের উঁচু করো না এবং তোমরা পরম্পরারে হেমন খোলাখুলি কথাবার্তা বল, পরম্পরারের সাথে সেৱাপ খোলাখুলি কথাবার্তা বলো না। (অর্থাৎ পরম্পরারে কথা বলার সময় তাঁর সামনে উঁচুয়ের কথা বলো না এবং বরং তাঁর সাথে কথা বলার সময় সময় করে বলো না)। এতে তোমাদের কর্ম তোমাদের অভিতসারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। [উদ্দেশ্য এই যে, মৃশ্যত নিষ্ঠাক ও বেগেরোয়া হয়ে কথা বলা এবং পরম্পরারে খোলাখুলি কথা বলার অনুরূপ উঁচুয়ের কথা বলা এক প্রকার ধূলিত্বা। অনুসারী ও ধাদিমের পক্ষ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা অগভ্য-নীয়া ও কল্পনাক হতে পারে। আজাহ্-র রসুলকে কল্প দেওয়া যাবতীয় সৎকর্মকে বরবাদ করে দেওয়ার নামাঙ্কন। তবে যাবে যাবে মানসিক প্রকৃতিভাব সময় এরাপ ব্যবহার অসহনীয় হয় না। তখন রসুলের জন্য কল্পনায়ক না হওয়ার কারণে এ ধরনের কথাবার্তা সৎকর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ হবে না। কিন্তু এ ধরনের কথাবার্তা কখন অসহনীয় ও কল্পনায়ক হবে না, তা আরা বজায় পক্ষে সহজ নয়। বক্তৃ হয়ত এরাপ মনে করে কথা বলবে যে, এই কথায় রসুলুজাহ্ (সা)-র কল্প হবে না; কিন্তু বাস্তবে তা আরা কল্প হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তাঁর কথা তাঁর সৎ কর্মকে বরবাদ করে দেবে, যদিও সে ধারণাও করতে পারবে না যে, তাঁর এই কথা আরা তাঁর কল্পনুক কভি হয়ে গেছে। তাঁই কঠত্বের উঁচু করতে

এবং জোরে কথা বলতে সর্বাবস্থায় নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ খরচের ক্ষেত্রে সংখ্যক কথাবার্তা শব্দিও কর্ম ব্যবহার হওয়ার কারণ নয়, কিন্তু তা নির্দিষ্ট করা কঠিন। তাই যাবতীয় খেলাখালি কথাবার্তাই বর্ণন করা বিষয়। এ পর্যন্ত উচ্চরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর কঠিন নীতি করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে :]

বিশ্ব যারা আরাহত রসূলের সামনে বিজেদের কঠিন নীতি করে, আরাহত তাদের অভ্যর্থক তাকওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাদের অভ্যর্থক তাকওয়ার পরিপন্থী কোন বিষয় আসেই না : উদেশ্য এরূপ মনে হয় যে, এই বিশেষ ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণ তাকওয়া শুধে উপাসিত। তিভিমীর এক হাদীসে পূর্ণ তাকওয়ার বর্ণনা এরূপ তাবাব বিবরণ হয়েছে : **يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَقْبِلِينَ حَتَّىٰ يَدْعُ مَسْأَلَةً أَخْذَ وَالْمَاءَ بِمَا**

গারে মা, যে পর্যন্ত মা সে পোনাহ নয়, এখন কিছু বিষয়ের বর্ণন করে। এই ভয়ে যে, এখনো তাকে পোনাহে শিষ্ট করে দিতে পারে। অর্থাৎ পোনাহের আশঁকা আছে, এমন বিষয়ের দিকেও সে বর্ণন করে। উদাহরণত কঠিন উচ্চ কর্মার এমন এক প্রকার আছে, যাতে পোনাহ নেই। অর্থাৎ মন্দারা সংজ্ঞাধিত ব্যক্তির কঠিন হয় না এবং এক প্রকার এখন আছে, যাতে পোনাহ আছে, অর্থাৎ মন্দারা সংজ্ঞাধিত ব্যক্তির কঠিন হয়। এখন পূর্ণ তাকওয়া হল সর্বাবস্থায় কঠিন উচ্চ কর্মাকে বর্ণন করা। অতঃপর তাদের কর্মের পারমৌলিক কামাদা বলিত হচ্ছে :) তাদের জন্য কথা ও মহাপুরুষের রয়েছে। পরবর্তী আরাহতসমূহের ঘটনা এই যে, এই বনী তামীম পোষাই বন্ধন পুনরাবৃত্ত রসূলারাহ (সা)-র বিদয়তে উপস্থিত হয়, তখন তিনি বাড়ীর বাইরে ছিলেন না। বরং বিবিধগুরে কোন এক কক্ষে ছিলেন। তারা ছিল আনন্দিত প্রায় লোক। সেসকলে বাইরে দাঁড়িয়েই তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাক্ষণ্য জাগজঃ

مَنْ كَثُرَ هُمْ أَخْرَجُ الْهَنَاءَ হে মুহাম্মদ, আরাদের কাছে বের হয়ে আসুন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আরাহতসমূহ অবিভীর্ণ হয়।—(সুরারে মনসুর) যারা কক্ষের বাইরে থেকে আপনাকে চিন্তার করে তাকে, তাদের অধিকাংশই অবৃত্ত (বুজিমান হলে আপনার সাথে শিল্পটোচারযুক্ত ব্যবহার করত এবং এতাবে নাম নিয়ে বাইরে থেকে তাকার খুল্লটো প্রদর্শন করত না।) কঠৰ কঠৰ বলার কারণ হয় এই যে, তাদের কেউ কেউ আসলে অবৃত্ত ছিল না, অন্যের দেখাদেখি এ কাজে শিষ্ট হয়েছিল। না হয় যাতে কেউ উত্তেজিত না হয়, সেজন্য **مَنْ كَثُرَ هُمْ**। বলা হয়েছে। কেননা, এরূপ কেজে প্রত্যেকেই ধারণা করতে পারে যে, দ্বাধ হয় তাকে জাজ্য করে বলা হয়েন। শুধু আবশ্য-সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উত্তেজনাকর কথাবার্তা থেকে সর্বাধাৰ থাকাই নিষেধ।) যদি তারা আগন্তুর বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত (সামান্য) সবর (ও অপেক্ষা) করত, তবে এটা তাদের জন্য যথেষ্ট হত (কেননা এটাই ছিল শিল্পটোচারের কথা। তারা এখনও উত্তোলনে কথা পাবে, কেননা,) আরাহত ক্ষয়াগ্রে, পরম দর্শক।

सांस्कृतिक संस्करण विद्या

आजोचा आप्नातेसाहुहरे अद्वितीय समर्के कृत्रूमीव डाया अनुवादी इयांचे घटेना वर्षित आहे। व्यायी आवृ वक्तव्य इव्वेळे आग्रावी (डी) वरेनं। सब घटेना निर्भूत। केवलना, सकाजोचे आप्नातेर वापक्तात अद्वृत्त। उक्काशे एकांठे घटेना वृत्तानीव वर्णना याते डक्कसाठीते सार-संक्षेपे औऱ्याचे कडा होण्ये।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ حَسْنَاتِهِ فَلَا يُؤْتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

ହାତେର ମଧ୍ୟରେ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାମନେର ଦିକ୍ । ଅର୍ଥ ଏହି ସେ, ରୁଷଗୁରୀଆଁ (ସା)-ର ସାମନେ ଅନ୍ତର୍ଭାବୀ ହରୋ ନା । କି ବିବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୀ ହତେ ନିରେଖ କରା ହେବେ, କୋରାଅନ ପାଇଁ ତା ଉଲ୍ଲେଖ କରେନି । ଏତେ ଆପଣଙ୍କାର ପ୍ରତି ଇରିତ ରହେଛେ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବଳ କଥାର ଅଥବା କାଜେ ରୁଷଗୁରୀଆଁ (ସା) ଥିକେ ଅନ୍ତର୍ଭୀ ହରୋ ନା । ବରଂ ତୀର ଜଗାବେର ଅପେକ୍ଷା କର । ତବେ ତିନିଇ ଯଦି କାଉକେ ଜଗାବ୍ୟବଦାନେର ଆଦେଶ କରେନ, ତବେ ସେ ଜଗାବ ଦିତେ ପାରେ । ଏମନିଭାବେ ଯଦି ତିନି ପଥ ଚଲେନ ତବେ କେଉ ସେଇ ତୀର ଅନ୍ତେ ନା ଚଲ । ଆଓଯାର ମଜ଼ଲିସେ କେଉ ସେଇ ତୀର ଆଦେ ଆଓଯା କୁଝ ନା କରେ । ତବେ ତୀର ପକ୍ଷ ଥିକେ ସୁମ୍ପଟ୍ ବର୍ଣନ ଅଥବା ଶିଳ୍ପିଶାଳୀ ଇରିତ ଦାରୀ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ତିନି କାଉକେ ଅନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରାତେ ଚାନ ତବେ ତା ଡିମ୍ କଥା, ସେମନ ସକଳ ଶୁଭେର ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଛି ସଂଧ୍ୟାକ ଜୋକକେ ଅନ୍ତେ ଯେତେ ଆଦେଶ କରା ହୁଏ ।

আলিম ও ধর্মীয় মেষাদেশ সাথেও এই আদবের প্রতি জন্ম হাত্তা উচিত ; কেউ কেউ
বলেন, ধর্মের আলিম ও মাধ্যমেখের বেজানও এই বিধান কার্যকর। কেননা, তাঁরা পয়সপূরণাগের
উত্তরাধিকারী। লিঙ্গাভ্যাস ঘটিমা এবং প্রয়োগ। একদিন রসুজুলাহ্ (সা) হয়রত আবুলুরদা
(রা)-কে হয়রত আবু বকর (রা)-এর অপ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন :
তুমি কি এফম ব্যক্তির অপ্রে চল, যিনি ইহকাম ও পরকারে তোমা থেকে প্রেত ? তিনি আরও
বললেন : মুনিফাতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে পয়সপূরণাগের
পর হয়রত আবু বকর থেকে উত্তম ও প্রেত।—(রাহজ-বয়ান) তাই আলিমগণ বলেন যে,
ওক্তাদ ও পীরের সাথেও এই আদবের প্রতি জন্ম হাত্তা উচিত।

— لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ — नवी कमीम (जा) - अत्र मज्जिसेव

এটা বিভীতির আদব। অর্থাৎ রাস্তাজাহ (সা)-র সীমনে কঠিনরকে তাঁর কঠিনরের চাইতে অধিক উঁচু করা অথবা তাঁর সাথে উঁচুরে কথা বলা—যেমন পরম্পরারে দিনা দিখায় করা হয়, এক প্রকার বে-আদবী ও ধূল্টভা। সেমতে এই আঢ়াত অবস্থারের পর সাহারামে কিলামের অবস্থা পাল্টে আস। হস্তান্ত আবু বকর (রা) আবহ করেন : ইয়া রাস্তাজাহ (সা), আজাহুর কসম ! এখন মৃত্যু গর্বত আগনার সাথে কানাকানির অনুরাগ কথাবার্তা বলব।—
(বাহুবলী) হস্তান্ত ওমর (রা) এরপর থেকে এত আত্মে কথা বলতেন যে, আয়ই পুনরায় কিলামা করতে হত। —(সেহাহ) হস্তান্ত সাবেত ইবনে কাফসের কঠিনর অভাবগতভাবেই উঁচু হিল। এই আঢ়াত কানি দিনি তারে ঝল্লন করলেন এবং কঠিনর নৌতু করলেন।—
(পুরুর-বনসর)

রাতুরা মেরামতের সামনেও বেশী উচ্চারণে সাজান ও কাজান করা পিছিছি : কাহী আবু মকস ইবনে আয়াবী (র) বলেন : রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও আদর তাঁর শুকাতের পরও জীবজন্মের ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোন কোন আলিম বলেন : তাঁর পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উচ্চারণে সাজান ও কাজান করা আদবের খিলাফ। এমনভাবে যে অজলিসে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র হাস্তীস পাঠ অধৃত বর্ণনা করা হয়, তাতেও হট্টলোগ করা হেজাদবী। কেবল, তাঁর কথা হখন তাঁর পবিত্র মূল্য থেকে উচ্চারিত হত, তখন সবার জন্য তুপ করে শোনা ওয়াজিব ও অকর্তৃ হিজ। এমনভাবে শুকাতের পর যে অজলিসে বাক্যাবজী শুনানো হয়, সেখানে হট্টলোগ করা হেজাদবী।

আস'আলী : পরপরাগাপথের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পরপরাগের উপর অপ্রতী হওয়ার নিরেখাতায় যেহেন আলিমগণ দাখিল আছেন, তেমনিভাবে আওয়ায উচ্চ করারও বিধান তাই। আলিমগণের অজলিসে এত উচ্চারণে কথা বলবে না, বাতে তাঁদের আওয়ায চাপা পড়ে থার।—(কুতুবী)

أَنْ تَعْبُطْ أَهْلَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
—অর্থাৎ তোমাদের কর্তব্যকে মরীয়ার
কর্তব্য থেকে উচ্চ করবা না এই আশঁকার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সমস্ত আমল
নিষ্কল হয়ে যাব এবং তোমরা টেরও পাও না। এছে শরীরতের বীকৃত মুলনীতির দিক
দিয়ে করেকষ্ট প্রয় দেখা দেব : এক, আহলে সুন্নত ওয়াজ জমাওয়াতের ঐ ক্ষমত্যে একমাত্র
কুফরই সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোন গোনাহের কারণে কোন সং কর্ম বিনষ্ট হয়
না। এখানে মু'মিন তথা সাহাবারে কিম্বামকে সজ্ঞাখন করা হয়েছে এবং **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**

أَصْنُوا !
—সম্বোধে সজ্ঞাখন করা হয়েছে। এতে বোধ্য ঘাস যে, কাজটি কুফর নয়। অত-
এব আমলসমূহ বিনষ্ট হবে কিম্বাপে ? দুই, ইয়ান একটি ইহুদীন কাজ। যে পর্যন্ত কেউ
বেছায় ইয়ান প্রাপ্ত না করে, মু'মিন হয় না। এমনিভাবে কুফরও একটি ইহুদীন কাজ।
বেছায় কুফর অবস্থন না করা পর্যন্ত কেউ কাফির হতে পারে না। এখানে আয়াতের
শেষাংশে স্মষ্টিত **أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা টেরও পাবে না।
অতএব এখানে খাঁটি কুফরের শাস্তি সমস্ত নেক আমল নিষ্কল হওয়া কিম্বাপে প্রযোজ্য হতে
পারে।

মাওলানা আওয়াজ আলী খানজী (র) বরানুল কোরআনে এর এমন ব্যাখ্যা
দিয়েছেন, যন্ত্রারা সব প্রয় দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, মুসলমানগণ,
তোমরা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কর্তব্য থেকে নিজেদের কর্তব্যকে উচ্চ করা এবং উচ্চারণে
কথা বলা থেকে বিরত থেকো। কারণ, এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্কল
হয়ে যাওয়ার আশঁকা আছে। আশঁকার কারণ এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) থেকে অপ্রতী হওয়া

অথবা তাঁর কঠিনের উপর নিজেদের কঠিনের উচ্চ করার মধ্যে তাঁর শানে খৃষ্টিতা ও বেআদবী হওয়ারও আশংকা আছে, যা রসূলকে কঠিনান্মের কারণ। রসূলের কল্পনার কারণ হয়, এরপ কোন কাজ সাহাবাদে কিনাম ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরপ করামাও করা যায় না, কিন্তু অপৰ্যাপ্ত হওয়া ও কঠিনের উচ্চ করার মত কাজ কঠিনান্মের ইচ্ছায় না হলেও তত্ত্বাব্ধি কল্প পাওয়ার আশংকা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্বাবহায় নির্ধিষ্ঠ ও পোমাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন গোনাহের বৈশিষ্ট্য এই যে, যারা এই পোমাহ করে, তাদের থেকে তওরা ও সৎ কর্মের তওকীক ছিনিয়ে মেওয়া হয়। কলে তারা পোমাহ অইনিশি ময় হয়ে পরিণামে কুকুর পর্যন্ত পৌছে যায়, যা সমস্ত নেক আমন নিষ্কজ হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ অথবা পীরকে কল্প দেওয়া এখনি পোমাহ, যদ্বারা তওকীক ছিনিয়ে মেওয়ার আশংকা আছে। এভাবে নবীর সামনে অগ্রণী হওয়া এবং কঠিনের উচ্চ করা দ্বারা ও তওকীক ছিনিয়ে মেওয়ার এবং অবশেষে কুকুর পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার আশংকা থাকে। কলে সমস্ত সৎকর্ম নিষ্কল হয়ে যেতে পারে। যারা এছেন কাজ করে, তারা যেহেতু কল্প দেওয়ার ইচ্ছায় করে না, তাই সে টেরও পাবে না যে, এই কুকুর ও সৎ কর্ম নিষ্কল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোন কোন আলিম বলেনঃ বৃহুর্ব পৌরো সাথে খৃষ্টিতা ও বেআদবী ও মাঝে মাঝে তওকীক ছিনিয়ে মেওয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ইমানের সঙ্গে বিনগট করে দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادَوْ نَفْكَ مِنْ وَرَاءِ الْجُبُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

—এই আংশিকে নবী করীম (সা)-এর জুতীয় আদব শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তশ্বরীক রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে তাকা, বিশেষত পৌরো কুরু সহকারে নাম নিয়ে আহবান করা বেআদবী। এটা বৃক্ষিমানের কাজ নয়। **جُبُرات** শব্দটি **جُبُر**-এর বইবচন। অতিথানে প্রাচীর চতুর্পাশ দ্বারা বেশিত হানকে **حُبْر** বলা হয়, যাতে কিছু দ্বারাদ্বা ও ছাদ থাকে। নবী করীম (সা)-এর ময়জন বিবি হিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ছজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পামাক্কমে এসব ইজরায় তশ্বরীক রাখতেন।

ইবনে সাদ আতা খোরাসানীর রেওয়ায়েতত্ত্বমে লিখেনঃ এসব ইজরা খৰ্জুর শাখা দ্বারা মিহিত ছিল এবং দরজার মোটা কাজ পশমী পর্দা বুলানো থাকত। ইয়াম বোধাবী (র) ‘আদাবুল মুফরাদ’ থেছে এবং বাহিশাকী দাউদ ইবনে কায়েসের উত্তি বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি এসব ইজরার যিয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে, ইজরার দরজা থেকে ছাদবিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ইয়-সাত হাতের বাবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। ওল্লাস ইবনে আবদুজ মালেকের রাজ-কক্ষালো তৌরেই নির্দেশে এসব ইজরা মসজিদে মবদীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। মদীনার মোকগগ সেদিন অশুর রোধ করতে পারেন নি।

শাবে-মুহূর্ত: ইয়াম বগভী (র) কাতাদাহ (রা)-র রেওয়ায়েতত্ত্বমে বৰ্ণনা করেন,

বনু তামিমের শোকগণ দুগুরের সময় অদীনাক উপছিত হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সা) কোন এক হজুরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল প্রায় এবং সামাজিকভাবে ঝীতি-নীতি সম্পর্কে অত। কাজেই তারা হজুরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল।

آخر

—الْهُنَّا بِي مُتَكَبِّلٍ—এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আস্তান অবতীর্ণ হয়। এতে এভাবে ডাকা-ডাকি করতে মিথেখ করা হয় এবং অপেক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয়। অসনদে আহমদ, তিরিয়াবী ইত্যাদি প্রচ্ছেও এই রেওয়ায়েত বিভিন্ন শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে।—(মায়হারী)

সাহাবী ও তাবেরীগণ তাঁদের আলিয় ও যাতায়েখের সাথেও এই আদেশ ব্যবহার করেছেন। সহীহ বৌধারী ও অন্যান্য কিতাবে হয়রত ইবনে আবুস (রা) থেকে বলিত আছে—আমি বখন কোন আলিম সাহাবীর কাছ থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে পৌছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া দেওয়া থেকে বিরুত খাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি বখন মিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীস জিজাস করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেনঃ এই রসূলুল্লাহ (সা)-র চাচাত তাই, আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেনঃ হয়রত ইবনে আবুস (রা) এর উক্তরে বলতেনঃ আলিম জাতির জন্য পরমপরার সমৃশ। আবাহ তাঁ'আজ পরমগতির সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁ'র বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হয়রত আবু উবায়দা (র) বলেনঃ আমি কোন দিন কোন আলিমের দরজায় যেমেন কড়া নাড়া দিইনি, বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি মিজেই বাইরে আসলে সাজাই করব।—(জাহর-আ'আনী)

আস-জাজাঃ আলোচ্য আস্তানে **كُفَّارٌ** ! কথাটি স্বৃত হওয়ায় প্রযাণিত হয় যে,

ততক্ষণ সবুজ ও অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ তিনি আগন্তুকদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য বাইরে আসেন। যদি অন্য কোন প্রয়োজনে তিনি বাইরে আসেন, তখনও নিজের যতজন সম্পর্কে কথা বলা সমীচীন নয়, বরং তিনি নিজে বখন আগন্তুকদের প্রতি ঘোনিবেশ করেন, তখন বলতে হবে।

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَهَنَّمَ كُمْ فَارِسُّ بِنْبَأِ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصْبِيَوْا
قَوْمًا بَجَهَّالَةٍ فَتُضْبِحُوْا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدِمِيَنَ**

(৬) স্থুতিগতি। যদি কোন পাগাচারী বাস্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, আতে অতীবশত তোমরা কোন সত্ত্বদাহের ক্ষতি সাধন প্রস্তুত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুকূল না হও।

তফসীরে সার-সংক্ষেপ

যুমিনগণ ! যদি কোন পাপাচারী বাস্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, (যাতে কাক্ষণ্য বিলম্বে অভিহোগ থাকে) তবে (যথোর্থ গৱীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যাপ্তিরেকে সে বিষয়ে ব্যবহাৰ প্ৰহণ কৰো না, বৰং ব্যবহাৰ প্ৰহণ কৰলেই হলে) তা খুব পৱীক্ষা কৰে দেখবে, যাতে অক্ষতাবৃত্ত তোমৰা কোন সম্প্রদায়ের ছতি সাধনে প্ৰতৃত না হও এবং পৱে নিজেদেৱ ইতিবৰ্মেৰ জন্য অনুত্পত্ত না হও ।

আনুভাবিক জ্ঞানীয় বিষয়

শানে-মুসুল : মসলিদে আহমদের বৰাত দিয়ে ইবনে কাসীর এই আহাত অব-তুরাপের ঘটনা এৱাপ বৰ্ণনা কৰেছেন যে, বন্ধু মুস্তাফিক গোত্রের সুরদার, উচ্চুল যুমিনীন হস্তৰত কুরোয়াইয়া (ৱা)-ৰ পিতা হারেস ইবনে মেরোৱ হৰেন : ‘আমি রসুলুল্লাহ্ (সা)-ৰ খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিজেন এবং শাকাত প্রদানেৰ আদেশ দিজেন । আমি ইসলামেৰ দাওয়াত কৰুল কৰে শাকাত প্রদানে শীকৃত হওাম এবং বজায় ই । এখন আমি আগোৱে কিৱে গিয়ে তাদেৱকেও ইসলাম ও শাকাত প্রদানেৰ দাওয়াত দেব । যারা আমাৰ কথা মাৰবে এবং শাকাত দেবে, আমি তাদেৱ শাকাত একজন কৰে আমাৰ কাছে জয়া বাধব । আপনি অযুক্ত আসেৱ অযুক্ত তাৰিখ পৰ্যন্ত কোন দৃত আমাৰ কাছে প্ৰেৱণ কৰবেন, যাতে আমি শাকাতেৰ জয়া অৰ্থ তাৱ হাতে সোপন্দ কৰলেতে পাৰি । এৱাপৰ হারেস যখন ওলাদা অনুযায়ী শাকাতেৰ অৰ্থ জয়া কৰলেন এবং দৃত আগমনেৰ নিৰ্ধারিত মাস ও তাৰিখ অভিক্ষেত হওয়াৰ পৱাণ কোন দৃত আগমন কৰল না, তখন হারেস আশৎকা কৰলেন যে, সক্ষৰত রসুলুল্লাহ্ (সা) কোন কৰাবে আমাদেৱ প্রতি অসন্তুষ্ট হৱেছেন । মনুৱা শুৱাদা অনুযায়ী দৃত না পাঠানো কিছুতেই সক্ষৰপৰ নহ । হারেস এই আশৎকাৰ কথা ইসলাম প্ৰহণকাৰী নেতৃত্বানীৰ লোকদেৱ কাছেও প্ৰকাশ কৰলেন এবং সবাই মিলে রসুলুল্লাহ্ (সা)-ৰ খিদমতে উপস্থিত হওয়াৰ ইচ্ছা কৰলেন । এদিকে রসুলুল্লাহ্ (সা) নিৰ্ধারিত তাৰিখে ওলৌদ ইবনে ওকবা (ৱা)-কে শাকাত প্ৰহণেৰ জন্য পাঠিয়ে দেন । কিন্তু পথিমধ্যে ওলৌদ ইবনে ওকবা (ৱা)-ৰ মনে এই ধাৰণা জাপ্ত হয় যে, এই গোত্রেৰ লোকদেৱ সাথে তাঁৰ পুৱাতন শত্ৰুতা আছে । কোথাও তাঁৰা তাকে পেৱে হতো না কৰে কেৱে । এই ভয়েৰ কথা চিন্তা কৰে তিনি সেখান থেকেই কিৱে আসেন এবং রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে দেৱে বলেন যে, তাৱা শাকাত দিতে অঙ্গীকাৰ কৰেছে এবং আমাকে হত্যা কৰাবও ইচ্ছা কৰেছে । তখন রসুলুল্লাহ্ (সা) রাগাল্বিত হয়ে ধালিদ ইবনে ওলৌদ (ৱা)-এৰ নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্ৰেৱণ কৰলেন । এদিক দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী রও-য়ানা হল এবং উদিক থেকে হারেস তাঁৰ সঙ্গিগণসহ রসুলুল্লাহ্ (সা)-ৰ খেদমতে উপস্থিত হওয়াৰ জন্য বৈৱ হলেন । যদীনাৰ অদূৱে উভয় দল মুখোমুখি হল । মুজাহিদ বাহিনী দেৱে হারেস জিজাসা কৰলেন : আপনাৰা কোন গোত্রেৰ প্রতি প্ৰেৱিত হৱেছেন ? উভয় হল : আমৰা তোমাদেৱ প্রতিই প্ৰেৱিত হৱেছি । হারেস কাৰণ জিজাসা কৰলে তাঁকে ওলৌদ ইবনে ওকবা (ৱা)-কে প্ৰেৱণ ও তাঁৰ অভ্যৱত্তনেৰ কাহিনী শুনানো হল এবং ওয়ালী-দেৱ এই বিৱৰিতিৰ শুনানো হল যে, বন্ধু মুস্তাফিক গোষ্ঠী শাকাত দিতে অঙ্গীকাৰ কৰে তাঁকে

হত্যাক পরিবর্জনা করেছে। একথা কখনে হারেস বললেন : সেই আলাহুর কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সত্ত্ব রসূল করে প্রেরণ করেছেন; আমি ওলীদ ইবনে ওকআকে দেখি-ওবি। সেই আমার কাছে আসবি। অঙ্গপ্র হারেস রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি বাক্তাৎ দিতে অর্হীকার করেছ এবং আমার দৃতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেস বললেন : কখনই নয়, সেই আলাহুর কসম, যিনি আগনাকে সত্ত্ব পরিষারসহ প্রেরণ করেছেন, সেই আমার কাছে আসবি এবং আমি তাকে দেখিবো। নির্ধারিত সময়ে আগনার দৃত আসবি দেখে আমার আশঁকা হয় যে, বৌধ হয়, আপনি কোন ঝুঁটির কারণে আমাদের প্রতি অস্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরা হজুরাতের আলোচ্য আস্তাতি অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) নির্দেশ অনুযায়ী বনু মুস্তালিক গোত্রে পৌছেন। গোত্রের লোকেরা পুর্বেই জানত যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র দৃত অমুক ভাস্তুরে আগমন করবে। তাই তারা অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে। ওলীদ সদ্বেহ করলেন যে, তারা বৌধ ইয়ে পুরাতন শাহুত্তার কারণে তাকে হত্যা করতে এসিয়ে আসছে। সেবতে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে নিজ ধার্মে অনুযায়ী আরম্ভ করলেন যে, তারা বাক্তাৎ দিতে সম্মত নয়, এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবনে ওলীদ (রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা) রাত্রি বেলার বস্তির নিকটে পৌছে গোপনে কয়েকজন শুণ্ঠচর পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, তারা সবাই ইসলাম ও ইমানের উপর কানেক এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত আছে। তাদের মধ্যে ইয়াবানের বিপর্যীত কোন কিছু নেই। খালিদ (রা) ফিরে এসে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বর্ণনা করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আস্তাতি অবতীর্ণ হয়। (এটা ইবনে কাসীরের একাধিক রেওয়ায়েতের সার-সংক্ষেপ।)

এই আস্তাতি থেকে প্রয়াপিত হয় যে, কোন দৃষ্টি ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোন জোক কিংবা সংপ্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যক্তি-রেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষাৎ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবেদ্য নয়।

আস্তাতি সম্বর্কিত বিধান ও মাস'আজা : ইয়াম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন : এই আস্তাতি থেকে প্রয়াপিত হয় যে, কোন ক্ষাসিক ও পাপাচারীর ধর্মৰ ক্ষয়ো ক্ষয়ো এবং তদন্তুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবেদ্য নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার সত্তাতা প্রয়াপিত হয়ে আসে। কেবলমা, এই আস্তাতে এক বিস্রাজাতি হচ্ছে :

فَلَمْ يُنْهَا

অর্থাৎ তদন্তুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িতড়ি করো না, বরং আব্য উপায়ে এর সত্তাতা প্রয়াপিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক। ক্ষাসিকের ধর্মৰ ক্ষয়ো ক্ষয়ো ব্যবহূ না-আবেদ্য তখন সাক্ষাৎ ক্ষয়ো করা আবশ্য উপস্থিরণে নাজারেয় হবে। কেবলমা, সাক্ষাৎ এমন একটি ধর্মৰ,

বাকে শগথ ও কসম দ্বারা জোরালো করা হয়। এ কোরাখেই অধিকাংশ আলিমের মতে ফাসিকের ধরণ অথবা সাক্ষ শৈরাতে প্রাহণযোগ্য নয়। তবে কোন কোম ব্যাপারে ফাসি-কেন্দ্র ধরণ ও সাক্ষ ধরণ করা হয়। সেটা এই বিধানের বাতিক্রম। কেননা, আরাতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ **فَوْمَ بَعْدَ أَنْ يُبَرِّأَ** ফুর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব যেসব ব্যাপারে এই কারণ অনুপযুক্ত, সেগুলো আরাতের বিধানে সাধিত নয়, অথবা এর বাতিক্রম। উদাহরণত কোন ফাসিক ধরণ কাকিরও ঘনি কোন ব্রহ্ম এবং বলে যে, অনুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই ধরণ সত্তা বলে দেবে নেওয়া আবেদ। কিন্তু প্রাচে এর আবাব বিবরণ পাওয়া যাবে।

সাহাবীদের আদীক্ষ সম্পর্কে একটি উল্লেখ্য প্রথা ও জওয়াব : বিভিন্ন সহাহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই আরাতাতি ওলোন ইবনে উকবা (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আরাতে তাকে ফাসিক বলা হয়েছে। এ থেকে বাহাত জানা যায় যে, সাহাবী-পনের মধ্যে কেউ ফাসিকও হতে পারে। এটা **كَلِمَةٌ عَلَىٰ** এই বীকৃত ও সর্বসমত মুজনৌতির পরিপন্থী। অর্থাৎ সকল সাহাবীই সিকাহ তথা নির্জরণযোগ। তাদের কোন ধরণ ও সাক্ষ অন্তর্ঘণ্যযোগ্য নয়। আরামা আলুসী (র) রাহল-মা'আনীতে বলেন : অধিকাংশ আলিম হৈ মাঝাব ও মতবাদ প্রাহণ করেছেন, এ ব্যাপারে তাই সত্তা ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন : সাহাবারে কিম্বা নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা কুরীয়া গোনাহ ও সংঘটিত হতে পারে, 'হা কিসক তথা পাপচার। এরপে গোনাহ হলে তাঁদের বেলামও শরীরতসমত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাক্ষাৎ হলে তাঁদের ধরণ এবং সাক্ষ ও প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাদৃলে আহজে সুন্নাত ওয়াজ জ্যামাতের আকীদা এই যে, সাহাবী গোনাহ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ থেকে তঙ্গো করে পবিত্র হন নি। কোরআম পাক **رَبِّيْ مَنْهُمْ وَرَضِيْوْهُ** বলে সর্ববহুর তাঁদের সম্পর্কে আলাহ্ তা'আরার সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ ক্ষমা করা বাতীত আলাহ্ তা'আরার সন্তুষ্টি হয় না। কাবী আবু ইয়ালা (র) বলেন : সন্তুষ্টি আলাহ্ তা'আর একটি চিরাপত শুণ। তিনি তাঁদের জন্য এই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাঁদের ওষাঢ় হবে।

সারলকথা এই যে, সাহাবারে কিম্বারের বিভাগে দলের মধ্য থেকে শুণীশৃণি করেক-জন দ্বারা কখনও কোন গোনাহ হবে থাকলেও তাঁরা তাহজিক তঙ্গো করার সৌভাগ্য-প্রাপ্ত হয়েছেন। রসূলে সন্নীয় (সা)-এর সংসর্গের কর্মকল্পে শরীরত তাঁদের অভাবে পরিপন্থ হয়েছিল। শরীরত বিশ্বাসী কোন কাজ অথবা গোনাহ তাঁদের পক্ষ থেকে খুবই দুর্ভাগ্য ছিল। তাঁদের অসংখ্য সহ কর্ম ছিল। নবী কুরীয় (সা) ও ইসলামের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আলাহ্ ও রসূলের অনুসরণকে তাঁরা জীবনের প্রত হিসাবে প্রাহণ করেছিলেন এবং এ জন্য এমন সাধনা করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে শুরু পাওয়া দুর্কর। এসব শুণ ও প্রের্তিহের শুকাবিজ্ঞায় সারা জীবনের মধ্যে কোন সোনাহ হবে সেজেও তা বজাবতই ধর্তব্য নয়। এছাড়া আলাহ্ তা'আরা ও তাঁর

ইসুল (সা)–এর মাহাব্যা ও মহকমতে তাঁদের অঙ্গে হিজ পরিপূর্ণ। সামান্য গোবাহ হয়ে পেলেও তাঁরা আজ্ঞাহৰ ক্ষেত্রে তাঁত হয়ে পড়তেন এবং তাঙ্কলিক তওরা করতেন; বরং নির্জেকে শাস্তির জন্য নির্জেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নির্জেই নির্জেকে মসজিদের ক্ষেত্রে সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাসীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাসীস থেকে জানা যায় যে, যে বাস্তি গোবাহ থেকে তওরা করে, সে এখন হয়ে আর যেন গোবাহ করেনি। তৃতীয়ত কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্য কাজ নির্জেও গোবাহের কাফকারা হয়ে যাব। বলা হয়েছে:

أَنَّ الْمُسْلِمَاتِ يُذْهَبْنَ إِلَيْنَا تَنْهِيَةً—বিশেষত সাহাবারে কিন্তু আরে পুণ্যকাজ গোবাহের কাফকারা হবেই। কারণ, তাঁদের পুণ্য কাজ সাধারণ লোকদের মত হিজ না। তাঁদের অবস্থা আবু দাউদ ও তিভারিয়ী হয়রত সাহীদ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

وَاللَّهِ لِمَهْدِ رَجُلٍ مُلِئَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ فَحْشٍ
وَجَهَ خَلْفَ مِنْ هَمْلٍ أَحَدَ كُمْ وَلَوْ عَمْ عَمْ فَوْحَ—

“আজ্ঞাহৰ ক্ষেত্র, তাঁদের যথা থেকে কোন বাস্তির নবী কফীয় (সা)–এর সাথে জিহাদে সরীক হওয়া—যাতে তাঁর মুখ্যমন্ত্র খুলি খুসরিত হয়ে যাব—তোমাদের সারা জীবনের ইবাদত থেকে উত্তম, যদিও তোমাদেরকে নৃহ (আ)–এর আযুক্তাল মান করা হয়।” অতএব গোবাহ হয়ে পেলে যদিও তাঁদেরকে নির্ধারিত শাস্তি দেওয়া হব, কিন্তু এতদসংগ্রেও কোন পরবর্তী বাস্তির জন্য তাঁদের কাটোকে ফাসিক সাহান্ত করা আবেদ্য নয়। তাই রসুলুল্লাহ (সা)–র মুগে কোন সাহাবী আরো কিসক হওয়ার কানাগে তাঁকে ফাসিক বলা হলেও এর কারণে তাঁকে (নাউবুবিলাহ) পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসিক বলা বৈধ নয়। —(রাহল-মাঝী)

আলোচ্য আজ্ঞাত অবতরণের কারণ ওজীদ ইবনে ওকবা (রা)–র ঘটনা হলেও আজ্ঞাতে তাঁকে ফাসিক বলা হয়েছে—একথা অকাট্যাকাগে অরম্ভ নয়। কারণ, এই ঘটনার পূর্বে ফাসিক বলার মত কোন কাজ তিনি করেন নি। এই ঘটনারও নিজ খারপা অনুযায়ী জড় মনে করেই তিনি যোগায়িক সোজ অল্পকে একটি বাস্তবে আজ সংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আলোচ্য আজ্ঞাতের অর্থাৎ জনাবাসেই তা হতে পারে, যা উপরে তফসীরের সার-সংজ্ঞে পে বিপিত হয়েছে। অর্থাৎ এই আজ্ঞাত ফাসিকের অবস্থা অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামাজিক নীতি বর্ণনা করেছে এবং সংক্ষিপ্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই আজ্ঞাত অবতরণের ফলে বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওজীদ ইবনে ওকবা (রা) ফাসিক না হলেও তাঁর অবর শাস্তিলাভী দ্বিতীয় আজ্ঞায়ীর মনে হয়েছে। তাই রসুলুল্লাহ (সা) বিবল তাঁর অবরে ডিতিতে ব্যবস্থা করে না করে খালিদ ইবনে ওজীদীদ (রা)–কে তদন্তের আদেশ দেন। সুতরাং একজন সব ও বির্তন্বোধ বাস্তিক অবরে ইতিতেজ ডিতিতে সম্মেহ হওয়ার কারণে অবস্থন তদন্ত না করে ব্যবস্থা করে না হত না, তখন ফাসিকের অবর ক্ষমতা না করা। অর্থাৎ তদন্তুয়ায়

ব্যবহাৰ কৈখ মা কৰা আৰও সুস্পষ্ট। সাহাবীগণেৰ ‘আদালত’ সম্বৰ্কিত আলোচনাৰ কিন্তু অংশ পৰিবৰ্তী আৱাদেও বলিত হৰে।

**وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ يُطِيعُوكُمْ فِيْ كَثِيرٍ قَنَ الْأَمْرِ
لَعْنَتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَرَيَّبَنَّهُ فِيْ قُلُوبِكُمْ
وَذَكْرَهُ إِلَيْكُمُ الْكُفَّرُ وَالْقُسْوَقُ وَالْعُصَيْانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ
فَضِلَّاً مِنَ اللَّهِ وَنَفْسَهُ دَوَّالَهُ عَلَيْهِ حَكْمٌ كَيْمٌ**

(৭) তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আজাহ্ৰ রসূল রয়েছেন। তিনি হিসি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার যেনে দেবে, তবে তোমরাই কল্প পাৰে। কিন্তু আজাহ্ৰ তোমাদের অভয়ে ইয়ানেৰ বহুবচত সৃষ্টি কৰে দিয়েছেন এবং তা হাস্তুমাদী কৰে দিয়েছেন। পকা-কৰে কুকৰ, পাপাচাৰ ও নাকুলমানীৰ প্ৰতি হাতা সৃষ্টি কৰে দিয়েছেন। তাৰাই সৎ গথ অবল-অনুভাৱী। (৮) এই আজাহ্ৰ কৃপা ও নিয়মত, আজাহ্ৰ সৰ্বত, অভায়।

তফসীরে সার-সংজ্ঞেণ

তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আজাহ্ৰ রসূল (বিদ্যমান) আছেন (যা আজাহ্ৰ বৰ্ত নিয়ামত, যেনে আজাহ্ৰ যেনে : **لَقَدْ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلَمُ**)—এই নিয়ামতেৰ ফলতত্ত্ব এই যে, কোন ব্যাপারে তোমরা তাৰ বিৰক্তচৰণ কৰবে না যদিও তা পাদিব ব্যাপার হয় এবং পাদিব ব্যাপারাদিতে তিনি তোমাদের মতামত যেনে নেবেন, এৱাপ তিক্তা কৰো না। (কেননা) তিনি হিসি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার যেনে দেবে, তবে তোমরাই কল্প পাৰে। (কাৰণ, সেটা উপযোগিতাৰ খেজাক হলে তদনুব্যাপী কাজ কৰাৰ মধ্যে অবশ্যই কৃতি হবে। কিন্তু রসূলেৰ মতামত অনুব্যাপী কাজ কৰাজে দেৱাপ হবে না। কেননা, পাদিব ব্যাপার হওয়া সংৰেণ সেটা উপযোগিতাৰ খেজাক হওয়াৰ সংক্ষিপ্ত ব্যাবনা যদিও অবীকুৰ ও নবু-ওয়তেৰ পৰিপন্থী নহ, কিন্তু প্ৰথমত এৱাপ সংক্ষিপ্ত ব্যাবনা বিশিষ্ট ব্যাপার ধূৰই কৰ হবে। হলে যদিও তাতে উপযোগিতা নল্পিত হয়ে যাব, তবে এই উপযোগিতাৰ বিকল্প অৰ্থাৎ পুৰুকাৰ ও রসূলেৰ আনুসন্ধয়েৰ সওয়াব অবশ্যই পাওয়া আবে। কিন্তু তোমাদেৰ মতামত অনুব্যাপী কাজ কৰাজে ধূৰ নথপ্য সংখৰক ব্যাপার এহন হবে, যাতে উপযোগিতা তোমাদেৰ মতামতেৰ অনুকূলে আৰববে, কিন্তু তা নিৰ্দিষ্ট না হওয়াৰ কাৰণে কতিকৈ আশৰকাই বেলী থাকবে এবং এৰ কোন কৃতিপূৰণ নেই। এই ব্যাখ্যা দাবা ‘অনেক বিষয়ে’ কথাটিৰ উপকাৰিতাও দাবা পেজ। মোটকৰ্তা, আজাহ্ৰ রসূল তোমাদেৰ অনুব্যাপী কাজ কৰাজে তোমরাই বিগলিষ্ট হতে। কিন্তু আজাহ্ৰ (তোমাদেৱকে বিপদ হেকে উকাজ কৰিছে) এতাবে

যে) তোমাদের অভ্যন্তরে ইমানের অবস্থাকে স্বচ্ছ করেছেন এবং তা (অর্থনকে) কল্পনারাহী করে দিয়েছেন এবং কৃকুল, পাপাচার (অর্ধাত্ ক্ষমিয়া সোনাহ) ও (যে কোন) মাফরণহীনীর (অর্ধাত্ সন্মুক্তি সোনাহ) গতি হ্লা স্বচ্ছ করে দিয়েছেন। (কর্তৃ তোমরা সর্বদা রসূলের সন্তগিত অপ্রেক্ষণ কর এবং রসূলের সন্তগিত বিধানকারী বিশেষাবলী মেনে চল। ত্রৈমতে তোমরা অধ্যন জীবনতে দেখেছ যে, সাংসারিক বিষয়াদিতেও রসূলের আনুগত্য ও রাজির এবং পূর্ণ আনুগত্য ব্যক্তিত ইমান পূর্ণ হয় না, তখন তোমরা অনভিবিজাত এই নির্দেশও অনুসৃত করেছিলেন এবং অনুসৃত করে ইমানকে আরও পূর্ণ করে নিয়েছ)। তারাই আজাহ্ তা'জালার কঙ্গা ও অনুগ্রহে সং পথ অবগতিনকারী। আজাহ্ (এসব নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, তিনি এসবের উপরায়িতা সম্পর্কে) সবিশেব তাত এবং (বেহেতু তিনি) প্রত্যাখ্য (তাই এসব নির্দেশ গুরোচিত করে দিয়েছেন)।

আনুগতিক জাতীয় ক্ষিতি

এর আগের আর্দ্ধাতে ওলীদ ইবনে খুকবা ও মুকালিক পোতার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল। ওলীদ ইবনে ওকবা মুকালিক পোতা সম্পর্কে ধ্বনি দিয়েছিল যে, তারা শুরুতাদ (ধর্মজাপি) হয়ে গেছে এবং সাক্ষাত পিতে অবীকার করেছে। এতে সাহাবায়ে ক্ষিয়ামের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁদের মত ছিল যে, মুকালিক পোতার বিগকে বৃক্ষতিয়ান করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) ওলীদ ইবনে ওকবার ধ্বনি করে প্রতিশালী ইবিলের খেলাক মনে করে কবুল করেন নি এবং তদন্তের জন্য খাজিদ ইবনে ওয়ালীদকে আদেশ করেন। আপের আয়াতে কেরাজাম ও বিষয়কে আইনের রাগ দান করেছে যে, যে বাড়িয়ে ধ্বনি প্রতিশালী ইবিলের মাধ্যমে সম্মেহ দেখা দেয়, তদন্তের পূর্বে তার ধ্বনি অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রাপ্ত করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে ক্ষিয়ামকে আরও একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও বন্য মুকালিক সম্পর্কিত ধ্বনি করে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় যর্দানাবোধের কারণে হিল, কিন্তু তোমাদের মতামত নির্ভুল হিল না। রসূলের অবরুদ্ধিত পছাই উভয় হিল।—(যাবহাবী) উদ্দেশ্য এই যে, পরামর্শ সাপেক্ষ ব্যাপারাদিতে কোন মত পেল করা তো দুরস্ত; কিন্তু এরপ চেষ্টা করা যে, রসূল (সা) এই মত অনুযায়ীই কাজ করুন, এটা দুরস্ত নয়। কেননা, সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও ধূম করবই রসূলের মতামত উপরোক্ষিতার বিপরীত হওয়ার সত্ত্বাবন্ন আছে, যা নবুরূপের পরিপন্থী নয়, কিন্তু আজাহ্ তা'জালা তাঁর রসূলকে যে দুরদৃষ্টি ও বুজিয়ত্ব দান করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রসূল যদি তোমাদের মতামত মেনে চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কঢ়ে ও বিপদ হবে। যদি কুরালি কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপরোক্ষিতা নিহিত থাকে এবং তোমরা রসূলের আনুগত্যের ধাতিয়ে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, যাহুত তোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে থাক, তবে তাতে তত্ত্বকুর ক্ষতি নেই, যত্তেকুর তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা, এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে পেলেও রসূলের আনুগত্যের দুরদৃষ্টি ও সওজায় এর চমৎকার বিকল বিদ্যমান আছে।

শব্দান্ত

କୁର୍ରାନ୍ ଥେବେ ଉତ୍ତର । ଏହି ଅର୍ଥ ଜୀମାଧ୍ୟ ହସ୍ତ ଏବଂ କୋନ ବିପଦେ ଗଭିତ ହେଉଥାଏ ହସ୍ତ ।
ଏଥାନେ ଉତ୍ତର ଅର୍ଥର ସମ୍ଭାବନା ଆହେ ।—(କୁର୍ରାନ୍ତରୀ)

وَإِنْ طَائِفَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرَطُوا فَأَصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ
بَعْثَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِهِ فَقَاتَلُوا أَكْيَرَ تَبَعِّي حَتَّى تَفْقَدَ
لَا لِأَمْرِ الرَّوْفَانِ فَإِذَا تَفَقَّدَ فَأَصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْبِلُوهَا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوهَا
بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ شَرِحُونَ ۝

(9) यदि यूरिनदेर मुहै दल शुक्र विष्ट हवे गडे, तबे तोयरा तादेर अधेरी यौवांसा करे देवे। अतःपर यदि तादेर एकमत्त अपर्याप्त दलेर उपर उच्चाओ हड्डी, तबे तोयरा आकृत्यगकारी दलेर विकाजे शुक्र करावे; वे पर्यंत ना तोरा आजाह्वा निम्देवेर दिके फिरे आसे। यदि फिरे आसे, तबे तोयरा तादेर अधेरी न्यायालूप सक्ताव यौवांसा करे देवे एवं इनसाक करावे। निश्चय आजाह्वा इनसाककारीदेवेरके गहन्य करावे।
 (10) यूरिनदा तो गरम्सर भाई भाई। अतःवा, तोयरा तोयादेर मुहै भाईरेर अधेरी यौवांसा करावे एवं आजाह्वा कर करावे—साते तोयरा अनुश्वास्त हो।

অসমীয়া সাম্ব-সংকলন

ଯାଦି ମୁଁ ଯିବନ୍ଦେର ଦୁଇ ଦଳ ସୁଜ୍ଜ ଲିପ୍ତ ହେଁ ପଡ଼େ, ତବେ ତୋମରା ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯୀମାଂସା କରେ ଦାଓ (ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କାରାପ ଦୂର କରେ ସୁଜ୍ଜ ବଜ୍ର କରିବାରେ ଦାଓ) । ଅତଃପର ଯଦି (ଯୀମାଂସାର ଚିତ୍ତାର ପରାତ୍) ତାଦେର ଏକଦଳ ଅପର ଦଳେର ଉପର ଢାଗ୍ ହୁଏ, (ଉଦ୍ବେଦ୍ଧ-ବିରାତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନା କରେ) ତୋମରା ଆକୁମଳକାରୀ ଦଳେର ବିରାଜେ ସୁଜ୍ଜ କରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତାରା ଆଜାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଦିକେ ଫିରେ ଆସେ (ଆଜାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବେ ସୁଜ୍ଜ-ବିରାତି ବୋବାନୋ ହେଁଥେ) । ଏକଥିରୁ ଯଦି ଆକୁମଳକାରୀ ଦଳ (ଆଜାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଦିକେ) ଫିରେ ଆସେ (ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଜ୍ଜ ବଜ୍ର କରେ ଦେଇ), ତବେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ନ୍ୟାଯାନୁଗ ପଞ୍ଚାମୀ ଯୀମାଂସା କରେ ଦାଓ (ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ବିଧାନୀ-ମୁଖ୍ୟାଙ୍ଗୀ ବ୍ୟାପାରାଟି ଯୀମାଂସା କରେ ଦାଓ) । ଶୁଭ ସୁଜ୍ଜ ବଜ୍ର କରେଇ କ୍ଷାକ୍ଷ ହେଁଥୋ ନା । ଯୀମାଂସା ନା ହଜେ ପୁନରାବ୍ରତ ସୁଜ୍ଜ ବାଧାବାର ଆଶ୍ରମକା ଥାକବେ) । ଏବେ ଇନ୍ସାକ୍ଷ କରାନ୍ । (ଅର୍ଥାତ୍ କୋନ ମାନସିକ ଦ୍ୱାରକେ ପ୍ରବଳ ହାତେ ଦିଲ୍ଲୋ ନା) । ବିଶ୍ଵର ଆଜାହାତ ତା'ଆଜା ଇନ୍ସାକ୍ଷକାରୀଦେଶରକେ ପଛମ କରେନ । (ପାରାମଣ୍ଡିକ ଯୀମାଂସାର ଆଦେଶ ଦେଉଥାର କାରାପ ଏହି ସେ) ସୁଁ ଯିବନ୍ଦୀ ତୋ (ଖ୍ୟାଲିକ ଜ୍ଞାନଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବାଦର କାରାପ ଏହି ଅଗରେ) ତାଇ । ଅତଃଏବ ତୋମାଦେର ଦୁଇ ଡାଇଯେର

মধ্যে শীঘ্ৰসা কৰে দাও (যাতে ইসলামী প্ৰাতৃক প্ৰতিষ্ঠিত থাকে)। এবং (শীঘ্ৰসাৰ সহয়) আজোহকে কৰ কৰ (অৰ্থাৎ শৰীয়তেৱে শীঘ্ৰসাৰ প্ৰতি পক্ষা গীৰ), যাতে তোমো অনুচ্ছেদপ্ৰাপ্ত হও ।

আনুবালিক ভাষ্যকাৰী বিবৰণ

পূর্বাগ্ৰহ সম্পর্ক : পূৰ্ববৰ্তী আগ্রাহসমূহে রসূলুলৈহ (সা)–র ইক, আদৰ এবং তৌৰ পক্ষে কঢ়েন্দৰীকৰণ কৰিবলৈক কৰ্তৃকৰ্ম থেকে বিৱৰণ থাকাৰ কথা বলিত হয়েছিল। আজোচৈ আগ্রাহসমূহে সাধাৰণ সমস্ত ও বাস্তিপত কীভিলৈতি এবং পারম্পৰাক অধিকাৰসমূহ বৰ্ণনা কৰা হচ্ছে। অপৰকৰে কঢ়েন্দৰীকৰণ থেকে বিৱৰণ থাকাই আজোচৈ আগ্রাহতণ্ডোৱ মূল প্ৰতিগামী।

শানে-নৃষ্টুল : এসব আগ্রাহেৰ শানে-নৃষ্টুল সম্বাৰে ভক্ষীন্দৰিদগ্ধ একাধিক ঘটনা বৰ্ণনা কৰোছেন। এসব ঘটনায় খোদ মুসলিমানদেৱ দুই দলেৱ মধ্যে সংঘৰ্ষেৰ বিবৰণৰ আছে। এখন সকলা ঘটনার সংজ্ঞিত আগ্রাহসমূহ অবস্থাপেৰে কাৰণ হতে পাৰে অধ্যা দেৱেন একটি ঘটনায় পৰিপ্ৰেক্ষিতে আগ্রাহ অবতীৰ্থ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুজ্ঞাপ দেখে দেঙ্গোকেও অবস্থাপেৰে কাৰণেৰ মধ্যে শৰীৰিক কৰে দেওয়া হয়েছে। এই আগ্রাহে আসক্ষে মুক্ত ও জিহাদেৱ সৱজাম ও উপকৰণেৰ অধিকাৰী রাজন্যবৰ্গকে সংৰোধন কৰা হয়েছে। —(বাহুৰ প্ৰাচল মাঝাবী) পৰোক্ষতাৰে সকলা মুসলিমানকেও সংৰোধন কৰা হয়েছে, তাৰা এ বাপৰে রাজন্যবৰ্গেৰ সাথে সহযোগিতা কৰিব। মেখানে কোন ইয়াম, আবিৰ, সৱজাম অধ্যা বাদশাহ দৰিই, সেখানে যাভজুৰ সত্ত্ব বিবদয়ান উভয় পক্ষকে উপস্থিত দিয়ে মুক্ত-বিৱৰণিতে সম্মত কৰতে হবে। যদি উভয়ই সম্মত মা হয়, তবে তাদেৱ থেকে পৃথক থাকতে হবে। কাৰণও বিৱৰণিতা এবং কাৰণ গৰু অবলম্বন কৰা আবে মা। —(বৰানুল কোবুআন)

শাসনক্ষেত্ৰ : মুসলিমানদেৱ দুই দলেৱ মুক্ত কৰিব প্ৰকাৰ হতে পাৰে। এক বিবদয়ান উভয় দল ইয়ামেৰ শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে না কিংবা এক দল শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বিহীনভাৱে হবে। প্ৰথমোক্ত অবস্থায় সাধাৰণ মুসলিমানদেৱ কৰ্তৃব্য হবে উপদেশেৰ মাধ্যমে উভয় দলকে মুক্ত থেকে বিৱৰণ কৰা। যদি উপদেশে বিৱৰণ না হয়, তবে ইয়ামেৰ পক্ষ থেকে শীঘ্ৰসা কৰা ওয়াজিব। যদি ইসলামী সৱকাৰেৰ হস্তক্ষেপেৰ কলে উভয় পক্ষ মুক্ত কৰে, তবে কিসাস ও রাজ বিনিয়মেৰ বিধান প্ৰযোজ্য হবে। অন্যান্য উভয় পক্ষেৰ সাথে বিস্তোহীন নাবি বাবহাব কৰা হবে। এক গৰু শুক্ত থেকে বিৱৰণ হলে এবং অগৱ গৰু জুলুয় ও বিৰ্বাতন অব্যাহত রাখলে বিভীৰ পক্ষকে বিস্তোহী অনে কৰা হবে এবং অৰ্থম গৰুকে আদিল বলা হবে। বিস্তোহীদেৱ প্ৰতি প্ৰযোজ্য বিভাগিত বিধান কিবল প্ৰহে পঞ্চটব্য। সংকেপে বিধান এই দৰে, বুজেৱ আলে তাদেৱ অন্ত হিনিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেৱকে প্ৰেক্ষাতাৰ কৰে তওৰা না কৰা পৰ্যবৰ্ত বলী কৰা হবে। মুক্তৰত অবস্থায় কিংবা মুক্তেৱ পৰ তাদেৱ সত্ত্বান-সত্ত্বাকে সোজাম অধ্যা বাঁদী কৰা হবে না এবং তাদেৱ ধৰ্মসম্বন্ধ মুক্তজৰ্থ ধৰ্মসম্বন্ধ বলে গণ্য হবে না। তবে তওৰা না কৰা পৰ্যবৰ্ত ধৰ্মসম্বন্ধ আটক কৰা হবে। উভয়ৰ পৰ প্ৰাপ্তাগৰ্ভ আলা

قَاتِنْ فَأَمَّنْ فَأَمْلَأُوا بِهِمَا بِالْعَذَابِ
হবে। আরাতে বলা হচ্ছে :

وَأَقْسَطُواْ وَأَرْبَاعَ هَذِهِ دِيْنَهُمْ وَمُنْكِرُهُمْ
মন্তব্য হবে না, যখন শুভের কর্তব্য ও গুরুপরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে ক্ষেত্র-পক্ষের মনে বিদ্রোহ ও শক্তি প্রবর্তিত না থাকে এবং সাহার মাজুতের পরিবেশ সুস্থিত হব। তারা যেহেতু ইয়ামের বিরুদ্ধেও যুক্ত করেছে, তাই তাদের বাপারে পুরোপুরি ইন্দোর না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কোরআন পাইকান্ত-পক্ষের অধিকারের বাপারে ইন্দোরের তাকীদ করেছে।—(বাদানুজ কোরআন)

যামাজাজী : যদি মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল ইয়ামের বশতা অঙ্গীকার করে, তবে ইয়ামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ প্রবণ করা, তাদের কোন সদেহ কিংবা জুল ব্রোকাবুবি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার দরীয়তসম্মত বৈধ কানুন উপস্থিত করে, যদ্যোর খোদ ইয়ামের অন্যান্য-অভ্যাচার ও নিপীড়ন প্রয়াণিত হয়, তবে সংখারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহারা ও সমর্থন করা, স্বতে ইয়াম জুলুম থেকে বিরুদ্ধ হয়। একজন ইয়ামের জুলুম নিশ্চিত ও সম্পেছাতীতরাগে প্রয়াণিত হওয়া শর্ত।—(মাযহারী)

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুপত্তি বর্জনের পক্ষে কোন সুস্থিত ও সজ্ঞ বলার পক্ষে করতে না পারে এবং ইয়ামের বিপক্ষে যুক্ত করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের শুভে লিপ্ত হওয়া হালাত। ইয়াম শাকেরী বলেন, তারা যুক্ত কর না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুক্ত করা জারী হবে না।—(মাযহারী)

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অভ্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরাগে জানা যায়। যদি উক্ত পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রয়াগ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদিল, তা নিশ্চিত করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রথম ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদিল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহারা ও সমর্থন করতে পারে। যার একপ কোন প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে, দেশের জয়ত ও সিফকীন শুভে একপ পরিষ্কার উক্তব্য হয়েছিল।

সাহারায়ে কুরামের পাইল্পরিক বাদানুবাদ : ইয়াম আবু বকর ইবনে আরাবী (রা) বলেন : এই আরাতে মুসলমানদের পাইল্পরিক দল-কল্পনাত্মক আবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দল-কল্পনাও এই আরাতের মধ্যে দাখিল, যাতে উক্ত পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রয়াগের জিতিতে শুভের জন্য প্রস্তুত হবে যাবৎ। সাহারায়ে কুরামের বাদানুবাদ এই পক্ষের মধ্যে পড়ে। কুরাতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উক্ত পক্ষের যাজে সাহারায়ে কুরামের পাইল্পরিক বাদানুবাদ তথা জাজে-জমের ও সিফকীনের অসম অরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মগুলোর প্রতি অঙ্গুষ্ঠি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরাতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে :

কোন সাহাবীকে অকাট্টা ও বিপিচতরাপে ভ্রাতৃ বলা আয়োজ নয়। কারণ, তাঁরা সবাই, ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপদ্মা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আরাহত তা'আলাৰ সন্তুষ্টি জাত। তাঁরা সবাই আমাদের মেতা। আমাদের প্রতি নির্মেশ এই যে, আমরা হেন তাঁদের পারম্পরিক বিশেষ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সবসা উভয় পক্ষের তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেবল, সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী কর্মী (সা) তাঁদেরকে যদি বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আরাহত তা'আলা তাঁদেরকে কথা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রয়োগিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) ইবরাত তামহা (রা) সম্পর্কে বলেছেন : **أَنْ طَلَبَةً شَهِيدَ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ** অর্থাৎ তামহা তৃপ্তে চলাকেরাকানী শহীদ।

এখন ইবরাত আজী (রা)-র বিকলে ইবরাত তামহা (রা)-র শুকের জন্য দ্বিতীয় প্রকল্প গোনাহ ও মাঝের মানী হলে এ শুকে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদতের মর্যাদা-জাত করতে পারতেন না। এমনিভাবে ইবরাত তা'মহার এই কাজকে ভ্রাতৃ এবং কর্তব্য পালনে ঝুঁটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্য শাহাদতের মর্তব অঙ্গিত হত না। কারণ, শাহাদত একমাত্র তুর্থমই অঙ্গিত হয়, যখন কেউ আরাহত তা'আলাৰ আনুগত্যে প্রাপ বিসর্জন দেয়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরী।

এ ব্যাপারে খোদ ইবরাত আজী (রা) থেকে বলিন্ত সহীহ ও যশোর হাদীস বিতীয় প্রয়োগ। তাতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন : শুবায়রের হত্যাকানী জাহানামে আছে।

ইবরাত আজী (রা) বলেন : আমি রসুলুল্লাহ (সা)-কে একমা বলতে শুনেছি, সক্রিয়া-তন্ত্রের হত্যাকানীরের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রয়োগিত হয় যে, ইবরাত তামহা (রা) ও ইবরাত শুবায়র (রা) এই শুকের কারণে পাপী ও গোনাহ গার হিলেন না। এরাপ হজে রসুলুল্লাহ (সা) ইবরাত তামহাকে শহীদ বলতেন না এবং শুবায়রের হত্যাকানী সম্পর্কে জাহানামের ভিন্নভাবী ব্যাপতেন না। এছাড়া তিনি হিলেন আমাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দর্শকেন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের আজাতী হওয়ার সাক্ষা প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যারা এসব যুক্ত নিরপেক্ষ হিলেন, তাঁদেরকেও ভ্রাতৃ বলা যায় না। আরাহত তা'আলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ অঙ্গের উপরাই কারেম রেখেছেন—এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপদ্মাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ডুর্সনা করা, তাঁদের সাথে সম্পর্কহীন করা, তাঁদেরকে কাসিক সাব্যস্ত করা এবং তাঁদের ফঙ্গিত, সাধনা ও যাহান ধর্মীয় মর্যাদা অধীক্ষণ করা কিছুতেই দুর্বল নয়। জনেক আমিমকে জিজাস করা হয় : সাহাবারে কিমামের পারম্পরিক বাদানুবাদের ফলদৰ্শন বে কর্তৃ প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আগন্তুর যতোমত কি ? তিনি জওয়াবে এই আয়াত ডিজোড়াতু করেন :

نَكَّ أَمَّا قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَبِيَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ

كَانُوا يَعْمَلُونَ

আর্থিক সেই উচ্চত অতিক্রান্ত হয়ে পোছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। তারা কি করত না করত, সে সমস্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রয়োজনীয়তাবে অন্য একজন বৃষ্টিপূর্ণ বলেন : এটা এখন রজ্জ যে, আজ্ঞাহ এর বাবা আমার হাতকে রাখিত করেন নি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোন এক গুরুতে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত প্রাপ্ত সাব্যস্ত করার জুলে ঝিল্পত হতে চাই না।

আর্যামা ইবনে ফওর বলেন : আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে কিম্বার্মের যথাবৃত্তি বাদানুবাদ ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুসূর্য ; তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলারেত ও নবুরাতের গভী থেকে খারিজ হয়ে যান নি। সাহাবায়ে কিম্বার্মের পারস্পরিক ঘটনাবলীর ব্যাপারটিও ইবহ তাই।

হয়রত মুহাম্মদ র (র) বলেন : সাহাবায়ে কিম্বার্মের পারস্পরিক রজ্জ-পাতের ব্যাপারে আমার গুরু থেকে কিছু মন্তব্য করা সুক্ষিত। কেননা, এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হয়রত হাসান বসরী (র) সাহাবীদের পারস্পরিক মুক্ত সমস্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন : এসব যুক্তি সাহাবীগণ উপরিত ছিলেন এবং আমরা অনুগ্রহিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাঁদের অনুসূর্য করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিপ থাকব।

হয়রত মুহাম্মদ র (র) বলেন : আবিও তাই বলি, যা হয়রত হাসান বসরী (র) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসূর্য করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চিপ থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরক থেকে নতুন কোন পথ অবিজ্ঞার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিষয়ে, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের যাধ্যায়ে কাজ করেছিলেন এবং আজ্ঞাহ তা আলার সন্তুষ্টি কোম্বনা করেছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সম্মেহ ও সংশয়ের উদ্দেশ্যে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَنَّى أَنْ يُكَوِّنُوا
حَيْثُمَا مِنْهُمْ وَلَا تَسْأَءُ مِنْ نِسَاءٍ عَنَّى أَنْ يُجْعَلَ حَيْثُمَا مِنْهُنَّ
وَلَا تَأْتِي زَوْجَهُنَّ بِالْفُسُوقِ وَلَا تَبْرُزُوا بِالْأَنْقَابِ ۗ بِئْسَ إِلَّا سُمُّ الْفُسُوقِ

بَعْدَ الْإِيمَانِ وَ مَنْ لَغَّيْتُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

(৫৫) হে যুদ্ধিনগণ, কেউ খেল অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, দেউপহাসকারী অপেক্ষা উভয় হতে পারে। এবং কোন নারী অপর নারীকেও খেল উপহাস না করে। কেননা, দেউপহাসকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোগ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিজ্ঞাস ছাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাক্তাইসোনাই। বাবা-ওহেন কাজ থেকে ভওবা না করে, তাইহাই জালিয়ে।

জালজীরের সারি-সংজ্ঞেপ

যুদ্ধিনগণ, পুরুষরা খেন অপর পুরুষদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (আদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারীদের) অপেক্ষা (আজাইত্ব কাছে) উভয় হতে পারে এবং নারীরাও খেন অপর নারীদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (আদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারীদের) অপেক্ষা (আজাইত্ব কাছে) শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোগ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (কেমনা, একজো সোনাই)। বিজ্ঞাস ছাপন করার পর (যুসজামানের প্রতি) সোনাইর নাম আরোপিত ইওরা (-ই) যদি। (অর্থাৎ যুসজামানকে এ কথা বলা যে, দে আজাইত্ব নাক্ষত্রমানী করে থা শুধুমাত্র বিষয়। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাক)। বাবা (এহেন কাজ থেকে) বিয়ত না হয়, তারা জালিয়ে (অর্থাৎ বাল্পার হক নল্টকারী)। জালিয়ারা যে শাস্তি পাবে, তারাও তাই পাবে)।

আনুসন্ধিক জালজীর বিষয়

সুরা হজুরাতের ওরাতে নবী কর্নীয় (সা)-এর হক ও আদব, অতঃপর সাধারণ যুসজামানদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক কীভিমীতি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়তে যুসজামানদের দমস্ত সংশোধনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়তে ব্যক্তিবর্তী পারস্পরিক হক, আদব ও সামাজিক কীভিমীতি বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নির্বিজ্ঞ করা হয়েছে। এক. কেনেন যুসজামানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা, দুই. কাউকে দোষারোগ করা, এবং তিন. কাউকে অপমান করা অথবা গীড়সামাজক নামে ডাকা।

কুরুক্ষুবী বলেন : কোন ব্যক্তিকে হের ও অপমান করার জন্য তার কোন দোষ এমনভাবে উঠে এক্ষে, যাতে তোতারা হাসতে থাকে, তাকে **تَسْخِيرٌ - سخیر** ও **أَسْجَزٌ** বলা হয়। এটা শ্রেষ্ঠ মুখে সম্ভব হয়, তেমনি ইত্পদ ইত্যাদি বাবা ব্যক্ত অথবা ইন্দিচের আধুনিক সম্মত হবে ধারণা। কানুন কর্মান্বে অপমানের ক্ষেত্রে কিন্তু পুরুষ ব্যক্ত মাথায়েও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন : আলোচনের হাসির উৎসেক করে, এস্বরূপের ক্ষেত্রে সম্পর্কে আলোচনা করাকে **تَسْخِيرٌ - سخیر** ও **أَسْجَزٌ** বলা হয়। কেবলমানের বর্ণনা অতি একজো সব হারাম।

কোরআন পাক এবং শুভ্র সহকারে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** শব্দ উপহাস নিবিজ্ঞ করেছে যে, একেবারে পুরুষ ও নারী আতিকে শুধুক শুধুকভাবে সরোধন করা হয়েছে। পুরুষদের অন্য ‘কওয়’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, অতিথানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত, অদিত কাগজ ভঙিতে নারীদেরকেও পারিল করা হবে থাকে। কোরআন পাক সাধারণত পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য ‘কওয়’ শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোরআন এখানে ‘কওয়’ শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য ব্যবহার করেছে এবং এর বিপরীতে **لَهُنْ** শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আল্লাহর কাছে উপহাসকারী অপেক্ষা উভয় হতে পারে। এখনিভাবে যে নারী অপর নারীকে উপহাস করে, সে আল্লাহর কাছে উপহাসকারিণী অপেক্ষা তেকু হতে পারে। কোরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারায় হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ কোন পুরুষ নারীকে এবং কোন নারী পুরুষকে উপহাস করলে তা-ও হারায়। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের যোগাযোগ পরীক্ষাতে নিবিজ্ঞ ও নিষ্পন্নীয়। যোগাযোগ না হলে উপহাসের প্রয়োজন উঠে না। আল্লাহর সামর্য এই যে, কোন বাতিল দেহে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠন-প্রক্রিয়তে কোন দোষ দৃষ্টিপোচর হলে তা নিষে কারণ হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেবলমা, তার জানা নেই যে, সত্ত্বত এই বাতি সততা, আকৃতিকভা ইত্যাদির কার্যাপে আল্লাহর কাছে তার চাহিতে উভয় ও স্তোত্র। এই আরাত পূর্ববর্তী বৃহস্পতি ও ঘনীঘাদের অন্তরে অসাধারণ প্রকার বিচার করেছিল। আর ইবনে শোরাহবিল (রা) বলেনঃ কোন বাতিকে বকরীর কানে মুখ জাগিয়ে দুধ পান করাতে দেখে বাদি আমার হাসির উচ্চর হয়, তবে আমি আশৎকা করতে থাকি যে, কেবল আমিন এবং একাগ্নি এবং পাই না হবে যাই। হস্তরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেনঃ কোন কুরআনকেও উপহাস করাতে আমার ডর জাপে যে, আমিন নাকি কুরআন হবে যাই।—(কুরআনী)

১. সহীহ মুসলিমে হস্তরত আবু হুয়াফা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে কুসমুলাহ (সা) বলেনঃ আল্লাহ তাওয়াহ মুসলমানদের আকার-আকৃতি ও ধরনদৌলতের ঝতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অভয় ও কাজকর্ম দেখেন। কুরআনী বলেনঃ এই বাদীস থেকে এই বিধি ও যুদ্ধনীতি জানা হাব যে, কোন বাতিক বাহিক অবস্থা দেখে তাকে নিষিদ্ধকরাপে তাজ অথবা মন্দ বলে দেওয়া জারীর নয়। কারণ, যে বাতিক বাহিক ক্রিয়াকর্মকে আব্দ্যরা প্রকৃত তাজ মনে করছি, সে আল্লাহর কাছে নিষ্পন্নীয় হতে পারে। কেবলমা, আল্লাহ তার আকৃতরীণ অবস্থা ও অন্তরগত শুণাখণ সম্বর্কে সব্যক ভাত আছেনঃ পক্ষান্তরে যে বাতিক বাহিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম মন্দ, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত শুণাখণ তার কুরআনের অবিজ্ঞানীয় হবে বৈতে পারে। তাই যে বাতিকে মন্দ অবস্থা ও কুরআনের মিশ্র দেখ, তার এই অবস্থাকে মন কর; কিন্তু তাকে হের ও জাহিত মনে করার অব্যাহতি নেই। আরাতে বিভীষণ নিবিজ্ঞ বিবর হচ্ছে **يَوْمَ—**এর অর্থ কারণ দোষ কের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে তৎসনা করা, ইবলাদ হয়েছেঃ **تَلَمِّزُ وَ اَنْفَسِكُمْ** —অর্থাৎ

তোমরা নিজেদের দোষ বের করো না। এই বাকাটি **لَا تقتلوا أنفسكم**—এর অর্থ, যার
অর্থ তোমরা নিজেদের দোষ বের করার অর্থ এই যে, তোমরা গুরুতরে একে অন্যকে হত্যা
করো না এবং একে অন্যের দোষ বের করো না। এইসপুরিতে বাস্তু করার রহস্য এইখান
বলা যে, আপরকে হত্যা করা একে দিক দিয়ে নিজেকেই হত্যা করার পথিল। কেবলমা, প্রয়োগ
ডেওয়াপ হয়েই থাক যে, একজন আমাজনকে হত্যা করলে নিষ্ঠাত বাস্তিল সমর্থকরা তাকেও
হত্যা করে। এটা মা শব্দেও অকৃত সত্তা এই হে, মুসলিমান সব ভাই তাই। ভাইকে হত্যা
করা হেন নিজেকে হত্যা করা এবং হত্যার বিহীন করে দেওয়া **لَا تلْمِزُوا أَنفُسکم**—এর
অর্থ তাই। অর্থাৎ তোমরা অন্যের দোষ বের করলে, সে-ও তোমাদের দোষ বের করবে।
কারণথ, দোষ থেকে ফোন মানুষ যুক্ত নয়। জনেক আলিয় বলেনঃ **وَذِكْرَكَ عَوْبَد** ও **لِلنَّاسِ أَعْلَم**
অর্থাৎ তোমার যথেও দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে। তারা
দোষ দেখে। তুমি কানও দোষ বের করলে সে-ও তোমার দোষ বের করবে। যদি সে সবর
করে, তাবে সেই বক্ষাটি বক্ষাটি ছবে যে, মুসলিমান ভাইয়ের দর্শন নিজেরই দর্শন।

ଆମ୍ବିନିଗତ ସଜେଳ । ନିଜେର ଦୋଷେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରୋଧେ ତା ସଂଶୋଧନେର ଚଞ୍ଚାଳ ବାପ୍ରତ ଧ୍ୟାକାର ଯଥୀଇ ଯାନୁମେର ସୌଭାଗ୍ୟ ନିହିତ । ସେ ଏକାପ କରେ, କେ ଅପରେତ ଦୋଷ ବେଳେ କରା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇ ଅବସରଇ ପାଇଁ ନା । ହିନ୍ଦୁଭାନେର ସର୍ବଦେଵ ଯୁସମାନ ବାଦଶାହ୍, ଯୁକ୍ତର ଚନ୍ଦିକାର କୁଳହେଲ ।

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر۔ رہے دیکھتے لوگوں کے عہد و هنر پڑی اپنی برا نہوں پر جو نظر۔ توجہ ان میں کوئی برا نہ رہا

ଆମ୍ବାତେ ନିର୍ବିକଳ ତୁମ୍ଭୀଙ୍କ ବିଜୟ ହେଲେ ଅପରାକେ ଯଦ୍ବ ମାତ୍ରେ ଡାକା, ସଫରମ ଦେ ଅସର୍ବଳ୍ଟ ହର । ଉମାହଶ୍ଵର କାଟିକେ ଥାଇ, ବୌଡ଼ା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଜ ବାଜେ ଡାକା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅପରାନ୍ତନକ ମାତ୍ରେ ସହୋଧନ କରିବା । ହସରତ ପ୍ରାୟ କୁବାମେର ଆନନ୍ଦାରୀ (ଶା) ବକେନ । ଏଇ ଆମ୍ବାତ ଆମାଦେବ ସମ୍ବର୍କ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ । ରମ୍ଭୁଲାହୁ (ଶା) ସଥନ ଯାଇବାର ଅଗମନ କରିବନ, ତଥନ ଆମାଦେବ ଅଧିକରଣ ଲୋକେର ଦୁଇ ତିନାଟି କରନ୍ତୁ ନାମ ଥାଏ ହିବ । କୁତ୍ରଖେ କୋମ କୋନ ନାମ ସଂରିଳିଷ୍ଟ କାହିଁକିକେ ଜାଣା ଦେବା ଓ ଜାହିତ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଲୋକେରା ଧ୍ୟାତ କରାଇଲ । ରମ୍ଭୁଲାହୁ (ଶା) ତା ଆନନ୍ଦମ ନୀ । ତାହିଁ ଯାବେ ଯାବେ ଦେଇ ଯଥ ନାମ ଥରେ ତିନି ସହୋଧନ କରାଇନ । ତଥନ ଆମାବାଟେ କିମ୍ବାମ ବଜାଇନ । ଇହା ରମ୍ଭୁଲାହୁ, ଦେ ଏହି ନାମ କନଳେ ଅସର୍ବଳ୍ଟ ହର । ଏଇ ଲଟନାମ ପରିଶ୍ରଳେକିତେ ଆମ୍ବାଠା ଆମ୍ବାତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହର ।

ব্যক্ত ইমে আকাশ (রা) কলেম-১ **تَنَاهِيْزُ وَبِاللَّقَابِ**—এর অর্থ হচ্ছে
কেউ কেন গোনাহ্ অথবা মন কাজ করে তাওবা করার পরও তাকে সেই মন কাজের নামে
১—

তাকা। উদাহরণত তোর, বাতিলারী অথবা শহারী থেকে সর্বোধম করা। যে বাতি ছুরি, বিমা, শহার ইত্যাদি থেকে তুরা করে দেয়, তাকে অঙ্গীকৃত কৃক্ষম কারা লজ্জা দেতো ও হেসে করা হয়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে বাতি কোম যুসরিমানকে এমন সোনাহ দারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তুরা করেছে, তাকে সেই গোনাহে শিশু করে ইহকাল ও পরকালে লাভিত করার দারিদ্র্য আছাহ্ তা'বন্দো শাহপ করেন।—(কুরআনী) ।

কোম কোম মামের বাতিলাহ : কোম কোম জোকের এমন মাম খাওত হচ্ছে যায়, যা আসলে যদ, কিন্তু এই নাম বাতীক কেউ তাকে দেয়ে যা। এমন্তাত্ত্বাত্ত্ব সংবিলিষ্ট বাতিলকে হেসে লাভিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এই নামে ডাকা জারীয়ে। এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত, বেশন কোন কোম মুহাদিসের মামের সাথে **أَحَدٌ بِإِنْسَانٍ** ইত্যাদি আভ আছে। খোদ রসূলুল্লাহ (সা) অনেক অপেক্ষাকৃত লজ্জা হাতবিলিষ্ট সাহারীকে **ذُلّ** নামে পরিচিত করেছেন। ইহরত আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ (রা)-কে জিজাসা করা হয় : হাদীসের সমন্দে কঠক মামের সাথে কিছু পদবী হৃত হয়, যেহেতু **مَوْرِي** **أَوْ** **মুরিমের ইক আপর মুরিমের উপর** এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় মাম ও পদবী সহকারে তাক্ষণ্যে। এ কারণেই আরবে তাক নামের ব্যাপক প্রচলন হিল। রসূলুল্লাহ (সা)-ও আ গুরু করেছিলেন। ছিমি বিশেষ বিশেষ সাহারীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন—ইহরত আবু বকর সিন্ধুক (রা)-কে ‘জাতীক,’ ইহরত উমর (রা)-কে ‘ফারাক,’ ইহরত হায়য়া (রা)-কে ‘জাসুলুল্লাহ’ এবং বালিদ ইবনে উরাইদ (রা)-কে ‘সাইলুল্লাহ’ পদবী দান করেছিলেন।—(কুরআনী) ।

তার মামে ডাকা সুরাহ : রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : মুরিমের ইক আপর মুরিমের উপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় মাম ও পদবী সহকারে তাক্ষণ্যে। এ কারণেই আরবে তাক নামের ব্যাপক প্রচলন হিল। রসূলুল্লাহ (সা)-ও আ গুরু করেছিলেন। ছিমি বিশেষ বিশেষ সাহারীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন—ইহরত আবু বকর সিন্ধুক (রা)-কে ‘জাতীক,’ ইহরত উমর (রা)-কে ‘ফারাক,’ ইহরত হায়য়া (রা)-কে ‘জাসুলুল্লাহ’ এবং বালিদ ইবনে উরাইদ (রা)-কে ‘সাইলুল্লাহ’ পদবী দান করেছিলেন।

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَبَثُّو مَحْشِرًا تَنْهَى الظُّلُمَاتِ رَأَيْ بَعْضَ
الظُّلُمَاتِ رَأَيْ شَرٍّ وَلَا تَجْعَسُوا وَلَا يُفْتَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا دَأْبُعَيْ
أَهْدُوكُمْ أَنْ كُلَّ لَهُمْ أَغْيُرُو كَيْشَ لَكَرْهَنْمُوَدَ وَأَنْقُلُو اللَّهَ دَ
إِنَّ اللَّهَ نَوَابِ رَجِيْرَ**

(৪৬) এই মুরিমের ডাক আরব ধারণা থেকে পৌঁছে আসে। মিস্তর কঠক ধারণা সোনাহ। এবং সোনাহ বিশেষ সম্মত করে যা। ডাকাসের কেউ যেন কারও প্রচারে নিষিদ্ধ না করে। ডাকাসের কেউ কি তার হৃত জাতীক সাঁসে কারো পছন্দ করবে? বর্তত

তোমরা তো একে প্রশ়াই কর। আজাহকে তো কর। বিশ্চর আজাহ তওবা করুনকারী, পরম দর্শনু।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'বিনগথ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। বিশ্চর কতক ধারণা সোনাহ। (তাই ধারণার যত প্রকার আছে, সবগুলোর বিধান জেনে নাও যে, কোন্ ধারণা জারোয় এবং কোন্টি মাজাহেব)। এরপর জারোয় ধারণার মধ্যেই ধাক)। এবং (কারণ দোহের) সজান করো না। কেউ যেন কারণ গীবত তথা পশ্চাতে নিম্নাও না করে। (এরপর গীবতের নিম্না করে বলা হয়েছে) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, সে তার হৃত ভাতার মাস উক্ত করবে? একে তো তোমরা (অবশ্যই) ধারণ মনে কর (অতএব বুঝে নাও যে, কোন্ ভাতার গীবতও এরই যত)। আজাহকে তো কর (গীবত পরিত্যাগ করে তওবা করে নাও)। মিশ্চর আজাহ তওবা করুনকারী, পরম দর্শনু।

আনুষঙ্গিক ভাত্তব্য বিষয়

এই আজাহেও পারম্পরিক হক ও সামাজিক রৌদ্রিনীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতেও তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। এক: **مُنْهَى** তথা ধারণা; দুই: **অর্ধাং কোন** সোগন দোষ সজান করা; এবং তিনি: গীবত অর্ধাং কোন অনুসন্ধিত বাতি সম্পর্কে এবন কথা বলা, যা সে খনলেও অসহনীয় মনে করত। প্রথম বিষয় **مُنْهَى** এর অর্থ প্রবল ধারণা। এ সম্পর্কে কোরআন প্রথমত বলেছে যে, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক; এরপর কারণ-হারাম বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাগ। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণা পাগ নয়। অতএব কোন্ ধারণা পাগ, তা জেনে নেওয়া উচিতিব হবে, যাতে তা থেকে আঘাতকা করা যায় এবং জারোয় না জানা পর্যন্ত তার কাছেও না যায়। আবিম ও ফিলহিদগগ এর বিস্তা-রিত বর্ণনা দিয়েছেন। কুরআনু বাণেন: **ধারণা বলে এ খনে অগবাদ বোঝানো হয়েছে;** অর্ধাং কোন বাতিকে শক্তিশালী প্রশ়াশ বাতিতেকে কোন দোষ অঙ্গবা জোনাহ আরোপ করা। ইমাম আবু বকর জাসুস 'আহকামুজ কোরআন' থেকে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ধারণা চাঁচ প্রকার। তন্ত্রখে এক প্রকার হারাম, কিভোর প্রকার উচাজিব। তৃতীয় প্রকার মুক্তাহল এবং তচুর্থ প্রকার জারোয়। হারাম ধারণা এই যে, আজাহের প্রতি কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে পাঞ্চই দেরের অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আজাহের মাগফিরাত ও রহমত থেকে নেয়াশা। হমরত জাবের (আ)-এর রেওয়ার্ডে রহমানুহ্য (সা) বলেন:

مَوْتَىٰ أَهْدَىٰ كِمْ ۖ وَهُوَ يَعْصِي الظَّنِّ ۖ তোমাদের কারণ আজাহের প্রতি সুধারণা পোষণ কাতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। অন্য এক হাদীসে আছে: **مَذْلُومٌ بِمَذْلُومِي** —অর্ধাং আমি আমার বাস্তার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, বেথম সে আমার সহজে ধারণা রাখে। এখন তার অমোর প্রতি যাইহী ধারণা জাখুক। এ থেকে

আনা হাবে বে, আরাহুর প্রতি তাঁর ধারণা পোষণ করা কর্য এবং কৃধারণা পোষণ করা হাবাম। এমনিভাবে বেসব মুসলমান বাহিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ সৃষ্টিসোচয় হয়, তাঁদের সম্বর্কে প্রয়োগ বাতিলেকে কৃধারণা পোষণ করা হাবাম। ইহরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়তে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : **أيَا كُمْ وَالظَّنْ فِي نَفْلِنْ أَكْذَبْ**

الْعَدْ بِثْ—অর্থাৎ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেবলমা, ধারণা যিথ্যা কথার নামান্তর।

এখানে সবার মতেই ধারণা বলে প্রয়োগ বাতিলেকে মুসলমানের প্রতি কৃধারণা দ্বোধানো হয়েছে। বেসব কাজের কোন এক দিককে আমলে আনা আইনত জরুরী এবং সে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন সূচিষ্ঠট প্রয়োগ নেই। সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব, যেমন গারান্সিরিক বিবাদ-বিসাদ ও মোকদ্দমার ক্ষয়সামাজ নির্ভরযোগ্য সাক্ষাৎ অনুযায়ী ক্ষয়সামাজ দেওয়া। কারণ, যে বিচারকের আপারভেট মৌকদ্দমা দায়ের করা হয়, তার জন্য ক্ষয়সামাজ দেওয়া জরুরী ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা নেই। এ অভাবহায় নির্ভরযোগ্য বাতিলের সাক্ষাৎ অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্য জরুরী। একেরে নির্ভরযোগ্য বাতিলও যিথ্যা বলার সঙ্গের থাকে। তাঁর সত্ত্বাদিতা নিষ্ক্রিয় একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যে জারপার ক্ষয়সামাজ দিক অভাব থাকে এবং জেনে নেওয়ার মত কোন লোকও না থাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোন বাতিলের উপর কেবল ব্যবহৰ ক্ষতিসূরণ দেওয়া ওয়াজিব হলে সেই ব্যবহৰ মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব। জারেম ধারণা এখন, যেখান নামান্তরের রাক'আত সম্পর্কে সম্মেহ হল যে, তিন রাক'আত পড়া হয়েছে, না চার রাক'আত। এ অভাবহায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জারেম। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিবর অর্থাৎ তিন রাক'আত সাবাস্ত করে চতুর্থ রাক'আত পড়ে নেয়, তবে তাও জারেম। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এর জন্য সওয়াবও পাওয়া যাব। —(জাসসাস)

كُوْرَتْبَيْ বলেন : কেবলআনে বলা হয়েছে :

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُهُ قُلْنَ الْمُكْسُونَ وَالْمُؤْمَنَاتُ بِاَفْقُسِهِمْ خَلِفَـ—এতে

যুমিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাক্ষীদ আছে। অপর পক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে। **أَنْ مِنَ الْعَزِيزِ سُوْلَنْ الظَّنْ**—অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রতি কৃধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কৃধারণা বশবত্তী হয়ে যেজাপ ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেইজন্য ব্যবহার করবে। অর্থাৎ আস্তা বাতিলেকে নিজের জিনিস কাটিকে সোগর্স করবে না। এর অর্থ এরপ নয় যে, অপরকে ঢোর করে আলিঙ্গ করবে। যোটকখা, কোন বাতিলকে ঢোর অথবা বিচাসধান্তক মনে না করে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হবে। শেষ সামী (রা)-র নিশ্চেতন উচ্চিত অর্থই তাই।

كَذَلِكَ دَارَ دَارَ شُوْخَ دَرْ كَسْكَه دَرَ - كَذَلِكَ دَارَ دَارَ خَلْقَ رَا كَسْكَه بَرَ

આજાતે બીજીએ વિવિજ વિશ્વ હજે , અર્થાં કારણ દોષ સજાન કરા। એહિ શબ્દે સુણ્ઠ બિન્દુઓાભ આહે। એક. **لَتَبَسُّرُوا**—જીમ સહકારે , એવં સુદૃષ્ટિ હોય સહકારે । આખું હરાજરા (રા) થેણે બાંધિત બોધારી ઓ મુસાફિરે એક હાલીસે એહિ સુદૃષ્ટિ નંદ બાબહાત હળેહે ! **لَتَبَسُّرُوا وَ لَتَعْصِمُوا** **لَتَبَسُّرُوا وَ لَتَعْصِمُوا** ઉત્તર શબ્દેચ જર્ખ કાઢાકાછિ । અધિકારી ઉત્તરેચ અથે એહિ પાર્થક્ય વર્ણન કરેલેહે રે, જીમ સહકારે એવ અર્થ કોન પોગન વિશ્વ સજાન કરા એવં હ્યા સહકારે એવ અર્થ સાધારણ સજાન કરા । સુરા ઇટસુફે **لَتَبَسُّرُوا مِنْ يَوْسُفَ وَ لَكُفُّ** આજાતે એહિ અર્થાં બાબહાત હળેહે । આજાતેચ ઉદ્દેશ્ય એહિ રે, યે દોષ તોદાર સામને આહે, તો ધરાતે પાર, કિંતુ કોન મુસલ-માનને યે દોષ પ્રકાશ નન્દ, તો સજાન કરા જાયાય નન્દ । એક હાલીસે રસૂલુલીલ (સ) બળેન :

لَتَقْتَلُ بِوَالْحَسَدِينَ وَ لَتَنْهَاوُ مُوْرَانِ فَإِنْ أَتَبَعَ مُوْرَانِ
يَتَبَعُ اللَّهُ مَوْرَانَهُ وَ مَنْ يَتَبَعَ اللَّهَ مَوْرَانَهُ فَيَغْلِظُهُ فِي جَهَنَّمَ

મુસલમાનને ગીબત કર્જા ના એવં તાદેચ દોષ અનુસજાન કરેલા મા । કેમના, યે કાંતિ મુસલમાનને દોષ અનુસજાન કરે, આજાં તાર દોષ અનુસજાન કરેલા । આજાં યાર દોષ અનુસજાન કરેલા, તાંકે બગ્નેં જાહીલ કરે દેન । —(કુરુંબી)

એકાનું કોરાનને આહે પોગને અખદા મિત્રાર ઝોન કરેલ કથાવાર્તી પોગન વિશ્વ, **لَتَجْسِسُ**—એવ અસર્જૂત । તબે યાદી કાંતિની આલિકા થાકે કિંવા નિજેચ અખદા અના મુસલમાનને હિફાયતેચ ઉદ્દેશ્ય થાકે, તબે કાંતિકારીની પોગન ઈન્દ્રિય ઓ મુરત્તિસકી અનુસજાન આયેલ । આજાતે વિશ્વ ભૂતીએ વિશ્વ હજે ગીબત ! અર્થાં કારણ અનુપર્ચિતિટે તાર સંપર્કે કંટ્ટકર કથાવાર્તી બજા, બદિઓ તો સત્તી કથા હય । કેમના, યિથા હલે સેટો અગવાદ, યો કોરાનને અના આજાત દીરા હારીયા । એખાને ‘અનુપર્ચિતિટે’ કથા થેણે એરાપ બોધા સર્જત નન્દ રે, ઉપર્ચિતિટે કંટ્ટકર કથા બજા જાયાય હબે । કેમના, એટો જીવત નન્દ, કિંતુ **لَمْ** તુથા દોષ બેર કરાર અસર્જૂત । ગુર્વબતી આજાતે એવ વિવિજતા બાંધિત હળેહે ।

أَبْلَغُبِ أَحَدَكُمْ أَنْ يَا كُلَّ لَعْنَمْ أَجْهَدَهُ مَهْنَمًا

એહિ આજાત કોન મુસલમાનને બેઇઝાર્તી ઓ અગવાનકે, તાર યાંસે ખાઓયાર સયતુલા સાંબાત કરેલા । જંગિલ્લ વાંદી સામને ઉપર્ચિત વાંદળે એહિ બેઇઝાર્તી જીવિત યામુદેચ મારસ ટેને ટેને ડાંદન કરાર સયતુલા હબે । **لَمْ** ખલેચ માયાયે કોરાનાન એકે હારાંઘ જાંબાત કરેલા, યેમન બજા હળેલ । **لَمْ** એવી કારણ પરે એક આજાત આસબે ઓ લીલ કલી **لَمْ** **لَتَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ**

৪. ৪—সংশ্লিষ্ট বাতি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার পথচাতে কষ্টদায়ক কথা-
বাতা বলা যৃত আনন্দের মাঝে কষ্টপের সমভূল। যৃত আনন্দের মাঝে ভক্তি করামে হেমন
তার কোন কষ্ট হয় না, তেখনি অনুপস্থিত বাতি যে পর্যবেক্ষণ কথা না জানে, কুরও
বেশে কষ্ট হয় না। কিন্তু কোন যৃত মুসলমানের মাঝে বাঁওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত নীচতা,
তেমনি গীবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ, অসীক্ষাতে কাউকে মন্দ বলা কোন বীরছের
কাজ নয়।

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে পিছে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক উল্লেখ
দেওয়া হয়েছে এবং একে যৃত মুসলমানের মাঝে ভক্তির সমভূল প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা
ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, কুরও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ
করা পীড়াদানের কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের
আশেক্ষের ক্ষতিক্ষেত্রেই এগুগ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা অভ্যর্তাই বেশীকণ
হারাম হয় না। সজ্ঞাক্ষে গীবতের মধ্যে কোন প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে
নীচতর বাতি কোন উচ্চতর বাতির গীবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার
কারণে এর ধারা সাধারণত দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে আনুষ লিপ্তও হয় বেশী। এসব
কারণে গীবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের
জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে
সাধ্যনুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের পিছে না থাকলে কথমক্ষে তা প্রবাহ প্রেক্ষ বিক্রয়
থাকবে। কেননা, ইচ্ছাকৃততারে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই।

হয়রত মুসলিম (রা) বলেন : একদিন আমি আমে দেখলাম, জনেক জনী বাতির
যৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক বাতি আয়াকে বলছে—একে ভক্তি কর। আমি বললাম :
আমি একে কেন ভক্তি করব ? সে বলল : কারণ, তুমি অন্যক বাতির সঙ্গী গোলামের
গীবত করেছে। আমি বললাম : আল্লাহর কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কৃত্তনও কোন
ভালাম করব বলিনি। সে বলল : হ্যা, একধা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ, এবং এতে
সম্মত রয়েছে। এই ঘটনার পর হয়রত মুসলিম (রা) নিজে কখনও কারও গীবত করেন নি
এবং তার যজলিসে কারও গীবত কর্তব্যে দেন নি।

হয়রত হাসান ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত কথে মিরাজের হালৌসে রসূলুল্লাহ (সা)
বলেন : আমাকে নিয়ে বাঁওয়া হলে আমি এমন এক সংশ্লিষ্টের কাছ দিয়ে সেলাম আদের
নথ ছিল তায়ার। তারা তাদের মুর্দ্দামণি ও দেহের মাঝে আঁচড়াচিল। আমি জিবরাইল
(আ)-কে জিজাস করলাম—এরা কারা ? তিনি বলেন : এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত
এবং তাদের ইচ্ছাকৃত হানি করত।—(মামহায়ী)

হয়রত আবু জালীদ (রা)-ও আবের (রা)-এর বেগুনায়েজে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন,
الغيبةِ شد من العذاب . . . অর্থাৎ গীবত বাতিচারের চাহতেও যারাত্মক গোলাহ।
সাহাবারে কিরাম আরম করলেন, এটা কিম্বাপে ? তিনি বলেন, এক বাতি বাতিচার করার

পর তওবা করলে তার পোমাহ মাফ হয়ে যাব , কিন্তু যে গীবত করে, তার পোমাহ প্রতিপক্ষের মাফ না করা গর্ভ মাফ হয় না ।—(যাস'আলী)

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের আধায়ে আল্লাহর হক ও বাচ্চার হক উভয়ই নষ্ট করা হয় । তাই যার গীবত করা হয়, তার কাছ থেকে মাফ নেওয়া জরুরী । কোম কোম আলিম বলেন : যার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌছা গর্ভ বাচ্চার হক হয় না । তাই তার কাছ থেকে কয়া নেওয়া জরুরী নয় । —(ঝাহল যা'আলী) কিন্তু ব্যাখ্যা কোরআনে একথা উচ্ছৃত করে বলা হয়েছে : এবং অবস্থায় দণ্ডিত তার কাছে কয়া ঠাতোর জরুরী নয়, কিন্তু যার সাথে গীবত করা হয়, তার সাথে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং মিজ গোমাহ বৌকার করা জরুরী । যদি সেই বাতি যাবা যাব, কিন্তু জাপাত্তা হয়ে যাব, তবে তার কাফ্কারা এই যে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিলাতের দোষা করবে এবং এসপ বলবে : হে আল্লাহ ! আমার ও তার পোমাহ মাফ কর । হমরত আমাজ (রা) বলিত ছানীসে রসুলুল্লাহ (সা) তাই বলেছেন ।

যাস'আলী : পিতৃ, উসাদ এবং কাফির বিলম্বীর গীবতও হারায় । কেননা, তাদেরকে পীড়া দেওয়াও হারায় । হরবী কাফিরকে পীড়া দেওয়া হারায় না হলেও নিজের সমস্ত মষ্ট করার কারণে তার গীবতও হারায় ।

আল-কালা : গীবত বেগম করা হয়ে তেমনি কর্ম ও ইশারা করাতে হয় । উদ্দেশ্যত পক্ষকে দেয় করার উদ্দেশ্যে তার ঘট ইটে দেখানো ।

আল-কালা : কোম কোম রেওয়ারেত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আর্দাতে সব গীবতকেই হারায় করা হয়নি এবং কর্তৃক গীবতের অনুযাতি আছে । উদাহরণত কোন প্ররোচন ও উপরোক্ষিতার কারণে কারও দেশ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্ররোচন ও উপরোক্ষিত শর্কীর্ণতস্তত্ত্ব হতে হবে । উদাহরণত কোন অভ্যাচীর অভ্যাচীর কাহিনী এবং বাতিল জাতীয়ে বর্ণনা করা, যে তার অভ্যাচীর দুর্ভ করতে সক্ষম । কারও সজ্ঞান ও জীবন বিজ্ঞকে তার পিতা ও জামিন করে অভিযোগ করা, কোন ঘটনা সম্পর্কে ক্ষণ্টগুরো প্রশ্ন করার জন্য ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোন বাতিল সাংসারিক অবস্থা পারাতোকিক অনিষ্ট থেকে বীচামৌর জন্য তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোম বাচ্চারে পর্যাপ্ত নেওয়ার জন্য সংরিষ্ট বাতিল অবস্থা বর্ণনা করা । যে বাতি প্রকাশে পোনায় করে এবং নিজের পাপীটোরকে নিজেই শ্রিকাশ করে, তার কুকর্ম আরোচনা করাও গীবতের অধী দাখিল নয়, কিন্তু বিনা প্ররোচনে নিজের সমস্ত মষ্ট করার কারণে হারায় । —(ব্যাখ্যা কোরআন, ঝাহল-যা'আলী) এসব যাস'আলীর অভিযোগ বিবর এই যে, কারও দেশ আরোচনা করার উদ্দেশ্যে তাকে দেয় করা না হওয়া চাই, বরং প্ররোচনবশতই আমোচন্য হওয়া চাই ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَأَنْشَئْنَاكُمْ شَعْوَرًا

وَ قَبَّلَ لِتَعَارِفُوا مِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُمْ ۝ إِنَّ

اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ ۝

(১৩) হে মানব, আপি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক মাঝী থেকে সুলিষ্ঠ করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও সেগুলো বিভিন্ন করেছি, যাতে তোমরা পরম্পরারে পরিচিত হও। নিম্নচর আমাদের কাছে, সেই অবশিষ্ট সংজ্ঞা, যে সর্বাধিক পরাহিজগার। মিশ্রত আমাদ সর্বত, সর্ববিশ্঵ের অবসর রাখেন।

তফসীরে সার-সংজ্ঞেণ

হে মানব, আপি তোমাদের (সবাই)-কে এক পুরুষ ও এক মাঝী (অর্থাৎ আদম হাওয়া) থেকে সুলিষ্ঠ করেছি। (তাই এদিক নিয়ে সব মানুষ সমান) এবং (এরপর যে পৰ্যাক্রম রেখেছেন বে) তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও (জাতির মধ্যে) বিভিন্ন সেগুলো বিভিন্ন করেছেন, (এটা কথু ও অন্য) যাতে তোমরা পরম্পরে পরিচিত হও। (এতে অনেক উপরোক্ষিণা রয়েছে। এজন্য নব বে, তোমরা পরম্পরে গবিত হবে। কেননা) আরাহত কাছে সেই সর্বাধিক সংজ্ঞা, যে সর্বাধিক পরাহিজগার। (পরাহিজগারীর পুরোপুরি অবস্থা কেউ জানে না, বরং এটা একমাত্র) আরাহত আলাম-পুরোপুরি জানেন এবং পুরোপুরি অবসর রাখেন (অতএব তোমরা কোন বংশবর্ষাদা ও জাতিত নিয়ে গব করো না)।

সুমুখিক আন্তর্য বিবরণ

“‘উপরের’ আয়োজনভূমি মানবিক ও ইমলায়ী অধিকান্ত ও বৃক্ষসমূহ পিঙ্কা দেওয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে বিবরণকে হারায় ও নিখিল করা হয়েছে। এগুলো পারম্পরিক ঘৃণা ও বিবেচের ক্ষেত্রে হচ্ছে থাকে। আলোচ্য আরাহতে যানবিক সাম্রাজ্য একটি পূর্ণাঙ্গ পিঙ্কা রয়েছে বে, কোন মানুষ অপর মানুষকে বেন মৌচ ও ঘৃণা দেন না করে এবং নিজের বংশগত শর্মাদা, পরিবার, অথবা ধর্ম-সম্পদ ইত্যাদির ডিত্তিতে গর্ব না করে। কেবলনা, এগুলো অক্ষত-পক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই পর্বের কারণে পারম্পরিক ঘৃণা ও বিবেচের ডিত্তি হাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে : সব মানুষ একই পিঙ্কা-যাতার সভান হওয়ার দিক দিয়ে তাই তাই এবং পরিবার, সেগুলি, অথবা ধর্ম-সৌজন্যের দিক দিয়ে যে প্রজেন্স আরাহত আলাম-পুরোপুরি রেখেছেন, তা সর্বের জন্য নয়, পারম্পরিক পরিচয়ের জন্য।

শাস্তি-সূত্র : এই আরাহত সকল বিজয়ের সবচেয়ে ক্ষম মারিদ হয়, ইথম রসুলুল্লাহ (সা) ইহরত বিলাল হাবলী (রা)-কে সুমুখিন নিশ্চূল করেন। এতে যারাও অশুলশমান কেোরাইলদের একজন বলেন : আরাহতকে ধন্যবাদ বে, আমার পিঙ্কা পুর্বেই আরা পেছেন। তাকে এই কৃতিম দেখতে হচ্ছিল। কারেন ইবনে হিশাব বলেন : শুহুরুল কি অসজিলে-হারায়ে আয়ান দেওয়ার জন্য এই কাঁচ কাঁক ব্যঙ্গিত আন্য কোন মানুষ পেজেন না ? আবু

সুক্ষিমান বকলা : আমি কিছুই বকলা না, কারণ, আমার জীবনকা হর দেশে, আমি কিছু বকলাই আক্ষণের যাত্রিক তার প্রয়োগের জন্যে। তা সুন্দরীজীব দেখিবেন। এসব বকলা-বার্ডার শহুরিবরাইজেন (আ) আগমন করতেছেন এবং ইন্দৃজাহ (স) এক তাদের সব কথাবার্ডা বকল কিনেন। তিনি তাদেরকে ডেকে দিলেন কাটাইবেন। ডেকারী কি হচ্ছেন? অন্ধকাৰী তাদেরকে খীকার কৰিবে হল। এবং পরিশ্রেষ্ঠত্বে আজোট আজাত অবস্থীৰ্ণ হবে। এতে বকলা হৰ্ষিত হবে, সব ও ঈকান্তের বিষয়ে কৃতগ্রহণ কৰিবার ও তাৰ পৰি যা তুমাদের মধ্যে নেই। এবং ইন্দৃজাত বিকাশ (আ) এর মধ্যে আছে। তাই তিনি তোমাদের চাহিতে উৎস ও সজান। — (মাঝেহাতে) ইন্দৃজাত অবস্থীজাহ হৈলেন ও একে (আ) বৰ্ণনা কৰিবেন। যাই তিনিদের দিন ইন্দৃজাহ (স) কীৰ উপুৰীৰ পিঠে সওদাক হৰে ভাগীক কৰিবেন। (মাত্তে সবাই পুঁচক সেৱাতে পৌৰে)। ততুজ্ঞ থাবে তিনি এইভাবে দেন।

الحمد لله الذي أذن لي ملككم محبة العجالة وتكبرها - الطلاق
رجلان بر لقى كورس على الله وناجر شقى هلين على الله ثم نلا يابا ايها
الذاهن أنا خلطيك لم الاربة -

স্বতন্ত্র প্রশ়্না আজাহর, যিনি অক্ষয়কারী শুমের সর্ব ও জহাঙ্কুর প্রভাবের মেলে দূর করে দিয়েছেন। এখন সব যানুষ্ঠ মাঝ দৃষ্টি ভাসে বিভিন্ন : এক. সৎ, নরাইছনার উচ্চাজ্ঞা-হর কাছে স্মৃত, দুই, পাপগাচারী, ইত্যাদা ও আজাহর কাছে জামিল ও অপমানিত। আত্মপর তিনি আজোট আরাত তিমাওভাত করেন।—(তিমারিয়া)

হয়েছিল ইকো-সার্কেল (আ) বাজেন প্রসিদ্ধ অনুমতি নামে ইকো-বৃক্ষ শব্দ-সম্পর্কের মাঝে এবং আশায়ের ক্ষেত্রে ইকো-পদবিগ্রহণের মাঝে।

বৰ্ণনা কৰিবলায় আবশ্যিক হ'ল পৰ্যাপ্ত মানবিক কৰ্ম। এই কৰ্মটি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলায় আবশ্যিক হ'ল পৰ্যাপ্ত মানবিক কৰ্ম। ক্ষয়ক্ষতি কৰিবলায় আবশ্যিক হ'ল পৰ্যাপ্ত মানবিক কৰ্ম। আলোচনা কৰিবলায় আবশ্যিক হ'ল পৰ্যাপ্ত মানবিক কৰ্ম। আলোচনা কৰিবলায় আবশ্যিক হ'ল পৰ্যাপ্ত মানবিক কৰ্ম।

قالَ الْمُغَرَّبُ لِلْمُعَمَّدِ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَالِّيْكُنْ قُولُوا أَسْلَمْتُمْ
وَلَئِنْ يَدْخُلُ الْأَفِيَّمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ مَا وَلَئِنْ تَطْبِعُوا إِلَهَ وَلَسْتُمْ
كُلُّهُ لَا يَأْتِكُمْ مِنْ أَنْجَارِكُمْ شَيْئًا إِنِّي اللَّهُ خَلَقْتُكُمْ مِنْ نَارٍ
إِنَّا لِلَّهِ مُوْمِنُونَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِإِلَهِهِ وَرَسُولِهِ شَهَدُوا أَنَّهُ يَرِيْدُهُمْ بُأْوَ
جَهَنَّمْ فَمَا يَأْمُوْلُهُمْ وَأَنْفَسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَوْلَيْكُمْ هُمُ
الظَّاهِرُونَ قُلْ أَكُلَّمُوكُمْ اللَّهُ يَدْبِيْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي
الشَّمُوْلَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءًا عَلَيْهِمْ يَسْأَلُونَ
عَلَيْكُمْ أَنْ أَسْكُنُوا قُلْ لَا تَمْنَوْا عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامُ مَعَكُمْ بَلْ
اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلَّذِيْمَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
بِمَا يَعْمَلُونَ

(৪৫) মানবাদীরা বলে : আমরা হিতোস প্রাপ্তি করতেই ! বলুন ? একজন হিতোস
প্রাপ্তি করতে যে কোনো ক্ষমতা নেওয়া হোল্ড করতে পারে না। অথবা একজন হিতোস
প্রাপ্তি করতে, যদৈ বল, আমরা কোনো কৌশল করতেই ! এখনও তোমাদের জীবনে হিতোস
প্রাপ্তি করতেই ! কালি তোমরা আগাম উ টাই প্রস্তুতির আমৃশটা কোনো তোমাদের কোনো বিস্ময়ের ও
পিছনে কোনো প্রেরণ নাই। হিতোস প্রাপ্তি করার পরিস্থিতি, যদৈ হিতোস প্রাপ্তি (৪৬) করারই পুরিম,
যারা আগাম উ টাই প্রস্তুতি করিতে হিতোস প্রাপ্তি করার জন্যে, এই সম্পর্ক প্রস্তুতি করা এই একজন হিতোস
হই পথে আপ ও ধন-সম্পদ দাতা হিতোস করে। তারাই সত্যমিষ্ঠ ! (৪৭) বলুন ?
তোমার কি তোমাদের ধনসম্পদের সম্পর্ক জীবনের জীবানকে কর্মান্বয় করে ? অথবা আগাম
জীবনে আ কিছু আগ কৃষ্ণার ওপর কি কিছু আগের প্রক্রিয়াভূলি ! আগাম জীবনের জীবনক
জাই ! (৪৮) তাত্ত্ব যত্নসম্পদ হইতে কোনোক্ষেত্রে ধন্য করিতেই আমে করে ! অথবা তোমাদা
র জীবনের ধন্য কোনোক্ষেত্রে ধন্য করিতেই আমে করে নাই ! অথবা আগাম যত্নসম্পদের ধন্য পরিচালিত
করে তোমাদের জীবনে আগের কোনো কোনো স্থানে করিতেই আমে করে ! (৪৯) আগাম মতো-
মতো ও প্রয়োগের জীবনে আগের কোনো স্থানে করিতেই আমে করে !

जानकीरमण जन्म-प्रस्तुतिः । अतः ॥१॥ विद्या विद्या ॥२॥

କେବଳ ପାଦମଣିରେ ତାହା ଯାଇଲୁ ଅନେକ ହାତି ପାଦମଣି କିମ୍ବା ଶବ୍ଦରେ
ଏହାରେ ଯାଇଲୁ କିମ୍ବା ପାଦମଣିରେ ତାହା ଯାଇଲୁ ଅନେକ ହାତି ପାଦମଣି କିମ୍ବା ଶବ୍ଦରେ

মনে করো না। (কেননা, ধৃষ্টিতা বাদ দিলেও তোমাদের মুসলিমদের ইতিহাসে জীবন কি উপরাক্ষ প্রসঙ্গে এবং সুন্নতের জীবন কি উপরাক্ষ? তাড়ামুড়া সত্ত্বাদী হলে তোমাদেরই পরিকাঠের উপরাক্ষ এবং যিখাবাবেই হলে তোমাদেরই ঈর্ষণযোগের উপরাক্ষ আছে অবশ্য তোমরা যত্নে, করোবসে কুর্যাদি থেকে বেঁচে গেছে। অতএব আমাকে খন্দ করতে সহ্য করা নিষেধ নির্দিষ্ট।) বরং আজাহ দিলেনর পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। যদি তোমরা (ঈসামের এই দাবীতে) সত্ত্বাদী হও। (কেননা, ঈশ্বরের অবক্ষণ বৃক্ষ নিরামিত, কোমাহুর শিকা ও ততুকীর বাণীত অভিষ্ঠ হয় না। এখন বৃক্ষ নিরামিত হান করেছেন, এটা আজাহ কু অনুভব। সুজ্ঞার ধৈন্য ও ধূম করেছে যদি কর্ম করে প্রিয়জন হও। যদি দেখো,) আজাহ নভোমগুলি ও কৃষ্ণলের সুব অশুশ্রা বিষয় জানেন। (এই প্রাপক ভাস্তুর কারণে) তোমরা বা কর, আজাহ আও জানেন। ইহুই তাঁর অনুমতিই, তোমাদেরকে প্রক্ষিপ্ত দেবেন। অতএব তাঁর সামনে যিখাবাবের কারণ কি?

卷之三

পূর্ববর্তী আগামসময়ে বলা হচ্ছে যে, আগাম ডাঃআলার কাছে সম্মান ও আভি-
জ্ঞাতের প্রাপক্ষতি হচ্ছে পরাহিয়সারী। এই পরাহিয়সারী একটি অপ্রকাশ্য বিষয়, যা আগাম
ডাঃআলার জন্মে। কেনন বাড়ির পাকেই পরিষ্কার দাবী করা বৈধ নয়। আগেও আগাম-
সময়ে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে, উমানের আসল ভিত্তি হচ্ছে আগ-
রিম বিশ্বাস। অন্তর বিশ্বাস না ধারণে উধৃত মুখে নিজেকে যাচিন বলা ঠিক নয়। আগম
সময়ের প্রথমে নবী কর্ণীয় (সা)-এর এক অত্যন্ত পারম্পারিক ইক ও সাম্যাজিক বৌতিনীতি
বর্ণিত হচ্ছে। উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আগরিম বিশ্বাস এবং আগাম ও রসুজের আনুগতোর
উপর পরম্পরাগ সংকর্ম পুরুষের হওশার ভিত্তি আগিজ্যকার প্রভাব প্রভৃতি কাছে আগে দেখ

ଶାନ୍ତି-ମୁଦ୍ରା : ଇମାର ବଗଭି (ର)–ର ବର୍ଣନ ଅନୁଷ୍ଠାନୀ ଆହ୍ଵାତ ଅବତରଣେ ଥାଏନା ଏହି
ଯେ, ବନ୍ଦ ଆସାଦେର କଣ୍ଠପର ବାଞ୍ଛି ନିମ୍ନଲିଖି ଦୂର୍ଭିକ୍ଷର ସମୟ ଅନ୍ତିମାଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ (ସା)–ର
ପିନ୍ଡରେ ଉପାର୍ଜିତ ହୁଏ । ତାରା ଅନ୍ତରଗତତାରେ ମୁଁ ଯିବ ହିଲ୍ ନା । ତଥୁଁ ପିନ୍ଡରେ ଆହ୍ଵାତ
କାତେର ଜନ୍ମ ତାଦେର ଈଶବ୍ଦୀ ଶାହେର କଥା ପ୍ରକାଶ କରେଇଛି । ବାତରେ ମୁଁ ଯିବ ନା ହତୋର କାରାପେ
ଈଶବ୍ଦୀ ବିଧି-ବିଧାନ ଓ ଚାରିଜିନୀତି ସମ୍ପର୍କେ ତାର ପ୍ରାତ ଓ ବେଶବ୍ୱ ଦିଇ । ମାନୀନାରୁ ପଥେ ଆଟେ
ତାରା ଯତନ୍ତ୍ର ଓ ଆବର୍ଜନା ଛାଡ଼ିଯେ ଦିଲ ଏବଂ ଯାଇବେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରମୋଦନୀୟ ପ୍ରବାଦିର ମୂଳ୍ୟ ବାହିରେ
ପିନ୍ଡରେ ତାରା ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ (ସା)ର ଆହ୍ଵାନ ଏବେ ଡୋ ପୈଲାମେନ୍ ଯିବାରେ ଦାବୀ । କରନ୍ତୁ, ବିଜୀବିତ
ତୀର୍କ୍ଷା ପ୍ରେସର ଲିରିଟ ଚାଇ୍‌କ୍ରେଟର ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ (ସା)ରେ ଏହି ଧନୀ ହରେଇ କାଳେ
ପ୍ରକାଶ କରିଲା କି ତାରା ଯତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତରକ୍ଷମ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମକାରୀ ଆହ୍ଵାନ ପାଇଁ ଅନ୍ତରେ ନିର୍ଭିତ
କରାଯାଇ, କାମକାରୀ କରାଯାଇ, ଏହାପରି ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ ହରେଇ । କିନ୍ତୁ ଆହ୍ଵାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହାରିଟିଲାହିତ ହେବ ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ ହରେଇ । କାହାରି ତାମାଦେର ଅଧିକାରିକେ ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ କାହାରିକେ
କରାଯାଇ । ମୁହାଫାତ ହିଲ୍ ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ କୌଣସି ଶାନ୍ତି କରିଲା ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ । ଅବେ,
ଯଥାବଦୀ କଥା ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଇ ଏହାପରି ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ କାମକାରୀ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଇ । ଏହା
କାମକାରୀ କରାଯାଇ ଏହାପରି ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ କରାଯାଇ । ଏହି ତାରାରୁ ବିଜୀବିତ ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ ହାତେ ପ୍ରେସର ତୀର୍କ୍ଷା
କରାଯାଇ ମୁଦ୍ରାଜାହ୍ (ସା)ର ଅନ୍ତ୍ୟ—ଏବଂ ତାରର ଉପରେ ପିନ୍ଡ ଏବଂ ପାଇଁ କାମକାରୀ ଆହ୍ଵାନ

আমাতসমূহ নাবিল হয় এবং তাদের যিথ্যা দাবীও অনুপ্রব প্রকাশের মুখোশ উল্পোচন করা হয়।

—**لَكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا**—তাদের অন্তরে ঈমান হিল না, তখন বাহ্যিক অবস্থার

ভিত্তিতে তারা যিথ্যা দাবী করছিল। তাই বোরুজান তাদের ঈমান না থাকা এবং ঈমানের দাবী যিথ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে : তোমাদের 'ঈমান এনেছি' বলা যিথ্যা। তোমরা বড় জোর ! **سَلَمْنَا** ! 'ইসলাম করুন, করোয়াই' বলতে পার। কেননা, ইসলামের সামিক্ষ অর্থ বাহ্যিক কাজকর্ম আনুগত্য করা। তারা তাদের ঈমানের দাবী সত্তা প্রতিগব করাত্ব জন্য কিছু কাজকর্ম মুসলিমানদের মত করতে চেক করেছিল। তাই আকর্ষিক দিক দিয়ে এক প্রকার অনুগত হয়ে পিলেছিল। অতএব আতিথানিক অর্থে **سَلَعْلَمْ** ! অন্ত তাজ হিল।

বিস্তীর ও ঈমানে সম্পর্ক আছে কি ? ; উপরের বক্তব্য থেকে জান পেল যে, আমাতে ইসলামের আতিথানিক অর্থ বোরুজানো হচ্ছে—পারিভাষিক অর্থ করবাজো ঈমান। তাই আমাতে ও বিষয়ের ক্ষেত্র হতে পারে না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পারিভাষিক পৃথিক্য আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অঙ্গের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। শরীরতের পরিভোজ অঙ্গরগত বিশাসের ঈমান বলা হয়, অর্থাৎ অঙ্গ দ্বারা আলাদৰ প্রক্রিয়া ও ক্রসুলের দিস্যালজের সত্তা হচ্ছে। শরীরতে বাহ্যিক কাজকর্ম অঙ্গাত্মক প্রস্তুতের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হব। কিন্তু শরীরতে অঙ্গরগত বিশাস ততক্ষণ খণ্টব্য নয়, যতক্ষণ তার প্রকার অন্ত-প্রযোগের কাজকর্মে প্রতিকটিকে না ইহ। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে কামিক্যের দীক্ষানোগতি বলা। একনিষ্ঠাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্মের মাঝ হলেও শরীরতে ততক্ষণ ধরতেরা নয়, যতক্ষণ অঙ্গের বিশাস হচ্ছিল না হচ্ছ। অঙ্গের বিশাস না থাকলে কুণ্ডল হবে 'শিকাক' তথা মুনাফিক। একনিষ্ঠাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও দেশ প্রাতের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তরে থেকে তর হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত পৌছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে উরু হচ্ছে অঙ্গের বিশাস পর্যন্ত পৌছে। কিন্তু মূল উল্পেশার দিক দিয়ে ইসলাম ও ঈমান একটি অঙ্গরাত্রির সাথে উত্ত্বোলিতভাবে প্রতিক্রিয়া করে। ঈমান ইসলাম ব্যক্তিত ধর্তন্ত নয় এবং ইসলাম ঈমান ব্যাতীত শরীরতে প্রাপ্যবোগ নয়। শরীরতে এটা অসম্ভব হয়, এক বাত্তি মুসলিম হবে—মুমিন হবে না এবং মুমিন হবে—মুসলিম হবে না। এটা পারিভাষিক ইসলাম ও ঈমানের বেলায়ই প্রযোজ্য। আতিথানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা শক্ত যে, এক বাত্তি মুসলিম হবে—মুমিন হবে না, ষেমন অনাকিকদের অবস্থা তাই হিল। বাহ্যিক আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাদেরকে মুসলিম বলা হত, কিন্তু অঙ্গের ঈমান না থাকার ক্ষেত্রে তারা মুমিন হিল না।

سورة ق

سُورَةُ الْقَاءِ

মাধ্যম অনুবাদ, ৪৫, আজ্ঞাত ও সম্মত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ وَالْقُرْآنُ الْمَعِيْدُ ۝ بَلْ عَجِيْبٌ أَنْ جَاهَهُمْ مُتَذَمِّرٌ قِنْهُمْ
فَقَالَ الْكَفَرُوْنَ هَذَا شَيْءٌ مُعَجِّلٌ ۝ فَرَأَذَا مَثَنَا وَكَنَّا تُرَابًا
۝ ذَلِكَ رَجُوعٌ يَعْيِدُ ۝ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَخْصُّ الْكُفُّৰُ مِنْهُمْ
وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَقِيقَةٌ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَتَأْجِلُهُمْ فَهُمْ
۝ فِي أَمْبَىْ مَرْوِيْجٍ ۝ أَفَكُفَّرُ بَنْظَرًا إِلَى الْكَهَادِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا
وَزَرَّتْهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرْدُجٍ ۝ وَالْأَرْضُ مَدَدَنَاهَا وَالشَّيْنَافِينَهَا
رَوَاسِيْ ۝ وَكَانَتْنَا بِنَيْنَاهَا عَنْ كُلِّ ذُوْجٍ بَهِيجٍ ۝ قَبْسَرَةٌ وَرَيْكَرَتْ
رُكْلِيْ عَنْدَنَيْنِ ۝ وَتَرَلَنَا مِنَ السَّكَادِ مَا كُوْمَقْبَرَگَيْ ۝ خَانَيْنَهَا
بِهِ جَمِيْتَ وَحَبَّ الْحَوْنِيْدَ ۝ وَالنَّخْلَ بِسَقِيْتَ لَهَا طَلْهَ نِصِيْدَ ۝
تَرْزِقَاللِّعْبَادَ ۝ وَأَخِيْنَاهَا بِلَدَةَ تَمِيْنَهَا كَلْهَلَكَ الْخَرْدَهَ ۝ كَذَّبَتْ
كِيلَمَ قَوْمَلَوْجَ وَأَصْبَحَ الرَّئِسَ وَكَوْدَهَ وَعَادَ ۝ وَفَرْعَوْنَ وَأَخْوَانَ
لَوْظَهَ وَأَصْبَحَ الْأَيْكَهَ ۝ وَقَوْمَلَبَيْهَ كُلُّ كَذَّبَ الرَّهْمَلْ شَقِّيْنَ دَعِيْدَهَ ۝
أَفَعَيْنَاهَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۝ بَلْ هُمْ فِي كَلِبِيْنَ قَمْ خَلِقَ جَدِيْدَهَ ۝

১. ১৯১২ খ্রি। ২. পরবর্তীতে আগোই মুক্তি আনাই মায়ে। ৩. ১৯১২ খ্রি। ৪. ১৯১২ খ্রি।
 ৫. ১৯১২ খ্রি। ৬. ১৯১২ খ্রি। ৭. ১৯১২ খ্রি। ৮. ১৯১২ খ্রি। ৯. ১৯১২ খ্রি। ১০. ১৯১২ খ্রি।
 (১) সম্ভাবিত কোরআনের লগু; (২) এবং তারা তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় অবস্থায়
 তার আপোনাকারী আগোই করেছে সেবে বিশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। অতএব গুরুত্বপূর্ণ
 এটা অপুর্বের আগোই। (৩) আমরা আর দেখে এবং হৃতিকার প্রয়োজন হচ্ছে দেখে নি।
 প্রয়োজিত হব; এ প্রত্যাবর্তন সুন্দরপ্রয়োজন। (৪) হৃতিক তাদের কর্তৃত গ্রাস করেছে,
 তা আগোই আগোই এবং আগোই করে আগোই স্বৈরাজ্যিত বিদ্যায়। (৫) এবং আগোই
 আগোই সত্তা আগোই করার সব তারা তাদের বিদ্যা আগোই। আগোই সত্তা সংশেষে সাচিত রয়েছে।
 (৬) আগোই কি তাদের উপরাক্ষিত আকেশের পালে সুভিট্পাত করে না—আমি কিভাবে আ
 মিশ্বাস করেছি এবং সুন্দরিত করেছি? তারে দেখে বিষ্ট দেখ। (৭) আমি কানেক
 বিষ্ট করেছি, তাকে পর্বতযানের দোকা আগোই করেছি এবং তাকে সর্বত্রকার করেনাকারে
 উভিস উদ্বৃত্ত করেছি। (৮) অতক অনুরূপী বাসোর জন্য জাম ও সুমুগিকারাজগ। (৯)
 আমি আকাশ থেকে কর্মসূচীর দ্বিতীয় বর্ষণ করি এবং তারা আগোই আগোই ও সেই উদ্বৃত্ত
 করি, দেখতের ক্ষমতা আগোই করা হচ্ছে। (১০) এবং সহিত্যান কর্তৃত হচ্ছে, যাতে আগোই আগোই
 করে আগোই। (১১) বাসদের জীবিকাশের এবং তাকে তারা আগোই করে দেখে সংজ্ঞিত
 করি। এমনিভাবে সুমুগিকার আগোই। (১২) তাদের পূর্বে বিদ্যায়োগী আগোই সুমুগি
 সম্ভাসাত, কৃপবস্তীরা এবং সামুদ্র সম্ভাসার। (১৩) আমি কিভাবে ও কানেক সম্ভাসার,
 (১৪) অমাসীগুলি এবং পুরুষ সম্ভাসার। প্রত্যেকই সুন্দরপ্রয়োজন, অতএব গুরুত্ব
 আগোই প্রথমের মৌল হচ্ছে। (১৫) আমি কি প্রথমের সুষ্ঠুত করেছি তাকে হচ্ছে স্বৈরাজ্য?
 এবং তার স্বৈর সুষ্ঠুত বাসের সংশেষ পোক্ষ করেছে।

১৯১২ খ্রি। ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২.

কোরআনের সামুদ্র সম্ভাসা

১২. ১২. ১২. ১২. ১২. ১২.

কান্ত (—এর আগোই আগোই তাঁ আগোই আগোই)। সম্ভাবিত কোরআনের লগু (আর্দ্ধে
 আর্দ্ধে কিভাবের চিহ্নিত প্রে)। আমি আগোইকে কিভাবের তাঁত তাদের আগোই প্রেরণ
 করেছি, বিষ্ট তারা আগোই না,) এবং তারা এ বিষ্টের বিশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, তাদের আগোই
 তাদেরই মধ্য থেকে (আর্দ্ধে আর্দ্ধের অধ্য থেকে) একবিংশ তার আপোনাকারী (গুরুত্ব)
 আগোই করেছেন, (কিমি তাদেরকে কিভাবের তার উদ্বৃত্ত করেন)। অতএব বাসিকার
 করে : (উদ্বৃত্ত) এটা এক বিষ্টের বাসোগু (হে, মানুষ পরম্পরার হচ্ছে, বিষ্টীরত সে এক
 অকৃত বিষ্টের দাবী করেছে হে, আগোই পুনরাবৃত্ত আগোই হব)। আগোই বাসোগু করে আগোই
 কৃত হৃতিকার প্রয়োজন হব, এবং গুরুত্ব কি সুন্দরপ্রয়োজন। এই সুন্দরপ্রয়োজন সুন্দরপ্রয়োজন ;
 (বোটকথা এই হে, উদ্বৃত্ত সে আগোই সত্ত্বই আগোই)। গুরুত্বের দাবী করার অভিকার
 আগোই হেই। বিষ্টীরত সে কুকুর আসত্ব বিষ্টের দাবী করে আর্দ্ধে আগোই পুনরাবৃত্ত আগোই
 হচ্ছে আপোনার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। এর উভয়ের আগোই তাঁ আগোই সুন্দরপ্রয়োজন। এর সাথে সংযোগ এই হে, সুন্দর সের
 সুন্দরপ্রয়োজনকে আসত্ব করে আগোই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। এক বিষ্টের বিষ্টীরত সুন্দরপ্রয়োজন
 হচ্ছে আগোই বাসোগু, সেগুলোর সুন্দরপ্রয়োজনের বোগাই না আগোই। এটা অভিকার

জাত। কেননা, সেগুলো ক্রতৃপক্ষের প্রাণের জীবিত উপরিত আছে। জীবিত হওয়ার বোগাভাই না থাকলে বর্তমানে কিমাপে জীবিত আছে? দুই আলাহ তা'আলার পুনরায় জীবিত করার সত্তি না থাকলে, এ কালাপে যে, মৃতের ঘেসব অথব মৃত্যুকার পরিপন্থ হয়ে বিচিপ্ত হবে গেছে, সেগুলো কৈগোপ্ত কোথায় পড়ে আছে, তা জানা নেই। এর জওয়াবে আলাহ তা'আলা বলেন: আমার ভাবের অবস্থা এই যে,) মৃত্যুকাৰ তাদেৱ কতটুকু প্রাপ্ত কৰে, তা'আলাৰ জানা আছে এবং (আজ থেকেই জানি না, বৱৰ আমাৰ ভাব চিৰকামোৰ। এমনকি, ঘটনাৰ পূৰ্বেই সব বন্ধুৰ সব অবস্থা আমি আমাৰ চিৰাপত ভাবেৰ সাহায্যে এক কিঙ্গোবে অৰ্থাৎ 'জওহে মাহফুজ' লিপিবদ্ধ কৰে দিবেছিলাম এবং এখন পর্যন্ত) আমাৰ কাছে (সেই) কিঙ্গোব (অৰ্থাৎ জওহে মাহফুজ) সংৰক্ষিত আছে। তাতে এসব বিচিপ্ত অন্ধেৰ দ্বান, রক্ষণ, পরিমাণ ও শুধু সবকিছু আছে। চিৰাপত ভাবে কেউ বৰ্ণালৈ না পাৱলৈ তাৰ একান মুখে মেড়ো উচিত হ'ব, যে দক্ষতাৰে সবকিছু আছে, তা'আলাহৰ সামনে উপস্থিত। কিন্তু তাৰা এৱগুৰ অহস্তক বিশ্বাস কৰে, শুধু বিশ্বাসই নয়) বৱৰ সত্ত কথা নবৃত্তি ও পৰকালে পুনৰুজ্জ্বান ও) বধন তাদেৱ কাছে পৌছে তধন তাকে যিথ্যা বলে। তাৰা এক সৌমিল্যাদ্যন অবস্থার পাইত আছে (কখনও বিশ্বাস বোধ কৰে, কখনও যিথ্যা বলে। এটা হিজ মুখ্যবৰ্তী বাক্য। এৱগুৰ কুদৃত বালত হচ্ছে :) তাৰা কি (আমাৰ কুদৃত-তেক্ষণ-কৰ্ত্তা জানে না এবং তাৰা কি) উপরিত আকাশেৰ পানে দৃষ্টিপাত কৰে না? আমি কিঙ্গোবে তা (সংযুক্ত ও বৃহৎ) নিৰ্মাণ কৰেছি এবং (তাৰবৰ্তী বারা) সুশোভিত কৰেছি, তাতে (মজুবীতিৰ কাৰণে) ফাটলও নেই (বেয়ন অধিকাংশ নিৰ্বাগকাজে সীৰকাল অতিবাহিত হওয়াৰ পৰ ফাটল দেখা দেৱে। আমাৰ এই কুদৃত আকাশে)। ভগিকে আমি বিস্তৃত কৰেছি, তাতে পৰ্বতমালাৰ বোৰা ছাপন কৰেছি, এবং তাতে সৰ্বশক্তিৰ নয়নাভিয়াম উত্তিদ উৎপত্তি কৰেছি, যা প্ৰত্যোক অনুৱাগী বাসাৰ ভাবে ও বোৰাৰ উপায় (অৰ্থাৎ এমন বাসাৰ জন্য, যে সৃষ্টি জগতকে এতাবে দেখে যে, এগুলো কে সৃষ্টি কৰেছে—এই বেগকেও আমাৰ কুদৃত প্ৰকাশ্যান যে,) আমি আকাশ থেকে কলাগময় সৃষ্টি বৰ্ণণ কৰি এবং তাৰা আমি বাগান ও শস্যাবলী উৎপত্তি কৰি এবং জৰুয়াৰ ধৰ্জন হক্ক, যাতে আছে শুচ ও শুচ খৰ্জুৱ বাসাদেৱ জীবিকাৰৱাপ। আমি সৃষ্টি ভাৰা শুত দেশকে জীবিত কৰি। এয়নিজ্ঞাবে (মুখে নাও যে,) মৃতদেৱ পুনৰুজ্জ্বান ঘটিবে। (কেননা, আলাহৰ সত্তাপত কুদৃততেৰ সামনে সব-বিস্তৃত সুমান, বৱৰ যে সত্তা বৃহৎ বৰ্দ্ধমান সৃষ্টি কৰতে সক্ষম, সে যে সৃষ্টি বৰ্ত সৃষ্টি কৰতে সক্ষম হবে, তা বলাই বাহ্য। এ কালাপেই এখনে নভোমভূল ও ভূমগুলোৱ উৱেষ কৰা হয়েছে। কাৰণ, এগুলো সৃষ্টি কৰা একটি শুতকে পুনৰুজ্জ্বান দান কৰাৰ চাহিত অন্বক

বক্তব্যঃ আলাহ আছে: **أَعْلَمُ الْفَلَقَ وَإِنْ يَأْتِي مِنْ أَكْبَرِ**

বহু ক্ষম কৃতক যিনি সক্ষম, তিনি যতকে জীবিত কৰতে কৃত য হৈবেন না জেনে? কৰাবেই জানা পুৰু হক্কক জীবিত কৰা অসমৰ নহ—সক্ষমগুৰ এবং জীবিতকৰা আলাহৰ কুদৃত অপোৱা। এয়তাৰব্যাপ এ বাপাবে বিশ্বাস প্ৰকাশ অথবা প্ৰত্যোগ্যাদান কৰাবু কি কথমপ ধৰতে পাৰে। অতঃপৰ ভাৰা প্ৰত্যোগ্যান কৰে, তাদেৱকে সতৰ্ক কৰাবলৈ জন্য অভীত সকলদামৰ ঘটনাৰূপী উলোঝ কৰা হয়েছে যে, তাৰা যেয়ন কিম্বাবত অভীকাৰ কৰলৈ রম্ভাকে যিথ্যাবাদী;

କଳେ ଜ୍ୟୋତି) ତାମେର ପୂର୍ବେ ଯିଥାବାବୀ ହେଲେ ନୁହେଁ ସକଳାତ୍ମକ, କୃପାକୀର୍ତ୍ତା, ଶାଶ୍ଵତ ଅଜ୍ଞାନ-
ସମ୍ପଦାତ୍ମ, କିରାଟିନ, ଲୁତେର ସମ୍ପଦାତ୍ମ, ବନବୀବୀରୀ ଏବଂ ତୁମର ସକଳାତ୍ମକ, (ଅର୍ଥାତ୍)
ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ପ୍ରସରଗମକେ (ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରସରଗମକେ ତୁମ୍ହୀଦୀ, ରିମାନଙ୍କ ଓ କିମ୍ବାମହେଲେ
ବୀପାରେ) ଯିଥାବାଦୀ ହେଲେହେ, ଅତିପର ଆମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ମୋଳ୍ଯ ହେଲେହେ । (ତାମେର ସବାର ଉପର
ଆମାର ଏସେହେ । ଏମିନିଭାବେ ଏଦେର ଉପରର ଆବାବ ଆମେର ଦୁନିଆତେ କିମ୍ବା ପରକାଳେ ।
ସନ୍ତକ କରାର ପର ଆବାବ ପୂର୍ବେର ବିଷୟବିଷୟ ତିର୍ଯ୍ୟକିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହେଲେ ।) ଆମି କି ପରମ-
ବାବର ହୃଦିଟି କରେଇ ଝାଲ୍କ ହେଲେ ପଡ଼ିଲୁ କାହାମେ କାହାକୁ କରାତେ ସକଳ
ନାହିଁ । ଆମାତେ ବଜା ହେଲେହେ ଯେ, ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଜା ଏ ଧରନେର ଦୋଷ ଛୁଟି ଥେବେତେ ପରିଚି । ତୀର
ଉପର କୈନ କିମ୍ବର ପ୍ରତାବ ପଢ଼େ ମା ଏବଂ ଛୋଟି ତୀରକେ ଖେଳ କରାତେ ପାରେ ମା । କରେଇ କିରାମତେ
ପୁରୁଷଜୀବନ ମଞ୍ଚକେ ପ୍ରସାଦିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପେତୁ । କିମ୍ବା କିମ୍ବାମତ ଆର୍ଦ୍ଦକର୍ତ୍ତାକୁ କରେଇ, ତାମେର କରିବେ
କେମାନ୍ତରେ ହେଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ହୃଦିଟିର ବୀପାରେ (ଅର୍ଥାତ୍ ହାତାହି) କମ୍ପେଇ ଗୋପନ
କରାଇ, (ଯା ଜୀବନିଦିନ ଆମୋଦେ ଭାବେକେ ଭାବେ ପରେଇଲା ମର ।

ସୁରୀ କାକେର ବୈଷିଣି : ସୁରୀ କାକେ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟବିଷୟ ପରକାଳ, କିମ୍ବାମତ, ତୁମେର
ପୁରୁଷଜୀବନ ଓ ହିତାବ-ନିର୍ବାପ ମଞ୍ଚକେ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେହେ । ପୂର୍ବବତୀ ସୁରୀ କିମ୍ବରାମତେ ଉପରେଥାରେ
ଏହାମି ବିଷୟବିଷୟ ଉତ୍ତର ହିଲ । ଏହାହି ସୁରୀକରେର ମୋଳ୍ସତ୍ତ୍ଵ ।

ଏକଟି ହାତୀମ ଥେବେ ସୁରୀ କାକେର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଧାବନ କରା ଯାଏ । ହାତୀମେ ଉଲ୍ଲେଖ ହିଲାଯ
ବିନିତେ ହାତିରା କରିଲୁ । ରମ୍ଭନ୍ଧୁରାହୁ (ସା)-ର ଗୁହର ସରିକଟେଇ ଆମାର ପର ହିଲ । ଆର ଦୁର୍ବଳ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାଦେହ ଓ ରମ୍ଭନ୍ଧୁରାହୁ (ସା)-ର କଟି ପାକାନୋର ମୁଣିଓ ହିଲ ଅଭିଭବ । ତିନି କଟି ଓହ-
ବାରେ କୁଞ୍ଚାର ଖୋଜିବାର ସରୀ କାକ ଡିଲାଓଡାତ୍ କରାନେନ । ଏତେଇ ସୁରୀଟି ଆମାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ
ଯାଏ ।—(ମୁଲିମ-କୁରାତ୍ରୀ)

ହେବରତ ଉତ୍ସର ଇତିହାସ ପାଇବ (ଯା) ଆବୁ ଉତ୍ସରର ଲାଇଜୀ (ଯା)-କ କିମ୍ବାମା କରିଲୁ ।
ରମ୍ଭନ୍ଧୁରାହୁ (ସା) ମୁହିଦେର ନାମରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସୁରୀ କାକ ଡିଲାଓଡାତ୍ କରାନେନ ।
—(ସୁରୀଟି ବେଳ ବତ୍ତ) କିମ୍ବ ଏତଦ୍ସାହେତେ ନାମର ହାତକା ଯାନେ ହତ ।—(କୁରାତ୍ରୀ) ରମ୍ଭନ୍ଧୁରାହୁ
(ସା) ଓ ତୀର ଡିଲାଓଡାତ୍ର ବିଶେଷ ପ୍ରତାବେଇ ବୁହତମ ଏବଂ ଦୌର୍ବଳ୍ୟ ନାମର ମୁସାଲିଦେର
କରିବ ହାତକା କାଳ ହତ ।

ଆକାଶ ମୁଣିଟିଲୋଟର କର କି ?—ଆକାଶ ଏକଥାଇ ଶୁଖିଦିତ ଯେ, ଉପରେ ଯେ ମୌଳିକ
ବାହ୍ୟ ଆମା କାର ଯେ, ଆକାଶ ମୁଣିଟିଲୋଟର ମୁଁ । କିମ୍ବ ଏକଥାଇ ଶୁଖିଦିତ ଯେ, ଉପରେ ଯେ ମୌଳିକ

কল্পনাটিমাটির হচ্ছে তা শুনাবলেবে রওড। কিন্তু আর্দ্ধাবের কান্দণ হে'ভাই হবে—এবং আর্দ্ধাবের কল্পনার কোন প্রয়োগ নেই। এ হাতা আরাতে^১ লালের অর্ধ চর্মচক্রে দেখা না হয়ে আত্ম চক্রে দেখা অর্থাৎ চিন্দ্রাভাবনা করাও হতে পারে। —(বরান্দা-কোরআন)

হাতুর পর পুনরাবৃন্ত সম্ভবিত এবং বহু উপায়ে গ্রহণের জগতৰাব ;

كَلْمَنْ مَلِفْ كَلْمَنْ مَلِفْ كَلْمَنْ مَلِفْ কাফির ও মুশারিফদের কিন্তু কল্পনার পুনরাবের অবস্থার অবস্থানের করে। কাফির কর্মকাণ্ড প্রমাণ এই বিষময় যে, মৃত্যুকান্দার আনুভূতি দেখের অধিকাংশ অংশে মৃত্যুকান্দার পরিপন্থ করে দিক্ষিণিক বিকিপিডি করে রচিত পাঠে। পারি ও বাসু অবনবদেহের প্রতিটি কথাকে কথার পেটেজে দেখে। কিন্তু যেতে শুনাব অৰীবন সান করার জন্য এই বিকিপিডি কথাসমূহের অবস্থানের জানা এবং কথের কথাকে কথায় আল্যাদাঙ্গাবে একত্র করার সাধ্য কোর আছে? কেবারভাল পাকের ভাসাই এই গ্রন্থের জগতৰাব এই যে, মানুষ তাৰ সন্তোষ জানেৰ ব্যাপকাণ্ডিতে আৱাহ তা'আলার অসীম ভানকে পত্রিয়াপ কৰাব কৰাবেই এই পথভৰ্তুকার পতিত হয়। আৱাহ তা'আলার ভান এভাই বিষত ও সুদৰ্শনসারী যে, মৃত্যু পর মানবদেহের প্রতিটি অংশ তাৰ দলিলতে উপহিত থাকে। তিনি আমেন মৃত্যু কোন কোন অংশ মৃত্যুকা হাস কৰেছে। মানবদেহের কিন্তু অৰি আজাহ তা'আলা এমন ভৈরোৰ কৰেছেন যে, এভুমোকে মৃত্যুকা হাস কৰতে পারে না। অবিলিষ্ট হেসব অংশ মৃত্যুকায় পরিপন্থ হয়ে বিভিন্ন খানে পৌছে যায়, সেগুলো সবই আজাহৰ দলিলতে থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা কৰবেন, সৰুখলোকে এক আঘাত কৰবেন। সীমান্ত চিন্দ্র কৰলে বোকা থাবে যে, এখন প্রতোক আনুবৰ্যের দেহ হেসব উপাদান দাবা গঠিত, তাতেও সুরা দিবেৰ বিভিন্ন অকলের উপাদান সংযোগিত হয়েছে, কোনটি ধানোৰ আকারে এবং কোনটি উহু-ধৈরে আকারে সংযোগিত হয়ে বার্তামান যানবদেহ গঠিত হয়েছে। এবত্তা কৃত্য মুর্বীৰ এসব উপাদানকে বিহে হচ্ছিৰে দেওৱাৰ পর আৱার এক আঘাত কৰা আজাহৰ পকে কঠিন হবে কি? মৃত্যু পর এবং মৃত্যুকায় পরিপন্থ হওয়াৰ পর আজাহ তা'আলা মানবদেহেৰ একম উপাদান কৰতে জাহে কথু তাই নহ, এবং মানব হাল্টিৰ পুৰোই তাৰ অৰীবেৰ প্রতিটি মুহূৰ্ত, প্রতিটি পরিবৰ্তন এবং মৃত্যু পৰম্বৰ্তী প্রতিটি অবস্থা আজাহ তা'আলার কাহে 'শান্তি-মাহিকুমে' লিখিত আকাৰে বিদ্যাবান আছে।

চাকু
অতএব, এখন সর্বভাবী, সৰ্ববল্পী ও সর্বপ্রকাশন আজাহ সম্পর্কে উপরোক্ত বিষময় প্রকাশ কৰা বৰং বিষমত্বক ব্যাপৰ বটে। **أَرْفَى مَلِفْ مَلِفْ** আৱাহেৰ এই তফসীর হৰণত ইবনে আবুআস (রা), মুজাহিদ (র) ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বাস্তুত আছে।—(শাহৰে-মুহীত)

مَرْسُوبٍ مَرْسُوبٍ—অতিথানে হৃষি পুরুষের অৰ্থ মিহি, সাতে বিভিন্ন প্ৰকাৰ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗେ ଏବଂ ଯାହା ଅନୁକୂଳ କରିବାର ଅନୁଧାରିତ କରିବା ପରିଚାର ହେଲା । ଏରଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗେ ଏବଂ ଯାହା ଅନୁକୂଳ କରିବାର ଅନୁଧାରିତ କରିବାର ଅନୁଦ୍ଧାରିତ ଆଶ୍ୟ ହେଉଥିଲା (ଜୀ) । ହୁଣ୍ଡିଙ୍କ ନାମର ଅନୁକୂଳ କରିବାର ଅନୁଦ୍ଧାରିତ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ ଦୂରତ୍ତ କାହାରେ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ ହେଉଥିଲା (ରେ) । ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଅନୁଧାରିତ କରିବାର ଅନୁଦ୍ଧାରିତ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ ଦୂରତ୍ତ କାହାରେ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ ହେଉଥିଲା (ରେ) ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଅନୁଧାରିତ କରିବାର ଅନୁଦ୍ଧାରିତ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ ଦୂରତ୍ତ କାହାରେ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ ହେଉଥିଲା (ରେ) । ଏହି ବେଳେ, କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ ଦୂରତ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ ଦୂରତ୍ତ ଉପର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଥାକେ ଯା । ଅନୁକୂଳ କରିବାର ଅନୁକୂଳ, ସମୟରେ କରି, କରିବାର ଅନୁକୂଳ କରିବାର ଏବଂ କରିବାର କୋତିତିବି ଥାଏ । ଜାତୀୟ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ ଦୂରତ୍ତ । ଅନୁକୂଳ କରିବାର ଅନୁକୂଳ କରିବାର ଏବଂ ଯାହା ଅନୁକୂଳ କରିବାର ଅନୁଦ୍ଧାରିତ କରିବାର ଅନୁଦ୍ଧାରିତ କାନ୍ଦିଲାଙ୍କ ଦୂରତ୍ତ ।

এইসব মডেলগুলি, কৃষক ও এতদ্বয়ের মধ্যেও বিনাশকীয় বনসপুহ দলিল
মাধ্যমে আঞ্চাহ ডাক্তাঙ্গুলি সর্বসম্মত পেশ কিষ্ট করে দেখাই। নভোমগুলি সম্পর্কে বাজা

فوجِ فوج و مَا لَهَا مِنْ نُرُوج ۔ اور اس کے
امام :

ফাটে। উদ্দেশ্য এই যে, আজাহ তা'আলা আকাশের এই বিশালকায় পোষক করিষ্ঠ অবস্থারে। এটি আনন্দের হাতে নির্মিত হলে এতে হাস্তান্তরে জোড়াজাও ও ঝাটিহের মিহ পরিচুপ্ত হত। কিন্তু তামরা আকাশের লিঙ্ক তেজের সেব, এতে না কোন ভাবি আছে এবং না কেবলও তাহার্যে বা সেলাইহের চিহ্ন আছে। আকাশগাত্রে নিমিত দস্তা এর গরিগঙ্গী নয়। কান্ধ, দস্তাকে ঝাটিব বলা হয় না।

—كُلْ بَنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ نُوحٌ—
پُرَبَّلَتْيْ آشَأْتْسَمْعَهْ كَفِيلْسَمْرَهْ لِيْجَلْلَهْ

পরম্পরাগ অভ্যাসমূলের বিষয়ের বিবিত হয়েছিল। এটা ক্ষে সম্মতাই (সা)-র জন্য মর্যাদার অবস্থাপ ছিল, তা শাহী বাহিনী। এই আশাতে আশাই তাঁরা তাঁর সামগ্র্যের জন্য অভ্যাস সুলের পরম্পরার ও তাঁদের উচ্চতর অবিষ্টা বর্ণনা করে রয়েছেন। প্রতিক পরম্পরার সাথেই অভিযোগ পৌঁছানোর আচরণ করেছে। এটা অর্থনৈতিক চিকিৎসা আগ।। এতে আপনি যনক্তু হবেন না। নৃহ (আ)-এর সম্মতায়ের ব্যাহিনী কেবলআলে বাহুবাহু বিবিত সম্মত। তিনি সাতে নয় ন বেশৰ সৰ্বত তাঁদের হিসাগতের জন্য প্রচেষ্টা ঠাকুর। কিন্তু তাঁরা কখু তাঁকে প্রত্যাখালন করেননি। কৰুণ মানীভাবে উৎপীড়নও করেছে।

رسٰلَةُ الرَّسُّولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا مَنْعِلُكُمْ مَنْعِلُكُمْ وَمَنْعِلُكُمْ مَنْعِلُكُمْ
إِنَّمَا مَنْعِلُكُمْ مَنْعِلُكُمْ وَمَنْعِلُكُمْ مَنْعِلُكُمْ

তাম্রসৌরে হৃষিকেশাউতে বরতি-হাগেন করেন। হৃষরত সাজেহ (আ)-এর তাদের সাথে হিসেবে। প্রথম একটি কৃপক্ষে আশেপাশে কুরুক্ষ করতে প্রয়োগ করেন আজুপরম্পরাবর্তত-জামাই-জ্ঞান (আ) যদু-মুখে প্রতিফল হয়। এই কৃপক্ষেই এই কৃতের নাম হলু চুরু হাজারা-মাউজ-জৰ্বাং রূপা হৃষিকেশ হল। হৃষে বারা। তারা উপরিকৃতিহোকে বাস এবং ব্যবহীভূক্তি তাদের বৎসরতের মধ্যে সৃষ্টিভূত প্রকল্প হয়। তাদের হিসেবের অন্য আজাহ-তা'র্মাণা ও অন্যন্য প্রকল্পের প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে হতাহ করেন। করে আবাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকারের প্রধান অবগতিম কৃপাতি আকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা জৰ্বানে পরিষ্কৃত হয়। কৈরাজানের নিম্নোক্ত আরাতে প্রকাশাই উপরিপিত হয়েছে; **وَيُبَرِّزُ مِعْطَلَةً وَقَصْرَ مَشْبِدٍ**

তাদের আকেজো কুমা এবং মজবুত জনশ্বন্য দালান-কোঠা শিক্ষা প্রাপ্তের জন্য যথেষ্ট।

فَمَوْ — হৃষরত সাজেহ (আ)-এর উচ্চত। তাদের কাহিনী কৌরাজানে বারবার উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় — বিলাস বসু এবং শক্তি ও বীরত্বে অসম জাতি প্রেরাদ বাকীরে নাম ধার্ত হিল। হৃষরত হুম (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফুরয়ানী করে এবং তাঁর উপর নির্বাচিত চালান। অবশেষে বন্ধুরা আবাবে সব কানা হয়ে যায়।

أَخْوَانَ لَوَّا — হৃষরত লুত (আ)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে বরয়েক্ষণের উল্লিখ হয়েছে।

أَصْحَابُ الْأَيْكَةَ — দুন জুল ও বনকে হুমু। বলা হয়। তাঁরা একাপ আয়গাতেই বসবাস করত। হৃষরত প্রোয়ারেব (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা জীবাধ্যতা করে এবং আবাবে পতিত হয়ে নাজানাবুদ হয়ে যায়।

تَبَعَ — ইবাজেলের জাতীয় সঞ্চাটের উপাধি হিত কৃতা। সম্মত প্রতের সুর্যাজোধানে ও সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

**وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَاسَانًا وَعَلَمْنَا نُوسِوسٌ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيْنَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشَّمَائِلِ قَعِيْدُ مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ لَا لَدَيْهُ رَقِيبٌ عَتِيْدُ
وَعَلَّمْتُ سَكُونَ الْمُوتِ يَالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَوْيِدُ
وَنَفَخْتُ فِي الصُّورِ ذِلِّكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعْنَاهَا**

سَارِقٌ وَّشَهِيدٌ ۝ لَقَدْ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ فَمَنْ هُنَّا ۝ كَشَفْنَا عَنْكَ
غَلَامٌ كَمَصْبَحٍ الْيَوْمَ حَدَّيْدٌ ۝ وَكَالْقَرِينَهُ هُنَّا مَا لَدَنَعَ
عَنْهُنَّدُ ۝ الْقَرِينُ خَوْجَهُمْ كُلُّهُ كَفَلْتَ عَسِيْهُ ۝ مَنَاعَ لِلْعَذَابِ مُضْكَلَ
مُرْبَطٌ ۝ الَّذِي بَعْلَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهِ الْمُقْرَنُ قَالَ قَيْمَةُ
الشَّهِيدِ ۝ قَالَ قَرِينَهُ رَبَّنَا مَا أَطْمَيْهُ ۝ وَلَكِنْ يَانَ فِي ضَالِّي
بَعِيْهِ ۝ قَالَ لَا تَفْتَهُوا لَدَنِي وَقَدْ قَدَّمْتَ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝
مَا يَبْدَلُ الْعُولَمُ لِمَعْنَى وَمَا إِنَّا بِظَلَامٍ لِّلْعَذَابِ ۝

(১৫) আমি আমার সুষ্ঠি বলেছি এবং তাক যখন নিষ্ঠাত দেন সুষ্ঠিও আছে, সে সরামেও
আমি আহত আছি। আমি তাক সুষ্ঠিত ধর্মী খেকেও আছি। নিষ্ঠাত তো। (১৬)
সেইসব সুষ্ঠী প্রয়োগের পর আহত ও প্রাচী বসে তাক আমার প্রশংস করে। (১৭) জো হবে কথাই উচ্ছিষ্টের
সময়ে, তাক অবস্থা করব। তাক আছে সুষ্ঠিত করেই করবে। (১৮) প্রাচী প্রয়োগ নিষ্ঠাত হই
আপনাকে। এবং আপনাকে সুষ্ঠি প্রয়োগ করে করতে। (১৯) এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠাত কর্তৃ করেন এবং করেন
করে। (২০) করে করে প্রদর্শন করিয়ে। (২১) প্রাচী প্রয়োগ করে আপনাকে আপনাকে। আপনাকে
প্রয়োগে আপনক ও প্রয়োগ করো। (২২) প্রাচী প্রয়োগ করে আপনাকে আপনাকে। আপনাকে
কোম্পার করে প্রয়োগ করিবা সম্ভবে নিরেহি। করে আজ তোমার সুষ্ঠি সুষ্ঠী। (২৩)
আজ আজী প্রয়োগের ব্যবে : আপনাকে করেই হৈ আপনাকে আপনাকে করেই তা করো। (২৪)
তোমার উচ্ছিষ্টে নিষ্ঠেগ করে আপনাকে প্রত্যক্ষ আহতত বিজ্ঞানাসীকে, (২৫) যে বাধা
দিত প্রয়োগক আপনে, সৈন্যাধিকর্ণকাঙ্গি, প্রয়োগ পোষণকাঙ্গিরে। (২৬) হে আতি-আজা-
হুর সার্থ আমা তোমার প্রশংস করত, তাকে তোমার কাঠে পার্শ্বত নিষ্ঠেগ করো। (২৭)
আম তু আপনান ব্যবে : হে আমারের সামান্যকাঙ্গি, আমি তাকে কাঠে পার্শ্বত নিষ্ঠেগ করিনি।
ব্যতীত সে নিষ্ঠেই হিস সুষ্ঠী পথাপিতে নিষ্ঠে। (২৮) আজার আপনাস : আপনার সামান্য
ব্যক্তিত্বা করো না। আমি তো পুরুষ তোমাদেরক আপনু করা করে প্রদর্শন করিবাকাম।
(২৯) আপনার কাবে কথা আপনাকে হৈ না এবং আমি আপনাকে আপনি আপনাকে নাই।

କେବଳ ୧ ହିନ୍ଦୁ ମାତ୍ରାରେ ଜାଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ୧ ମାତ୍ର ପରିଚାଳନା ଓ ଏକଟି ପରିବହନ ଦେଖିଲୁଗା
ଅବଶ୍ୟକ ହେଲା—କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ଏବେ କ୍ରିସ୍ତାବଦୀରେ ଅଧିକ କରାଯାଇଥାଏ ନରୀଧିକ ହାତକା । କିମ୍ବା ଓର ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଦେଇ ମେ କିମ୍ବା ଉପରେ ଲାଗୁ, ତା ପାହଣ କରାର ଜେଣ୍ଠା ତାର କାହାଇ ସମ୍ପ୍ରଦ୍ୟତ ପରହରୀ ଆହେ । (ନେକ କଥା ହାଲେ ତାମ ଦିକ୍ଷକୁ ଫେରେଶତ୍ତା ଏବଂ ଅସବ ବନ୍ଧୁ ହଜେ ବୀଷ ଦିକ୍ଷକୁ ଫେରେଶତ୍ତା ତା ଲିପିବଳ କରି । ମୁଁଥେ ଉପାର୍କିତ ଏକ ଏକଟି ବୀକାହ ସବନ ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ଲିଖିତ ଆହେ, ତଥନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିସ୍ତାକିମ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ହବେ ନା କେବଳ ? ପଦକାଳୀନ ଜୀବନ ଓ କ୍ରିସ୍ତାବଦୀର ପ୍ରତିଦାନ ଓ ଶାନ୍ତିର ଭୂମିକା ହଛେ ଯତ୍ତୁ । ତାଇ ଯାନ୍ ସବୁ ଜତକ କରାର ଜୟା ଯତ୍ତୁ ସବୁଙ୍କ ଆଲୋଚନା—କାହାର ହେବାର କାହାରଙ୍କୁ ଯତ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ସାହିତର ଫଳରୁକୁ ପୁଣିଯାତ୍ମକ କୁଣ୍ଡଳକାର ହେବା ହେବା—ହେଉଥାର ଦୟା ହେବା (ନିକାଟ) ଏବଂ ଗେହେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଅତେଜ୍ଞର ହେବା ନିର୍ମିତବ୍ୟାପୀ) ।

क्रान्तिकारी शब्दों वा (वर्तमान वाक्यालये विकिपेडियन) एवं अधि (वा कामदेव) वाक्यालये विकिपेडियन नहीं है। (वर्तमान विजेताएँ एवं उनकी कल्पना वाक्यालये विकिपेडियन)।

Digitized by srujanika@gmail.com

आपा यासमें तु मन्मह अर्हीकाल कलाड़ और शृंगार कीरित हुए थाके अविवाह शृंगि
विशृंग आवश्यक, गुर्वत्तौ अव्याप्तसमूह आदेत जलैह एडाबे विद्याव वैद्या धरोहित थे,
तो वह अव्याप्त उपाधान ऊनके विजयेन्द्र भावेन्द्र यासकर्त्तित परिवाप रहे रहे हैं।
इह ऐ एटो के देवधिनिरहे हैं, शृंगज देह-उपाधान शृंग कार गवित्त हमे विवे हित्ते
गवित्त सम अंतर्माके किल्ले एवं फरा नक्का नक्का हवे ? किंतु अव्याप्त डा'आपा वलाहेन ;
शृंगित्त गवित्त अव्याप्त अप्युत्तरवाप्यु आधार भासेन आनुभाव रहेहे। अंतर्माके वलव-देवा
एवं वलव देवेन्द्रा आवाह उन्न वैष्णोहे कठिन नह। आधारा आवात्तसमूहत अव्याप्त
कामेन विशृंग-सर्वापकाष्ठा वर्णित हरहे। वला हरहे : वानूवर्य विकिप्त देह-
उपाधान जल्लमें तीनी हुएराक चाहित वक्त विवह त्रै ज्ञानि श्रद्धाक वानूवर्य शमेन
विशृंग छापरित वर्णनीसमूह कु अर्थात् उ सर्वावहार जानि । विशृंग वाराहे एवं वर्णन
वर्णनी कामा वलाहे है, जानि श्रीविशृंग धर्मी अर्पणात वानूवर्य अविव विकिप्त वर्णी।
हे वर्णनी श्रीपर वानूवर्य लोगने विकिप्त लीज, डाओ डार एडूक निकॉवर्णी नह, अडूक जानि
विकिप्त वर्णी। इह ताक वाल-वाला चार तार चाहित अविव वर्णी जानि । ३५ ३६

আমার শীর্ষস্থিত পদবীর উপরেও অধিক নিখনের্বতী—একথাও দোহর্য় :

— نہیں۔ قربِ الودع میں حملِ الودع
کا نام پڑھ لیکر تھوڑا نہیں بخوبی ملے۔ اسی کا دل خدا کا ہے۔ اسی کا دل خدا کا ہے۔

ଆମୋଡ୍ କାହାରେ ତିକିରୁଣାପ୍ରକାର ପରିଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ୫୫.୨ ଏବଂ ଉଲିଜା ଥିବା
କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିତ ଅର୍ଥ ମେନ୍ଡାଇ କରିବା ନାହିଁ । ସବୁ ଯଥପିରୁ ଥିବା ଉତ୍ତର ଧରନୀଙ୍କେତେ ଆତି-
ଶଳୀକାରୀ ଏବଂ ପାଇଁକ ମିଳିବା ୫୫.୩ କାହାରେ । ବେଳେ ୨୦୨୨ ଏବଂ ପ୍ରକାର କାହାରେ ଉଚ୍ଚମିତ ବ୍ୟାପ
କାରେ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରର ପାଇଁକ ମିଳିବା କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ

হোক সর্বাবস্থার প্রাণীর জীবন এর উপর বিচারলীল। এসব শিরা কেটে দিলে প্রাণীর আঁচা বের হবে বাব। অতএব সাক্ষিত্বা এই সৌভাগ্য যে, যে ধর্মনীর উপর আনন্দজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধর্মনীর চাইতেও অধিক তার নিকটবর্তী অর্থাৎ তার সরক্ষিতই আমি জানি।

সূক্ষ্মী বৃক্ষগুলিপথের মতে আছাতে কেবল তানগত নৈকট্যই উদ্দেশ্য নহ, বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সংজ্ঞান বোঝানো হয়েছে, যার অরূপ ও গুণগুণ তো কারণেও আমা নেই, কিন্তু এই সংজ্ঞান অঙ্গিত অবশ্যই বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকের একাধিক আঁচাত এবং অনেক সহীহ হাদীস এ তথ্যের সাক্ষা দেয়। আঁচাহ্ তা'আলা বলেন :

وَأَسْجُدْ وَأَقْرِبْ — অর্থাৎ সিজদা কর এবং আমার নৈকট্যশীল হবে বাব। হিজ-

রতের ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহরত আবু বকর (রা)-কে বলেছিলেন : **إِنَّمَا مَعَنِي** অর্থাৎ আঁচাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। ইহরত মুসা (আ) বলী ইসরাইলকে বলেছিলেন : **إِنْ مَعِيْ رَبِّيْ!** অর্থাৎ আমার পালনকর্তা আমার সঙ্গে আছেন। হাদীসে আছে, মানুষ আঁচাহ্ তা'আলা'র সর্বাধিক নিকটবর্তী তখন হব, যখন সে সিজদায় থাকে। হাদীসে আরও আছে, আঁচাহ্ বলেন : আমার বাস্তা নকল ইবাদত বাবা আমার নৈকট্য অর্জন করে।

ইবাদতের মাধ্যমে এবং মানুষের নিজের কর্ম কল্পনাপ অঙ্গিত এই নৈকট্য বিশেষ-ভাবে মু'মিনের জন্য নির্দিষ্ট। এরপ মু'মিন 'আঁচাহ্ ওলী' বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য মেই নৈকট্য নহ, যা প্রতোক মু'মিন ও কফিরের আলের সাথে আঁচাহ্ তা'আলা'র সম্ভাবে রয়েছে। মোটকথা, উল্লিখিত আঁচাত ও হাদীস সাক্ষা দেয় যে, গুল্প ও মালিক আঁচাহ্ তা'আলা'র সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সংজ্ঞান আছে, যদিও আমরা এর অরূপ ও গুণগুণ উপরাখি করতে সক্ষম নহি। যওলানা জামী (র) তাই বলেন :

أَتَالِي بِي مَثَلٍ وَبِي قَهَّا س - هَسْتَ رَبِّ الْنَّاسِ رَبِّ الْجَانِ فَنَّاسٌ

অর্থাৎ আনন্দজীবন সাথে তার পালনকর্তার এমন একটা গভীর নৈকট্য বিদ্যমান, আর কোন অরূপ বা তুলনা বর্ণনা করা যায় না।

এই নৈকট্য ও সংজ্ঞান চোখে দেখা যাব না, বরং ঐমানী সুস্নাদরিতা আব্বা জানা যাব। তকসীরে আবশ্যানীতে এই নৈকট্য ও সংজ্ঞানকেই আঁচাতের অর্থ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তকসীরবিদের উভি পুরৈই উজ্জ্বল করা হয়েছে যে, এখানে তানগত সংজ্ঞান বোঝানো হয়েছ। ইবনে কাসীর এই মুই অর্থ থেকে আলাসা এক তৃতীয় তকসীর এই বর্ণনা করেছেন যে আঁচাতে **كَفَافٌ** শব্দ আব্বা আঁচাহ্ তা'আলা'র

সজ্ঞা বোঝানো হয়নি ; যবৎ তাঁর ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদ্ব মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সংজ্ঞে এতটুকু শুয়াকিছে হাত, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সংজ্ঞে ওয়াকিছে হাত নয়।

أَذْيَتَلَقِي الْمُتَلَقِّيَنِ **فَتَلَقِي**
প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে : **فَتَلَقِي**—
শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেওয়া এবং অর্জন করে নেওয়া।

أَدَمُ مِنْ رَبِّ كَلْمَاتٍ অর্থাৎ নিয়ে নিয়েন আদম তাঁর পাইনকর্তার কাছ থেকে
কয়েকটি বাক্য। আমোচ্য আয়াতে **مُتَلَقِّيَنِ** থেকে দুইজন ফেরেশতা বোঝানো
হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদা সর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে।

مِنْ الْيَوْمِنِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ অর্থাৎ তাদের একজন ডানদিকে থাকে
এবং সহ কর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বামদিকে থাকে এবং অসহ কর্ম লিপিবদ্ধ করে।
قَاعِدٌ অসহ কর্ম (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

قَاعِدٌ এর অর্থ কাউন্ট হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, **قَاعِدٌ** শুধু উপবিষ্ট
অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু **قَعِيدٌ** শব্দটি ব্যাপক। যে বাস্তি কারও সঙ্গে থাকে, তাকে
قَعِيدٌ বলা হয়—-উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরারত হোক। উপরোক্ত
ফেরেশতাদ্বয়ের অবস্থাও তাই। তারা সর্বদা সর্বাবস্থায় মানুষের সঙ্গে থাকে—সে উপবিষ্ট
হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরারত হোক অথবা নিস্তি হোক। কেবল প্রস্তাৱ-পায়খানা
অথবা ত্ৰী-সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে উপোক্তা খোলে তখন ফেরেশতাদ্বয় সরে যাব।
কিন্তু তদবস্থারও সে কোন গোনাহ্ করলে আলাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে
পারে।

ইবনে কাসীয় আহ্মাফ ইবনে কাশাস (র)-এর বর্ণনা উক্ত করে লিখেছেন : এই
ফেরেশতাদ্বয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাম-
দিকের ফেরেশতারও দেখানো করে। মানুষ যদি কোন গোনাহ্ করে, তবে ডানদিকের
ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে : এখনি এটো আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না।
তাকে সময় দাও। যদি সে ততোবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায়
আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর !—(ইবনে আবী হাতেম)

عَنِ الْمُكْتَبِ আয়নায় লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা : হস্তরত হাসান বসরী (র)

وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন :

হে আদম সত্তানপ ! তোমাদের জন্য আমলনামা বিছানো হয়েছে এবং দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে । একজন তোমার ডানদিকে, অপরজন বাম-দিকে । ডান দিকের ফেরেশতা তোমার নেক আমল লিখে এবং বামদিকের ফেরেশতা গোনাহ ও কুকর্ম লিপিবদ্ধ করে । এখন এই সত্তা সামনে রেখে তোমার ঘনে যা চায়, তাই কর এবং কর আমল কর কিংবা বেশী কর । অবশেষে যখন তুমি হৃত্যুধে পতিত হবে, তখন এই আমলনামা বল করে তোমার দ্বিবাস রেখে দেওয়া হবে । এটা করারে তোমার সাথে আবে এবং থাকবে । অবশেষে তুমি কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উঠিত হবে, তখন আলাহ তা'আলা বলবেন :

وَكُلْ أَنْسَانٌ إِلَّا مُنْدَهْ طَائِرَةٌ فِيْ مُنْقَهٍ وَنُخْرِجُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كِتَابًا بِإِلْفَاقٍ مَنْشُورًا - ا قُرَا تَنَا بَكَ كَفِيْ بِنِفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا -

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার ঘাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি । কিয়ামতের দিন সে তা খোলা অবস্থায় পাবে । এখন নিজের আমলনামা নিজেই পাঠ কর । তুমি নিজেই তোমার হিসাব করার জন্য রয়েছেষ্ট ।

হয়রত হাসান বসরী (র) আরও বলেন : আলাহ'র কসম, তিনি বড়ই ন্যায় ও সুবিচার করেছেন, যিনি স্বয়ং তোমাকেই তোমার ক্ষিয়াকর্মের হিসাবকারী করেছেন । (ইবনে কাসীর) বলা বাহ্য, আমলনামা কোন পার্থিব কাগজ নয় বো, এর কবরে সঙ্গে যাওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকার ব্যাপারে অট্টক্ষণ হতে পারে । এটা এমন একটা অর্থগত ব্যক্তি যার আলাপ আলাই জানেন । তাই এর প্রত্যেক মানুষের কর্তৃতার হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকা কোন আচরণের বিষয় নয় ।

مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لِيُ

রَقِيبٌ عَنِيدٌ

অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিসরে ফেরেশতা রেকর্ড করে নেয় । হয়রত হাসান বসরী (র) ও কাতাদাহ বলেন : এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাকী রেকর্ড করে । তাতে কোন গোনাহ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক । হয়রত ইবনে আবুস (রা) বলেন : কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো সওয়াব অথবা শাস্তিজ্ঞাপ । ইবনে কাসীর উভয় উভিঃ উভ্যত করার পর বলেন : আলাহ'র ব্যাপকতামূলক প্রথমোক্ত উভি অংশগুলি ঘনে হয় । এরপর তিনি হয়রত ইবনে আবুস (রা)থেকেই আলী ইবনে আবী তাজহা (রা)-র এক রেওয়ায়েত উভ্যত করেছেন, যদ্বারা উভয় উভিঃর মধ্যে সম্বন্ধ সাধিত হয় । এই রেওয়ায়েতে আছে, অথবে তো প্রতিটি কথাই লিপি-বক করা হয়, তাতে কোন গোনাহ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক । কিন্তু সম্ভাবন

হৃহস্পতিবার দিনে ক্ষেরেশত। তিথিত বিশ্বগুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং বেসব উভি সওয়াব
অথবা শান্তিরোগ্য এবং তার অথবা অন্য সেগুলো রেখে বাকীগুলো যিচিয়ে দেবে। অপর এক
আঁশাতে আছে : **وَيَعْلَمُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْهِيُّنَّ مَا أُمِّلَّا بِهِ** - এর
অর্থ তাই ।

ইমাম আহমদ (র) হস্তরত বিলাল ইবনে হারিস মুস্তাফা (রা) থেকে হে রিওয়ায়েত
বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁকে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

মানুষ মাঝে মাঝে কোন ভাষণ কথা বলে। এতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু
সে মাঝুলি বিশ্ব মনে করেই কথাটি বলে এবং টেরও পায় না যে, এর সওয়াব এতই সুদূর-
প্রসারী যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ছাঁচী সন্তুষ্টি লিখে দেন। এমনিভাবে
মানুষ আল্লাহর অস্তুষ্টির কোন বাক্য মাঝুলি মনে করে উচ্চারণ করে। সে ধারণাও
করতে পারে না যে, এর গোলাহ ও শান্তি কত্তুর পরিবাস হবে। এই বাকের কারণে
আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ছাঁচী অস্তুষ্টি লিখে দেন।—(ইবনে কাসীর)

হস্তরত আলকামাহ (র) এই হাদীস উক্তুত করার পর বলেন : এই হাদীস আমাকে
অনেক কথা মুখে উচ্চারণ করা থেকে বিরত রেখেছে। —(ইবনে কাসীর)

وَجَاهَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِيقَةِ لِكَ مَا كُفِّنَ مِنْهُ تَعْبِدُ—
হত্তা-বজ্রণা এবং হত্তার সময় ঘৃহীত হাওয়া। আবু ব কর ইবনে
আব্দুর্রামান (র) হস্তরত মসরুক (র) থেকে বর্ণনা করেন, হস্তরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর
মধ্যে অধ্যন হত্তার ক্রিয়া করে হয়, তখন তিনি হস্তরত আব্দুর্রামান (রা)-কে কাছে তাকলেন।
পিতার অবস্থা দেখে অতঙ্গুর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাখণ্ড উচ্চারিত হয়ে যায় :
—**أَذَا حَسْرَ جَمْتَ بِهِ مَا وَصَاقَ بِهِ الصَّدْرُ**—অর্থাৎ আব্দা একদিন অব্যাহির হবে এবং
বক্ষ সংকুচিত হয়ে থাবে। হস্তরত আবু ব কর (রা) তাঁর বলাতেন : জুমি হৃথাই এই কবিতা
পাঠ করেছ। এর পরিবর্তে এই আব্দাত পাঠ করলে না কেন? **وَجَاهَتْ سَكْرَةُ**

الْمَوْتِ بِالْحَقِيقَةِ لِكَ مَا كُفِّنَ مِنْهُ تَعْبِدُ—ওকাতের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র
মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত তিকিয়ে শুধুমাত্রে আলিপ করাতেন এবং বলাতেন :
أَذَا حَسْرَ اَنْ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتْ—অর্থাৎ কালিমা তাইবাবা পাঠ করে বলাতেন :
হত্তা-বজ্রণা বড় সাংবাদিক।

—بِالْحَقِيقَةِ—এখানে : ৫ অব্দাটি ধূমে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই

বে, মৃত্যু-ক্ষণে সত্তা বিবরকে নিরে এজ। অর্থাৎ মৃত্যু-ক্ষণে এমন বিবরকে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্তা ও প্রতিভিট্টত এবং আ থেকে পলায়নের অবকাশ নেই। —(মাহাত্মা)

تَعْبُدُ—ذِلَّكَ مَا كُنْتَ مِنْ تَعْبُدٍ মন্ত্রটি ৫৮ থেকে উচ্চৃত। অর্থ সরে হওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই বে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যত সাধারণ মানুষকে এই সমৌখন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোভূতি অভ্যবহৃতভাবে সমগ্র যানবগোচারীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রতোবেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরীরতের দৃষ্টিতে গোনাহ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই বে, মানুষের এই অভ্যাব ও প্রহৃতিগত বাসনা পুরো-পুরিভাবে বিছুড়েই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই, তুমি হতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের যত্নানে উপস্থিতকারী কেরেশতাত্ত্বঃ

وَجَاهَتْ كُلْ

نَفْسٌ مَعْهَا سَاقِنٌ وَّ شَهِيدٌ — এই আয়াতের পূর্বে কিয়ামত কাঁয়ে হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের যত্নানে মানুষের হায়ির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের যত্নানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন তৈরি থাকবে।

সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্মদের অথবা কোন দলের পেছনে থেকে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় পৌছে দেব। **ঢুকিল্পি**-এর অর্থ সাঙ্কী। **তৈরি**-যে কেরেশতা হবে এ ব্যাপারে সব রেওয়ায়েতই একমত। **ঢুকিল্পি**-সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উভিজ্ঞ বিভিন্ন রূপ। কারণ কারণ যতে সেও একজন কেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুইজন কেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের যত্নানে পৌছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাঙ্কী দেবে। এই কেরেশতাদুয় ডান ও বামে বসে আমল তিপিবজ্জবানী কিরায়ুন-কাতেবীন কেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই কেরেশতাও হতে পারে।

ঢুকিল্পি সম্পর্কে কেউ বলেনঃ সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষ-কেই **ঢুকিল্পি** বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেনঃ কেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোবা যায়। হস্তরত ওসমান গনী (রা) খোতবায় এই আয়াত তিমাওয়াত করে এই তফসীরই করেছেন। হস্তরত মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে বায়েদ (রা) থেকেও তাই বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এখন সরকিলু দেখবে, যা জীবিতাবস্থার দেখতে গেত নাঃ **فَكَشَفْنَا عَنْكَ غُطَاءَ كَفَرْكَ الْيَوْمَ حِدَادٌ** — অর্থাৎ আমি তোমাদের

সামনে থেকে ঘবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সৃতীকৃ। এখানে কাকে সঙ্গে করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তৎসৌরবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইবনে জরীর (ر), ইবনে কাসীর প্রমুখের মতে ধূ'যিন, কাফির, মুত্তাকী ও ফাসিক নির্বিশেষে সর্বাইকে সঙ্গে করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই খে, দুনিয়া অপজ্ঞগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। আপে যেহেন আনন্দের চক্ষুব্যব বজ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরজ্ঞগত সম্পর্কিত বিষয়াবলী দুনিয়াতে চর্চাক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্চাক্ষ বজ হওয়া যাবেই অপজ্ঞগত খত্য হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে আয়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে আয়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেন : **النَّاسُ نَهَا مَا ذَرَّ مَاتُوا** ।
—অর্থাৎ আজিকার পাথির জীবনে সব আনন্দ নিষিদ্ধ। ইখন তারা মরে আবে, তখন জাপ্ত হবে।

قَالَ قَرِيْبٌ هَذَا مَا لَدَى عَنِيدٍ—এখানে সঙ্গী অর্থ সেই ফেরেশতা যে

ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য আনন্দের সাথে থাকত। পুরোহী জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুইজন। কিন্তু কিয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাঙ্গী এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বোধ আয় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাৰয়কে হাশের অয়দানে উপস্থিতির সময় দুইটি কাজ সোপান করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে থেকে সংংঠিষ্ঠ সকল বাজিকে হাশের অয়দানে পৌছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই **سَقْنَى** শব্দে তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আয়লামীয়া দেওয়া হয়েছে। তাকে **مَلِعْش** তথা সাঙ্গী নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাশের অয়দানে পৌছার পর আয়লামীয়ার ফেরেশতা আরম্ভ করবে : **هَذَا مَا لَدَى عَنِيدٍ**।
অর্থাৎ তাঁর জিধিত আয়লামীয়া আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জরীর বলেন : এখানে ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দারা উভয় ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে।

الْقَهَا فِي جَهَنَّمِ كُفَّارٌ عَنِيدٌ—শব্দটি বিবাচক পদ। আয়াতে

কোন ফেরেশতাৰয়কে সঙ্গে করা হয়েছে? বাহ্য পূর্বোক্ত চালক ও সাঙ্গী ফেরেশতাৰয়কে সঙ্গে করা হয়েছে। কোন কোন তৎসৌরবিদ অন্য কথাও বলেছেন। (ইবনে-কাসীর)

قَالَ قَرِيْبٌ وَبِنًا مَا أَطْفَلَتْ—**قَرِيْبٌ**—শব্দের আসল অর্থ যে সঙ্গে থাকে

এবং যিলিত। এই অর্থের দিকে আগের আয়াতে এর দারা আসল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরোক্ত ফেরেশতাৰয়কে হেমন আনন্দের সঙ্গী হয়ে

থাকে এবং আনুষকে পথচারিত্ব ও পাগের দিকে আহবান করে। আমোচ্য আয়তে ক্ষমতান্বৈলিঙ্গিক বাকি বলে এই শব্দটানই বোঝানো হয়েছে। সংরিষ্ট বাকিকে হখন জাহাজামে নিজেপ করার আদেশ হয়ে যাবে, তখন এই শব্দটান বলবে : পরামর্শারদিগার, আমি তাকে পথচারিত্ব করিনি, বরং সে নিজেই পথচারিত্ব অবলম্বন করত এবং সম্পদেশে কর্মগত করত না। বাহ্যত বোঝা আয় যে, এর আগে জাহাজামী বাকি নিজেই এই অভ্যুত্থান পেশ করবে বৈ, আমাকে এই শব্দটান বিজ্ঞাপ করেছিল। নতুনা আমি সৎ কাজ করতাম। এর জওয়াবে শব্দটান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতশ্বার জওয়াবে আজাহ তাজালা বলবেন :

— لَا تَخْتَمِّمُوا لَدَىٰ وَقَدْ تَدْعُونَ لِهُمْ بِالْوَمِيدِ —

আমি তো পূর্বেই পহঃপহ রংগনের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওহরের জওয়াব দিয়েছি এবং এশী প্রচের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্ক-বিতর্ক কোন উপকারে আসবে না।

— مَا يَبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لَّتَعْبِدُ —

আমি কথা কল্পনার মধ্যে করে না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারও প্রতি জুলুম করিনি। ইন-সাকের ফয়সালা করেছি।

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ⑥ وَأَرْلَفْتَ
الْجَهَنَّمُ لِلْمُسْتَقِينَ عَيْنَ بَعْيِيْدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيْظٌ
مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنْتَبِّهٍ ⑦ ادْخُلُوهَا بِسَلِيمٍ
ذَلِكَ يَوْمُ الْغُلْوُدٍ ⑧ كَمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ⑨

- (৩০) যদিম আমি জাহাজামকে প্রিজ্ঞাত করব, ‘তুমি কি পূর্ণ হয়ে দেছ?’ সে বলবে, ‘আরও আছে কি?’ (৩১) আয়তকে উপস্থিত করা হবে আজাহ তীক্ষ্ণদের আন্দোলনে। (৩২) তোমাদের প্রত্যেক অমূলাগী ও স্মরণকারীকে এবং এই প্রতিশূলি দেওয়া হয়েছিল— (৩৩) যে না দেখে দয়ায়ী আজাহকে জয় করত এবং বিমীত অবসরে উপস্থিত হত—(৩৪) তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্দকাল বসবাসের দিন। (৩৫) তারা তথাক না চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।

তফসীরের সার-সংজ্ঞেপ

(এখান থেকে হাশেরের অবশিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছে । আনুসরে সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিন) সেদিন আমি জাহাজামকে (কাফিরদের প্রবেশ করার পর) জিজ্ঞাসা করব : তুমি তবে গোহ কি ? সে বলবে : আরও আছে কি ? [কাফিরদেরকে আরও তয় দেখানোর উদ্দেশেই সজ্ঞবত এই জিজ্ঞাসা, যাতে জওয়াব তানে তাদের অন্তরে দোষখের আতঙ্ক আরও বেড়ে যাব যে, আমরা কিন্তু তাঙ্গকে ঠিকানায় পৌছে গেছি । সে তো সবাইকে ছাস করতে চায় । জাহাজামের তরফ থেমে ‘আরও আছে কি’ বলে যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, এটাও সজ্ঞবত আলাহ্ দৃশ্যমন কাফিরদের প্রতি জাহাজামের প্রচণ্ড ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ । সুরা মুজাকে এই জ্ঞান এভাবে বর্ণিত হচ্ছে :

وَمَنْ تَفَوَّتْ كَعْدَةٍ تَهْزِيْزٌ مِّنَ الْغَيْبِ
— لِمَنْ جَهَنَّمَ

তার পেট ভরেনি । সে ক্রোধবশতই আরও চেমেছে । কাজেই এটা

আরাতের পরিপন্থী যে । অর্থাৎ আমি জিন ও মানব বারা জাহাজামকে পূর্ণ করে দেব । আরাতের উদ্দেশ্য এই যে, আলাহ্ তা'আলা পূর্ণ করে দেওয়ার সাথেক ওয়াদা অনুযায়ী জিন ও মানবকে জাহাজামে নিকেপ করতে থাকবেন আর জাহাজাম এ কথাই বলতে থাকবে যে, আরও আছে কি ? (ইবনে কাসীর) আরাতের বর্ণনা এই যে] আরাতকে উপরিত করা হবে আলাহ্ তীক্ষ্ণদের অনুর (এবং আলাহ্ তীক্ষ্ণদেরকে বলা হবে ।) এবাই প্রতিশুভি দেওয়া হয়েছিল তোমাদের অভোক (আলাহ্ প্রতি আন্তরিক) অনুরাগীকে (এবং সৎ কর্ম ও ইবাদত পালনকারীকে) যে না দেখে আলাহ্ কে তয় করত এবং বিনোদ অন্তরে (আলাহ্ কাছে) উপরিত হত । (তাদেরকে আদেশ করা হবে :) তোমরা এই আরাতে পার্শ্বিতে প্রবেশ কর । এটা অন্তর্কাল বসবাসের (আদেশ হওয়ার) দিন । তারা তথার যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আয়ার কাছে (তাদের প্রার্থিত বস্ত অপেক্ষা ।) আরও বেলী (নিয়ামত) আছে (যা আলাহ্তীয়া করন্তাও করতে পারবে না) । আরাতের নিয়ামত সম্বর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আরাতের নিয়ামত কেবল চক্ষু দেখেনি, কেবল কান শুনেনি এবং কেবল আনুম করন্তাও করতে পারে না । তন্মধ্যে একটি নিয়ামত হচ্ছে আলাহ্ সৌনার ।

আনুমানিক কাউন্ট বিবর

أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ
—كُلْ أَوْ بَ حَفْوَظْ—অর্থাৎ আরাতের প্রতিশুভি প্রতোক
—এর অন্য রয়েছে । أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ
সোমাখ্ থেকে সরে পিলে আলাহ্ প্রতি অনুরাত হব ।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مَا أَمْهَنْتُ مِنْ مَهْلِكٍ هَذَا

ଆଜ୍ଞାହୁ ପଥିବା ଏବଂ ତୀର୍ତ୍ତାଇ କଲାମ୍ବସା । ହେ ଆଜ୍ଞାହୁ, ଆଖି ଏଇ ମଜଳିଲେ ହେ ପୋନାହୁ କରାନ୍ତି, ତାହେକେ ଡୋମାନ୍ତ କାହେ କଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତେନ୍ : ସେ ବାଣିଜ ମହିଳାଙ୍କ ଥିଲେ ଉଠାର ସମୟ ଏହି ମୋରୀ ଗାଠ କରି,
ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ମାତ୍ରା ତାର ଏହି ମହିଳାଙ୍କ କୃତ ସବ ମୋରୀ ଯାକ୍ଷ କରେ ଦେନ । ମୋରୀ ଏହି :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆଶାର୍, ତୁମି ପରିଚି ଏବଂ ଅଶ୍ଵସା ତୋମାରି ହେ । ତୋମା କାହିଁତ କୋନ ଉଗସା ନେଇ ।
ଆମି ତୋମାର କାହେ କାମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମା କରାନ୍ତି ।

हवारत ईवन आकांग (डा) वलेन : **حفظ** एयन बाति, वे निज गोनाह्समूह
स्मरण राखे, याते सेण्ठो मोठन करिसे नेह। डॉर्स काह थेके अन्य एक विवाहज्ञाने
आहे **حفظ** एयन बाति, वे आलाह डा-आलार विधि-विधान स्मरण राखे। हवारत आवृ
हवारताचे दालीसे झासुलाह, (आ) वलेन : वे बाति दिनेऱ तक्कले (ईप्राकेच) ठार
आकांग वाशी घटे, मे **حفظ** او अ **حفظ** । —(कृत्तव्यी)

—وَجَاهَ بِقَلْبٍ مُنْهَبٍ—আবু বকর ওয়ারুনাক বলেন : (মন্তব্য) বিনোদ

—**لَهُمْ مَا يَهْأَلُونَ فِيهَا**—অর্থাৎ জাহাতীরা জাহাতে শা চাবে, তা-ই পাবে।

অর্ধাং চাওয়া যাইছে তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিজয় ও অগেকার বিজয়না সহিত
হবে না। হয়রত আবু সারীল খুদয়ার বাচমিক লিওয়াস্তে রসুলুলহ (সা) বলেন : জানাতে
কারও স্বত্ত্বামের বাসনা হলে গৃহধারণ, প্রসব ও স্বত্ত্বামের কান্তিক হারি—এগুলো সব এক
মহর্ত্ত্বের মধ্যে মিলাব হচ্ছে যাবে।—(ইবনে কাসীর)

وَلَدَنَا مَرِيدٌ—অর্থাৎ আমার কাছে এমন নিয়ামতও আছে, যার কর্তব্য ও

মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্ক্ষাও করতে পারবে না। ইয়রত আনাস ও জাবের (রা) বলেন : এই বাঢ়তি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার যিয়ারত তথা সাক্ষাৎ, যা আমাতোরা লাভ করবে। **لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَى وَزِيَادَةً**—আমাতোর তফসীরে এই বিশ্ববস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, আমাতোরা প্রতি উকুবার আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে।—(কুরআন)

**وَحَكَمَ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ قَنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوا
فِي السَّلَادِ وَهَلْ مِنْ مُّجِيِّصٍ ④ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ يَعْلَمُ كَانَ
لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَالَسَّمَ وَهُوَ شَهِيدٌ ④ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتْوَةِ آيَاتِهِ ④ وَمَا مَسَّنَا مِنْ نُعُوبٍ ④
فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيَّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ
قَبْلَ الْفَرْوَبِ ④ وَمِنَ الْيَلِ فَسِّخْهُ ④ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ④**

(৩৬) আমি তাদের পূর্বে বই সঞ্চালনাকে ধৰে করেছি, যারা তাদের অপেক্ষা অধিক প্রতিশ্রূতি ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোম পদার্থে-স্থান ছিল না। (৩৭) এতে উপরের গ্রন্থে তার আমা, যার অমুখাবর করার পক্ষ জন্মে রয়েছে। অথবা সে বিবিষ্ট অবস্থায় প্রবেশ করে। (৩৮) আমি মক্কামগুলি, কৃষ্ণগুলি ও এতদুর্ভারের যথাবতী সরকিলু হয়ে দিনে সুষ্ঠি করেছি এবং আমাকে কোনোরূপ ঝাপ্তি স্মর্ণ করেনি। (৩৯) অতএব তারা যা কিছু বলে, তজনি আপনি সবর করুন এবং সুর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আগন্তুর পালমক্কাতীয় সপ্রসংস পরিষ্কার কোর্পা করুন, (৪০) রাতের কিছু জন্মে তার পরিষ্কার হোষপা করুন এবং মীমাংসের পঞ্চাশতও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তাদের (মক্কামগীদের) পূর্বে বই সঞ্চালনাকে (কৃষ্ণের কার্যালয়ে) ধৰে করেছি, যারা ছিল তাদের অপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত প্রবেশ এবং (সাংসারিক সাঙ্গ-সরজাম বাঢ়ানোর জন্য) দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত (অর্থাৎ প্রতিশ্রূতি ইঙ্গর পর জীবনোপকরণের

ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উমত ছিল, কিন্তু যখন আব্দীর আসল, তখন) তাদের প্রজায়নের স্থানও ছিল না। এতে (অর্থাৎ খৎস করার ঘটনায়) তার জন্য উপদেশ রয়েছে, যে (সমবাদার) অস্তঃকর্মণশীল অথবা (সমবাদার না হলে কর্মগকে) যে নিরিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (শ্রবণ করার পর সংক্ষেপে সত্যে বিশ্বাসী হয়ে যাও। যদি আল্লাহ্‌র কুদরতকে অঙ্গ মনে করে তোমরা কিম্বামত অঙ্গীকার করে থাক, তবে তা বাতিল। কান্দণ, আমার কুদরত এমন যে,) আর্থি নড়োবঙ্গ, ভূমগ্নি ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে (অর্থাৎ দিনের সমান সময়কালের মধ্যে) স্থিষ্ঠিত করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ঝাপ্তি স্পর্শও করেনি। (এমতা-বছায় মানুষকে পুনর্বার স্থিষ্ঠিত করা কঠিন হবে কেন? আল্লাহ্‌ অন্যত বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِخَلْقِهِنَّ

এবং সব সম্মেহ নিরসনকারী জঙ্গলের সঙ্গেও তারা অনধর্ম অঙ্গীকারই করে যাচ্ছে) অতএব আপনি সবর করুন (অর্থাৎ সুঃখ করবেন না। যেহেতু কোনদিকে যনকে নিবিষ্ট করা ব্যক্তিত সুখের কথা বিস্ময় হওয়া যায় না। তাই ইরানাদ হচ্ছে :) এবং সুর্যোদয়ের পূর্বে (অর্থাৎ সকালের নামাযে) এবং সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ঘোহর ও আসরের নামাযে) আপনার পালনকর্তার পরিষ্কার ঘোষণা করুন এবং রাঙ্গিতেও তাঁর পরিষ্কার (ও প্রশংসন) ঘোষণা করুন (এতে মাগরিব ও ইশা দাখিল হয়ে গেছে) এবং (ফরয) নামাযের পন্থাতেও (এতে নফল ও উজিজ্বা দাখিল হয়ে গেছে। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্‌র যিকির ও কিকির মশাগুল থাকুন, যাতে তাদের কুকুরী কথা-বার্তার দিকে ধ্যানই না হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞানস্তোষ বিষয়

تَنْقِيْبٌ لِّكُلِّ نَفْيٍ—نَفْيٌ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مُّتَّصِّصٍ থেকে উভূত।

এর আসল অর্থ হিসেব করা, বিদীর্ণ করা। বাকপঞ্জিতে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহার হয়।

ঐতিহ্য-এর অর্থ আল্লামহ। আমাতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবসোভ্যীকে খৎস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে কিম্বত। কিন্তু দেখ পরিপায়ে তারা খৎস হয়ে গেছে। কোন ভূগুণ অথবা গৃহ তাদেরকে খৎসের কথা থেকে আপ্রয় দিতে পারব না।

لَمْ يَأْنَ لَهُ قَلْبٌ— হয়রত ইবনে আবাস (رা)

বলেন : এখানে 'কল্ব' বলে বোধশক্তি বোর্জানো হয়েছে। বোধশক্তির কেজেছত হচ্ছে কল্ব

তথ্য অন্তর্ভুক্ত। তাই একে কল্ব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন: এখানে কল্ব হলে হায়াত তথ্য জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কল্বের উপরই হায়াত ডিঙি-পৌজ। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সুরায় বিশ্বব্যবস্থ আরা সেই বাতিল উপদেশ ও শিক্ষার উপর জাত করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা যত বাতিল এর আরা উপর্যুক্ত হতে পারে না।

لَقَاءُ سَمْعٍ — وَالْقَيْصِمَةُ - ৭৩- এর অর্থ কোন কথা কান জাগিয়ে শোনা এবং ফুলে এর অর্থ উপর্যুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, সুই বাতিল উপর্যুক্ত আয়াত-সমূহের আরা উপর জাত করে। এক যে বীয় বোধশক্তি আরা সব বিশ্বব্যবস্থকে সত্তা অনে করে। সুই, অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিষ্ট মনে প্রবণ করে; অন্তরকে অনুপ্রাপ্তি রেখে তখন কানে করে না। তফসীরে মায়ারীতে বলা হয়েছে: কামিল বুয়ুর্গমগ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তৃতীয়ের অনুসারী ও মূরীদগণ দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে নাথিল।

سَبِيعٌ وَسَبِيعٌ بَعْدَمْ رَبِّ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفَرْوَبِ

থেকে উচ্চ। অর্থ আজাহ্ তা'আজার তসবীহ (পরিষ্ঠাতা বর্ণনা) করা। সুধে হোক কিংবা নামায়ের যাধ্যয়ে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন: সুর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ করার অর্থ কজরের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ করার মানে আসরের নামায। হযরত জরীর ইবনে আবদুজ্জাহ্ বাটনিক এক দীর্ঘ হাদিসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন: **أَنْ أَسْتَطِعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلْوَةِ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ** **غَرْبَهَا يَعْنِي الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ ثُمَّ قَرَأُ جَرِيرُ وَسَبِيعٌ بَعْدَمْ رَبِّ قَبْلَ طَلُوعِ** **الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفَرْوَبِ -**

চেষ্টা কর, যাতে তোমার সুর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযগুলো ক্ষণত না হয়ে থার, অর্থাৎ কজর ও আসরের নামায। এর প্রয়োগ হিসাবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।—(কুরআনুবী)

সেইসব তসবীহও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুধায়ী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বিশিষ্ট রিওয়ায়তে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন: যে বাতিল সকালে ও বিকালে একশ বার করে 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পাঠ করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়।—(মায়ারী)

وَأَدَبًا وَالسَّجْوَدُ - ইযরত মুজাহিদ বলেন: **سَجْوَد** বলে করব নামায

বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেসব তসবীহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ক্ষিপ্ত

প্রত্যেক কর্ম নামাবের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হয়েরত আবু ইয়াকোব (রা)–র সিংহাসনেতে রহস্যমাহাত্ম্যমুলিঙ্গাহ (সা) বলেন : যে বাতিল প্রত্যেক কর্ম নামাবের পর ৩৩ বার সোবানামাহাত্ম্য, ৩৩ বার আজহামসুলিঙ্গাহ, ৩৩ বার আজাহ আকবার এবং এক বার জা-ইলাহা ইলাহাহ ওরাহ-দাহ জা শারীকামাহ জাহান মূলকৃ ওরাহাইল ছায়দু ওয়া হজা ‘আজা কুরি সাইফিন কাদীর’ পাঠ করবে, তার পোনাহ মাঝ করা হবে, যদিও তা সম্প্রের ভেঙ্গের সম্মান হবে।—(বুখারী-মুসলিম) কর্ম নামাবের পরে হেসব সুরভ নামাহ পড়ার কথা সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, **أَدْبَابًا وَالشُّبُورُ** বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে।—(সাবহারী)

**وَاسْكِمْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٌ ⑥ يُوْمَ يَسْعَونَ الصَّيْبَةَ
بِالْحَقِّ فَلَكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ⑦ إِنَّا نَحْنُ نُجِّي وَنُهْيَتُ وَإِنَّا
الْمَوْسِرُ ⑧ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَّاً عَادَ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا
بِسْرٌ ⑨ إِنَّنَّا أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَارٍ فَذَرْكَزْ
بِالْقُرْآنِ مَنْ يَغَافِلْ وَعِيدِ ⑩**

(৪১) তব, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিত মহানাদ ওনতে পাবে, সেদিনই পুনরুদ্ধান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, যত্থু অটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৪৪) যেদিন কৃষ্ণতল বিদীর্ঘ হয়ে আনুষ ছুটাত্তি করে বেঁচ হয়ে আসবে। এটা এখন সহজেতে করা, বা আমার জন্য অস্তি সহজ। (৪৫) তারা বা করে, তা আমি সম্মাক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজুরকারী নন। অতএব যে আমার পাতিকে তার করে, তাকে কেৱলজোনের আধারে উপস্থিত দান করুন।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(যে সঞ্চারিত বাতিল, মনোহোগ সহকারে) তব, যেদিন এক আহ্বানকারী থেরেনতা (অর্ধাহ হয়েরত ইসরাকীল শিংগার কুঁক দিয়ে মৃতদেরকে করব থেকে বের হয়ে আসার জন্য) নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে (অর্ধাহ আওয়াজটি নিখিলে স্থান কানে পৌছবে, যেন নিকটতম স্থান থেকেই কেউ আহ্বান করবে)—সুরের আওয়াজ সাধারণত কারও কানে পৌছে এবং কারও কানে পৌছে না—এরপ হবে না)। যেদিন মানুষ এই চিন্তকার নিশ্চিতরাপে ওনতে পাবে, সেদিনই (হয়ের থেকে) পুনরুদ্ধান দিবস। আমিই (এখনও) জীবন দান করি, আমিই যত্থু অটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন

(এতেও মৃতদেরকে পুরজীবন দান করার শক্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে)। যেদিন ভূমগুল তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) থেকে উন্মুক্ত হয়ে থাবে তারা (বের হয়ে কিয়ামতের দিকে) ছুটাছুটি করবে। এটা এখন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। (মোটকথা, কিয়ামতের সম্ভাবনা ও বাস্তবতা বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এরপরও কেউ না যানলে আপনি দৃঢ় করবেন না। কেননা) তারা (কিয়ামত ইত্যাদি সঙ্গেকে) যা বলে, তা আমি সম্মত অবগত আছি। (আমি নিজেই বুঝে নেব)। আপনি তাদের উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) জোরাজবরকারী নন, (বরং শুধু সতর্ককারী ও প্রচারকারী) অতএব কোর-আনের মাধ্যমে (সাধারণভাবে সবাইকে এবং বিশেষভাবে এয়ন বাস্তিকে) উপদেশ দান করেন, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে। [এতে ইঙ্গিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) যদিও সবাইক উপদেশ দেন এবং সবার কাছে প্রচার করেন, তবুও শুটিকতক মোকাই আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে। অতএব বোরা পেল যে, এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। অতএব ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় বিধায় এর জন্য চিঠ্ঠা কিসের ?]

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

بِرْبَرِ مَكَانٍ فَيَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ قَرْبِهِ—অর্থাৎ যেদিন আহ্বানকারী ফেরেশতা

নিকট থেকেই আহ্বান করবে। ইবনে আসাকির জায়দ ইবনে জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়—বরং ইসরাকীল। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সমৌখন করবেন : হে পঢ়াগলা চামড়াসমূহ, চুর্ণ-বিচুর্ণ অহিসমূহ এবং বিঞ্চিপ্ত কেশসমূহ ! শুন, আল্লাহ' তা'আলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ নিষ্ঠন।—(মাযহারী)

আয়তে কিয়ামতের বিত্তীয় ফুঁকার বণিত হয়েছে, যশ্বারা বিবজগতকে পুনরু-জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়ায়টি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকবিয়া বলেন : আওয়ায়টি এমনভাবে মোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন : নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দুরত্ব সমান।—(কুরতুবী)

سِرَا عَلَى رَفِيْقٍ لَا رَفِيْقٍ مِنْهُمْ—অর্থাৎ যখন পৃথিবী বিদীর্ঘ হয়ে সব

স্তু বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শায় দেশের দিকে দৌড়াতে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় ইসরাকীল (আ) সবাইকে আহ্বান করবেন।

তিরিয়ীতে মুসাবিয়া ইবনে হায়দা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) শায় দেশের দিকে ইশায়া করে বললেন :

من ههنا الى ههنا تشرون ركبا نا و مشاة و تهرون على وجوهكم
يوم القيمة -

এখান থেকে সেখান পর্যন্ত তোমরা উদ্ধিত হবে। কেউ সওঘার হয়ে, কেউ পদ্মতেজ
এবং কেউ উপৃষ্ঠ হয়ে কিম্বাতের মরদানে মৌত হবে।

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَعْمَلُ فَوْهَدْ—অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে
তর করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার
প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তাঙ্গাই এর দ্বারা প্রত্যাবর্তিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে
তর করে।

হয়রত কাতারাহ (র) এই আয়াত পাঠ করে নিষ্ঠোভু দোষা পড়তেন :

أَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ يَعْمَلُ فَوْهَدْ كَمْ وَبِرْجَوْا صَوْعَدْ كَيْ بَا رَبْيَا رَحِيمْ

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে তর করে
এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদা পুরণকারী, হে ময়ামর।

سورة الداريات
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মসজিদ অবগুরি, ৬০ আরাজ, ৩ রোড

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالثَّرِيَّتَ ذَرُوا ۝ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ ۝ فَالْمُكَبِّرُونَ
أَمَّا ۝ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ۝ وَإِنَّ الظِّنَّ لَوَاقِعٌ ۝
وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْجُبُرٍ ۝ إِنَّكُمْ لَغَافِلُونَ ۝ مُخْتَلِفُونَ ۝ يُؤْفَكُ عَنْهُ
مَنْ أَفْكَ ۝ قُتِلَ الْحَرَثُ مَوْنَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمَرٍ ۝ وَسَاهُونَ ۝
يَشْتَوْنَ آيَاتَنَ يَوْمَ الْدِيْنِ ۝ يَوْمَ فُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝ ذُوقُوا
رِثْنَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝ إِنَّ الشَّقِيقَ فِي
جَهَنَّمْ وَعِيهُونَ ۝ اخْدِيْنَ مَا أَنْتُمْ رَبِّهِمْ ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ
مُحْسِنِيْنَ ۝ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْيَوْمِ مَا يَنْهَا جَمِيعُونَ ۝ وَبِالْأَسْحَابِ دُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلشَّاكِلِ وَالْمَرْوِيِّ ۝ وَفِي الْأَرْضِ
آيُّتُ الْمُؤْقِنِيْنَ ۝ وَفِي أَنْفُسِكُمْ ۝ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ وَفِي السَّمَاءِ
رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝ فَوَرَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقٌّ مُشَكِّلٌ

مَا أَنْكُمْ شَطَّلُونَ ۝

প্রত্যেক কল্পনার ও জগীয় মহাবিশ্ব আবাহন নামে

(১) কল্পনা অস্থায়ারূপ, (২) অতঃপর স্বীকৃত বাস্তবকারী ঘোষণা, (৩) অতঃপর অনু বাস্তব ঘোষণা, (৪) অতঃপর কর্তৃব্যকারী ঘোষণাপদ্ধতি, (৫) কোম্পানীকে প্রদত্ত

ওয়াদা করবাই সত্তা। (৬) ইনসাক অবশ্যকারী। (৭) পথবিনিষ্ঠ আকাশের কসম, (৮) তোমরা তো খিরোধপূর্ণ কথা করছ। (৯) যে ছল্ট, সেই এ থেকে মুখ কিরাত, (১০) অনুভাবকারীয়া অবস হোক, (১১) ধারা উদাসীন, ঝাল। (১২) তারা জিঞ্চাজা করে, কিঞ্চাহন করে ছান্তে? (১৩) বে দিন তারা অগ্রিমে পতিত হবে, (১৪) তোমরা তোমদের শান্তি আবাসন কর। তোমরা একই হৃদয়শিষ্ট করতে চেয়েছিলে। (১৫) আজাহ্নীনুর জাগাতে ও প্রজ্ঞাবল আবহে (১৬) এমতাবস্থার যে, তারা গ্রাহণ করবে না। তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিষ্ঠার ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপ্রাপ্ত, (১৭) তারা গ্রাতের সামাজ্য কংলেই নিষ্ঠা হেত, (১৮) কাতের দেব প্রহরে তারা করা জ্ঞান্বন্দী করত, (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে শান্তি ও শক্তিতের হক ছিল। (২০) বিষ্ণসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নির্দম্বাবলী রয়েছে (২১) এবং তোমদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুভাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমদের শিখিক ও প্রতিশূলি সরকিছু। (২৩) নক্তোরগুল ও কৃহঙ্গমের পালনকর্তার কসম, তোমদের কথাবার্তার অতই এটা সত্ত্ব।

তফসীলের সার-এক্ষেপ

কসম অনুভাবাবুর, অতঃপর বোকা বহনকারী হেবের (অর্থাৎ হল্পিট) অতঃপর মৃদু-চলামান জলবানের, অতঃপর কেরেশতাদের, ঘারা (আদেশ অনুযায়ী পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে) বন্তসমূহ বঞ্চন করে (উদাহরণত হেবানে যে পরিমাণ বিহিকের মূল উপালান হল্পিটের আদেশ হয়, দেহমালার সাহায্যে সেখানে সেই পরিমাণ হল্পিট পৌছে দেয়। এয়নিভাবে হাদীসে আছে, অনন্তির গর্ভাশয়ে আদেশানুযায়ী নয় ও নারীর আকার তৈরী করে। অতঃপর কসমের জওয়াব বর্ণনা করা হচ্ছে:) তোমদেরকে প্রদত্ত (কিরামতের) ওয়াদা আবলাই সত্তা এবং (কর্মসমূহের) প্রতিসাম (ও শান্তি) অবশ্যকারী (এসব কসমের মধ্যে প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত আছে)। অর্থাৎ আরোহী কুসরতের বলে এসব আশচর্জ কর্মকাণ্ড হওয়া সর্বশক্তিশাম হওয়ার প্রয়োগ। অতএব, এমন সর্বশক্তিশানের পক্ষে কিরামত সংষ্টিত করা যোগেই কঠিন নয়। আলোচ্য আরাতসমূহে বেসব বাকের কসম খাওয়া হয়েছে সেসবের তফসীল দুররে-যনসুরের এক হাদীস ধারা পরে বর্ণিত হবে। বিশেষভাবে এসব বন্তর কসম খাওয়ার কারণ সত্ত্বত এই যে, এতে হল্প বন্তর বিভিন্ন প্রকারের দিকে ইঙ্গিত হয়ে গেছে। সেজাতে কেরেশতা উর্ধ্বজগতের স্তুত এবং বাতাস ও জলবান অধঃজগতের স্তুত এবং দেহমালা শূন্য জগতের স্তুত। অধঃজগতের দুইটি বন্তর মধ্যে একটি তোধে মুল্পিটগোচর হয় এবং অপরটি হয় না। এরাপ সুচি বন্ত উর্ধ্বজগতের কসম অবশ্য হয়েছে, যেমন উপরে উর্ধ্বজগত সম্পর্কিত এক বিশ্ববন্ততে খোদ আকাশের কসম খাওয়া হয়েছে, যেমন উপরে উর্ধ্বজগত সম্পর্কিত বন্তসমূহের ছিল। অর্থাৎ) কসম আকাশের, ধাতে (কেরেশতাদের জোর) পথ আছে, (যেমন আরোহ করেন : **وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَمْ سَبْعَ طَرَّاقِينَ**) অতঃপর কসমের জওয়াবে বসা হচ্ছে:) তোমরা (অর্থাৎ সবাই কিরামত সম্পর্কে) বিভিন্ন কথাবার্তা বলাই (কেউ সত্ত্ব বলে এবং কেউ যিখ্যা

বলে। আল্লাহ বলেন : ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ الَّذِي هُمْ ذِيَّةٌ مُّتَّلِفُونَ﴾ — আকাশের কসম যারা সজ্জবত্ত ইস্তিক করা হচ্ছে যে, জাগ্রাত আকাশে অবস্থিত এবং আকাশে পথও আছে ; কিন্তু যে সত্তা বিশয়ে মতবিরোধ করবে, তার জন্য পথ বন্ধ হবে যাবে। এসব মতবিরোধকারীদের মধ্যে) সে-ই (কিমায়তের বাস্তবতা ও প্রতিদানের বিষ্ণাস থেকে) মুখ ক্ষিয়ায়, যে (পুরোপুরিঙ্গাবে পুণ্য ও সৌভাগ্য থেকে) বঞ্চিত : (যেহেন হাদীসে আছে,

— منْ حَرَمَ فَقَدْ حَرَمَ الظَّهِيرَةَ —

অর্থাৎ যে বাস্তি এ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সব পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। মতবিরোধকারীদের অপরপক্ষ অর্থাৎ যারা কিম্বামতকে সত্ত্ব বলে, তাদের অবস্থা এরই মুক্তিবিজ্ঞা থেকে জামা যাবে যে, তারা পুণ্য ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত য়। অতঃপর বঞ্চিতদের বিন্দু করে বলা হচ্ছে :) যারা ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে, তারা খুবস হোক, (অর্থাৎ যারা কোনৱেগ প্রয়াগ বাস্তিরেকেই কিম্বামতকে অন্তীকায় করে) যারা মুর্খতাবশত উদাসীন। (তারা ঠাণ্ডা ও ছরাচ্ছিত করার ভঙ্গিতে) জিজাসা করে : প্রতিফল দিবস কবে হবে ? (জওয়াব এই যে, সেদিন হবে) যেদিন তারা অধিদৃশ্য হবে (এবং বলা হবে :) তোমরা তোমাদের শাস্তি আবাদন কর। তোমরা একেই ছরাচ্ছিত করতে চেয়েছিলে। (এই জওয়াবটি এমন, যেমন ধূরন, একজন অপরাধীর জন্য ক্ষাসিতে বুঝানোর আদেশ হয়ে গেছে। কিন্তু এই বোকা ক্ষাসির তারিখ না বলার কারণে আদেশ-টিকে কেবল যিষ্যাই ঘনে করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, ক্ষাসি কবে হবে ? এই প্রয়োগ যেহেতু হঠকান্তিপ্রস্তুত, তাই জওয়াবে তারিখ বলার পরিবর্তে একথা বলাই সজ্জত হবে যে, সেদিন তখন আসবে, যখন তোমাকে ক্ষাসিতে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর অপরপক্ষ অর্থাৎ মু'মিন ও সত্তা বলে বিশ্বাসকারীদের সওয়াব বলিত হচ্ছে :) বিচরণ আল্লাহত্তীকরণ আল্লাতে প্রস্তবণে থাকবে এবং তারা (সান্দেশ) প্রথম করবে, যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দান করবেন। (কেননা) তারা ইতিপূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) সৎকর্মপরায়ণ ছিল।

— حَسَانٌ أَعْلَمُ جَزَاءً أَعْلَمُ حَسَانٍ —

এর ওয়াদা অনুযায়ী তাদের সাথে এই ব্যবহার করা হবে। এরপর তাদের সৎকর্মপরায়ণতার কিঞ্চিং বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :) তারা (করয ও ওয়াজির পালন করার পর নকল ইবাদতে এতই লিপ্ত থাকত যে) রাজির সামান্য অংশেই নিষ্ঠা যোগ (অর্থাৎ বেশীর ভাগ রাস্তি ইবাদতে অতিবাহিত করত এবং এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ইবাদতকে তেজন কিন্তু ঘনে করত না, বরং) রাতের শেষ-শুরুরে (নিজেদেরকে ইবাদতে ছুটিকারী ঘনে করে) তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (এ হচ্ছ দৈহিক ইবাদতের অবস্থা এই যে,) তাদের ধন-সম্পদে প্রাপ্তি ও বঞ্চিতের (সবার) হক ছিল (অর্থাৎ তার নিরমিত দান করত, যেন তাদের কাছে প্রাপ্তি ও বঞ্চিতের পাওনা আছে। এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য যাকাত নয় এবং এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, জাগ্রাত ও প্রস্তবণ পাওয়া নকল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল, বরং এখানে যাকাত নয় এমন দান বোঝানো হচ্ছে। (দুররে-মনসুর) আয়াতের উদ্দেশ্য এক্ষেপ নয় যে, জাগ্রাত ও প্রস্তবণ পাওয়া নকল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল, বরং জাগ্রাতের উচ্চতরের অধিকারীদের

কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কাফিররা কিয়ামত অবীকার করত, তাই অতঃপর এর প্রয়াপের দিকে ইগিত করা হয়েছে] বিশ্বাসকারীদের (অর্থাৎ বিশ্বাস করার চেষ্টাকারীদের) জন্য (কিয়ামতের স্তোব্যাত্মা বিষয়ে) পৃথিবীতে অনেক নির্দর্শন (ও প্রয়াণ) রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের অধ্যোও (রয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অবস্থাও কিয়ামতের স্তোব্যাত্মা প্রয়াণ)। এসব প্রয়াণ যেহেতু সুস্পষ্ট, তাই শাসানিন্দ ডিগিতে বলা হচ্ছে :) তোমরা কি (মতলব) অনুধাবন করবে না ? (কিয়ামত সংবাদিত হওয়ার সময় সম্পর্কিত বিশ্বাস না থাকার কারণে তোমরা কিয়ামতেই বিশ্বাসী নও। এসকলকে কথা এই যে) তোমাদের রিয়িক এবং (কিয়ামত সম্পর্কে) তোমাদেরকে যে প্রতিশুভ্রতি দেওয়া হয়, সেসব (অর্থাৎ সেসবের নির্দিষ্ট সময়) আকাশে (তাওহে আহ্স্যে) লিপিবদ্ধ আছে। (এর নিশ্চিত ভাব পৃথিবীতে কোন উপরোগিতার কারণে নাখিল করা হয়নি। সেমতে **وَيُنْزَلُ إِلَيْكُمْ**

আয়াতে **سَمَّا تُوْدِرُ**-কে সংযুক্ত করা হয়েছে। চাকুর অভিজ্ঞানও দেখা যায় যে, বৃটিন নিদিষ্ট দিন কারণে আনা থাকে না। কিন্তু নিদিষ্ট সময়ের ভাব না থাকা সঙ্গেও অধ্যন রিয়িক নিশ্চিতরাপে পাওয়া যায়, তখন নিদিষ্ট তারিখ আনা না থাকার কারণে কিয়ামত না হওয়া কিয়াপে জরুরী হয়ে যায় ? এরাগ প্রয়াপের প্রতি ইগিত করার কারণেই **رَقْمٌ مَّا تُوْدِرُ**-কে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অতএব যখন কিয়ামত না হওয়ার প্রয়াণ নেই এবং হওয়ার প্রয়াণ আছে, তখন) নতো-মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, ওটা (অর্থাৎ কর্মক্ষণ দিবস) সত্য (এবং এখন নিশ্চিত) যেমন তোমরা কথাবার্তা বলছ। (এতে কখনও সন্দেহ হয় না, তেমনি কিয়া-মণ্ডকেও নিশ্চিত ভাব কর)।

আমুহামিক ভাত্তব্য বিষয়

সুরা শান্তিরাতেও পুরৈকার সুরা কাফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু পরিকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথমোত্তম কয়েকটি আয়াতে আজাহ, তা'আলী কাতিপয় বক্তর কসম থেকে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কিয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশুভ্রতি সত্য। মোট চারটি বক্তর কসম আওয়া হয়েছে। এক, **أَلْعَامَلَاتِ وَقُرَا**. দুই, **أَلْذَارِيَاتِ ذَرَوا**. তিনি,

—الْمَقْسَمَاتِ أَمْ رَا এবং চার, **—أَلْجَارِيَاتِ بُصْرَا**

ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হয়রত উমর ফালক (রা) ও আলী মের্জায়া (রা)-র উভিতে এই বক্ত চতুর্থমের তফসীর এরাগ বলিত হয়েছে :

حَمْلَاتٍ وَقُرْبَاتٍ বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ফন্দাবাদু বোঝানো হয়েছে। এর শাস্তির অর্থ বোঝাবাহী অর্থাৎ যে মেয়াদান বৃক্ষটির বোঝা বহন করে।

مَقْسِمَاتٍ أَصْرَفَ বলে পানিতে সচ্ছম গতিতে চলাযান জলযান বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ সেইসব কেরেশতা, যারা আলাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিযিক, বৃক্ষটির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বন্টন করে।—(ইবনে কাসীর, কুরাতুবী, দুরুরে-খনসুর)

حَبَّكَ—وَالسَّمَاءَ ذَاتُ الْعُبُدِ أَنْكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ

এর বহবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উজ্জুত পাঢ়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও হিলক বলা হয়। অনেক তফসীরবিদের মতে এ স্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে কেরেশতাদের শাতায়াতের পথ এবং তায়াকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো হেতে পারে।

وَالسَّمَاءَ ذَاتُ الْعُبُدِ أَنْكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ—বাহাত এতে মুশরিকদেরকে সহোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রসূলুল্লাহ (সা)–র ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ উভিঃ করত এবং কখনও উন্মাদ, কখনও যাদুকর, কখনও কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফির নির্বিশেষে সকল স্তরের যানুষকে এখানে সহোধন করার সত্ত্বানাও আছে; তখন 'বিভিন্ন রূপ উভিন্ন' অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রসূলুল্লাহ (সা)–র প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্ত্বাদী মনে করে এবং কেউ অঙ্গীকার ও বিরক্তাচরণ করে।—(যায়হারী)

أَفَكَيُؤْفَكُ عَنْ أُفَكٍ-এর শাস্তির অর্থ মুখ ফেরানো।

مَهْلَكَةٌ-এর সর্বনায়ে দুঁটি আলাদা আলাদা সত্ত্বাবনা আছে। এক. এই সর্বনাম দ্বারা কেরান্নান ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরানান ও রসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ কেরায়, যার জন্য বক্ষনা অবধারিত হয়ে গেছে।

قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (বিভিন্ন উভি) বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্ন রূপ ও পরম্পর বিভোধী উভিতে কারণে সেই বাতিই কেরান্নান ও রসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বক্ষিত।

فَرَا مِنْ قُتْلَ الْخَرَا صُونَ-এর অর্থ অনুমানকারী এবং অনুমানভিত্তিক

উত্তিকারী। এখানে সেই কাফির ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন প্রয়াণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উত্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে 'বিথ্যাবাদীর মৃল' বললেও অমৌক্তিক হবে না। এই বাকে তাদের জন্য অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে।—(মাসহারী) কাফিরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মুমিন ও পরহিষঙ্গারদের আলোচনা করা হয়েছে।

يَأَنُوا قَلِيلًا مِنَ الْهَلِلِ مَا يَعْبُدُونَ

—^١ ﴿شَبَّاتٍ﴾ ^٢ ^{جَمِيعًا} থেকে উত্তুত। এর অর্থ রাত্রিতে নিম্না ঘাওয়া। এখানে মুমিন পরহিষঙ্গারদের এই শুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আজ্ঞাহ তা'আলার ইবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিম্না ঘাও এবং অধিক জাত্রণ থাকে। ইবনে জরীর এই তফসীর করেছেন। হস্তরত হাসান বসরী (র) থেকে তাই বলিত আছে যে, পরহিষপারগণ রাত্রিতে জাপরণ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে ঔক্তার করে এবং খুব কম নিম্না ঘাও। হস্তরত ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে ^٣ ^{শব্দটি} 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রিতে অজ অংশে নিম্না ঘাও না এবং সেই অজ অংশ নায়াম ইত্তাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে বাত্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যাহ্নে যে কোম অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অকর্তৃত। এ কারণেই যে বাত্তি মাগরিব ও ইশাৰ মধ্যবর্তী সময়ে নায়াম পড়ে, হস্তরত আব্বাস ও আবুল আলিয়া (রা)-র মতে সে-ও এই আয়াতের অকর্তৃত। ইমাম আবু জাফর বাকের (র) বলেনঃ যে বাত্তি ইশাৰ নামায়ের শুরু নিম্না ঘাও না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

হস্তরত হাসান বসরী (র)-র বর্ণনামতে আহ্নাম ইবনে কায়সের উত্তি এইঃ আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জালাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আমার চাইতে অনেক উচ্চে, উর্ধ্বে ও অতুর্জ। আমার ক্রিয়াকর্ম তাদের মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছে না। কারণ, তারা রাত্রিতে কম নিম্না ঘাও এবং ইবাদত বেশী করে। এরপর আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জালাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আজ্ঞাহ ও রসূলকে যিথ্যাবাদী বলে এবং কিয়ায়ত জঙ্গীকার করে। আজ্ঞাহ রহমতে আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তাই তুলনা করার সময় আমার ক্রিয়াকর্ম না জালাতবাসীদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে এবং না আজ্ঞাহ রহমতে জালাতবাসীদের সাথে আপ থাক। অতএব, জানা গেল ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে আমার মর্তবা তাই, যা কোরআন পাক নিষ্ঠনাক তামাম ব্যক্ত করেছে:

خَلَطُوا مَعْلَلًا مَا لَعَّا وَآخِرَ سَلَلِ

—অর্থাৎ যারা জালমদ ক্রিয়াকর্ম

মিশ্রিত করে রেখেছে। অতএব, আয়াতের মধ্যে সেই উত্তম, যে কমপক্ষে এই সীমার মধ্যে থাকে।

আবদুর রহমান ইবনে বায়েদ (রা) বলেন : বনী তায়ীয়ের জনেক বাতিল আয়ার পিতাকে বজল : হে আবু উসায়া, আল্লাহ্ তা'আলা পরহিয়ারদের জন্য দেসব শুণ বর্ণনা করছেন (অর্থাৎ **كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْهَلِلِ مَا يَهْجِعُونَ**)। আমরা নিজেদের মধ্যে তা পাই না । কারণ, আব্দু রাতি বেজায় খুব কম জাগ্রত থাকি ও ইবাদত করি । আয়ার পিতা এর জওয়াবে বলেন :

طَوْبَى لِمَنْ رَقِدَ إِذَا نَعَسْ وَأَنْقَى اللَّهُ أَذْ أَسْتَيقِظْ—তার জন্য সুসংবাদ, যে নিষ্ঠা আসলে নিপিত হয়ে থার । কিন্তু যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ সন্তোষভিত্তিশী কোন কাজ করে না ।— (ইবনে কাসীর)

উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রাত্তিবেজায় অধিক জাগ্রত থাকলেই আল্লাহ্ তা'আলা'র প্রিয়গাত হওয়া যাব না ; বরং যে বাতিল নিষ্ঠা হেতে বাধ্য হয় এবং রাত্তিতে অধিক জাগ্রত থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থার পোনাহ ও অবাধার্তা থেকে বেঁচে থাকে, সে-ও ধন্যবাদের পার ।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্রাহিম করেন :

**بِإِيمَانِ النَّاسِ أَطْعَمُوا الظَّعَامَ وَصَلَوَوا الْأَرْحَامَ وَأَفْشَوُوا السَّلَامَ
وَصَلَوَوا بِاللَّهِلِّ وَالنَّاسِ نَهَا مَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسْلَامٍ**

তোক সকল ! তোমরা মানুষকে আহার করাও, আচৌরদের সাথে সুসম্পর্ক বজার রাখ, প্রত্যেক মুসলমানকে সাজাম কর এবং রাত্তিবেজায় তখন মায়ার পড়, যখন মানুষ নিষ্ঠা-যথ থাকে । এতাবে তোমরা নিরাপদে জারাতে প্রবেশ করবে ।— (ইবনে কাসীর)

وَبِإِلَّا سَحَارُهُمْ—রাত্তির শেষ প্রহরে কমা প্রার্থনার সরকার ও ফরাতক :
بِسْتَغْفِرَةِ نَبِيِّينَ—অর্থাৎ মু'যিন পরহিয়ারপথ রাত্তির শেষ প্রহরে পোনাহের কারণে কমা প্রার্থনা করে ।

بِسْتَغْفِرَةِ مُسْتَغْفِرَةِ—এর বহুচেন । এর অর্থ রাত্তির যষ্ট প্রহর । এই প্রহরে কমা প্রার্থনা করার ফয়েজত অন্য এক আয়াতেও বলিত হচ্ছে : **وَالْمُسْتَغْفِرَةُ**

بِإِلَّا سَحَارُ—সহীহ হাদীসের সব কয়টি কিভাবেই এই হাদীস বলিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা' প্রত্যেক রাত্তির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন (কিভাবে বিরাজযান হন, তা'র করণ কেউ জানে না) । তিনি মোহো করেন : কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আযি করুন করব ? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আযি ক্ষমা করব ?— (ইবনে কাসীর)

এখানে প্রধিধানযোগ বিষয় এই যে, শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার আয়তে সেই সব পরাহিয়মারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়তে বিবৃত করা হচ্ছে যে, তারা রাত্তিতে আল্লাহ'র ইবাদতে অশঙ্খ থাকে এবং শুরু কর্ম মিস্ত্রা থাকে। এমন্তব্যের ক্ষমা প্রার্থনা করার বাব্যত কোন মিল থাকে পাওয়া যায় না। কারণ, সৌনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। যারা সম্প্রতি ইবাদতে অভিবাহিত করে, তারা শেষ রাতে কোন গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে?

জওকাব এই যে, তারা আল্লাহ'র আল্লাহ'র অধ্যাত্ম তানে ভাসী এবং আল্লাহ'র মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্মত অবগত। তারা তাদের ইবাদতকে আল্লাহ'র মাহাত্ম্যের পক্ষে ঘোষণুক মনে করেন না। তাই এই দ্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। —(মাহারী)

সদকা-ব্যক্তিকারীদের জাতি বিশেষ নির্দেশ : **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَنْقٌ**

سَأْ قُلْ—لَلَّهُمَّ قُلْ وَالْمَسْرُومُ বলে এমন দম্পিত অভাবপ্রত্যক্ষে বোকানো হচ্ছে, যে তার অভাব মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয় এবং মানুষ তাকে সাহায্য করে না কর্তৃত্বে সেই ব্যক্তিকে বোকানো হচ্ছে, যে নিঃশ্বাস ও অভাবপ্রত্যক্ষ হওয়া সঙ্গেও ব্যক্তিগত সত্ত্বান রক্তার্থে নিজের অভাব কারণও কাহে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বক্ষিত থাকে। আয়তে মুমিন-মুভাকীদের এই শুধু ব্যক্তি করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ'র পক্ষে বায় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ আর অভাব প্রকাশকরাদেরকেই দান করে না; বরং যারা স্থায় অভাব কারণও কাহে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দ্রুটি রাখে এবং তাদের ঝোঁজখবর নেয়।

বলা বাহ্য, আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন-মুভাকীগণ কেবল দৈহিক ইবাদত তথা নীরাম্য ও রাত্তি আপরণ করেই কাষ হয় না; বরং আধিক ইবাদতেও অপ্রযোগী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন জোকদের প্রতিও দ্রুটি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্তার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আধিক ইবাদত **وَفِي**

أَمْوَالِهِمْ حَنْقٌ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ তারা যেসব ক্ষমীর ও মিসকীনকে দান করে, তাদের কাহে নিজেদের অনুপ্রাহ প্রকাশ করে দেওয়ার না; বরং একাপ যানে করে দান করে যে, তাদের ধনসম্পদে এই ক্ষমীরদেরও অংশ ও হক আছে এবং একসাথে তার হক দেওয়া কোন অনুপ্রাহ হতে পারে না; বরং এতে আর সামিল থেকে অব্যাহতি জাত করার সুব রয়েছে।

বিজ্ঞাচর ও বাতিসকা উকৰের অধো কুমুদতের বিলৰ্জনাকালী রয়েছে :

وَفِي أَرْضِ أَبَاتٍ لَّمُوقِنِينَ—অর্থাৎ বিজ্ঞাসকারীদের জন্য প্রথিবীতে

কুদরতের আনেক নিদর্শন আছে (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফিরদের অবস্থা ও অগুড় পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে)। অতঃপর যু'মিন পরাহিয়পারদের অবস্থা, গোবলী ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফির ও কিয়াহত অবিস্মানকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টিতে উপরিত করে আঙীকারে বিবৃত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব এই বাক্তব্যের সম্পর্ক পূর্বোক্তভিত্তে

نَكِمْ لَفِيْ قَوْلِ مُهْتَلِفٍ ۖ । বাক্তব্যের সাথে রয়েছে, যাতে কোরআন ও রসূলকে আঙীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে :

তফসীর মাযহারীতে একেও যু'মিন-যুভাকীদেরই গোবলীর অস্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং **صَوْقِنْدِيْنْ**-এর অর্থ আগের **صَلْفِنْ**-এই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা পুরিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ইমান ও বিজ্ঞাস বৃক্ষ পায়; যেমন আম এক আয়াতে বলা হয়েছে : **وَيَتَغَرَّبُونَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**

পুরিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উত্তিস, রুক্ষ ও বাগবাসিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গক্ষ, এক-একটি পক্ষের নিষ্পৃষ্ঠ সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্ষিতিয় হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে কৃপ্তিতে মদীনাতা, কৃপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। কৃপ্তিতে সুউচ্চ পাহাড় ও পিরিণ্ডা রয়েছে। কৃতিকার অসংগঠিতকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। কৃপ্তিতের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি এবং বিভিন্ন তৃত্যাক্ষের মানুষের মধ্যে বর্ষ ও ভাষার ব্যাপ্তিত্ব, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের এক বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গবনা করাও সুক্ষ্মিন।

وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلَىْ قَبْرِرُونَ ۖ — এ হলে নিদর্শনাবলীর বর্ণনার আকাশ ও শূন্য জগতের হল্কি বস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল কৃপ্তিতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং আনুষ এর উপর বসবাস ও চলাকেরা করে। আলোচ্চা আয়াতে এর চাহিতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের বাতিসজ্জার প্রতি দৃষ্টিতে আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে : কৃপ্তি ও কৃপ্তিতের হল্কি বস্তু বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অর-প্রত্যয়ের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক-একটি অঙ্গকে আল্লাহর কুদরতের এক-একটি পৃষ্ঠক দেখাতে পাবে। তোমরা হাসয়ন্ত্র করলে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বের কুদরতের ষেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের কৃপ্তি অস্তিত্বের মধ্যে সংকৃচিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিতে মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে ছান খাত করেছে। মানুষ যদি তার জন্মস্থ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যাপ্তভাবে করে, তবে আল্লাহ তা'আলাকে যেন সে দৃষ্টিতে সামনে উপরিত দেখতে পাবে।

কিন্তাবে এককোটা আবর্তীর বীর্জ বিভিন্ন তৃত্যের থান্দা ও বিষমত ছড়ানো সুন্ম উপাদানের নির্বাস হলে পর্তাপরে প্রিণ্টশীল হয় ? অতঃপর কিন্তাবে বীর্জ থেকে একটি জয়াউ রক্ত তৈরী হয় এবং জয়াউ রক্ত থেকে মাংসগিড প্রস্তুত হয় ? এরপর কিন্তাবে তাতে অহি তৈরী করা হয় এবং অহিকে মাংস পরানো হয় ? অতঃপর কিন্তাবে এই মিল্কপ্রথ পুতুজের ঘাধে প্রিল সকার করা হয় এবং পূর্ণারজাপে স্টিট করে তাকে দুনিয়ার আজো-বাতাসে আনন্দন করা হয় ? এরপর কিন্তাবে ঝুঁঝোরভির মাধ্যমে এই জানহীন ও চেতনহীন লিঙ্গকে একজম সুখী ও কর্মত মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিন্তাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্ন রূপ দায় করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের ঘাধে এককানের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও অত্যন্ত সৃষ্টিপোচর হয় ? এই কর্তৃক ইকিন পরিষ্কৰ ঘাধে এখন এমন বাত্তত্ব রাখার সাধ্য আর কায় আছে ? এরপর মানুষের মন ও মেহাজের বিভিন্নতা সহেও তাদের একই সেই আজাহ পাকেস্তাই কুসরতের জীবা, যিনি অবিভীত ও অনুগম ।

فَتَهَارِيَ اللَّهُ أَكْبَرُ

এসব বিবর অতোক আনুম বাইরে ও দূরে নয়—বরং তার অভিজ্ঞের মধ্যেই নিবারাজ প্রত্যক্ষ হলে । এরপরও যদি সে আজাহকে সর্বলভিত্তিমান সীকার না করে তবে, তাকে অহ ও অকাম বলা হাত্তা উপর যেই । এ কারণেই আরামের দেশে বলা হয়েছে : **وَلَا تَنْهَزُ مِنْ** ।

অর্থাৎ তোমরা কি দেখ মা ? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেলী জান-বুঝির দরকার হল না, সুলিষ্ঠানি ঠিক থাকলেই এই সিঙ্গাতে উপনীত হওয়া যাব ।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَوَدُونَ—অর্থাৎ আকাশে তোমাদের রিহিক ও প্রতিশুভ্র বিবর রয়েছে । এর নির্মল ও সরাসরি শুকসীর ও তকসীরের সার-সংকেতে এরপ বণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ ‘লওহে-যাহফুয়ে’ লিপিবদ্ধ থাকা । বলা বাহলা, প্রত্যেক মানুষের রিহিক, অতিশুভ্র বিবর এবং পরিধাম সবই লওহে-যাহফুয়ে লিপিবদ্ধ আছে ।

হযরত আবু সালিম খুদরী (রা)-র রেওঁয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যদি কোন বাতি তার নির্ধারিত রিহিক থেকে বেঁচে থাকার ও পলারন করারও চেল্টা করে তবে রিহিক তার পশ্চাতে পশ্চাতে সৌভ দেবে । মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে বেমন আকরক্ত ক্ষমতে পারে না, তেমনি রিহিক থেকেও পলারন সক্ষমপ্র নয় । —(কুরআনী)

কোন কোন তকসীরবিদ বলেন : এছানে রিহিক অর্থ বৃষ্টি এবং আকাশ বলে শুন্ম জগৎসহ উর্ধজগৎ বোবানো হয়েছে । কফে মেহমাজা থেকে বাহিত বৃষ্টিকেও আকাশের অন্ত বলা যাব : **مَا تَوَدُونَ** বলে আরাম ও তার নিরামতরাজি বোবানো হয়েছে ।

—إِنَّهُ لَعْنٌ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطَقُونَ—অর্থাৎ তোমরা হেমন নিজেদের কথাবার্তা

বলার মাধ্যমে কোন সম্মেহ কর না, কিন্তু আত্মের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সম্মেহযুক্ত এতে সম্মেহ ও সংখ্যের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আশ্বাসন করা, স্পর্শ করা ও মুল জগত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূতি বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরোক্ত অনুভূতি বিষয়সমূহের মধ্যে আবে মাঝে গ্রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোকা হয়ে যাব। সেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থার মাঝে মুখের বাল মল্ট হয়ে যিল্ট বস্তুও তিক্ত মাথে, কিন্তু বাকশিল্পে কখনও কোন ধোকা ও বাতিক্রম হওয়ার সংশ্লিষ্ট নেই।—(কুরআন)

هَلْ أَتَكُ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِينَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ
فَقَالُوا سَلَّمًا ۖ قَالَ سَلَّمٌ ۖ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَهُ بِعِيلٍ
سَمِينٍ ۚ فَقَرِبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۚ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ
قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشِّرُوهُ بِغُلْمَرِ عَلِيِّيرِ ۚ فَاقْبَلَتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ۖ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۚ قَالُوا كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبِّكَ
إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۚ

أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ قَوْمًا مُغْرِبِينَ ۚ لِتُرِسِّلَ عَلَيْهِمْ جَهَارَةً قَنْ
طِينٍ ۚ مَسَوْمَةً عِنْدَ رَتِيكَ لِلْسُّرِقِينَ ۚ فَأَخْرَجْنَا مِنْ كَانَ
فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِيَّتِ قَنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ
وَتَرَكْنَا فِيهَا أَيْتَهُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۚ وَفِي
مُؤْتَهَ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِ فِرْعَوْنَ بِسَلَطِينِ مَيْنَ ۚ فَتَوْلَىٰ بِرَكْنِهِ
وَقَالَ سَجْرًا وَمَجْنُونٌ ۚ فَأَخْذَنَاهُ وَجْهَوْدَهُ فَلَمْ يَنْهِمْ فِي الْبَرِّ

وَهُوَ مُلِئُرٌ وَّفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرَّبِيعُ الْعَقِيرُ مَا
تَذَرُّ مِنْ شَيْءٍ وَّأَتَتْ عَلَيْهِ الْأَجْعَلَتُهُ كَالْرَّمِينُ وَفِي شَوَّدٍ إِذْ قَيْلَ
لَهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا حَتَّىٰ جَيْنُ ۝ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِيعٍ فَأَخْذَتْهُمُ الظُّوقَةُ
وَهُمْ يَنْظَرُونَ ۝ فَمَا أَسْطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ۝
وَقَوْمٌ نُوْجٌ مِنْ قَبْلٍ لَّا هُمْ كَانُوا قَوْمًا فِيْقِينَ ۝

- (২৪) আপনার কাছে ইব্রাহীমের সম্মানিত যেহেতুনদের বৃত্তান্ত এসেছে কি ?
 (২৫) যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল : সালাম, যখন সে বলল : সালাম। এরা তো অপরিচিত জোক ! (২৬) অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি শৃঙ্খলজ যোটা ঘোরৎস দিয়ে হাতিয়ির হল। (২৭) সে ঘোরৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল : তোমরা আশার করছ না কেন ? (২৮) অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল। তারা বলল : ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি আনৌগণী পুরস্কারের সুসংবাদ দিল। (২৯) অতঃপর তাঁর প্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল : আমি তো বুক্ষা বল্লা। (৩০) তারা বলল : তোমার পাইনকর্তা এরাগই অবেছেন। নিশ্চর তিনি প্রজাপতি, সর্বজ্ঞ। (৩১) ইব্রাহীম বলল : হে প্রেরিত কেরেখতাম্বল, তোমাদের উদ্দেশ্য কি ? (৩২) তারা বলল : আমরা এক আপনাবী সম্পূর্ণের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৩৩) যাতে তাদের উপর যাটির ডিজা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা সীমাত্তিক্ষমকারীদের জন্য আপনার পাইনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে। (৩৫) অতঃপর সেখানে আরা শৈয়ান-দার হিল আমি তাদেরকে উজ্জ্বল করবাব ও (৩৬) এবং সেখানে একটি গৃহ বাতীত কেবল সুসামান্য আধি পাইনি। (৩৭) আরা যত্পাদারক পান্তিকে তর করে, আধি তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি (৩৮) এবং নিদর্শন রেখেছে মুসার বৃত্তান্ত ; যখন আমি তাঁকে সুস্পষ্ট প্রাণসহ ক্ষিয়াউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (৩৯) অতঃপর সে প্রতিবলে মুখ ক্ষিয়ে নিল এবং বলল : সে হর আমুকর, না হয় পাশল। (৪০) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করবাব এবং তাদেরকে সম্মে নিক্ষেপ করবাব। সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রেখেছে তাদের কাহিনীতে ; যখন আধি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অগ্রত বাবু। (৪২) এই বাসু আর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল ; তাঁকেই চৰ্ণ-বিচৰ্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) আরও নিদর্শন রেখেছে সামুদ্রের ঘটনাব ; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকাল যজা গুট নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পাইনকর্তার আদেশ আমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজাহাত হল এথচাবরার বে, তারা তা দেশছিল। (৪৫) অতঃপর তারা সৌভাগ্য সকল হল না এবং কেন অতিকারও করতে

পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে মুহের সম্পদাকে খৎস করেছি। নিশ্চিতই তারা হিল
পাপাতারী সম্ভাস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে যুহুল্যদ (সা)! আপনার কাছে ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানিত মেহমানদের
রূপাল এসেছে কি? [‘সম্মানিত’ বলার এক কারণ এই যে, তারা ফেরেশতা হিল। ফেরেশ-
তাদের সম্পর্কে অন্য আয়োডে **بِلِّ عَيْدٍ مَكْرُونَ** বলা হয়েছে। অথবা এর
কারণ এই যে, ইবরাহীম (আ) ঔর অভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে সম্মান করেছিলেন।
বাহ্যিক অবস্থার দিকে দিয়ে ‘মেহমান’ বলা হয়েছে। কারণ, তারা মানুষের বেশে আগমন
করেছিল। এই রূপাল তখনকার হিল,] যখন তারা (মেহমানরা) তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে
তাঁকে সাজায় বলল, তখন ইবরাহীম (আ)-ও (জওয়াবে) বললেন: সাজায়। (আরও
বললেন:) অপরিচিত মোক (মনে হয়)। বাহাত তিনি একথা মনে মনে চিন্তা করেছিলেন।
কারণ, এরপর ফেরেশতাদের কোন উত্তর উল্লেখ করা হয়নি। একথা সরাসরি তাদেরকে
বলে দেওয়ার কীল সঙ্গাবনাও আছে যে, আপনাদেরকে তো চিনজায় না। আগস্তুক মেহ-
মানরা এর কেমন জওয়াব দেয়নি এবং ইবরাহীম (আ)-ও জওয়াবের অপেক্ষা করেন নি।
যোটকথা এই সাজায় ও কাজায়ের পর) তিনি গৃহে গেলেন এবং একটি মোক্তা পোবৎস ভাঙ্গা
(**لَقُولَةٌ تَعْالَى بَعْدَ حَنْدَ**) নিয়ে হায়ির হলেন। তিনি পোবৎসটি তাদের সামনে
রাখলেন। [তারা ফেরেশতা হিল বিধায় আহার করল না। তখন ইবরাহীম (আ)-এর
সন্দেহ হল এবং [বললেন:] তোমরা আহার করছ না কেন? (এরপরও যখন আহার
করল না, তখন) তাদের সম্পর্কে তিনি শংকিত হলেন (যে এরা শত্রু কিনা, কে জানে,
যেখন সুরা হৃদে বনিত হয়েছে)। তারা বলল: আপনি ভীত হবেন না। (আমরা যানুষ
নই, ফেরেশতা। একথা বলে) তারা তাঁকে এক পুরস্কারের সুসংবাদ দিল, যে তাঁনীকুলী
(অর্থাৎ নবী) হবে। [কেননা, যানবজাতির মধ্যে পরগঞ্জরগণই সর্বাধিক জ্ঞানী হন।
এখনে হয়রত ইসহাক (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। এসব কথাবার্তা চলছিল, ইতিমধ্যে] তাঁর
জী (হয়রত সারা, যিনি নিকটেই সওয়ায়মান হিলেন, **أَمْرٌ لَهُ قَائِمٌ**)

স্কানের সংবাদ ক্ষেত্রে) চিন্তার করতে করতে সামনে এলেন। অতঃপর ফেরেশতারা
যখন তাঁকেও এই সংবাদ শোনাল

—لَقُولَةٌ تَعْالَى فَبَشِّرْ نَاهَا بَا سَعَانَ

আশ্চর্যিতা হয়ে) মুখ চাপড়িয়ে বললেন: (প্রথমত) আমি বৃক্ষা (এরপর) বৃক্ষা।
(এমতাবস্থার স্কান হওয়া আশর্যের ব্যাপার বটে,) ফেরেশতারা বলল: (আশ্চর্য হবেন না

لَقُولَةٌ تَعْالَى أَتَعْجَبُونَ) আপনার পারবক্তা এরপরই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি

প্রভাময়, সর্বত। (অর্থাৎ বিষয়টি বাস্তবে আশচর্চের হজেও আপনি নবী-পরিবারের মোক্ষ, জানে-শুধে থম্য। আল্লাহর উত্তি জেনে আশচর্চ বোধ করা উচিত নন)। ইবরাহীম (আ) (নবীসুলত দূরদর্শিতা দ্বারা জানতে পারলেন যে, সুসংবাদ ছাড়া তাদের আগমনের আরও উদ্দেশ্য আছে। তাই) বললেন : হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি ? তারা বলল : আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ কওমে মৃতের) প্রতি প্রেরিত হয়েছি, যাতে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করিয়া—যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্য আগন্তুর পাইনকর্তার কাছে (অর্থাৎ অনুশ্য জগতে) চিহ্নিত আছে। (সুরা হৃদে তা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : যখন আবাবের সহয় ঘনিয়ে এল, তখন) সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আর্থি তাদেরকে উজ্জার করলাম এবং সেখানে একটি পৃথক বাতৌত কোন মুসলমান আর্থি পাইনি। (এতে বোবানো হয়েছে যে, সেখানে মুসলমানদের আর কোন গৃহই ছিল না। কানুন, যার অঙ্গিত আল্লাহ্ জানেন না, তা মওজুদ হতেই পারে না)। যারা মন্ত্রপাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আর্থি তাদের জন্য সেখায় (চিরকালের জন্য) একটি নির্দর্শন রেখেছি এবং মুসা (আ)-র হৃষ্টাঙ্গেও নির্দর্শন রয়েছে; যখন আর্থি তাকে সুস্পষ্ট গ্রহণ (অর্থাৎ মো'জেফা)-সহ কিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, সে পরিবাদবর্গসহ মুখ ফিরিয়ে মিল এবং বলল : সে হয় যাসুকর, না হয় উক্সাদ। অতঃপর আর্থি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করে সম্মত নিক্ষেপ করলাম (অর্থাৎ নিয়মজ্ঞত করলাম)। সে শাস্তিযোগ্য কাজই করেছিল এবং নির্দর্শন রয়েছে ‘আদের কাহিনীতে; যখন আর্থি তাদের উপর অগুত বায়ু প্রেরণ করেছিলাম। এই বায়ু যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল (অর্থাৎ ধৰংসের আদেশপ্রাপ্ত যেসব বস্তুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হত,) তাকেই চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছিল। আরও নির্দর্শন রয়েছে সামুদের ঘটনার, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল : [অর্থাৎ সামেহ্ (আ) বলেছিলেন :] কিছুকাল আরায় করে নাও। (অর্থাৎ কুকুর থেকে বিরত না হলে কিছুদিন পরই ধৰংসপ্রাপ্ত হবে)। অতঃপর তারা তাদের পাইনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল, এমতোবহুযাম যে, তারা তা দেখছিল। (অর্থাৎ এই আবাব খোজাখুজিতাবে আগমন করল)। অতঃবৰ, তারা না দাঁড়াতে সক্ষম হল (বরং উপুড় হয়ে পড়ে রাখল)

لَقُوْلُ تَمَّالِي جَانِهِنْ -) এবং না কোন প্রতিকার করতে

পারল। ইতিপূর্বে নৃহর সম্প্রদায়েরও এই অবস্থা হয়েছিল। নিচিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

আনুবাদিক আন্তর্ব বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাম্প্রদায়ের জন্য অতীত খুলের করেক্ষণ পরামর্শের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

فَقَالُوا سَلَامٌ - قَالَ سَلَامٌ

(আ) জওয়াবে বললেন

কেরাতান পাকে নির্দেশ আছে, সামাজিক জগতীয় সামাজিকায়ীর ডায়া অপেক্ষা উভয় ডায়ায় দাও। ঈব্রাহীম (আ) এড়াবে সেই নির্দেশ পালন করাবেন।

— ۱۵۹ —
شہدیں اور مسکن کے لئے قوم منکروں — سلکر

راغِ راغِ شکستی خوکے عکسی ای آہلہ

উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্য এড়াবে গৃহে চলে গেলেন যে, মেহমানদ্বা তা টেক্সে পাসিন। অতুর্বা তারা ও কাজে বাধা দিত।

মেহমানদারির উত্তম বীভিন্নতি : ইবনে কাসীর বরেন, এই আয়াতে মেহমান-দারির কল্পিত উত্তম বীভিন্নতি শিঙ্কা দেওয়া হয়েছে। প্রথম এই যে, তিনি প্রথমে মেহ-মানদেরকে আহার্ষ আনার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি, বরং চুপিসারে গৃহে ঢেলেন। অতঃপর অতিথি আপায়নের জন্য তাঁর কাছে বে উত্তম বন্ধ অর্থাৎ গোবৰ্হস ছিল, তাঁই মহেশ করানেন এবং তাঁজা করে নিয়ে এলেন। ভিতীয়ত, আনার পর তা খাওয়ার জন্য মেহমানদেরকে ডাকানেন না, বরং তাঁরা যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এমে সাবানে রেখে দিনেন। ভিতীয়ত, আহার্ষ বন্ধ পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্য

ପୌଡ଼ାଗୋଡ଼ି ହିଲ ନା । କର୍ରଙ୍ଗ ବଳେହେନ । —ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡାଳି—ଆମରା କି ଥାବେ ନା ।
ଏତେ ଇରିତ୍ତ ହିଲ ଯେ, ଖୀଓଡ଼ାର ଆମୋଜନ ନା ଥାକଲେବୁ ଆମାର ଥାତିରେ କିଛୁ ଥାଓ ।

—فَوْجِسْ مُنْهُمْ—**অর্থাৎ** ইবরাহীম (আ) তাদের না খাওয়ার কারণে

—مَرْأَةٌ فِي مَرْأَةٍ—**صرّة**—এর অর্থ অসাধারণ আওয়ায়। কলসের
শব্দকে **صرّه** বলা হয়। ইহরত সোরা ষখন উনমনে যে, কেরেণ্টতারা ইহরত ইব্রাহীম
(আ)কে পত্ন-সন্তান জন্মের সঙ্খ্যাদ দিতেছে, আর একথা বলাটী বাহুজা যে, সন্তান শীর

গৰ্ত থেকে অন্তপ্রথম করে, তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা শামী-সৌ উভয়ের জন্য। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশচর্ষ ও বিকল্পের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন :

فَتَعْلِمُونَ

অর্থাৎ প্রথমত আমি বলা,

এরপর বক্তা। বৌবালও আমি সজ্ঞান ধারণের ঘোষ ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিম্বাপে সত্ত্ব হবে? জওয়াবে ফেরেশতাগণ বলল : **كَذَّلِكَ** অর্থাৎ আজাহ্ তা'আজা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুমায়ী শখন হস্তান্ত ইসহাক (আ) অন্তপ্রথম করেন, তখন হস্তান্ত সারার বয়স নিরানববই বছর এবং হস্তান্ত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশ বছর ছিল।—(কুরআনী)

এই কথোপকথনের মধ্যে হস্তান্ত ইবরাহীম (আ) আনতে পারলেন যে, আগন্তক মেহমানগণ আজাহ্ র ফেরেশতা। অতএব তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তাঁরা হস্তান্ত লুত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আয়াব নাথিল কল্পার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়—মাটি নির্মিত কঁকর দ্বারা হবে।

أَسْوَمْ عَنْ دَرْبِ

অর্থাৎ কঁকরগুলো আজাহ্ পক্ষ থেকে

বিশেষ চিহ্নিত হবে। কোন কোন তক্ষসৌরবিদ বলেন, প্রত্যেক কঁকরের গায়ে সেই বাতিল নাম লিখিত ছিল, যাকে ধৰ্মস কল্পার জন্য কঁকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কঁকরও তাঁর পশ্চাকাবন করেছে। অন্যান্য আয়াবে কওমে লুতের আয়াব বর্ণনা প্রসঙ্গে বক্তা হয়েছে যে, জিবরাইন (আ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উলিউরে দেন। এটা প্রস্তর বর্ণনের পরিপন্থী নয়। প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ণন কল্পা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র তৃতীয় উলিউরে দেওয়া হয়েছিল।

কওমে-লুতের পর মুসা (আ)-র সম্প্রদায়, ফিরাউন প্রথম সম্প্রদায়ের প্রস্তর উলেখ করা হয়েছে। ফিরাউনকে শখন মুসা (আ) সত্ত্বের পরম্পরা দেন, তখন বক্তা হয়েছে :

فَقَوْلَيْ بِرْ لَكْ

অর্থাৎ ফিরাউন মুসা (আ)-র দিক থেকে মুখ ক্ষিরিয়ে দ্বীর শক্তি, সেনাবাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। **كَنْ**-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হস্তান্ত লুত (আ)-এর বাক্যে **أَوْيُ إِلَى رَكْنِ شَدِيدٍ**— এই অর্থেই ব্যবহার হয়েছে।

এরপর 'আদ সম্প্রদায়, সামুদ্র এবং পরিশেষে কওমে নৃহর ঘটনা উলেখ কল্পা হয়েছে। এসব ঘটনার বিবরণ ইতিপূর্বে কয়েকবার বলিত হয়েছে।

وَالشَّهَادَةُ بِئْنَهَا يَأْيُدُ وَإِنَّا لَمُوْسِعُونَ ۝ وَالْأَرْضَ فَرَشَهَا نَزَعْمَ

السَّمِدُونَ وَمِنْ حَكْلٍ شَرُوْخَلْقَنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①
فَهَرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ② وَلَا تَعْجَلُوا مَعَ اللَّهِ
إِلَهًا أَخْرَى إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ③ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ④ أَتَوْا صَوَابَهُ بِلْ هُمْ
قَوْمٌ طَاغُونَ ⑤ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ فَوْ ذَكْرٌ فَإِنَّ الَّذِينَ كُرْسَيْ
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ⑥

- (৪৭) আমি দীর ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি ক্ষমতাবলে ব্যাপক ক্ষমতাপ্রাপ্তি। (৪৮) আমি কৃষিকে বিহুরেছি। আমি কৃত সুস্বরভাবেই না বিছাতে সঞ্চয়। (৪৯) আমি প্রতোক বশ তোড়ার জোড়ার সৃষ্টি করেছি, যাতে তোড়ার হস্তানুর কর। (৫০) অতএব আলাইহুর দিকে ধারিত হও। আমি তাঁর উপর থেকে তোড়াদের জন্য সুস্পষ্ট সঠকর্কারী। (৫১) তোড়ার আলাইহুর সাথে কোন উপাস্য সামগ্র্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোড়াদের জন্য সুস্পষ্ট সঠকর্কারী। (৫২) এখনিত্বে, তাদের সূর্য-বর্ণীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলেছে: থামুকুর, না হয় উৎসাহ। (৫৩) তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে দেছে? ব্যক্ত তারা সৃষ্টি সঞ্চালন। (৫৪) অতএব, আপনি তাদের থেকে সুখ ক্ষিপ্তিরে নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। (৫৫) এবং বোঝাতে আকুন, কেননা, বোঝানো মু'বিনদের উপকারে জাসবে।

তফসীরের সার-সংজ্ঞেণ

আমি (নিজ) ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি ব্যাপক ক্ষমতাপ্রাপ্তি। আমি কৃষিকে বিছানা (কুরুপ) করেছি। আমি কৃত সুস্বরভাবেই না বিছাতে সঞ্চয়। (অর্থাৎ এতে কৃত চমৎকার উপকারিতা নিহিত রয়েছেছি। আমি প্রতোক বশ দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করেছি, এই প্রকারের অর্থ বিগ্রহীত পক্ষ। যমা বাহুলা, প্রতোক বশের মধ্যে কোন-না-কোন সঙ্গাস্ত ও অস্তাগত গুণ এমন রয়েছে, যা অন্য বশের ভেদের বিপরীত। ফলে এক বশকে অপর বশের বিপরীত গুণ করা হয়; যেমন আকাশ ও পাতাল, উত্তাৎ ও লৈতা, যিষ্ট ও তিষ্ট, ছেষ্ট ও বড়, সুত্রী ও কৃত্রী, সামা ও কাল এবং আজো ও অজ্ঞ কার)। যাতে তোড়া (এসব সৃষ্টি বশের মাধ্যমে তওহাদকে) হাস্তানুর কর। (হে পঞ্চাশ্র! তাদেরকে বলে নিন, যখন এসব সৃষ্টি বশ জন্মাতার একটি বোঝায়, তখন) তোড়া। (অর্থাৎ তোড়াদের উচিত, এসব প্রয়াগের ডিতিতে)আলাইহুর দিকে ধারিত হও। (তদুপরি) আমি তোড়াদের (বোঝানোর) জন্য আলাইহু

ପଞ୍ଚ ଥେବେ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରକାରୀ (ସେ, ତୁଠୁହିଲ ଆମ୍ବାମ୍ବ କରିବେ ଶାନ୍ତି ହବେ । କରିବେ ତୁଠୁହିଲର ବିବାସ ଆଗାମ ଅଳ୍ପକୀ । ଆଗାମ ସମ୍ପଦ କରେ ବଲାହି ।) ତୋରା ଆଜାହିର ସାଥେ ଆମ କେବେ ଉପାୟ ହିଲ କରୋ ନା । (ତୁଠୁହିଲର ବିବାସରୁ ପଦାଳରେ ସର୍ବମାତ୍ର କାହାରେ ମନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କରେ ବଳା ହଲେ ।) ଆମି ତୋରାମେର (ବୋରାମେର) ଜନ୍ମ ଆଜାହିର କରୁକ ଥେବେ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରକାରୀ । (ଅଟ୍ଟଗର ଆଜାହି ତା'ଆମା ଈରଶାଲ କରିଛେ । ଆପଣି ମିଳାଲେହେ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆପନାର ବିବାଧୀ ପଞ୍ଚ ଏତ ମୂର୍ଖ ସେ, ତାରା ଆପନାକେ କରମ୍ବ ଥାଦୁକର, କରମ୍ବ ଉପଶାସ ବାବେ । ଅଟ୍ଟଗର ଆପଣି ସର୍ବର କରାନ । କେମନୀ, ତାରା ହେବନ ଆପନାକେ ବଲାହେ,) ଏମନିତାମେ ତାମେର ପୂର୍ବବିଜ୍ଞାନେର କାହେ ସମ୍ଭାବି କୋମ ରସୁଳ ଆପମନ କରିଛେ, ତାରା (ସମ୍ଭାବ ବିଧା କିନ୍ତୁ) ବଲାହେ । ଯାଦୁକର, ମା ହର ଉପଶାସ । (ଅଟ୍ଟଗର ପୂର୍ବବିଜ୍ଞାନ ଓ ପରବିଜ୍ଞାନ ସାଥେ ମୁହଁ ଏବାଇ କଥା ଉପକାରିତ ହୁଏରାର କାହାପେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରେ ବଳା ହଲେ ।) ତାରା କି ଏକେ ଅଗରକେ ଏ ଧିକ୍ଷାରେ ଓସୀରତ କରେ ଏଲେହେ ? (ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଐକ୍ୟତା ତୋ ଏଥିନ, ହେବନ ଏକେ ଅଗରକେ ବଲେ ଦେଇ, ଦେଖ ବେ ରଙ୍ଗୁଲାଇ ଆପମନ କରେ, ତୋରା ତାକେ ଆମାମେର ମଡ଼ାଇ ବଲାବେ । ଅଟ୍ଟଗର ବାଜର ଘଟାମା ସର୍ବମା କରା ହଲେ ସେ, ଏକେ ଅଗରକେ ଏ ଧିକ୍ଷାରେ କୋମ ଓସୀରତ କରାଯି । କେମନା, ଏକ ସମ୍ପଦାମ ଆପର ସମ୍ପଦାମରେ ସାଥେ ଦେଖାଓ କରାନି । ବର୍ବି ଏକବିତୋର କାରଣ ଏହି ସେ) ତାରା ସମ୍ଭାବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦାମ (ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମାର ସମ୍ଭାବ ତାରା ଅନ୍ତିର, ତଥାମ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଅନ୍ତିର ହେବେ ଦେଇ ।) ଅଟ୍ଟଏବ ଆପଣି ତାମେର ଥେବେ ମୁସି କିମିରେ ମିଳି (ଅର୍ଥାତ୍ ତାମେର ଧିକ୍ଷାକାରୀ ବଳାକୁ ପରୋଯା କରାବେନ ନା ।) ଏତେ ଆପଣି ଅଗରାଧୀ ହବେନ ମା । ବୋରାଟେ ଧାରୁନ କେମନା, ବୋରାମୋ (ଯାଦେଖି ତାଳେ) ଈଶାନ ନେଇ, ତାମେରକେ ଅନ୍ତ କରାର କାହେ ଆମବେ ଏବଂ ଯାମେର ତାଳେ ଈଶାନ ଆହେ, ଦେଇ) ଈଶାନଦାରମେରକେ (ଏବଂ ରାମା ପୂର୍ବ ଥେବେ ମୁସିମ, ତାମେରକେଠ) ଉପକାର ଦେବେ । (ମୋଟ କଥା, ଉପଦେଶ ମାନେବ ହେବେ ମହାବିଦ୍ଵାରା ଉପକାର ଆହେ । ଆପଣି ଉପଦେଶ ଦିଲେ ବୀବ ଏବଂ ଈଶାନ ନା ଆମାର କାହାପେ ଦୁଃଖ କରାବେନ ନା ।)

ଆମୁଦାନିକ ଭାବରେ ଧିକ୍ଷା

ପୂର୍ବବିଜ୍ଞାନୁହେ କିମ୍ବାମତ ଓ ପରକାଳେର ସର୍ବମା ଏବଂ ଅଧୀକାରକାରୀମେର ଶାନ୍ତିର କଥା ଆଲୋଚିତ ହେବେହେ । ଆଲୋଚିତ ଆମ୍ବାତ୍ମସ୍ମୁହେ ଆଜାହି ତା'ଆମାର ସର୍ବମାତ୍ର ଶାନ୍ତି ବାଧିତ ହେବେହେ । ଏତେ କରି କିମ୍ବାମତ ଓ କିମ୍ବାମତ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁନର୍ଜୀବନେର ବାପାରେ ଅବିରାଜୀମେର ପଞ୍ଚ ଥେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରାନ କରା ହେବେ, ତାର ନିର୍ମାନ ହେବେ ଦାର । ଏହାହା ଆମ୍ବାତ୍ମସ୍ମୁହେ ତୁଠୁହିଲ ସମ୍ପଦାମ କରା ହେବେହେ ଏବଂ ରିସାଖତେ ବିବାସ ହାପନେର ତାକୀମ ରାଖେହେ ।

— ﴿ ﻦَهْرَوْا إِلَيْهِ اللَّهِ ۚ — ﴾

ଏ କଥେ ହସନ୍ତ ଇମନେ ଆମାସ (ରା) ଏ ଡକ୍ଟରୀରେ କରାଯାଇଛେ ।

— ﴿ ﻦَهْرَوْا إِلَيْهِ اللَّهِ ۚ — ﴾

(৩৪) বজেন : উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে সোনাহ থেকে ছুটে পাওয়াও। আবু বকর ও শারিফুর কাক ও কুনারেল বাগিচালী (৩৫) বজেন : প্রতি ও পরভাব মানুষকে সোনাহ দিকে দাওয়াত ও অবোচনা দেয়। তোমরা একলো থেকে ছুটে আসাহ প্রথমগুলো হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।—(ফুরতুবী)

**وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنَ لَكُلِّيَعْبُدُونِ@ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ قُنْ رِزْقٌ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ@ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْفَوْقَ الْمُتَّبِعِينَ@
فَإِنَّ لِلَّذِينَ كَلَمْبُوا ذَنْبًا مِثْلَ ذَنْبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يُسْتَعْجِلُونِ@
فَوَلَيْلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ@**

(৩৬) আমার ঈবাদত করার জন্যই আমি আনব ও জিনকে স্ফিট করছি। (৩৭) আমি করমের কাছে জীবিকা ঢাই না এবং এটাও ঢাই না যে, তারা আবাহ আহার থোমাবে। (৩৮) আসাহ তা আমাই তো জীবিকামাতা, প্রতিশ্রুতি, পরামর্শ। (৩৯) অঙ্গের এই জীবিকামের প্রশংস করে, যা করমের কাঠোত সহচরদের প্রশংস হিস। করবেই তারা যখন আবাহ করবে তা কাকাড়ি না ঢাই। (৪০) অঙ্গের কাবিন্দদের জন্য সুর্খোপ সেই নিম্নে, যে নিম্নের প্রতিশ্রুতি কাদেরকে দেওয়া হবেছে।

তত্ত্বসৌরে সার-সংক্ষেপ

(অক্ষতপক্ষ) আমার ঈবাদত করার জন্যই আমি জিন ও আনবকে স্ফিট করছি (এসম আনুবাদিকভাবে ও ঈবাদতের পূর্বতার আভিয়ে জিন ও আনব স্ফিটের কালে জন্মান্ত উপর্যবেক্ষণ অভিযোগ হওয়া আসাতের পরিপন্থী নয়। এয়মিতাবে কলক জিন ও কলক মানব করার ঈবাদত সংক্ষিপ্ত না ছওয়াও এই বিষয়বস্তুর প্রতিকূল নয়। কেবলমা, لَيَعْبُدُونِ)

—এর সার্বার্থ সংজ্ঞ তাদেরকে ঈবাদতের আদেশ করা —ঈবাদত করাতে বাধ্য করা নয়। শুধু জিন ও আনবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার পার্শ্ব এই যে, এখানে ঈকাথীন ও বেছা-প্রশ্নামিত ঈবাদত বোঝানো হচ্ছে। ফেরেশতাদের মধ্যে ঈবাদত আছে বটে; কিন্তু তা বেছা-প্রশ্নামিত ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। আন্মান্য স্ফট বল তথা জীব-ক্ষতি, উপর্যুক্তাদির ঈবাদত ঈকাথীন নয়। যেটুকু কথা এই যে, তাদের কাছে আইনগত সাবী হল ঈবাদত। এছাপের আমি তাদের কাছে (স্ফট জীবের) জীবিকা সাবী করি না এবং এটাও ঢাই না যে, তারা আমাকে আহার থোমাবে। আসাহ নিজেই সবাই জীবিকমাতা (কাজেই স্ফট জীবকে জীবিকমানের সাহিত তাদের হাতে অর্পণ করার কোন অযোগ্য নেই), প্রতিশ্রুতি,

পরাক্রম। (অপরাক্রম, দুর্বলতা ও অক্ষয়-অনটেনের কোন বৈশিষ্ট্য সজ্ঞাবনাও নেই। কাজেই আহর্ণ চাওয়ার সজ্ঞাবনা নেই। এখন ভৌতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, যখন ইবাদতের অপরিহার্তা প্রয়োগিত হচ্ছে পেজ এবং ইবাদতের প্রধান অঙ্গ ইমার, তখন এরা এখনও শিখক ও কুকুরকে আঁকড়ে থাকলে কৈনে রাখুক) এই জালিয়দের প্রাপ্তি আজ্ঞাহৃত জানে তাই (নির্ধারিত), যা তাদের (অভীত) সহজনাদের প্রাপ্তি (নির্ধারিত) হিল। (অর্থাৎ প্রত্যোক অপরাধীকে পরাক্রমে আবাব কারা পাকড়াও করা হব—কখনও ইহকাল ও পরবর্তী উভয় জাহানে এবং কখনও শখু পরকালে)। অতএব তারা হেন আমার কাছে তা। (অর্থাৎ আবাব) তাড়াতাড়ি না চার, (বেমন এটাই তাদের অস্তাস)। তারা সতর্কতাপী কৈনে মিথ্যারোপ করার ভঙিতে তাড়াতাড়ি আবাব চাইলে থাকে। অতএব (যখন পাখার দিন আসবে, যার মধ্যে কর্তৃতরত দিন হচ্ছে প্রতিশুভ্র দিন অর্থাৎ কিন্নায়দের দিন, তখন) কাফিয়দের জন্য সূর্ণোপ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশুভ্র তাদেরকে দেওয়া হবেছে। (খোদ এই সুরাও এই প্রতিশুভ্র ধারা কুর হচ্ছেহিল : **إِنَّمَا تُوْلِدُونَ لِصَادِقٍ** এবং ইতিও এই প্রতিশুভ্রতির উপর করা হবেছে। বলা বাহ্য, এতে সুরার অলংকারগত সৌন্দর্যই প্রকাশ পেয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জাতীয় বিষয়

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيُبَدِّلُونَ

অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে ইবাদত ব্যৱীত অন্য কোন কাজের জন্য স্থিত করিনি। এখানে বাহ্য সৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রয় দেখা দেয়। এক, যাকে আজ্ঞাহৃত তা'আলা বিশেষ কাজের জন্য স্থিত করেছেন, তার অন্য সেই কাজ থেকে বিরুদ্ধ থাকা স্থুতিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রাকৃত। কেননা, আজ্ঞাহৃত তা'আলাৰ ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীত কোন কাজ করা অসম্ভব। সুই আজোচ্য আবাবতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হবেছে। অথচ তাদের স্থিতিতে ইবাদত ব্যৱীত আরও অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্রবেশ জওয়াবে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই বিষয়বন্ধ শখু মু'মিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি মু'মিন জিন ও মু'মিন মানবকে ইবাদত ব্যৱীত অন্য কাজের জন্য স্থিত করিনি। বলা বাহ্য, যারা মু'মিন, তারা কয়বেলী ইবাদত করে থাকে। বাহ্যক, সুফিয়ান প্রযুক্ত তফসীরবিদ এই উত্তি করেছেন। হবরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিত এই আবাবতের এক কিন্নায়াত আবাবত এবং আবাবত এভাবে পাঠ করা হবেছে **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيُبَدِّلُونَ** এই কিন্নায়াত থেকে উপরোক্ত তফসীরের পক্ষে সমর্পণ পাওয়া যাব। এই প্রবেশ জওয়াবে

তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, আরাতে জবরাদিস্মুলক ইচ্ছা বোকানো হয়নি, কারণ বিপরীত হওয়া অসম্ভব আইনসত ইচ্ছা বোকানো হয়েছে। অর্থাৎ আরি তাদেরকে কেবল একমাত্র স্থিতি করেছি, যাতে তাদেরকে ইবাদত করার আদেশ দিই। আরাহত আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে সর্তশুল্ক রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া সভ্য নয়। অর্থাৎ আরাহত সবাইকে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা-অবিচ্ছ্বাস কর্মতাও দিয়েছেন। তাই কোন কোন লোক আরাহতদত ইচ্ছা ব্যবাধ কার করে ইবাদতে আক্ষণিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসম্ভাবনার কারণে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্ত ইমাম বঙ্গী (র) হবরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তক্ষসীরে-মাহবারীতে এর সরল তক্ষসীর এই বিলিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে স্থিতি করার সময় তাদের মধ্যে ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সেজন্তে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে বাস করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ ও কৃপহাতিতে বিনষ্ট করে দেয়, সৃষ্টান্তরূপ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

كُلْ مُوْلَدْ يُوْلَدْ عَلَى الْفَطْرَةِ فَا بِوْ رَاهِيْمُوْ دَانَهُ أَ وَبِمَجْسَانَهُ

প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর অস্থায়ণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইচ্ছার অথবা অগ্রিমুজারীতে পরিষ্কত করে। ‘প্রকৃতির উপর অস্থায়ণ’ করার অর্থ অধিকাংশ আলিমের মতে ইসলাম ধর্মের উপর অস্থায়ণ করা। অতএব, এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও স্থিতিগতভাবে ইসলাম ও ঈশ্বানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতামাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কৃকরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আজোট আরাতেরও এরপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে আরাহত তা'আলা ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

বিতীর প্রবের জওয়াব তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপে এই বিলিত হয়েছে যে, ইবাদতের জন্য কাউকে স্থিতি করা কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অজিত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

أَنْ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ دُنْدِلْ مِنْ دُنْدِلْ مِنْ دُنْدِلْ مِنْ دُنْدِلْ مِنْ دُنْدِلْ—অর্থাৎ আরি জিন ও মানবকে স্থিতি করে

সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিয়িক স্থিতি করবে আরার জন্য অথবা নিজেদের জন্য অথবা আমার অন্যান্য স্থিতি জীবের জন্য। আরি এটাও চাই না যে, তারা আরাকে আহাৰ্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাভজো বলা হয়েছে। কেবলমা, যত বড় লোকই হোক না কেন—কেউ যদি কোন গোলাম কুম করে এবং তার গৈছেন অর্থ-কঢ়ি বাস করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কীভুকর্মের প্রমোজন হৈটাবে এবং কুহী-কোহগার করে আলিকের হাতে সমর্পণ করবে। আরাহত তা'আলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পৰিষ্কাৰ ও উৰ্ধে। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে স্থিতি করার পঞ্চাতে আরার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়।

نے نو

—নদের আসল অর্থকূলা থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনগণের সাধারণ কুরআনগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই বিজ্ঞ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ۷۵ ৩ নদের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্তি অংশ। উচ্চেল্প এই যে, পূর্ববর্তী উচ্চমতদেরকে বিজ্ঞ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালার কাজ করেনি, তারা ধরংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুসলিমদের জন্যও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুকুর থেকে বিরত না হয়, তবে আজ্ঞাহৰ আয়াব তাদেরকে মুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিম, তারা বেন কুরিত আয়াব ঢাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কাকিগুরা অকীকারের ভঙিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমদের উপর আয়াব আসে না কেন? এর অওয়াব এই যে, আয়াব নিদিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এজ বলো! কাজেই তাক্তাহত্তা করো না।

سورة الطور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِالْحَمْدِ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ٦١ جَاهِدٌ، ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالظُّورِ ۝ وَكِتَابٌ مَسْطُورٌ ۝ فِي رَقٍ مَشْوِرٍ ۝ وَالْبَيْتُ الْمَعْوُرٌ ۝
وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ ۝ وَالْبَهْرُ السَّجُورُ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَا قَعْدٌ ۝
مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝ يَوْمَ تَبُورُ السَّمَاوَاتُ مَوْرًا ۝ وَتَسِيرُ الْجَبَالُ
سَيِّرًا ۝ فَوَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمُكْذِبِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ
يَلْعَبُونَ ۝ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْيًا ۝ هُنَّهُنَّ الظَّالِمُونَ
كُنْتُمْ فِيهَا تُنكِذُونَ ۝ أَفَعَرُهُنَّ أَمْ أَنَّهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ ۝ لَا صَلَوَاتٌ
فَاصْبِرُوا أَذْلًا تَصْبِرُوا ۝ سَوْءًا عَلَيْكُمْ دِرَانَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّ النَّاسَيْنَ فِي جَنَّتٍ وَأَعْيُمٍ ۝ فَلَمْ يَعْلَمْنَ بِمَا أَشْهَمُ
رَبُّهُمْ وَوَقْتُهُمْ رَبِّهِمْ عَذَابَ الْجَحَنَّمِ ۝ كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِئُوا بِهَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ مُشْكِرِينَ حَلَّهُ سُرُورٌ مَصْفُوفٌ ۝ وَرَوْجُونُهُمْ يَخْوِفُ
عَيْنِ ۝ وَالَّذِينَ أَمْتَوْا وَاتَّبَعُوهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِنْسَانٍ الْعَقْنَابُ يَرْمِ
ذُرِّيَّتُهُمْ وَقَاتِلُهُمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَنِيٍّ ۝ كُلُّ أُفْرَادٍ بِمَا كَسَبَهُمْ
وَأَمْدَدُهُمْ بِقَاتِلَهُمْ وَلَنْ يَمْلِمُهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَائِنًا لَا
لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ۝ وَيَطْعُوفُ عَلَيْهِمْ غَلْمَانٌ لَهُمْ كَائِنُونَ لَوْلَوْ

**لَكُنُونُ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بَعْضٌ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا
كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقَتِينَ قَوْنَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا
عَذَابَ النَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلَ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ أَبْرَ الرَّجِيمُ**

পরম কর্মপাদের ও জয়ীয় সংযোগ আজ্ঞাহর মাঝে।

- (১) কসম তুর পর্বতের (২) এবং তিথিত কিতাবের (৩) প্রশংসন পথে, (৪) কসম বায়ুকুল-আয়ুর তথা আবাদ লুহুর (৫) এবং সমুদ্রত ছান্দের (৬) এবং উভাদ সমুদ্রের (৭) আগন্তুর পাইনকর্তার শান্তি অবশ্যাত্তাৰী, (৮) তা কেট প্রতিকোথ করতে পারবে না। (৯) সেদিন আকাশ প্রকল্পিত হবে প্রবলকারী (১০) এবং পর্বতমালা হবে চলবান, (১১) সেইদিন যিখ্যারোপকারীদের মুর্জোগ হবে, (১২) বারা ছীড়াছবে যিহামিহি কথা বানাব। (১৩) বেশিন তোয়াদেরকে আহারামের জরিয় দিকে ধোঁটা হবে হেরে নিয়ে বাঁওয়া হবে। (১৪) এবং বলা হবে : এই সেই জরি, থাকে তোয়ারা যিখ্যা বলতে, (১৫) এটা কি দাদু, যা তোয়ারা তোথে দেখছি না? (১৬) এতে গ্রবেশ কর, অঙ্গগর তোয়ারা সবৰ কর আবশ্য না কর, উত্তোলন তোয়াদের অম্য সহ্য আবশ্য। তোয়ারা যা করতে তোয়াদেরকে কেবল তাৰই প্রতিকূল দেওয়া হবে। (১৭) বিশ্চারী আজ্ঞাহ ভৌতিক ধারকে আজ্ঞাতে ও নিয়োগতে (১৮) তারা উপকোগ করবে যা তাদের পাইনকর্তা তাদেরকে দেবেন এবং তিমি আহারামের আবাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে। (১৯) তাদেরকে বলা হবে : তোয়ারা যা করতে তার প্রতিকূলকূপ তোয়ারা জৃপ্ত হয়ে পানাহীন কর। (২০) তারা প্রেৰীবজ সিংহাসনে হেজান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আক্ষণ্যেচনা হয়েদের সাথে বিবাহবজানে আবক করে দেব। (২১) আরো ইয়ান্দার এবং তাদের সন্তানোরা ইয়ান্দে তাদের অনুসূয়াৰী, আমি তাদেরকে তাদের লিকালের সাথে তিথিত করে দেব এবং তাদের আবল হিন্দুবাজেও হুস করব না। অত্যোক বান্তি মিজ হৃতকর্মের জন্ম পাবী। (২২) আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং যাংস যা তারা তাইবে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরকে নাবপাত দেবে, যাতে অসার বৰ্কাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। (২৪) সুরক্ষিত বোতিসন্দৃশ বিলোক্য তাদের সেবার ঘোৱাকেরা করবে। (২৫) তারা একে অপরের দিকে সুখ করে জিজাসাবাদ করবে। (২৬) তারা বলবে : আয়ো ইতিসুর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কল্পিত হিজাব। (২৭) অঙ্গগর আজ্ঞাহ আয়োগের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আয়োদেরকে আগুনের শান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আয়ো পূর্বেও আজ্ঞাহকে তাকতাব। তিনি সৌজন্যবীজ, পরম সংযোগ।

তৎসীমীর সার-সংক্ষেপ

কসম তুর (পর্বতের), এই সেই কিতাবের, যা উচ্চুষ্ট পথে তিথিত আছে। (অর্থাৎ

আবাসমায়া, বা সম্পর্কে অথ আবাতে বলা হয়েছে : **عِنْتَاباً يُلْقَا لَهُ مَنْشُوراً**
 এবং কসম বারভূল আভুরের (এটা সপ্তম আকাশে কেরেশতাদের ইস্মাইলখানা)। এবং
 কসম সন্মুক্ত হাজের (অর্থাৎ আকাশের, আজ্ঞাহ বদেম) **وَجَعَلَهُ السَّمَاءَ**

(**إِلَهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ — سَقَفًا مَعْفُوضًا**) এবং কসম উভাব-
 সন্মুক্তের। (আউগুর কসমের জওয়াব বলা হচ্ছে :) নিশ্চল আপনার পাজনকর্তার আবাব
 আবশ্যকাবী, কেউ একে প্রতিরোধ করতে পারবে না। (এটা সেবিন হবে) বেদিন আকাশ
 প্রকল্পিত হবে এবং পর্বতমালা (বহুন থেকে) সরে আবে। [অর্থাৎ কিভাবতের দিন
 প্রকল্পিত হওয়া সাধারণ আর্দ্ধেও হতে পারে এবং বিসীর হওয়ার অর্দ্ধেও হতে পারে ; বেদিন
 আবাবাতে আছে **فَإِذَا أَنْشَقَتِ السَّمَاءُ** গাহু-আ'আলীতে উভর তফসীর হয়েরত
 ইবনে আব্দুল (رা) থেকে বলিত আছে। উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। অঙ্গ-
 পদ্ধতে উভয়টি হতে পারে। এখামে পর্বতমালার সরে বাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অম্যাম্য
 আবাবাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উভে বাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক আবাবাতে বলা হয়েছে : **يَنْسُكُ**

بِعْثَتْ أَلْجَبَالْ بَسَاطَةَ فَسَتْ حَبَّةَ এসব কসমের
 কাল্প একটি উদ্দেশ্যকে তিক্তাখারার নিকটবর্তী করা। উদ্দেশ্য এই : কিভাবত সংষ্ঠিনের
 আসল কাল্প প্রতিসাম ও আস্তি। এটা সরীরতের বিধামাবলীর তিতিতে হবে। অতএব,
 তুর পর্বতের কসম বাওয়ার মধ্যে ইলিত রয়েছে যে, আজ্ঞাহ তা'আজা বাক্যালাপ ও
 বিধামাবলী প্রদানের মালিক। এসব বিধাম পাজন অথবা প্রত্যাখ্যানের তিতিতে প্রতিসাম ও
 আস্তি হবে। আবাসমাহাত্ম কসম বাওয়ার মধ্যে ইলিত আছে যে, এই বিধামাবলী পাজন ও
 প্রত্যাখ্যাম সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিসাম ও শাস্তি এর উপর নির্ভরশীল, যাতে
 বিধামাবলী প্রতিপাদন করতী হব। বারভূল আভুরের কসমে ইলিত আছে যে, ইস্মাইল
 একটি জনসী বিবর। এয়মকি, যে কেরেশতাদের প্রতিসাম ও শাস্তি নেই, তাদেরকেও
 এ থেকে আব্যাহতি দেওয়া হতানি। অতঃপর আজ্ঞাত ও দোষধ এই সূচি বল হচ্ছে প্রতিসাম
 ও শাস্তির পরিচয়। আকাশের কসমে ইলিত রয়েছে যে, আজ্ঞাত আকাশের মতই সমুদ্রত
 বহু। উভাব সমুজ্জের কসমে ইশাক্রা রয়েছে যে, দোষধও উভাব সমুজ্জের অনুগ্রাপ তর্ফাবহ
 বহু। এরপর কিভাবতের কতিপয় ঘটেজ্জা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, বখর শাক্তিবোগ্য বাক্তিদের
 শাস্তি করবশ্যকী তথম] বারা (কিভাবত, তওহীদ, বিসাইত ইত্যাদি সভা বিবরে) যিধা-
 রোপ করে (এবং) বারা কৌচাল্যে পিছামিহি কথা বানায়, (করে শাস্তির দ্বারা হয়ে যাব)

ମେଲିମ ଭାବେ ଥୁବେ ଦୁର୍ଗୀଶ ହେବେ, କେବିମ ଭାବେରେ କାହାକୀମେତ୍ର ଅଭିନ ନିକେ ଧାରା ଯେବେ କେବେ ନିଜେ ବାଓଦା ହେବେ । (କେବଳ, ଏହାର କାହାକୀମର ନିକେ କେଉ ହେବୁଥାର କେବୁ ତାଟିବେ ନା ।

অভিযন্ত মিকেনের সহায় **فَوْرَ حَذَّ بِالْمُؤْمِنِ وَلَا تَدَامْ**—আর্দ্ধ বাহার ও পারে থেকে

ମୋହାରେ ଲିଖିଥିଲା କହା ହୁଏ । ଡାନେରକେ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଶାମିତେ ଯାଇଲା ହୁଏ ।) ଏହି ମୋହାରେ ଅଛି, ଯାକେ ଡୋକାନରେ ଲିଖା କଲାପେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଅନ୍ଧାଳିଟ ଆମାଜନ୍‌ଜାହାଙ୍କରେ ଲିଖା କଲାପେ) ଏବେ

बायू चाहिए निष्ठे। बायाकरणो तो लोकामें असे बायू हिलाई। एवज एठा (-७) कि बायू, (मर्ख वज) ना (एधारु) लोकांचे मर्खाह मा? (बेसव सुमित्राळे ठोके वा

ଦେଖାର କାଳରେ ପ୍ଲଟ୍‌ପାର୍କିଙ୍ କରାଯାଇଲେ । ଏତେ ପ୍ରବେଶ କରି, ଆତ୍ମପର୍ଯ୍ୟ ଡୋହରା ସବୁର କରି ଅଥବା ମା କରି, ଉତ୍ତରାଇ ଡୋହରାରେ ଜମ୍ବୁ ସମ୍ମାନ । (ଡୋହରାରେ ହା-ଇନ୍ଦ୍ରାଲେର କାଳରେ ବୃଦ୍ଧି ଦୀନମ

कर्मा द्वारे या एवं ऐसे लोकों द्वारा करने वाले थे तो वे द्वारा द्वारे या, बरंतर अवधिकारी एवं शासक द्वारे)। तो यहां या वर्णाते ही वास्तविक विवरण लाभार्थी अधिकारी

ମେଉଠୀ ହୁଲେ । (ଡୋକରୀ ଫୂକର କରିଲେ, ଯା ମର୍ବିହାରୀ ଅବାଧାତା ଏବଂ ଆଶାହିଁ ହେବ ଓ ଅଗୀଥ କପାଳରେ ଡାଟି ଅଛୁଟାତା । ମୁହଁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକଳାକାରୀ ଅନ୍ଦରାଜ ମୋରଥ ଡୋଗ କରିଲେ ।

অসমৰ কালিনদেৱ বিগ্ৰহত মুঢিনদেৱ কথা কলা হচ্ছে ।) বিপৰীত আৰোহণকূলৰা (আৰোহণেৰ) উন্নামসবুজে ও তোপবিজামেৰ স্থখে থাকিব। তাৰা উপরোক্ত কলাহ বা তাদেৱ

प्राचीनकालीन छात्रवृत्ति (छात्रविद्यालय) से विदेशी एवं भिन्न भिन्न जातियों का विद्यार्थी आवास थाकुर छात्रवृत्ति नामका विवाहवन। (एवं वाराणसी के विविध विद्यालयों में छात्रविद्यालय) छात्रविद्यालय (मुद्रितालय) या विवाहव

ଡାକ୍ ପ୍ରତିକଳାରଙ୍ଗ ଧୂର ହୃଦୟ ହେଲେ ପାନୀହାର କର । ଡାକ୍ ହେଲୀବିଳ ମିଥିଜ୍ଞାନେ ହେଲୋବ ନିର୍ବିଚାର । ଆଖି ଢାନେକିକେ ଆହୁତିରେତିମା ହରଦେଶ ନାଥେ ବିନାହୀନମେ ଆବଶ୍ୟକ ହରେ ଦେବ ।

(ऐसी बातें जाखोल्प सूचिनमें जबहो। अलउभर यहै सूचिनमें कधी बला होते, योनेव
जहाँ-जहाँ देखामें उन्हें लक्षात्तिरु ! बला होते ।) योना देखामात्र एवं तामेव

সহজেই দৈবতের ভাসের অনুভূতি (অর্থাৎ ভাসাও দৈবতের মাঝে ভাসা কোমলের পিণ্ডাদের মৌল্য পর্যবেক্ষণ হৈছিল)। আমরের কথা উল্লেখ মা কল্পার ভা বোকা কার। এছাড়া ধূমীসে

كأنوادونه في العمل و كانت معاذل : **پاریکارا** उर्जेख आहे, वला वर्गाहे : **أبا قتيم** اونु व **لم يبلغوا د** جتن **،** **صلب** **و** **مَدْعَة** वाढते तांति धारकर

काल्पनिक भाषण शर्तवा कथ है या वह बुद्धिन लिभारेटरीके महान् कलाकार जया) आखि जडाम-प्रदेश (शर्तवा) भाषण आखि लिभिन कथा देत। (लिभिन जडाम जया) आखि जास्त

(জৰ্বীৰ কামালী নিভাসের) আমল বিশুদ্ধাত্মক হৃৎস কৰিব মা (জৰ্বীৰ নিভাসের বিশু আমল আপন কৰি দেবাবেক এবং নিয়ে সহায় কৰা দেব মা । উন্নামুণ্ড এক কাপিল আপন হৃৎস

এবং এক বাকিসা কাছে ঢাকশ টাকা আছে। উভয়কে সরান কলার উপেক্ষা হলে এক উপায় হল এই দে, কলন টাকা ও কলার কাছ থেকে একস টাকা মিলে ঢাকশ কুলাকে দেওয়া।

কলে উচ্চারণের কাছে পাঁচশ পাঁচশ হবে আবে। বিভীতির উপর এই যে হয়েন ওড়ামার কাছ
থেকে ছিন্নই না দেওতা; বরং চালু ওড়ামাকে সিরেন কাছ থেকে দৃশ্য টাকা সিরেন দেওতা

卷之二

www.almodina.com

এবং উভয়কে সমান সমান করে দেওয়া। এটা সাতাদের পক্ষে অধিক উপযুক্ত। আরাহতের উদ্দেশ্য এই যে, একের প্রথম উপায় অবশিষ্ট হবে না। যার ফলে এই হত যে, পিতাদেরকে আমল কর হওয়ার কারণে নীচের স্তরে নায়িয়ে আনা হত এবং সন্তানদেরকে কিছু উপরে তুলে দেওয়া হত। এটা হবে না, বরং বিতৌয় উপায় অবশিষ্ট করা হবে। ফলে পিতাগণ তাদের উচ্চস্থানেই থেকে যাবে এবং সন্তানদেরকে তাদের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া হবে। সন্তানদের মধ্যে ঈমানের শর্ত না থাকলে তারা মু'যিন পিতাদের সাথে যিলিত হতে পারবে না। কেননা, কান্তিকরদের মধ্যে) প্রত্যেক বাতিল নিজ (কৃষ্ণরী) কৃতকর্মের জন্য দারী। (**كَلْ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ أَلَا مُحَايَبُ الْمُهَمَّاتِ**)

كُلْ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ أَلَا مُحَايَبُ الْمُهَمَّاتِ

অর্থাৎ মুক্তির কোন উপায় নেই। ফলে তাদের মু'যিন পিতাদের সাথে যিলিত হওয়ার প্রয়োজন উঠে না। তাই যিলিত হওয়ার জন্য সন্তানদের মধ্যে ঈমান থাকা শর্ত। অঙ্গপর পুনরায় ঈমানদার ও আরাহতাদের কাছে বলা হচ্ছে :) আরি তাদেরকে দেব ফালামুল ও গোশ্ত, যা তারা পছন্দ করবে। সেখানে তারা (আনন্দ-উরাদের উপরিতে) একে অপরকে পানপাত্র দিবে। এতে (অর্থাৎ পানীয়তে) আসার বকাবকি নেই, (কেননা তা বেশামূল হবে না) এবং পাপ কর্মও নেই। তাদের কাছে (কলমুল আনন্দের জন্য) এমন কিশোররা আসা-যাওয়া করবে (এই কিশোর কারা ? সুরা গুরুকরিয়া তা বর্ণনা করা হবে)। যারা (বিশেষভাবে) তাদেরই সেবায় নিয়েজিত থাকবে (এবং এমন সুন্নী হবে) যেন সুরক্ষিত 'মোতি'। (যা অভ্যন্ত চমক্কাদার ও ধূলাবাসু মুক্ত হয়ে থাকে। তারা আধ্যাত্মিক আবশ্যক জাত করবে। তব্যধো এক এই যে,) তারা একে অপরের দিকে ঝুঁক করে পিতাস্বাদ করবে (এবং একথাও) বলবে যে, আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে (অর্থাৎ দুনিয়াতে পরিপূর্ণ সম্পর্কে) ভৌত-কম্পিত ছিলাম। অঙ্গপর আরাহত আমাদের প্রতি অনুপ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আশাব থেকে রক্ত করেছেন। আমরা পূর্বেও (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তাঁর কাছে দোষা করতাম (যে, আমাদেরকে দোষিত থেকে রক্ত করে আরাহত সাব করেন। তিনি আমাদের দোষা কর্তৃল করেছেন)। তিনি বাস্তবিকই অনুপ্রহকারী, পরম দয়ালু। (এটা যে আনন্দের বিষয়বস্তু তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)।

আনুবাদিক আরাহত বিষয়

—**وَالظَّرْرُ —** হিন্দু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লাতাগাতা ও বৃক্ষ উদ্গত হয়। এখানে তুর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তুরে সিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হস্তরত মুসা (তা) আরাহত ভাগালীর সাথে বাক্যালোপ করেছিলেন। এক হাসীলে আছে, দুনিয়াতে আরাহতের চারটি পাহাড় আছে। তব্যধো তুর একটি। —(কুরুতুবী) তুরের কসম ধীওয়ার মধ্যে উপরোক্ত বিশেষ সম্মান ও সন্তুমের প্রতি ইলিত রয়েছে। আরও ইলিত রয়েছে যে, আরাহত ভাগালীর পক্ষ থেকে বালাদের জন্য কিছু কারাম ও আহকাম আগমন করেছে। একটো মেনে চো করুন।

رَقْ — وَكَنَّا بِمَصْطُورِ فِي رَقْ صَنْشُورِ

কালজের হলে ব্যবহাত পিতৃজা ঢাকড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। তিথিত 'কিতাব' বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তক্ষসীরিদের অভে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে।

وَالْهُدَىٰ الْمُعْمُورٌ—আকাশছিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বাসতুল মামুর বলা হয়।

এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুধারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, যিরাজের রাস্তিতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে বাসতুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সতর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পারা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নছর আসে।—(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বাসতুল মামুর। এ কারণেই মি'রাজের রাস্তিতে রসুলুল্লাহ (সা) এখানে পৌছে হয়েরত ইবরাহীম (আ)-কে বাসতুল মামুরের প্রাচীরে হেজান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি হিজেব দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আজাহ তা'আমা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। —(ইবনে কাসীর)

وَالْبَعْرِ الْمَسْجُورٌ—স্বাক্ষর স্বাক্ষর থেকে উত্তৃত।

ব্যবহাত হয়। এক অর্থ অধি প্রক্ষিপ্ত করা। কোন কোন তক্ষসীরিদের অভে এখানে এই অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে। আফ্রাতের অর্থ এইঃ সম্মূলের কসম, যাকে অধিতে পরিগত করা হবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমূহ অধিতে পরিগত হবে। অন্য এক আয়তে আছেঃ

وَإِنَّ الْبَيْحَارِ سَبْعَتٌ—অর্ধাং চতুর্দিকের সমূহ অধি হয়ে হাশের অবদানে

একত্রিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তক্ষসীরই হয়েরত সালীম ইবনে মুসাইয়োব, আজী ইবনে আকবাস, মুজাহিদ ও ওবাইদুল্লাহ ইবনে উয়ায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। —(ইবনে কাসীর)

হয়েরত আমী (রা)-কে জনেক ইহদী প্রয় করল : জাহাজাম কোথার ? তিনি বললেন : সমুদ্রেই জাহাজাম। পূর্ববর্তী ঈশ্বী প্রস্তু অভিজি ইহদী এই উত্তর সমর্থন করল।—(কুরতুবী) হয়েরত কাতাদাহ (র) প্রযুক্ত স্বাক্ষর স্বাক্ষর এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (র) এই অর্থই পছন্দ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

أَنْ عَذَا بَ رَبِكَ لَوَاقِعٌ مَا لَكَ مِنْ دَافِعٍ—আগনার পালমকর্তার আয়াব অবশ্যকাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোলিখিত কসম্যসমূহের অঙ্গাব।

હવરાત હવરાત ઓદર (રા) સુરા તૂર પાઠ કરે થથન એહી આરાતે પૌરીછેમ, તુથન એસ્ટ્રેમ સીરીઝ નિઃખાસ રૈફ્લે વિશ્વ દિન પર્વત અસુર ખાનેન। તૉર રોગ નિર્ણય કરાનાર ક્રમણી કારણે હિલ ના।—(ઇબને કાસીર)

હવરાત સુરાને હવરાત ઓદર (રા) વળેન : મુસ્લિમાન હવુરાર પૂર્વે આમિ એકવાર બદલેને બુદ્ધ બનીદેને સંસક્રિયે જોગ-જોગાની ઉદ્દેશ્યે યદીના પૌરીછેલોય। રસૂલ-લાલ (રા) તુથન માનનિબેને નાયારે સુરા તૂર પાઠ કર્યાછેન। યસજીદેને બાઈરે થેકે આઓરાજ લોના થાયિલ। તિનિ થથન : *أَنْ مَذَاجِ رَبِّكَ لَوْا قُعْ سَالَةٌ مِنْ دَافِعٍ*

પાઠ કરાનેન, તુથન હઠાત્ આયાર અને હલ વેન અન્ન તને બિલીં હરે થાબે। આમિ તંત્રજ્ઞાં ઇસ્લામ પ્રથમ કરાનોય। તુથન આયાર અને હચ્છિલ વેન, એહી હાન તાગ કરાન પૂર્વેઇ આમિ આયારે પ્રેષ્ટાર હરે થાબે।—(કુરાનુંબી)

وَمِنْ تَحْوِيلٍ أَصْبَارٍ مُؤْرَأً—અદ્ધિધાને અદ્દિન નડ્ઢાચઢાકે રૂરૂ બલા હરે।

એખાને વર્ષમા બના હરોહે યે, કિરામદેને દિન આકાશ અદ્દિરઢાબે નડ્ઢાચડા કરાબે :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوتُهُمْ نَذْرِيَتُهُمْ بِإِيمَانِ الْجَنَّةِ يُبَشِّرُونَ

અર્થાં આરા ઇસ્લામાનું એવં તાદેને સત્તાનગણ ઇસાને તાદેર અનુગારી, આમિ તાદેર સત્તાનદેનાકેં આરાતે તાદેર સાથે મિલિત કરે દેબે। હવરાત ઇબને આરાસ (રા)—એર રોગરાયોતે રસૂલુલાલ (રા) વળેન : આલાહ, તૉાઓલા સહકર્મપરારાલ યુદ્ધિમદેર સત્તાન-સત્તાનિકેં તાદેર બુનુર્ગ પિતૃપુરુષદેર મર્યાદ પૌરીછેન દેબેન, હસિં તારા કર્મેર દિક મિલે સેહી મર્યાદાર થોગ્ય ના હર, હાતે બુનુર્ગદેર ચક્ક સૌશુદ્ધ હરુ।—(માનાયારી)

સાલોલ ઇબને આરાયોર (રા) વળેન : હવરાત ઇબને આરાસ (રા) સહવાત રસૂલુલાલ (રા)—ઝાંડી ઉત્તિ વર્ષના કરોહેલ યે, આરાતી બાંદી આરાતે પ્રાબેશ કરે તાર પિંડામાતા, ઝી ઓ સત્તાનદેર સંસક્રિયે જિડ્ડાસા કરાબે યે, તારા કોથાર આછે? જઓરાબે બલા હરે યે, તારા તોમારું મર્યાદ પર્વત પૌરીછે પારોનિ। તાંડી તારા જાઓતે આલાદા જારૂપાસ આછે। એહી બાંદી આરાબ કરાબે : પરાગારામદિપાર, દુનિયાતે નિજેર જન્ય ઓ તાદેર સવાર જન્ય આમલ કરે-હિલોય। તુથન આલાહ, તૉાઓલાનું પણ થેકે આદેશ હબે : તાદેરાકેં આરાતેર એહી તારે એકસાથે રોધી હોયક। —(ઇબને કાસીર)

ઇબને કાસીર એસબ રોગરાયોતે ઉચ્છૃત કરે થાનેન : એસબ રોગરાયોતે થેકે પ્રમા-ગિત હરુ યે, પરાકારે સહકર્મપરારાલ પિતૃપુરુષ તારા તાદેર સત્તાનરા ઉપકૃત હરુ એવં આયારે તાદેર મર્યાદ કરું હવુરા સહેં તાદેરાકે પિતૃપુરુષદેર મર્યાદ પૌરીછેન દેશેયા હરું। અપરાદિકે સહકર્મપરારાલ સત્તાન-સત્તાનિ તારા તાદેર પિંડામાતાર ઉપકૃત હવુરાઓ હાદીસે પ્રમાણિત આછે। યસનદે આયારે બાંદી હવરાત આંબુ હરારારા (રા)-નું રોગરાયોતે

রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আজ্ঞাহ তাজ্জাজা কোন কোন নেক বাস্তব ঘর্ষণ তাৰ আমলেৱ তুলনায় আমেক উচ্চ কৰে দেবেন। সে প্ৰথা কৰবে : পৰতোৱারদিগুৰু, আমকে এই ঘর্ষণ কিম্বাপে দেওৱা হল ? আমৰ আমল তো এই পৰ্যায়েৱ হিজ না। উচ্চ হবে : তোমাৰ সহান-সহভি তোমাৰ জন্য কাহা প্ৰাৰ্থনা ও দোৱা কৰোৱে। এটা তাৰই ফল।

وَمَا لَكُلَّا هُنَّ مِنْ حَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

হুস কৰা।—(কুরআনী) আমলেৱ অৰ্থ এই : সহান-সহভিকে তাদেৱ বুৰুৰ্গ পিঙ্গুৰুহন্দেৱ সাথে প্ৰিলিত কৰাৰ জন্য এই পংছা অবলম্বন কৰা হবে না বৈ, বুৰুৰ্গেৱ আৰুল কিছু হুস কৰে সহানদেৱ আমল পূৰ্ণ কৰা হবে। বৰং আজ্ঞাহ তাজ্জাজা নিজ কৃপাৰ আমেকে পিতাদেৱ সহান কৰে দেবেন।

فَلْ أَمْرِ بِمَا كَسِبَ رَهِينٌ

অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক ব্যক্তি তাৰ আমলেৱ জন্য দাবী হবে। অপৰেৱ গোনাহেৱ বোৰা তাৰ মাধ্যম টাপামো হবে না। অৰ্থাৎ পূৰ্ববৰ্তী আজ্ঞাতে নেক কৰ্মেৱ বেজায় সহ কৰ্মশীল পিঙ্গুৰুহন্দেৱ খাতিৰে সহান-সহভিকে আমল বাঢ়িৱে দেওৱাৰ কথা আছে। কিন্তু গোনাহেৱ বেলায় একগ কৰা হবে না। একেৱে গোনাহেৱ প্ৰতিক্ৰিয়া অপৰেৱ উপৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হবে না।—(ইহনে কাসীৱ)

فَذَكِّرْ فِيمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنْ وَلَا مَجْنُونْ ۝ أَمْ يَقُولُونَ
شَاعِرٌ قَرَبَصُ بِهِ رَبِّ الْمُنْوَنْ ۝ قُلْ تَرَبَصُوا فَرَانِيْ مَعْكُوفُ
بِنِ الْمُكَرَّرِ تِصِينَ ۝ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ يَهْدِنَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ
طَاغُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوْلَةٌ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ قَلِيلًا ثُوا بِحَدِيثِ
قِشْلَهِ إِنْ كَلُو أَصْدِيقِينَ ۝ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَعْيٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ۝ أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنَ
رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ۝ أَمْ لَهُمْ سُلْطَنَيْتَ مَعْوَنَ فِيهِ فَلَيَاتٌ
مُشْكِمُهُمْ بِسُلْطَنِيْتَ مَبِينَ ۝ أَمْ لَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنْوتَ ۝ لَفَرِ
كَشْلَهِمْ أَجْلَأَهُمْ مِنْ مَغْرِمٍ مَشْقَلُونَ ۝ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَقُصْمُ

يَكُلُّهُونَ ۝ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْنَدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ
 أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَنِّا يُشْرِكُونَ ۝ وَإِنْ يَرَوْا
 كُسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَاحَرٌ مَرْكُومٌ ۝ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ
 يُلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُضْعَفُونَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُنْدُ
 هُمْ شَيْنًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَادُونَ
 ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَاصْبِرْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ
 بِأَعْيُنِنَا وَسِيمَ بِعِجْلٍ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَمِنَ الْيَلِ قَسْعَهُ
 وَإِذْ بَارَ النُّجُورُ ۝

(২১) অতএব আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পাশনকর্তার কাপড় আপনি অভিজ্ঞবাদী নন এবং উচ্ছাসও নন। (২০) তারা কি বলতে চাহে ? সে একজন করি, আমরা তার স্মৃতি-সুঘটনার প্রতীক্ষা করছি। (২১) বলুন : তোমরা প্রতীক্ষা কর, আপিতে তোমাদের সাথে প্রতীক্ষার্থ আছি। (২২) তাদের বুঝি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমান্তবন্ধনকারী সন্তুষ্টার ? (২৩) না তারা বলে : এই বেরাবতান মে নিজে রাচনা করেছে ? বরং তারা আবিষ্যাদী। (২৪) যদি তারা সত্ত্ববাদী হলে থাকে, তবে এর অনুরূপ কেনন রাচনা উপরিত করুক। (২৫) তারা কি আপনা আপনিই সুলিল হলে দেছে, না তারা নিজেরাই প্রস্তা ? (২৬) না তারা নকোঁখগুল ও কৃষগুল সৃষ্টি করেছে ? বরং তারা বিবাস করে না। (২৭) তাদের কাছে কি আপনার পাশনকর্তার ভাঙ্গার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধারক ? (২৮) না তাদের কেোন সিঁড়ি আছে, থাকে আরোহণ করে তারা প্রবল করে ? থাকলে তাদের প্রোত্তা সুল্পলট প্রয়োগ উপরিত করুক। (২৯) না তার কল্যাণ সত্ত্বান আছে কার তোমাদের আছে পুরুষ সত্ত্বান ? (৩০) না আপনি তাদের কাছে পারিষ্ঠিক চান হে, তাদের উপর জরিমানার বোকা ঢেঁকে বাসেছে ? (৩১) না তাদের কাছে অস্ত্রা বিষয়ের ভান আছে হে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে ? (৩২) না তারা চক্রান্ত করতে চাহ ? অতএব যারা কাহিনি, তারাই চক্রান্তের লিকার হবে। (৩৩) না তাদের আলাহ ব্যক্তিত কেোন উপাস্য আছে ? তারা থাকে শরীক করে, আলাহ তা থেকে পরিষ্কাৰ। (৩৪) তারা যদি আকব্দের কেোন ব্যক্তকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে : এটা তো পুরীভূত যেহে। (৩৫) তাদেরকে ছেঁকে দিয়ে সেদিন পর্বত, হেদিন তাদের উপর বজায়াত পতিত হবে। (৩৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কেোন উপকারে জাসবে না এবং তারা সাহাবা প্রাপ্তি হবে না। (৩৭) সোনাহুলুমের জন্য এছাড়া আরও শাকি রয়েছে,

কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) আপনি আগন্তুর পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আগন্তুর সুষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আগন্তুর পালনকর্তার সম্মত পরিষ্কার ঘোষণা করুন আপনি প্রাণোধান করুন। (৪৯) এবং রাত্তির কিন্তু অংশে এবং তারকা অভিযোগ হওয়ার সময় তাঁর পরিষ্কার ঘোষণা করুন।

তৎসীলের সার-অংকেশ

যথম আগন্তুর প্রতি প্রচারযোগ্য বিবরণ সম্পর্ক ও উইল করা হয়, (যেহেতু উপরে আগ্নাত ও জাহানামের অধিকারীদের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তখন) আপনি (এসব বিবরণস্থুর সাহায্যে আনুসূয়ে) উপদেশ দান করুন। কেননা, আগন্তুর পালনকর্তার ফুপায় আপনি অতীজিজ্ঞবাদী নন এবং উচ্মাদও নন (যেহেতু মুশত্তিকদের এ উক্তি সুরা ওয়াষ-যোহার শানে নুরুলে বর্ণিত আছে) **— قَدْ تَرَكَ شَطِاطُ ذَلِكَ**—এর সামর্থ এই যে, আপনি অতীজিজ্ঞবাদী হতে পারেন না। কারণ, অতীজিজ্ঞবাদীরা শয়তানের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। শয়তানের সাথে আগন্তুর কোন সম্পর্ক নেই। এক আগ্নাতে আছে।

وَمَنْ يَعْلَمُ بِهِ فَلَا يُؤْخِذُونَ—এখানে বলা হয়েছে যে, আপনি উচ্মাদ নন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি নবী। নবীর কাজ সব সময় উপদেশ দান করা—যানুষ সাই বনুক। তারা কি (অতীজিজ্ঞবাদী ও উচ্মাদ বলা ছাড়াও একথা) বলতে চায়? সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যুর প্রতীকাম আছি (সুরারে অনসুরে আছে, কোরাইশুরা পরামর্শদ্রুহে একরিত হয়ে প্রত্যাখ্যান পাস করল যে, মুহাম্মদও একজন কবি)। অন্যান্য কবি যেহেতু মৃত্যুর পতিত হয়ে প্রত্যাখ্যান হয়ে গেছে, সেও তেমনি খৃত্য হয়ে যাবে এবং ইসলামের বগড়া যাইতে যাবে।) আপনি কবে দিন? (তাঁর কথা,) তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত আছি। (অর্থাৎ তোমরা আমার পরিণতি দেখ, আমিও তোমাদের পরিণতি দেখি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, আমার পরিণতি শুভ এবং তোমাদের পরিণতি অসুভ ও ব্যর্থতা। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তোমরা যরবে, আমি যরব না। বরং তাদের উদ্দেশ্য হিল তাঁর ধর্ম আচল হয়ে যাবে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তা যিটে যাবে। এখানে তা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। সেমতে তাই হয়েছে। তাঁরা যে এসব কথাবার্তা বলে) তাদের বুঝি কি এ বিষয়ে তাদেরকে শিকা দেয়, না তাঁরা মুল্লত প্রকৃতির লোক? (তাঁরা নিজেদেরকে প্রশংসন করে—যুক্তির অধিকারী বলে দাবী করে, যেহেতু সুরা আহ্মাকে বর্ণিত তাদের উক্তি থেকে বোঝা শুরু হয়েছে।)

لَوْلَى نَحْيَرُ مَسْبَقُونَ—! আরাজেম কিন্তু বেও বদিত আছে যে, কোরাইশ সরদারগণ যানুষের মধ্যে অতীবিক বৃক্ষিয়ান হিসেবে পরিচিত হিল। আগোত্ত আগ্নাতে তাদের বৃক্ষির অবস্থা দেখানো হয়েছে যে, বৃক্ষ সঠিক হলে এমন বিষয়ের শিকা দিত না। এটা বৃক্ষির শিকা না হলে নিছক মুশত্তিক

ଓ ହଠକାରିତାଇ ହସେ । ନା ତାରା କଲେ : ଏହି କୋରଜାନ ଦେ ମିଳେ କାହିଁ କରିଛେ ? (ଏହାପଣଙ୍କୀ) ବର୍ବର (ଏକଥା ବଳାର ଏକଥାର କାହିଁ ଏହି ହେ,) ତାରା (ପ୍ରତିରିଖ୍ସାବିଶ୍ଵତ) ଆବିରାଗୀ । (ମିଳେ ଏହି ହେ, ମାନୁଷ ସେ ବିଶ୍ଵରକେ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ନା, ହାଜାର ସତ୍ୱ ହେଉ ଦେ ମଞ୍ଚକେ ମେତିବାଚକ କରାଇ କଲେ । ଜୟ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆରେକ ଜୟରାବ ଏହି ହେ, ଏହା ସାମି ତାରଇ ରାତିତ ହେବ ତବେ) ତାରା (-୩ ତୋ ଆମରୀ ଭାବାକୀୟ, ଆଜିମ ଓ ବିଶ୍ଵିଜାୟି) ଏହି ଅନୁରାଗ କୋନ ରଚନା ଉପରିତ କରକ ସାମି ତାରା (ଏ ଦାବୀତେ) ସତ୍ୱବାଦୀ ହେବେ ଥାକେ । (ରିସାଲତ ମଞ୍ଚକିତ ଏବଂ ବିଶ୍ଵବସ୍ତୁର ପର ଏଥବେ ତୁମ୍ହେଇ ସମ୍ବକ୍ଷିତ ବିଶ୍ଵବସ୍ତୁ ବିର୍ଦ୍ଦନ କରା ହେବେ ; ତାରା ସେ ତୁମ୍ହେଇ ଆଖିବାର କରେ,) ତାରା କି କୋମ ଫଳଟା ବାତିତ ଆମା-ଆମି ସ୍ମରିତ ହେବେ ଦେବେ, ନା ତାରା ମିଳେଦେଇ ମିଳେଦେଇ ଫଳଟା ? (ନା ଏହି ହେ, ତାରା ମିଳେଦେଇ ଫଳଟାଓ ନର ଏବଂ ଫଳଟା ବାତିତ ସ୍ମରିତ ହେବି, କିନ୍ତୁ) ତାରା ମଧ୍ୟମତ୍ତର ଓ କୃତ୍ୟତା ସ୍ମରିତ କରିବାରେ ? (ଏବଂ ଆଜାହ, ତା'ଆମାର ଫଳଟାଗୁପ୍ତର ଯଥେ ଆଖିବାର, ସାମରକଥା ଏହି ହେ, ସେ ବାତିତ ବିଶ୍ଵାସ କରିବେ, ଫଳଟା ଏକଥାର ଆଜାହ, ଏବଂ ଦେ ମିଳେତ ଫଳଟାର ମୁଖ୍ୟମେଣ୍ଟି ତାର ଜମା ତୁମ୍ହେଇ ବିଶ୍ଵାସି ହେବା ଏବଂ ଆଜାହର ମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ନା କାହାର ଓ ଅଗରିହାର୍ବ । ଦେ ବାତିତିଇ ତୁମ୍ହେଇ ଆଖିକରନ କରାତେ ପାରେ, ସେ ଏକଥାର ଆଜାହିକେଇ ଫଳଟା ମନେ କରେ ନା ଅଧିବା ଦେ ସ୍ମରିତ ଏକଥା ଆଖିକରନ କରେ । ଚିଢା-କାବନୀ ନା କରୁଥିବାର କାହିଁକି ଆମାର ଭାବିତ ମା ହେ, ଫଳଟା ସଥିନ ଏକ ତଥନ ଉପାସାଓ ଏକ ହେ । ତାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାମେର ଏହି ମୂର୍ଖତାର ଫଳିତ କରା ହେବେହେ ଯେ, ବାକୁବେ ଏହାପଣ ନର) ବର୍ବର ତାରା (ମୂର୍ଖତାର କାହାରେ ତୁମ୍ହେଇନେ) ବିଶ୍ଵାସ କରେ ନା । (ମୂର୍ଖତା ଏହାଇ ହେ, ଫଳଟା ହେଲେଇ ଉପାସା ହତେ ହେ ଏକଥା ଚିଢା-କାବନୀ କରେ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରିସାଲତ ମଞ୍ଚକେ ତାମେର ଆମାଦା ଧୀରଦା ବନ୍ଦନ କରୁଥା ହେବେ । ତାରା ଆକାଶ ବଳତ ହେ, ନବୁଝତ ମାନ କରୁଥା ମାଦି ଅପରିହାରୀ ହିଲ, ତଥେ ଯକ୍ଷା ଓ ତାରିକେର ଅନୁକୁ ଅନୁକୁ ସନ୍ଦାରଦେବରକେ ନବୁଝତ ଦେବେନା ହେ ନା କେବେ ? ଆଜାହ, ତା'ଆମା ଜୟରାବେ ବବେନଃ) ତାମେର କାହେ କି ଆମନାର ପାଦବ-କର୍ତ୍ତାର (ନବୁଝତଜହ ମିଳାଇତ ଓ ରହିଲତର) ତାତାର ରମେହେ (ସେ ଥାକେ ଇଲା, ନବୁଝତ ଦିଲେ ଦେବେ, ସେଇନ ଆଜାହ ବବେନ : **أَنْ يُقْسِمُ وَرَحْمَةً وَرِحْمَةً**) ନା ତାରାଇ (ଏହି ନବୁଝତ ବିଭାଗେର) ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ? (ଯେ, ଥାକେ ଇଲା, ନବୁଝତ ମାନ କରାର ଆମେଶ ଦେବେ ? ଅର୍ଥାତ୍ ନବୁଝତ ମାନ କରାର ଉପାସ ଦୁଇଇ : ଏବଂ ତାମ୍ଭାରେ ଆଖିକାରୀ ହେବେ, ମୁହିଁ ଯାରା ତାଭାରେ ଆଖିକାରୀ, ତାମ୍ଭେ ଉତ୍ସର୍ଗନ କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ହେବେ ମିଳେଦେଇ ଆଖାଯେ ତା ମାନ କରିବେ । ଏଥାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ ସତ୍ୱବାଦୀ ଉତ୍ସିତେ ଦେବେନା ହେବେ । ଏହି ପାଦବର୍ମ ଏହି ଯେ, ତାରା ମୁହାର୍ଦ୍ଦମ (ଶା)-ଏହି ରିସାଲତ ଆଖିକାର କରେ ଏବଂ ଯକ୍ଷା ଓ ତାରିକେର ସନ୍ଦାରଦେବରକେ ରିସାଲତେର ଯୋଗୀ କମେ କରେ । ତାମେର କାହେ ଏହି କୋମ ମୁକ୍ତିଶର୍ମିତ ପ୍ରମାଣ ମେଇ, ବର୍ବର ଏହି ବିଶ୍ଵାସିତ ପ୍ରାପନି ରମେହେ । ଏ ବିଶ୍ଵାସିତ ଉଥୁ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବା ବା ବରେ ହେ, ଏହି ପାକେ କୋନ ଇତିହାସଭିତିକ ପ୍ରାପନ ମେଇ) ମା ତାମ୍ଭେ କୋମ ମେଇ ଆହ, ଥାତେ ଆରୋ-ହଥ ବରେ (ଆକାଶେର) ଏକଥାରୀତା ଭବନ କରେ (ଅର୍ଥାତ୍ ତାମ୍ଭେ କୋନ ବାତିତି ପ୍ରତି ଉହି ମାଧ୍ୟମ ହେ ନା ଏବଂ ତାମ୍ଭେ କେହି ଆକାଶେ ଆରୋହନ କରେ ନା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଞ୍ଚକେ ଏକହି ମୁକ୍ତିଶର୍ମ ସତ୍ୱବାଦୀ ବାତିତି କରା ହେବେ ଯେ, ସାମି ଥାରେ ଦେବେନା ଯାଇ ହେ, ତାରା ଆକାଶେ ଆରୋହନ କରାର ଓ ମେହାମହାର ବାତାବାଦୀ ଧୀରଦା କାହାଟେ ଥାବାବେ) ତଥେ ତାମ୍ଭେ ମୁକ୍ତ (ଏହି ମାର୍ବିନ ପାକେ) ମୁକ୍ତିଶର୍ମ ପ୍ରମାଣ ଉପରିତ କରିବେ (ଯେ, ସେ ଓହି ଲାଭ କରେହେ, ସେଇନ ଆମ୍ଭେର ମରୀ ଥାଇ

ওইর পকে নিশ্চিত আজৌকিক প্রয়াপাদি রাখেন। অতঃপর আবার তওহীদের এক বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তওহীদ অবিসারীরা কেরেশতাদেরকে আজ্ঞাহৃত কল্যাণ সাধারণ করে শিরক করে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি) আজ্ঞাহৃত কি কল্যাণ সংজ্ঞান আছে, আর তোহাদের আছে পূর্ণ সংজ্ঞান? (অর্থাৎ নিজেদের জন্য তো তোহাদের ভাবে উৎকৃষ্ট বস্তু পছন্দ কর আর আজ্ঞাহৃত জন্য এমন বস্তু পছন্দ কর, যাকে তোহাদের নিকৃষ্ট মনে কর। অতঃপর আবার রিসালত সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, আগন্তুর সত্যতা প্রমাণ হওয়ার সঙ্গেও আগন্তুর অনুসৃত তাদের পছন্দনীয় নয়। তবে) আগবিং কি তাদের কাছে পারিস্কারিক তাম যে, এই কর দেওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হবে সেহে? যেমন আজ্ঞাহৃত বলেন,

أَمْ تَسْتَأْلِمُهُمْ حَرْجًا

অতঃপর বিস্মায় ও প্রতিসান সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তারা বলে: প্রথমত, বিস্মায় হবেই না, যদি হব তবে সেখানেও আমরা তার অবস্থার ধীকরণ।

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَيْنَا

অতঃপর এই সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা এই যে) তাদের কাছে কি অদ্যু বিষয়ের তাম আছে যে, তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জন্য) লিপিবদ্ধ করে? না তারা (রসু তৈরি সাথে) চক্রান্ত করতে চায়? (অন্য আরাতে তা গ্রহণে বর্ণনা করা হয়েছে:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوْكَ أَوْ يَعْقُلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُوْكَ

অতএব আরা কাফির, তারাই এই চক্রান্তের শিকার হবে। (সেভাবে তারা চক্রান্তে ব্যর্থ হয়ে বদরে নিহত হয়েছে। অতঃপর তওহীদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে) আজ্ঞাহৃত ব্যাতীত তাদের অন্য কোন উপাস্য আছে কি? আজ্ঞাহৃত তাদের আরোপিত শিরক থেকে পৰিষ্কা। (কাফিররা রিসালতের বিপক্ষে এ কথাও বলত যে, আমরা তখন আগন্তুর রসুলরাগে যেনে নেব, যখন আগনি আকাশের কোন ধূপাতিত করে দেন।

—أَوْ تُسْقَطَ السَّيَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسْفًا—

যেমন আজ্ঞাহৃত বলেন: এর জওহাব এই যে, রিসালতের পকে শুরু থেকেই প্রমাণ কার্যের যয়েছে। কাজেই করমান্দীশী প্রয়াণ কার্যের কর্ত্তা কোন প্রয়োজন নেই। হ্যা, প্রয়াণপ্রাপ্তী সত্যাল্লেবী হলে করমান্দীশী প্রয়াণও কার্যের কর্ত্তা হায়। কিন্তু কাফিরদের করমান্দেশ সত্ত্বের জন্য নয়, নিছক হস্ত-কারিতাবলত। তারা তো এমন হস্তকারী যে) তারা যদি আকাশের কোন ধূপকে পতিত হতেও দেখে, তবুও বলবে: এটা তো গুজীভূত যেব। (যেমন আজ্ঞাহৃত বলেন:

হতেও দেখে, তবুও বলবে: এটা তো গুজীভূত যেব। (যেমন আজ্ঞাহৃত বলেন:

وَلَوْ أَنَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاًبًا مِنَ السَّمَاءِ نَظَرُوا فِيهِ يُعْرِجُونَ
(সা)-কে সাঞ্চনা দেওয়া হচ্ছে যে, এরা যখন এতই উজ্জ্বল ও অবাধা, তখন তাদের কাছে ঈমান প্রত্যাশা করে দৃঢ়িত হবেন না ; (বরং) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেই দিনের সাঙ্গাও পর্যন্ত, যে দিন তাদের ইশ্য উড়ে যাবে। (অর্থাৎ কিম্বামতের দিন পর্যন্ত। অতঃপর সেই দিনের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে) যে দিন তাদের (ইসলামের বিরোধিতা ও নিজেদের সাফল্য সম্পর্কিত) চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা (কোথাও থেকে) সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (সেদিন তারা সভ্যাসঙ্গ জেনে নেবে। এর আগে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।) ধোনাহ্মারদের জন্য এছাড়া আরও শান্তি রয়েছে (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেহেন দুর্ভিক্ষ, বদরে নিহত হওয়া ইত্যাদি)। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ('অধিকাংশ' বলার কারণ সজ্ঞবর্ত এই যে, তাদের কতকের জন্য ঈমান অবধারিত ছিল। তাদের শান্তির জন্য যখন আমি সময় নির্ধারিত রেখেছি, তখন) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। (এই ধারণার বশবর্তী হবে তাদের প্রতিশোধ হৃতান্বিত করতে চাইবেন না যে, তারা আপনার কোন ক্ষতি সাধন করবে। এরপ আশংকা করবেন না। কেননা) আপনি আমার হিফায়তে আছেন। (অতএব তার কিসের ? তাদের কৃফরের কারণে অন্তর বাধিত হলে এর প্রতিকার এই যে, আঞ্চল্য দিকে ঘূরেনিবেশ করুন। উদাহরণত মাজলিস থেকে অথবা নিদ্রা থেকে) পাত্রোপ্তানের সময় (উদাহরণত তাহাজুদে) আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং রাত্তির কিছু অংশে (অর্থাৎ ঈশ্বর সময়ে) এবং তারকা অন্তর্মিত হওয়ার পশ্চাতে (অর্থাৎ ফজরে) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (সামরকথা এই যে, অন্তরকে এ কাজে মশুল রাখুন, তাহলে চিন্তা-ভাবনা প্রবল হতে পারবে না)।

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا— শত্রুদের শত্রু-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সাঞ্চন্মাদেওয়ার জন্য সুরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ আমার হিফায়তে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরোয়া করবেন না। অন্য এক আয়তে আছে :
وَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ

مِنْ أَلْلَادِ

অর্থাৎ আঞ্চল্য তা'আলা মানুবের অনিষ্ট থেকে আপনার হিফায়ত করবেন।

এরপর আঞ্চল্য তা'আলা'র সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল মুক্ত্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার

প্রতিকারও। বলা হয়েছে : **وَمِنْهُمْ بَعْدَ رَبِّ هَؤُلَاءِ تَقُومُ** অর্থাৎ আরাহতুর সম্পর্কস
পরিষ্কারতা হোষ্যথা করন এখন আপনি দশায়মান হন। এর এক অর্থ নিম্ন থেকে গোচ্ছোধ্যান
করো। ইবনে জরীর (র) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।
রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে বাস্তি রাখে জাহাত হবে এই বাস্তিশুলো পাঠ করে, সে যে দোরাই
করে, তা-ই কৃত হয়। বাস্তিশুলো এই :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا هُوَ
وَلَا تُؤْتُهُ إِلَيْهِ الْحُلُولُ -

ଏହିପର ଯାଦି ଦେ ଅଶ୍ୟ କରେ ନାମାଶ୍ୟ ପଡ଼େ, ତାବେ ତାର ନାମାଶ୍ୟ କବୁଳ କରା ହବେ ।—(ଇଥିମେ କାସୀର)

মজলিসের কান্তিফারা : মুজাহিদ ও আবুল আহমদাস (র) প্রযুক্ত তফসীরবিদ
বলেন : ' যখন দণ্ডালয়মান হন'—এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই
বাক্য পাঠ করবে : سَبَّعَانِكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ — এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে
আভা ইবনে আবী জাবাহ (র) বলেন : তুমি যখন মজলিস থেকে উঠ, তখন তসবীহ ও
তাহ্মীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সব কাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে।
প্রকাশের ক্ষেত্রে পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কান্তিফারা হয়ে যাবে।

ହୟନ୍ତ ଆବୁ ହରୋହରା (କା) ସଗିତ ଏକ ଦେଉଯାମେତେ ରସୁଲୁହାହ୍ (ସା) ବମେନ । ଯେ ବାଜି ଏମନ ମଜଲିସେ ବାସେ, ସେଥାମେ ଡାକ୍ତରମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତ ହସ, ସେ ଯଦି ମଜଲିସ ଡ୍ୟାକ୍ କରାର ପୂର୍ବେ ଏହି ବାକ୍ୟାଶ୍ଵରୋ ପାଠ କରେ, ତାବେ ଆଜାହ୍ ଭା'ଆଜା ଏହି ମଜଲିସେ ଯେତେ ଗୋମାହ୍ ହସେଇ, ଦେଖୁଳୋ କ୍ଷୟା କରନ୍ତି । ବାକ୍ୟାଶ୍ଵରୋ ଏହି :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (তিত্তৰিশী—ইবনে কাসীর)।

—وَمِنَ الْأَوَّلِ فَسْبَعَةً—অর্থাৎ সাতে গবিন্দতা ঘোষণা করুন। যাগমনিব ও ইশান

মামায এবং সাধারণ তসবীহ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। **وَإِذْ يَرَ النَّبِيُّ مِنْ** অর্থাৎ তারকা
অন্তর্ভিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামায ও তখনকার তসবীহ পাঠ বোধানো হয়েছে—
(ইবনে কাসীর)

سورة النجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মকাম অবগুর্ন, ৬২ আশাত, ৩ রুক্ক

وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَيَ فَمَا أَضَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا عَوَىٰ فَمَا يُنْطِقُ عَنِ
الْهَوَىٰ فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَيْهِ شَرِيكٌ لِّلْعَوْيِ ۚ دُورٌ مَرْتَبٌ
فَاسْتَوْءَ ۖ وَهُوَ بِالْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ ۖ فَكَانَ قَابَ
قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْتَىٰ إِلَى حَبْرِيَّةٍ مَا أَوْتَىٰ مَا كَذَبَ الْفَوَادُ
مَا رَأَىٰ ۖ أَفَمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۖ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ
سِدَرٍ قَالْمَشْتَهِيَ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ يُغْشِي السِّدْرَةَ مَا يَغْشِيُ
مَأْرَأَءَ الْبَصَرِ وَمَا كَلَفَهُ ۖ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ أَيْتَ رَتَبَ الْكَبَرَىٰ ۖ

পরম করুণায় ও অসীম দয়ালু আবাহ র মায়ে।

- (১) নকুলের কসম, বখন অভিয়ত হয়। (২) তোরাদের সংগী পথচল্লষ্ট হন নি এবং বিগঞ্চায়ীও হন নি (৩) এবং প্রহরিত তাত্ত্বান্ব কথা বলেন না। (৪) কোরআন ওহী, বা প্রত্যাদেশ হয়। (৫) তাকে শিক্ষাদান করে এক শিক্ষালী করেন্টাত। (৬) সহজাত প্রতিজ্ঞাপন, সে বিজ আকৃতিক প্রকাশ পেল। (৭) উর্বর দিগন্তে, (৮) অতঃপর নিকটবর্তী হয় ও সুনে সেল। (৯) বখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কয়। (১০) বখন আবাহ তাত্ত্বান্বান অতি বা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করেন। (১১) রসূলের অঙ্গে যিথ্যা বলেন বা সে দেখেছে? (১২) তোমরা কি বিবরে বিতর্ক করবে বা সে দেখেছে? (১৩) নিষ্ঠর সে তাকে আবেক্ষণ দেখেছিল, (১৪) সিদ্রাতুল-মুত্তাহার নিকটে, (১৫) ঘার কাছে অবস্থিত বসবাসের আবাত। (১৬) বখন হৃকষ্ট ধারা আচ্ছ হওয়ার, তন্মারা আচ্ছ হিল। (১৭) তার দৃষ্টিবিজয় হয়নি এবং সৌমালৎসমণ করেনি। (১৮) নিষ্ঠর সে তার পাতনকর্তার মহাম নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।

তফসীলের সার-সংজ্ঞেপ

(যে কোন) নক্ষত্রের ক্ষমতা, যখন অনুমিত হয়। [এর জওয়াব হচ্ছে

مَا فِلَ

١- حُكْمٌ وَمَا غَرَى—এর সাথে এই ক্ষয়ের বিলেষ খিল আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র যেমন উদয় থেকে অন্ত পর্যন্ত আগাগোড়া পথে তার নিয়মিত গতি থেকে এদিক-সেদিক হয় না, তেমনি রসুলুল্লাহ্ (সা) সারা জীবন পথপ্রস্তরটা ও বিপথপার্শ্বটা থেকে মুক্ত রয়েছেন। এছাড়া আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নক্ষত্র দ্বারা যেমন পথ প্রদর্শন হয়, তেমনি পথপ্রস্তরটা ও বিপথপার্শ্বটা তার অনুপর্যুক্তির কারণে রসুলুল্লাহ্ (সা) দ্বারাও পথপ্রদর্শন হয়। নক্ষত্র যখন অধাগগনে অবস্থান করে, তখন তার দ্বারা দিক নিয়ম করা যায় না। তাই নক্ষত্রের সাথে অনুমিত হওয়ার সময় হোগ করা হয়েছে। উদয়ের সময়ও নক্ষত্র দিগন্তের কাছাকাছি থাকে। বিস্তৃত পথপ্রদর্শন প্রার্থীরা অনুমিত হওয়ার সময়কেই সুযোগ হিসাবে প্রহণ করে। তারা মনে করে যে, এ সময়ে পথপ্রদর্শনের উপরায়িতা জান না করলে একটু পরেই নক্ষত্র অনুমিত হয়ে যাবে। উদয়ের সময় এই ব্যাকুলতা থাকে না। কারণ, তখন সময় প্রশংস্ত থাকে। সুতরাং এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে হিসায়ত অর্জন করাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর এবং আশ্রাহ সহকারে ধারিত হও। এরপর ক্ষয়ের জওয়াবে বলা হচ্ছে :] তোমাদের (এই সার্বজনিক) সংগী (অর্থাৎ সমস্তর, যার অবস্থা ও ক্ষিয়াকর্ম তোমাদের নথনপথে এবং যার কাছ থেকে তোমরা সততার প্রয়োগ হাসিল করতে পার, তিনি) পথপ্রস্তর হন নি এবং বিপথপার্শ্বই হন নি। (**لِلّٰهِ**-এর অর্থ পথ তুলে দাঁড়িয়ে থাকা এবং যার ধূলি-গূলুব-গুলুব—এর অর্থ বিপথকে পথ মনে করে চলতে থাকা)—(খায়েন) অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুভাবী তিনি নবৃত্ত ও দাওয়াতের বাপারে বিপথপার্শ্ব নন, বরং তিনি সত্তা ননী। এবং তিনি প্রযুক্তির তাত্ত্বাত্ত্ব কথা বলেন না। (যেমন তোমরা **فَتَرَأَ** বলে থাক, বরং) তাঁর কথা নিছক ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। [অর্থ ও ভাষা উভয়ের ওহী, হলে তা কেবলআম এবং শুধু অর্থের ওহী হলে তা সুন্নাহ্ নামে অভিহিত হয়। এই ওহী র্ণ্টিনাটি বিষয়েরও হতে পারে কিংবা কোন সামগ্রিক নৌভরও হতে পারে, যশোরা ইজতিহাদ করা যায়। সুতরাং আয়াতে ইজতিহাদ অঙ্গীকার করা হয়নি। রসুলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহর সাথে নিখ্যা কথা সকলক্ষ্মুক্ত করেন—কাফিরদের এবিষ্ঠ ধারণা অন্তর করাই আসল উদ্দেশ্য। অতঃপর ওহীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে যে] তাঁকে মহাপ্রতিশালী কেরেশতা (আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ওহী) নিষ্কা দান করে। (সে বৌঝ চেল্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা বজ্জি-শালী হয়নি) সহজাত পজিসল্প। [এক রেওয়ায়েতে কর্তৃ হস্তরত জিবরাইল (আ) নিজের পক্ষ বর্ণনা করেন। আর্থ কওয়ে ক্ষেত্রে পোটা জনপদকে সমুলে উৎপাটিত করে আকাশের পিকেট নিয়ে আই এবং নিয়ে ছেকে দিই। (দুর্গুরে-অনসুর) উদ্দেশ্য এই যে, এই কালায় কোন পরাজয়ের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌছেন যে, তাঁকে অতীক্ষিমূল্যবাদী বলা হবে; বরং কেরেশতাৰ মাধ্যমে পৌছেছে। কেরেশতা ওহী নিয়ে আসার সমষ্ট মার পথে শয়তান হস্তকেপ

করেছে—এয়াপ সজ্ঞাবন্ধা নাকচ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য সংক্ষিত করেলগত সাথে মহাশঙ্খ-শালী বিশেষণটি মুক্ত করা হয়েছে। কলে ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, শর্ণভানের সাধ্য নেই যে, তাৰ কাছে আছে। অতঃপৰ ওই সমাপ্ত হলে তা ছবহ জনসমকে প্রয়াগ কৰার ওয়াদা আঝাহ নিজেই করেছেন : ﴿نَعْلَهُنَا جَمِيعٌ وَ قَرَأْنَا﴾ । অতঃপৰ একটি প্ৰেৰ জওয়াব দেওয়া হচ্ছে।

শুধু এই যে, ওই বিষে আগমনকাৰী বাটিত যে কেৱলগতা তা পূৰ্ব পৰিচয়ের ভিত্তিতেই জানা যেতে পাৰে। পূৰ্ব পৰিচয় আসল আকাৰ-আকৃতিতে দেখাৰ উপৰ নিৰ্ভৱলীল। অতএব, রসুলুল্লাহ্ (সা) পূৰ্বে জিবৱাইলকে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন কি? জওয়াব এই যে, তিনি পূৰ্বেও দেখেছিলেন। কৰেকৰাৰ তো অন্য আকৃতিতে দেখেছেন]। অতঃপৰ (একবাৰ এয়ানও হয়েছে যে) সেই কেৱলগতা আসল আকৃতিতে তাঁৰ সামনে আজপ্ৰকাশ কৰল, সে (তথন) উৰ্ধ্বদিগতে হিল। [এক রেওয়ায়েতে এৱ তক্ষসীৱে পূৰ্বদিগত বলা হয়েছে। সংক্ষত যথ্যগণে দেখা কল্পকৰ বিধাৱ দিগত দেখানোৱ ব্যবহাৰ কৰা হয়েছে। মিল্ল দিগতেও কোম কিছু পূৰ্বাপে সৃষ্টিপোতৰ হয় না। তাই উৰ্ধ্ব দিগতে যনোনীত কৰা হয়েছে। এৱ ঘটনা এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) একবাৰ জিবৱাইলকে বললেন : আমি আপনাকে আসল আকৃতিতে দেখতে চাই। সেমতে জিবৱাইল (আ) তাঁকে হেৱা পিৰিগুহাৰ নিকটে এবং ডিমিয়ীৰ রেওয়ায়েত অনুষ্ঠানী যিয়াদ অহঝাৱ দেখা দেওয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেন। তিনি ওয়াদাৰ ছানে পৌছে জিবৱাইলকে পূৰ্ব দিগতে দেখতে পেলেন যে, তাঁৰ হৱল বাহ প্ৰসাৱিত হয়ে পশ্চিম দিগত পৰ্যন্ত সমস্ত এলাকাকে ঘিৰে রেখেছে। রসুলুল্লাহ্ (সা) অতঃপৰ বেহৰ্স হয়ে বাটিতে পড়ে পেলেন। তথন জিবৱাইল (আ) যানবাকৃতি ধাৰণ কৰে তাঁকে সাপ্তনা দেওয়াৰ জন্য আগমন কৰলেন। পৱৰতী আস্তাতে তা উৱেষ কৰা হয়েছে।—(আজাহাইন) সারকথা এই যে, কেৱলগতা প্ৰথমে আসল আকৃতিতে উৰ্ধ্ব দিগতে আজপ্ৰকাশ কৰল। অতঃপৰ রসুলুল্লাহ্ (সা) যথন বেহৰ্স হয়ে পড়লেন, তথন] সে তাঁৰ নিকটে এল এবং আৱণ নিকটে এল, (নৈকট্যে কাৰাপে তাদেৱ মধ্যে) দুই ধনুক পৱিযাখ ব্যবধান কৰে সেল কিংবা আৱণ কম ব্যবধান কৰ্যে গেল। আৱবদেৱ অভ্যাস হিল দুই বাটি পৱল্পৰ চূড়াত পৰ্যায়েৱ একতা ও স্থৰ্যতা ছাপন কৰতে চাইজে উত্তয়ই তাদেৱ ধনুকেৰ সৃতা পৱল্পৰে সংযুক্ত কৰে দিত। এতেও কোন কোন অংশেৱ দিক দিয়ে কিছু ব্যবধান অবশ্যই থেকে আৰ। এই প্ৰচলিত পদ্ধতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে আস্তাতে নৈকট্য ও ঐক্য বোৱানো হয়েছে। এটা হিল নিষ্কৃত দৃশ্যত ঝৈকোৱ আজামত। যদি এৱ সাথে অন্তৱগত এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যও

সংযুক্ত হয়, তবে **أَوْ أَدْفَنِي** অৰ্থাৎ আৱণ কম ব্যবধান হতে পাৰে। সুতৰাং **أَوْ أَدْفَنِي** কথাটি বাঢ়ানোৰ কলে ইঙ্গিত হয়েছে যে, দৃশ্যত নৈকট্য ছাড়াও রসুলুল্লাহ্ (সা) ও জিবৱাইলেৰ মধ্যে আধ্যাত্মিক সমৰ্কও হিল, যা পূৰ্ব পৰিচয়েৰ মহাম ভিত্তি। যোটিকথা জিবৱাইলেৰ সাপ্তনাদানেৰ কলে রসুলুল্লাহ্ (সা) পাত সুছিৱ হালেম। যাভি জাত কৰাৰ পৱ আঝাহ্ তা'আজা (এই কেৱলগতাৰ মাধ্যমে) তাঁৰ বাল্লার (রসুলেৱ) প্ৰতি যা প্ৰত্যাদান কৰবাৰ, তা প্ৰত্যাদেশ কৰলেন [যা নিষিষ্টতাৰে জানা নেই এবং জানাৰ প্ৰয়োজনও নেই। তথন প্ৰত্যাদেশ কৰা আসল উদ্দেশ্য হিল না, বৰং জিবৱাইলকে আসল আকৃতিতে দেখিয়ে তাৰ

পূর্ণপরিচয় দান করাই আসল জন্য ছিল। এতদসত্ত্বেও পরিচয়ে অধিক সহায়ক হবে বিবেচনা করেই সত্ত্বন প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল। কেননা জিবরাইল (আ) আসল আকৃতিতে থাকার কারণে এ সময়কার ওহী যে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তা অকাটা ও সুনিশ্চিত। মানবাকৃতিতে থাকা অবস্থার অন্য সময়ের ওহীকে যখন রসুলুল্লাহ (সা) একই রাগ দেখবেন, তখন তাঁর এই বিশাস আরও জোরাদার হবে যে, উভয় অবস্থায় ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতা একই। উদাহরণত কোন বাতিল কর্তৃতর ও কথার ভঙ্গি আনা থাকলে যদি কোন সময় সে আকৃতি পরিবর্তন করেও কথা বলে, তবে পরিচার চেমা যাব। অতঃপর এই দেখা সম্পর্কিত এক প্রেরণ জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। প্রথ এই যে, আসল আকৃতিতে দেখা সত্ত্বেও অন্তঃকরণের অনুভূতি ও উপলব্ধিতে প্রাপ্তি হওয়ার আশঁকা রয়েছে। অনুভূতিতে এরাগ প্রাপ্তি হওয়া বিবরণ নয়। সঠিক অনুভূতির মাধ্যিক হওয়া সত্ত্বেও পাশে ব্যক্তি যাবে যাবে পরিচিত জনকেও চিনতে ভুল করে। সুতরাঁ রসুলুল্লাহ (সা)-র এই দেখা বিশুদ্ধ ছিল কি না, তা-ই প্রথ। জওয়াব এই যে, এই দেখা বিশুদ্ধ ছিল। কেননা, এই দেখার সময়] রসুলের অন্তর দেখা বন্দর বাপারে হিথ্যা বলেনি। (প্রয়াল এই যে, এ জাতীয় সজ্ঞাবনাকে আমল দিলে ইম্রিয়াহ বিষয়সমূহের উপর থেকে আছা উঠে যাবে। ফলে সমস্ত বিশ্বের কাজ-কারবার অটল হয়ে যাবে। হ্যা, যদি অনুভবকারী বাতিল ভান-বৃক্ষ ঝুঁটিশুক্ত হয়, তবে তার ক্ষেত্রে অন্তরগত প্রাতির আশঁকাকে আমল দেওয়া যাব। রসুলুল্লাহ (সা)-র ভান-বৃক্ষ যে ঝুঁটিশুক্ত ছিল না এবং তিনি যে মেধাবী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তা সুবিদিত ও প্রত্যক্ষ। এই বলিষ্ঠ শুক্ত-শ্রাবণ সত্ত্বেও বিপক্ষ দল বিতর্ক ও বাদান্বাদে বিবরণ হত না। তাই অতঃপর বিকল্পের ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যখন পরিচয় ও দেখার সত্ত্বেও জ্ঞান কৈবল্য নিলে, তখন) তোমরা কি তাঁর (অর্থাৎ রসুলের) সাথে সে বিশ্বে বিতর্ক করবে, যা সে দেখেছে? (অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে ইম্রিয়াহ বিষয়সমূহ সন্দেহ ও সংশয়ের উৎসে থাকে। সর্বনাশের কথা এই যে, তোমরা এসব বিষয়েও বিরোধ কর। এভাবে তো তোমাদের নিজেদের ইম্রিয়াহ বিষয়সমূহেও হাজারো সন্দেহ থাকতে পারে। তোমরা যদি এই অমুলক ধারণা কর যে, এক-বার দেখেই কোন বন্দর পরিচয় কিন্তু বাবে হতে পারে তবে এর জওয়াব এই যে, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, পরিচয়ের জ্ঞান বাবর্বার দেখাই জরুরী, তবে) তিনি (অর্থাৎ রসুল) তাকে আরেকবার ও (আসল আকৃতিতে) দেখেছিলেন। (সুতরাঁ তোমাদের সেই ধারণাও দুর হয়ে গেল। দুবার একই রাগ দেখার কারণে পূর্ণরাগে নিদিষ্ট হয়ে গেছে যে, সে-ই জিবরাইল। অতঃপর আরেকবার দেখার স্থান বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মিরাজের রাশিতে দেখেছেন) সিদ্ধারাতুল-মুক্তাহার নিকটে। (বদরিকা বৃক্ষকে সিদ্ধারা বলা হল এবং মুক্তাহার অর্থ শেষ প্রাপ্ত।) হাসৌসে বর্ণিত হয়েছে : এটা সম্পূর্ণ আকাশে অবস্থিত একটা বদরিকা বৃক্ষ। উর্ধ্ব জগৎ থেকে যেসব বিধি-বিধান ও বিশিষ্ট ইত্যাদি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো প্রথমে সিদ্ধারাতুল-মুক্তাহার পৌছে, অতঃপর সেখান থেকে ফেরেশতারা পৃথিবীতে আনন্দ করে। এখনিকাবে পৃথিবী থেকে যেসব আমল ও কাজকর্ম উর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে সেগুলোও প্রথমে সিদ্ধারাতুল-মুক্তাহার পৌছে। অতঃপর সেখান থেকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজেই সিদ্ধারাতুল-মুক্তাহা তাকল্পনের অনুরূপ, যেখান থেকে চিঠিগতের আগমন-নির্গমন

হয়ে থাকে। অতঃপর সিদ্ধারাতুল-মুক্তাহার প্রের্তি বর্ণনা করা হচ্ছে যে)-এর (অর্থাৎ সিদ্ধারাতুল-মুক্তাহার) নিকটে আমাতুল-মাওয়া অবস্থিত। (“আওয়া” শব্দের অর্থ বসবাসের জায়গা । নেক বাসবাসের জায়গা বিধায় একে আমাতুল-মাওয়া বলা হয়। মোটকথা, সিদ্ধারাতুল-মুক্তাহা একটি বৃত্ত যাইয়ামাণিত হানে অবস্থিত। এখন দেখার সময়কাল বর্ণনা করা হচ্ছে যে) যখন সিদ্ধারাতুল-মুক্তাহাকে আল্লাহ করে রেখেছিল যা অচ্ছীর করছিল। [এক রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা দেখতে আর্গের প্রজাপতির নাম ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রৃথিবীকে ফেরেশতা ছিল। আরেক রেওয়া-য়েতে আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে এক নজর দেখার বাসনা প্রকাশ করে ফেরেশতারা আলাহ তা“আলার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে এবং এই বৃক্ষে একটিত হয়।—(দুরে-মনসুর) এতেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) সম্মানিত ছিলেন। এখনে আরও একটি সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, বিচ্যুতকর বন দেখে আভাবতই দৃষ্টিট সুরপাক থেমে যায় এবং পূর্ণরূপে উপজাতিক করার শক্তি থাকে না। সুতরাং এমতাবধার জিবরাইলের আকৃতি কিনাপে উপজাতিক করা যাবে? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আশ্চর্য বন্ধস্যুহ দেখে রসুলুল্লাহ্ (সা) মোটেই হতবৃক্ষ ও বিচ্যুত হন নি। সেবাতে হেসব বন্ধ দেখার নির্দেশ ছিল, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিগত করার জেতে] তাঁর দৃষ্টিট বিশ্বম হয়নি (এবং সেগুলোকে যথাযথরূপে দেখেছেন) এবং (কোন কোন বন্ধ দেখার নির্দেশ যা হওয়া পর্যন্ত সেগুলোর প্রতি) সীমান্তবনও করেনি। [অর্থাৎ অনুমতির পূর্বে দেখেন নি। এটা তাঁর চূড়ান্ত দৃষ্টতার প্রমাণ। আশ্চর্য বন্ধ দেখার বেলায় মানুষ সাধারণত এই বিবিধ কাণ্ড করে থাকে—যেসব বন্ধ দেখতে বলা হয়, সেগুলো দেখে না এবং সেগুলো দেখতে বলা হয় না, সেগুলোর দিকে তাকাতে থাকে। কলে শৃঙ্খলা বাহিত হয়। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টা প্রতি বর্ণনা করা হচ্ছে যে] নিচত তিনি তাঁর পাঞ্জনকর্তার (কুদরতের) যাহান অভ্যাশ্চর্য মিসর্নাবলী অবলোকন করেছেন। (কিন্তু প্রতি জেতেই তাঁর দৃষ্টিবিশ্বম হয়নি এবং সীমান্তবনও করেনি। মি'রাবের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেখানে পদ্মগুহ-গগকে দেখেছেন, আস্তাসমূহকে দেখেছেন এবং আমাত-সৌষাধ ইত্যাদি অবলোকন করেছেন। সুতরাং প্রাণিত হয় যে, তিনি চূড়ান্ত দৃষ্টচেতা। সুতরাং অভিজ্ঞত হয়ে আওয়ার প্রয়োজন উঠেই উঠে না। মোট কথা, জিবরাইলকে দেখা ও জিবরাইলের পরিচয় সম্পর্কিত হেসব সন্দেহ ছিল, উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে সেগুলো দূরীভূত হয়ে রিসালত প্রয়োজিত ও সুনিশ্চিত হয়ে গেল। এ হলে এটাই ছিল উদ্দেশ্য।]

আনুমতিক কাতব্য বিবর

সুরা মজবুতের বৈলিক্ষণ্য : সুরা নবম শ্লেষম সুরা, যা রসুলুল্লাহ্ (সা) যাজ্ঞায় দোষণা করেন।—(কুরআনী) এই সুরাতেই সর্বশেষ সিজদার আমাত অবতীর্ণ হয় এবং রসুলুল্লাহ্ (সা) তিমাওয়াতের সিজদা করেন। মুসলিমান ও কফির সবাই এই সিজদায় শরীক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় যজনিসে যত কাফির ও মুসলিমক উপস্থিত ছিল, সাধাই রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সিজদার আকৃতি যত হয়ে আসে। কেবল এক অহংকারী বাক্তি থাক

নাম সহজে যতক্ষেত্রে রয়েছে, সে সিজদা করেনি। কিন্তু সে এক মুশ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলে : ব্যাস এতটুকুই যথেষ্ট। হস্তরত আবসুল্লাহ্ ইবনে যসউস (রা) বলেন : আমি সেই ব্যক্তিকে কাফির অবহার মৃত্যুবরণ করতে দেখছি। —(ইবনে কাসীর)

এই সুরার শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্তা নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ও হীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বলিত হয়েছে।

—نَبِيٌّ فِي الْمَنَامِ إِذَا هُوَ^۱— وَالنَّبِيُّ^۲

কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সম্পর্কে সংতুষ্টিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজরের তফসীর ‘সুরাইয়া’ অর্থাৎ সংতুষ্টিমণ্ডল ভারা করেছেন। ফাররা ও হযরত হাসান বসরী (রা) প্রথম তফসীরকে অপ্রাধিকার দিয়েছেন।—(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই অবলম্বন করা হয়েছে। ۱. এই শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তিমিত হওয়া। ۲. এই আয়াতে আলাহ্ তা'আলা নক্ষত্রের কসম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওই সত্তা, বিস্তুত ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। সুরা সাক্ষাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে আলাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি বশত কসম থেকে পারেন। কিন্তু অন্য কারণও জন্ম আলাহ্ বাতীত অন্য কোন বন্তর কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষত্রের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য এই যে, অক্কার রাতে দিক ও রাস্তা নির্ণয়ের কাজে নক্ষত্র ব্যবহৃত হয়, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমেও আলাহ্ পথের দিকে হিদায়ত অর্জিত হয়।

—مَا فِي صَاحِبِ الْحِكْمَةِ وَمَا غَرِي

এর অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন, তাই আলাহ্ তা'আলার সংশ্লিষ্ট মাত্রে বিশুল পথ। তিনি পথ ভুলে থান নি এবং বিপর্যাসীও হন নি।

রসূলের পরিবর্তে তোমাদের সংগী বলার রহিয়া : এ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম অথবা ‘নবী’ শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে ‘তোমাদের সংগী’ বলে বাক্তা করার অধো ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ মুস্তকা (সা) বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত বাস্তি নন, যার সত্ত্বাদিতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সংগী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর জীবনের কোন দিক তোমাদের কাছে পোগন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনও যিথ্যাকথা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোন অন্য কাজে জিম্মত দেখিনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিবৃত্যার অতি তোমাদের এতটুকু আছা ছিল যে, সমস্ত মজা-বাসী তাঁকে ‘আল-আবীম’ বলে সংজ্ঞান করত। এখন অবৃত্ত দাবী করার তোমরা, তাঁকে যিথ্যাহাসী বলতে চারু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও যিথ্যাকথা বলেন নি, তিনি আলাহ্ ব্যাপারে যিথ্যাবলো বলেন না। তোমরা তাঁকে অভিসূজ্জ্বল করো। তাই অতঃপর বলা হয়েছে :

١٤٩٨-٦ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَ إِنْ هُوَ لَا وَحْيٌ بِوَحْيٍ —অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা)

নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরী করে আল্লাহ'র দিকে সমর্পণ করেন না। এর কোন সত্ত্বাবন্ধ নাই নেই। বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ'র কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। সুখরীয় বিজিয় হাদীসে গুহীর অনেক প্রকার বণিত আছে। তন্মধ্যে এক. শার অর্থ ও ভাসা উভয়ই আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কোরআন। সুই. যার কেবল অর্থ আল্লাহ'র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ (সা) এই অর্থ নিজের ভাসায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুমাহ। এরপর হাদীসে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে বে বিষয়বস্তু বিখ্যুত হয়, কখনও তা কোন ব্যাপারের সূচ্পলট ও কার্যালীন কর্মসূলী তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সা) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে প্রাপ্তি হওয়ারও সত্ত্বাবন্ধ আছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) তথা পরমাণুরকুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে হেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ডুর হয়ে গেলে তা আল্লাহ'র পক্ষ থেকে গুহীর সাহায্যে শুধুরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা প্রাপ্তির উপর প্রতিক্রিয়া থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুসলিম আলিয় ইজতিহাদে ডুর করলে তাঁরা তাঁর উপর করারেম থাকতে পারেন। তাঁদের এই ডুরও আল্লাহ'র কাছে কেবল ক্ষমার্থ নয়, বরং ধর্মীয় বিধান হাদয়ালম করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্য তাঁরা কিঞ্চিত সওয়াবেরও অধিকারী হন।

এই বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আভাস সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবও হয়ে গেছে। এর এই যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র সব কথাই যখন আল্লাহ'র পক্ষ থেকে গুহী হয়ে থাকে, তখন অকল্পন্য হয়ে পড়ে যে, তিনি বিজ্ঞ অভ্যাসত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোন কিছু বলেন না। অথচ সহীহ হাদীসগুহে একাধিক ঘটনা এবং বণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর গুহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশটি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে ছিল না, বরং তিনি সীম অভ্যাসত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এর জওয়াব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, গুহী কখনও সামগ্রিক নীতির আকরণে হয়, অশ্বারো রসূলুল্লাহ (সা) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ডুর হওয়ারও আশঁকা থাকে।

١٤٩٨-٦ لَقَدْ رأَى مِنْ عِلْمِهِ مُكْثًى يَدِ الْقَوْى — এখান থেকে অল্টাদশতম আভাস পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সা)

গুহীতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ'র কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কেন্দ্রগ ডুর-প্রাপ্তির আশঁকা থাকতে পারে না।

এই আভাসগুহের উক্সীয়ের উক্সীয়বিদ্যমের অন্তর্দেশঃ এসব আভাসের ব্যাপারে মুশ্কিল উক্সীয় বণিত রয়েছে। এক. আলাম ও ইবনে আবুস (রা) থেকে বণিত উক্সীয়ের

সারমর্ম এই যে, এসব আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্য লাভের কথা আলোচিত হয়েছে।

مَهَاجِنِيَّةُ مَهَاجِنِيَّةٍ، سَهْجَانِيَّةُ شَهْجَانِيَّةٍ، أَسْتَوْيَ دَفْنِيَ فَتَدْلِيَ إِغْرِيَّةً
আল্লাহ্ তা'আলাৰ বিশেষণ ও কৰ্ম। তফসীরে মাঝাবী এই তফসীর অবলম্বিত হয়েছে। দুই অনেক সাহাবী, তাবেবী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাইলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং 'মহাশত্রিশালী' ইত্যাদি শব্দ জিব-রাইলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সজ্ঞত কারণ রয়েছে। প্রতিহাসিক দিক দিয়েও সুরা মজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সুরাসমূহের অন্যতম। হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) একাধি সর্বপ্রথম যে সুরা প্রকালে পাঠ করেন তা সুরা নজর। বাহ্যত মি'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই যে, হাদৌসে কর্তৃ রসূলুল্লাহ্ (সা) এসব হাদৌসের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাইলকে দেখার কথা উল্লিখিত আছে। মসনদে-আহমদে বলিত হাদৌসের ভাষা এরাগ :

عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُسْرِفِ قَالَ كَفَتْ عَنْهُ شَهْشَةً قُتِلَتْ الْبَسْطَى
يَقُولُ بِلَقْدِ رَاةَ بِالْأَفْنِ الْمَبِينِ - وَلَقْدِ رَاةَ نَزْلَةَ أُخْرَى فَقَالَتْ إِنَّا أَوْلَى
هَذِهِ الْمَنَّا سَأَلْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ
جِبْرِيلُ لَمْ يَرِهِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خَلَقَ عَلَيْهَا اللَّهُ أَكْرَمَهُ رَاهَ مُنْهِبِطًا
مِنَ السَّمَاوَاتِ إِلَى الْأَرْضِ سَادًا عَظِيمًا خَلْقَةً مَا بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ -

শা'বী হয়রত মসরাক থেকে বর্ণনা করেন—তিনি একদিন হয়রত আয়েশা (রা)-র কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ্ কে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মসরাক বলেন : আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقْدِ رَاةَ نَزْلَةَ أُخْرَى - وَلَقْدِ رَاةَ

بِالْأَفْنِ الْمَبِينِ
হয়রত আয়েশা (রা) বললেন : যুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উক্তরে বলেছেন : আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাইল (আ)। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মাঝ দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বলিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরাইলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও ঘৰ্মানের মধ্যবর্তী শূন্য-মণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।—(ইবনে কাসীর)

সঙ্গীত মুসলিমেও এই রেওয়ায়েত প্রাপ্ত একই ভাষায় বলিত আছে। হাফেয় ইবনে হাজার ফতুহু বারী প্রাপ্ত ইবনে মরাদুগ্যাইহ (রা) থেকে এই রেওয়ায়েত একই সমন্দে উক্ত করেছেন। তাতে হয়রত আয়েশা (রা)-র ভাষা এরাগ :

أَنَّا وَلِمَنْ سَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ هَذَا فَقِلتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ هَلْ رَا يَتْ وَبَكْ فَقَالَ لَا إِنَّمَا رَأَيْتَ جَبْرًا قَبْلَ مَنْهُ بِطَا -

হয়রত আব্দুল্লাহ (রা) বলেন : এই আব্রাহাম সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আগমার পাতনকর্তাকে দেখেছেন কি ? তিনি বলেন, না, বরং আমি জিবরাইলকে নিচে অবতরণ করতে দেখেছি।—(ফতুহ-বারী, ৮ম খণ্ড, ৪৯৩ পৃঃ)

সহীহ সুধারীতে শাস্ত্রবানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হয়রত মুহাম্মদকে এই আল্লাতের
অর্থ জিজ্ঞাসা করেন : **فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنِي فَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى**

তিনি জওয়াবে বলেন : হয়রত আবদুল্লাহ, ইবনে মসউদ (রা) আমার কাছে বর্ণনা
করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) জিবরাইলকে হয়ল বাহবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জরীর
(র) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) থেকে **مَا كَذَبَ الْفَوَادَ مَا رَأَى** আল্লাতের

তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) জিবরাইলকে রফরকের পোশাক পরি-
হিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অঙ্গস্তোষ আসমান ও বন্দীনের অধ্যাবতী শূন্যাঙ্গকে তরে
রেখেছিল।

ইবনে কাসীরের হজ্য : ইবনে কাসীর দ্বারা তফসীরে এসব কেওয়ায়েত উচ্চত
ক্ষমার পর বলেন : সুরা নজরের উল্লিখিত আব্রাহামসমূহে 'দেখা' ও 'বিকটবর্তী হওয়া' বলে
জিবরাইলকে দেখা ও বিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়েছে। হয়রত আব্দুল্লাহ, আবদুল্লাহ
ইবনে মসউদ, আবু বর ফিকারী, আবু হুরায়রা প্রযুক্ত সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে
কাসীর আব্রাহামসমূহের তফসীরে বলেন :

আব্রাহামসমূহে উল্লিখিত দেখা ও বিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাইলকে দেখা ও জিব-
রাইলের বিকটবর্তী হওয়া। রসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন
এবং বিতোরবার মিরাজের রাত্তিতে সিদ্রাতুল-মুত্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারের
দেখা নবুরতের সম্পূর্ণ প্রাথমিক ঘটানায় হয়েছিল। তখন জিবরাইল সুরা ইকরার
প্রাথমিক আব্রাহামসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওইতে
বিরতি ঘটে, যদ্যপি রসূলুল্লাহ (সা) নিমারূপ উৎকর্ষ ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত
করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আব্রাহাম করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাপ্ত হতে থাকে।
কিন্তু মধ্যনাই এরাপ পরিহিতির উজ্জ্বল হত, তখনই জিবরাইল (আ) দৃষ্টিতে অস্তরামে থেকে
আওয়াব দিতেন : হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনি আল্লাহর সত্ত্ব নবী, আর আমি জিবরাইল।
এই আওয়াব শব্দে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরাপ করানা দেখা
দিত, তখনই জিবরাইল (আ) অদৃশ্যে থেকে এই আওয়াবের মাধ্যমে তাঁকে সাম্ভনা দিতেন।
অবশেষে একদিন জিবরাইল (আ) যকার উন্মুক্ত অবসানে তাঁর আসল আকৃতিতে আল-
কুশ প্রকাশ করেন। তাঁর হয়ল বাহ হিল এবং তিনি পোষ্টা লিপ্তকে নিয়ে রেখেছিলেন।

এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-র নিকটে আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌছান। তখন রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে জিবরাইলের যাহাচ্যা এবং আজ্ঞাহুর দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্মাদার ধারণ স্ফুটে উঠে।—(ইবনে কাসীর)

সারকথা এই যে, ইয়াখ ইবনে কাসীরের মতে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর তাই, যা উপরে বর্ণনা করা হল। এই প্রথম দেখা এ জগতেই যজ্ঞের দিগন্তে হয়েছিল—কেবল কোন রেওয়ার্ডেতে আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাইলকে প্রথমবারে আসল আরুণিতে দেখে রসূলুল্লাহ (সা) অভান হয়ে পড়েন। অতঃপর জিবরাইল যানুষের আরুণি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

বিতোয়বার দেখার কথা

وَلَقْدِ رَأَهُ فِي لَّهٗ أُخْرَى—আজ্ঞাতে ব্যক্ত হয়েছে

যিন্নাহের রাশিতে এই দেখা হয়। উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাঁশ তফসীরবিদ এই তফসীরকেই প্রথম করেছেন। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইয়াখ রাষী প্রযুক্ত এই তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তফসীরের সার-সংকেতে মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-ও এই তফসীরকেই অবলম্বন করেছেন। এর সারবর্য এই যে, সুরা নজরের শুরুতাপের আয়াতসমূহে আজ্ঞাহুর তা'আজ্ঞাকে দেখার কথা আজোচিত হয়েন; এবং জিবরাইলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবভৌ মুসলিম শরীফের টীকার এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ফতহল বাবী প্রছেও এই তফসীর অবলম্বন করেছেন।

مَرْءَةٌ وَ مَرْءَةٌ قَاتِلَتْهُ وَ هُوَ بِالْأَعْنَاقِ عَلَىٰ سَقْوٍ— শব্দের অর্থ শক্তি। জিবরাইলের

অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্য এটাও তাঁরই বিশেষণ। এতে করে এই ধারণার অবকাশ থাকে না যে, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ, জিবরাইল এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তাঁর কাছেও ঘৰ্য্যতে পারে না।

فَاسْتَوْى— এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাইলকে বর্ধন প্রথম

দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি উর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগন্তের সাথে ‘উর্ধ্ব’ সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে যিনিত যে দিগন্ত তা সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয়ে না। তাই জিবরাইলকে উর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

لَتَدْلُى نَفَدَلٌ فَنَدَلٌ دَفَنِي— শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং

বুলে গেল। অর্থাৎ কুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। **فَكَانَ قَابَ قَوْسِينِ أوَّلَدَفِي** ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সূতার মধ্যবর্তী বাবধানকে কাব বলা হল। এই বাবধান

আনুমানিক এক হাত হয়ে থাকে। قاب قوسن দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি বিশেষ অভ্যাস। দুই বাজি পরস্পরে শান্তিভিত্তি ও স্বাক্ষরতা স্থাপন করতে চাইলে এর এক প্রসিদ্ধ ও সুবিধিত আভাস ছিল হাতের উপর হাত মাঝে। অপর একটি আভাস ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সূতা অপরের দিকে রাখত। একাবে উভয় ধনুকের সূতা পরস্পরে যিলিত হয়ে যাওয়াকে সংশ্লিষ্ট ও স্বাক্ষরতা ঘোষণা মনে করা হত। এ সময় উভয় বাজির মাঝখানে দুই ধনুকের ‘কাবের’ ব্যবধান থেকে হেতু অর্থাৎ প্রায় দুই হাত বা এক গজ। এরপর ^{أَوْ أَنْ} ^{فَ} বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধারণ প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিল না; বরং এর চাইতেও পরীক্ষা নেই।

আলোচ্য আভাসমূহে জিবরাইল (আ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিবরণটি বর্ণনা করার কারণ এসিকে ইঙ্গিত করায়, তিনি যে ওহী পৌছিয়েছেন তা কৰ্বেলে কেবল সম্মেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাইল (আ)-কে না চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার আশঃকাও বাতিল হয়ে যায়।

^{أَوْ حِي إِلَى عَبْدٍ مَا وَحْيٌ}—^{فَ} এখানে কর্তা অবং আলাহ্ তা'আলা এবং ^{أَوْ حِي إِلَى عَبْدٍ}—^{فَ} সর্বনাম দ্বারা তাঁকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জিবরাইল (আ)-কে শিক্ষক হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমিকটে প্রেরণ করে আলাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী মাধ্যম কর্মসূলেন।

একাটি শিক্ষাগত ঘটকা ও তার অওয়াব : এখানে বাহ্যত একটি ঘটকা দেখা দেয় যে, উপরোক্ষিত আভাসমূহে সব সর্বনাম দ্বারা অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে জিবরাইল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। এমতাবধায় শুধু ^{أَوْ حِي إِلَى عَبْدٍ} আলাহতে সর্বনাম দ্বারা আলাহ্ কে বোঝানো পূর্বাপর বর্ণনার বিপরীত এবং তথা সর্বনামসমূহের বিকল্পিততার কারণ।

মওলানা সাইয়েদ আমওহাবুর শাহ্ কাম্বীরী (র) এর অওয়াবে বলেন : এখানে পূর্বাপর বর্ণনায় কেবল ঝুঁটি নেই এবং সর্বনামসমূহের বিকল্পিততাও নেই; বরং সত্য এই যে, সুরার কর্তব্যে ^{أَنْ تُرْوِا} ^{أَوْ حِي} বলে যে বিময়বন্ধুর অবতারণা করা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিক বর্ণনা একাবে করা হয়েছে যে, ওহী প্রেরণকারী স্পষ্টত আলাহ্ ব্যাপ্তির কেউ নয়। কিন্তু এই ওহী পৌছানোর ক্ষেত্রে জিবরাইল (আ) হিসেবে ব্যাখ্যা করেকষি আলাহতে এই মাধ্যমের পূর্ণ সত্যাবন করার পর পুনরায় ^{أَوْ حِي إِلَى عَبْدٍ} বলা হয়েছে। সুতরাং এটা প্রথম বাকেরই পরিপিণ্ড। একে সর্বনামের বিকল্পিততা বলা

যাই না। কারণ, **أَوْحَىٰ** এবং **كَوَافِرَ**—এসবের সর্বনাম দ্বারা আজ্ঞাহকে বোঝানো হাজা অথ কোন সন্তানাই যে নেই, এটা অতৎসিদ্ধ। **مَا أَوْحَىٰ** অর্থাৎ যা ওহী

করার ছিল। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা অস্পষ্ট রয়েছে এর মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। সহীহ বুধাবীর হাদীস থেকে জানা যায় যে, তখন সুরা মুদ্যাসমিনের উল্লেখের ক্ষতিগ্রস্ত আয়াত ওহী করা হয়েছিল।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন বাস্তবিকই সত্য কালাম। হাদীসবিদগ্রন্থ ঘেরন হাদীসের সনদ রসুলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পুরোপুরি বর্ণনা করেন, তেমনি এই আয়াতসমূহে আজ্ঞাহ্ তা'আলা কোরআনের সনদ বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যাদেশকারী অবং আজ্ঞাহ্ তা'আলা এবং রসুলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌছানোর মাধ্যম হচ্ছেন জিবরাইল (আ)। আয়াতসমূহে জিবরাইল (আ)-এর উচ্চমর্যাদা ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ার হে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা যেন সনদের মাধ্যমের মাঝামুগ সত্যায়ন।

فَوَادْ مَا كَذَبَ—**مَا كَذَبَ** শব্দের অর্থ অতৎকরণ। উচ্ছেশ্বা এই

যে, চক্ষু থা কিছু দেখেছে, অতৎকরণও তা যথাযথ উপলব্ধিক করতে কোন ভুল করেনি। এই ভুল ও ক্লিকেই আয়াতে **كَذَبَ** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ দেখা বস্তুকে উপলব্ধিক করার ব্যাপারে অতৎকরণ যিথ্যা বলেনি। **مَرْأَىٰ** শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে। কি দেখেছে, কোরআনে তা নিশ্চিট করে বলা হয়েন। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেরী ও তফসীরবিদগণের উত্তি বিবিধ। কবরও কারও মতে অবং আজ্ঞাহ্ তা'আলাকে দেখেছে এবং কারও কারও মতে জিবরাইল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছে। এই তফসীর অনুযায়ী **مَرْأَىٰ** শব্দটি আকৃতিক অর্থে (চর্মচক্রে দেখার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অতর্জন্ত দ্বারা দেখার অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আয়াতে অতৎকরণকে উপলব্ধিক করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্ধিক করা বোধশক্তির কাজ। এই প্রয়ের জওয়াব এই যে, কোরআন পাকেন্দা অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধিক আসল কেন্দ্র অতৎকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও 'কল্ব' (অতৎকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেওয়া হয়, যেহেন **لِسْنَ**

كَانَ لَهُ قَلْبٌ আয়াতে কল্ব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কোরআন

গাবেন্দ **لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ** ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাফল্য দেয়।

—এর অর্থ
ন্তে ন্তে ন্তে ন্তে ন্তে ন্তে—
—ন্তে ন্তে ন্তে ন্তে ন্তে ন্তে—

বিভৌয়বারের অবতরণ। এই অবতরণও জিবরাইম (আ)-কে প্রথম দেখার ছান যেমন মুক্তাহা' বলা হয়েছিল, তেমনি বিভৌয়বার দেখার ছান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুক্তাহা' বলা হয়েছে। যেন্না বাহনা, যি'রাহের রাখিতেই রসূলুল্লাহ (সা) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে বিভৌয়বার দেখার সময়ও মোটায়তিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে থার। অভিধানে 'সিদরাহ' শব্দের অর্থ বদরিকা রুক্ষ। 'মুক্তাহা' শব্দের অর্থ শেষ প্রাণ। সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা রুক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রেওয়ায়েতে একে শুষ্ঠি আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়েতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই রুক্ষের মূল নিকট শুষ্ঠি আকাশে এবং শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।—(কুরুতুবী)

সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের ছাঁটাই শেষ সীমা। তাই একে 'মুক্তাহা' বলা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ'র বিধানাবলী প্রথমে 'সিদরাতুল-মুক্তাহায়' নামিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপান করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আয়লনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পদ্ধায় আল্লাহ' তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। মসনদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) থেকে একথা বলিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

مَا وَيْ—عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَوْتِ—
—শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্বাসহল। জালাতকে

مَا وَيْ—
বলার কারণ এই যে, ছাঁটাই মানুষের আসল ঠিকানা। আদম (আ) এখানেই স্থান করেছিলেন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নৌয়ানো হয় এবং এখানেই জালাতীয়া বসবাস করবে।

জালাত ও জালাতামের বর্তমান জীবন্তাম : এই আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, জালাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উল্লিঙ্করণে বিশ্বাস তাই যে, জালাত ও জালাতাম কিম্বামতের পর স্থান হবে না। এখনও এগুজো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জালাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেমন জালাতের তৃষ্ণি এবং আরশ তার ছান। কেবলজানের কোন আয়াতে অথবা হাদীসের কোন রেওয়ায়েতে জালাতামের অবস্থানহল পরিচারভাবে বলিত হয়নি। সুরা

তুরের আয়াত **وَالبَسْرُ الْمَسْكُورُ**—থেকে কোন কোন তফসীরবিদ এই তথ্য উচ্চার করেছেন যে, জালাতাম সমুদ্রের বিশ্বসেলে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোন ভারী ও শক্ত আচ্ছাদন রয়েখে দেওয়া হয়েছে। কিম্বামতের দিন এই আচ্ছাদন বিদীর্ঘ হয়ে থাকে এবং জালাতামের অধি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নিতে রাপাঞ্চারিত করে দেবে।

বর্তমান শুল্প গান্ধারের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্যিকা খনন করে তৃপ্তির অপর প্রাণে
২৫—

যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে। তারা বিপজ্জনাতন ষষ্ঠি পাতি এ কাজের জন্য আবিষ্কার করেছে। যে দল এ কাজে সর্বাধিক সাক্ষম অর্জন করেছে, তারা যেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কারণে তাদের খনন কার্য এগতে পারেনি। তারা অন্য আয়ুগায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই সিকাতে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর একটি প্রস্তরাবরণ রয়েছে, যাতে কোন যেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলা বাহ্য, পৃথিবীর বাস ছাজার ছাজার যাইল। তবাধো এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির মুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অঙ্গিত স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিশ্বের সর্বথন গাওয়া যায় যে, সমগ্র ভূগর্ভকে কোন প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে নাখা হয়েছে। যদি কোন সহীহ দেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহানাম এই প্রস্তরাবরণের নীচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

١- مَا يَغْشِي السَّدْرَةُ مَا يَغْشِي—অর্থাৎ যখন বদরিকা রুক্ষকে আচ্ছান্ন করে

রয়েছিল আচ্ছান্নকারী বস্তু। যুসলিয়ে হয়েরত আবদুল্লাহ, ইবনে মসউদ (রা) থেকে বাণিত আছে, তখন বদরিকা রুক্ষের উপর অর্ঘনিমিত প্রজাপতি চতুর্দিশ থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। মনে হয়, আগন্তুক যেহান রাসূলে করীম (সা)-এর সত্মানার্থে সেদিন বদরিকা রুক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল।

مَا طَفَى زَاغَ شَبَّاتٍ طَفَى زَاغَ— শব্দটি থেকে উক্ত। এর অর্থ বক্ত হওয়া,

বিপথগায়ী হওয়া। **طَفَى** শব্দটি থেকে উক্ত। এর অর্থ সৌমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টিবিভ্রম হয়েন। এতে এই সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মানুষেরও দৃষ্টিবিভ্রম করে, বিশেষ করে যখন সে কোন বিশ্বাসকর অসাধারণ বস্তু দেখে। এর জওয়াবে কোরআন দু'টি শব্দ ব্যাবহার করেছে। কেননা, দুই কারণে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে—এক: দৃষ্টিটি দেখার বস্তু থেকে সরে পিয়ে অন্যদিকে নিবন্ধ হয়ে গেলে। **زَاغَ** বলে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, রসূলের দৃষ্টিটি অন্য বস্তুর উপর নয়, বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। দুই: দৃষ্টিউদ্দিষ্ট বস্তুর উপর পতিত হয়, কিন্তু সাথে সাথে এদিক-সেদিক অন্য বস্তুও দেখতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে বিভ্রম হওয়ার আশংকা থাকে। এ ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের জওয়াবে **مَا طَفَى** বলা হয়েছে।

বাঁরা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জিবরাইন (আ)-কে দেখার কথা বলেন, তাঁদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, জিবরাইন (আ)-কে দেখার ব্যাপারে দৃষ্টিটি ভুল করেনি। এই বর্ণনার প্রয়োজন একমা দেখা দিয়েছে যে, জিবরাইন (আ) হলেন ওহীর

যাহাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) যদি তাঁকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সম্মেহ-
শুভ থাকে না।

গজাতের বাঁরা উপরিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে আজ্ঞাহ তা'আলাকে দেখার কথা
বলেন, তাঁরা এখানেও বলেন যে, আজ্ঞাহ্র দৌদারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টিকোন ভুল করেনি,
বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এই আয়াত চর্মচকে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে
তুলেছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীরে আরও একটি বক্তব্যঃ সুরা নজরের আয়াত-
সমূহে সাহাবী, তাবেয়ী, মুজতাহিদ ইয়াম, হাদীসবিদ ও তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি
ও শিক্ষাগত খটক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। ‘মুশকিলাতুল-কোরআন’ থেকে মাওলানা আন-
ওয়ার পাহ্ কামারী (র) এসব আয়াতের তফসীর প্রভাবে করেছেন যে, উপরোক্ত বিভিন্ন জাপ
উক্তির মধ্যে সংস্কৰণ সাধিত হয়ে যায়। এই তফসীর দেখার পূর্বে কতিপয় সর্বাদীসম্মত
বিবরণ দৃষ্টিতে সামনে থাকা উচিত।

এক. রসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাইল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। এই
উত্তমবার দেখার কথা সুরা নজরের আয়াতসমূহে বলিত আছে। জিভায়বার দেখার
বিষয়টি আয়াত থেকেই নিদিষ্ট হয়ে যায় যে, এই দেখা সৎ যা আকাশে ‘সিদ্রাতুল-মুত্তাহার’
নিকটে হয়েছে। বলা বাহ্য, যি'রায়ের রাজ্ঞিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তম আকাশে গমন
করেছিলেন। এভাবে দেখার ছান ও সময়কাল উভয়ই নিদিষ্ট হয়ে যায়। প্রথম দেখার
ছান ও সময়কাল আয়াত দ্বারা নিদিষ্ট হয়ে না। কিন্তু সহীহ বুখারীতে বলিত আবের ইবনে
আবদুল্লাহ্ (রা)-র নিশ্চাকু হাদীস থেকে এই দু'টি বিষয় নিদিষ্টরূপে জানা যায়।

قَالَ وَهُوَ يَعْدِثُ مِنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِ بَيْنِ أَنَا
أَمْشِي أَذْسَمْتُ مَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي
جَاءَ فِي بَهْرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كَرْسِيِّ بَيْنِ السَّمَاوَيْنِ وَأَلَّا رَفِيْقٌ فَرَبِّيْتُ مِنْهُ
فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمْلُونِيْ فَانْزَلْ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَبِيَّ الْمَدْنَرِ قَمْ فَانْذَرْ
إِلَى قَوْلَةِ وَالرِّجْزِ فَا هَبْرِ فَتَحْمِيَ الْوَحْيَ وَتَتَبَعَّدْ -

রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর বিবরণ সম্বর্কে আজোচন প্রসঙ্গে বলেনঃ একদিন আমি যখন
পথে চলান হিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি আওয়ায় শুনতে পেলাম। আমি
উপরের দিকে দৃষ্টিকোন দেখি যে, কেরেলতা হেরা গিরিশগায় আমার কাছে এসেছিলেন,
তিনি আকাশ ও পৃথিবীর যায়খানে বৃক্ষত একটি কুরসীতে উপবিষ্ট রয়েছেন। এই দৃশ্য
দেখার পর আমি ভীত হয়ে পুরে এলায় এবং বললামঃ আমাকে চাদর দ্বারা আহত
করে দাও। তখন আজ্ঞাহ তা'আলা সুরা মুকাসিনের আয়াত

وَالرِّجْزِ فَا هَبْرِ

পর্যন্ত নাভিল করলেন এবং এরপর অবিরাম ওহীর আগমন অব্যাহত থাকে।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিবরাইল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার প্রথম

ঘটনা ওহীর বিরতিকালে মকাব তখন সংঘটিত হয়, যখন রসুলুল্লাহ্ (সা) মকা শহরে কোথাও গমনরত ছিলেন। কাজেই প্রথম ঘটনা মি'রায়ের পূর্বে মকাব এবং বিতীয় ঘটনা মি'রায়ের রাস্তিতে সংতোষ আকাশে ঘটে।

দুই, এ বিষয়টি সর্ববাদীসমত ষে, সুরা নজরের প্রাথমিক আয়তসমূহ (কমপক্ষে
 وَلَقَدْ رَأَى مِنْ أَيَّاتِ رَبِّهِ الْكَبِيرِي وَلَقَدْ رَاةً نَزَلَةً أُخْرَى

পর্যন্ত) মি'রায়ের ঘটনা সম্বর্কে অবগতি হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা সাইয়েদ আবওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) সুরা নজরের প্রাথমিক আয়তসমূহের তফসীর এভাবে করেছেন :

কেন্দ্রআন পাক সাধারণ গ্রামি অনুযায়ী সুরা নজরের প্রাথমিক আয়তসমূহে দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছে। এক. জিবরাইল (আ)-কে আসল আকৃতিতে তখন দেখা, যখন রসুলুল্লাহ্ (সা) ওহীর বিরতিকালে মকাব কোথাও গমনরত ছিলেন। এটা মি'রায়ের পূর্ববর্তী ঘটনা। -

দুই, মি'রায়ের ঘটনা। এতে জিবরাইল (আ)-কে আসল আকৃতিতে বিতীয়বার দেখার চাহিতে আল্লাহ্ র অতোচর্য বন্দনসমূহ এবং যহান নির্দশনাবলী দেখার কথা অধিক বিধৃত হয়েছে। এসব নির্দশনের মধ্যে অয়ৎ আল্লাহ্ র যিয়ারত ও দৌদার অন্তর্ভুক্ত ইওয়ার সংক্ষিপ্ত আছে।

রসুলুল্লাহ্ (সা)-র নিসালত ও তাঁর ওহীর বাগারে সম্মেহকারীদের জওয়াব দেওয়াই সুরা নজরের প্রাথমিক আয়তসমূহের আসল উদ্দেশ্য। নক্ষত্রের কসম থেকে আল্লাহ্ বলে-ছেন : রসুলুল্লাহ্ (সা) উত্তমতাকে যা কিছু বলেন, এতে কোন ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত প্রাণির আলংকা নেই। তিনি নিজের প্রতিতির তাড়নায় কোন কিছু বলেন না, বরং তাঁর কথা সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। অতঃপর এই ওহী মেহেতু জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয় তিনি শুরু ও প্রচারক হিসেবে ওহী পৌছান, তাই জিবরাইল (আ)-এর শুণাবলী ও শাহাদা কয়েক আল্লাতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিবরণ অধিক মাঙ্গায় বর্ণনা করার কারণ সক্ষত এই যে, মকাব কাফিররা ইসরাফীল ও মিসাইল কেরেশতা সম্পর্কে অবগত ছিল, জিবরাইল (আ) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। যোটি কথা, জিবরাইল (আ)-এর শুণাবলী উল্লেখ করার পর পুনরায় আসল বিষয়বস্তু ওহীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

فَأَوْحَى إِلَيْيَ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى : — এ পর্যন্ত এগারটি আয়তে ওহী ও নিসালত সপ্তাহাগ করার প্রসঙ্গে জিবরাইল (আ)-এর শুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব শুণ জিবরাইল (আ)-এর জন্যই স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য। কোন কোন তফসীরবিদের অনুরূপ এন্ডোকে শব্দি আল্লাহ্ তা'আলার শুণ সাব্যস্ত করা হয়, তবে دَوْمَرٌ ۝ - شَدِيدُ الْقُوَى ۝ - قَانْ تَابْ قَوْسِنْ اوَادْ فَنِي فَنْدَلِي -

আধিক হেরফেরসহ তো আল্লাহ, তা'আলাৰ জন্য প্রয়োগ করা যাব; কিন্তু স্থান্তিকভাবে এগুলো জিবরাইল (আ)-কে জনাই প্রয়োজ্য হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশিষ্ট দেখা, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি সব জিবরাইল (আ)-কে দেখার সাথে সম্পৃক্ষ করাই অধিক সম্ভত ও নিরাপদ যানে হয়।

لَقَدْ رَأَى مَا كَذَبَ بِالْفُوَادُ مَا رَأَى
مِنْ أَيَّاثٍ وَلَا كُبُرٍ

পর্যবেক্ষণ আয়াতসমূহে জিবরাইল (আ)-কে বিভিন্নভাবে আসল

আকৃতিতে দেখার বিষয় বিশিষ্ট হলেও তা অন্য নির্দশনাবলী বর্ণনার দিকে দিয়ে প্রাসঙ্গিক। এর এসব নির্দশনের মধ্যে আল্লাহ'র দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উপেক্ষণীয় নয়।

مَا كَذَبَ بِالْفُوَادُ مَا رَأَى

সমর্থনে সহীহ হাদীস এবং সাহাবী ও তাবেবীগণের উত্তি রয়েছে। তাই

আয়াতের তফসীর এই যে, রসুলুল্লাহ (সা) চর্চকে যা দেখেছেন,

তাঁর অন্তঃকরণ তাঁর সত্যায়ন করেছে যে, কিন্তু দেখেছেন। এই সত্যায়নে অন্তঃকরণ কোন ভূল করেনি। এখানে 'যা কিন্তু দেখেছেন'—এই ব্যাপক ভাষার মধ্যে জিবরাইল (আ)-কে দেখাও শামিল আছে এবং যি'রায়ের রাখিতে যা যা দেখেছেন সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। তথ্যে সর্বাধিক উল্লেখপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহ'র দীদার ও যিয়ারত। পরবর্তী আয়াত দ্বারাও এর

—أَفْتَهَا رُونَةً عَلَى مَا بَرَى

সমর্থন হয়। ইরশাদ রয়েছে: —এতে কাফির-দেরকে বলা হয়েছে, পয়গঢ়ার যা কিন্তু দেখেছেন এবং ভবিষ্যতে দেখবেন, তা সম্বেদ ও বিত-

—مَا قَدْ رَأَى بَرَى

করের বিষয়বস্তু নয়—চাকুর সত্য। আয়াতে এর পরিবর্তে বলা হয়েছে। এতে কাফির-

—وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى

হয়েছে। আয়াতে এর পরিকার বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতেও

জিবরাইল (আ)-কে দেখা এবং আল্লাহ'কে দেখা—এই উভয় দেখা উদ্দেশ্য হতে পারে। জিবরাইল (আ)-কে দেখার বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষে নয়। আল্লাহ'কে দেখার প্রতি এড়াবে ইঙিত পাওয়া যায় যে, দেখার জন্য নৈকট্য স্থানে অবস্থিত জরুরী। হাদীসে বিশিষ্ট আছে যে, আল্লাহ'র তা'আলা শেষ রাখিতে দুর্নিয়ার আকাশে অবস্থিত করেন।

—আয়াতের অর্থ এই যে, যখন রসুলুল্লাহ (সা) আল্লাহ'র নৈকট্যের স্থান 'সিদরাতুল-যুত্তাহার' কাছে হিলেন, তখন দেখেছেন। এতে আল্লাহ'র যিয়ারতও উদ্দেশ্য হওয়ার পক্ষে এই হাদীস সংক্ষে দেয়।

وَاتَّهَتْ سَدْرَةُ الْمَنْتَهَى فَهَا بَقَةُ خَرْرَتْ لَهَا سَاجِدًا وَهَذِهِ
الْفَبَا بَقَةٌ فِي الظَّلَلِ مِنَ الْغَامِ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا اللَّهُ وَيَتَعَجَّلُ -

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি 'সিদ্ধান্ত-মুক্তাহার' নিকটে পৌছলে মেঘমালার ন্যায় এক প্রকার বন্ধ আমাকে ঘিরে ফেলে। আমি এর পরিপ্রেক্ষিতে সিজদান্ত হয়ে গেলাম। কোরআন পাকের এক আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, কিয়ামতের দিন হাশেরের ময়দানে আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে আস্তপ্রকাশ করবেন। মেঘমালার ছান্নার ন্যায় এক প্রকার বন্ধতে আল্লাহ্ তা'আলা অবতরণ করবেন।

سَرَاغُ الْبَصَرِ وَمَا طَغَى — এর অর্থেও উভয় দেখা

শামিল রয়েছে। এ থেকে আরও প্রয়াণিত হয় যে, এই দেখা জগতে অবস্থায় চর্চকে হয়েছে। সার কথা এই যে, মি'রাজের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহে দেখা সম্পর্কে যেসব বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সবগুলোতে জিবরাস্ত (আ)-কে দেখা ও আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখা—উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ কেউ এসব আয়াতের তফসীরে আল্লাহ্ কে দেখার কথা বলেছেন এবং কোরআনের ভাষায় এরপ অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে।

আল্লাহর দীদার : সকল সাহাবী, তাবেরী এবং অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জায়াতীগণ তথা সর্বত্রেণীর মুঘিনগল আল্লাহ্ তা'আলার দীদার জাত করবেন। সহীহ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষা দেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর দীদার কেন অস্তব ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে এই দীদারকে সহা করার মত শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। তাই দুনিয়াতে কেউ এই দীদার জাত করতে পারে না। পরকালের ব্যাপারে খোদ কোরআন বলে : **كَفَشَنَا عَنْكَ غُطاءً فِي يَوْمٍ حَلِيدٍ**

—অর্থাৎ পরকালে মানুষের দৃষ্টিট সূতীকৃ ও শক্তিশালী করে দেওয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে মেওয়া হবে। ইমাম মালিক (র) বলেন : দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহর দীদারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাবী আয়াষ (র) থেকেও প্রায় এমনি ধরনের বিশয়বস্তু বর্ণিত আছে এবং সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপ : **أَنْعَمْتُمُوا لَنَا رَبِّنَا تَرْوِيَةً** থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও বোঝা যায় যে, দুনিয়াতেও কোন সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই শক্তি দান করা যেতে পারে, যশোরা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দীদার জাত করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মি'রাজের রাত্রিতে যখন সম্পত্তি আকাশ, জাগ্রাত, জাহানায় ও আল্লাহ্ বিশেষ নিদর্শনাবলী অবশেষে করার জন্যই তিনি উত্তৃতভাবে আয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দীদারের ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিধি থেকেও বাতিল্য ছিল। কারণ, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। সম্ভাবনা প্রয়াণিত হওয়ার পর প্রথ থেকে যায় যে, দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না। এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়ায়েত বিভিন্ন রূপ এবং কোরআনের আয়াত সম্ভাবনা ও অবকাশ সূচন। এ কারণেই এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেরী ও মুজতাহিদ ইব্রামগলের পূর্বাপর

যতদেব চলে আসছে। ইবনে কাসীর এসব আয়াতের তফসীরে বলেন: হযরত আবদু-জ্বাহ ইবনে আবুস (রা)-এর মতে রসুলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা'আলার দীনার লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবেরীগণের একটি বিরাট মত এ বাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইবনে কাসীর অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেয় ইবনে হাজার আসকানানী (র) ফতুহ-বারী প্রচ্ছে সাহাবী ও তাবেরীগণের এই মতবিশেষ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এখনও উক্তৃত করেছেন, যদ্বারা উপরোক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন: কুরুতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করা এবং নিশ্চুপ থাকাই সেই। কেবলমা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোন 'আমল' জড়িত নয়, বরং এটা বিশ্বাসগত প্রথ। এতে অকাট্টি প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌছা সক্ষেপণ নয়। কোন বিষয় অকাট্ট্যরাপে না জানা পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান। আয়ার মতে এটাই নিরাপদ ও সাধানতার পথ। তাই এ প্রয়ের বিপক্ষিক যুক্তি-প্রমাণে উল্লেখ করা হজো না।

أَفَرَبِّيْتُمُ اللَّهَ وَالْعَزِّيْزِ وَمَنْوَةَ الشَّالِّهَ الْآخِرَةِ ۝ أَكَمُ الدَّكْرُ
 وَلَهُ الْأَنْثِيِّ ۝ تَلَكَ إِذَا قَسْمَةً صَيْزَيْ ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا آسِمَاءٌ
 سَمَيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَيَّاً ذُكْرُمْ شَائِزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنِ إِنْ
 يَشْيَعُونَ إِلَّا الضَّنْ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ
 رَبِّهِمُ الْهُدِيِّ ۝ أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمَّثِي ۝ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ
 وَالْأَوَّلِيَّ ۝ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي الشَّوَّافِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
 إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضِي ۝ إِنَّ الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْتُونَ الْكَلِيْكَةَ شَيْيَهُ الْأَنْثِيِّ ۝ وَمَا
 كُلُّهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۝ إِنْ يَشْيَعُونَ إِلَّا الضَّنْ ۝ وَإِنَّ الضَّنَّ لَا يُغْنِي
 مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

(১৯) তোমরা কি জোবে দেখেছ লাভ ও উদ্বা সম্পর্কে, (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি আন্মাত সম্পর্কে? (২১) শুভ সভান কি জোবাদের জন্য এবং কল্যান সভান আলাহুর জন্য?

(২২) এমভাবছায় এটা তো হবে শুবই অসংগত বল্টন। (২৩) এগুলো কতগুলো মাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল নথিল করেন নি। তারা অনুমান এবং প্রতিভিত্তি অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে। (২৪) অনুম যা চায়, তা-ই কি পায়? (২৫) অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব যজলই আল্লাহ্'র হাতে। (২৬) আকাশে জনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হয় না যতস্কল আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতা-দেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর টাঙে। অথচ সত্তের ব্যাপারে অনুমান ঘোটেই ফলপ্রসু নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুশার্রিকগণ! প্রয়াণিত হয়ে গেল যে, রসূল ওইর অনুসরণে কথাবার্তা বলেন এবং তিনি এই ওহীর আলোকে তওহাদের নির্দেশ দেন, যা শুনি প্রয়াণেও সিদ্ধ। কিন্তু তোমরা এর পরও প্রতিমা পূজা কর। এখন জিজ্ঞাসা এই যে) তোমরা (কখনও এসব প্রতিমা উদাহ-রণগত) লাভ ও ওষ্য এবং ত্রুটীয় আরেক মানাত সম্বাদে জ্ঞেব দেখেছ কি? (যাতে তোমরা জানতে পারতে যে, তারা পূজার যোগ্য কিনা ? তওহাদ সম্পর্কে আরেকক্ষি প্রশিদ্ধানযোগ্য বিষয় এই যে, তোমরা ফেরেশতাকুলকে আল্লাহ্'র কন্যা সাব্যস্ত করে উপাসা বলে থাক। জিজ্ঞাসা এই যে,) পৃষ্ঠ সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্'র জন্য? (অর্থাৎ যে কন্যাদেরকে তোমরা জ্ঞান ও ঘৃণযোগ্য মনে কর, তাদেরকে আল্লাহ্'র সাথে সম্বন্ধযুক্ত কর)। এটা তো শুবই অসংগত বল্টন। (ডাল জিনিস তোমাদের ভাগে এবং মন জিনিস আল্লাহ্'র ভাগে ! এটা প্রচলিত রৌতি অনুযায়ী বলা হয়েছে। নজুরা আল্লাহ্'র জন্য পৃষ্ঠ সন্তান সাব্যস্ত করাও অসংগত)। এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, (অর্থাৎ উপাসারপে এগুলোর কোম বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বরং নামই সার) যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এদের (উপাস্য হওয়ার) সমর্থনে আল্লাহ্ কোন (শুনিগত ও ইতিহাসগত) দলীল প্রেরণ করেন নি, (বরং) তারা (উপাস্য হওয়ার এই বিষ্঵াসে) কেবল অনুমান ও প্রতিভির অনুসরণ করে (যে প্রতিভি অনুমান থেকে উক্তু হয়)। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (সত্তাভাবী ও ওহীর অনুসারী রসূলের মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের) পথনির্দেশ এসে গেছে। (অর্থাৎ তাদের দাবীর সমর্থনে তো কোন দলীল নেই, কিন্তু রসূলের মাধ্যমে দলীল শুনেও তা মানে না)। আল্লাহ্ ব্যাতীত অপেরের উপাস্য হওয়ার সংজ্ঞানা বাতিল প্রসঙ্গে এই আলো-চন্দা হল। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমরা প্রতিমাদেরকে এই উদ্দেশ্যে উপাস্য মনে কর যে, তারা আল্লাহ্'র কাছে তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এই উদ্দেশ্যও নিরেট ধোকা ও ধাতিজ। চিন্তা কর) যানুষ যা চায়, তাই কি পায়? না। কেবলমা, প্রত্যোক আশা আল্লাহ্'র হাতে—পরকালেরও এবং ইহকালেরও। (সুতরাং তিনি যে আশাকে ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। কেবলআমের আলোতে বজে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এই বাতিল আশা পূর্ণ করতে চাইবেন না। কাজেই প্রতিমারা দুনিয়াতে কাফিরদের অভাব-অন্তরের ব্যাপারে

সুপারিশ করবে না এবং পরকালে আমার থেকে মুক্তির ব্যাপারেও সুপারিশ করবে না। তাই নিশ্চিতভাবেই তাদের আশা পূর্ণ হবে না। বেচারী প্রতিমা কি সুপারিশ করবে, তাদের মধ্যে তো সুপারিশের যোগ্যতাই নেই। যারা এই দরবারে সুপারিশ করার হোগ্য, আজ্ঞাহ্র অনুমতি ছাড়া তাদের সুপারিশও কার্যকর হবে না। সেমতে) আকাশে অনেক ফেরেশতা হয়েছে, (এতে বোধ হয় উচ্চমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু এই উচ্চমর্যাদা সঙ্গেও) তাদের কোন সুপারিশ কলাপ্রসূ হয় না (বরং সুপারিশই করতে পারে না,) কিন্তু যখন আজ্ঞাহ্র যার জন্য ইচ্ছা অনুমতি দেন এবং যার জন্য (সুপারিশ) পছন্দ করেন। (আনুষ চাপে পড়ে এবং উপরেগিতাবশত পছন্দ ছাড়াও অনুমতি দেয়, কিন্তু আজ্ঞাহ্র ব্যাপারে এরাপ কোন সম্ভাবনা নেই। তাই ^{১৮৮১} ও প্রিচি^{১৮৮১} বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণকে আজ্ঞাহ্র সন্তান সাব্যস্ত করা কুফর। সেমতে) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না (এবং এ কারণে কাফির) তারাই ফেরেশতাগণকে (আজ্ঞাহ্র কন্যা তথা) নারী-বাচক নাম দিয়ে থাকে। (তাদেরকে কাফির আধ্যায়িত করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ‘পরকালের অবিশ্বাস’ উল্লেখ করার কারণ সন্তুষ্ট এ দিকে ইঙ্গিত করা যে, এসব পথভ্রস্তুতা পরকালের প্রতি উদাসীনতা থেকেই উৎসৃত। মন্তব্য পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি দৌর্য মুক্তির ব্যাপারে অবশ্যই টিপ্পনা করে। ফেরেশতাগণকে আজ্ঞাহ্র সাথে শরীক করা যখন ব্যক্তি করা কুফর হল, তখন প্রতিদানেরকে শরীক সাব্যস্ত করা যে কুফর তা আরও উত্থনকাপে প্রয়োগিত হয়। তাই এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়নি। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণকে আজ্ঞাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করা বাতিল) অথচ এ বিষয়ে তাদের কাছে কোন প্রয়োগ নেই। তারা কেবল ডিত্তিহীন ধারণার উপর চালে। নিশ্চয় সত্যের ব্যাপারে (অর্থাৎ সত্য প্রয়োগে) ডিত্তিহীন ধারণা ঘোষণেও কলাপ্রসূ নয়।

আনুষাঙ্গিক কাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়তসমূহে রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত, রিসালত ও তাঁর ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রাপ্তিদি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আগোচ আয়তসমূহে মুশরিকদের নিষ্পা করা হয়েছে যে, তারা কোন দলীল ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপস্থি ও কার্যনির্বাহী সাব্যস্ত করে রাখে এবং ফেরেশতাকুলকে আজ্ঞাহ্র কন্যা আধ্যায়িত করেছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রতিদানেরকেও আজ্ঞাহ্র কন্যা বলত।

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পুঁজা করত। তাঁমধ্যে তিনটি প্রতিমা ছিল সম্মিক্ষ প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোক্র এগুলোর ইবাদতে আয়ানিয়েগ করেছিল। প্রতিমাকরের নাম ছিল জাত, ওশ্বা ও মানাত। জাত তারেকের অধিবাসী সকীফ গোত্রের, ওশ্বা কোরামেল গোত্রের এবং মানাত বনী হেমোরের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থান ছিল মুশরিকরা বড় বড় জাবজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব সুহকে কা'বাৰ অনুসূত মর্যাদা দান করা হত। যেকোন বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সা) এসব গৃহ জুয়িসাং করে দেন।—(কুরাতুবী)

۱۸ ۶۷۸
فِيْزِي—قِسْمَةٌ فِيْزِي شَبَابِيْتِيْ شَبَابِيْتِيْ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُ
أَدْخِلَهُ فِيْزِي—قِسْمَةٌ فِيْزِي পুরুষ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ জুনুম করা,
অধিকার খর্দ করা। এ কারণেই হয়রত ইবনে আবুস (রা) এর অর্থ
করেছেন নিম্নোক্ত বশ্টন।

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান :

আরবী ভাষায় শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা।
আর্বাতে এই অর্থই বোানো হচ্ছে। এটাই মুশর্রিকদের প্রতিয়া পুজাৰ কাৰণ ছিল। দুই.
ওঘন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। 'একান' তথা দৃঢ়বিজ্ঞাস সেই বাস্তবসম্মত
অকাণ্ড ভাবকে বলা হয়, যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই, যেমন কোরআন
পাক অথবা হাদীসে-মুভাওয়াতির থেকে অজিত জ্ঞান। এর বিপরীতে 'যন' তথা ধারণা
সেই জ্ঞানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয়, বৰং সলোমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
তবে এই সলোম অকাণ্ড নয়, যাতে অন্য কোন সন্তানাই না থাকে, যেমন সাধারণ হাদীস
বাৰা প্রয়াণিত বিধি-বিধান। প্রথম প্রকারকে 'একিমিয়াত' তথা দৃঢ় বিশ্বাসপ্রসূত বিধান-
বলী। বৰং কিউয় প্রকারকে 'যন্মীয়াত' তথা ধারণাপ্রসূত বিধানাবলী বলা হয়ে থাকে।
এই প্রকার ধারণা শরীয়তে ধর্তব্য। এর পক্ষে কোরআন ও হাদীসে সাক্ষা-প্রমাণ বিদ্যমান
রয়েছে। এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব—এ বিষয়ে সবাই একমত।
আলোচ্য আঘাতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তাৰ অর্থ অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা।
তাই কোন খটক নেই।

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّهُ عَنْ ذِكْرِيَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَيِّلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
رِبْعِيزْ نَحَّالَذِينَ أَسَاءُوا إِيمَانَهُمْ وَيَجِزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا إِلَيْهِ
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ
الْمُغْفِرَةِ ۝ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنْشَأْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا نَتْفَرَأْجِعُهُمْ فِي
بُطُونِ أَمْهَاتِكُمْ ۝ فَلَا تُرْكُو أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْشَأَ
۝

(২৯) অতএব, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পাখির জীবনই কামনা করে তার তরক থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। (৩০) তাদের জানের পরিধি এ পর্যন্তই। নিচের আপনার পালনকর্তা তাঁর জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছুত হয়েছে এবং তিনিই তাঁর জানের কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে। (৩১) নড়োমগল ও কৃমগলে যা কিছু আছে, সবই আজাহ্র, যখন তিনি মন্দ কর্মদেরকে তাদের কর্মের প্রতিক্রিয়া দেন এবং সৎকর্মদেরকে দেন তাঁর ক্ষমা, (৩২) যারা বড় বড় গোনাহ্ ও অলীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে ছাউটাউ অপরাধ করলেও নিচের আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিচ্ছুত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে তাঁর জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সুষ্ঠুত করেছেন হৃতিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কঠি শিখ হিলে। অতএব, তোমরা আশ্বশ্রেৎসা করো না। তিনি তাঁর জানেন কে সৎকর্মী?

উকসীরের সার-সংক্ষেপ

جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ أَفَلَمْ يَتَعْقِلُوْنَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُلْفِتُونَ

থেকে জানা গেল যে, মুশর্রিকরা হঠকারী। কোরআন ও হিদায়ত মাহিল হওয়া সম্বেদে তাঁরা অনুমান ও প্রয়োগ করে। হঠকারীর কাছ থেকে সত্য প্রাপ্তির আলা করা যায় না (অতএব) যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পাখির জীবনই কামনা করে, আপনি তাঁর তরক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (কেবল পাখির জীবন কামনা করে বলেই পরিকল্পনা বিস্তাস করে না, যা ১৪:৩২ থেকে উপরে জানা গেছে)। তাদের জানের পরিধি এ পর্যন্তই (অর্থাৎ পাখির জীবন পর্যন্তই)। অতএব, তাদের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। তাদেরকে আজাহ্র কাছে সোপর্দ করুন। আপনার পালনকর্তা তাঁর জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছুত এবং তিনিই তাঁর জানের কে সুপথপ্রাপ্ত। (এ থেকে তাঁর জান প্রমাণিত হয়েছে।) নড়োমগল ও কৃমগলে যা কিছু আছে, সবই আজাহ্র। (যখন তাঁর ও কুসরতে আজাহ্র করিয়ে এবং তাঁর আইন ও বিধানা-বজী পাজনের দিকে যানুস দুই প্রকার-পথচারী ও সুপথপ্রাপ্ত, তখন) পরিপোষ এই হে, তিনি মন্দ কর্মদেরকে তাদের (মন্দ) কর্মের বিমিশ্যে (বিশেষ ধরনের) প্রতিক্রিয়া দেবেন। এবং সৎকর্মদেরকে তাদের সৎ কর্মের বিনিয়োগ (বিশেষ ধরনের) প্রতিক্রিয়া দেবেন। (কাজেই তাদের ব্যাপার তাঁরই কাছে সোপর্দ করুন। অতঃপর সৎকর্মদের পরিচয় দান করা হচ্ছে।) যারা বড় বড় গোনাহ্ এবং (বিশেষ করে) অলীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে, ছাউটাউ গোনাহ্ করলেও (এখনে যে সৎ কর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে, তা ছাউটাউ গোনাহ্ যারা ছুটিযুক্ত হয় না)। আরাতে উলিখিত ব্যতিক্রমের অর্থ এই হে, আরাতে যে সৎকর্মদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং আজাহ্র প্রিয়পুর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাদের তাসিকা-কুকু হওয়ার জন্য বড় বড় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকল তো শৰ্ত, কিন্তু যাকে আবে ছাউটাউ গোনাহ্ হয়ে যাওয়া এর পরিপন্থী নয়। তবে ছাউটাউ গোনাহ্ ও কঠিত হয়ে যাবে শৰ্ত

—অভ্যাস না হওয়া চাই এবং বাস্তবার না করা চাই। বাস্তবার ক্ষমতে ছোটখাটি গোনাহ্ব বড় গোনাহ্ব হয়ে যায়। বাতিক্রমের অর্থ এরাপ নয় যে, ছোটখাটি গোনাহ্ব করার অনুমতি আছে। বড় বড় গোনাহ্ব থেকে বেঁচে থাকার যে শর্ত রয়েছে, এর অর্থ এরাপ নয় যে, বড় বড় গোনাহ্ব থেকে বেঁচে থাকার উপর সৎকর্মীদের সৎকর্মের উত্তম প্রতিদান পাওয়া নির্ভরশীল। কেননা, যে বড় বড় গোনাহ্ব করে, সেও কোন সৎ কর্ম করাজে তার প্রতিদান পাবে। আজ্ঞাহ্ব বলেন :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُبَرِّهُ

সুত্রাঃ এই শর্ত প্রতিদান দেওয়ার দিক

দিয়ে নয়; বরং তাকে সৎকর্মী ও আজ্ঞাহ্ব প্রিয়পাত্র উপাধি দান করার দিক দিয়ে। উপরে মন্তব্য কর্মীদেরকে শান্তিদানের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে গোনাহ্বগ্রামদেরকে নিরাশ করার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে তারা ইঞ্চান ও তওরা করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। এছাড়া সৎকর্মীদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার উচ্চাদার কারণে তাদের আক্ষতরিতায় লিঙ্গ হওয়ার ধারণাও আশঁকা রয়েছে। তাই পরবর্তী আয়তে উভয় প্রকার ধারণা খনন করে বলা হচ্ছে : যিচ্ছে আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুন্দর বিস্তৃত। অতএব, যারা গোনাহ্ব-গার তারা যেন ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সাহস হারিয়ে না ফেলে। তিনি ইচ্ছা করলে কৃকর ও শিরক ব্যাতীত সব গোনাহ্ব ক্ষপাবশতই মাঝ করে দেন। অতএব, ক্ষতিপূরণ করলে কেন মাঝ করবেন না। এমনিভাবে সৎকর্মীরা যেন আক্ষতরী না হয়ে উঠে। কেননা, যাকে মাঝে সৎ কর্মে অপ্রকাশ ছুটি মিলিত হয়ে যায়। ফলে সৎ কর্ম প্রহপোগ্য থাকে না। সৎ কর্ম যখন প্রহপোগ্য হবে না, তখন সৎকর্মী আজ্ঞাহ্ব প্রিয়পাত্র হবে না। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তোমাদের কেন অবস্থা তোমরা নিজে জানবে না এবং আজ্ঞাহ্ব তা'আজা জান-বেন। শুরু থেকেই এরাপ হয়ে আসছে। সেমতে) তিনি তোমাদের সম্পর্কে (ও তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে শুধু থেকে) ডাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদম (আ)-কে তার যাধ্যতে তোমরাও মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছ এবং যখন তোমরা আত্মগর্ভে কঠি লিপ্ত হিলে। (এই উভয় অবস্থায় তোমরা নিজেদের সম্পর্কে কিছুই জানতে না, কিন্তু আমি জানতাম। এমনিভাবে এখনও তোমাদের নিজে-দের ব্যাপারে অনবিহিত হওয়া এবং আমার অবহিত ও ওয়াকিফছাল হওয়া কেন আশ্চর্যের বিষয় নয়)। অতএব, তোমরা আক্ষতরিত করো না। (কেননা) তিনি ডাল জানেন কে তাকওয়া অবলম্বনকারী ! (অর্থাৎ তিনি জানেন যে, অনুক তাকওয়া অবলম্বনকারী নয়, যদিও দৃশ্যত উভয়েই তাকওয়া অবলম্বন করে)।

আমুবলিক ভাষ্টব্য বিষয়

فَأَعْرِضْ عَمَنْ تَوْلِي عَنْ ذِئْنِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَسْوَةَ الدَّنْهَا - ذَلِكَ

مَبْلِغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

কামনা করে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ক্ষিরিয়ে নিন। তাদের জানের দৌড় পাথির
জীবন পর্বতই।

কোরআন পাক পরকাল ও কিয়ামতে অবিসামীদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে।
পরিভ্রান্তের বিষয় ইংরেজী লিঙ্গা এবং পাথির কোড়ি-লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা
তাই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সকল জীবন-গবিন্দি ও শিক্ষাগত উচ্চতির প্রচেষ্টা
কেবল অর্থনৈতিকেই কেজু করে পরিচালিত হচ্ছে। জুন্ডও আমরা পরকালীন বিষয়াদির
প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রসূলে পাক (সা)-এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ
আশা করি; কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আরাহত তাঁ'আলা তাঁর রসূলকে এহেন অবস্থা-
সম্পর্কের দিক থেকে মুখ ক্ষিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন। মাউন্টবিলাহি মিনহা।

إِلَّا الَّذِينَ يَجتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهُمَّ

তা'আলার নির্দেশ পাখনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসন্তুক আলোচনা করে তাদের পরিচয়
এই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা সাধারণভাবে করীরা তথা বড় বড় গোনাহ থেকে এবং
বিশেষভাবে নির্জন কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে **لَمْ** শব্দের মাধ্যমে বাতিল্য
প্রকাশ করা হচ্ছে। এই বাতিল্যের সারমর্ম উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত
হয়েছে যে, ছাউটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া। তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বৃক্ষিত করে না।

—

لَمْ শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেবীগণের কাছ থেকে দু'রক্য উক্তি
বলিত আছে। এক. এর অর্থ সঙ্গীরা অর্থাৎ ছাউটখাট গোনাহ। সূরা নিসার আয়াতে একে

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ فَلَنْ يَكُفِّرُنَّكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ । سীহান

এই উক্তি হস্তরত ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইবনে কাসীর বর্ণনা করেছেন।
দুই. এর অর্থ সেসব গোনাহ, যা কসাঠি সংঘাটিত হয়, অতঃপর তা থেকে তওবা করত
ঠিকভাবে বর্জন করা হয়। এই উক্তি ও ইবনে কাসীর প্রথমে হস্তরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে
হস্তরত ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই
যে, কোন সৎ জোক রাব্বা ঘটনাটকে করীরা গোনাহ হয়ে গোলে হনি সে তওবা করে, তবে সে-ও
সৎকর্ম ও মুক্তাকীদের তাজিকা থেকে বাদ পড়বে না। সূরা আল-ইমরানের এক আয়াতে
মুজাকীদের ক্ষণবক্ষি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বলিত হয়েছে। আয়াত এই :

**وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَا حَسَّةً أَ وَظَلَمُوا أَ نَغْسِهِمْ ذَكْرُوا اللَّهَ فَإِنْ قَفَرُوا أَ
لِذْنُو بِهِمْ وَمَنْ يَفْعُلُ الدُّنْوَبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ -**

অর্থাৎ তারাও মুভাকীদের ভালিকাত্তুজ্জ, আদের দ্বারা কোন অলৌল কার্য ও কবীরা গোনাহ্ হয়ে আস্ব অথবা গোনাহ্ করে নিজের উপর ঝুলুম করে বসমে তৎক্ষণাত্ত আল্লাহকে স্মরণ করে ও গোনাহ্ থেকে কমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ বাতীত কে গোনাহ্ কমা করতে পারে? হা গোনাহ্ হয়ে যায়, তার উপর অতি থাকে না। অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সগীরা তথা ছেটখাটি গোনাহ্ বারবার করা হলে এবং অঙ্গাস করে নিলে তা কবীরা হয়ে থার। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে **لَمْ** এর তফসীরে এমন গোনাহ্‌র কথা বলা হয়েছে, যা বারবার করা হয় না।

সগীরা ও কবীরা গোনাহের সংজ্ঞা দ্বিতীয় খণ্ডে সুরা নিসার

إِنْ تَجْتَنِبُوا

كَبَّا ثُرَّ مَا تُنْهَوْنَ

আয়াতের তফসীরে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا نَشَأْكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا نَتَمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

—**اجنة**— শব্দটি প্রাচী—এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভাবিত জন্ম। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জান রাখে না, যতটুকু তার প্রল্টা রাখেন। কেননা, মাতৃগর্ভে স্থিটের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোন জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার প্রল্টা বিভিন্ন স্থিটের ক্ষেত্রে তাকে গড়ে তোলে। আয়াতে মানুষের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোন ভাল ও সৎ কাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকার্তা নয়; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অস-প্রত্যায় তিনি তৈরী করেছেন। অস-প্রত্যায়কে তিনিই গতিশীল করেছেন। অন্তরে সৎ কাজের প্রেরণা ও সৎকর্ম তাঁরই তওঁকীক দ্বারা হয়। অন্তএব, মানুষ অতবড় সৎকর্মী, মুস্তাকী ও পরাহিয়গারই হোক নাকেন, নিজ কর্মের জন্য গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভালবস্ত সব সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভাল হবে কি যদি হবে, তা এখনও জানা নেই। অন্তএব, পর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আয়াতে এ কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

فَلَأْتَرْ كَوَا أَنْفَسْكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنِ التَّقْيَى — অর্থাৎ তোমরা নিজেদের

পরিষ্কৃত দাবী করো না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলাই তাম জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। প্রেরিত আল্লাহ্ ভীতির উপর নির্ভরশীল—বাহ্যিক কাজ কর্মের উপর নয়। আল্লাহ্ ভীতি ও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কালোম থাকে।

ইহুরুত স্বর্ণব বিনাতে আবু সালামা (রা)-র পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন ‘বারবা’, তার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্না **أَنْفَسْكُمْ هُوَ لَلَّا أَنْتَ رَكِبٌ** আয়াত

তিমাওয়াত করে এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ এতে সৎ হওয়ার সাবী রয়েছে। অঙ্গপর তীর নাম পরিবর্তন করে অম্বনব রাখা হয়।—(ইবনে কাসীর)

ইমাম আহমদ (র) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (র) থেকে বর্ণনা করেন, জনেক বাত্তি রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে জন্ম এক বাত্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন : তুমি যদি কারও প্রশংসা করতেই চাও, তবে একথা বলে কর : আমার জানা যতে এই বাত্তি সৎ, আল্লাহতীক। সে আল্লাহর কাছেও পাক-পবিত্র কিনা আমি জানি না।

أَفَرَبِيتَ الَّذِي تَوْلَىٰ ۝ وَأَعْطَلَ قَلِيلًا ۝ وَأَكُدْمَءَ ۝ أَعِنْدَهُ عِلْمٌ
 الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ۝ أَمْ كَفَرْتُ بِمَا فِي صُحْفٍ مُّوْسَىٰ ۝ وَابْرَاهِيمَ
 الَّذِي وَقَىٰ ۝ أَلَا تَنْزِرُ وَإِنْ رَأَةٌ ۝ وَرَأَ آخْرَىٰ ۝ وَأَنْ لَيْسَ لِالْإِنْسَانِ
 إِلَّا مَا سَهَّلَ ۝ وَأَنَّ سَعْيَهُ سُوقٌ يُرْبَىٰ ۝ ثُمَّ يُجْزِمُهُ الْجَرَاءَ الْأَوْقَىٰ ۝
 وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۝ وَأَنَّهُ هُوَ أَنْعَكَ وَأَبْكَ ۝ هَوَانَهُ هُوَ أَمَاتَ
 وَأَخْيَاهُ ۝ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الدَّكَرَ وَالْأَنْثَىٰ ۝ مِنْ نُطْفَتِهِ إِذَا
 شُئْنِي ۝ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَىٰ ۝ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝ وَ
 أَنَّهُ هُوَ بِالشِّعْرِ ۝ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝ وَشَوَّدًا فِيمَا
 أَنْتَهُ ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ قِنْ قَبْلُ ۝ إِنْهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ ۝ وَأَطْفَلُ
 وَالْمُؤْتَفَكَهُ أَهْوَىٰ ۝ فَخَسِّهَا مَاغْشَىٰ ۝ فَيَاٰكَ الْأَمْرَيْكَ تَمَارِيْ
 هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ ۝ أَرِقَتِ الْأَرْزَقَهُ ۝ لَيْسَ لَهَا مِنْ
 دُونِ اللَّهِ كَاشَفَهُ ۝ أَقِمْ هَذَا الْحَدِيْثَ تَعْجِبُونَ ۝ وَتَصْحَّوْنَ
 وَلَا تَبْكُونَ ۝ وَأَنْتُمْ سَمِعْدَوْنَ ۝ فَاسْجُدُ فِي اللَّهِ وَاعْبُدُهُ وَاقِعٌ

(৩৩) জানিনি কি তাকে দেখেছেন, যে সুখ কি নিয়ে নেন (৩৪) এবং দেখ সামান্যই উপায় হচ্ছে বার। (৩৫) তার কাছে কি অসুস্থের জন্ম আছে থে, সে দেখে ? (৩৬) তাকে কি

জানানো হয়নি যা আছে মুসার কিতাবে, (৩৭) এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? (৩৮) কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও মৌনাহ নিজে বহন করবে না (৩৯) এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে (৪০) তার কর্ম শৌভই দেখা হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (৪২) তোমার পালনকর্তার কাছে সবকিছুর সমাপ্তি, (৪৩) এবং তিনিই হাসান ও কাসান (৪৪) এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান (৪৫) এবং তিনিই স্মিষ্ট করেন শুঁগল—শূরুয় ও নারী (৪৬) একবিদ্যু বীর্ষ থেকে ব্যথন স্থগিত করা হয়। (৪৭) শুনুন্নামের দায়িত্ব তীরই, (৪৮) এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৪৯) এবং তিনিই শিরা নক্ষত্রের মালিক। (৫০) তিনিই পর্যবেক্ষণ ‘আদ সম্মানয়কে খ্রস করেছেন। (৫১) এবং সামুদকেও অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেন নি। (৫২) এবং তাদের গুরু নুহের সম্মানকে, তারা ছিল আরও জালিয় ও অবাধ্য। (৫৩) তিনিই জনপদকে শুনো উজোলম বন্দর নিক্ষেপ করেছেন (৫৪) অতঃপর তাকে আচ্ছাদ করে দেয় যা আচ্ছাদ করার। (৫৫) অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন অনুপ্রাণকে মিথ্যা বলবে? (৫৬) অতীতের সতর্ক-কারীদের স্থানে সে-ও একজন সতর্ককারী। (৫৭) কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৮) আশাহ বাতীত কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৫৯) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? (৬০) এবং হাসান—ক্ষমন করছ না? (৬১) তোমরা ঝৌঢ়া-কৌতুক করছ, (৬২) অতএব, আশাহকে সিজদা কর এবং তার ইবাদত কর।

শানে-মুমুজ : দুর্বর মনসুরে ইবনে জরীর (র)-এর এক রেওয়ায়েতে বলিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইসলাম প্রাপ্ত করলে তার বক্তু এই বলে তাকে তিরক্তার করল বে, তুমি প্রেত্ন ধর্ম কেন ছেড়ে দিলে? সে বলল: আমি আশাহ শাস্তিকে ডয় করি। বক্তু বলল: তুমি আমাকে কিছু অর্থকতি দিলে আমি তোমার শাস্তি নিজের কাঁধে নিয়ে নেব। ফলে তুমি বেঁচে আবে। সেবলে সে বক্তুকে কিছু অর্থকতি দিল। বক্তু আরও চাইলে সে সামান্য ইতৃষ্ণু করার পর আরও দিল এবং অশিষ্ট অর্থের একটি দলিল লিখে দিল। রাহল যা'আনৌতে এই ব্যক্তির নাম ‘ওলৌদ ইবনে মুগীরা’ লিখিত আছে। সে ইসলামের প্রতি আকৃত হয়েছিল এবং তার বক্তু তাকে তিরক্তার করে শাস্তির দায়িত্ব নিজে প্রাপ্ত করেছিল।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

(সৎকর্মীদের পরিচয় শুনেছেন, এখন) আপনি কি তাকেও দেখেছেন, যে (সত্যধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেব এবং সামান্যই দেয়, অতঃপর বক্তু করে দেয়? (অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে অর্থকতি দেওয়ার উদ্দান নিজ আর্থেজারের জন্য করে, তাকেও পুরোপুরি দেয় না। এ থেকেই বোবা আব বে, এরাপ ব্যক্তি অপরের উপকারের জন্য কিছুই বায় করবে না। এর-সারায় এই বে, সে কৃপণ) তার কাছে কি অদৃশ্যের ভান আছে বে, সে তা দেখে? আর যাধায়ে সে জীবনতে পেরেছে বে, অনুক ব্যক্তি আমার পাপের শাস্তি নিজে প্রাপ্ত করে আমাকে বঁচিয়ে দেবে। তার কাছে কি সেই বিষয়বস্তু পৌছেনি, যা আছে মুসা (আ)-র কিন্তু সম্মুহ [তওরাত ঝৌঢ়াও মুসা (আ)-র দশটি সহীফা ছিল] এবং ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে, সে বিষয়বস্তু পূর্ণরূপে পালন করেছিল? (সেই বিষয়বস্তু) এই যে, কেউ কারও গোবাহ-

(এতাবে) বহন করবে না (স্ব. গোনাহুকারী মৃত্যু হবে থায় । কাজেই সে কিনাপে বুরল
যে, এই ব্যক্তি তার শোমাহু বহন করবে ?) এবং মানুষ (ঈশ্বরের ব্যাপারে) তাই পায়,
যা সে করে (অর্থাৎ অন্যের ঈশ্বান ধারা তার কোন উপকার হবে না । সুতরাং তিনিকারু-
কারী ব্যক্তির ঈশ্বান থাকলেও তা তার উপকারে আসত না । তার ঈশ্বান না থাকলে তো
কথাই নেই ।) এবং মানুষের কর্ম শীঘ্ৰই দেখা হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া
হবে । (এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি নিজের সাঙ্গের চেষ্টা থেকে কিছিবে গাফিল হবে শেষ ?)
এবং আগনীর পীড়নকর্তার কাছে সবাইকে পৌছতে হবে । (এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি
কিনাপে নিষিদ্ধ হবে শেষ ?) এবং তিনিই হাসান ও কৌদীন এবং তিনিই যাবেন ও বাঁচাব ।
তিনিই পুরুষ ও নারীর মুগজ (গৰ্ভাশয়ে) স্থানিক একবিলু বীর্য থেকে হৃষিট করেন ।
(অর্থাৎ সব কাজকর্মের তিনিই মালিক—অন্য কেউ নয় । এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি কিনাপে
বুন্দে নিলে, কিয়ামতের দিন তাকে আজ্ঞাব থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা অন্যের কর্মান্বত থাকবে) ?
এবং পুনরুদ্ধীরের দায়িত্ব তাঁরই । (অর্থাৎ কারও দায়িত্বের ন্যায় এটা অবশ্যই হবে । অতএব,
কিয়ামত হবে না, এটা শ্রেণ এই ব্যক্তির নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ না হয়) । এবং তিনিই
ধনবান করেন এবং সম্পদ দান করেন । এবং তিনিই শিরা-নক্ষত্রের মালিক । (মূর্ধন্তা মুগে
কোন কোন সত্ত্বদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত । অর্থাৎ পূর্বোক্ত কাজকর্মের এসব কাজকর্ম
ও বিষয়সমূহের মালিকও তিনিই । পূর্বোক্ত কাজকর্ম মানুষের অভিহ্বের অক্ষর্জু । এবং
এসব কাজকর্ম মানুষের সাথে সংযোগিত বিষয়সমূহের অক্ষর্জু । সম্পদ ও নক্ষত্র উজ্জ্বল করার
মধ্যে সম্ভবত ইঙিত আছে যে, তোমরা আকে সাহায্যকারী মনে কর, তার মালিকও আমিই ।
অতএব, কিয়ামতে অন্যান্য এসব কাজকর্মের অধিকারী হবে কিনাপে ?) এবং তিনিই আদি
আদি সত্ত্বদায়কে (কুকুরের কারণে) খৎস করেছেন এবং সামুদ্রকেও, অতঃপর কাউকে
অব্যাহতি দেন নি । তাদের পূর্বে কওয়ে নৃহকে (খৎস করেছেন) । তারা ছিল আরও
জাগিম ও অবাধ্য । কারণ, সাড়ে নয়শ বছরের দাওয়াতের পরও তারা পথে আসেনি এবং
(জুতের) জনপদকে শুনে উত্তোলন করে তিনিই নিষেপ করেছেন, অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন
করে নেয়, আ আচ্ছন্ন করার । (অর্থাৎ উপর থেকে প্রস্তর বিহিত হতে থাকে । অতএব, এই
ব্যক্তি হনি এসব ঘটনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করত, তবে কুকুরের আজ্ঞাবকে ভয় করত ।
অতঃপর বলা হচ্ছে যে, হে মানুষ ! তোমাকে এমন বিষয়বস্তু জানানো হল, যা হিন্দাস্ত হওয়ার
কারণে এক একটি নিয়মান্বয় । অতএব, কুয়ি তোমার পাইনকর্তার কোন নিয়ামতকে
অঙ্গীকার করবে ? (এবং এসব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে উপকৃত হবে না ?) তিনিও
(অর্থাৎ এই পরমগুরাও) অঙ্গীতের সতর্ককারীদের মধ্যে একজন সতর্ককারী । (তাঁকে
মনে নাও । কারণ) ছুত আগমনকারী বিষয় (অর্থাৎ কিয়ামত) নিকটে এসে গেছে ।
(যখন তা আসবে, তখন) আজ্ঞাহু ব্যক্তি কেউ একে হত্তাতে পারবে না । (সুতরাং কারও
কুকুরসাথ নিষিদ্ধ হস্তে থাকার অবকাশ নেই । অতএব, এমন কুকুর কথাবার্তা জনেও)
তোমরা কি এই বিষয়ে আচর্ষণোধ করছ ? এবং (পরিহাসছলে) হাসছ—(আজ্ঞাবের
ভয়ে) ক্রসন করছ না ? তোমরা অহংকার করছ । (এ থেকে বিরত হও এবং পরমগুরের

শিক্ষা অনুযায়ী) আজাহ্‌র আনুগত্য কর এবং (শিরকবিহীন) ইবাদত কর, (যাতে তোমরা মুক্তি পাও)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَفْرَأَيْتَ اللَّهُ تَوْلِي—تَوْلِي——এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। উদ্দেশ্য আজাহ্ তা'আজার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো।

أَكْدِي——ক্ষণিক থেকে উত্তৃত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কৃপ অথবা ভিত্তি থমন করার সময় ঘৃতিকা গর্জ থেকে বের হয় এবং অনন্যকার্যে বাধা স্থিতি করে। তাই এখানে **أَكْدِي**—এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিন, এরপর হাত উঠিয়ে নিন। উপরে আয়াতের শামে-নৃশূলে থে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সূচ্পলট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে সৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আজাহ্ র পথে কিছু ব্যয় করে অতঙ্গের তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আজাহ্ র আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তফসীর হয়রত মুজাহিদ, সায়দ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বলিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

أَعْذَدَةُ عِلْمَ الْغَيْبِ فَهُوَ هُنْدِي—শামে-নৃশূলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বক্তুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আয়াব আমি যাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ মৌকাটি বক্তুর এই কথায় কিরাপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অসুলোর জ্ঞান আছে, যদ্বারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বক্তু তার শাখি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলা বাইবলা, এটা নিরেট প্রত্যারণা। তার কাছে কোন অসুলোর জ্ঞান নেই এবং অনা কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শামে-নৃশূলের ঘটনা থেকে সৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দামকার্য শুরু করে তা বক্ত করে দেওয়ার কারণ এই ধারণা হতে পারে যে, উপর্যুক্ত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে। এই ধারণা খন্দন করার জন্য বলা হয়েছে, তার কাছে কি অসুলোর জ্ঞান আছে, যদ্বারা সে স্বেচ্ছন দেখতে পাচ্ছে জ্ঞে, এই সম্পদ খত্য হবে যাবে এবং তৎস্থলে অন্য সম্পদ সে জোড় করতে পারবে না? এটা জুল। তার কাছে অসুলোর জ্ঞান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নহ। কেননা, কোরআন পাকে আজাহ্ তা'আজা বলেন:

مَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ—অর্থাৎ তোমরা যা ব্যয় কর, আজাহ্ তা'আজা তোমাদেরকে তার বিকল্প জ্ঞান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিহিকদাতা।

ଚିନ୍ତା କରାଳେ ଦେଖା ଆଜି, କୌରାଜୀନେର ଏହି ବାଲୀର ସତ୍ୟତା କେବଳ ଟାକା-ପରିସାର ଛେଡିଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ । ସର୍ବେ ମାନୁଷ ଦୁନିଆତେ ହେ କୋମ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହୀ କରେ, ଆଜାହ୍ ତା'ଆଜା ତା'ର ଦେହେ ତା'ର ବିକଳ ଶୁଣି କରାତେ ଥାକେନ । ନତୁବା ମାନୁଷଦେହର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟାମ ସମ୍ମାନ ନିରମିତ୍ତ ଓ ହତ, ତା'ର ସ୍ଥାଟ୍-ସତ୍ତର ବହୁର ବ୍ୟବହାର କରାର ଦକ୍ଷିଣ ତା କ୍ଷମ ହରେ ଫେରି । ପରିଶ୍ରମର ଫଳେ ମାନୁଷରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟାମ ହତଟୁକୁ ଛକ୍କା ହେ, ଆଜାହ୍ ତା'ଆଜା ଅଧିକରିତ ମେଘିନେର ନ୍ୟାଯ ତା'ର ବିକଳ ଭିତର ଥେବେଇ ଶୁଣି କରାନ୍ତେ ଥାକେ । ଅର୍ଥ-ସଂଦେହ ବାପାରେଓ ତମ୍ଭୁପ । ମାନୁଷ ବାହୀ କରାତେ ଥାକେ ଆର ତା'ର ବିକଳ ଆଗମନ କରାତେ ଥାକେ ।

انفع یا بلا ل و لا تکش من : رام‌جھاٹ (سما) ہر رنگت ویلاؤں (را) کے بولئے : دی العرش اپلا لا
ویلاؤں، آڑاٹھر پتوہ بولی کرائے ٿاک چوٽ آشک کا کاررو ڻا
که، آرلنےوں چدھپاتی آڈاٹھر ڈوامیا کے میڄن کرے دیوئن۔—(ایوئن کاؤئیز)

—آمَّ لَمْ يُنْهَا بِمَا فِي مُحَكَّفٍ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفِي
আঞ্চলিক হরুরাজ ইব্রাহীম (আ)-এর একটি বিশেষ খণ্ড বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে।
وَفِي شَبَابِهِ الرَّجُلِيِّ وَمَوْلَانِهِ الْجَنِيِّ وَفَاءُ

ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ উপ, অঙ্গীকার পুরাণের কিঞ্চিৎ বিবরণ : উদ্দেশ্য এই
থে, ইবরাহীম (আ) আঙ্গীকার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আঙ্গীহ্য
আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পদ্মপাত্র পৌছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার
সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অশ্রীপৌরীকাঙ্গও অবতীর্ণ
হতে হয়েছে। **وَفِي** শব্দের এই তফসীর ইবনে কাসীর, ইবনে অবীর প্রমুখের মতে।

কোন কৌম হাসীসে ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড বোরানোর জন্য **وْفِي** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরোক্ত তত্ত্বসীরের পরিপন্থী নয়। কেননা, অবীকার পাইন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ড-সহ আল্লাহর বিধানবলী প্রতিপাদন এবং আল্লাহর আনুগতও দাখিল আছে। এছাড়া রিসাজতের কর্তব্য পাইনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশ্লেষনও এর পর্যাপ্তজূক্তি। হাসীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও একের অন্তর্ভুক্ত।

উনিহুগত আবৃ ওসামা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, রসুলুল্লাহ (স) **وَابْرَأ**

তিরমিয়ীতে আবৃ ঘর (রা) বণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া আছে।
রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

أَبْنَ أَدْمٍ أَرْبَعُ لِي أَرْبَعَ رِكْعَاتٍ مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ كَفَى أَخْرَهُ -

অর্থাৎ আল্লাহু বলেন : হে বনী আদম, দিনের উক্ততে আমার জন্য চার রাক'আত নামের
পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

মুঘায় ইবনে আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি শোমা-
দেরকে বলছি, আল্লাহু তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে **الذِي وَفَى** খেতাব কেন দিলেন।
কারণ এইস্বে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেন :

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِلْمَنْ تَمْسُونْ وَحِلْمَنْ تُمْبِحُونْ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
السُّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَعِشَاهَا وَحِلْمَنْ تُطَهِّرُونْ -
(ইবনে কাসীর) —

মুসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষা : কোরআন পাক পূর্ব-
বর্তী কোন পয়গম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উক্ত করার মানে এই হয় যে, এই উক্তমতের জন্যও
সেটা অবশ্য পাইনোয়। তবে এর বিপক্ষে কোন আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ডিম
কথা। পরবর্তী আঠার আয়াতে সেই সব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, বেগুনো মুসা
ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কস্ফুর
কর্মগত বিধান যাত্র দুটি। অবশিষ্ট শিক্ষা উপদেশ ও আল্লাহর কুদরতের নির্দশনাবলীর
সাথে সম্পৃক্ষ। কর্মগত বিধানদ্বয় এই :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ إِنْ لَا تَزِرُوا زَرًا وَزِرًا خَرَىٰ
— ৬৭ —
শব্দের আসল অর্থ বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোম বোঝা বহুমকাবী
বিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহুম করবে না। এখানে বোঝা অর্থ পাপ ও শাস্তির বোঝা।
উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন এক বাত্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং
অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারিও হবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :
— وَإِنْ تَدْعُ مُتْقَلَّةً إِلَىٰ حِلْمِهَا لَا يَعْهَلُ مِنْهُ شَيْءٍ — অর্থাৎ কোম শক্তি মদি
পাপের বোঝায় ভারাক্তান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহুম
কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহুম করার সাধ্য কারও হবে না।

একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করা হবে না : এই আয়াতের শান্ত-নুহুলে বণিত
বাত্তির ধারণাও অসার প্রয়োগিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে

ইচ্ছুক ছিল। তার বজ্ঞ তাকে তিরকার করল এবং নিশ্চমতা দিল যে, বিস্ময়তে কোন আহাব হলে সে নিজে তা প্রহপ করে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আহাত থেকে জানা গেল যে, আজ্ঞাহর দরবারে একের শোনাহে অপরকে পাকড়ও করার কোন সম্ভাবনা নেই।

এক হাদীসে বিশিত হয়েছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের মোকজন অবেদ্ধ বিলাপ ও ক্রস্তন করলে তাদের এই কর্মের কারণে মৃতের আহাব হয়। এটা সেই ব্যক্তির বাপারে, যে নিজেও মৃতের জন্য বিলাপ ও আহাজারিতে অভ্যন্ত হয় অথবা স্বে ওয়ারিস-দেরকে উসীয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর স্বে বিলাপ ও ক্রস্তনের ব্যবহা করা হয়।—(মাঝহারী) এমতাবস্থার তার আহাব তার নিজের কারণে হয়, অন্যের কর্মের কারণে নয়।

বিতৌর বিধান হচ্ছে — رَأَنْ لِيُسْ لِلْأَنْسَابِ إِلَّا مَا سَعَى

যে, অপরের আহাব হেমন কেউ নিজে প্রহপ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারও নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণগত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে কর্তৃ নামায় আদায় করতে পারে না এবং ফরয় রোয়া রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরয় নামায় ও রোয়া থেকে মুক্ত হয়ে আয়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবৃল করতে পারে না, আর ফলে অপরকে মু'যিন সাব্যস্ত করা আয়।

আলোচ্য আহাতের এই তফসীরে কোন আইনগত খট্কা ও সন্দেহ নেই। কেননা হজ্জ ও শাকাতের প্রথে বেশীর বেশী এই সন্দেহ হতে পারে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে আইনত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করতে পারে অথবা অপরের স্বাকাত তার অনুমতিক্রমে দিতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা আয় যে, এই সন্দেহ ঠিক নয়। কারণ, কাউকে নিজের হজ্জে বদলী হজ্জের জন্য প্রেরণ করা এবং তার ব্যায়ভার নিজে বহন করা অথবা কাউকে নিজের তরক থেকে স্বাকাত আদায় করার অদেশ দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির নিজের কাজ ও চেল্টারই অংশ বিশেষ। তাই এটা আহাতের পরিপন্থী নয়।

‘ইসালে সওয়াব’ শব্দ মৃতকে সওয়াব পেঁচানো : উপরে আহাতের অর্থ এই জানা গেল যে, এক ব্যক্তি অপরের ফরয় ঈমান, ফরয় নামায় ও ফরয় রোয়া আদায় করে তাকে ফরয় থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এতে জরুরী হয় না যে, এক ব্যক্তির নকল ইবাদতের উপকারিতা ও সওয়াব অন্য ব্যক্তি পেতে পারে না। বরং এক ব্যক্তির দোয়া ও দান-খয়রাতের সওয়াব অপর ব্যক্তি পেতে পারে। এটা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আলিমগণের সর্বসম্মত ব্যাপার।—(ইবনে কাসীর)

কেবল কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব অপরকে দান করা ও পেঁচানো জায়েস কি না, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) মতভেদ করেন। তাঁর মতে এটা জায়েস নয়। আলোচ্য আহাতের ব্যাপক অর্থসূচিতে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ ইমাম ও ইমাম আবু-হানীফা (র)-র মতে দোয়া ও দান-খয়রাতের সওয়াব অপরকে পেঁচানো আয়, তেমনি কোরআন তিলাওয়াত ও অতোক নকল ইবাদতের সওয়াব অপরকে পেঁচানো

জায়েব। এরাপ সওয়ার পৌছালে সংঠিত ব্যক্তি তা পাবে। কুরতুবী বলেন : অনেক হাদীস সাঙ্গ দেয় থে, মু'মিন কান্তি অপরের সহ কর্মের সওয়াব পায়। তফসীরে মাঝারীতে এ স্থলে এসব হাদীস বিভাগিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে মুসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার বয়াত দিয়ে থে দুটি বিধান বর্ণিত হল, এগুলো অন্যান্য পরগনারের শরীফতেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হয়রত মুসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁদের আয়লে এই মুর্খতাসুন্দর প্রথা ব্যাপক প্রসারমাত্ত করেছিল থে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অধুনা প্রাতা-জ্ঞাকে হত্যা করা হত। তাঁদের শরীফত এই কুপ্রথা বিলীন করেছিল।

وَأَنْ سُلَيْمَانٌ سُفْلِيٌّ

অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টার স্থথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রতোকের প্রচেষ্টার আসল অর্থাপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লা-হুর জন্য করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থে এতে শামিল আছে? রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন : না আল্লাহ্ মাল বাল্নাহ ত। অর্থাৎ কেবল মৃগাত কর্মই স্থথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের ধৰ্ম মিলত থাকা জরুরী।

وَأَنِ الْرَّبِّ الْمَتَهِيٌ

তা'আলার দিকেই ফিরে থেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরাপ সাব্যস্ত করেছেন থে, যানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ্ তা'আলার সজ্ঞার পৌছে নিঃশেষ হয়ে আয়। তাঁর সজ্ঞা ও তৃণ-বনীর অরাপ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা আসল না এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার অনু-মতিও নেই; যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলার অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে; তাঁর সজ্ঞা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহ্ তানে সোপর্স কর।

وَإِنْ هُوَ أَضَعُكْ وَأَبْكِي

অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে আনন্দ ও শোক এবং এবং এর পরিপন্থিতে হাসি ও কাঙ্গা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং এতদৃঢ়মাত্রে তাঁদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পূর্ণ করে ব্যাপার শেষ করেদেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা আয় যে, কারণও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কাঙ্গা অথবা তাঁর কিংবা অন্য কারণও কর্মাত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ক্রম্ভনকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাসারতদেরকে এক যিনিটের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন। কবি চমৎকার বলেছেন :

بَكْوْشْ كُلْ جَهَ سَلْخَنْ كَفْنَتْ كَعْ خَنْدَانْ سَنْ

بُعْد لیب چہ فرمودہ کے نالاں ست

— اغنا = غناء — و آنڈا هوا غنی و اقنى
شندے ر ار بھ اپنار کے خنادا کردا۔ قندھڑی شندٹی خدکے طبعت۔ ار ار سخنچکت
و ریجاوی سلسلہ۔ آسراڈر کے طبعت۔ آسراڈ تاً آسراڈ مانو شکر کے خنداں و آجداہ
مکھ کر دئے اور بھنی اسکے ہیچھا سلسلہ دنائ کر دئے آسراڈ سے تاً سخنچکت کر دے۔

— وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرِيِّ — একটি নকশের নাম। আরবের কোন

—وَالْمُرْتَفَعَةَ أَهْوَى—
এর শাবিক অর্থ সংলগ্ন। এখানে কয়েকটি
জনপদ ও সহর একত্র সংমিশ্র হিল। হয়রত মৃত (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। আবাধা তা
ও বিলক্ষণভাবে প্রাণিদ্বারা প্রিয়বরাইল (আ) তাদের জনপদসমূহ উল্লেখ দেন।

—**فَخَاتِهَا مَا غَشَى**—অর্থাৎ আচ্ছায় করে নিম অনপদগুলোকে উল্লেষ দেওয়ার
পর। তাদের উপর অস্তর বর্ণন করা হয়েছিল। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত
হস্তা (আ) ও ইব্রাহীম (আ)-এর কিভাবের বরাত দিয়ে বশিষ্ঠ শিঙ্কা সহায়ত হল।

تمر-نَهَائِيَّ الْأَعْرَبِ رَبِّكَ تَقْمَارِي
নদের অর্থ বিদান ও বিজ্ঞাপিতা করা।

জে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং যুসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় বিপিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর শিক্ষার সত্ত্বাত্মক বিচ্ছুমাত্রও সম্মতের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের খৎস ও আয়াবের ঘটনাবলী কৈনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া আয়ন। এটা আয়াহ তা'আলার একটা নিয়ামত। এতদ-সম্মতেও তোমরা আয়াহ তা'আলার কোন্ কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে।

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ اللَّهِ رَبِّ الْأَوَّلِيَّ

আমের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইনিও অথবা এই কোরআনও পূর্ববর্তী পয়গম্বর অথবা কিভাবসমূহের নামে আয়াহুর পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দীন ও দুনিয়ার সাক্ষণ্য সম্পর্কিত নির্দেশাবলী নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরক্তাচরণ-কারীদেরকে আয়াহুর শাস্তির উর দেখান।

أَرَفَتِ الْأَرْضَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَيْفَيَّةً—অর্থাৎ নিকটে আগমন-

কারী বস্ত নিকটে এসে গেছে। আয়াহ বাতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ, উভয়তে মুহাম্মদী বিশ্বের সর্বশেষ ও কিয়ামতের নিকটবর্তী উভয়ত।

هَذِ الْحَدِيثُ — أَفِيْنَ هَذَا الْحَدِيثُ تَعْجِمُونَ وَتَفْعَلُونَ وَلَا تَبْكُونَ

বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন দ্বয়ং একটি মো'জেছা। এটা তোমাদের সামনে এসে দোহে। এ জন্যও কি তোমরা আশচর্ষবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গোনাহ ও প্রুটির কারণে ক্ষমন করছ না?

وَإِنْ تَقْمِسْ سَادِعْ وَإِنْ سُمْوَدْ —এর জাতিধানিক অর্থ গাফিলতি ও নিশ্চিন্ততা।

এর অপর অর্থ গান-বাজনা করা। এ ছলে এই অর্থও হতে পারে।

فَإِنْ سَبَدْ وَاللهُ وَأَعْبُدْ وَأَ—অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল যানুষকে শিক্ষা

ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবী এই যে, তোমরা সবাই আয়াহুর সামনে বিনয় ও নজ্বতা সহকারে নত হও এবং সিজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

সহীহ বুখারীতে ইবনে আবুস (রা) থেকে বলিত আছে যে, সুরা নজমের এই আয়াত পাঠ করে রসূলুল্লাহ (সা) সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মুসলিমান, মুশর্রিক, জিন ও মানব সিজদা করল। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক হানীসে হস্তরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) সুরা নজম পাঠ করে তি঳া-ওয়াতের সিজদা আসাম করলে তাঁর সাথে উপছিত সকল মুরিন ও মুশর্রিক সিজদা করল।

একজন কোরারেলী হৃষি ব্যতীত। সে একমূল্তি ঘাট তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল : আমার জন্য এটাই অথলেট। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন : এই ঘটনার পর আমি রুক্ককে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইরিত আছে যে, তখন বেসব মুশরিক যজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ইঙিতে তারাও সিজদা করতে বাধা হয়েছিল। অবশ্য রুক্করের কারণে তখন এই সিজদার কোন সওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সিজদার গভীরে পরবর্তীকালে তাদের সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তত্ত্বাবধি হয়ে আয়। যে হৃষি সিজদা থেকে বিরত ছিল, একমাত্র সে-ই কাফির অবস্থায় হত্যাবরণ করেছিল।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হৃষের হায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে সুরা নজম আদোগান্ত পাঠ করেন, কিন্তু তিনি সিজদা করেন নি। এই হাদীসদুল্লেট জরুরী হয় না যে, সিজদা ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কেননা এতে সংক্ষেপে আছে যে, তখন তাঁর ওষু ছিল না অথবা সিজদার পরিপন্থী অন্য কোন ওয়াজ বিদ্যমান ছিল। এমতোবহুর তাৎক্ষণিক সিজদা জরুরী হয় না, পরেও করা আয়।

سورة القمر

মন্দায় অবজীর্ণ, ৫৫ আয়াত, ৩ ফলক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْتَرِيتِ السَّاعَةَ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ۝ وَإِنْ يَرَوْا أَيْمَانَهُ يُبَرِّهُونَ وَيَقُولُوا
سَحْرٌ مُسْجِرٌ ۝ وَكَذَبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ۝
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزَدَّجَرٌ ۝ حِكْمَةٌ بِالْفَةٌ
فَمَا تَغْنِي التُّدْرُ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى الشَّيْءِ شَكِيرٌ ۝
خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانُوهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۝
مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكُفَّارُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝

ପରମ କର୍ତ୍ତାଙ୍ଗମ୍ୟ ଓ ଦୟାଜୀ ଆହ୍ଲାଦିତ ନାମେ

- (১) কিয়ামত আসল, চন্দ্ৰ বিদীৰ্ঘ হয়েছে। (২) তাৰা যদি কোন নিৰ্দশন দেখে তাৰে
মুখ ফিরিয়ে নেৱ এবং বলে, এটা তো চিৰাগত যাদু। (৩) তাৰা যিথারোপ কৰছে এবং
নিজেদেৱ খেয়াল-খুলীৱ অনুসৰণ কৰছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিৰীকৃত হয়।
(৪) তাদেৱ কাছে এহেন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাপী হয়েছে। (৫) এটা পৰি-
পূৰ্ণ জ্ঞান তাৰে সতৰ্ককাৱিগণ তাদেৱ কোন উপকাৰে আসে না। (৬) অতএব আপনি
তাদেৱ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহ্বানকাৰী আহ্বান কৰবে এক অস্ত্ৰয় পৰি-
নামেৱ দিকে, (৭) তাৰা তখন অবনমিত নেত্ৰে কৰৱ থেকে বেৱ হবে বিশিষ্ট পংগুপাল
সদৃশ। (৮) তাৰা আহ্বানকাৰীৰ দিকে দৌড়তে থাকবে। কাফিৰৱা বলবেঁ : এটা
কঠিন দিন।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিরদের জন্ম) উচ্চস্তরের সতর্ককারী বিশ্ব বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো কিম্বাগত আসছে, (যাতে শিথ্যারোপ কল্পনার কারণে বড় বিপদ হবে এবং কিম্বাগত নিষ্ঠব্যতী

হওয়ার আজ্ঞাযনও বাস্তব রাপ করেছে। সেমতে) চজ বিদীর্ঘ হয়েছে।] এর মাধ্যমে কিলামত নিকটবর্তী হওয়ার সত্ত্বা প্রয়োগিত হয়। কেমনা, চজ বিদীর্ঘ হওয়া রসুলুলাহ্ (সা)-র একটি হো'জেরা। এতে তাঁর ব্যুরত প্রয়োগিত হয়। নবীর প্রত্যেকটি কথা সত্ত। তাই তিনি যে কিলামত নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ সিলেছেন, সেটাও সত্ত হওয়া জরুরী। এভাবে সতর্ককারী বিদ্যামান হয়ে গেছে। এতে তাদের প্রত্যাবাসিত হওয়া উচিত হিল, কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে] তারা হদি কোন নিদর্শন দেখে, তবে মুখ কিরিয়ে নেব এবং বলে : এটা হাদু, যা এক্ষণি খতম হয়ে আবে। (অর্থাৎ এটা বাতিল।) কারণ, বাতিলের প্রত্যাব বেশীকৃত হাবী হয়ে না, যেমন আজ্ঞাহ বলেন : **مَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ**

—উদ্দেশ্য এই যে, কিলামতের বৈকটি থেকে উপদেশ জাত করা নবুয়তে বিশ্বাসী হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তারা এর দলীলের প্রতিই লক্ষ্য করে না এবং একে বাতিল মনে করে। এমতোব্যাপ্ত তাদের উপর এর কি প্রভাব পড়তে পারে ? এ বাপারে) তারা (বাতিলে দৃঢ়-বিশ্বাসী হয়ে সত্তের প্রতি) যিখ্যারোগ করছে এবং নিজেদের খেরাল-খুশীর অনুসরণ করছে। (অর্থাৎ তারা কোন বিশুষ দলীলের ভিত্তিতে নহ, বরং খেরাল-খুশীর অনুসরণ করে এবং সত্তের প্রতি যিখ্যারোগ করে মুখ কিরিয়ে নেব। তারা হো'জেরাকে হাদু বলে, যার প্রত্যাব ফলত বিলীন হয়ে থার। অতএব নিয়ম এই যে) প্রত্যেক বিষয় (কিছুদিন পর আসল অবস্থায় এসে) ছিরীকৃত হয়ে থার। (অর্থাৎ কারণ, ত লক্ষপাদি দ্বারা সত্ত যে সত্ত এবং যিখ্য যে যিখ্য তা সাধারণত নিষিদ্ধ হয়ে থার। বাস্তবে তো এখন সত্ত নিষিদ্ধ ও সুস্পষ্ট, কিন্তু দ্বারাবুঝিদের এখন তা বুঝে না আসলে কিছুদিন পরও বুঝে আসতে পারে। চিন্তা-ভাবনা করলে কিছুদিন পর তোমরাও জানতে পারবে যে, এটা ধর্মসৌন্দর্য হাদু, না অক্ষয় সত্ত ? উরিধিত সতর্ককারী ছাড়াও) তাদের কাছে (অল্প উল্লেখদের) এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে (অধেক্ষে) সাবধানবাণী রয়েছে। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে (তাদের অবস্থা এই যে) সতর্কবাণীসমূহ তাদের কোন উপকারে আসে না। অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ কিরিয়ে নিন। (যখন কিলামত ও আবাবের সময় এসে থাবে, তখন আপনা-আপনি জানা থাবে। অর্থাৎ) যেদিন একজন আহ্বানকারী কেরেশতা এক অপ্রিয় পরিপায়ের দিকে আহ্বান করবে, তখন তাদের মের (অগমান ও উরের কারণে) অবনমিত হবে (এবং) কবর থেকে বিকল্পত পংগোমের ন্যায় বের হবে। তারা (বের হয়ে) আহ্বানকারীর দিকে ছুটতে থাকবে। (সেখানকার কর্তৃতা দেখে) কাফিররা বলবে : এই মিন বড় কর্তার।

আনুবাদিক ভাত্তা বিষয়

পূর্ববর্তী সুরা নজর **رَفِتْ أَلْأَزْفَرْ**। বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কিলামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উঠে রয়েছে। আজোট সুরাকে এই বিষয়বস্তু মারাই অর্থাৎ **قَنْرَبْتْ أَلْسَمْ**। বলেই শুরু করা হয়েছে। এরপর কিলামত নিকটবর্তী হওয়ার

একটি দলীল চন্দ্র বিদীর্ঘ হওয়ার মো'জেয়া আলোচিত হয়েছে। কেবলমা, কিয়ামতের বিপুল সংখ্যাক আলামতের মধ্যে সর্ববহু আলামত হচ্ছে খোদ শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুঘূত। এক হাদীসে তিনি বলেন: আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই অঙ্গ-লির নায় অজাজিভাবে জড়িত। আরও কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিশ্ববস্তু বলিত হয়েছে। এমনিভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মো'জেয়া হিসাবে চন্দ্র বিখ্যুত হয়ে আলাদা হয়ে থাওয়াও কিয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এ মো'জেয়াটি আরও এক দিক দিয়ে কিয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আলাহ'র কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কিয়ামতে সমগ্র প্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে থাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ঘ হওয়ার মো'জেয়া : মুক্তির কাফিররা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তাঁর নিসালতের অপক্ষে কোন নির্দশন চাইলে আলাহ্ তা'আলা তাঁর সত্ত্বার প্রযাপ্ত হিসাবে চন্দ্র বিদীর্ঘ হওয়ার মো'জেয়া প্রকাশ করেন। এই মো'জেয়ার প্রযাপ্ত কোরআন পাকের

وَإِنْ شَفَقْتُمْ عَلَى الْقُمَرِ আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ্ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস

সাহাবায়ে কিরায়ের একটি বিরাট মনের রেওয়ায়েতক্রমে বলিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ও জুবায়ের ইবনে মুতাইম, ইবনে আবুস, আনাস ইবনে মালেক (রা) প্রমুখ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ একথা ও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকৃত্মে উপস্থিত ছিলেন এবং মো'জেয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইয়াম তাহাতী (র) ও ইবনে কাসীর এই মো'জেয়া সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুত্তাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মো'জেয়ার বাস্তবতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) যাকার মিমা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুঘূতের নির্দশন চাইল। তখন ছিল চত্ত্বোজ্জ্বল রাত্রি। আলাহ্ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অভিযন্তক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র বিখ্যুত হয়ে এক খণ্ড পূর্বদিকে ও অপর খণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রসুলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সবাইকে বললেন: দেখ এবং সাক্ষা দাও। সবাই শখন পরিষ্কাররূপে এই মো'জেয়া দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুয়ান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মো'জেয়া অঙ্গীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগল: মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে যাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মোকদ্দের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগস্তক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে বিখ্যুত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, যাকায় এই মো'জেয়া দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রযাপ্ত পীওয়া যায়। —(বয়ানুল্ল-কোরআন) এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়ায়েত ইবনে কাসীর থেকে নিম্নে উক্ত করা হল:

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন:

اَن اَهْلَ مَكَّةَ سَالِوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يُرِيهِمْ اِيَّهَا^١
فَارَا هُمُ الْقَمَرَ شَقِيقَنْ حَتَّىٰ وَا حَوَاء بِهِنَاهَا -

মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে মুবারতের কোন নির্দশন দেখতে চাইলে আবদুল্লাহ তাঁ'আলা চজ্জকে বিখ্যিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উজ্জ্বল ঝগড়ের মাঝে থানে দেখতে পেল।—(বুধারী, মুসলিম)

ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন :

اَنْشَقَ الْقَمَرُ عَلَىٰ مَهْدٍ وَسَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَقِيقَنْ حَتَّىٰ
لَظَرَواْ اللَّهَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْهَدُ وَا
রَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْهَدُ وَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْهَدُ وَا

ইবনে জরীর (রা)-ও মিজ সনদে এই হাদীস উকৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লিখিত আছে :

كُلًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْيٍ فَانْشَقَ الْقَمَرُ فَاخْدَتْ
فِرْقَةً خَلْفَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْهَدُ وَا اَشْهَدُ وَا

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আবি মিনায় রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে ছিলাম। হঠাৎ চজ্জ বিখ্যিত হয়ে গেল এবং এক থগ পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : সাক্ষাৎ দাও, সাক্ষাৎ দাও।

আবু দাউদ ও বাযহাকৌর রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন :

اَنْشَقَ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ حَتَّىٰ مَا رَفَرَقْتُمْ فَقَالَ كَفَارُ قَرِيشٍ اَهْلَ مَكَّةَ
هَذَا سُحْرٌ سَعْرُكُمْ بِهِ اَبْنَى بَشَّةٍ اَنْظَرَوا السَّفَارَ فَانْكَنَوا رَا وَا
مَا رَا يُتَمَّ فَقَدْ صَدَقَ - وَانْ كَانُوا لَمْ يُرَوَا مِثْلَ مَا رَا يُتَمَّ فَهُوَ سَعْرٌ سَعْرُكُمْ
- فَسَأَلَ السَّفَارُ قَالَ وَقَدْ مَوَىٰ مِنْ كُلِّ جَهَةٍ فَقَالُوا رَا يَبْنَا -

মক্কায় (অবস্থানকালে) চজ্জ বিদীর্ণ হয়ে দুই থগ হয়ে যায়। কোরায়েশ কাফিররা বজতে থাকে, এটা যাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে যাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহিদেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চজ্জকে বিখ্যিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবী সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরপ দেখে না থাকলে এটা যাদু ব্যাকীত কিম্বা নয়। এরপর বহিদেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চজ্জকে বিখ্যিত অবস্থায় দেখেছে বলে দ্বিকার করে।—(ইবনে কাসীর)

চজ্জ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রথ ও জওয়াব : প্রীকৃত দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও প্রথ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চজ্জ বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জওয়াব এই যে, দার্শনিকদের

এই নীতি নিষ্ক একটি সাবী যাই। এর পক্ষে হত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবঙ্গের অসার ও ভিত্তিহীন। আজ পর্যন্ত কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চম্প বিদীর্ঘ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অন্ত জনসাধারণ প্রত্যেক সুকৃতিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলা বাহ্য, মো'জেহু বলাই হয় এখন কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাস বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধারণীত এবং বিকল্পকর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরাপ মাঝুলী ঘটনাকে কেউ মো'জেহু বলবে না।

বিতীয় প্রথ এই যে, এরাপ বিরাট ঘটনায়টে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা ছান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মঙ্গায় ঝালিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রয়োজন উঠে না। কোন কোন দেশে অর্ধ রাত্তি এবং কোন কোন দেশে শেষ রাত্তি ছিল। তখন সাধারণত সবাই নিষ্ঠাব্য থাকে। দ্বারা জাপ্ত থাকে, তারাও তো সর্বজগ চম্পের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চম্প বিষ্ণুত হয়ে গেলে তার আজোকরণিতে তেমন কোন প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে যানুষ চম্পের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল অস্তরক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোন দেশে চম্পপ্রাহণ হলে পুর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও হাজারো জাত্যে মানুষ চম্পপ্রাহণের কোন খবর রাখে না। তারা ডেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা কি চম্পপ্রাহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লিখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে যিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্বায়ীত ভাবতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ‘তারীখে-ফেরেশত’ প্রয়ে এই ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। যানুবাবের অনেক মহারাজা এই ঘটনা অচলে দেখেছিনেন এবং তাঁর রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধ করেছিনেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম প্রাহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুক্তার মুশর্রিকরা বহিরাগত জোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

وَانْ يَرِوا أَيّهَا يَعْرِفُوا وَيَقُولُوا سَتْرِ مُسْتَرٍ

অর্থ দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরুী ভাষায় কোন সময়ে ص - س্ট্র - مُسْتَر চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তৎসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এ স্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আবাবের অর্থ এই যে, এটা অস্তরক্ষণায় যাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আগনি আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। مُسْتَر শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কর্তৃত হয়। আবুল আলীয়া ও শাহ্হাক (রা) এই তৎসীরই করেছেন। অর্থাৎ এটা বড় শক্ত যাদু।

মঙ্গাবাসীরা যখন চাকুয় দেখাকে যিথ্যা বলতে পারল না, তখন যাদু ও শক্ত যাদু বলে মিজদেরকে প্রবোধ দিল।

٤١٦ ١٠٩
سَقْرَارٌ - وَكُلُّ أُمِّ مُسْتَقْرٍ -
-এর শাবিক অর্থ হির হওয়া। অর্থ এই যে,

প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর যে জালিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিগমে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরাপে এবং যিখ্য যিখ্যরাপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

مُهْطِعِينَ إِلَى الدُّاعِ -এর শাবিক অর্থ মাথা তোঙা, আয়াতের অর্থ এই

যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশেরের ময়দানের দিকে ঝুঁটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যের যিন এভাবে যে, হাশের বিভিন্ন স্থান হবে। কোন কোন স্থানে যন্ত্রক অবনমিতও থাকবে।

كَذَّ بَتْ قَبَّلُهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ كُلُّدُبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُونَ وَازْدُجَرَ @
فَدَعَاهُ رَبُّهُ أَيْنِي مَغْلُوبٌ فَانْتَهَىٰ ④ فَقَتَحْنَا أَبْوَابَ الشَّمَاءَ بِعَلَىٰ
مُنْهَمِ ⑤ وَقَجْرَنَا لِلأَرْضِ عِيُونَنَا فَالْتَّقَ السَّاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدْرَةٍ
وَجَلَّنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاهِي وَدُسُرٍ ⑥ تَجْرِيْنَا عِيْنَنَا بِعِزَّادِ لِمَنْ كَانَ كُفَّارَ@
وَلَقَدْ شَرَكْنَاهَا يَهُ قَهْلٌ مِّنْ مُذَكَّرٍ ⑦ فَلَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرَ@
وَلَقَدْ يَشْرَكَنَاهَا يَهُ قَهْلٌ مِّنْ مُذَكَّرٍ ⑧

- (১) তাদের পূর্বে নৃহের সম্মুদ্রায়ও যিখ্যারোপ করেছিল। তারা যিখ্যারোপ করে-ছিল আমার বাস্তা নৃহের প্রতি এবং বলেছিল : এ তো উচ্চাদ। তারা তাকে ইমরি প্রদর্শন করেছিল। (১০) অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল : আমি আক্ষয়, অতএব তুমি প্রতিরিধান কর। (১১) তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের ঘার প্রবল আরিবর্ষণের মাধ্যমে। (১২) এবং কুমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্তুত ! অতঃপর সব পানি বিলিত হল এক পরিকলিত কাজে। (১৩) আমি নৃহকে আরোহণ করালাম এক বাস্ত ও পেরেক নিমিত জলাশানে, (১৪) যা চৱত আমার দুষ্টির সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে অত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (১৫) আমি একে এক নির্মলনামাপে রেখে দিলোছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি ? (১৬) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (১৭) আমি কোরআনকে সহজ করে দিলোছি বোঝার জন্য। অতএব কোম চিন্তাশীল আছে কি ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের পূর্বে নৃহের সম্পদায়ও যিথ্যারোপ করেছিল (অর্থাৎ তারা নৃহের প্রতি যিথ্যা-রোপ করেছিল এবং) বলেছিল : এ তো উন্মাদ ! (তারা কেবল একথা বলেই কাণ্ড হয়নি, বরং একটি অনর্থক কাজও করেছিল, অর্থাৎ) তারা নৃহ (আ)-কে হমকি প্রদর্শন করেছিল।

(সুরা শোয়ারার এর উল্লেখ আছে : **لَئِنْ لَمْ تَفْتَحْ يَأْنُوْحَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُرْ**

جِوْصِّنْ)-অতঃপর সে তার পাইনকর্তাকে ডেকে বলল : আমি অপারক, (আমি এদের শুকাবিলা করতে পারি না) অতএব আপনিই (তাদের) প্রতিশোধ প্রহণ করুন। (অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দিন, যেমন অন্য আঘাতে আছে : **رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ**

مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا-) অতঃপর আমি প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে তাদের উপর আকাশের বার খুলে দিলাম এবং ভূমি থেকে জারি করলাম প্রস্তবণ। অতঃপর (আকাশ ও যমীনের) সব পানি যিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে (অর্থাৎ কাফিরদের ধ্বংস সাধনে)। উভয় পানি যিলিত হয়ে প্লাবন রুক্ষি করল এবং তাতে সবাই নিমজ্জিত হল। আমি নৃহ (আ)-কে (প্লাবন থেকে বাঁচাবোর জন্ম) আরোহণ করাজায় এক কাঠ ও পেরেক যিলিত জুয়ানে, যা আমারই তত্ত্বাবধানে (পানির উপর) তেসে চলত। (মুগ্ধিনগণও তার সাথে হিল)। এটাই তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ হিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। [অর্থাৎ নৃহ (আ)। রসূল ও আজ্ঞাহীর অধিকার ও তত্প্রোত্ত্বাবে জড়িত। তাই এতে কুফরও দাখিল আছে। অতএব কুফরের কান্দণে নিমজ্জিত করা হয়নি—এরপ সম্মত করার অবকাল রাইল না]। আমি এই ঘটনাকে শিক্ষার জন্য (কাহিনী ও কিংবদন্তীতে) রেখে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ প্রাহপক্ষকারী আছে কি ? (দেখ) আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী কেমন কর্তৃত হিল। আমি (এমন এমন কাহিনী সংরক্ষিত) কোরআনকে উপদেশ প্রাপ্তের জন্য সহজ করে দিয়েছি। (সাধারণত সবার জন্য, কারণ এর বর্ণনাভঙ্গি সুস্পষ্ট এবং বিশেষত আরবদের জন্য, কারণ এটা আরবী ভাষায়)। অতএব (কোরআনে এসব উপদেশের বিষয়-বস্তু দেখে) কোন উপদেশ প্রাহপক্ষকারী আছে কি ? (অর্থাৎ এসব কাহিনী দেখে বিশেষভাবে কাফিরদের সতর্ক হওয়া উচিত)।

আমুহজিক ও তত্ত্ব বিষয়

এর শাস্তিক অর্থ হমকি প্রদর্শন করা হল।

উদ্দেশ্য এই যে, তারা নৃহ (আ)-কে পাগলাও বলল এবং তাঁকে হমকি প্রদর্শন করে রিসালতের কর্তৃত্ব পাইন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আঘাতে আছে যে, তারা নৃহ (আ)-কে

হমকি প্রদর্শন করে যেমন : যদি আগমি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে দেরে ফেজে।

আবাদ ইবনে হুয়াইদ (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, নৃহ (আ)-র সম্পূর্ণামের কিছু জোক তাঁকে গথেয়াটে কোথাও পেলে গজা টিপে ধরত । কলে তিনি বেহশ হয়ে যেতেন। এরপর হঁশ করে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন ; আল্লাহ, আমার সম্পূর্ণামকে ক্ষমা করুন । তারা অঙ্গ । সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণামের গ্রহণ নির্বাচনের জওয়াব দেয়ার মাধ্যমে দিয়ে অবশেষে নির্বাচিত হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার কলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিয়মিত হয় ।

فَلَتَقَى الْمَهْدِ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدْرٍ—অর্থাৎ ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বহিত পানি এভাবে পরস্পরে যিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ভুয়িকে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল । কলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আপ্রর পেল না ।

لَوْحٌ دَّاتٌ مَّلْوَأٌ سُرُّ—শব্দটি **لَوْحٌ** এর বহবচন । অর্থ কাঠের তত্ত্বা **دَّاتٌ** শব্দটি **سُرُّ** এর বহবচন । অর্থ পেরেক, কৌমক, মার সাহায্যে তত্ত্বাকে সংযুক্ত করা হয় । উদ্দেশ্য নৌকা ।

وَلَقَدْ يَسْرَنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ—এর অর্থ বিবিধ :
এক. মুখ্য কর্ম এবং দুই. উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন কর্ম । এখানে উভয় অর্থ বোধানো যেতে পারে । আল্লাহ তা'আলা কোরআনকে মুখ্য কর্মার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন ঐশী প্রস্তাৱ এরাগ ছিল না । তওরাত, ইঞ্জিল ও বুরু মানবের মুখ্য ছিল না । আল্লাহ তা'আলাৰ পক্ষ থেকে সহজীক্ষণের কলশুন্তিতেই কঠি কঠি বালক-বালিকারাও সমগ্র কোরআন মুখ্য করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যেৱ-ফৰারের পার্থক্য হয় না । তোমল বছর ধরে প্রতি ভূখণে হাজারো মাঝে হাজেরের মুকে আল্লাহ'র কিন্তু কোরআন সংযোজিত আছে এবং কিমামত পর্যন্ত থাকবে ।

এ ছাড়া কোরআন পাক তাৰ উপদেশ ও শিক্ষার বিশ্বব্লককে খুবই সহজ করে বর্ণনা কৰেছে । কলে বড় বড় আলিম, বিলেজত ও দার্শনিক যেমন এর আরো উপকৃত হয়, তেমনি গুণমূর্চ ব্যক্তিগত এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিশ্বব্লক আৰু প্রত্যাবালিত হয় ।

ইসলামিক তথ্য বিধানাকী চালন করার জন্য কোরআনকে সহজ করা হয়েছি । আজোচ্য আয়াতে **لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ** এর সাথে সংযুক্ত করে আৱো বলা হয়েছে যে, মুখ্য কর্ম ও উপদেশ প্রাচীর সীমা পর্যন্ত কোরআনকে সহজ করা হয়েছে । কলে প্রত্যেক

আজিম ও জাহিজ, হোট ও বড়—সমস্তাবে এর দ্বারা উপরুক্ত হতে পারে। এতে জরুরী হয় না যে, কোরআন পাক থেকে বিধানাবলী চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলা বাহ্যিক, এটা একটা অত্যন্ত ও কঠিন শাস্তি। যেসব প্রগাঢ় ভানী আজিম ওই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচারণক্ষেত্র নয়।

কোন কোন মুসলমান উপরোক্ত আয়াতকে সম্ভব করে কোরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলী চয়ন করতে চায়। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের প্রাপ্তি ফুটে উঠেছে। বলা বাহ্যিক, এটা পরিকার পথভ্রষ্টতা।

كَذَّبُتْ عَادٌ فَلَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنَذْرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبْعًا
صَرَّهُمْ لِفِي يَوْمِ نَخْسِ مُسْجِرٍ تَذَرَّعُ النَّاسَ كَانُهُمْ أَعْجَازٌ بَعْلِ مُنْقَرِ
فَلَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنَذْرِ وَلَقَدْ يَسْرَنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ فَهَلْ
مِنْ مُذَكَّرٍ كَذَّبَتْ نَمُوذِ بِالنَّذْرِ فَقَاتُوا بَشَرًا مَنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ
إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ أَلْقَى اللَّذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ
كَذَّابٌ أَشَرٌ مَسِيْعَلَمُونَ عَدَّا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشَرِ إِنَّا مُرْسِلُوا
الثَّاقِهِ فِتْنَهُ لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ وَبَيْتُهُمْ أَنَّ السَّاءَ قَسْمَهُ
بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرِبٍ مُغْتَضَرٍ فَنَادَوْلَاصَاحِبَهُمْ فَتَعَالَى طَفَقَرْ فَلَيْفَ
كَانَ عَذَابِيْ وَنَذْرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَهُ وَاحِدَهُ فَكَانُوا
كَوْشِيمِ الْمُغْتَظَرِ وَلَقَدْ يَسْرَنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ
كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُؤْطِمٌ بِالنَّذْرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا أَلَّ لُؤْطِمٌ
نَجَيْنِهِمْ بِسَعِرٍ تَعْمَهُ مِنْ عَنْدِنَا كَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ شَكَرَ
وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بِطَشَّتَنَا فَتَسَارُوا بِالنَّذْرِ وَلَقَدْ رَاوَدَهُ عنْ صَيْفِهِ

**فَطَسْنَا أَعْيُّهُمْ فَدُوْقُوا عَذَابًاٍ وَنُذِرُوا وَلَقَدْ صَبَّحُهُمْ بُكْرَةً
عَذَابٌ مُسْتَقْرٌ فَدُوْقُوا عَذَابًاٍ وَنُذِرُوا وَلَقَدْ يَسْرَنَا الْقُرْآنَ
لِلَّهِ كُلُّ قَوْلٍ مِنْ مُذَكَّرٍ وَلَقَدْ جَاءَ أَلْ فَرْعَوْنَ النُّذِرُ
كَذَّبُوا بِاِيْتِنَا كُلُّهَا فَأَخْذَنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُفْتَدِرٍ**

- (১৮) ‘আদ সম্প্রদায় যিখ্যারোগ করেছিল, অতঃপর কেবল কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী !’ (১৯) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অঙ্গু-বাহু এক চিঙ্গা-চরিত অঙ্গ দিনে। (২০) তা আনুষকে উৎখাত করেছিল, যেন তারা উৎপাত্তি থেরুর হয়ের কাণ। (২১) অতঃপর কেবল কঠোর হিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (২২) আমি কোরআনকে বোকার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিঙ্গাল আছে কি ? (২৩) সামুদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি যিখ্যারোগ করেছিল। (২৪) তারা বলেছিল : আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব ? তবে তো আমরা বিপদ্ধাবী ও বিকার-শক্তকাপে পণ্ড হব। (২৫) আমাদের মধ্যে কি তারাই প্রতি উপদেশ না দিল করা হয়েছে ? এবং সে একজন যিখ্যাবাদী, দাঙ্গিক। (২৬) এখন আলামীকজাই তারা জনতে পারবে কে যিখ্যাবাদী, দাঙ্গিক। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উন্মুক্তি প্রেরণ করব, অতএব তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর। (২৮) এবং তাদেরকে আমিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পাতা নির্ধারিত হয়েছে এবং পানোক্তমে উপস্থিত হতে হবে। (২৯) অতঃপর তারা তাদের সংগীকে ডাকব। সে তাকে ধৰল এবং বধ করল। (৩০) অতঃপর কেবল কঠোর হিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী ! (৩১) আমি তাদের প্রতি একটিমাত্র নিমাদ প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে দেল শুক শাবাপুরুষ নিয়িত দলিত ঝৌঝাতের ন্যায়। (৩২) আমি কোরআনকে বোকার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিঙ্গাল আছে কি ? (৩৩) সৃত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি যিখ্যারোগ করেছিল। (৩৪) আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তুর বর্ণকারী প্রচণ্ড শুর্পিবাহু, কিন্তু সৃত-পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে উচ্চার করেছিলাম। (৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনু-প্রভৃতুর পক্ষ থেকে অনু-প্রভৃতুর পক্ষ থেকে আকর্ষণ করে, আমি তাদেরকে এতাবেই পুরুষত করে ধাকি। (৩৬) সৃত তাদেরকে আমার প্রচণ্ড পাকড়াও সলসর্কে স্তৰ্তক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সলসর্কে বাকবিত্তা করেছিল। (৩৭) তারা সৃত (আ)-এর কাছে তার মেহ-আনদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্রজোগ করে দিলাম অতএব আলাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (৩৮) তাদেরকে প্রচুরে নির্ধারিত শাস্তি আভাত হয়েছিল। (৩৯) অতএব আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আলাদন কর। (৪০) আমি কোরআনকে বুকবার জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব কোন চিঙ্গাল আছে কি ? (৪১) ফিরাউতিম সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারিগণ আগমন করেছিল। (৪২) তারা আমার সকল

নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোগ করেছিল। অতঃপর আমি পরামৃতকারী, পরামৃতশালীর মাঝ তাদেরকে পারক্ষণ্য করবাব্ব।

তফসীরের সার-সংজ্ঞেপ

আদ সম্পূর্ণায়ও (তাদের পরমপরারের প্রতি) মিথ্যারোগ করেছিল। অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (তাদের কাহিনী এই যে) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রচণ্ড বাতাস, এক অবিভাই অশুভ দিবে। (অর্থাৎ সেই সময়টি তাদের জন্য চিরতরে অশুভ হয়ে রয়েছে। সেদিন যে শাস্তি এসেছিল, সেটা কবরের আঘাবের সাথে সংলগ্ন হয়ে গেছে। এরপর পরকালের আঘাব এবং তার সাথে মিলিত হবে, যা কোন সময় অতম হবে না)। সেই বায়ু এভাবে মানুষকে (তাদের জাহাঙ্গা থেকে) উৎখাত করেছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্বুর ঝুঁকের কাণ। (এতে তাদের দীর্ঘাকৃতি হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত আছে)। অতএব (দেখ) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি কোরআনকে উপদেশ প্রাপ্তের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সামুদ সম্পূর্ণায়ও পরমপরাগমের প্রতি মিথ্যারোগ করেছিল। (কেমন, এক পরমপরারের প্রতি মিথ্যারোগ করা সকল পরমপরারের প্রতি মিথ্যারোগ করাই মাযান্তর)। তারা বলেছিল: আমরা কি আমাদেরই একাকী একজনের অনুসরণ করব? (অর্থাৎ ফেরেশতাৎ হলে আমরা ধর্মের ব্যাপারে তার অনুসরণ করতাম অথবা সাজপাজ বিলিষ্ট হলে পার্থিব ব্যাপারে তার অনুসরণ করতাম)। সে তো একাকী ঘনব। এমতাবস্থায় দলি আমরা অনুসরণ করি) তবে তো আমরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্তরূপে গথ্য হব। আমাদের অধ্য থেকে (মনোনীত হয়ে) তার প্রতিই কি ওহী নাথিন হয়েছে? (কখনই ক্রয়নয়) বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাস্তিক। [নেতো হওয়ার জন্য দক্ষতারে সে এমন কথাবার্তা বলে। আজাহ্ তা'জালা হয়রত সালেহ (আ)-কে বললেন: তুমি তাদের অর্থহীন কথাবার্তায় দুঃখ করো না] সহজেই (অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই) তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাস্তিক। (অর্থাৎ নবুয়ত অঙ্গীকার করার কারণে তারাই মিথ্যাবাদী এবং দক্ষের কারণে তারাই নবীর অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করে। তারা উক্তুরীর মো'জিমা চাইত। তাদের আবেদন অনুযায়ী প্রশ্নের ভিতর থেকে) তাদের পরীক্ষার জন্য আমি এক উক্তুরী বের করব। অতএব তাদের (কর্মকাণ্ডের) প্রতি জঙ্গ রাখ এবং সবর কর। (উক্তুরী আবির্ভূত হলে) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের অধ্যে (কৃপের) পানির পাজা নির্ধারিত হয়েছে। (অর্থাৎ তোমাদের চতুর্পদ অন্ত ও উক্তুরীর পাজা নির্ধারিত হয়ে গেছে)। প্রত্যেককে পাজা-ক্রয়ে উপস্থিত হতে হবে। [সেবতে উক্তুরী আবির্ভূত হল এবং সালেহ (আ) একস্থা জানিয়ে দিলেন]: অতঃপর (পাজা দেখে তারা অভিষ্ঠ হয়ে গেল এবং) তারা (উক্তুরীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে) তাদের সংগী (কুদার)-কে তাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। অতঃপর(দেখ) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী (শাস্তি এই যে) আমি তাদের প্রতি একটি মাঝ নিমাদ (ফেরেশতাৎ) প্রেরণ করেছিমাথ। এতেই তারা হয়ে গেল শুক্র শাখাপর্যব নিমিত দলিত বেড়ার ন্যায়। (অর্থাৎ ক্ষেত্র অথবা জন্ম-জামোরারের

হিফায়তের জন্ম শুক তৃপ ইত্যাদি ঘারা বেড়া অথবা ঝোঁয়াড় বানানো হয়। কিছুদিন পর এভাগে দমিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে থাক। তারাও এমনিভাবে ধৰ্সন্ধৰ্ম্মত হয়। আবুবরা এই বেড়া ও ঝোঁয়াড়ের সাথে দিবারাত্রি পরিচিত ছিল। তাই তারা এর অর্থ খুব বুঝত)। আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিবেছি। অতএব কোন উপদেশ প্রহণকারী আছে কি? মৃত সম্প্রদায়ও পরামর্শদের প্রতি মিথ্যারোগ করেছিল। আমি তাদের উপর প্রত্যরূপিটি বর্ণণ করেছি। কিন্তু মৃত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে (অঙ্গীর বাইরে নিয়ে যেয়ে) উক্তার করেছিলাম। আমার পক্ষ থেকে অনুপ্রাহ-যুক্তপ। ঘারা হৃতজ্ঞ সীকার করে (অর্থাৎ ঈদান আনে), আমি তাদেরকে এইভাবেই পুরুষত করে থাকি। [অর্থাৎ ক্ষেত্রাঞ্চি থেকে রক্ষা করিঃ। মৃত (আ) আমার আসার পূর্বে] তাদের আমার প্রচণ্ড আহাব সম্বর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে পাকবিত্তণ করেছিল। (অর্থাৎ বিশ্বাস করল না। পখন লুতের কাছে আমার ফেরেশতা যেহমানের বেশে আগমন করল এবং তারা সুন্দর বালকদের আগমন জানতে পারল, তখন দেখানে এসে), তারা লুতের কাছে তার যেহমানদেরকে কুমতজবে দাবী করল। [ফলে মৃত (আ) প্রথমে বিপ্রত হয়েন। কিন্তু তারা ছিল ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়ে] আমি তাদের চক্ষু জোগ করে দিলাম। [অর্থাৎ জিবরাইল (আ) তাঁর পাখা তাদের চোখের উপর রেখে দিলেন। ফলে তারা অক্ষ হয়ে গেল। তাদেরকে বলা হলঃ] অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা আসাদন কর। (অক্ষ করার পর) প্রত্যুষে তাদেরকে হায়ি আহাব আঘাত হেনেছিল। (বলা হলঃ) অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আসাদন কর। (এই বাক্য প্রথমে অক্ষ হওয়ার আহাবের পর বলা হয়েছিল। এখানে ধৰ্সন্ধ করার পর বলা হয়েছে। কাজেই পুনরাবৃত্তি নেই।) আমি কোরআনকে উপদেশের জন্ম সহজ করে দিবেছি। অতএব, কোন উপদেশ প্রহণকারী আছে কি? ক্রিয়াউন সম্প্রদায়ের কাছেও অনেক সতর্কবাণী পৌছেছিল। [অর্থাৎ মুসা (আ)-র বাণী ও মো'জেয়া]। কিন্তু তারা আমার সকল নির্দশনের (অর্থাৎ নয়টি প্রসিদ্ধ নির্দশনের) প্রতি মিথ্যারোগ করেছে। (অর্থাৎ সেভাগের অক্রনির্বিহিত অর্থ তওহাদ ও নবুয়তের প্রতি মিথ্যারোগ করেছিল। নতুন যাটোবকৌকে মিথ্যা বলা সত্ত্বপর নয়)। অতঃপর আমি প্রবল পরাক্রান্তের ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (অর্থাৎ আমার পাকড়াওকে কেউ প্রতিহত করতে পারল না। সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত অয়ঃ আঘাত তা'আলা)।

আমুহাজিক জাতব্য বিষয়

কচক শব্দার্থের ব্যাখ্যা : **سُر** শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে সামুদ পোতের আলোচনার তাদেরই উভিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি। ভিতৌয় প্রাক্কাংশে। এখানে **سُر** এর অর্থ জাহাজামের অংশ। অঙ্গানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

وَدْ وَدْ مِنْ صَرْأَوْدَ — دَرْ শব্দের অর্থ কামুহাজি চরিতার্থ করার
।

জন্ম কাউকে ফুসলানো। কওয়ে জৃত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যন্ত হিম। আজাহ্ তা'জারা তাদের পরীক্ষার জন্মই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুত্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্ভূতো তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্ম জৃত (আ)-এর পুরু উপর্যুক্ত হয়। জৃত (আ) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ডেনে অথবা প্রাচীর উপরিক্ষে ডিতের আসতে থাকে। জৃত (আ) বিবৃত বোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বলতেন: আপনি চিহ্নিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে খাসি দেওয়ার জন্মই আগমন করেছি।

সুরা কায়ার কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার জোড়-সামসায় পতিত-এবং পরকাল-বিমুখ কাফিরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কিয়ামতের আয়াব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন পরিপাম বাস্তু বরাবর জন্ম পাঁচটি বিশ্বিশৃঙ্গ সম্প্রদায়ের অবস্থা, পরম্পরাগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অন্ত পরিপন্থি ও ইহকালেও নানা আয়াবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম নৃহ (আ)-র সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তারাই বিহুর সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আজাহ্ র আয়াব ধর্ম করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বলিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ, সামুদ, কওয়ে-জৃত ও কওয়ে কিরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। তাদের ঘটনাবলী কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পাঁচটি জাতি হিজ বিহুর শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত জনপোষণী। কোন শক্তির কাছে তারা মাঝা নত করত না। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আজাহ্ র আয়াব আগমনের চির অক্ষন বস্তা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কোরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে:

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِ
—অর্থাৎ এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির
উপর যখন আজাহ্ র আয়াব নেয়ে এস, তখন দেখ, তারা কিন্তু মধ্য-মাহিন ন্যায় নিপাত
হয়ে গেল! এতদসঙ্গে মু'মিন ও কাফিরদের উপদেশের জন্য এই বাক্যটি বারবার উল্লেখ
করা হয়েছে:

وَلَقَدْ بَسَرَنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُدَكِّرٍ
—অর্থাৎ আজাহ্ র এই মহা
শাস্তির করণ থেকে আয়াতকার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন। উপদেশ ও শিক্ষা প্রাপ্তের
সীমা পর্যন্ত আর্থি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও
বিক্ষিত, যে কোরআন দ্বারা উপর্যুক্ত হয় না। পরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সা)-র
আয়ে বিদ্যমান বোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফিররা ধন-সম্পদ,
জনসংখ্যা এবং শক্তি ও সাহসে 'আদ, সামুদ ও কিরাউন সম্প্রদায়ের চাইতে বেশী নয়।
এমতাবস্থার তারা কিরাপে নিশ্চিতে বসে রয়েছে।

أَلْقَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بُرَاءَةٌ فِي الزَّبْرِ ؟ أَمْ يَقُولُونَ
 تَعْنِي جَمِيعَ مُنْتَصِرٍ @ سَيَهُزُّهُ الْجَهَنُ وَيُوَلُونَ الدُّبُرَ بِالسَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ
 وَالسَّاعَةُ أَذْهَهُ وَأَمْرُهُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْيٍ @ يَوْمَ
 يُسَحِّبُونَ فِي النَّارِ عَلَى دُجُوْهِهِمْ دُوْقُوا مَشَ سَقَرَ @ إِنَّا كُلَّ
 شَيْءٍ بِحَلْفَتِنَا بِعَدَرِ @ وَمَا أَمْرَنَا إِلَّا وَإِحْدَاهُ كَلَمْحَهُ بِالْبَصَرِ @ وَلَقَدْ
 أَهْلَكْنَا أَشْيَا عَكْمَ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرِ @ وَكُلُّ شَيْءٍ وَفَعْلَوْهُ فِي الزَّبْرِ @
 وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطْرِ @ إِنَّ النَّتَّقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَنَهَرَةَ فِي
 مَقْعِدِ صِنَاقٍ @ عِنْدَ مَلِيلٍ كَمُقْتَدِرٍ

(৪৩) তোমাদের অধ্যকার কাফিররা কি তাদের চাইতে প্রের ? না তোমাদের মুভিন্স সনদগত রয়েছে কিভাবসময়ে ? (৪৪) না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাধের দল ? (৪৫) এ সম তো সফরেই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (৪৬) এবং কিয়াবত তাদের প্রতিশুত সময় এবং কিয়াবত হোরাতের বিগদ ও তিষ্ণতর। (৪৭) বিশ্বের অপরাধীরা পথচালক ও বিকারপ্রতি। (৪৮) যেদিন তাদেরকে সুব ছেঁচিয়ে টেনে নেওয়া হবে আহারামে, বলা হবে : অল্পির খাদ্য আহাদন কর। (৪৯) আরি এতেক বন্ধুকে পরিমিতকরণে সুপ্তি করেছি। (৫০) আমার কাজ তো এক সুহৃতে চাহের পকাকের মত। (৫১) আরি তোমাদের সহযানা লোকদেরকে ধৰ্ম করেছি, অতএব কোন তিজালীল আছে কি ? (৫২) তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলবানার লিপিবদ্ধ আছে (৫৩) ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪) আরাহতীরূপো থাকবে জীবাতে ও বিবরণীতে ; (৫৫) হোল্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্মানের সামিখ্যে।

তত্ত্ববিদের সার-সংজ্ঞেগ

(কাফিরদের কাহিনী ও কুকুরের কারণে তাদের শাস্তির ঘট্টবায়লী ত্বোহরা উলঝে। এখন তোমরাও অখন কুকুরের অপরাধে অপরাধী, তখন তোমাদের শাস্তির কবজ থেকে দ্বেচ আওয়ার কোন কারণ নেই।) তোমাদের অধ্যকার কাফিররা কি তাদের (অর্ধাং উজ্জিলিত কাফিরদের) চাইতে প্রের ? (যে কারণে তোমরা অপরাধ করা সংগৃহ শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না ?) না তোমাদের অন্য (ঐশ্বী) কিভাবসময়ে মুক্তির সনদগত রয়েছে ? না তারা

বলে যে, আমরা এক অপরাজিত দল ? (তাদের পরাজিত হওয়ার তো সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যান রয়েছে এবং তারা নিজেরাও এতে বিশ্বাস করে। এরপরও একথা বলার অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে শাস্তি প্রতিরোধকারী কোন শক্তি আছে। শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার উভিধিত তিনটি উপাদের মধ্য থেকে কোনৃটি তোমাদের অঙ্গিত আছে ? প্রথমেক সুটি উপাদ তো সুস্পষ্টরূপেই বাতিল। অভ্যন্ত কারণদিন দিকে দিয়ে তৃতীয় উপাদটি সত্ত্বপর হজেও তা অটবে না, বরং বিপরীতটা ঘটবে। এভাবে ঘটবে যে,) এ দল শীঘ্ৰই পরাজিত হবে এবং সৃষ্টি প্রদর্শন করবে পলায়ন করবে। (এই উভিষাষাপী বদল, খন্দক ইত্যাদি সুজু বাস্তব রূপ জাত করবে। এই পাঠিয়ে শাস্তিই দেব নয়)। বরং (বড় শাস্তির জন্য) কিয়ামত তাদের (আসল) প্রতিশুতু সময়। (কিয়ামতকে সামান্য মনে করো না বরং) কিয়ামত ঘোষিত বিপদ ও ভিজ্ঞতা। (এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। একে অকীকার করার ব্যাপারে) এই অপরাধীরা পথ্রস্তুত ও বিকারগত। (তাদের এই কূল সেদিন ধৰা পড়বে,) যেদিন তাদেরকে যুধ হেঁচড়িয়ে জাহাজামের দিকে ঢেলে লেওয়া হবে। (বলা হবে :) জাহাজামের (অধির) মজা আসাদান কর। (যদি তারা এ কারণে সম্মেহ করে যে, কিয়ামত এই মুহূর্তে কেবল সংঘটিত হয় না, তবে এর কারণ এই যে,) আমি প্রতোক বন্তকে পরিমিতরাপে সুল্টি করেছি। (সেই পরিমাণ আমার জন্ম আছে। অর্থাৎ প্রতোক বন্তর সংযোকাল ইত্যাদি আমার জন্মে বিদিষ্ট ও মিধারিত আছে। এমনিভাবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ারও একটি সময় মিদিষ্ট আছে। সেই সময় মা আসার কারণেই কিয়ামত সংঘটিত হচ্ছে না। এর ফলে কিয়ামত সংঘটিতই হবে না বলে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। সময় এলে সে সম্পর্কে) আমার কাজ মুহূর্তের মধ্যে চোখের পলকে হয়ে যাবে। (তোমরা যদি মনে কর যে, তোমাদের চালচলন আজ্ঞাহৰ কাছে অগভদ্রনীয় ও গহিত নয়। ফলে কিয়ামত হজেও তোমাদের কোন চিন্তা নেই, তবে তুমে রাখ) আমি তোমাদের সময়না দোকনদেরকে (আবাব দারা) ধৰিস করেছি। (এটাই তোমাদের চালচলন গহিত হওয়ার সুস্পষ্ট দণ্ডনা)। অতএব (এই দলীল থেকে) উপদেশ প্রাপককারী কেউ আছে কি ? (তাদের ক্রিয়াকর্ম আজ্ঞাহৰ জন্মের আওতা-বহির্ভূতও নয়, যদ্যকৈ তাদের ক্রিয়াকর্ম গহিত হওয়া স্বেচ্ছ আবাবে থেকে বেঁচে যাওয়ার সত্ত্বাবন্ধ থাকতে পারত। বরং) তারা যা কিছু করে, সবই (আজ্ঞাহৰ তা'আলা জানেন এবং) আমজনামায় লিপিবদ্ধ আছে (এরপ নয় যে, কিছু দেখা হয়েছে এবং কিছু বাদ পড়েছে, বরং) প্রতোক ছোট ও বড় সবই (তাতে) লিপিবদ্ধ। (সুতরাং আবাব যে হবে, এতে কোন সম্মেহ নেই। পক্ষান্তরে) যারা আজ্ঞাহৰীয় পরাহিয়েপার, তারা থাকবে (জামাতের) উদ্যানসমূহে ও নির্বারিপৌতে, চমৎকার স্থানে, সর্বাধিপতি সন্নাট আজ্ঞাহৰ সামিধে অর্থাৎ জামাতের সাথে আজ্ঞাহৰ নেকটাও অজিত হবে।

আনুবাদিক কাতব্য বিষয়

করেকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা : **جِرْجِ شَكْرٍ** এর বহুবচন। অভিধানে প্রত্যোক লিখিত কিভাবকে **جِرْجِ** বলা হয়। হযরত মাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিভাবের মাঝও ঘবুর। **أَدْهِي**-এর অর্থ অভ্যধিক ভয়াবহ এবং **مُصْلِم** শব্দের

অর্থ তিক্ততর। এটা *يُرِّ* থেকে উত্তৃত। কঠোর ও কষ্টকর বিষয়কেও *يُرِّ* বলা হয়। *يُرِّ* শব্দের অর্থ এখানে আহামায়ের অধি। *عَنْهُمْ*। শব্দটি *مَكْتُوب* এবং বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী, অর্থাৎ যারা তাদের অনুসারী ও সমর্থন। *مَفْعُول* এর অর্থ মজলিস, বসার আয়গা এবং *مَفْعُول* এর অর্থ সত্ত। উদ্দেশ্য এই যে, এই মজলিস মহতী হবে। এতে কোন অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না।

وَإِنَّا لَنَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا وَبَقَدْرٍ

কোন বর উপরোক্তি অনুসারে পরিচিতভাবে তৈরী করা। আরাতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে অর্থাৎ আজাহ্ তা'আলা বিষ আহানের সকল শ্রেণীর বন্ধ বিভিন্নভাবে পরিমাপ সহকারে ছোটবড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরী করেছেন। অঙ্গুলিসমূহ একই রূপ তৈরী করেন নি—দৈর্ঘ্য পার্থক্য রেখেছেন। হাত পারে দৈর্ঘ্য প্রয়োজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি ক্ষেত্রে আজাহ্'র কুনকুন ও হিক্কমতের বিস্ময়কর দার উল্লেখিত হতে দেখা যাবে।

শরীরভাগের পরিভাষার ‘কদর’ শব্দটি আজাহ্'র তক্সীর তথা বিধিবিশিষ্ট অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তক্সীরবিদ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে আরোচ্য আরাতে এই অর্থই নিরূপণ করেছেন।

মসনদে আহমদ, মুসলিম ও ডিয়াফীর রেওয়ায়েতে হয়রত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, কোরাইল কাফিরুর একবার রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে তক্সীর সঙ্গের বিভিন্ন কুর করার আরোচ্য আরাত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আরাতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিবের প্রত্যেকটি বন্ধ তক্সীর অনুসারী স্থিতি করেছি। অর্থাৎ আদিকালে স্থিতিত বন্ধ, তার পরিমাপ, সংযোগাল, হুস-হজিত পরিমাপ বিষ অভিজ্ঞ লাতের পূর্বেই খিথে দেওয়া হয়েছিল। এখন বিবে যা কিছু স্থিতিস্থাপ করে, তা এই আদিকালীন তক্সীর অনুসারীই স্থিতিস্থাপ করে।

তক্সীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিষাস। যে একে সরাসরি অবীকার করে, সে কাফির। আর যারা অর্থভাব আপন নিয়ে অবীকার করে, তারা ক্ষাপিক। আহমদ, আবু দাউদ ও ডিয়াফীর বলিত হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়েব (রা) রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ প্রত্যেক উচ্চমতে কিছু জোক যজুসী (অগ্নিপুজারী কাফির) থাকে। আমার উচ্চমতের যজুসী তাৰা, যারা তক্সীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের থবর নিও না এবং যারে দেশে কাফল-দাকনে অংশপ্রাপ্ত করো না—(জাহজ-আ'আনী)॥

سورة الرحمن
অনুবাদ আজ্ঞা-জনক

মদীনার অবতৌর, ৭৮ আস্তা, ৩ জুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

الرَّحْمَنُ عَلَمَ الْقُرْآنَ فَخَلَقَ الْإِنْسَانَ فَعَلَمَهُ الْبَيَانَ ○ أَشْفَعَ
وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانَ ○ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُونَ ○ وَالْكَمَاءُ رَفَعَهَا
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ○ لَا تَنْطَفِعُوا فِي الْمِيزَانِ ○ وَأَقْبَمُوا الْوَزْنَ بِالْقُسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ○ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ ○ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ
النَّخْلُ ذَاتُ الْكَسَامِ ○ وَالْحَبْتُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّوْبَعَانُ ○ فِيَّا نَيْ
الْأَاءُ رَبِّكُمَا شَكَّلَبِنِ ○ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ ○
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ○ فِيَّا نَيْ الْأَءُ رَبِّكُمَا شَكَّلَبِنِ ○
رَبُّ الْمُشْرِقَيْنَ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنَ ○ فِيَّا نَيْ الْأَءُ رَبِّكُمَا شَكَّلَبِنِ ○
مَرِيجُ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَنِ ○ بَيْنَهُمَا بَرْزَرٌ لَا يَبْغِيَنِ ○ فِيَّا نَيْ الْأَءُ
رَبِّكُمَا شَكَّلَبِنِ ○ يَعْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُ وَالْمَرْجَانُ ○ فِيَّا نَيْ الْأَءُ رَبِّكُمَا
شَكَّلَبِنِ ○ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُشَكَّلُ فِي الْبَحْرِ كَالْمَلْوَمِ ○ فِيَّا نَيْ
الْأَءُ رَبِّكُمَا شَكَّلَبِنِ ○

প্রথম কর্মসূচি ও অঙ্গীয় সহায় আজ্ঞাহীত নামে ও ক্ষেত্র

- (১) কর্মসূচি আজ্ঞাহীত (২) পিঙ্ক পিলোহেন কর্মসূচি, (৩) সুটিউ কর্মসূচি
প্রান্ত, (৪) তাকে পিলিহেন কর্মসূচি। (৫) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবগত উল্লেখ (৬) এবং দৃশ্যতা

ও হৃষ্ণাদি সিজদার আছে। (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুদ্র এবং হাগম করেছেন তুলাদণ্ড, (৮) বাতে তোমরা সীমালভ্যম না কর তুলাদণ্ডে। (৯) তোমরা মাঝে উজন কারেয় কর এবং উজনে কম দিয়ো না। (১০) তিনি পৃথিবীকে হাগম করেছেন সৃষ্টি জীবের জন্য। (১১) এতে আছে কলমুল এবং বহিরাবরণ বিনিষ্ঠ ঘৰ্য্যুর হৃক। (১২) আর আছে ধোসাবিনিষ্ঠ দস্য ও সুগন্ধি ফুল। (১৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুপ্রাহকে জৰীকার করবে? (১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন গোড়া বাটির ন্যায় ও ক্ষতিকা থেকে (১৫) এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অপি-শিখা থেকে (১৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুপ্রাহ জৰীকার করবে? (১৭) তিনি দুই উদয়চল ও দুই অভাবের মালিক। (১৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে জৰীকার করবে? (১৯) তিনি পাশগাপি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের মাঝখানে রঞ্জে এক অত্যা঳ ঘা তারা অভিজ্ঞ করে না। (২১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে জৰীকার করবে (২২) উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল। (২৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে জৰীকার করবে? (২৪) দরিয়ার বিচলণশীল সর্বতদৃশ্য আহাজসমূহ ঠারাই (নিমজ্ঞানাধীন)। (২৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে জৰীকার করবে?

সুরার ঘোষসূত্র এবং ১৪। ফ্লাই বাকাটি বারবার উন্নেশ করার তাৎপর্য়;
পূর্ববর্তী সুরা ক্লামারের অধিকাংশ বিষয়বস্তু অবাধা আতিসম্মুহের শাস্তি সম্পর্কে বাণিজ
হয়েছিল। তাই প্রত্যেক শাস্তির গর্ব মানুষকে হাসিলার করার জন্য ফ্লাই

বাকাটি বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে। এর সাথে সাথে ইমান ও

ଆନୁଶେଷ ଉତ୍ସାହିତ କରାର ଜମା ଦିଲୀଙ୍କ ବାକୀ ۔—وَلَقَدْ يُسَرَّنَا الْقُرْآنُ—କେ ବାହାରବାହୀ
ଉତ୍ତରଥ କରିବା ଯୁଗମେ !

এর বিপরীতে সুরা রহমানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু আজাহ তা'আজার ইহতোকির
ও প্রায়তোকিক অবদানসমূহের বর্ণনা সম্পর্কিত। তাই বখন কোন বিশেষ অবদান উল্লেখ
করা হয়েছে, তখনই মানুষকে হৈশিরার ও কৃতভাব দ্বারা উৎসাহিত করার জন্য
فَيَا يٰ أَيُّ رَبِّكَمَا বাকাতি বারবাক উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র সুরাট এই বাক্য
একটিপ বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক বার বাকাতি মতুন মতুন বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ষ
হওয়ার কারণে এটা অসংকোচ পাত্রের পরিপন্থী নয়। আজাহা সম্পর্কী এ ধরনের পন্থনের দ্বারা

নাম রেখেছেন তত্ত্বাদীন। এটা বিশ্বজড়াবী আবদানের পদা ও পদা রচনায় বহু বাবহাত ও প্রশংসিত। কথু আবৃবী ভাষাই নয়, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় সর্বজনবীকৃত কবিদের কাব্যেও এর নয়ীর পাওয়া যায়। এসব নয়ীর উচ্চৃত করার স্থান এটা নয়। তরঙ্গীয়ে রহস্য-মাজানীতে ও হজে করেকষি নয়ীর উজ্জেব করা হয়েছে।

তরঙ্গীয়ের সার-সংক্ষেপ

করুণাময় আজাহ্ (তাঁর অসংখ্য অবদান আছে) তত্ত্বাধ্যে একটি আধ্যাত্মিক অবদান এই যে, তিনি) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য এবং ইমাম হাসিল করে আমর করার জন্য কোরআন নাখিল করেছেন, যাতে বাস্তুরা চিরস্থায়ী সুখ ও আরাম, হাসিল করে। আরেকটি শারীরিক অবদান এই যে, তিনি) শৃঙ্খল করেছেন মানুষ, (অতঃপর) তাকে শিখিয়েছেন বিশ্বতি (এর উপকারিতা হাজারো)। আবের মুখ থেকে কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া তত্ত্বাধ্যে একটি। আরেকটি বিশ্বজনীন দৈহিক অবদান এই যে, তাঁর আদেশে) সুর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে এবং তৃণজগত ও রূক্ষাদি। (আজাহ্) অনুগত। সুর্য ও চন্দ্রের গতি ধারা দিবা-রাত, শীত-শ্রীয় এবং মাস ও বছরের হিসাব জানা যায়। কাজেই তা অবদান। (আজাহ্ তা'জাজা মানুষের জন্য রূক্ষাদির মধ্যে অসংখ্য উপকার সৃষ্টি করেছেন। কাজেই রূক্ষের অনুগত্যাও এক অবদান। আরেক অবদান এই যে) তিনিই আকাশকে সমুদ্ধে করেছেন। (মডোয়গুলীর উপকারিতা ছাড়াও এর একটা বড় উপকার এই যে, একে দেখে প্রত্তোর অপরিসীম শাহীভ্য অনুধাবন করা যায়। আজাহ্ বলেন : **يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ** আরেক অবদানএই

যে, তিনিই (দুনিয়াতে) মাড়ি-পাড়া স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কমবেশী না কর। (এটা যখন জেনদেনের হক পূর্ণ করার একটি যত্ন, যন্ত্রারা হাজারো বাহিক ও অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট দূর হয় তখন তোমরা বিশেষভাবে এই অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং এটাও এক কৃতজ্ঞতা যে) তোমরা নায় ওজন কামেয় কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (আরেক অবদান এই যে) তিনিই শৃষ্ট জীবের জন্য পৃথিবীকে (তার স্থানে) স্থাপন করেছেন। এতে আছে ক্ষমতা এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট শর্জুন রূপ। আয় আছে খোসা বিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধ দুল অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পাইনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? (অর্থাৎ অঙ্গীকার করা খুবই হৃতকারিতা এবং জাজ্জলামান বিষয়সমূহকে অঙ্গীকার করার নায়াকর। আরেক অবদান এই যে) তিনিই মানুষকে (অর্থাৎ তাদের জাদি পুরুষ আদমকে) সৃষ্টি করেছেন পেঁচামাটির নায় শুক শৃঙ্খিকা থেকে এবং জিনকে (অর্থাৎ তাদের জাদি পুরুষকে) সৃষ্টি করেছেন ঝাঁটি অল্প থেকে (যাতে ধূম হিল না)। অতঃপর প্রজননের মাধ্যমে উত্থয় জাতি বৎস রূপ পেতে থাকে। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পাইনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের অর্থ সূর্য ও চন্দের দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল) দিবা-রাত্বিশ শুক ও শেষের উপকারিতা এর সাথে

সম্পূর্ণ। কাজেই একটা ও একটা অবদান। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? (আরেক অবদান এই যে) তিনি দুই দরিয়াকে (দৃশ্যত) মিলিত করেছেন, কল (বাহ্যত) সংযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়, কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক (প্রাকৃতিক) অঙ্গরাশ, যা তারা (অর্থাৎ উভয় দরিয়া) অতিক্রম করতে পারে না। (জবপাঞ্চ পানি ও মিলিত পানির উপকারিতা অঙ্গনা নয়। দুই দরিয়া সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে প্রয়াণগত অবদানও আছে)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? (দুই দরিয়া সম্মিলিত এক অবদান এই যে) উভয় দরিয়া থেকে মোতি ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। (এভাবের উপকারিতা ও অবদান হওয়া বর্ণনা সাধেক নয়)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? (আরেক অবদান এই যে) তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন (ও মাজিকানাধীন) সেই জাহাজসমূহ ছেওলো সমুদ্রে পর্বত সদৃশ ডাস্যান (দৃষ্টিপোচর হয়)। এভাবের উপকারিতাও দিবাজোকের মত সুস্পষ্ট)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে?

আনুবাদিক ভাষ্টব্য খিলফ

সুরা আর-রহমান মুক্তার অবতীর্ণ, না মনীনায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে যত্নেদ রয়েছে। কুর্রাতুরী কতিগম্য হাদীসের ভিত্তিতে মুক্তার অবতীর্ণ হওয়াকে অপ্রাধিকার দিয়েছেন! তির-মিয়ৌতে হযরত জাবের (رض) বর্ণনা করেন যে, رَسُولُ اللّٰهِ (ص) করেকজন হোকেন্তে সামনে সময় সুরা আর-রহমান তিলাওয়াত করেন। তাঁরা খনে নিশ্চৃপ ধাকনে রসুলুল্লাহ (ص) বলেনঃ আমি ‘জায়াতুল জিনে’ (জিন-জজনীতে) জিনদের সামনে এই সুরা তিলাওয়াত করেছিলাম। প্রাকারাস্তি হওয়ার দিক দিয়ে তারা তোমাদের চেমে উড়ম হিল। কারণ, আমি বখনই সুরার

فِيَّ إِلَّا وَرَبِّكَمَا آকাতি তিলাওয়াত করতাম, তখনই তারা সবুজে বলে উঠতঃ

وَبِنَا لَا نَكُنْ بِشَيْءٍ مِّنْ نَعْكَفْ فَلَكَ الْعَمَدْ অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আগমার কোন অবদানকেই অঙ্গীকার করব না। আগমার জনাই সমষ্ট প্রশংসা। এই হাস্তাস থেকে জানা যায় যে, সুরাটি মুক্তার অবতীর্ণ। কেননা, ‘জিন-জজনীত’ ঘটনা মুক্তার সংষ্কৃতি হয়েছিল। এই জজনীতে রসুলুল্লাহ (ص) জিনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাঙ্গুকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

কুর্রাতুরী এ ধরনের আরও অন্যেকটি হাদীস উক্ত করেছেন। সব হাদীস কোরা আলা মাঝ যে, সুরাটি মুক্তার অবতীর্ণ।

সুরাটিকে ‘রহমান’ নাম দ্বারা কৃত ব্যবহার তাৎপর্য এই যে, মুক্তার কাফিলারা আরাহতুর আলার এই নাম সম্মর্কে অবস্থ হিল না। তাই সুসলমানদের সুব্দে ‘রহমান’ নাম উল্লে

তারা বলাবলি করত : **وَمَا الرَّحْمَنُ** رহমান আবার কি ? তাদেরকে অবহিত করার অন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে ।

বিভৌর কারণ এই যে, পরের আয়তে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । কাজেই 'রহমান' শব্দটি ব্যবহার করে একথাও বাজ করা হয়েছে যে, এই কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কার্যকরী কারণ হচ্ছে একমাত্র আলাহ্ তা'আলাৰ রহমত ও করুণা । মতুৰাতীর নামিত্বে কোন কাজ উদ্বাজিব বা জুরুৱা নন এবং তিনি কারণ মুখাপেক্ষী নন ।

এরপর সমষ্ট সুরার আলাহ্ তা'আলাৰ ইহলোকিক ও পারলোকিক অবদানসমূহের অবাহত বর্ণনা আয়েছে । **الْقُرْآنِ عَلَمَ** বলে সর্বত্থৰ অবদান আরা করা হয়েছে । কোরআন সর্বত্থৰ অবদান । কেননা, এতে মানুষের ইহলোকিক ও পারলোকিক উভয় প্রকার কজাপ আয়েছে । সাহাবীরে কিম্বা কোরআনকে বশিষ্ঠনোবাকে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি স্বার্থ সর্বাদা প্রদর্শন করেছেন । কলে আলাহ্ তা'আলা তঁমদরকে পরাকালীন উচ্চ সর্বাদা ও নিরামত আরা গৌরবাধিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন, যা রাজা-বাদশাহ-রাও হাসিল করতে পারে না ।

যাকন্দের বিষয় অনুযায়ী **عَلَمَ** কিয়াগদের মৃষ্টি কর্ম থাকে—এক. যা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সুই. থাকে শিক্ষা দেওয়া হয় । আয়তে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন । কিন্তু বিভৌর কর্ম অর্থাৎ কাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাৰ উল্লেখ নেই । কোন কোন তৎসীরবিদ বলেন : এখানে রসুলুল্লাহ (সা) উল্লেখ । কেননা, আলাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে তাকেই শিক্ষা দিয়েছেন । অতঃপর তাঁর মধ্যস্থতাৰ সমষ্ট শৃঙ্খলা এতে দাখিল আয়েছে । এরপর হতে পারে যে, কোরআন নামিল করার জন্য সময় শৃঙ্খল জগতকে পথপ্রদর্শন করা ও তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ি চরিত্র ও সৎ কর্ম শিক্ষা দেওয়া । এই বাপকতাৰ দিকে ইমিত কৰার জন্যই আয়তে বিশেষ কোন কর্ম উল্লেখ কৰা হয়েন ।

خَلَقَ أَنْسًا نَّاسًا مَّلِيَّاً—মানব সৃষ্টি আলাহ্ তা'আলাৰ একটি বড় অবদান । আভাবিক ক্রম অনুসারে এটাই সর্বাপ্রে । কোরআন শিক্ষা দেওয়াৰ অবদানটি মানব সৃষ্টিৰ পরেই হতে পারে । কিন্তু কোরআন পাক এই অবদান অপ্রে এবং মানব সৃষ্টি পরে উল্লেখ করেছে । এতে ইমিত কৰা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টিৰ আসল জন্যাই হচ্ছে কোরআন শিক্ষা এবং কোরআন নির্দেশিত পথে চলা । অন্য এক আয়তে বলা হয়েছে :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَأَنْسَ لَا يَعْبُدُونِ অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে শুধু আমাৰ ইবাদত কৰার জন্য কৰেছি । বলা বাছলা, আলাহ্ শিক্ষা বাতীল ইবাদত হতে পারে না ।

কোরআন এই শিক্ষার উপায়। অতএব এই দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষা মানব সৃষ্টির অধ্যয়ন জাত করেছে।

মানব সৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে সাম করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেন হয় এর তাখগর্জ এই যে, মানুষের ক্ষমতাবাল, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে বেসব অবদান সম্পর্কসূচী, বেয়ন গান্ধার, শৌক ও প্রৌঢ় থেকে আবুরকার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে মানব ও জন্মজানের নিবিশেবে প্রাণীগাছাই অংশীদার। কিন্তু বেসব অবদান বিশেষভাবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ষ, সেওলোর যথে প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল, কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া বর্ণনাপত্রিক উপরাই নির্ভরশীল।

এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও টিপ্পিগ্রেফ মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরাকে বোকানোর মত উপায় আঝাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা ও বাকপছতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অব এবং এটা কার্যত **عَلِمْ أَمْ لَا سِمَا عَلِهَا** আঝাতের ভঙ্গসীরও।

أَلْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحَسْبَانِ —আঝাহ তা'আলা মানুষের জন্য ভূমণ্ডলে ও

মন্ডোয়ণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আঝাতে মন্ডোয়ণ্ডলীয় অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেবলমা, বিহু-জগতের পোটা ব্যবস্থাগুলি এই দুটি প্রাচীর গতি ও কিম্ব-জমিয়র সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে।

بِحَسْبَانِ শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা পদের বহুবচন। আঝাতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেব হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রাখে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরাই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কার্যবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্তির পার্থক্য, ধাতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। **بِحَسْبَانِ** শব্দটিকে

سِمَا—এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিকল্পনের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের উপর সৌর ও চন্দ্র ব্যবস্থা চালু রাখে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অন্ত যে, জাতো বছর অভিজ্ঞান হওয়ার পরও এতে এক বিনিটি বা এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য রয়েলি।

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের উন্নতির ঝুঁট বলা হয়। বিজ্ঞানের বিক্রমকর মূল নব আবিষ্কার প্রতোক্তি বৃদ্ধিমান মানুষকে হতবুকি করে রেখেছে। কিন্তু মানববিজ্ঞত বত ও আঝাহুর সৃষ্টির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রত্যেকেরই চোখে পড়ে। মানববিজ্ঞত বন্ধুর মধ্যে ভাঙাগঢ়া এক অপরিহার্য বিষয়। মেশিন মতই অজ্বুত ও শক্ত হোক না কেবল কিছু-দিন পর তা মেরামত করা, কম্পক্ষে কিছুটা পরিকার-পরিচ্ছবি করা জরুরী হয়ে পড়ে।

মেরামত ও পরিষ্কারকরণের সবারে বেলিনটি অকেরো থাকে। কিন্তু আলাহ্ তা'আলার প্রতিত এই বিশালকার প্রাণগুলো কোন সময় মেরামতের মুখাপেক্ষী হব না এবং এদের অবাহত পতিখানার কোন পার্শ্বকাও হব না।

وَالنَّعْمٌ وَالشَّجَرُ بِسْتَدِّنِ
—কানুবিহীন লতানো গাছকে
শব্দের বৃক্ষকে شجر
বলা হয়। অর্থাৎ সর্বপ্রকার লতাগাঢ়া ও বৃক্ষ আলাহ্
তা'আলার সামানে সিজদা করে। সিজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের মুকুৎ। তাই
এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আলাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতাগাঢ়া, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ
কাজ ও মানুষের উপকারের জন্য স্থিতি করেছেন, তারা অনবরত সেই কাজ করে যাচ্ছে এবং
নিজ নিজ কর্মে পাইন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই স্থিতিজ্ঞত ও বাধাতো-
মুলক আনন্দসভাকেই আরাতে 'সিজদা' করে বাস্তু করা হয়েছে।—(জহর-যা'আলী, মাঘারী)

وَالسَّمَا = رُفَعَهَا وَمَنْعَهَا وَرُفْعٌ وَرَفْعٌ وَرَفْعٌ وَرَفْعٌ
— শব্দের অর্থ সমুদ্রত করা এবং শব্দের অর্থ নীচে রাখা। আরাতে প্রথমে
আকাশকে সমুদ্রত করার কথা বলা হয়েছে। সামগ্র উচ্চতা ও মর্যাদাপত উচ্চতা উভয়ই
এর অনুরূপ। কারণ, আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর ভূজনার উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী আকা-
শের বিপরীত গল্প হয়। সমগ্র কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর
উর্জের কর্তা হয়েছে। আরোচ আরাতে আকাশকে সমুদ্রত করার কথা বলার পর মীরান
ছাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। চিন্তা করলে দেখা যায়
যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আরাতের
পর বলা হয়েছে رَفَعَهَا لَلَّا نَأْمِ
— কাজেই আসলে আকাশ ও পৃথিবীর
বৈপরীতাই কুটানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি
বিশ্ব অর্থে মীরান ছাপনের কথা বলা হয়েছে। মনে হব এতে রহস্য এই যে, মীরান ছাপন
এবং পরবর্তী তিন আরাতে বলিত মীরানকে যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ, এতদ্বারের
সামর্য হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আকাশাং ও নিপত্তিন থেকে রক্ষা করা।
এখানে আকাশকে সমুদ্রতকরণ ও পৃথিবী ছাপনের মাঝখানে মীরানের কথা উর্জের করায়
ইঙ্গিত দাতুর বাব বে, আকাশ ও পৃথিবী স্থিতির আসল উদ্দেশ্যও ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা
করা। পৃথিবীতে সাতিও ন্যায় এবং ইনসাফের স্বাধারণেই কানেক থাকতে পারে। নতুন
অবধি অবর্ধ হবে।

হইস্তান কাতাদাহি, সুজাহিদ, সুখী প্রমুখ 'মীরান' শব্দের তফসীর করেছেন মীর-
বিচার। কেননা, মীরান তথা দীর্ঘিপালার আসল লক্ষ্য ন্যায়বিচার। তবে মীরানের
প্রচলিত অর্থ হচ্ছে সীকুপাল। কেবল কোম তফসীরবিল মীরানকে এই আরেই মনেজেস;
এবং সামর্যত মারালাইক জেমসেম সীকু ও ইমসাক করেখ করা। এখানে মীরানের

অর্থে এমন কষ্ট দাখিল আছে, যদ্বারা কোন ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তা সুই পাই-
বিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাণক্ষতি হোক।

أَلَا تَطْغُوا فِي الْمِيزَانِ—এই আরাতে দাঙ্গিপাই স্থিত করার উদ্দেশ্য ও

বক্ষ বাড় করা হয়েছে। অর্থাৎ আজাহ তা'আজা দাঙ্গিপাই স্থাপন করেছেন, যাকে তোমরা
ওজনে কমবেশী করে ঝুনুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও।

وَأَقْدِمُوا الْوَزْنَ بِالْقُسْطِ—অর্থাৎ ইনসাফ সহকারে ন্যায় ওজন কাশেয় কর।

—ক্ষেত্রে এর পাদিক অর্থ ইনসাফ।

أَقِيمُوا الْوَزْنَ وَلَا تَنْخِسُوا الْمِيزَانَ—বাকে যে বিষয়টি ধনাত্মক ভঙিতে

বক্ষ করা হয়েছে, এই বাকে তাই ধনাত্মক ভঙিতে বিলিত হয়েছে। যদা বাহ্যা, ওজনে কম
দেওয়া হারাম।

وَلَا رُفَّ وَرْضَهَا لَلَّا نَامْ—ভগ্নের প্রত্যেক প্রাণীকে নাম! বলা হয়।—(কামুস)

বারবাতী বলেন : যার আত্মা আছে, সেই —আরাতে নাম বলে বাহ্যত মানব
ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে এই সুই প্রেরণীই
শরীরতের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। এই সুরায় **فَبِأَيِّ أَذْعُونَكُمَا** বলে তাদেরকে
বারবার সংজ্ঞানও করা হয়েছে।

فَا كُوئْ—فَوْهَا فَا كَوْهَة—এমন ক্ষণমুলকে বলা হয়, যা আহারের পর অত্যবৃত্ত

মুখের আস পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আওয়া হয়।

كُمْ إِكْمَامٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الدَّمَامِ—ক্ষম শব্দটি এর বহুচন। এর অর্থ সেই বহিরাবরণ,

যা অঙ্গুর ইত্যাদি কলঙ্কের উপরে থাকে।

وَالْحَبْ ذُ وَالْعَصْفِ—এর অর্থ শস্য, বেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর

ইত্যাদি। **فَ** সেই খোসাকে বলে, যার জেতের আজাহ ক্ষুদরতে মোড়কবিশিষ্ট

অবস্থায় শস্যের দানা স্থিত করা হয়। এই খোসার আবরণে মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার

কর্মসূতে শস্ত্রের দানা দুর্বিত আবহাওয়া ও পোকা-মাকড় ইত্যাদি থেকে পরিকার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্ত্রের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি ঘোল করে মুক্তিশান মানুষের দৃশ্টি এ দিকে আকৃষ্ণ করা হয়েছে যে, তোমরা যে কুটি, তাজ ইত্যাদি প্রভাব কয়েকবার আছার কর, এর পর একটি দানাকে স্ফটিকর্তা সিল্কপ সুকোশলে মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা স্ফিট করেছেন। এরপর কিভাবে একে কাট-পতল থেকে বিরাপদ রাখার জন্য আবরণ দারা আচৃত করেছেন। এতে কিছুই পরই সেই দানা তোমাদের মুখের প্রাণে পরিপন্থ হয়েছে। এর সাথে সঙ্গবত আরও একটি অবদানের দিকে ইস্ত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুর্পদ অন্তর ধোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোরা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।

وَالرِّيَاضَان—এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগানি। ইবনে যায়েদ (র) আরাতের এই

অর্থই বুঝিয়েছেন। আরাহ তা'আলা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন রুক্ষ থেকে নানা রাবণের সুগানি এবং সুগন্ধসুষৃত সুর স্ফিট করেছেন। **رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ**—কোন কোন সময় নির্বাস ও রিমিসের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় **رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ** অর্থাৎ আমি আরাহের রিয়িক অব্যবহারে বের হলাম। হয়রত ইবনে আবাস (রা) আরাতে রবুন্নাফ এর এ তফসীরই করেছেন।

رَبِّهَا يَأْلِمُ وَبِكَمَا تَكْنَى بَأْنَ।—সমষ্টি বহবচন। এর অর্থ অবদান।

আরাতে জিন ও মানবকে সর্বোধন করা হয়েছে। সুরা আর-রহমানের একাধিক আয়াতে জিনদের আলোচনা থেকে একথা বোরা আসে।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَالَى الْغَنَّارِ—এখানে বলে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে হস্ত আলম (আ)-কে বোরানো হয়েছে। **مَلَامَل**—এর অর্থ পানি সিঞ্চিত কৃক মাটি। **رَبِّهَا يَأْلِمُ**—এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে পোড়ামাটির মাঝ কৃক মৃত্তিকা থেকে স্ফিট করেছেন।

خَلَقَ النَّجَانَ مِنْ مَارِيجَ مِنْ نَارٍ—এর অর্থ জিন জাতি। এর অর্থ অল্পশিখা। জিন স্ফিটের প্রধান উপাদান অল্পশিখা, হেমন মানব স্ফিটের প্রধান উপাদান মৃত্তিকা।

رَبُّ الْمَشْرِقَوْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَوْنِ—শীত ও শীতকালে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল পরিবর্তিত হয়। শীতকালে অর্ধাং উদয়াচল এবং অর্ধাং অস্তাচল

তিম তিম জাগুগাল্ল হয়। আয়াতে সমসরের এই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলকে
মন্ত্ৰ মুক্তি করা হয়েছে।

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ — مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ

এই ধৈলে যিঠা ও মোনা দুই দরিয়া বোঝানো হয়েছে। আলাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে
উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়,
যার নদীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিসৃত হয়। কিন্তু যে স্থানে যিঠা ও মোনা উভয় প্রকার
দরিয়া পাখাপালি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আজাদা ও স্বতন্ত্র থাকে।
একদিকে থাকে যিঠা পানি এবং অপরদিকে মোনা পানি। কোথাও কোথাও এই যিঠা ও
মোনা পানি উপরে নৌচো প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সহ্যে পরম্পরে
মিলিত হয় না। আলাহ্ তা'আলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যই বলা হয়েছে:

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِي بِهِ رُزْخٌ يَبْغِيَانِ — অর্থাৎ উভয় দরিয়া
পরম্পরে মিলিত হয়, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আলাহ্ কুদরতের একটি অস্তরাল থাকে,
যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে মিলিত হতে দেয় না।

مَرْجَ جَانِ — يَخْرُجُ مِنْهَا الْئَرْوَ وَالْمَرْجَانُ

এর অর্থ প্রবাল। এটা ও মূল্যবান মণিমুক্ত। এতে বাক্সের ন্যায় শাখা হয়। এই মোতি
ও প্রবাল সমূদ্র থেকে বের হয়। কিন্তু প্রসিক এই যে, মোতি ও মণিমুক্ত মোনা সমূদ্র থেকে
বের হয়—যিঠা সমূদ্র নয়। আয়াতে উভয় প্রকার সমূদ্র থেকে বের হওয়ার কথা বলা
হয়েছে। এবং জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমূদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু যিঠা পানির
সমূদ্র প্রবহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। যিঠা পানির
সমূদ্র প্রবাহিত হয়ে মোনা সমূদ্রে পতিত হয় এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়।
এ কারণেই মোনা সমূদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে।

شَجَارَيْهُ جَوَارِيْ وَلَدَ الْجَوَارِ الْمَنْشَانُ فِي الْبَحْرِ كَلَّا لَعَلَّا

বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা, আহাজ। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে।
শব্দটি থেকে উত্তৃত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঠু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার সাজ বোঝানো
হয়েছে, যা পতাকার মাঝে উঠু হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল ও পানির উপর বিচরণ
করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَلَنْ تُؤْتَ وَجْهَهُ رَبِّكَ دُوَالْجَلَلُ وَالْأَ

كَدَمْهُ فِيَّ أَلَّا رَتِكْمَا شَكَبَنِينَ ۝ يَسْلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ ۝ فِيَّ أَلَّا رَتِكْمَا شَكَبَنِينَ ۝
 سَنَفَرُهُ لَكُمْ أَيْمَةَ النَّقْلِينَ ۝ فِيَّ أَلَّا رَتِكْمَا شَكَبَنِينَ ۝ يَعْشَرَ
 الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَمْ إِنْسَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفَذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
 وَأَنْكَرْتُمْ فَاقْنَدُوا لَا تَنْفَذُونَ إِلَّا سُلْطَنِيْهُ فِيَّ أَلَّا
 رَتِكْمَا شَكَبَنِينَ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ
 فَلَا تَنْتَهُرُونَ ۝ فِيَّ أَلَّا رَتِكْمَا شَكَبَنِينَ ۝ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ
 كَانَتْ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ ۝ فِيَّ أَلَّا رَتِكْمَا شَكَبَنِينَ ۝
 فِيَّ مَيِّدَةٍ لَا يُسْلَلُ عَنْ ذَئْبَهُ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ۝ فِيَّ أَلَّا رَتِكْمَا
 شَكَبَنِينَ ۝ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِيَمْنُونَ قَبْوَخَدُ بِالنَّوَاصِيْفِ وَالْأَقْدَامِ ۝
 فِيَّ أَلَّا رَتِكْمَا شَكَبَنِينَ ۝ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يِكْذِبُ بِهَا
 الْمُجْرِمُونَ ۝ يُطْوِقُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِيْرَانِ ۝ فِيَّ أَلَّا
 رَتِكْمَا شَكَبَنِينَ ۝

- (২৬) তৃপ্তির সবকিছুই ধৰ্মসশৈল। (২৭) একযাত্র আপনার মহিমায় ও
অহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়। (২৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন-
কর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? (২৯) নজোরগুল ও তৃষ্ণাশূলের সবাই
তার কাছে প্রাপ্তি। তিনি সর্বদাই কোন-না-কোন কাজে রাত আছেন। (৩০) অতএব
তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? (৩১)
হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্ৰই তোমাদের জন্য কর্মসূক্ষ হয়ে যাব। (৩২) অতএব
তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অঙ্গীকার করবে? (৩৩)
হে জিন ও মানবকুল, নজোরগুল তৃষ্ণাশূলের প্রাপ্ত অতিক্রম করা থাই তোমাদের সাথ্যে
কুলার, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র বাতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।
(৩৪) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার

করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্মুলিঙ্গ ও খুন্দকুজ তথব তোমরা সেবন
প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোনু
কেনু অবদানকে অঙ্গীকার করবে? (৩৭) যখন আকাশ বিদীর্ঘ হবে, তখন হবে যাবে
রাতিশান্ত, সাম চামড়ার ন্যায়। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার
কোনু কেনু অবদানকে অঙ্গীকার করবে? (৩৯) সেদিন যানুব না তার অপরাধ সম্পর্কে
জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন। (৪০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোনু
কেনু অবদানকে অঙ্গীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের
চেহারা থেকে; অতএব তাদের কপালের চূল ও পা থেরে টেনে নেওয়া হবে। (৪২) অতএব
তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোনু কেনু অবদানকে অঙ্গীকার করবে? (৪৩)
এটাই জাহাজায়, যাকে অপরাধীরা যিখ্যা করত। (৪৪) তারা জাহাজায়ের অগ্নি ও ফুট
পরিবর্ত মাঝখানে প্রদর্শিত করবে। (৪৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার
কোনু কেনু অবদানকে অঙ্গীকার করবে?

তৃষ্ণীয়ের সাল-সংকেপ

(এ পর্যন্ত দেসব অবদানের মধ্যে তোমরা শুনলে, তোমাদের উচিত তওঁহাদ ও
ইবাদতের মাধ্যমে এগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং কৃকৃর ও গোনাহের মাধ্যমে অকৃ-
তজ্ঞতা না করা। কেমনো, এ জগত ধৰ্মস হওয়ার পর আয়েকষি জগৎ আসবে। সেখানে
ঈশ্বান ও কৃকৃরের কারণে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে তাই
বাণিত হয়েছে। ইব্রাহিম হচ্ছে) তৃপ্তির সবকিছুই (অর্থাৎ জিন ও মানব) ধৰ্মস হয়ে
যাবে এবং (একমাত্র) আপনার পালনকর্তার মহিমম্ব ও যহানুভব সত্তা অবশিষ্ট থাকবে।
(উদ্দেশ্য জিন ও মানবকে ইশিয়ার করা। তারা তৃপ্তি বসবাস করে। তাই বিশেষভাবে
তৃপ্তির সবকিছু ধৰ্মস হবে বলা হয়েছে। এতে জরুরী হয় না যে, অন্য কোন ব্যক্তি
ধৰ্মস হবে না। এখানে আরাহু তা'আলার দুর্বিশ উল্লেখ করা হয়েছে। মহিমম্ব ও
যহানুভব। প্রথমতি সত্ত্বাগত ও বিতোরণতি আপেক্ষিক। এর সারবর্ম এই যে, অনেক মহি-
মাবিষ্ট ব্যক্তি অপরের অবস্থার প্রতি দৃক্ষ্যাত করে না। কিন্তু আজ্ঞাহ তা'আলার মহামহিম
হওয়া সঙ্গেও বাস্তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দৃগ্পা করেন। পৃথিবী ধৰ্মস হওয়া ও এরপর
প্রতিদান ও শাস্তিদানের সংবাদ দেওয়া মানুষকে ঈশ্বানকরণ ধন দান করার নামান্তর। তাই
এটো একটো বড় অবদান। সেমতে বলা হয়েছেঃ) অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা
তোমাদের পালনকর্তার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোনু কেনু অবদানকে
অঙ্গীকার করবে? (তিনি এখন মহিমম্ব যে,) নতোরগুল ও তৃত্যগুলির সবাই তৌরই কাছে
(নিজ নিজ প্রয়োজন) প্রার্থনা করে। (তৃত্যগুলি বসবাসকারীদের প্রয়োজন বর্ণনা সাপেক্ষে
নয়। নতোরগুলি বসবাসকারীরা পানাহার না করেও দয়া ও অনুকূল্যার মুখাপেক্ষী।
অতএব আরাহু তা'আলার যহানুভবতা প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) তিনি সর্ববাই,
কোনু-না-কোন কাজে রংত থাকেন। (এর অর্থ এরপ নয় যে, কাজ করা তাঁর সংক্ষেপ অন্য
অপরিহার্য। বরং অর্থ এই যে, বিজয়চার্যের সত্ত্ব কাজ হচ্ছে, সবই তৌরই কাজ। তাঁর
অনুগ্রহ এবং অনুকূল্যাত এর অস্তুর্জন। সুতরাং মহিমম্ব হওয়া সঙ্গেও এরপ অনুগ্রহ

জ্ঞানগ্রহণকারীও একটি মহান অবদান)। অতএব হে মানব ও জিন ! তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? (অতঃপর আবার পৃথিবী ধ্রংশ হওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তোমরা মনে করো না যে, অবসরের পর শাস্তি ও প্রতিদান হবে না ; বরং আমি তোমাদেরকে গুরুরায় জীবিত করব এবং শাস্তি ও প্রতিদান দেব । বলা হচ্ছে :) হে মানব ও জিন ! আমি শৌচাই তোমাদের (হিসাব-নিকাশের) জন্য কর্মসূক্ষ হবে যাব । (অর্থাৎ হিসাব কিভাবে নেব । গ্রন্থক ও আতিশয়ের অর্থে একেই কর্মসূক্ষ হওয়া বলে ব্যতী করা হয়েছে । আতিশয় এভাবে বোঝা যাব যে, মানুষ সব কাজ থেকে মুক্ত হয়ে বেোন কাজে হাত দিলে একে পূর্ণ মনোনিবেশ বলে গণ্য করা হয় । মানুষের বুদ্ধিমত্তা জন্য একথা বলা হয়েছে । নতুন্বা আজ্ঞাহ্ তা'আলার শান্তি এই যে, তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাঁধা হয়ে যায় না । তিনি যে কাজে মনোনিবেশ করুন পূর্ণরূপেই মনোনিবেশ করেন । আজ্ঞাহ্ কাজে অসমূর্ধ মনোনিবেশের সন্তান নেই । এই হিসাব নিকাশের সংবিদ দেওয়াও একটি মহান অবদান । তাই বলা হচ্ছে :) হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? (হিসাব-নিকাশের সময় কারণও পলায়ন করারও সন্তান নেই । তাই ইরশাদ হচ্ছে :) হে জিন ও মানবকুল ! নড়োমণ্ডল ও ভূমগুলের সীমা অঙ্গীকৃত করে বাইরে চলে যাওয়া যদি তোমাদের সাথে কুলীয়, তবে (আমিও দেখি,) তোমরা চলে যাও, (কিন্তু) পক্ষি বাতীত তোমরা চলে যেতে পারবে না । (পক্ষি তোমাদের নেই । কাজেই চলে যাওয়াও সন্তুষ্পন্ন নয় । কিম্বামত্তেও তন্তু প হবে । বরং দেখানে অক্ষমতা আরও বেশী হবে । যেটকথা, পলায়ন করার সন্তান নেই । এ বিষয়টি বলে দেওয়াও হিদায়তের কারণ এবং একটি মহান অবদান ।) অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? (উপরে যেমন হিসাব-নিকাশের সময় তাদের অক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে, তত্ত্বান্তি অতঃপর আবাবের সময় তাদের অক্ষমতা উল্লেখ করা হচ্ছে । অর্থাৎ হে জিন ও মানব অপরাধীরা !) তোমাদের প্রতি (কিম্বামত্তের দিন) অশিষ্কুলিঙ্গ এবং ধূয়কুঞ্জ ছাড়া হবে । অতঃপর তোমরা তা প্রতিষ্ঠত করতে পারবে না । একথা বলাও হিদায়তের উপায় হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান । অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? (যখন হিসাব-নিকাশ নেওয়া ও এতদসরে তোমাদের অক্ষমতার কথা জানা গেল, তখন কিম্বামত্তের দিন প্রতিদান ও শাস্তির বাস্তবতা প্রয়াপিত হয়ে গেল । সুতরাং) যখন (কিম্বামত্ত আসবে এবং) আবাব বিদীর্ঘ হবে, তখন হয়ে যাবে রক্তিমাত্, লাল চামড়ার মত । (ক্রোধের সময় চেহারা রক্তিমাত্ হয়ে যায় । ক্রোধের আলামত হিসাবেই সংক্ষিপ্ত এই নথ হবে । এই সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান ।) অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, অপরাধী ও অপরাধীর পরিচয় আজ্ঞাহ্ তা'আলার জানা আছে, কিন্তু ক্ষেত্রেশ্বরী অপরাধীদেরক্ষে কিভাবে চিনবে ? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে :) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে । (কারণ তাদের হচ্ছে :)

চেহারা কৃত্তব্য ও চেহা নীলাড় হবে। ষেমন অন্য আয়াতে আছে ۴۵ جو ۴۵ এবং

فَتَشَرَّعَ الْمُجْرِمُ مِنْ يَوْمَ مَذْرُوقًا অতঙ্গের তাদের কেশাথ ও গা ধরে টেনে দেওয়া

হবে। এবং জাহাঙ্গামে বিক্রেপ করা হবে অর্থাৎ আমর অনুযায়ী কারণও কেশাথ এবং কারণও গা ধরা হবে অথবা কখনও কেশাথ এবং কখনও গা ধরা হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অবীকার করবে? এটাই সেই জাহাঙ্গাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলতো। তারা জাহাঙ্গাম ও ফুট্ট পানির মাঝখনে প্রদক্ষিণ করবে। (অর্থাৎ কখনও অপির আয়াব এবং কখনও ফুট্ট পানির আয়াব হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অবীকার করবে!

আনুযায়ীক তাত্ত্ব বিষয়

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَبِيَقْنِي وَجْهَ رَبِّ دُوَّالَجَلَّ وَالْأَنْرَامِ

এর অর্থ এই যে, কৃগৃহে মন্ত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই খৎসনীয়। এই সুন্নায় জিন ও মানবকেই সজোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, আক্রম ও আকাশহিত স্লট হিন্দু খৎসনীয় নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আলাহ তা'আলা বাপক অর্ববোধক জাহাঙ্গাম সম্বন্ধিতভাবে খৎসনীয় হওয়ার বিষয়টি ও ব্যাখ্য করেছেন। যেটা হয়েছে:

كُلُّ شَفَعٍ هَلْ كُلُّ أَلْهَى وَ

وَجْهَ رَبِّ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ৪২, বলে আলাহ তা'আলার সত্তা এবং অবসর রবি^ر সজোধন সর্বনাম ধারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। এটা সাইয়োদুল আলিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-র একটি বিশেষ সম্মান। প্রথমার ক্ষেত্রে কোথাও তাঁকে ৪২ এবং কোথাও রবি^ر বলে সজোধন করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই খৎসনীয়। অক্ষয় হয়ে থাকবে একমাত্র আলাহ তা'আলার সত্তা।

খৎসনীয় হওয়ার অর্থ একেপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও সভাগতভাবে খৎসনীয়। একেবারে যথে চিনায়ো হওয়ার জোগাড়ই মেই। আরেক অর্থ একেপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন একেবারে খৎস হবে যাবে।

কোন তফসীরবিদ **وَجْهِ رَبِّكَ** —এর তফসীর এরাগ করেছেন যে, সমগ্র সূল্ট

অঙ্গতের মধ্যে একমাত্র সেই বন্দুই ছায়ী, বা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আছে। এতে শামিল আছে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং মানুষের দেসব কর্ম ও অবস্থা, বা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ফ এই যে, মানব জিন ও ফেরেশতা যে কোজ আল্লাহর জন্য করে, সেই ক্ষমতাও চিরহাসী, অক্ষর। তাকেন সমর ধৰ্মস হবে না। —(আবহাসী, কুরতুবী, কাইজ মাঝানী)

কোরআন পাকের নিম্নাঞ্চ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় :

مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا حِلَّ لِلَّهِ بِأَقِيلٍ —অর্থাৎ তোমদের কাছে যা কিন্তু অর্থ-সম্পদ,

শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কল্প অথবা ভালবাসা ও শরুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষাঙ্গের আল্লাহর কাছে যা কিন্তু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের দেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধৰ্মস হবে না।

ذُو الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ —অর্থাৎ সেই পারমকর্তা মহিমামণিত এবং

মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে সত্ত্বান বলতে যা কিন্তু আছে, এ সবেরই বৌগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমময় হওয়া সঙ্গেও দুনিয়ার গ্রাজা-বাসাহ ও সম্মানিত বাতিলবর্গের মত নন যে, অনেক বিশেষত দরিদ্রের প্রতি জঙ্গেগুলি কল্পবেন না; বরং তিনি অকল্পনীয় সত্ত্বান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সঙ্গেও সূল্ট জীবেরও সম্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অভিষ্ঠ দানের পর বানাবিধ অবসান দ্বারা কৃতিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোষা শুনেন। পরবর্তী আয়াতে এই বিভৌয় অর্থের পক্ষে সাক্ষা দেয়।

ذُو الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ —বাক্যটি আল্লাহ্

তা'আলার বিলৈব শুধুবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে দোষাই করা হয়, কবুল হয়। তিরিয়ী, নাসায়ী ও মসনদে আহমদের রেওয়ায়তে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

الظُّلُمُ أَبْهَا زِيَادَ الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ —অর্থাৎ তোমরা “ইয়া যাই জালালি ওয়াজল ইকরাম”

বলে দোষা করো। (কারণ, এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক) —মাঝহাসী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ نَّبِيٍّ —অর্থাৎ

আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সূল্ট বন্দু আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তার কাছেই প্রয়ো-
জনাদি যাত্ত্বা করেন। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিয়িক, আঘা, নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি,
পর্যবেক্ষণ ক্ষমা, রহমত ও আয়াত প্রার্থনা করে এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পান্মা-
হার করে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার তারাও মুখাপেক্ষী।

শব্দটি سُلْ بِكَوْرِ—অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের এই শাওক্স ও প্রার্থনা প্রতিবিরুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এর সামর্য এই যে, সমগ্র হস্ত বশ বিভিন্ন ভূখণে ও বিভিন্ন ভাষার তাঁর কাছে নিজেদের অভিব-অনন্তন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। বলা বাহ্য, পৃথিবীত ও আকাশে সমগ্র হস্ত জীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভিব-অনন্তন আছে। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি গজে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই অহিমময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে সুনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে? তাই ^{مُ} ^{۱۰۵} **كُلْ**

এর সাথে **مُرْفِي شَانٍ** ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ শান ও অবহা থাকে। তিনি কাউকে জীবনদান করেন, কানও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন। কাউকে জাহির করেন কোন সুস্থকে অসুস্থ, কোন অসুস্থকে সুস্থ করেন। কোন বিপদপ্রতিকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কোন ব্যথিতে ও ঝুঁকনকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বশ দান করেন। কারও পাপ হার্জনা করে তাকে জাপ্তাতের যোগ করে দেন। কোন জাতিকে সমৃষ্ট ও ক্ষমতায় আসীন করে দেন এবং কোন জাতিকে অধিঃপতিত ও লাহুত করে দেন। খেটকথা, প্রতিমুহূর্ত, প্রতি পলে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ শান থাকে।

سَنَفَرْغُ لَكُمْ أَبْيَا النَّقْلَانِ—এর বি-বচন। যে ব্যক্তি ওজন ও শূলামান সুবিশিত, আরবী ভাষার তাকে **نَقْلٌ** বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন: **أَنِ تَارِكٌ** অর্থাৎ আর্থ দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্থ বিষয় ছেড়ে আছি। এগুলো তোমাদের জন্য সৎপথের দিশারী হয়ে থাকবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে **كَتَابَ اللَّهِ** বলে উল্লিখিত বিষয় দুটি বর্ণিত হচ্ছে। উভয়ের সামর্য এক। কেননা, **عَنْتَى** বলে রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর বৎসরগত ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সন্তান-সন্তুতি বোঝানো হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে কিন্নায়ও এর অঙ্করূপ। হাদীসের অর্থ এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্ফাতের পর দুটি বিষয় শুসংগ্রহানন্দের হিসাবাত ও সৎপোধনের উপায় হবে—একটি আল্লাহ্-র কিতাব কোরআন ও অপরটি সাহাবায়ে কিন্নায় ও তাদের কর্মপঞ্জি। যে হাদীসে ‘সুষ্ঠ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার সামর্য হচ্ছে, রসুলুল্লাহ্ (সা) এর পিঙ্কা, যা সাহাবায়ে-কিন্নায়ের মাধ্যমে শুসংগ্রহানন্দের কাছে পৌঁছেছে।

খেটকথা, এই হাদীসে **نَقْلَانِ** বলে দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্থ বিষয় বোঝানো হয়েছে। আজোট আপ্তাতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিয়েই **نَلِ**

বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীত সত্ত্ব প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্থ। ফ্রাঁ স্ফোর শব্দটি থেকে উত্তৃত। এর অর্থ কর্মসূচি হওয়া। অভিধানে ফ্রাঁ বিগরীত সব হচ্ছে অর্থাৎ কর্মবাক্তা ফ্রাঁ শব্দ থেকে মুঠি বিষয় বোৰা যায়—এক পূর্বে কোন কাজে বাস্ত থাকা এবং দুই এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মসূচি হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্টি জীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সংয়োগ এক কাজে বাস্ত থাকে এবপর তা থেকে মুক্ত হয়ে আবসর জাত করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাধা হয় না এবং তিনি যানবের নায়ে কাজ থেকে আবসর জাত করেন না।

ତାଇ ଆସାତେ **س୍ନାଫର୍ଗ** ଶକ୍ତି ରାପକ ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏଛେ । ଯାନୁଷ୍ଠର ଚିରାଚରିତ
ଶୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକଥା ବଜା ହୁଏଛେ । କୋନ କାଜେର ଉକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାର ଜନ୍ମ ହୁଯା ? ଆଖି
ଏହି କାଜେର ଜନ୍ମ ଅବସର ଜୀବ କରେଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିନ ଏ କାଜେଇ ପୂର୍ବାପୁରି ମନୋନିବେଳ କରିବ ।
କୋନ କାଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ବ୍ୟାପ କରାକେ ବାକ ପଞ୍ଜତିତେ ଏତାବେ ପ୍ରକାଶ କରା ହୁଯା ? ତାର ତୋ
ଏହାଟା ବୋଲନ କାଜ ନେଇ ।

ଏଇ ଆସଗେ ଆୟାତେ ଉର୍ଧ୍ଵ କରା ହରେଛିଲ ଯେ, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତୋକଟି ସ୍ତଞ୍ଚ ଜୀବ
ଆଜ୍ଞାହର କାହେ ଡାଦେର ଅଭିନ-ଅନଟନ ପେଶ କରେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆମା ଡାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ
କରାର ବାପାରେ ସର୍ବଦାଇ ଏକ ବିଶେଷ ଶାନ୍ତି ଥାଇନ୍ଦିମ । ଆମୋଡ଼ୀ ଆୟାତେ ବଳା ହେଲେଛେ ଯେ,
କିମ୍ବାମତେର ଦିନ ଆବେଦନ ଓ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ କରା ସମ୍ପର୍କିତ ସବ କୌଣସି ବଙ୍ଗ ହେଲେ ଥାବେ ।
ତୁମନ କାଜ କେବଳ ଏକଟି ଥାକବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏକଟି ହବେ ; ଅର୍ଥାତ୍ ହିସାବ-ନିକାଶ ଓ ଇମାରି
ମହକାରେ କ୍ରମ୍ୟାମା ପ୍ରଦାନ ।—(ରାଜହର ମା'ଆମୀ)

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْذِفُ وَأَنْ أَقْطَلَ السَّمَاءَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فَإِنْفَذُوهُ وَأَقْتُلُهُمْ بِمَا أَنْهَاكُمْ -

পূর্ববর্তী আয়তে জিন ও মানবকে প্রকাশ করে দ্বাৰা সংৰোধন কৰে বলা হয়েছিল
বৈ, কিম্বা অত্যন্তের দিন একটিই কাজ হবে; অর্থাৎ সকল জিন ও মানবের কাজকৰ্ম গমনীয়কা
হবে এবং অভিষ্ঠি কাজের প্রতিসাম ও শান্তি দেওয়া হবে। আজোচ আয়তে একথা বলা
উদ্দেশ্য বৈ, প্রতিসাম দিবসের উপরিভুতি এবং হিসাব-নির্কাশ থেকে কেউ পলায়ন কৰতে
পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিম্বা অত্যন্তের হিসাব থেকে গো বাঁচিয়ে পালিয়ে দাওয়ায়
সাধ্য কাৰণ নেই। এই আয়তে প্রকাশ কৰে পরিবৰ্তে জিন ও মানবের প্রকাশ নাম উজ্জ্বল
কৰা হয়েছে এবং জিনকে অষ্টো রাখা হয়েছে। এতে সত্ত্বত ইঙ্গিত আছে বৈ, আকাশ ও
গৃহিণীৰ গ্রান্ত অতিক্রম কৰতে হজ বিৱাট শক্তি ও সামৰ্থ্য দক্ষকৰ। জিন জাতিকে আয়ত
ভাঙ্গা এ ধৰনেৰ কাতৰু শক্তি মানবেৰ চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অপ্রে

উজ্জেব করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই : হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি যথে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুজ-অওতের কবল থেকে গো বাঁচিয়ে আবে অথবা হাশেরের যান্দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-মিকাশের আয়েলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা করে দেখ। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমা-দের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও। এটা সহজ কাজ নয়। এর অন্য অসাধারণ শক্তি ও সীমর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারণ এরপ শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রাপ্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য।

আয়াতে যদি যুক্ত থেকে পলায়ন বোঝানো হয়ে থাকে, তবে এই দুনিয়াই এর দৃষ্টান্ত। এখানে ভূগুঁট থেকে আকাশ পর্যন্ত সীমা ডিঙিয়ে বাইরে চলে আওয়া কারণ পক্ষে সম্ভবপর নয়। এসব সীমা ডিঙানোর উজ্জেবও মানুষের ধারণা অনুযায়ী করা হয়েছে। নতুনা যদি ধরে নেওয়া হয়ে, কেউ আকাশের সীমানা ডিঙিয়ে বাইরে চলে গেল, তবে তাও আল্লাহর কুদরতের সীমানার বাইরে হবে না। পক্ষান্তরে যদি আয়াতে একথা বোঝানো হয়ে থাকে যে, হাশেরের হিসাব-মিকাশ ও জবাবদিহি থেকে পলায়ন অসম্ভব, তবে এর কার্যত উপায় কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কিয়ামতের দিনে আকাশ বিসীর্ণ হয়ে সব ফেরেশতা পৃথিবীর বিভিন্ন পাতে এসে যাবে এবং মানব ও জিনকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে নেবে। কিয়ামতের ভয়াবহ কাণ্ড দেখে মানব ও জিন বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করবে। অতঃপর চতুর্দিকে ফেরেশতাদের অবরোধ দেখে তারা স্বস্থানে ফিরে আসবে।—(রাহল মাঁআনী)

কৃতিয় উপর্যুক্ত ও নকেটের সাহার্যে অহাশুন্য যাজ্ঞার কোন সম্পর্ক এই আয়াতের সাথে নেই: কর্তৃমান যুগে পৃথিবীর যাধ্যাকর্মণ শক্তির সীমানা অতিক্রম করার এবং রকেটে চড়ে মহাশূন্যে পৌছার বাধারে পরীক্ষা-মিরীক্ষা হচ্ছে। বলা বাহ্য, এসব পরীক্ষা আকাশের সীমানার বাইরে নয়; বরং আকাশের ছান্দের অনেক মৌল্যে হচ্ছে। এর সাথে আকাশের সীমানা অতিক্রম করার কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানীরা তো আকাশের সীমানার কাছেও পৌছতে পারে না—বাইরে যাওয়া দূরের কথা। কোন কোন সরলপ্রাণ মানুষ অহাশুন্য যাজ্ঞার সম্ভাব্যতা ও বৈধতার পক্ষে এই আয়াতকেই পেশ করতে থাকে—এটা বোরআন সম্পর্কে অভিতার প্রমাণ।

—فِرَسْلٍ عَلَيْكُمْ شُوٰظٌ مِّنْ نَارٍ وَنَحَّاٌ سُفَلًا تَنْتَصِرُ أَيْ—

আক্ষাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন : ধূঢ়াবিহীন অগ্নিশূলিত হবে শোঁ ও এবং অগ্নিবিহীন ধূঢ়াকুঠকে ন্যাস বলা হবে। এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সংৰোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিশূলিত ও ধূঢ়াকুঠ ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরপও হতে পারে যে, হিসাব-মিকাশের পর জাহাজাদের অগ্নিশূলিদেরকে দুই প্রকার আহাব দেওয়া হবে। কোথাও ধূঢ়াবিহীন অগ্নিশূলিত হবে এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধূঢ়াকুঠ হবে। কোম কোম

ତୁମ୍ହାରିରେ ଏହି ଆମାତକେ ପୂର୍ବବତୀ ଆମାତେର ପରିଶିଳଟି ଥରେ ନିଯେ ଏକାଗ୍ର ଅର୍ଥ କରାଇଛନ୍ତି, ହେ ଜିମ ଓ ମାନବ ! ଆକାଶରେ ସୌମାନୀ ଅତିକ୍ରମ କରାର ସାଧ୍ୟ ତୋମାଦେର ନେଇ । ତୋମରା ଯଦି ଏକାଗ୍ର କରାନ୍ତେ ଚାଓ, ତାବେ ସେଦିକେଇ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଚାଇବେ, ସେମିକେଇ ଅଷ୍ଟିକ୍ଷମିତି ଓ ଧୂତ୍ରକୁଣ୍ଡ ତୋମାଦେରକେ ଧିରେ ଫେଲାବେ ।—(ଈବନ ବାସୀର)

— ﴿لَا تُنْتَقِرُ أَنْفَاصًا﴾— এটা থেকে উদ্ভৃত। অর্থ কাউকে সাহায্য করে

বিপদ থেকে উঞ্জার করা। অর্থাৎ আঞ্চলিক আঘাত থেকে আঘাতকার জন্ম জিন ও যানবের মধ্য থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

—ذَهَوْ صَدْرٌ لَا يُصْنَعُ مِنْ ذَنْبَةِ اُنْسٍ وَلَا جَانٍ—অর্থাৎ সেমিন কোন মানব

ଅଧିକା ଜିନକେ ତାର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହବେ ନା । ଏହି ଏକ ଅର୍ଥ ତକ୍ଷସୀରେ
ସାର-ସଂକ୍ଷେପେ ସର୍ବିତ ହୁଯାଇଥିଲେ, ତାଦେରକେ କିମ୍ବା ଯତେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ହବେ ନା ଯେ, ତୋଷରା
ଅଧୁକ ଗୋନାହ୍ କରେଛ କି ନା ? ଏ କଥା ତୋ ଫେରେଶତାଦେର ଲିଖିତ ଆମଳନାମାୟ ଏବଂ
ଆଜ୍ଞାହ୍ ତା'ଆଜ୍ଞାର ଆଦି ଭାବେ ପୂର୍ବ ଥେବେଇ ବିଦ୍ୟାମାନ ରମେହେ । ବରଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ହବେ ଯେ,
ଶୋମରା ଅଧୁକ ଗୋନାହ୍ କେନ କରିଲେ ? ହସରତ ଇଥିଲେ ଆକ୍ରାସ (ରା) ଏହି ତକ୍ଷସୀର କରେଇନ ।
ମୁଜାହିଦ ବଲେନ : ଅପରାଧୀଦେର ଶାସ୍ତିଦାନେ ଆଦିଷ୍ଟ ଫେରେଶତାଗଣ ଅପରାଧୀଦେରକେ ଜିଜ୍ଞାସା
କରିବେ ନା ଯେ, ତୋଷରା ଏହି ଗୋନାହ୍ କରେଛ କିନା ? ଏହି ପ୍ରଯୋଜନଇ ହବେ ନା । କେନନା,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋନାହେର ଏକଟି ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ ଅପରାଧୀଦେର ଚେହାରାଯ ଫୁଟେ ଉଠିବେ । ଫେରେଶତାଗପ
ଏହି ଚିହ୍ନ ଦେଖେ ତାଦେରକେ ଜାହାମାମେ ଠେଲେ ଦେବେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ۱۰۰ مୁର୍ବ

ଆଯାତେ ଏହି ବିଷୟବର୍ତ୍ତ ବିଧୁତ ହେଲେ । ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ତର ତଥାଶୀରେ ସାରମର୍ମ ଏହି ଯେ, ହାଶରେ ଯନ୍ମଦାନେ ହିସାବ-ନିକାଶର ପର ଅପରାଧୀଦେରକେ ଜାହାମ୍ବାମେ ନିକ୍ଷେପ କରାର ଫ୍ରେ-
ସାମାର ପର ଏହି ଘଟନା ଘଟିବେ । ମୁକ୍ତରାଂ ତଥାତେ ତାଦେର ଗୋନାହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ କୋଣ ଆଲୋଚନା
ହେବେ ନା । ତାରା ଆଲୋଚନା କାରା ଚିହ୍ନିତ ହେଲେ ଜାହାମ୍ବାମେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ ।

হ্যারল্ড কাটামাহ (ৱা) বলেন : এটা তথ্যকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে থাবে এবং অপরাধীরা অঙ্গীকার করবে ও কসম থাবে। তথ্য তাদের মুখে ঘোহর মেরে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষাৎ দেওয়া হবে। ইব্যে কাসীর বাণিজ এই ডিনাটি তফসীর কাছাকাছি। প্রশ্নোত্তর যথে কোন বিরোধ নেই।

سِيمَا—يُعْرَفُ أَنَّهُجَرُهُونَ (بِسُورَةِ هَمْ) ذُئْبُ حَذَّ بِالنَّوَاعِي وَأَلَّا قَدَّام

শান্তির অর্থ আজামত চিহ্ন। হয়রাত হাসান বসরী (র) বলেন : সেদিন অপরাধীদের আজামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কুকুর্বর্ষ ও চক্র মৌজাড় হবে। দৃশ্য ও কল্পের কারণে তেহাজা বিশ্ব হবে। এই আজামতের সাহায্য করেশণভাবে ভাদেরাকে পীকড়াও করবে।

ଶ୍ରୀମତୀ ନାନ୍ଦିତ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କାରୀ ଏର ବହବଳନ । ଅର୍ଥ କପାଳର ଚାଲ । କେଶାଶ୍ଵର ଓ ପାଖରାର ଏକ ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, କାରାଗୁ କେଶାଶ୍ଵର ଧରେ ଏବଂ କାରାଗୁ ପା ଧରେ ଟାନା ହବେ ଅଥବା ଏକ ସମୟ ଏତୋବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅନାଜାବେ ଟାମା ହବେ । ବିତୌଯ ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, କେଶାଶ୍ଵର ଓ ପା ଏକ ସାଥେ ବୈଧେ ଦେଉଯା ହବେ ।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتِنَهُ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝
ذَوَائِنَأَفْتَانِنَهُ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝ فِيَّهِمَا عَيْنِينَ
تَعَجَّرِينَ ۝ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝ فِيَّهِمَا رِنْ منْ كُلِّ
فَاكِهَةٍ زَوْجِينَ ۝ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝ مُشَكِّرِينَ عَلَى فُرُشِ
بَطَّالِنِهَا وَمِنْ إِسْتَبَرِقِ وَجَنَا الجَلَّتِينَ دَانِ ۝ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا
شَكَّلَنِينَ ۝ فِيَّهِنَ قُوْسِرَتُ الطُّوفِ لَمْ يَطْمَشُونَ أَنْ قَبْلَهُمْ وَلَا
جَاهَانَ ۝ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝ كَانُهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝
فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا إِحْسَانٌ ۝
فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝ وَمِنْ دُورِهِمَا جَنَّتِنَهُ ۝
فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝ مُذْهَانِتِنَهُ ۝ فِيَّاَيِّ الَّذِي
رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝ فِيَّهِمَا عَيْنِينَ نَضَاخَتِنَهُ ۝ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا
شَكَّلَنِينَ ۝ فِيَّهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ ۝ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا
شَكَّلَنِينَ ۝ فِيَّهِنَ حَيْرَاتِ حِسَانٌ ۝ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝
حُورٌ مَفْصُورَتُ فِي الْجَيَّارِمَ ۝ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝
لَمْ يَطْمَشُونَ أَنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاهَانَ ۝ فِيَّاَيِّ الَّذِي رَبِّكُمَا شَكَّلَنِينَ ۝

**مُتَكِّبِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِينَ جِنَانٌ فِي أَذْوَاءِ
رَبِّكُمَا تَكْدِبُونَ ۝ تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْأَكْرَامِ**

- (৪৬) যে বাজি তার পালনকর্তার সাথেনে পেশ হওয়ার কথা রাখে, তার জন্ম রয়েছে দুটি উদ্যান। (৪৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। (৪৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহুমান দুই প্রস্তর। (৫১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফজ বিড়িজ রকমের হবে। (৫৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেজান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফজ তাদের নিকটে বুলবে। (৫৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৫৬) তথার শাকবে জানতবলুন। রামগিগৎ, কোন জিন ও আনব পুর্বে রামদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৫৮) প্রোল ও পল্লবাণ সদৃশ রামগিগৎ। (৫৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৬০) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পূরকার ক্ষম্তীত কি হচ্ছে পারে? (৬১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৬২) এই দুটি ছাঢ়া আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৬৪) কাজোগত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৬৬) তথার আছে উজেলিট দুই প্রস্তর। (৬৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৬৮) তথার আছে ফল-মূল, ধূসূর ও আবার। (৬৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৭০) সেখানে শাকবে সচ্চরিত। সুস্মরী রামগিগৎ। (৭১) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী স্থৱর্ণণ। (৭৩) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৭৪) কোন জিন ও আনব পুর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ অসমদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্য-বান বিছানায় হেজান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবসানকে অঙ্গীকার করবে? (৭৮) কত পুন্যময় আগন্তুর পালনকর্তার নাম, যিনি অহিমাম ও যত্নানুভব।

তফসিলের সাক্ষ-বৎসেপ

(আলোচ্য আর্থিকসমূহে **وَمَنْ خَافَ** থেকে দুটি উদ্যানের এবং **وَسِنْ**

وَنَهَمَا থেকে দুটি উদ্যানের উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত উদ্যানবয় বিশেষ নিকট-শীলনের জন্য এবং দ্বিতীয় উদ্যানবয় সাধারণ মু'মিনদের জন্য। এর প্রধান পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন হচ্ছে। এখানে ক্ষম্তি অঙ্গীর মেঝে হচ্ছে। পূর্ববর্তী আর্থিকসমূহে অপরাধীদের শাস্তি বিভিন্ন হচ্ছেছিল। এখান থেকে সংকরণপরামরণ মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে। আর্থ-গীণে দুই ভাগে বিভক্ত-বিশেষ শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণী। অতএব (যে, বাতিঃ (বিশেষ হ্রেণীর এবং) তার পাইনকর্তার সামনে দণ্ডনামান হওয়ার (সর্বদা) করা রাখে। (এবং ভয় রেখে কুপ্রহৃতি ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, এটা বিশেষ শ্রেণীরই অবস্থা। কারণ সাধারণ শ্রেণী মাঝে মাঝে ভয় রাখে এবং যারে মাঝে পাপকর্মও করে ফেলে, যদিও তওঁরা করে নেব। মেটুকভা যে বাতিঃ এসমগ্র আলাহভৌর) তার জন্য (আলাতে) দুটি উদ্যান রয়েছে। (অর্থাৎ প্রতিজনের জন্য দুটি উদ্যান। এই একাধিক উদ্যান ধারণ রয়েছে সজ্জবত তাদের সম্মান ও বিশেষ মর্মাদা প্রকাশ করা, বেয়ন দুর্বিজ্ঞাতে ধনীদের কাছে অধিকাকাশ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ একাধিক হয়ে থাকে।) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পাইনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? উভয় উদ্যানই যন শাখা-গুল্মবিশিষ্ট হচ্ছে। (এতে ছাড়ার অন্ত ও কল-কুলের প্রাচুর্যের দিকে ইঁথিত আছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পাইনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক করের দুই প্রকার হচ্ছে। (এতে অধিক আদ ছবের সুরোগ আছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পাইনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? তারা তথাক রেশের আঙ্গুলায় উৎকৃষ্ট হয়। আঙ্গুলই স্থন রেশের, তথন উপরের কাপড় কেমন হবে অনুমান করা যায়।) উভয় উদ্যানের কল তাদের নিকট মূল্যবে। (কলে দণ্ডনাম, উপবিষ্ট, শারিত সর্বীবছায় অন্যায়ে কল হাতে আসবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পাইনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে? তথায় (অর্থাৎ উদ্যানের প্রাসাদসমূহে) আনতনতনা রঞ্জিগণ (অর্থাৎ হরগল) থাকবে, বালেরকে তাদের (অর্থাৎ এই জাঙ্গাতীদের) পূর্বে কোন জিন শু মানব বাহার করেনি (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অবাবহাতা হবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পাইনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার

করবে ? (তাদের কাপলায়না এত পরিষ্কার ও অচ হবে) যেন তারা প্রবাজ ও পদ্মরাগ । অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার । (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? (অভঃগ্র উলিখিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য বলা হচ্ছে ।) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পূরকার ব্যতীত আর কি হতে পারে ? (তারা চূড়ান্ত আনুগত্য করছে, তাই পূরকারও চূড়ান্ত পেয়েছে ।) অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? (এ হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীর জামাতীদের উদ্যানের অবস্থা । এখন সাধারণ মুমিনদের উদ্যান বলিত হচ্ছে ।) এই দুটি উদ্যান ছাড়া নিম্ন-স্তরের আরও দুটি উদ্যান আছে। (প্রত্যেক সাধারণ মুমিন দু দুটি করে পাবে । অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? উত্তর উদ্যানে থাকবে উত্তাল দুই প্রত্বপথ । অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? (উত্তাল হওয়া প্রত্বপথের স্বত্ত্বাব । উপরের প্রত্বপথেও একই অবস্থা । সেখানে অতিরিক্ত **তৃপ্তি** বহমানও বলা হয়েছে । সুতরাং এটা ইলিত যে, এই প্রত্বপথ বহমান হওয়ার বাধারে প্রথমোক্ত প্রত্বপথ-বরের চাহিতে কম এবং এই উদ্যানবর সেই উদ্যানবরের চাহিতে নিম্নস্তরের ।) উত্তর উদ্যানে আছে কল-মূল খজুর ও আনার । অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? সেখানে (অর্থাৎ সেখানকার প্রাসাদসমূহে) থাকবে সুশীলা, সুস্মৰী রমণিগণ ; (অর্থাৎ ছরগণ) অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? তাঁবুতে সংরক্ষিতা সাবগ্যমন্তো রমণিগণ । অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? এই জামাতী-দের পূর্বে কোন জিন ও মানব তাদেরকে ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ অব্যবহার্তা হবে ।) অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? (সেখানে রমণিগণকে প্রবাজ ও পদ্মরাগের সাথে ভূমন করা এবং এখানে শুধু **সুস্মৰী** সুস্মৰী বলা এ থেকেও বোঝা যায় যে, প্রথমোক্ত উদ্যানবর পেঁচোক্ত উদ্যানবরের চাহিতে শ্রেষ্ঠ) তারা সবুজ যসনদে এবং উৎকৃষ্ট মুঝবান বিছানায় হেমান দিয়ে বসবে । অতএব হে জিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অঙ্গীকার করবে ? (তিক্তা করলে বোকা যায় যে, এই উদ্যানবরের বিছানা প্রথমোক্ত উদ্যানবরের ভূমন্তৰ নিম্নস্তরের হবে । কেননা, সেখানে রেশমের ও আস্তরবিশিষ্ট হওয়ার কথা আছে, এখানে নেই । অভঃগ্র পরিশেষে আমাত্ তাঁমার শশিসা ও শশ বাণিত হয়েছে । এতে সুরা

আর-রহমানে খিলাতাবে বলিত কিম্বসমূহের সংরক্ষন ও তাকীদ আছে। কিন্তু পুণ্যসমূহ আপনার সামনকর্তার মাঝ কিনি মহিমার ও মহানুভূতি। (মাঝ বাজে উপরোক্ত বোকাবো হয়েছে, বা সজ্ঞা থেকে ডিল নয়। কাজেই এই বাকোর স্মারকৰ্ম হচ্ছে সজ্ঞা ও উপরোক্ত বোকা প্রশংসা)।

—

আনুবাদিক আত্ম বিবরণ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা হিজ। এর বিপরীতে আলোচ আয়াতসমূহে সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদের উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তথাদ্যে আয়াতীদের প্রথমোক্ত দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বর্ণিত হচ্ছে।

الْمُنْتَهَىٰ مِنْ خَافَ مَعَامَ رَبِّ الْأَرَضِ
প্রথমোক্ত দুই উদ্যান কাদের জন্য, একথা ۴۵۰

মিনিলট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্বসা ও সর্বাবস্থায় কিম্বাম্বতের দিন আরাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-মিকমপ দেওয়ার ভয়ে ভৌত থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলা বাহ্যিক, এ ধরনের গোক কিম্বে নৈকট্যশীলগলই হতে পারে।

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ
অর্থাৎ
পূর্বোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই উদ্যানস্তরের অধিকারী হবে সাধারণ মুমিনগণ, যারা যর্দানার নৈকট্যশীলদের চেয়ে ক্ষেত্রে।

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ
আরাতের তক্ষসীর প্রসঙ্গে তক্ষসীরবিদ্যুপ আরও অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোক্ত তক্ষসীরই অগ্রগত্য অনে হয়। কেবলনা দুর্ভুরে অনসুরের বরাত দিয়ে বয়ানুল কোরআনে এই হাদীস বলিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) প্রসঙ্গে বরেছেন :

جَنَّاتٌ مِنْ ذَهَبٍ لِلْمُقْرَبِينَ وَجَنَّاتٌ مِنْ وَرَقٍ لِمَحَابِ الْمُكْثِرِينَ

অর্থাৎ অর্গনিমিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্য এবং রৌপ্য নিয়িত দুই উদ্যান সাধারণ সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্য। এছাড়া ‘দুর্ভুরে অনসুরে’ হস্তাত কারা ইবনে আয়েব থেকে

— ৩৪ —

বলিত আছে : **العِفَانَ الَّتِي تُجْرِيَانِ خَوْرَمَ النَّهَا خَتَانٍ** : অর্থাৎ প্রথমেও দুই উদ্যানের দুই প্রত্বণ, যাদের সম্পর্কে **تَخْرِيَانٌ** তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষেও দুই উদ্যানের প্রত্বণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে **نَفَادْخَتَانٌ** তথা উভাল বলা হয়েছে। কেবলনা প্রত্বণ মাঝই উভাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রত্বণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উভাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার উপরি অতিরিক্ত।

এ হচ্ছে প্রত্বণ চতুর্ভুমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জামাতীগণ জান করুবে। এখন আলিমদের ডাকা ও অর্থ দেখুন :

وَلِمَنْ خَانَ مَقَامَ رَبِّ ——অধিকাংশ তকসীরবিদের মতে **مقَامَ رَبِّ** বলে

কিম্বামদের দিন আলাহ্ তা'আলাৰ সাথেন হিসাবের জন্য উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতিৰ তরফাধাৰ অর্থ এই যে, জনসমকে ও নির্জনে, প্রকাশে ও গোপনে সর্বীবক্ষয় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে একদিন আলাহ্ তা'আলাৰ সামনে উপস্থিত হাতে হবে এবং ক্রিয়া-কর্মেও হিসাব দিতে হবে। যদ্যা বাহ্য্য, যে বাস্তুৰ সদাসর্বদা একপ ধ্যান থাকবে, সে পাপ-কর্মের কাছে ঘাবে না।

كُرْبَلَوْيَةِ ক্ষমুখ কোন কোন তকসীরবিদ **مقَامَ رَبِّ** এর একপ তকসীরও করেছেন যে, আলাহ্ তা'আলা আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ কর্য মেখানুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তার সুপ্রিয় সামনে। আলাহ্ তা'আলাৰ এই ধ্যানও মানুষকে পাপ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

زَوْلَانِ ——এটা অর্থমৌজুড় দুই উদ্যানের বিশেষণ। অর্থাৎ উদ্যান-

বল অন পাথাপাথের বিশিষ্ট হবে। এর অবস্থাবী কল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেগী হবে। পরবর্তীতে উল্লিখিত উদ্যানবয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। কলে সেগুলোর মধ্যে এ বিশেষের অভাব বোঝা যাব।

مِنْ كُلِّ ذَلِكُمْ مِمَّا مِنْ كُلِّ فَلَوْلَاهُ زَوْلَانِ ——অর্থমৌজুড় উদ্যানবয়ের বিশেষণে কল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার কল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোভূত উদ্যানবয়ের বর্ণনায় শব্দ **زَوْلَانِ** বলা হয়েছে। **زَوْلَانِ**—এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক কলের পৃষ্ঠি করে প্রকাশ হবে—শুক ও আর্প। অথবা সাধারণ আদবুজ্জ ও অসাধারণ আদবুজ্জ।—(যাবহাসী)

لَمْ يَطْمَثُنَ طَامِتٌ ——**لَمْ يَطْمَثُنَ** একাধিক অর্থে ব্যবহার

হয়। এর এক অর্থ হায়েয়ের রক্ত। যে মাঝীর হায়ের হয়, তাকে **مُثْلِّب** বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও **مُثْلِّب**-বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. যেসব রয়ণী মানুষের জন্য নির্ধারিত, তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং বেসব রয়ণী জিমিদের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি। দুই. দুনিয়াতে বেশন্ত যাবে যাবে সান্ধ মাঝীদের উপর জিন তর করে বসে, আয়াতে এরালি কোন আশঁকা দেই।

فَلْ جَزَاءُ الْأَذَّمِينَ أَلَا حَسَانٌ—নেকটাশীজদের উদ্যানবয়ের কিছু বিবরণ

পেশ করার পর ফিরশাস হয়েছে, সৎ কর্মের প্রতিদান উত্তম পুরুষদ্বারা হতে পারে, এছাড়া অন্য কোথা সন্তাননা দেই। তারা সর্বদা সৎ কর্ম পালন করেছে, কাজেই আলাহ্ তা'আলার গুরু খেকেও তাদেরকে উত্তম পুরুষকার দেওয়া উচিত হিল, বা দেওয়া হয়েছে।

وَنَهَى مَنِ—যন সবুজের কারপে যে কাটা রক্ত দুষ্টিগোচর হয়, তাকে

أَلَّا هَمَامٌ বলা হয়। অর্থাৎ এই উদ্যানবয়ের যন সবুজতা এদের কামোদত হওয়ার কারণ হয়ে। প্রথমোত্তম উদ্যানবয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েনি বটে, কিন্তু **ذَوْ وَأَنَّا ذَنَانٌ**—বিশেষণে এই বিশেষণও শামিল আছে।

فَهُرَاتٌ فَهُنَّ خَهَرَاتٌ حَسَانٌ—এর অর্থ চারিপিক দিক দিয়ে সৃশীলা এবং

حَسَانٌ—এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সৃশীলী। উভয় উদ্যানের ক্রমধিগুপ্ত সমতাবে এই বিশেষণে বিশেষিতা হয়ে।

رُفْ رُفْ مُتَكَبِّهُنَّ عَلَى رُفْ خَضْرٍ وَمُبَقْرِيَ حَسَانٌ—এর অর্থ সবুজ রাতের রেশমী বন্দ।—(কামুস) এর আর। বিহানা, বালিশ ও অন্যান্য বিজ্ঞাসসামগ্রী তৈরী করা হয়। সিহাহ শব্দে আছে, এর উপর রক্ত ও ফুলের কারককার্য করা হয়। **مُبَقْرِي** এর অর্থ সূরী ও উৎকৃষ্ট বন্দ।

تَهَارَكَ أَسْمَرَ بَدْنَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِرَامِ—সুরা আর-রহমানে বেশীর ভাগ আলাহ্ তা'আলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বলিষ্ঠ হয়েছে। উপসংহারে জার-সংকেপ হিসাবে বলা হয়েছে: আল্লাহ্ পরিষ্ঠ সত্তা অন্য। তাঁর সামগ্র কুব পুলায়ে। তাঁর নামের সাথেই এসব অবদান ক্ষয়ের ও প্রতিপিণ্ডত আছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لِوَقْتِهَا كَذِبَةٌ ۝ هَعْنَافَضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝
إِذَا رُجِّيَتِ الْأَرْضُ رَجْيًا ۝ وَبَسَّتِ الْجَبَلُ بَسَّاتٍ فَكَانَتْ هَبَاءً ۝
مُهْبَشًا ۝ وَكُنْتُمْ أَرْوَاجًا ثَلَاثَةٌ ۝ فَاصْبَحَ الْمَيْمَنَةُ هَمَّا ۝
أَصْبَحَ الْمَيْمَنَةُ ۝ وَأَصْبَحَ الشَّمَائِلَةُ هَمَّا ۝ أَصْبَحَ الشَّمَائِلَةُ ۝
وَالسَّيْقَوَنَ السَّيْقَوَنَ ۝ وَاللَّيْلَكَ الْمُقْرَبُونَ ۝ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝
ثَلَّةٌ مِّنَ الْأَقْلَيْنِ ۝ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْأَخْرَيْنِ هَلْعَلَ سُرُّيَ مَوْضُونَتِهِ ۝
مُتَكَبِّرُونَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلُونَ ۝ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلَدَانُ مُخْلَدُونَ ۝
يَا كَوَابٌ وَأَبَارِيقٌ هَ وَكَأْسٌ مِّنْ مَعِينٍ ۝ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا
وَلَا يُنْزَفُونَ ۝ وَفَاكِهَةٌ قَمَّا يَتَغَيَّرُونَ ۝ وَلَحْمٌ طَيْرٌ قَمَّا
يَشَهُونَ ۝ وَخُورٌ عَيْنٌ ۝ كَامْشَالٌ اللُّولُو السَّكَنُونُ ۝ جَزَاءٌ
يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَسْعَونَ فِيهَا لَفْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۝ إِلَّا
رِقْبَلًا سَلَّمًا سَلَّمًا ۝ وَأَصْبَحَ الْيَمِينُ هَ مَا أَصْبَحَ الْيَسِينُ ۝ فِي
سَدْرٍ مَخْضُودٍ ۝ وَطَلْمَاجٌ مَنْضُودٌ ۝ وَظَلِيلٌ مَهْدُودٌ ۝ وَمَأْوَى
مَسْكُوبٌ ۝ وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ۝ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَسْنُوعَةٌ ۝

وَقُرْبَىٰ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُ إِنْ شَاءَ ۖ وَجَعَلْنَاهُ أَبْكَارًا ۗ
 عَمَّا أَتَرَابًا لَا يَصْبِغُ الْيَمِينَ ۗ شَهَدَ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۗ وَشَهَدَ
 مِنَ الْآخِرِينَ ۗ وَأَصْبَحَ الشَّالِ ۗ مَا أَصْبَحَ الشَّالِ ۗ
 فِي سُورَةٍ وَحَيْمَرٍ ۗ وَظَلِيلٌ مَنْ يَحْمُمُهُ لَا يَأْرِدُ وَلَا كَوْنِيرٌ
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ ۗ وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَىٰ
 الْجِنَّتِ الْعَظِيمِ ۗ وَكَانُوا يَعْلَوْنَهُ آئِذَا مَشَّا ۗ وَكَانُوا
 وَعِظَامًا عَلَيْهَا لَمْ يَبْعُثُونَ ۗ أَوْ أَبْأَدُوا الْأَوَّلَوْنَ ۗ قُلْ إِنَّ
 الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لَمْ يَجْعُلُوْنَهُ آلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمَ
 مَعْلُومٍ ۗ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۗ لَا يَكُونُونَ مِنْ
 شَجَرٍ قَنْ رَقُوْمٍ ۗ فَيَالَّذِي كَوْنَ مِنْهَا الْبُطْوُنَ ۗ فَشَرِبُوْنَ
 عَلَيْهِ مِنَ الْعَيْنِ ۗ فَشَرِبُوْنَ شُرَبَ الْهَيْمَرِ ۗ هَذَا

نُزُلُّهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۗ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আলাহের নামে শুন

- (১) যখন কিয়াতের ঘটনা ঘটবে, (২) যার বাস্তবতার কোন সংশয় নেই।
- (৩) এটা নীচু করে দেবে, সমৃদ্ধ করে দেবে। (৪) যখন প্রবন্ধাবে প্রকল্পিত হবে সুধিরী। (৫) এবং পর্বতযালা জেলে চুরুক্কা হয়ে যাবে। (৬) অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকলা। (৭) এবং তোমরা তিন ভাসে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৮) যারা তান দিকে, কত তালাবান তারা। (৯) এবং যারা যাই দিকে, কত হতভাঙ্গা তারা। (১০) অপ্রবর্তী-পথ তো অপ্রবর্তী। (১১) তারাই মৈকটারীজ, (১২) আবদাবের উদামজঙ্গুহ, (১৩) তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। (১৪) এবং অর সংখ্যক পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে, (১৫) কর্তব্যতিত সিংহাসনে। (১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরম্পর শুধোয়ুধি হবে। (১৭) তাদের কাছে ঘোরাকেরা করবে চিরকিলোরো। (১৮) পানপাত, কুঁজা ও ঝাঁটি সুরাগুর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, (১৯) যা পান করলে তাদের পিরঃগোড়া হবে না এবং বিকারহস্তও হবে না। (২০) আর তাদের পছন্দয়ত কল-মূল নিয়ে। (২১) এবং কৃতিমত পাখীর আংস নিয়ে। (২২) তথার থাকবে আনন্দময়না ছরপথ। (২৩) আবরণে রাখিত যোতির ন্যায়। (২৪) তারা যা

কিন্তু করত, তার প্রয়োগেরসময়। (২৫) তারা তথাক অবাকর ও কোন ধারাপ কথা কখনো
না (২৬) কিন্তু উম্মে সামীয় আর সামাজিক। (২৭) আরা তান দিকে থাকবে, তারা কল
ভাসবেন। (২৮) তারা আকর্ষণ কৌশলবিহীন বসন্তিকা হচ্ছে (২৯) এবং কৌশল কৌশল
(৩০) এবং সীর হালার (৩১) এবং প্রচাহিত পানিতে, (৩২) ও প্রচুর কল-শুলে, (৩৩)
যা দেব হবার নয় এবং নিষিঙ্গও নয়, (৩৪) আর ধারকের সহজে শব্দার। (৩৫) আমি
আরাটো রহস্যপুরক বিদেশীদেশে সৃষ্টি করেছি। (৩৬) অতঃপর তাদেশকে করেছি
চিরকুশানী, (৩৭) কামিনী, সমস্যাক (৩৮) তান দিকের জোকদের অধ্য। (৩৯)
তাদেশ একদল হবে সুর্ববর্তীদের অধ্য থেকে (৪০) এবং একদল পরবর্তীদের অধ্য থেকে।
(৪১) যাচ পার্শ্ব জোক, কল না হচ্ছাপা তারা। (৪২) তারা আকর্ষণ প্রথম বাল্পে, এবং
উচ্চাংশ পানিতে, (৪৩) এবং ধূমকুণ্ডের হারার (৪৪) যা শীতল নয় এবং আরোয়দারকও
নয়। (৪৫) তারা ইতিপূর্বে জাহাজ্যাপীয় ছিল। (৪৬) তারা সমস্যাদা মোরতর পাগ-
কর্মে ভূবে ধাকত। (৪৭) তারা বর্ণত ১ আমরা ব্যবন মরে অঙ্গি ও হাতিকার পরিশত
হয়ে থাব, তখনও কি সুন্দরিত হব? (৪৮) এবং আবাদের সুর্পুরুষবৎ? (৪৯)
বলুন ১ সুর্ববর্তী ও পরবর্তীবৎ, (৫০) - সবাই একত্বে হবে এক নিদিষ্ট দিনের নিদিষ্ট
সময়ে। (৫১) অতঃপর হচ পঞ্জস্ত, পিখায়োপকারিগণ। (৫২) তোমরা আবশ্যই কলগ
করবে যাহুন হচ থেকে, (৫৩) অতঃপর তা তারা উদয় পূর্ব করবে, (৫৪) অতঃপর তার
উপর পান করবে উপন্থ পানি। (৫৫) পান করবে পিগমিত উটের নাম। (৫৬) কিয়াতের
দিন ওঠাট হবে তাদেশ আগ্নায়ন।

एकलौटी शिक्षा-जीवन-जरूरतेवं

মধ্যন কিম্বাইত ঘটিবে, যার বাস্তবতায়ে কোন সংশয় নেই, (বরং তা ঘটা সম্ভুর্ণ সত্তা)। এটা (কতককে) মৌল কর্মসূচিতে এবং (কতককে) সম্প্রতি করে দেবে। (অর্থাৎ সেদিন কাফিলদের মাঝেনা এবং মুমিনদের ইজত প্রকল্প পাবে)। যখন প্রবল কল্পনে প্রকল্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমাজ্ঞা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে বিজ্ঞিপ্ত ধূমিকগা। তুমরা সবাই (যারা তখন বিদ্যমান থাকবে অথবা পূর্বে যারা গেছে, অথবা ভবিষ্যতে জয়লাভ করবে) তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে [নেকটাশৈল মুমিন, সাধারণ মুমিন ও কাফির]। সুরা আর-রহমানও এই তিন শ্রেণীর উজ্জেব রয়েছে। পরবর্তী আয়াত-সমূহে বৈকাট্যবীজদেরকে **بِقُلْ** ও **مَقْرُر** এবং সাথে সাথে মুমিনকে **أَبْشِر** (তার পার্বত লোক) ও কাফিরদেরকে **أَذْهِر** (বায-

امکاپ ایشمال (بایم) (ভাব পার্ক মোক) ও কাফিলদেরকে স্থাপ আলিম

پارٹی ملکی) بولا ہے۔ اس کو اپنے قریبی ترین افراد کے ساتھ پڑھ دیا جائے۔

ପାଇଁନା ଅଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କୁ କାହାର ସମ୍ବନ୍ଧକାରୀ, ମେଜନ ବେସ୍ଟ ଓ ରେଜ୍ଟ ଏବଂ କୋମ କୋମ ଘଟନା

বিতীয় শিলা কুকার সময়কার, যেমন **خَذْفَةً رَّأَيْتَ أَزْوَاجًا** এবং **كُلْمٌ أَزْوَاجًا** অতঃপর প্রকারজনের বিধান আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে সংকেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে। খুল্লাখে এক প্রকার এই যে] বারা ডানপার্বের লোক, তারা কত ডাগবান। (বাদের ভাব হাতে আমনোয়া দেওয়া হবে, তাদেরকে 'ভান পার্বের লোক' হিসেবে বাস্তু করা হয়েছে। এই উপর্যুক্ত নৈকট্যশীলদের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু এখানে কেবল এই উপর্যুক্ত উরেখ করায় বেশী যায় যে, তাদের মধ্যে অতিরিক্ত বিশেষ নৈকট্যের উপ পাঞ্জাব যায়না। কলে এর উদ্দিষ্ট অর্থ হয়ে গেছে সাধারণ সুমিনগপ। এতে সংকেপে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা কালগবান। অতঃপর **فِي سُدْرِ مُنْتَصِبِو** আরাতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। বিতীয় প্রকার এই যে) বারা বাম পার্বের লোক, কত হতভাগা তারা। (বাদের বাম হাতে আমনোয়া দেওয়া হবে, তাদেরকে 'বাম পার্বের লোক' বলে বাস্তু করা হয়েছে, অর্থাৎ সুমিনির সংপ্রদায়। এতে সংকেপে বলা হয়েছে যে, তারা হতভাগা। অতঃপর **فِي سُبُونِ**

আরাতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তৃতীয় প্রকার এই যে) বারা সর্বোচ্চ খাইর, তারা তো সর্বোচ্চ স্তরেরই। তারাই (আজাহৰ) নৈকট্যশীল। (এতে সব সর্বোচ্চ স্তরের আল্লা দাখিল আছেন—নবী, ওলী, সিদ্ধীক ও কায়িল মুহাম্মদ। এতে সংকেপে বলা হয়েছে যে, তারা উচ্চ অর্হাদাসম্পর্ক। অতঃপর **فِي جَنَابَتِ الْنَّبِيِّمِ** আরাতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

অর্থাৎ তারা) আরামের উদানে থাকবে। **عَلَى سُورِ** আরাতে এর আরও বিবরণ আসবে। যাবাখানে নৈকট্যশীলদের মধ্যে যে অনেক সজ রয়েছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। তাদের (নৈকট্যশীলদের) একসম পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অর্থ সংখ্যাক প্রয়োজনীয়দের মধ্য থেকে হবে। [পূর্ববর্তী বলে আবহম (আ) থেকে নিয়ে রসুলুল্লাহ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত এবং পরবর্তী বলে রসুলুল্লাহ (সা)-র সময় থেকে কিম্বামত পর্যন্ত বোবানো হয়েছে। পূর্ববর্তীদের মধ্যে বেশী সংখ্যক এবং পরবর্তীদের মধ্যে অর্থ সংখ্যাক হওয়ার কারণ এই যে, বিশেষ কোকদের সংখ্যা প্রতি শুণেই কুম থাকে। হস্তরত আবহম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সময় সুনীর্ব। উচ্চতে মুহাম্মদীর আবির্ভাব কিম্বামতের মিকটবর্তী সময় হয়েছে। কবজ্জেই এ সময় কুম। এমতাবধায় সুনীর্ব সময়ের বিশেষ কোকগুপের তুলনায় কম সময়ের বিশেষ কোকগুপের সংখ্যা আত্মবিক্রভাবেই কুম হবে। কেননা, সুনীর্ব সময়ের মধ্যে কাথ, সুলাখ তা পর্যন্ত রয়েছে, হিলেন। শেষ কুরীয়ে সময়ে বা তার পরে অন্য কোন নবী নেই। তাই নৈকট্যশীলদের বিরাট সময়ের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং উচ্চতে মুহাম্মদীর মধ্যে হবে কুম সংখ্যাক। অতঃপর নৈকট্যশীলদের অতিসানসমূহের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।) তারা অর্থাত্তিত সিংহাসনে হেজান দিকে করে পরামর্শ কুরোয়াবি হন এবং

তাদের কাছে ঘোরাফিরা করবে চির-কিশোরেরা পানপাত্র, কুঁজা ও ধাঁচি সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। এটা পান করলে তাদের শিরগৌড়া হবে না এবং বিকারপ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফজলুল নিয়ে এবং ঝটিলমত পাখীর মাংস নিয়ে। তাদের জন্য থাকবে আনন্দনন্দনা হৃৎপৎ। (তাদের পাছের রঙ হবে পরিষ্কার ও ক্ষুচ) আবরণে ঝক্কিত যোতির মত। তারা যা কিছু করত, এটা তার পুরুষারঞ্জন। তারা তথায় কোন অর্থহীন বাজে কথা শনবে না (অর্থাৎ সুরা পান করার কারণে অথবা এমনিতেও আনন্দ বিস্তারিতকরণ কোন কিছু থাকবে না)। শুধুমাত্র (চতুর্দিক থেকে) সামাজ আর সাম্ভাব্যের আওয়াজ আসবে।

(অন্য আরাতে আছে : **وَإِلَّا كُنْدَةً يَدْ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَأْبَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ**

এবং **تَحْكِيمٌ مِنْ كُلِّ بَأْبَابٍ سَلَامٌ** এটা সম্মান ও সম্ভাব্যের দলীল। যোটকথা, আশ্বিক ও দৈহিক সর্বজ্ঞানের আনন্দ ও বিলাসিতা থাকবে। এ পর্যন্ত নেকটালীলদের পুরুষার বলিত হল। অতঃপর ডান পার্শ্ব মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে :) যারা ডানদিকে থাকবে, তারা কঠ জাগ্যবান। (যাবাধানে নেকটালীলদের প্রতিদানসমূহ বলিত হওয়ার কারণে এ বাকাতি পুনরায় উল্লেখ করতে হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনদের প্রতিদানসমূহের বিষয় বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :) তারা থাকবে এমন উদ্দানে, যাতে থাকবে কাঁটাবিহীন বনসপ্তক হৃক, কাঁদি কাঁদি কলা, দৌর্ব ছায়া, প্রবাহিত পানি এবং প্রচুর ফজলুল, যা শেষ হবার নয় (যেহেন দুনিয়াতে যতসুম শেষ হয়ে গেলে ফজলও শেষ হয়ে যায়)। এবং নিখিকও নয় (যেহেন দুনিয়াতে বাগানের মালিকরা নিষেধাজ্ঞা জারি করে)। আর থাকবে সমুদ্রত শহর্যা। (কেননা, এগুলো সম্ভূত স্তরে বিছানো থাকবে। এটা হবে বিলাস-বাসনের জাহাঙ্গা। নারীর সরুসূ বাতীত বিলাস-বাসন পূর্ণ হয় না। এভাবে উপরোক্ত বিলাস-সামগ্রীর উল্লেখ দ্বারাই নারীর উপরিতি ও আনা গেল। কাজেই অতঃপর **أَنْشَأَنَا** এর জীবাচক সর্বনাম দ্বারা জাহাঙ্গী নারীদের আজোচনা করা হচ্ছে :) আমি জাহাঙ্গী রামণিগণকে (এতে জাহাঙ্গের হর এবং দুনিয়ার জীবগণ সবই শামিল রয়েছে, যেহেন তিরিমিহীতে বলিত আছে শে, এই জাহাঙ্গে বেসব রহণগৌকে নতুনভাবে স্থিতি করার কথা বলা হচ্ছে, তারা সেসব রহণগৌ, যারা দুনিয়াতে হৃক্ষি অবস্থা কৃৎসিত ছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, আমি তাদেরকে বিশেষজ্ঞাসে স্থিতি করেছি; অর্থাৎ তাদেরকে করেছি তিক্রুমায়ী, [অর্থাৎ সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। 'দুররে-যনসুর' আবু সাঈদ খুদরী (রা)-র হাদীস দ্বারা তাই প্রয়োগিত আছে] কামিনী, (অর্থাৎ তাদের উঁটাবসা, চোর ধরন এবং রাগ-সাবল্য সরকিলুই বলামোদীপক এবং তারা আজান্তী-দের) সরবরাহকা। এগুলো ডান দিকের লোকদের জন্য। (অতঃপর বলা হচ্ছে শে, ডান দিকের মৌকও বিভিন্ন প্রকার হবে, অর্থাৎ) তাদের ক্রিক বড় দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং এক দল পরবর্তীদের অধ্য থেকে, (বরং পরবর্তীদের মধ্যে তাদের সংর্খ্যা বেশী হবে। হাদীসে আছে শে, এই উচ্চতের মু'মিনদের সমগ্রি পূর্ববর্তী সকল উচ্চতের মু'মিনদের সমগ্রির চাইতে বেশী হবে। ডান দিকের লোকদের মর্ত্তাদা যখন নেকটালীলদের চাইতে

কথা, তখন তাদের পুরুক্কারও কম হবে। মৈকটাশীলদের বিলাস-সামগ্রীর যথে এমন সব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে, যেগুলো শহরবাসীরা পছন্দ করে এবং তান দিকের জোকদের বিলাস-সামগ্রীর যথে এমন সব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে, যেগুলো শহরবাসীরা পছন্দ করে। এতে ইউনিভার্সিটি থে, উচ্চর দলের স্থানকার পার্থক্য শহরবাসী ও প্রাম্বাসীদের মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ। অতঃপর বাক্সির সম্প্রদায় ও তাদের শাস্তি বর্ণনা করা হচ্ছে :) আরা বাস দিকের জোক, কত না হতজাগা তারা! (এবু বিবরণ এই যে) তারা থাকবে আঙ্গনে, উচ্চপ্রভ পানিতে, ধূমকুঠের ছায়াতে, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। (অর্থাৎ এই ছায়ার কোন দৈহিক ও আধিক্য উপকার থাকবে না। সুরা আর-রহয়ানে **سُرَّا رَهْيَانَ** বলে এই ধূমকুঠই বোঝানো হয়েছিল। অতঃপর শাস্তির কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে :) তারা ইতিপূর্বে (মুনিয়াতে) কাল্পনাশৌল হিল, (এর ফলে) তারা ঘোরতর পাপ কর্মে (অর্থাৎ কুকুর ও শিরকে) ডুবে থাকত (অর্থাৎ ইয়ান আনন্দ না)। অতঃপর তাদের কুকুর বর্ণনা করা হচ্ছে, যা তাদের সত্ত্বামূলকগুলোর পথে বড় বাধা হিল)। তারা বলত : আমরা যখন ঘরে অধি ও যুক্তিকাম পরিগত হয়ে থাএ, তখনও কি পুনরুত্থিত হব এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও ? [রসুলুল্লাহ (সা)-র আঘাতেও কতক কাফির কিয়ামত অঙ্গীকার করত, তাই এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে :] আগনি বলে দিন : পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগুল সবাই একত্রিত হবে এক মিদিল্ট শিমের বিলিল্ট সময়ে। অতঃপর (অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার পর) হে পথস্তুত, যিন্যাং
রোপকারিগণ ! তোমরা অবশ্যই ডকল করবে যাকুম হক্ক থেকে, অতঃপর তা দ্বারা উদর
পূর্ণ করবে। এর উপর পান করবে ফুটক গানি। তোমরা পান করবে পিপাসার্ত উটের নায়।
(মোটকথা) কিরামতের দিন এটাই হবে তাদের আগ্যায়ন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞান বিষয়

সুরা উলাফিয়ার বিশেষ শ্রেষ্ঠতা : অতিয় রোগস্থার আবদ্ধান ইবনে মসউদ (রা)-এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন : ইবনে কাসীর ইবনে আসাফিয়ের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হস্তরত আবদ্ধান ইবনে মসউদ যখন অতিয় রোগস্থার শারিত হিলেন, তখন আবিকুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনী (রা) তাঁকে দেখতে বান। তখন তাঁদের যথে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উক্ত করা হল :

১. **ওসমান গনী—** مَا تَشْتَهِي— আগনার অসুখটা কি ?
ইবনে মসউদ— دُنْفُوْبِي— আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।
২. **ওসমান গনী—** مَا تَشْتَهِي— আগনার বাসনা কি ?
ইবনে মসউদ— رَحْمَةً رَبِّي— আমার পাইনকর্তার ঝুঝমত কামনা করি।
৩. **ওসমান গনী—** آمَّا يَأْمَنُونَ— আমি আগনার অন্য কোন চিকিৎসক উচিত কি ?
ইবনে মসউদ— مَطْبِيبٌ مَسْرُوفٌ— চিকিৎসকই আমাকে রোগান্তি
করেছেন।

ওসমান গৰী—আমি আগমনির জন্য সরকারী বাইবেলুন্মালা থেকে ক্ষেত্র উপভোক্তব্য পাঠিয়ে দেব কি?

ऐसान यज्ञोदय— لا حا جتہ لی ذوہا۔ اس کوئی کوئی خداویکام نہیں ہے۔

ଶୁସମାନ ଗନ୍ଧୀ—ଉପଚୋକନ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି । ଡା. ଆମନାର ପର ଆପନାର କନ୍ୟାଦେର ଉପକାରେ ଆସିବେ ।

ইবনে মসউদ—আপনি চিন্তা করছিন যে, আমার কনোয়া দায়িত্ব ও উদ্বাসে
সত্ত্বত হবে। কিন্তু আমি এরাপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কনোদেরকে জোর নির্দেশ
দিবে যেখেছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ও যাকিয়া পাঠ করে। আমি ইসলামাহ (সা)-কে
বলতে শুনেছি :

من قرأ سورة الواحة كل لولة لم تضبه ذا قلة أبداً

ବେ ବାତି ପ୍ରତି କାହାଟେ ସୁରା ଓମାକିନୀ ପାଠ କରିବେ; ଦେ କଥନଙ୍କ ଉପରୀମ କରିବେ ମା ।

ଇବାନେ କାଶୀର ଏହି ରୋଗରୁଧେ ଉଚ୍ଛ୍ଵେତ କରାଯାଇ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ଦେ ଓ କିତାବ ଥେବେତୁ
ଏହି ସମସ୍ତନ ଦେଖ କରିବେ ।

—إِنَّمَا وَقَعَتِ الْوَاقْعَةُ—**ই**ন্মে কাসীর বলেন : উসাইয়া কিনারাতের অন্যত্ব

ନାମ । କେବଳା, ଏହି ବାସ୍ତବତୀରୁ କୌଣସିପ ମଦେହ ଓ ସଂଶୋଧନ ଅବକାଶ ନେଇ ।

—لیس لو ذمّتها کا نبہ۔ اس نیاں اکٹی شاخی । اور

ଏই ସେ, କିମ୍ବା ଅତେର ବାନ୍ଧବତା ଯିଥା ହତେ ପାରେ ନା ।

—হস্যর ইনে আবাস (৩) এই অতি এই বাজের ভক্ষণীর এই

যে, কিম্বামতের ঘটনা অনেক উচ্চ যৰ্থাদাশীল জাতি ও বাস্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও বাস্তিকে উচ্চ যৰ্থাদাশ আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কিম্বামত ভৱাবহ হবে এবং এতে অভিমুখ বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যাব যে, উপরের জোক নীচে এবং নীচের জোক উপরে উর্ত যাব এবং নিয়ন্ত্রণ ধনবান আর ধনবান নিয়ন্ত্রণ হবে যাব।—(জগৎ যাজ্ঞানী)

2. نعمت آزو ا جا ڈلندے دا بکھر جاہانیں یارمیں تین آنکھیں ویدھ کرے :

ଇବେ କାଶୀର ବଜେନ : କିମ୍ବାମତ୍ତର ଲିଙ୍ଗ-ମୂଳ୍ୟ ତିନ ଦଲେ ନିରାକର ହସେ ପଢ଼ିର । ଏବେ ଦଲ ଆରୁଥେବୁ ତାନ ପାରେ ଥାବନୁ । ତାରା ଆଦିମ (ଆ)-ଏବୁ ତାନ ପାର୍ବେ ଥିକେ ପରମା ହରେଛିଲୁ ଏବେ ତାଦେର ଆମଲନାୟା ତାଦେର ତାନ ହାତେ ଦେଖୁବା ହବେ । ତାରା ସେବାଇ ଜାଗାତି ।

ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକାଗ୍ରିତ ହବେ । ତାରା ଆଦିମ (ଆ)-ଶ୍ରୀ ହାମ ପାର୍

থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাদের আমলায় তাদের বায় হাতে দেওয়া হবে। তারা সরাই আহমামী।

তৃতীয় দল হবে অপ্রবর্তীদের দল। তারা আরপ্রিপ্তিত সাথে বিশেষ কাত্তা ও নৈকট্যের আসন্নে জোড়বে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্ধীকা, শহীদ ও উলীবৎ। তৃদের সংখ্যা প্রভোজ্য দলের পুরুষান্বয় কর হবে।

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ—ইমাম আহমদ (র) হযরত আবেশা সিদ্ধীকা (র)

থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবারে কিরামকে প্রয় বললেন: তোমরা আন-কি, কিমামতের দিন আল্লাহর ছায়ার দিকে কারা অপ্রবর্তী হবে? সাহাবারে কিরাম আরয় বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রসূলই তাঁর আনেন। তিনি বললেন: তারাই অপ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্ত্বের দাওয়াত দিলে কবৃত করে, যারা প্রাপ্ত চাইলে পরিশোধ করে এবং অন্যার ব্যাপারে তাঁই কফসালা করে। শান্তিজের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ বলেন: ﴿كُلُّهُمْ أَنَّهُمْ أَنْتُمْ لِي وَأَنِّي لِي وَأَنْتُمْ لِي وَأَنِّي لِي﴾ তথা অপ্রবর্তিগণ বলে পরমপ্রয়গণকে বোকানা হয়েছে। ইবনে সিরাম (রা)-এর মতে যারা বাস্তুত মুকাদ্দাস ও বাস্তুল্লাহ—উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তারা অপ্রবর্তিগণ। হযরত হাসান ও কাতাদাহ (রা) বলেন: শুভ্যেক উল্লম্ভের মধ্যে অপ্রবর্তী দল হবে। কারও কারও মতে যারা সবার আপে মসজিদে গমন করে, তারাই অপ্রবর্তী।

এসব উভয় উল্লত করার পর ইবনে কাসীর বলেন: এসব উভয় অংশ হাবে সঠিক ও বিষয়। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, মুনিয়াতে যারা সৎ কাজে অন্যার চাইতে অক্ষত, প্রকৃতাগত তারা অপ্রবর্তীরাপে পো হবে। কেননা, প্রকৃতাগত প্রতিদান মুনিয়ার কর্মের ডিপিতে দেওয়া হবে।

مَنْ لَا يَعْلَمُ مَنْ قَاتَلَهُ مِنْ أَنْ لَا يَعْلَمُ শব্দের অর্থ দল। যারাখণ্ডারীর মতে বড় দল।—(আহম মাঝানী)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা: আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জায়গায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে—নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনার বিলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অর্থ সংঘাতক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মুমিনদের বর্ণনার পূর্ববর্তী ও পূর্ববর্তী উভয় জাতগুরু পুরুষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মুমিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে।

এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে হোকানা হয়েছে? এ প্রসঙ্গে তৎক্ষণাত্মিনলপ দুর্বলকম উকিল করেছেন। এক, হযরত আবদুল (আ)

থেকে শুন্ন করে রসূলুল্লাহ (সা)ৰ পূৰ্ব পৰ্যন্ত সব মানুষ পূৰ্ববতী এবং রসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুন্ন করে কিৱাইত পৰ্যন্ত সব মানুষ পূৰ্ববতী। মুজাহিদ, হাসান বসুরী, ইবনে জুবার (রা) প্ৰযুক্ত এই তফসীর কৰোহেন। তফসীরেৰ সাৰু-সংক্ষেপেও তাই মেওয়া হয়েছে। হয়ৱত: জাবের (রা)-এৰ বিলিত একটি হাদীস এই তফসীরেৰ পক্ষে সংজ্ঞা দেৱ।

হাদীসে বলা হয়েছে: যখন অগ্ৰবতী নৈকট্যশীলদেৱ সম্বৰ্কে প্ৰথম আমীত **نَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا وَلَهُنَّ وَنَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا خَرِينَ**

أَلَا وَلَهُنَّ وَنَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا خَرِينَ নাবিল হল, তখন হয়ৱত ওমুর (রা) বিচমন সহকাৰে আৱায় কৰলৈন: ইয়া রসূলুল্লাহ (সা)। পূৰ্ববতী-উচ্চমতেৰ মধ্যে অগ্ৰবতী নৈকট্যশীলদেৱ সংখ্যা বেশী এবং আমাদেৱ কথ্যে কম হবে কি? অঙ্গপুৰ এক বছৰ পৰ্যন্ত পূৰ্ববতী আৱায় নাবিল হয়নি। এক বছৰ পৰে শুধু **نَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا وَلَهُنَّ وَنَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا خَرِينَ**

أَلَا وَلَهُنَّ مِّنْ أَلَا خَرِينَ নাবিল হল, তখন রসূলুল্লাহ (সা) বললৈন:

**اَسْمَعْ بِيْ اَعْمَرْ مَا تَدْ اَنْزَلَ اللَّهُ نَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا وَلَهُنَّ وَنَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا خَرِينَ
اَلَا وَلَهُنَّ مِّنْ اَدَمْ اَلِي نَّلَّةٌ وَأَصْنَى نَّلَّةٌ**

লোন হে ওমুর, আজাহ নাবিল কৰোহেন—পূৰ্ববতীদেৱ মধ্য থেকেও এক বড় দল এবং পূৰ্ববতীদেৱ মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। যানে রেখ, আদম (আ) থেকে শুন্ন কৰে আৱা পৰ্যন্ত এক বড় দল এবং আদম উচ্চমত অপুৰ বড় দল।

হয়ৱত আবু হৱায়ুরা (রা) বিলিত এক হাদীস থেকেও এই বিশ্ববৰ্তুৰ সমৰ্থন পাওয়া যায়। হয়ৱত আবু হৱায়ুরা (রা) বলেন: **نَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا وَلَهُنَّ وَنَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا خَرِينَ**

أَلَا وَلَهُنَّ مِّنْ أَلَا خَرِينَ আজাতখালি যখন নাবিল হল, তখন সাহাবায়ে কিৱাম বাধিত হন

যে আমুৰা পূৰ্ববতী উচ্চমতদেৱ জুনায় কম সংখ্যক হব। তখন **نَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا وَلَهُنَّ**

وَنَّلَّةٌ مِّنْ أَلَا خَرِينَ আজাতখালি নাবিল হল। তখন রসূলে কুরীয় (সা) বললৈন: আমি আশা কৰি যে, তোমুৰা (অৰ্থাৎ উচ্চমতে মুহাম্মদী) জামাতে সমগ্ৰ উচ্চমতেৰ

মুকাবিলায় এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ উরং অর্ধেক হবে। বাকী অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে—(ইবনে কাসীর)। এর ফলশুভি এই যে, সমষ্টিগতভাবে জাহানীদের মধ্যে উচ্চতে মুহাম্মদী হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসবকলকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা নির্জেজাজ নয়। কেবল, প্রথম আয়ত **قليل من الآخر**

অপ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনার অর্থ বিভিন্ন আয়ত **قليل من الآخر** তাদের বর্ণনায় নয়, বরং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনার অববৃত্তি হয়েছে।

এর জগতে 'রাজ মা'আনী' প্রাণে বলা হয়েছে: প্রথম আয়ত শুনে সাহাবাদে কিরায় ও হযরত ওয়ালি (রা) দৃঢ়বিত ইগুমার কারণ একাপ হতে পারে যে, তাঁরা মনে করেছেন অপ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বে হার, সাধারণ শুধুমানদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। কালে সময় আয়তবাসীদের মধ্যে মুসলিমানদের সংখ্যা পূর্বৈ ক্ষম হবে। কিন্তু পরের আয়তে সাধারণ মুমিনদের বর্ণনা যথের **قليل** (বড় দল), যদিও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে দেল এবং তাঁরা বুকানেন যে, সমষ্টিগতভাবে জাহানীদের মধ্যে উচ্চতে মুহাম্মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অপ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা ক্ষম হবে। এর বিসেমানকারণ এই যে, পূর্ববর্তী উচ্চতাদের মধ্যে পরমারহ রাজেছেন বিশুল সংখ্যাক। কাজেই তাঁদের মুকাবিলায় উচ্চতে মুহাম্মদী ক্ষম হলেও সেটা দৃঢ়ব্যের বিষয় নয়।

মুই, তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উভি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উচ্চতেরই দৃষ্টি আর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে 'কুনে-উলা'-তাঁ সাহাবী, তাবেজী প্রমুখদের দ্রুপকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী কিয়ায়ত পর্বত জাগমনকারী মুসলিমান সজ্ঞাদারকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর, আবু হাইজার, কুরতুবী, রাজহ মা'আনী, মাসহারী ইত্যাদি তফসীর প্রাণে এই বিভিন্ন উভিকেই অন্তরিকার মেওয়া হয়েছে।

প্রথম উভিতে সমর্থনে হযরত জাবের (রা) বণিত হাদীস সম্বর্কে ইবনে কাসীর বলেন যে, এর সমদ অপ্রাপ্য। বিভিন্ন উভিতে প্রমাণ হিসাবে তিনি কোরআন পাকের সেসব আয়ত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, উচ্চতে মুহাম্মদী প্রের্ততম উচ্চত, যেমন **كُلُّمْ خَرِّ** ইত্যাদি আয়ত। তিনি আরও বলেছেন যে, অপ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা অন্যান্য উচ্চতের তুলনায় এই প্রের্ততম উচ্চতে ক্ষম হবে—এ কথা মেনে নেওয়া আবশ্যিক না।

তাই এ কথাটি অধিক সম্ভত যে, পূর্ববর্তীগণের অর্থ এই উচ্চতার প্রথম মুকের অনীতিগণ এবং পরবর্তীগণের অর্থ তাঁদের পরবর্তী ত্রোকগণ। তাঁদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা ক্ষম হবে।

এর সমর্থনে ইবনে কাসীর হাসান বসরী (র)-এর উভি পেশ করেছেন। তিনি বলেন:

পূর্ববর্তিগপ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইহা আজ্ঞাহ্, আমাদেরকে সাধারণ মুঠিন তথা আসহাবুল ইসলামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তিগণের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন :

مَنْ مُفْسِيْ مَنْ هَذِهِ ۝ ۸۰ ۱۱

অর্থাৎ পূর্ববর্তিগপ হচ্ছে এই উচ্চাতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ।

এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রা) বলেন : আলিমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উচ্চাতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তিগপ ও পূর্ববর্তিগপ হোক।—(ইবনে কাসীর)

রহম মা'আনীতে বিতোর তফসীরের সমর্থনে হস্তান্ত আবু বকর (রা) এর রেওয়ায়েত-ক্রমে নিচনাঙ্গ হাদীস উভ্যত করা হয়েছে :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلَتِهِ مُبَحِّثًا فِي
ثُلَّةٍ مِنْ أَلْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٍ مِنْ الْآخِرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ جِهِّنَّمَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ -

একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে—আজ্ঞাহ্ তা'আলার এই উচ্চাতের তফসীর প্রসঙ্গে নবী কর্নীম (সা) বলেন : তারা সবাই এই উচ্চাতের মধ্য থেকে হবে।

وَكُفْتَمْ أَزْوَاجًا ثُلَّةً ۝ ۱۱

এই আবাতে উচ্চাতে মুহাম্মদীকেই 'সাজাধন করা হয়েছে এবং প্রকারণের উচ্চাতে মুহাম্মদী হবে।—(রহম-মা'আনী)

তফসীরে মামহায়ীতে আউতি প্রসর্ব করা হয়েছে যে, কোরআন পাক থেকে সুস্পষ্ট-রূপে বোঝা যায়, উচ্চাতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উচ্চাতের চাহিতে প্রের্ণ। বলা বাইরা, কোন উচ্চাতের প্রের্ণ তার ডিপ্রেক্সের উচ্চাতারের জোকদের সংস্থাধিক্য কারাই হয়ে থাকে। তাই প্রের্ণ উচ্চাতের মধ্যে অশ্বত্বী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে—এটা সুদৃশপরী-হত। যেসব আকাত করা উচ্চাতে মুহাম্মদীর প্রের্ণ-প্রাপ্তিত হত, সেগুলো এই :

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۝ ۱۱

এবং কৃত্ম খীরামা ۝ ۱۱

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এক হাদীসে বলা হয়েছে :

أَنْتُمْ تَقْتَلُونَ سَبْعِينَ أَمْةً أَنْتُمْ أَخْهِرَاهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ قَعَدَ
—তোমরা সঁজুরতি উচ্চাতের পরিসিদ্ধ হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আজ্ঞাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রের্ণ হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমরা

जाग्रातीदेव एक-एक र्थांश हवे—ऐते डोमरा सुन्णे आहे कि? आमरा बलायाचः निश्चय
आमरा अंते सुन्णे। उधन इस्तु दाह् (जा) बलायाचः وَالذِي نَفْسِي بِهِدَى أَنْفِي
— جوا ان تکو فو انصاف هن الْجَنَّةُ . ये सडाच करार आमरा प्राप्त, सेही सडाच
कराच, आणि आणि करि डोमरा आगातेव अर्थेक हवे।—(वृद्धांशी, यावदांशी)

أهل الجنة سأة وعشرون معاشرًا نون منها من هذه الأمة
وأربعون من سائر ألامم -

जावातीपल बोटे एकम' विश काडारे थाक्करे । उन्हें आणि काडारे येही उच्चतर येथे थेके हवे एवं अवधिटे चिलिं काडारे समग्र उम्मत नसीब हवे ।

উপরোক্ত রেওয়াশেতসমূহে অন্যান্য উচ্চতের তুলনায় এই উচ্চতের আবাসীদের পরিযাপ্ত কোথাও এক-চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ রেওয়াশেতে দুই-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কানগ, এগুলো রসুলুজ্জাহ (সা)-র অনুমান মাঝে। অনুমান ছিড়িয়ে সময়ে বিভিন্ন ফল হয়েই থাকে।

—**لَدَانِ مُخْلِد وَن**—অর্থাৎ এই কিলোমিটাৰ সৰিমা কিলোমিটাৰ থাকবৈ। তাদেৱ
পথে বকলেক্টকোন তাৰাতম্য দেখা দিবৈ না। হংসদেৱ নাম এই কিলোমিটণও আজাতেই
পড়াৰ হতে অৰু তাৰা আজাতৌদেৱ খিদযজগাক হবে। হামীসে প্ৰমাণিত আছে যে, একজন
আজাতৌদা কাছে হাজাৰো ধানিয় থাকবৈ।—(মাঝাতৌ)

এ- কুব অক্ষয়-কুব-বাবুর ও কাস মিশেন এর
বহবচন। অর্থ হাসের নার পানপাত। আবৃত্তি একটি এর বহবচন।
এর অর্থ সুজা। এর অর্থ সুজা পানের পিণ্ডালা। উদ্দেশ্য এর উদ্দেশ্য এই যে, এই
একটি করনা থেকে আনা হবে।

—**مَدْعُون**—এটা থেকে উত্তু। অর্থ যাথাবাধা। দুনিয়ার সুরা
জাহিন যারার পার করলে যাথাবাধা ও যাথারোধা দেখা দেয়। আমাতের সুরা এই সুরা
উপসর্গ থেকে পরিষ্কৃত হবে।

— নূর— এর আসল অর্থ কৃপের সমূহ পানি উচ্ছালন করা। এখানে
অর্থ ভাবিবাদ হাজির হবে।

وَ لَكُمْ طَهُورٌ مَا يَشْتَهِونَ — অর্থাৎ কঠিসংশ্লিষ্ট পাখীর পোশ্চত। হাদীসে আছে,

জাগ্রাতীগৃহ যখন যেতাবে পাখীর পোশ্চত খেতে চাইবে, তখন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সাথনে এসে যাবে।—(মাঝহারী)

وَ أَنْتُمْ مَا مَعَكُمْ بِالْفُطُولِ — মু'যিন, মুতাকী ও উলীগণই

প্রকৃতপক্ষে ‘আসহাবুল ইয়ায়ীন’ তথা তাম পার্শ্ব লোক। পাপী মুসলমানগণও তাদের অকৃত্য হয়ে যাবে—কেউ তো বিছক আরাহ তা'আলার কৃপায়, কেউ কোন নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ আবাব ডোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আবাব ডোগ করার পর পবিত্র হয়ে ‘আসহাবুল ইয়ায়ীনের’ অকৃত্য হয়ে যাবে। কারণ, পাপী মু'যিনের জন্ম জাহাজামের অঞ্চি প্রকৃতপক্ষে আবাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র।—(মাঝহারী)

فِي سَدِ رَمَضَنِ — জাগ্রাতের অবদানক্ষয় অসংখ্য, অভিতীর ও কালোনাতীগুলি

তথ্যে কলকাতান পাক খানার বৈধগম্য ও শহুরের বন্ধসমূহ উল্লেখ করেছে। আরবরা বেসব চিন্ত বিনোদন ও বেসব ফল-মূলকে পছন্দ করত, এখানে তথ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। ১. এর অর্থ বদরিকা বৃক্ষ প্রমাণে এর অর্থ হার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভাবে বৃক্ষ নুরে পড়েছে। জাগ্রাতের বদরিকা দুনিয়ার বদরিকার ন্যায় হবে না, বরং এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং সাদে-গজে অতুলনীয় হবে। ২. এর অর্থ কলা ৩. এর অর্থ কাঁদি কাঁদি ৪. এর অর্থ দীর্ঘ হায়া। হাদীসে আছে—আবে আরোহণ করে শত শত বছরেও তা অতিক্রম করা যাবে না। ৫. এর অর্থ মাটির উপর প্রবাহিত পানি।

فَأَكُوهُ كَثِيرٌ — প্রচুর ফল, অর্থাৎ ফলের সংখ্যাও বেশী হবে এবং প্রকারও অনেক হবে। ৬. দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, যঙ্গুয় শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোন ফল প্রীতিকালে হয় এবং যঙ্গুয় শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জাগ্রাতের প্রত্যেক ফল চিরকারী হবে—কোন যঙ্গুয়ের মধ্যে সৌমিত্র থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে বাসানের পাহাড়াদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে কিন্তু জাগ্রাতের ফল ছিঁড়তে কোন বাধা থাকবে না।

فِرَّاش— এর বহুবচন। অর্থ বিছানা, ফরাশ।

উচ্চ স্থানে বিছানো থাকবে বিধান জাগ্রাতের শয়া সমুষ্ট হবে। খিতীজাত এই বিছানা

শাঠিতে নর, পালকের উপর থাকবে। গৃহীত বরং বিহানাও শুব পুর হবে। কারণ কারণ মতে এখানে বিহানা বলে শয়ালামিনী নারী বোঝানো হয়েছে। বেননা নারীকেও বিহানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাসীসে আছে —**الوَلْدُ لِلْغَرَاشِ**—গরুরতী আয়াতসমূহে আয়াতী নারীদের আলোচনাও এইই ইরিত—(মাঘারী) এই অর্থ অনুমানী **صَرْفُ عَنْ** এর অর্থ হবে উচ্চমুদ্দাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত।

أَنْشَأَنَّا إِنْ شَاءَ — শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। **فِي** সর্বনাম বারা আয়াতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। **فِرِّشِ**—এর অর্থ আয়াতে নারী হলে তার চুলেই এই সর্বনাম ব্যবহাত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, বিহানা, ইত্যাদি ভোগ-বিলাসের বর্ণ উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আয়াতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করেছি। আয়াতী দুর্দের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জায়াতেই প্রজনন ক্রিয়া বাতিলেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জায়াতে থাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে বৃক্ষী, কৃকাঙ্গী অথবা বৃক্ষ ছিল, জায়াতে তাদেরকে সুস্তী-শুবতী ও লাবণ্যময়ী করে দেওয়া হবে। হস্তরত আনাস (রা) বধিত রেওয়ায়েতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে **রসুলুল্লাহ** (সা) বলেন : যেসব নারী দুনিয়াতে বৃক্ষ, প্রেত কেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুস্তী, শোকশী শুবতী করে দেবে। হস্তরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : একদিন **রসুলুল্লাহ** (সা) গৃহে আগমন করলেন ! তখন এক বৃক্ষ আয়ার কাছে বসা ছিল। তিনি জিতাসা করলেন এ কে ? আমি আয়ার করলাম ; সে আয়ার থালা সম্পর্ক হয়। **রাসুলুল্লাহ** (সা) **রসুলেন** : **لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَنْ وَزْرِ**—অর্থাৎ আয়াতে কোন বৃক্ষ প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃক্ষ বিষ্পল হয়ে গেল ! কেনেকোন রেওয়ায়েতে আছে কাঁদতে জাগল। তখন **রসুলুল্লাহ** (সা) তাকে সাম্ভনা দিলেন এবং স্বীর উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃক্ষারা যখন জায়াতে থাবে, তখন বৃক্ষ থাকবে না, বরং শুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন।—(মাঘারী)

أَبْكِ رِبَّكِ—এটা **بِكَرِ**—এর বহুবচন। অর্থ কুয়ারী বালিক্য। উক্তেস্য এই যে, আয়াতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যোক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুয়ারী হয়ে থাবে।

عَرِبِيٌّ—এটা **عِرِبِي**—এর বহুবচন। অর্থ আয়া-সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।

أَثْرَابِيٌّ—এটা **ثِرِبِي**—এর বহুবচন। অর্থ সমবয়ক। জায়াতে শুরুত্ব ও নারী

সব এক বরাদের হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রতিকের বয়স তেরিল বছর হবে।—(মাসহারী)

أَوْلَئِنَّ مِنْ أَوْلَئِنَّ وَثُلَّةً مِنَ الْآخِرِينَ

১।-এর তফসীর পূর্বে বলিত হয়েছে। যদি **أَوْلَئِنَّ** পূর্ববর্তিগণ বলে হয়রত আদম (আ) থেকে রসুলুল্লাহ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত মোকগণ এবং **أَخْرَيْنَ** তথা পরবর্তি-গণ বলে রসুলুল্লাহ (সা) থেকে কিয়ায়ত পর্যন্ত মোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারঘর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মু'মিন-মু'তাকিগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উচ্চমতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উচ্চমতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে। এয়াবহায় এটা উচ্চমতে মুহাম্মদীর জন্য কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গঢ়ের উচ্চমতের সমান হয়ে যাবে; অথচ তাদের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া **ثُلَّةً** শব্দের মধ্যে একপ অবকাশও আছে যে, পরবর্তীদের বড় দলের মোকসংখ্যা পূর্ববর্তীদের বড় দলের মোকসংখ্যার চেয়ে বেশী হবে।

পক্ষান্তরে যদি পূর্ববর্তিগণ এই উচ্চমতের মধ্য থেকেই হয়, তবে প্রমাণিত হয় যে, এই উচ্চমত শেষের দিকেও অগ্রবর্তী মৈকটাশীলদের থেকে বক্ষিত থাকবে না, যদিও শেষ সুপে একপ মোকের সংখ্যা কম হবে। সাধারণ মু'মিন, মু'তাকী ও ওলী তো এই উচ্চমতের উক্ত ও শেষভাগে বিপুর সংখ্যাক থাকবে এবং তাদের কোন হুগ 'আসহাবুল-ইয়ামীন' থেকে থালি থাকবে না। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বলিত হয়রত মুয়াবিয়া (রা) বলিত হানীসও এর পক্ষে সাঙ্গ দেয়। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন: আমার উচ্চমতের একটি দল সদাসর্বাদা সতোর উপর কাহোয় থাকবে। হাজারো বিরোধিতা ও বাধাবিপত্তির মধ্যেও তারা সহ পথ প্রদর্শনের কাজ অবাহত রাখবে। কারণ বিরোধিতা তাদের জ্ঞতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই দল সীর কর্তব্য পালন করে যাবে।

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصْلِيْفُونَ ① أَفَرَبِّيْتُمْ مَا تُنْهَوْنَ ② إِنْتُمْ
تَعْلِقُونَ ③ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ ④ نَحْنُ قَدْرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِنَ ⑤ عَلَّا أَنْ تُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُنْشِكُمْ فِي
مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑥ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَدَكْرُوْنَ ⑦
أَفَرَبِّيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ⑧ إِنْتُمْ تَرْكَعُونَ ⑨ أَمْ نَحْنُ الرَّزِّعُونَ ⑩

لَوْ شَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَمْتُمْ تَفْكِهُونَ ۝ إِنَّا لَنَغْرِمُونَ
 بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ إِنَّمَا
 أَنْزَلْنَا مِنَ الْمَرْءِ مَا رَأَيْتُمْ ۝ لَوْ شَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا
 فَلَوْلَا شَكَرْنَاكُمْ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝ إِنَّمَا أَنْشَأْنَا
 شَجَرَتَهَا أَمْ رَحْنَنُ الْمُتَشَبِّهُونَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا
 لِلْمُقْوِينَ ۝ فَسِيْرُهُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

(৫৭) আমিই সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন তোমরা তা সত্ত্ব বলে বিশ্বাস কর না? (৫৮) তোমরা কি তোবে দেখেছ তোমাদের বীর্ঘ্যাত সম্পর্কে? (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অঙ্গম নই। (৬১) এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিষ্কর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দিই, যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বসন কর, সে সম্পর্কে তোবে দেখেছ কি? (৬৪) তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিষয়াবিলট। (৬৬) বলবেঃ আমরা তো শালের চাপে পড়ে থেকায়, (৬৭) বরং আমরা ছাতসর্ব হয়ে পড়লাম। (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোবে দেখেছ কি? (৬৯) তোমরা তামের থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন ঝুঁতঝুঁতা প্রকাশ কর না? (৭১) তোমরা যে আশ্রি প্রকলিত কর, সে সম্পর্কে তোবে দেখেছ কি? (৭২) তোমরা কি এর হৃষ্ট সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? (৭৩) আমিই সেই হৃষ্টকে করেছি স্মরণিকা এবং যকুবাসীদের জন্য সামগ্রী। (৭৪) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার মাঝের পরিষ্কার ঘোষণা করুন।

তত্ত্বসৌরের সার-সংক্ষেপ

আমি তোমাদেরকে (প্রথমবার) সৃষ্টি করেছি (যা তোমরাও আৰুকার কর)। অতঃপর তোমরা (তওহীদকে ও কিয়ামতকে) সত্ত্ব বলে বিশ্বাস কর না কেন? (অতঃপর সৃষ্টির বিবরণ দিয়ে উপদেশ পান করা হচ্ছে;) তোমরা যে (নারীদের গর্ভাশয়ে) বীর্ঘ্যাত কর, সে সম্পর্কে তোবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (বলা-বাহলা, আমিই সৃষ্টি করি)। আমি তোমাদের মৃত্যুক (নিদিষ্ট) কাল নির্ধারিত করেছি।

(উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টিকে বিশেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখা আবারই কাজ। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের বর্তমান আকার-আকৃতি বাকী রাখাও আবারই কাজ এবং) আমি এ ব্যাপারে অক্ষম নই যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের যত লোককে মিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দিই, যা তোমরা জান না। (উদাহরণভাবে জ্ঞান আনন্দানন্দের আকৃতি দান করি, যা তোমরা ধারণাও করতে পার না। অতঃপর এর দলীল বলা হচ্ছে :) তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হয়েছ (যে, তা আবারই কাজ)। তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন ? (অনুধাবন করে এই অবানন্দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তওঁদের বীকরে কর এবং কিম্বামতে পুনরুজ্জীবনকে মেনে নাও)। তোমরা যে বৌজ বপন কর সে সম্পর্কে তেবে দেখেছ কি ? তোমরা তা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি ? (অর্থাৎ মাটিতে বৌজ বপন করার মধ্যে তো তোমাদের কিছু হাত আছে, কিন্তু বৌজকে অংকুরিত করা কার কাজ ? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন করা যেমন আমার কাজ, তেমনি ফসল দারা উপকার জাত করাও আমার কুদরতের উপর নির্ভরশীল)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে (উৎপাদিত ফসলকে) খড়কুটা করে দিতে পারি (অর্থাৎ দানা ঘোটাই হবে না, পাহ তুকিয়ে খড়কুটা হয়ে থাবে)। অতঃপর তোমরা আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করবে যে, (এবার তো) আমরা খাপের চাপে পড়ে গেলাম। বরং আমরা সম্পূর্ণ হাতসর্বস্ব হয়ে পড়লাম। (অর্থাৎ সমস্ত সম্পদই গেল)। অতঃপর আরও হাঁশিয়ার করা হচ্ছে : তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তেবে দেখেছ কি ? তোমরা তা যেহে থেকে বর্ণণ কর, না আমি বর্ণণ করি ? (এরপর এই পানিকে পানোগয়োগী করা আবার অপর বিষয়ামত)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে জোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না কেন ? (তওঁদের বিশ্বাস ও কুকুর বর্জনই বড় কৃতজ্ঞতা)। অতঃপর আরও হাঁশিয়ার করা হচ্ছে :) তোমরা যে অপি প্রকলিত কর, সে সম্পর্কে তেবে দেখেছ কি ? তার হৃষককে (যা থেকে অপি নির্গত হয় এমনিভাবে যেসব উপায়ে অপি সৃষ্টি হয় সেসব উপায়কে) তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি ? আমি তাকে (জাহাঙ্গামের অপ্রিয় অথবা আবার কুদরতের) সম্মতিকা এবং মুসাফিরদের জন্য সামগ্রী করেছি। (সম্মতিকা একটি পারমৌলিক উপকার এবং অপি দারা তরুণ করা একটি জাগতিক উপকার)। 'মুসাফিরের জন্য' বলায় কারণ এই যে, সকলে অপি দুর্মত হওয়ার কারণে একটি সরকারী সামগ্রী হয়ে থাকে) অতঃব (দ্বারা এমন শক্তি) আগমি আগমন (সেই) - মহান পারমকর্তার নামের পরিষ্ঠতা ঘোষণা করুন।

আনুবাদিক ভাষ্টব্য বিষয়

সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত হালের মানুষের তিনি প্রকার এবং তাদের প্রতিদীন ও পার্শ্বিক বর্ণনা হিসেবে : আমেচা আয়াতসমূহে এমন পথচারী মানুষকে হাঁশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মুক্ত কিম্বামত সংযোগিত হওয়ার এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আঢ়াহ তা'আলার ইবাদতে অপরকে অংশীদার সাথ্যস্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষের সেই উদাসীনতা ও মৃদুত্বার মুখোস উদ্যোগে করা, যে তাকে প্রাণিতে লিপ্ত করে রেখেছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে অথবা তবিয়তে হবে,

এগুলোকে স্থিতি করা, হায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারে নিয়োজিত করা প্রক্রিয়াকে আঞ্চাহ্ তা'আলাৰ শক্তি ও রহস্যের জৌলা। যদি কারণাদিৰ যবনিকণ মাধ্যমামে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তুৰ স্থিতি প্রত্যক্ষভাবে অবোকাদ কৰে তবে সে আঞ্চাহ্ৰ প্রতি বিষ্ণুস স্থাপন কৰতে বাধা হয়ে যাবে। কিন্তু আঞ্চাহ্ তা'আলা এ জগতকে পরীক্ষাগার কৰেছেন। তাই এখানে যা কিছু অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ কৰে সব কারণাদিৰ অন্তরালে বিকাশ লাভ কৰে।

আঞ্চাহ্ তা'আলা সৌম অপার শক্তি ও রহস্যেৰ বলে কারণাদি ও ঘটনাবলীৰ মধ্যে এমন এক আটুট যোগসূত্র স্থাপন কৰে রেখেছেন যে, কারণ অস্তিত্ব লাভ কৰাৰ সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ কৰে। কারণ ও ঘটনা যেন একটি অপরাধিৰ সাথে ওপৰোক্তভাবে জড়িত। বাহ্যদৰ্শী মানুষ কারণাদিৰ এই বেতোজালে আটকে যায় এবং স্থিতিকৰ্ত্তকে কারণাদিৰ সাথেই সমৃজ্ঞ মনে কৰতে থাকে। যবনিকণ অন্তরাল থেকে যে আসম শক্তি কারণ ও ঘটনাবলীকে সক্রিয় কৰে, তাৰ দিকে বাহ্যদৰ্শী মানুষেৰ দ্বিতীয় যায় না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আঞ্চাহ্ তা'আলা প্রথমে খোদ মানুব স্থিতিৰ প্রকাপ উদযাপন কৰেছেন, এৱপৰ মানবীয় প্ৰয়োজনাদি স্থিতিৰ মুখোস উচ্চেচিত কৰেছেন। মানুষকে সংৰোধন কৰে বিভিন্ন প্ৰক কৰেছেন এবং এসব প্ৰক্ষেপ মাধ্যমে সঠিক উত্তৰেৰ প্রতি অঙ্গীকৃতি নিৰ্দেশ কৰেছেন। কেননা, প্ৰয়োজনীয় কারণাদিৰ দুৰ্বজতা ফুটিয়ে দুলেছেন।

প্ৰথম আয়াত

একটি দাবী এবং পৰবৰ্তী আয়াতগুলো এই

অপকৰে প্ৰমাণ। সৰ্বপ্ৰথম স্বৰ্গৰ মানুব স্থিতিৰ একটি প্ৰক কৰা হয়েছে। কারণ, গাফিল মানুষ প্ৰত্যাহ দেখে যে, পুৰুষ ও নারীৰ হৌন যিলনেৰ ফলে গৰ্ভসঞ্চাৰ হয়। এৱপৰ তা জননীৰ গৰ্ভাশয়ে আস্তে আস্তে ঝুঁকি পেতে থাকে এবং নয় মাস পৰ একটি পৱিপূৰ্ণ মানবৱৰাপে ভূমিত হয়ে যায়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাৰ কারণে বাহ্যদৰ্শী মানুষেৰ দ্বিতীয় এতই বিষক্ত থেকে যায় যে, পুৰুষ ও নারীৰ পারম্পৰাক যিলনই মানুব স্থিতিৰ প্ৰকৃত কারণ। তাই প্ৰক কৰা হয়েছে:

أَنْتُمْ مَا تَعْمَلُونَ إِنَّمَا تُنْهَىٰ عَنِ الْحَقِّ لَقُوْنَ

—অর্থাৎ হে মানুব ! একটু ভেবে দেখ, সত্ত্বাম অস্তিত্ব কৰাৰ মধ্যে তোমাৰ হাত এতটুকুই তো যে, ভূমি এক ক্ষেত্ৰা বৌৰ্ব বিলেষ স্থানে পৌছিয়ে দিয়োহ। এৱপৰ তোমাৰ জানা আছে কি যে, বৌৰ্বেৰ উপৰ স্তৱে কি কি পৱিবৰ্তন আসে ? কি কি তাৰে এতে অছি ও রক্ত-মাংস স্থিতি হয় ? এই ক্ষুদে জগতেৰ অস্তিত্বেৰ মধ্যে আদ্য আহৰণ কৰাৰ, রক্ত তৈৱী কৰাৰ ও জীবাঙ্গা স্থিতি কৰাৰ হেমব ঘৰ্ষণতি কি কি তাৰে স্থাপন কৰা হয় এবং প্ৰণ, দৰ্শন, কথন, আৱাসন ও অনুধাবন শক্তি মিহিত কৰা হয়, যাৰ ফলে একটি মানুষেৰ অস্তিত্ব একটি চলমান কাৰখনাতে পৱিগত হয় ? পিতাও কোন ধৰণৰ রাখে না এবং যে জননীৰ উদয়ে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। তাম-বুঁজি বলে কোন বৰু দুনিয়াতে থেকে থাকলে সেকেন বুঁবে না যে, কোন প্ৰষ্টাৰ ব্যাতীত মানুষেৰ অভ্যাশবৰ্ত ও অভাৱনীয় সত্তা আগমন-আপনি তৈৱী হয়ে যায়নি। কে সেই প্ৰষ্টাৰ ? পিতা-যাতা তো জানেও না যে, কি তৈৱী হৈল, কিভাৰে হৈল ? প্ৰসবেৰ পূৰ্ব পৰ্যন্ত তাৰা অনুমানও কৰতে পাৰে না যে, গৰ্ভৰ জন্ম হৈলে

না যেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যে উদয়, গর্জাশয় ও জ্বরের উপরত্ব দিল্লি—এই তিনি অঙ্ককার প্রকোটে এমন সুন্দর-সুন্তো প্রবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরী করে দিয়েছেন? এরাপ হলে যে বাকি **تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقُونَ** (সুন্দরতম প্রপ্তা আল্লাহ মহান) বলে উঠে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির শক্তি।

এরপরের আয়তসমূহে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব! তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মসূচি মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সকল কাজ-কারবারে তোমরা আমারই মুখ্যপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুকাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে আধীন ও আবলম্বনীরাপে পেরে থাক। এটাও তোমাদের বিজ্ঞানি বৈ নয়। আমি এই মুহূর্তেই তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের হালে অনা জাতি স্থলিত করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে খৎস না করে অন্য কোন জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে আধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার।

مَا نَفْعَلُ بِمَا بَعْدُ এর সারার্থ এই যে, কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিগ্রিয়ে যেতে পারে

না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি, **أَنْ نَبْدِلَ أَسْتَلَكُمْ** অর্থাৎ

তোমাদের হালে তোমাদেরই এত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারি **وَنَلْشُكُمْ فِي**

مَا لَا تَعْلَمُونَ — এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না।

অর্থাৎ মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অনা কোন জন্মের আকারেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পার, যেমন বিগত উচ্চতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শুকরে পরিণত হওয়ার আবাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড় পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেওয়া যেতে পারে।

إِنْ رَأَيْتُمْ مَا تَحْرِثُونَ — আদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানব

স্থিতির পৃষ্ঠ তত্ত্ব উদঘাতিত করার পর এখন এই খাদ্যের দ্বারা পদার্থকে প্রশংস্কা হয়েছে; তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ডেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অংকুর বের

করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব
নেই যে, কৃষক ক্ষেত্রে মাইল চালিসে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে যার, যাতে সূর্যল অঞ্চল
মাটি তেল করে সহজেই পজিশন উত্তোল পাবে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমস্ত প্রচেল্পটা
এই এক বিশ্বাসেই সীয়াবজ্জ্বল। চারা পজিশনে উঠার পর সে তার হিকায়তে জেলে মাঝ। কিন্তু
একটি বীজের ঈধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে
বলে দাবীও করতে পারে না। কাজেই গ্রাম দেখা দেয় যে, যেগের মধ্য মাটির খুপে পড়িত
বীজের ঈধ্য থেকে এই সুস্বর ও যশোগকারী হৃষ্ফ কে তৈরী করব? জওয়াব এটাই যে,
সেই পরম প্রতু, অপার শক্তিশূল আঝাহ তা'আঝার অভ্যাসচর্ম কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

ଏହିପରି ଯେ ପାନିର ଅପରି ନାମ ଜୀବନ ଏବଂ ଯେ ଅଶ୍ଵ ଦ୍ଵାରା ମାନୁଷ ଦ୍ଵାରା-ଦ୍ଵାରା କରିଲୁ ଓ ଶିଖ-କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତା ପରିଚାଳନା କରିଲୁ, ଦେଖିଲୋର ସୁଲିଙ୍ଘ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକହି ଧରନେର ପ୍ରୋତ୍ସହ ଉଠିଲୁ ଥିଲା ହେଲେ । ଉପ୍ରେସିଛାରେ ବରତୁଳୋର ସାର-ସଂକେପ ଏକହି ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ : ।

। قواءِ مقویں - نَعْنَ جَعَلْنَا هَا تَذَكِّرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ।
এবং ১। শব্দটিকে = قواء = থেকে লওয়া হয়েছে। এর অর্থ মরু। কাজেই قوئی
শব্দের অর্থ হবে যকুবাসী। এখনে মুসাফির বোঝানো হয়েছে, যে প্রাণের অবস্থান করে
আনাপিনার ব্যবহাগনায় রাত হয়। আমাতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আয়ারাই শক্তি-
সামর্থ্যের ক্ষমতা ।

—**فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّ الْعَظِيمِ**— এর অবশ্যতাবী ও যুক্তিভিত্তি পরিপন্থ এই মে-
মানুষ আজ্ঞাহ তা'আমার অপার শক্তি ও ক্ষণহীনে বিস্রাস ছাপন করবে এবং মহান পাইন-
কর্তার নামের পরিষ্কৃতা ঘোষণা করবে। এটাই তাঁর অবদানসময়ের ক্রুক্তজ্ঞতা।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النَّجُومِ ۝ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝
إِنَّهُ لَقْرَانٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتْبٍ مَكْتُوبٍ ۝ لَا يَسْأَلُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ ۝ شَرِيكٌ لِّلْمُنْزَلِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَفَيْهُنَّا الْعَدِيبُونَ
أَنْتُمْ مُذْهَنُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكَرُ شَكِيدَنُونَ ۝ فَلَوْلَا
إِذَا بَلَغْتُ الْحُلُوقَمَ ۝ وَأَنْتُرْ حِينَيْنِ شَنْظَرُونَ ۝ وَنَخْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْعِرُونَ ۝ فَلَوْلَا أَنْ كُفْتُمْ عَيْرَ مَدِينَيْنِ ۝

تَرْجِعُونَهَا لَنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۝ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ
 فَرُوْحٌ وَرِيحَانٌ هَوَجَتْ نَعْيْمَرٌ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ
 الْيَمِينِ ۝ فَسَلَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ
 الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِبِينَ ۝ فَنَزَلَ مِنْ حَمِيمَرٌ ۝ وَتَصْرِيلِيَّةٌ
 جَحِيمَرٌ ۝ إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝ قَسْيَتْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

(৭৫) অতএব আমি তোমরাগাজির অভাবের কথম আছি, (৭৬) নিশ্চয় এটা এক মহা কথম — যদি তোমরা আনতে, (৭৭) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে এক শেগন কিটাবে, (৭৯) যারা পাক-পবিত্র, তারা বাতীত অন্য কেউ একে স্মর্ণ করতে না। (৮০) এটা বিশ্ব-গান্ধনকর্তার পক্ষ থেকে অবস্থাৰ্থ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই আণীর প্রতি বৈধিক প্রদর্শন করবে? (৮২) এবং একে যিখ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের কৃত্যিকার সন্ধিপ্রত করবে? (৮৩) অতাপর বছন কারও প্রাপ্ত কর্তাপত হয় (৮৪) এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, (৮৫) তবুন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। (৮৬) যদি তোমাদের হিসাব-কিটাব না হওয়াই ঠিক হয়, (৮৭) তবে তোমরা এই আশাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নেইকটুমণীদের একজন হয়; (৮৯) তবে তার অন্য আছে সুখ, উত্তম নির্ধিক এবং নির্লাপিতে তরা উদ্যান। (৯০) আর যদি সে তান পার্শ্বস্থদের একজন হয়, (৯১) তবে তাকে বলা হবে: তোমার অন্য তান পার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সামান্য। (৯২) আর যদি সে পথচালক বিদ্যারোপকারীদের একজন হয়, (৯৩) তবে তার আগ্ন্যানন্দ হবে উচ্চশক্ত পানি আরো। (৯৪) এবং সে নিকিষ্ট হবে অগ্নিতে। (৯৫) এটা ধূৰ সত্য। (৯৬) অতএব আপনি আগন্তুর সহান পাইনকর্তার নামের সরিষ্ঠতা ঘোষণা করুন।

তফসীরের আর-সংজ্ঞেগ

(মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের বাস্তবতা কোরআন আরো প্রমাণিত আছে, কিন্তু তোমরা কোরআন আন না। অতএব) আমি তোমরাগাজির অভাবের শপথ করছি। তোমরা যদি ঠিক কর, তবে এটা এক মহা শপথ। (এ বিষয়ে শপথ করছি বে) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা এক সংরক্ষিত কিটাবে (অর্থাৎ ‘মাওহে-মাহফুজ’ পূর্ব থেকে) আছে। (মাওহে-মাহফুজ এখন বে শেনাহ থেকে) পাক পবিত্র ফেরেশতাগল বাতীত কেউ (অর্থাৎ কোন দরজান ইত্যাদি) একে স্মর্ণ করতে পারে না। (এর বিষয়বস্তু সম্বর্ক তাত হওয়া তো দূরের কথা। সুতরাং কোরআন ‘মাওহে-মাহফুজ’ থেকে দূনিয়া পর্যন্ত ফেরেশতাদের মাধ্য-বেই আগমন করেছে। এটাই নব্বওয়ত। শয়তান কোরআনকে আনতেই পারে না যে,

একে অতীম্মিলবাদ বলে সন্দেহ করা হাবে। অন্যত্র আজ্ঞাহ বলেন :

فِرْلَ بْنُ الْرَّوْحَ

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّهَادَاتُ
وَالْمُلَائِكَةُ لَا يَرْجِعُونَ

বিষ্ণু-গালকের পক্ষ থেকে অবরৌপ। (كُرْ شব্দের ইঙ্গিতার্থ এটাই হিল। এখানে নক্ষত্রাজির অন্তর্মিত হওয়ার শপথ করার অর্থ ও উদ্দেশ্য তাই, যা সুরা নজরের শুরুতে বলিত হয়েছে। কোরআনে বলিত সব শপথই সার্থকরাপে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। ফলে সবগুলো শপথই যথান। কিন্তু কোন কোন স্থানে উদ্দেশ্যকে উরুচূড়দানের জন্য যথান হওয়ার বিশ্বরূপ স্পষ্টভাবে উল্লেখও করা হয়েছে।) তবুও কি তোমরা এই কালামের প্রতি শৈধিল্য প্রদর্শন করবে? (অর্থাৎ একে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে জরুরী মনে করবে না?) তদুপরি একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (ফলে তোমরা তওহীদ এবং কিয়াব্যতকেও অঙ্গীকার করছ)। অতএব (এই অবীকৃত যদি সত্য হয়, তবে) যখন (যরগোশমুখ ব্যক্তির) প্রাণ কঠাগত হয় এবং তোমরা (যসে যসে অসহায়-তাবে) তাকাতে থাক, তখন আমি তার (অর্থাৎ যরগোশমুখ ব্যক্তির) তোমাদের অপেক্ষা অধিক নিকটে থাকি (অর্থাৎ তার অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা অধিক জাত থাকি। কেননা, তোমরা কখন তার বাহ্যিক অবস্থা দেখ। আর আমি তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও জাত থাকি। কিন্তু (আমার এই ভানগত নৈকট্যকে মুর্খতা ও কুকুরের কারণে) তোমরা বুঝ না। অতএব যদি (বাস্তবে) তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (যেমন তোমরা মনে কর) তবে তোমরা এই আঘাতে (দেহে) ফিরাও না কেন? (তোমরা তো তখন তা বহননাও কর) যদি তোমরা (কিয়াব্যত ও হিসাব-কিতাব অঙ্গীকার করার ব্যাপারে) সত্যবাদী হও? (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যখন দেহে আঘাত কিনিয়ে আনতে সক্ষয় মও তখন কিয়াব্যতে আঘাত পুনরুজ্জীবনকে রোধ করতে কিনিয়ে সক্ষয হবে? সুতরাং তোমাদের অবীকৃতি অনর্থক। অতএব যখন প্রমাণিত হল যে, কিয়াব্যতের আগমন অবশ্যানী, তখন কিয়াব্যত সংঘাতিত হওয়ার সময়) যে বাতিল নৈকট্যশীলদের একজন হবে (যাদের কথা পূর্বে وَالسَّابِقُونَ, আমাতে উল্লেখ করা হয়েছে) তার জন্য আছে সুখ (স্বাক্ষর), খাদ্য এবং আরামের জাহাজ। আর যে বাতিল ডান পাখ-ছদের একজন হবে, (যাদের কথা وَأَمْتَابُ الْمُلْكِ, আমাতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তাকে বলা হবে: তোমার জন্ম (বিপদাপদ থেকে) শান্তি। কারণ, তুমি ডান পাখ-ছদের একজন। (অনুকল্প অথবা শুওবার কারণে প্রথমেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে তাকে প্রথমেই এ কথা বলা হবে। পক্ষান্তরে শান্তি-লাভের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে একথা শেষে বলা হবে।) আর সে বাতিল পথস্তুল্প মিথ্যারোপকারী-দের একজন হবে, তার আপোয়ান হবে উন্নত পানি দ্বারা এবং সে প্রবেশ করবে জাহাজে।

নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হচ্ছে) ধূমৰ সত্ত্ব। অতএব (যিনি এগুলো করেন) আপনি আপনার (সেই) যাহান পাইনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

আনুভবিক জাতৰ বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও পাথির সৃষ্টিতে মাধ্যমে কিমাগতে পুনরুজ্জীবনের মুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচা আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا قَعَ فِي النَّجْمِ
—এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লাপনের বাবহার

একটি সাধারণ বাক্পঞ্চতি। যেমন বলা হয় **لَا وَاللَّهُ مُرْبِطٌ بِمَا قَعَ** যুগের কসমে সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরপ স্থলে **لَا** সংস্কৃতিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্ম ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমার ধারণা টিক নয়; বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্ত্ব। এর অর্থ নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হচ্ছে। যেমন সূরা নজরেও **وَ لِنَجْمٍ**

أَذْنَوْتَ—বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত যাওয়ার সময় দিগন্তে নক্ষত্রের কর্তৃ সমাপ্তি সৃষ্টিপোচর হয় এবং তার চিহ্নের অবসান প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরস্থিন নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার কৃদর্শনের মুখ্যপেক্ষী।

أَنْ لِقْرَانَ كَرِيمٍ—যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করার উদ্দেশে পূর্ববর্তী আয়াতে শপথ করা হয়েছিল, এখান থেকে তাই বলিত হচ্ছে। এর সারমর্য এই যে, কোরআন পাই সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা যিথ্যা যে, কোরআন কারও রচিত অথবা পর্যাপ্তান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালায়। নাউয়ুবিল্লাহ্!

كَتَابًا بِمَكْفُورٍ—অর্থাৎ গোপন কিতাব। একথা বলে জওহে মাঝ্কুয় বোকানো হয়েছে। **لَا يَسْكُنُ إِلَّا الظَّاهِرُونَ**—এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে অতভেদ করেছেন। এক. ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ 'জওহে মাঝ্কুয়'ই বিতৌয় বিশেষণ এবং **لَا**

হয়েছে। এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে অতভেদ করেছেন। এক. ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ 'জওহে মাঝ্কুয়'ই বিতৌয় বিশেষণ এবং **لَا**

এর সর্বনাম ধারা কওহে মাহফুজই বোকানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ কওহে মাহফুজকে পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যাপীত কেউ স্পর্শ করতে পারেন না। এমতাবস্থায় ۴۹ مطهর অর্থাৎ ‘পাক-পবিত্র লোকগণ’—এর অর্থ কেরেশতাগণই হতে পারে, ধারা ‘কওহে মাহফুজ পর্যবেক্ষণ পৌছতে সক্ষম’। এ ছাড়া ۱۰ ص শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেওয়া যাবে না, বরং ۱۰ ص উথ্য স্পর্শ করার জাগক অর্থ মিলে হবে অর্থাৎ কওহে মাহফুজে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাল হওয়া। কেবলমা, কওহে মাহফুজকে হাতে স্পর্শ করা কেরেশতা প্রযুক্ত সৃষ্টি জীবের কাজ নয়।—(কুরআনী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই তফসীর করা হয়েছে।

لَقْرَأْنَ كُرِيمٌ ۚ | بِالْمُبْرَكِ ۖ

বিতীয় সভায় অর্থ এই যে, এ বাক্যটি **کُرِيمٌ** ! বাক্যে অবস্থিত ‘সম্মা-নিত’ শব্দটি কোরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় ۵۰ مطهর এর সর্বনাম ধারা কোরআন বোকানো হবে। কোরআনের অর্থ হবে সেই কথি, যাতে কোরআন লিখিত আছে এবং ۱۰ ص শব্দটি হাতে স্পর্শ করার আসল অর্থে থাকবে। কুরআনী প্রযুক্ত তফসীরবিদ একেই অল্পাধিকার দিয়েছেন। ইয়াম যালেক (র) বলেন : আমি এই আয়াতের যত তফসীর খনেছি, ততধো এই তফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সুরা আবাসা-র বিস্নেক্ষ আয়াত-সমূহের মর্ম : ۱۰ ص فِي مُصْفِفٍ مَكْرُمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطْهَرَةٍ بَلْ دِي سَفَرَةٍ كَرَامٍ بَرَوْهُ

(কুরআনী, রাহজ মাঝানী)

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি ۱۰ ص مكتوب مكنون—এর বিশেষণ নয়, বরং কোরআনের বিশেষণ।

দুই. বিতীয় প্রধিকানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, ۵۰ مطهর অর্থাৎ ‘পাক-পবিত্র’ কারা ? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও ভাবেয়ী তফসীরবিদের মতে এখানে কেরেশতাগণকে বোকানো হয়েছে, যারা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। যবরত আনাস, সারীদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আবাস (রা) এই উকিল করেছেন।—(কুরআনী, ইবনে কাসীর) ইয়াম যালেক (র)-ও এই উকিলই পছন্দ করেছেন।—(কুরআনী)

কিন্তু সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন : কোরআনের অর্থ কোরআনের লিখিত কথি এবং ۵۰ مطهর এর অর্থ এমন লোক, ধারা ‘হদসে আসগর’ ও ‘হদসে আকবর’ থেকে পবিত্র। বে-ওয়ু অবস্থাকে ‘হদসে আসগর’ বলা হয়। ওয়ু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যাব। পক্ষান্তরে বীর্যস্থলনের পরবর্তী অবস্থা এবং হারেব ও নিকাসের অবস্থাকে ‘হদসে আকবর’ বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা জরুরী। এই তফসীর ছবরত আতা, ভাউস, সালেম ও বাকের (র) থেকে বিপিত আছে।—(রাহজ মাঝানী)।

এয়তাবছার ^১ এই সংবিদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পরিজ্ঞান বাতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা আবেষ নয়। পরিজ্ঞান অর্থ হবে হাতিক অপবিজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া, বে-ওস্তু না হওয়া এবং বৌর্যস্থলানের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরাতুবী এই তফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তফসীরে মাঝারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অপ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

হয়রত ওয়ালি ফালক (রা)-এর ইসলাম প্রহণের ঘটনার বিষিত আছে যে, তিনি উগ্র কান্তিমাকে কোরআন পাঠের পথে কোরআনের পাতা দেখতে চান। তখ্মী আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা তাঁর হাতে গিলে অঙ্গীকার করেন। অপভ্যা তিনি গোসল করে পাতাভজ্ঞো হাতে নিরে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেরোভ তফসীরের অন্তস্থাতা বোধ যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থার কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রথে হয়রত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) প্রযুক্ত সাহাবী যত্নেন করেছেন। তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থার কোরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রযাগ করার জন্য এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন যান্ত। হাদীসগুলো এই :

হয়রত আমর ইবনে হয়মের নামে বিষিত রসূলুল্লাহ (সা)-র একখানি পত্র ইয়াম-মালেক (র) তাঁর মুরাব্বা প্রহে উক্ত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরাপও আছে : **القرآن لا يمس** —অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তি যেন কোরআনকে স্পর্শ না করে।—(ইবনে কাসীর)

রাহব মা'আনীতে এই রেওয়ায়েত যসনদে আবদুর রায়হাক, ইবনে আবী দাউদ ও ইবনুল মুনবির থেকেও বর্ণিত আছে। তিবরানী ও ইবনে মরদুওয়াইহি বিষিত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ারের বাচনিক রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ (সা) থেকেন : **القرآن لا يمس** —(রাহব মা'আনী)।

যাসজালা : উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উত্তমত এবং ইয়াম চতুর্ভুক্তির এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্য পরিজ্ঞান শর্ত। এর খিলাফ করা গোনাহ। পূর্ববর্ণিত সকল পরিজ্ঞানাই এতে দাখিল আছে। হয়রত আলী, ইবনে মসউদ, সাঈদ ইবনে আবী ওয়ালাস, সাঈদ ইবনে যায়দ, আতা, হুহুরী, নাখয়ী, হাকাম, হাজ্মাদ, ইয়াম মালেক, শাকেরী, আবু হানীফা সবারই এই মাঝারী। উপরে যে যত্নেন বিষিত হয়েছে, তা কেবল যাসজালার দলীলে, আসল যাসজালার নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লিখিত হাদীসের সমষ্টি বান্দা এই যাসজালাটি সপ্রযাগ করেছেন এবং কেউ কেউ উধূ হাদীসকেই সজীল হিসাবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের যত্নেনের কারণে তাঁরা আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ কর্যা থেকে বিরুত রয়েছেন।

যাসজালা : কোরআন পাকের যে গিলাস্ক মজাটের সাথে সেলাই করা, তাও উহু

ব্যাতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জাহেয়। তবে আলাদা কাগড়ের দিলাকে কোরআন পাক বক্স থাকলে ওয় ব্যাতীত তাতে হাত লাগানো ইমাম আবু হানৌফার মতে জাহেয়। ইমাম আফেসী ও মামেক (র)-এর মতে তাও না-জাহেয়।—(মাষহারী)

আসআলো : বে-ওয় অবস্থায় পরিধেয় কাগড়ের আঙ্কিন অথবা ঝাঁটল দ্বারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জাহেয় নহ, কৃষ্ণ দ্বারা স্পর্শ করা নাই।

আসআলো : আলিমগণ বলেন : এই আলাত দ্বারা আরও প্রয়াণিত হয় যে, বীর্যস্থলের পরবর্তী অবস্থায় এবং হায়ে ও নিকাসের অবস্থায় কোরআন পাক তিলাওয়াত করাও জাহেয় নহ। গোসল করার পর জাহেয় হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সংশ্লান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সংশ্লান প্রদর্শন করা আরও বেশী ওয়াজিব হওয়া সরকার। কাজেই বে-ওয় অবস্থায়ও তিলাওয়াত নাজাহেয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বুধারী ও মুসলিমে বণিত হয়রত ইবনে আব্বাসের হাদীস এবং অনসদে আহমদে বণিত হয়রত আলীর হাদীস দ্বারা প্রয়াণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বে-ওয় অবস্থায় তিলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফিলহিদগণ এর অনুসত্তি দিয়েছেন।—(মাষহারী)

أَدْهَنْ هَنُونَ — أَنْدِيْثْ أَنْقَمْ مُدْهَفْرُونْ

থেকে উত্তৃত। এর আতিথানিক অর্থ তেল মালিখ করা। তেল মালিখ করলে অর-প্রত্যজ নহয় ও শিখিত হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শেঞ্চিতা প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আলাতে এই শব্দটি কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও বিথ্যারোগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ذَلِكُوا لَا إِذَا بَلَغَتِ الْعُلُقُومُ وَإِنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظَرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَوْرَ مَدِينَيْنِ قَرَجِعُونَهَا إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে শুক্রভিত্তিক প্রয়াণাদি দ্বারা ও পরে নক্ষত্রাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রযাগ করা হয়েছে। এক. কোরআন আলাহুর কালাম। এতে কোন শয়তান ও জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য। দুই. কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আলাহুর সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রয়াপের বিকলে কাফির ও মুশর্রিকদের অবীকৃতি সংজ্ঞে আমোচনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অবীকার কাফিরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করাবস্ত। তাদের এই প্রাক্ত ধারণা অপ্রমাদনের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরণোন্নু খ বাত্তির দৃষ্টাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কঢ়াগত হয় তার আত্মীয়-স্বজন ও বক্তু-বাঙ্গব অসহায়ভাবে তার দিকে

তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আস্তা বের না হোক, তখন আবি জান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সঙ্গের ভাত ও সঙ্গ থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরণোচ্চমুখ বাস্তি হে আমার করায়ত—এ বিষয়টি চর্মচক্রে দেখ না। সামুকথা এই যে, তোমরা সবাই যিলে তার জীবন ও আস্তার হিকায়ত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাথে কুলায় না। তার আস্তার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে : যদি তোমরা যনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিজীবী ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরণোচ্চমুখ বাস্তির আস্তার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন গতৃত্যুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আলাহুর নাগামের বাইরে যনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অঙ্গীকার করা কতটুকু নির্বাচিতার পরিচায়ক !

أَنْ كَيْ مِنْ الْمُقْرِبِينَ—পূর্ববর্তী আস্তাসমূহে একথা মুক্তিয়ে

তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সুরার উল্লেখে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়তে তাই আবার সংজ্ঞে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই বাস্তি নৈকট্য-শীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরায়ই আরায় ডোগ করবে। আর যদি 'আস-হাবুল ইয়ায়ীন' তথা সাধারণ মু'যিনদের একজন হয়, তবে সেও জামাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি 'আসহাবে শিয়াল' তথা কাফির ও মূর্খরিকদের একজন হয়, তবে জাহানামের অংশ ও উত্তোল পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে :

إِنْ لَهُو حَنْ الْعَقْدُ—অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিদান ও শাস্তি প্রুব সত্ত্ব।

এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّ الْعَظِيمِ—সুরার উপসংহারে রসূলে করীম (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার ঘৃণন পাইনকর্তার নামের পরিষত্তা ঘোষণা করুন। এতে নামামের জ্ঞতব্যের ও বাইরের সব তসবীহ দাখিল রয়েছে। খোদ নামামকেও যাবে যাবে তসবীহ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামামের প্রতি শুরুত্ব দানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

سورة العدد

سُورَةُ الْعَدْ

মদীনার অবতৌর, ২৯ আশ্বাত, ৪ রক্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّّهَ اللّٰهُ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ هُنْجٰي وَبِيْتٰ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ هُوَ الَّذِي نَعَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سَيَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلٰى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَأْتِي بِهِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرِبُ مِنْهَا وَمَا يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ لَهُمْلُكُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ هُوَ أَكَلِيْهِ شُرْجَعُ الْأَمْوَارِ ۝ يُولِيْجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤْلِيْجُ النَّهَارَ فِي الْأَيَّلِ ۝ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِكُلِّ أَيْمَانٍ

পরম করুণাময় ও জঙ্গীয় দয়ালু আল্লাহর মাঝে উন্ন

(১) নড়োমগল ও কৃষ্ণগলে থা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পরিপ্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর, প্রজ্ঞাময়। (২) নড়োমগল ও কৃষ্ণগলের রাজকু তাঁরাই। তিনি জীবন দান করেন ও সূত্য ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশযান এবং তিনি সব বিষয়ে সহ্যক পরিজ্ঞাত। (৪) তিনিই নড়োমগল ও কৃষ্ণগল সুলিট করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর আবশের উপর সহায়ীন হয়েছেন। তিনি জানেন থা কৃষিতে প্রবেশ করে ও থা কৃষি থেকে নির্গত হয় এবং থা আকাশ থেকে বহিত হয় ও থা আকাশে উঠিত হয়। তিনি কোথাদের সাথে আছেন তোমরা বেখানেই

প্রাক। তোয়োরা থা কর, আজাহ, তা দেখেন। (৫) নভোমগুল ও ভূমগুলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রাজ্ঞিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাজ্ঞিতে। তিনি আবরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্মত জাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমগুল ও ভূমগুলে থা কিছু (স্থল বস্ত) আছে, সবই আজাহুর পবিত্রতা ঘোষণা করে (যুথে কিংবা অবস্থার মাধ্যমে)। তিনি শক্তিধর ও প্রভায়ম। নভোমগুল ও ভূমগুলের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও (তিনিই) মৃত্যু ঘটান। তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান। তিনিই (সব সূল্টের) আমি এবং তিনিই (সবার ধৰ্মস হওয়ার পর) অঙ্গ। (অর্থাৎ তিনি পুরৈ কখনও অনন্তিষ্ঠীজ হিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কোনোরূপে অনন্তিষ্ঠীজ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই সবার শেষেও তিনিই)। তিনিই (শীঘ্ৰ অস্তিত্বে প্রমাণাদিক আলোকে প্রকটভাবে) প্রকাশমান এবং তিনিই (সত্ত্বার অবস্থার দিকে দিয়ে) অপ্রকাশ্যান। (অর্থাৎ কেউ তাঁর সত্ত্ব ঘৰাবৰ্থ হৃদয়সম্ব করতে সক্ষম নয়। যদিও স্তজিতরা একদিক দিয়ে তাঁকে জানে এবং একদিক দিয়ে জানে না, কিন্তু তিনি সব স্তজিতকে সব দিক দিয়ে জানেন)। তিনি সব বিষয়ে সম্মত পরিজ্ঞাত। তিনি (এমন সক্ষম যে) নভোমগুল ও ভূমগুল সংগৃহ করেছেন হয় দিনে (অর্থাৎ ইয়ে দিন পরিমিত সময়ে) অতঃপর আরামে (যা সিংহাসন সদৃশ, এমনভাবে) সমাসীন (ও বিরাজযান) হয়েছেন (যা তাঁর পক্ষে স্নোভনীয়)। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে (যেমন রুচিট) ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় (যেমন উড়িদ) এবং যা আকাশ থেকে বহিত হয় ও যা আকাশে উপরিত হয় (যেমন ফেরেশতারা)। তাঁরা আকাশে উঠানামা করে ও বিধি-বিধান, যা অবতীর্ণ হয় এবং বাস্তার আমল যা উপরিত হয়। তিনি যেমন এসব বিষয় জানেন, তেমনি তোমাদের সব অবস্থাও তিনি জানেন। সেমতে (তিনি (জাত হওয়ার দিক দিয়ে) তোমাদের সাথে থাকেন তোমরা থেকানেই থাক না কেন ? (অর্থাৎ তোমরা কোথাও তাঁর কাছ থেকে গোপন থাকতে পার না)। তোমরা যা কিছু কর, তিনি তা দেখেন। নভোমগুল ও ভূমগুলের রাজত্ব তাঁরই। সব বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (অর্থাৎ কিম্বামতে পেশ হবে। এভাবে তাওহীদের সাথে কিম্বামতও প্রমাণিত হয়ে গেল)। তিনিই রাজ্ঞিকে (অর্থাৎ রাজ্ঞির অংশকে) দিমে প্রবিষ্ট করেন, (কলে দিন বড় হয়ে যায় এবং) তিনিই দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশকে) রাজ্ঞিতে প্রবিষ্ট করেন। (কলে রাজ্ঞি বড় হয়ে যায়)। এই শক্তি-সামর্থ্যের সাথে তাঁর জান এমন যে) তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্মত জাত।

আনুবাদিক জাতৰ্যা বিবরণ

সুরা হাদীদের কঢ়িসর বৈশিষ্ট্যঃ যে পাঁচটি সূরার শুরুতে **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** আছে, সেগুলোকে হাদীসে **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** তথা তসবীহমূলক সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুরা হাদীদ তত্ত্বাধীন প্রথম। বিতোয় হাশর, ভূতীয় ছফ, চতুর্থ জুম'আ এবং পঞ্চম তাগাবুন আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও মাসায়ীর রেওয়ায়তে হয়রত ইরবান ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা

করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) রাখে নিষ্ঠা যাওয়ার পূর্বে এসব সুরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সুরায় একটি আঘাত এমন আছে, যা হাজার আঘাত থেকে প্রের্ত। ইবনে কাসীর বলেন: সেই প্রের্ত আঘাতটি হচ্ছে সুরা হাদীদের এই আঘাত।

—هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

এই পাঁচটি সুরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ হাদীদ, হাশের ও হকে ^{سُبْحَانَ} অর্তিত পদবাট্ট সহকারে এবং ^{سُبْحَانَ} তাপিয়াত পদবাট্ট সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আঘাত তা'আজার তসবীহ ও রিক্বিল অর্তিত, উবিহাই ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়।—(যাবহারী)

প্রয়ত্নানী কুম্ভকার প্রতিকার : হযরত ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন: কোন সময় তোমার অঙ্গের আঘাত তা'আজা ও ইসলাম সংস্করে প্রয়ত্নানী কুম্ভকা মেষা দিলে ^{هُوَ الْأَوَّلُ}

وَالْآخِرُ

আঘাতখানি আগে পাঠ করে নাও।—(ইবনে কাসীর)

এই আঘাতের তক্ষসীর এবং আঞ্চলিক, আধের, যাহের ও বাস্তুনের অর্থ সম্পর্কে তক্ষসীরবিদাপের দশটিরও অধিক উকিল বলিত আছে। এসব উকিল মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই—সবগুলোরই অবকাশ আছে। ‘আউফাল’ শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ অঙ্গের দিক দিয়ে সকল স্লটেজগতের অশ্র ও আদি। কারণ, তিনি ব্যাতীত সবকিছু তাঁরই হৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারো কারো মতে আধেরের অর্থ এই যে, সবকিছু

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ

—^{৪৫}—

আঘাতে এর পরিকাম উঠে আছে। বিলীনতা সুই প্রকার। এক শা কার্যত বিলীন হয়ে যাব, যেমন, কিছামডের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। সুই শা কার্যত বিলীন হয় না, কিন্তু সত্ত্বগতভাবে বিলীন হওয়ার আলংকা থেকে মুক্ত নয়। একাপ বস্তুকে বিলীন করেযাও অবস্থানীয় বলা যাব। এর উদাহরণ আঘাত ও দোহীখ এবং একলোতে প্রয়োগকারী ভাল-অল-মানুব। তাদের অঙ্গিষ্ঠ বিলীন হবে না, কিন্তু বিলীন হওয়ার আলংকা থেকে মুক্ত হবে না। একমাত্র আঘাতের সত্ত্বাই এমন যে, পুর্ণত্ববিলীন হিল না এবং উবিহাতেও কথমও বিলীন হবে না। তাই তিনি সুরার অঙ্গ।

ইহায় গাথালী (১) বলেন : আজ্ঞাহ তা'আলার মারেকত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আবের তথ্য অন্ত। মানুষ জান ও মারেকতে ক্রয়োর্ধ্বতি জাত করতে থাকে। কিন্তু যানুবের অঙ্গত এসব স্তর আজ্ঞাহর পথের বিভিন্ন ঘরমিল বৈমন। এর চূড়াত ও শেষ সীমা হচ্ছে আজ্ঞাহর মারেকত।—(রাহম-মা'আনী)

'হাতের' বলে সেই সত্তা বোকানো হয়েছে, বেসব বন্ধ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশ মান। প্রকাশমান হওয়া অঙ্গতের একটি শাখা। অতএব আজ্ঞাহ তা'আলার অঙ্গত যখন সবার উপরে ও অপ্রে, তৎস্তর আবশ্যকালও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোন বন্ধ প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তি-সামর্থ্যের উজ্জ্বল বিদর্শন বিশ্বের অঙ্গতি কল্পনা করার দেদীগুরুণ।

যার সত্তার ব্রহ্মপের দিক দিয়ে আজ্ঞাহ তা'আলা 'বাতেন' তথ্য অপ্রকাশমান। জান-যুক্তি ও কল্পনা তাঁর অন্তর্প পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম নয়। কবি বলেন :

اَتَيْ بِرْ قَرْ اَزْ قَهَّاَسْ وَكِمَانْ خِيَالْ وَوَهْمْ .
وَزَهْرَقَةْ دِيدَهْ اَيْمْ وَشَنِيدَهْ اَيْمْ وَخُوَانِدَهْ اَيْمْ .
اَتَيْ بِرْ وَنْ اَزْ جَمْلَهْ قَالْ وَقَهِيلْ مَنْ .
خَاَكْ بِرْ فَرْقَ مَنْ وَتَمَثِيلْ مَنْ ٠

—অর্থাৎ আজ্ঞাহ তোমাদের সঙ্গে আমেকত তোমরা যেখা-
নেই থাকনা কেন। এই 'সঙ্গের' ব্রহ্ম ও প্রকৃত অবস্থা যানুবের তানসীয়ার অতীত।
কিন্তু এর অঙ্গত সুনিশ্চিত। এটা না হলে যানুবের তিকে থাকা এবং তার ধারা কোন কাজ
হওয়া সম্ভবপর নয়। আজ্ঞাহর ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সরকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থার ও
সর্বো যানুবের সঙ্গে আছেন।

أَمْنَوْا يَا لَهُ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْفَلِينَ فِيهِ ، قَالَذِينَ
أَمْنَوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جُرِّبَ كَبِيرٌ وَمَا الْكُفْرُ لَا تُؤْمِنُونَ بِاَشْتَوَّ
وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرِبِّكُمْ وَقَدْ أَخْذَنَا مِنْ شَاقَكُمْ إِنْ
كَفَتْمُ تُؤْمِنِينَ ۝ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بِيَتْلِي
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَوْفٌ لَكُمْ
وَمَا لَكُمْ إِلَّا تُنْفِقُوا فِي سَيِّئِ الْأَوْرَاقِ وَمِرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قُتِلَّ مَا وَلَّكَ أَعْظَمُ
 دَرْجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِهِ وَ قُتِلُوا وَ كُلُّاً وَعْدَ اللَّهِ
 الْحُسْنَى وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ حَمِيرٌ مِنْ قَوْمٍ قَوْمٌ أَنْفَقُوا اللَّهَ
 فَرِضَ لَهُمْ حَسَنَاتٍ فَيُضَوِّفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَوْنِيْمُ

(৭) তোমরা আজাহ্‌ও তাঁর রসূলের প্রতি বিহাস কাপন কর এবং তিনি তোমা-
দেরকে দ্বারা উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যাখ্য কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে দ্বারা
বিহাস কাপন করে ও ব্যাখ্য করে, তাদের জন্য রয়েছে যথাপূরকতা। (৮) তোমাদের কি
হল এবং তোমরা আজাহ্‌র প্রতি বিহাস কাপন করেন না, অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমা-
দের পাশবকর্তার প্রতি বিহাস কাপন করার পাতলাত দিয়েছেন? আজাহ্‌ তো পুরোই তোমা-
দের অধীকার বিলোপে—যদি তোমরা বিহাসী হও। (৯) তিনিই তাঁর সামনের প্রতি
গ্রেকাল্য আরাত অবগীর্ণ করেন, আতে তোমাদেরকে অঙ্গকার থেকে আলেকে আবরণ
করেন। বিশ্ব আজাহ্ তোমাদের প্রতি কর্তৃপাল, সরবর সরামু। (১০) তোমাদেরকে
আজাহ্ পথে ব্যাখ্য করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আজাহ্-ই নক্ষত্রগুল ও কুর্যাদের
উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে যত্তা বিলোপে সুর্বী ব্যাখ্য করেছে ও বিষ্টি করেছে,
সে সম্মান নয়। এরপে তোমাদের যৰ্যাদা; বড় তাদের অপেক্ষা, দ্বারা পরে ব্যাখ্য করেছে ও
বিদাদ করেছে। তবে আজাহ্ উত্তরকে কর্মান্বেশের ওরামা দিয়েছেন। তোমরা যা কর,
আজাহ্ সে সম্পর্কে সহাবৃত্ত জাত। (১১) কে সেই বাতি, যে আজাহ্কে উত্তর থার দেবে,
এবং তার তিনি তার জন্য তা বাহুভাগে ঝুঁকি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরকার।

তৃতীয়ের সার-সংক্ষেপ

তোমরা আজাহ্ প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি বিহাস কাপন কর এবং (বিহাস করে) যে ধন-সম্পদ তিনি তোমাদেরকে অপ্রয়োগ উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে (তাঁর পথে)
ব্যাখ্য কর। (এতে ইরিত্ত আছে যে, এই ধন-সম্পদ তোমাদের পুর্বে অনোর হাতে ছিল এবং
গ্রহণিত্বে তোমাদের পর অপরের হাতে চলে আবে। সুতরাং এটা যখন তিরঙ্গারী সম্পদ
নয়, তবুন একে প্রয়োজনীয় বাধ্যতা করে আগলে বাধা বির্ভুলিতা নয় তো কি?)
অন্তর্ভুব (এই আদেশ মুভাবিক) তোমাদের মধ্যে দ্বারা বিহাস কাপন করেছে এবং
(বিহাস কাপন করে আজাহ্ পথে) ব্যাখ্য করেছে তাদের জন্য রয়েছে যথাপূরকতা।
(পক্ষান্তরে দ্বারা বিহাস কাপন করেনি, আর তাদেরকে তিরঙ্গাস করি) তোমাদের কি হল
যে, তোমরা আজাহ্ প্রতি বিহাস কাপন করেন না (এর মধ্যেই রসূলের প্রতি বিহাসও
দাবিজ আছে)। অথচ (বিহাস কাপন করার মজবুত কানুনবিদ্যমান রয়েছে। তা আই যে)

রসূল (মার রিসালত প্রমাণিত) তোমাদেরকে তোমাদের পাতনকর্তার প্রতি (তাঁরই শিক্ষা বৃত্তাবিক) বিশ্বাস হ্যাপন করার সাওয়াত দিলেন এবং (প্রিভীয় কারণ এই যে) বরং আরাহ তোমাদের কাছ থেকে (لَسْتُ بِسْكُمْ । বলে বিশ্বাস হ্যাপন করার) অবী-কুর নিয়েছেন (এর চোটাশুটি প্রতিক্রিয়া তোমাদের চৰ্জাবেও বিদ্যায়ান রাখেছে এবং রসূলের আনীত মো'জেহ এবং প্রমাণাদিত তোমাদেরকে এই অবীকুর কর্মরূপ করিয়ে দিয়েছে । অতএব) যদি তোমরা বিশ্বাস হ্যাপন করতে চাও, (তবে এসব কারণ ঘটেছে) । নতুনা এছাড়া আর কি কারণের অপেক্ষা করছ ? যেমন আরাহ বলেন : فَبِمَا يَحْدِثُ^۱

بَعْدَ إِلَهٍ وَأَيْمَانٍ^۲ مِنْ نَوْنَانَ^۳ । অতএগের এই বিশ্বব্যক্তির আরও ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে । (বিশ্বের) যাদ্বা [যুদ্ধাল্লাম (সা)]-এর প্রতি প্রকাশ্য আরাহসুহ অবরূপ করেন, (যা তিমিই তারেন্ত্রাগুলতা ও বিশ্বের অলৌকিকতার কারণে উদ্দেশ্যকে সুবর্ণভৌবে বোকায় আতে (সেই বাদ্য) তোমাদেরকে (কুকুর ও মূর্খতার) অঙ্ককার থেকে (ঈমান ও জানের) আলোকে আনয়ন করেন । যেমন আরাহ বলেন : لِتُخْرِجَ اللَّهُ^۴ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ^۵ । নিষ্ঠর আরাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দশ্মানু । (তিনি এমন অঙ্ককার থেকে আলোকে আনয়নকারী তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন । এ পর্যন্ত বিশ্বাস হ্যাপন না করা সম্ভবকে জিজ্ঞাসা হিল । এখন ব্যর না করা সম্ভবে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ।) তোমাদেরকে আরাহর পথে ব্যর করতে কিসে বাধা দেয়, অথচ (এরও একটা রজুত কারণ আছে । তা এই যে) নড়োমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিশেষে আরাহরই থেকে থাবে (অর্থাৎ যদেন সব মালিক মারে থাবে এবং তিমিই থেকে থাবেন) সুতরাং সব ধরন-সম্পদ ইত্বন একদিম ছাড়তেই হবে, তখন খুশীয়নে দিলেই তো সওয়াবও হয় । কোন হল্ট জীব নড়োমণ্ডলের মালিক নয়, তবুও নড়োমণ্ডল উরেখ করে সম্ভবত এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি যেমন নড়োমণ্ডলের একচৰ্ত্ত অধিপতি, তেমনি ভূমণ্ডলও অবশেষে বাহ্যিকভাবে তাঁরই অধিকারে চলে থাবে । প্রকৃতপক্ষে তো বর্তমানেও তাঁরই মালিকানাভূত । مُسْتَكْفِفُونَ^۶ নদের ব্যাখ্যা হিসাবে এই বিশ্বব্যক্তি বর্ণিত হল । অতএগের ব্যক্তির অর্থাত্তের তারতম্য বর্ণিত হচ্ছে । বিশ্বাস হ্যাপন করে ব্যর করা প্রত্যয়কের জন্যই সওয়াবের কারণ, কিন্তু এর অধোত তারতম্য আছে । তা এই যে) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আরাহর পথে) ব্যর করেছে ও জিহাদ করেছে (এবং যারা মক্কা বিজয়ের পূর্ব ব্যর করেছে ও জিহাদ করেছে) তারা (উক্তরই) সম্মান নয়, (বরং) তারা মর্মাদাস তাদের অপেক্ষা ত্রুট; যারা (মক্কা-বিজয়ের) পরে ব্যর করেছে ও জিহাদ করেছে । তবে প্রতোকলকেই আরাহ তা'আজা কল্যাণের (অর্থাৎ সওয়াবের) ওয়াদা দিয়ে বেঞ্চেছেন । তোমরা যা কর, আরাহ তা'আজা সহ পরিজ্ঞাত

আছেন। (তাই উত্তর সময়ের কর্মের জন্য সওয়াব দেবেন। অতএব যারা যত্ন বিজয়ের পূর্বে বায় কল্পার সুযোগ পায়নি, আরি তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বাণিষ্ঠ) কে সেই ব্যক্তি থেকে আজাহাতকে উত্তু (অর্থাৎ আন্তরিকতা সহকারে) ধার দেবে। এরপরও আজাহাতকে (অর্থাৎ প্রদত্ত সওয়াবকে) তার জন্য বহুগ্রে ঝুঁকি করবেন এবং (বহুগ্রে ঝুঁকি কল্পার পরও) তার জন্য অবশেষে সম্মানজ্ঞনক পুরুষার। ('বহুগ্রে' বলে পরিয়াগ ঝুঁকিল কথা বলা হয়েছে এবং কৃষ্ণ বলে এর মানগত উৎকর্মের নিকে ইঁধিত করা হয়েছে)।

আনুবাদিক তাত্ত্ব বিষয়

وَقَدْ أَخْذَ مِنْتَانِ قَدْمٍ—এর অর্থ আদিকালীন জঙ্গীকারণ হতে পারে, যখন আজাহাত তা'আজা অধ্যাতুকে স্থিত কল্পার পূর্বেই তবিয়তে আগমনকারী সব জীবাতে একস্থিত করে তাদের কাছ থেকে তিনিই হেতুদের একমাত্র পালনকর্তা এ কথার বীরুতিও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কোরআন পাকে অই অঙ্গীকারের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই জঙ্গীকারণ হতে পারে, যা সুর্ববতী সুর্বসম্মত তৌদের উচ্চতের কাছ থেকে শেষ নবী (সা)-র প্রতি বিশাস হাপন ও তাঁকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন। কোরআন পাকের নিনেকান্ত আয়াতে এই অঙ্গীকারের উল্লেখ আছে :

فُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَّصْدِقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَؤْمِنُ بِهِ وَلَتَنْذِرُنَّهُ قَاتِلَهُ أَقْرَأَتُمْ وَأَخْذَتُمْ مُلْكَهُ ذُلْكُمْ أَصْرِيْ - قَاتِلَهُ أَقْرَأَنَّهُ - قَاتِلَهُ أَشْهَدُهُ وَأَنَّهُ مَدْكُومٌ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ۝

إِنْ كُفَّمْ مِنْ مِنْهُنْ—অর্থাৎ বলি তোমরা মু'মিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মু'মিন না হওয়ার কাল্পনে ইতিপূর্বে এ কথাটি সতর্ক করা হয়েছে। এমতোবছার তাদেরকে 'তোমরা বলি মু'মিন হও' বলা কিনাপে সঙ্গত হতে পারে ?

অওয়াব এই যে, কাফির ও মুশর্রিকরাও আজাহাত প্রতি জীবানের সাবী করত। প্রতিযাদের বাপারে তাদের বক্তব্য হিসেবে এই :

رَبِّيْ—অষ্টম আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আলাহুর প্রতি ঈমানের সাবী যদি সহজ হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধৰ্মব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আলাহুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সম্মের সন্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যাথায়ে হতে পারে।

وَاللَّهُ صَرَّأَتُ الصَّوَّافَاتِ وَالْأَرْفَ—অষ্টাম অন্তখানে উত্তরা-

বিকান্তস্থে প্রাপ্ত মালিকানাকে বলা হচ্ছে থাকে। এই মালিকানা বাখ্যাতামূলক—প্রতি বাতি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিষ বাতি আগনা-আগনি মালিক হচ্ছে যায়। এখানে মন্তোঘণ্ট ও ভূমগুণের উপর আলাহু তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে **صَرَّأَت** নাম দানা অতি করার ইচ্ছা এইহে, তোমরা ইচ্ছা করুন বা না কর, তোমরা আজ যে সে বিপিলের মালিক বলে গণ্য হও, সেভনো অবশ্যে আলাহু তা'আলার বিশ্বের মালিকমুর চেয়ে যাবে। সবকিছুর অকৃত মালিক পূর্বেও আলাহু তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবণ্ণত কিছু বশের মালিকানা তোমাদের নামে করে দিলেছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহিনী মালিকানাক অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বভোক্তব্যে আলাহুরই মালিকানা প্রতিপিঠ্ঠত হচ্ছে যাবে। তাই এই সুরূপে হখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে প্রাপ্ত, তখন এ থেকে আলাহুর নামে যা করু করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এতাবে যেন আলাহুর পথে বায়ুকৃত বশের মালিকানা তোমাদের জন্য চিরস্মায়ী হচ্ছে যাবে।

তিরিয়ারীর রেওয়ারেতে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : একদিন আমরা একটি ছাগল ক্ষুব্ধ করে তার অধিকাংশ ধোপত বটন করে দিলাম, ক্ষু একটি হাত নিজেদের জন্য বাখ্যাত করে গেছে ? আমি আরু করলাম ও ক্ষু একটি হাত রাখে গেছে। তিনি বললেন : গোটা ছাগলই রাখে গেছে। তোমার ধারণা অনুমানী কেবল হাতই রাখে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আলাহুর পথে ব্যয় হচ্ছে। এটা আলাহুর কাছে তোমার জন্য থেকে যাবে। যে হাতটি নিজে বাওয়ার জন্য রেখেছে, পরকালে এর বোন প্রতিদীন পাবে না। কেননা এটা এখানেই বিজীৰ হচ্ছে যাবে।—(যায়হানী)

আলাহুর পথে বাসী করার প্রাণী জোর দেওয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আলাহুর পথে বালিক যে কেবল সময় যাব করবে সওয়াবে পাওয়া যাবে, কিন্তু ঈয়ন, আন্ত-ক্ষিকতা ও অক্ষয়িতাৰ পৰ্যাক্যবণ্ণত সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে : **إِسْتَوْيَ**

مِنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ—অর্থাৎ যারা আলাহুর পথে ধন-সম্পদ দ্বারা করে, তারা দুই জেগীতে বিড়ত। এক. যারা যক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে আলাহুর পথে বাসী করেছে, দুই. যারা যক্কা বিজয়ের পর মুক্তি হয়ে আলাহুর পথে

কার করেছে। এই সুই প্রেরীর জোক আলাহর কাছে সমান নয়; এবং যর্দানের এক ত্রেণী অপর ত্রেণী থেকে প্রেট। যেখা বিজয়ের পূর্বে বিহাস স্থাপনকারী, জিহাদকারী ও বস্তুকারীর যর্দানে অপর ত্রেণী অপেক্ষা বেশী।

যেখা বিজয়কে সাহাবারে কিন্তু মুসলিমদের আপকাতি করার কথা; উলিখিত আয়াতসমূহে আলাহ্ তা'আলা সাহাবারে কিন্তু মুইত রিক্ত করেছেন। এক ধারা যেখা বিজয়ের পূর্বে মুসলিমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং সুই, ধারা যেখা বিজয়ের পর এ কাঙ্ক্ষে শরীক হয়েছেন। আলাটে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোন্ত সাহাবীগণের যর্দান আলাহ্ তা'আলা'র কাছে প্রেরণে সাহাবীগণের ভূলনার বেলী।

যেখা বিজয়কে উত্তর প্রেরীর যর্দানে মিলাপনের আপকাতি করার এক ক্ষেত্র রহস্য তো এই যে, যেখা বিজয়ের পূর্ব পর্বত রাজনেতিক পরিহিতি, মুসলিমানদের ঠিকে থাকা ও বিদোন হয়ে যাওয়া, ইসলামের প্রসার লাভ ও বিমোচ হয়ে যাওয়ার সভাবনা বাহ্যদৈনের দৃষ্টিতে একই রূপ ছিল। ধারা ইলিয়ার ও চামাক, তারা এখন কোন দলে অথবা আলোচনে বোগদান করে না, যাঁর পরাজিত হওয়ার অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঁকা সাথে থাকে। তারা পরিপাদের অপেক্ষার থাকে। যখন সাফিয়ের সভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখনই তারা তত্ত্বাত্ত্ব তাতে বেগিমান করে। কিন্তুৎসংখ্যক জোক আলোচনাকে সভা ও নায়রনুগ বিহাস করলেও বিপক্ষ দলের নির্বাচনের তেমে ও নিজেদের দুর্বলতার কানাধে তাতে বেগদান করতে সাহসী হয় না। অপরপক্ষে যারী অসম সাহসী ও পৃচ্ছচেতা, তারা কোন হত্যাদ ও বিহাসক্ষেত্রে এবং বিজয় মনে ধরলে অরুণ ও পুরোজুর এবং সুলতান সংখ্যাতা বা সংখ্যাপরিচিতার প্রতি ঝাঁকে প করে না এবং তাতে বুপিরে গড়ে।

যেখা বিজয়ের পূর্বে যারা মুসলিমান হয়েছিল, তাদের সুমনে মুসলিমানদের সংখ্যাতা, শক্তিশীলতা ও মুশরিকদের নির্বাচনের এক জাহাজায়ন ইতিহাস ছিল। বিশেষত ইসলামের প্রাথমিক স্থানে ইসলাম ও ইয়ান প্রকাশ করা জীবনের কুকি নেওয়া এবং বাস্তিটাকে র্বৎসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামাঞ্চরণ ছিল। যেজা বাহলা, এছেন 'সরিহিতিতে যারা ইসলাম প্রাপ্ত করে নিজেদের জীবনকে বিপর করার এবং রসমানাহ (সা)-কে সাহায্য এবং ইসলামের সেবার জীবন ত্ব ধন-সম্পদ উৎসর্প করেছে তাদের ইচানী শক্তি ও কর্তৃত্বানিষ্ঠার ভূলনী চালে নিবি।

আস্তে আস্তে পরিহিতির পট পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে যেখা বিজিত হয়ে সবশ্র আরবের উপর ইসলামী পতাকা উঠিবেন হয়। তখন কোরআন পাকের ভাষায় দলে দলে জোকজন এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে।

بِدْ خَلُونَ فِي

বাস্তু কর্তৃত্ব করে নিয়ে আস্তে আস্তে আলোচ আলাহ্ তাদের প্রতি সংখ্যাম প্রদর্শন করতেছে এবং তাদেরকে কর্তৃত্ব কর্তৃ ও কর্তৃকর্তৃর প্রতিমুক্তি দিতেছে। তবে আকর্ষ ব্যব দিতেছে যে, তাদের যর্দান পূর্ববঙ্গীচৰ সমন্বয় পাতে পাতে না। কর্তৃত্ব

শাস্ত্র অসম সাহিসিকতা ও ইমানী শক্তির কারণে বিরোধিতা ও নির্বাচন আপুকোর উর্দ্ধে উঠে ইসলাম ঘোষণা করেছে এবং বিগদমুহূর্তে ইসলামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারকথা এই যে, সাহিসিকতা ও ইমানী শক্তি পরিমাপ করার জন্য যেকোনো বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পর্ববর্তী পরিস্থিতির ব্যবধান একটি আগকাণ্ঠির অর্হাদা রাখে। তাই আয়তে বলা হচ্ছে যে, এই উভয় ক্ষেত্রী সমান হতে পারে না।

সকল সাহাবীর জন্য যাফকিরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবশিষ্ট উল্ল্যত পেরে কাঁদের প্রাপ্তাঙ্ক : উল্লিখিত আয়াতসমূহে সাহাবারে কিমামের অর্হাদাক পারম্পরিক ভাবতেও উল্লেখ করে শেষে বলা হচ্ছে : **وَلَا وَعْدُ اللَّهِ الْحَسْنِي**—অর্থাৎ পারম্পরিক ভাবতেও সঙ্গেও আলাহু তা'আলা কল্যাপ অর্থাৎ জামাত ও যাফকিরাতের ওয়াদা সবার জন্মাই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবারে কিমামের সেই প্রেরণাত্মক জন্মা যেকোনো বিজয়ের পূর্বে ও পরে আলাহুর পথে বাস্তু করেছেন এবং ইসলামের প্রত্যনের মুক্তিবিলা করেছেন। এতে সাহাবীসমূহ কিমামের প্রাপ্ত সম্ভব দলেই সামিল আছে। কেবলমা, তাঁদের যথে একাপ বাত্তি পূর্বেই দুর্বল, যিনি মুসলমান হওয়া সঙ্গেও আলাহুর পথে কিছুই ব্যয় করেনন নি এবং ইসলামের প্রত্যনের মুক্তিবিলার অংশত্বত্ব করেনন নি। তাই যাফকিরাত ও রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে সামিল করেছে।

ইখনে জাবিয় (৩) বলেন ঃ এর সাথে সুরা আলিলার অপর একটি আয়াতকে বিজ্ঞাপন করতে বলা হচ্ছে :

**إِنَّ الَّذِينَ صَبَقَتْ لَهُمْ مِنْنَا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ مِنْهَا مُهَدِّدُونَ
لَا يَسْمَعُونَ حِسْبَهُوا وَلَمْ نِعْمَمَا اشْتَهِتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۝**

অর্থাৎ যাদের জন্মা আমি পূর্বেই কল্যাপ বিধানিত করে দিতেছি, তারা জাহানাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। আহামামের কল্টনীয়ক আওয়াজও তাদের জ্ঞানে পৌছবে না। তারা পৃষ্ঠায়ত অবদানে চিন্তকাল বসবাস করবে।

كَلَّا وَمَنْ أَنْدَلَّ **বলা হচ্ছে এবং সুরা আলিলার**
এই আয়াতে যাদের জন্য কল্যাপের ওয়াদা করা হচ্ছে, তাদের জাহানাম থেকে দূরে থাকাকার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। এর সারমর্ম এই মাত্তার যে, কোরআন পাক এই নিষ্ঠায়তা দেখে—পূর্ববর্তী ও পর্ববর্তী সাহাবারে কিমামের যথে কেউ যদি সারা জীবনে কেবল গোমাহ করেও কেবল, তবে যিনি তার উপর কাহুয়া থাকবেন না—তত্ত্ব করে নেবেন। নতুন রসূলুল্লাহ (স)-র সংসর্গ, সাহামা, ধর্মের যত্ন সেখাইলক কার্যকৰ্ম এবং তাঁর অসংখ্য পুরো ধাতিয়ে আলাহু তা'আলা তাঁকে কয়া করে দেবেন। গোমাহ পাক হতে পৃষ্ঠ-পৰিষ্ঠ

হওয়া অথবা গাধিব বিপদাপদ ও দেশীয় দেশী কোন কল্টের মাধ্যমে গোনাহের কাফকারা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটিবে না।

কল্টক হাদীসে কোন কোন সাহাবীর মৃত্যুর পর আবাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহ্য, এই আবাব পরম্পরাগ ও জাহাজায়ের আবাব নয়, বরং বরবরথ তথা কবর-অগতের আবাব। এটা অসম্ভব নয় যে, কোন সাহাবী কোন গোনাহ করে অটোচারে তওবা ব্যাপ্তিই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর-অগতের আবাব দ্বারা পরিষ্কার করে নেওয়া হবে, যাতে পরকালের আবাব ডোগ করতে না হয়।

সাহাবারে কিমায়ের অর্বাদা কোরআন ও হাদীস দ্বারা আবা বাব—ইতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয়। সারকথা এই যে, সাহাবারে কিমাম সাখারণ উল্লিঙ্গের ন্যায় নন। তাঁরা মসুলুজাহ (সা)-ও উল্লিঙ্গের মাঝখানে আজাহুর তৈরী সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যাপ্তি উল্লিঙ্গের কাছে কোরআন ও মসুলুজাহ (সা)-র শিক্ষা পৌছার কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্মাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্মাদা ইতিহাস প্রছের সত্ত্ব-যিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয়, বরং কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আবা থাবে।

তাঁদের দ্বারা কোন পদস্থলন বা প্রাপ্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে তা হিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিহাসী কুল। যে কানালে সেগুজোকে গোনাহের মধ্যে পণ্য করা থায় না। বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তম্বাজা তাঁরা একটি সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ হয়েই থাক, তবে প্রথমত তা তাঁদের সারা জীবনের সহকর্ম এবং মসুলুজাহ (সা) ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার শুভাবিলাস শূন্যের কোটোর থাকে। যিতীব্রত তাঁরা হিলেন অসাধারণ আজাহু-তীকু। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অক্ষয়াচ্ছা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাঁক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সাটেট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের কাঁকড়ের সাথে বৈধ পিতৃতন এবং তওবা ক্ষয় হওয়ার বিশিষ্ট বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরহাজার দশক্ষণান্তর থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রতোকের পুণ্য এত অধিক হিল যে, সেগুলো দ্বারা গোনাহের কাফকারা হবে যেতে পারে। সর্বোপরি আজাহু তা'আলা তাঁদের মাপকিরাতের ব্যাপক ঘোষণা আজোট আসাতে এবং অন্য আসাতেও করে দিয়েছেন। কখনুম মাপ-কিমাতই নয়, **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَفِعُوا** বলে তাঁর সম্পর্কিত বিশিষ্ট আবাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরম্পরার দেসব অতবিরোধ ও বাদামুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুজোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতকারে হারায়, মসুলুজাহ (সা)-র উত্তি অনুযায়ী অতিশ্যাত হওয়ার কারণ এবং ইমানকে বিপর করার পারিল।

আজকাল ইতিহাসের সত্ত্ব-যিথ্যা ও প্রাণ-আবাহ বর্ণনার ভিত্তিতে কিন্তু সংখ্যক জোক সাহাবারে বিস্তারকে দোষারোপের শিক্ষারে পরিপন্থ করছে। প্রথমত দেসব বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁরা এসব জিষ্ঠেন, সেগুজোর ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্বল। যদি কোন পর্যাকে তাঁদের

সেসব ঐতিহাসিক রেওয়াজেতকে বিশুল্প মেনেও নেওয়া যাই, তবে কোরআন ও হাদীসের সুলভ বর্ণনার মুকাবিলায় তার কোন যথ্যাদা নেই। কেবলমা, কোরআনের তাৰ্য অনু-সাধী সাহাবায়ে কিরাম সবাই জন্মাবোগ্য।

সাহাবাতে কিরাম সম্পর্কে সহজ উচ্চতর সর্বসম্মত বিশ্বাসঃ সাহাবায়ে কিন্নামের অভি সম্মান প্রদর্শন করা, অস্তরে জাঙ্গবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের প্রশংসন ও শুণকীর্তন করা ওয়াজিব। তাঁদের প্রশংসনের যেসব অভিবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে নিশ্চৃপ ধারা এবং যে কোন এক পক্ষকে দোষী সাধৃত না করা জরুরী। আকাব্দের সকল কিছাত্রে এই সর্বসম্মত বিশ্বাসের বর্ণনা আছে। ইয়াখ আহমদের এক পুস্তকার বলা হয়েছে :

الْمُحْمَدُ لَا يَعْلَمُ إِنْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِّنْ مَا بِهِمْ وَلَا يَطْعَنُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ
بِعَيْبٍ وَلَا نَقْصٍ نَّمِنْ فَعْلَى ذَلِكَ وَجْهٌ قَدْ يَبْدِي

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিন্নামের কোম দোষ বর্ণন করা অথবা তাঁদের কুণ্ডলেকে দোষী ফ্রান্তিশুত সাধৃত করা ক্ষমত জন্ম দৈখ নয়। কেউ একৃপ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব।—(শরহ আকিদাতিল ওয়াসেতিয়া, ৩৮৯ পৃঃ)

ইবনে তাইমিরা 'ছান্দুল মজলুল' থেকে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক আঘাত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার পথ বজেন।

وَهَذَا مَا لَا نَتَلَمُ فِيهِ خَلَاطًا بَيْنَ أَهْلِ الْفَقَهِ وَالْعُلُمِ مِنْ أَعْظَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَّابِعِينَ لَهُمْ بِاَحْسَانٍ وَسَاءَ تِرَأَ هُنَّ
السَّيِّدَةُ وَالْجَمِيعَ عَنْهُمْ مَمْحُومُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الشَّيْءَ عَلَيْهِمْ وَالْاسْتَغْفَارُ
لَهُمْ وَالثَّرْحَمُ عَلَيْهِمْ وَالثَّقْرَفَةُ مِنْهُمْ وَإِمْقَادُ مَحْبِتِهِمْ وَزِيَادَةُ
وَشَقْوَةٍ مِنْ أَسَاءَ فَوْهَمُهُمْ بِالْقُوْلِ -

অর্থাৎ সাহাবায়ে জানামতে এ ব্যাপারে আলিয়া, কিন্তুবিস, সাহাবী, তাবেরী ও আহমে-সুষ্ঠত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে কেনে মতভেদ নেই। সবাই একযত যে, সাহাবায়ে কিন্নামের প্রশংসন ও শুণকীর্তন, করা, তেজুল জন্ম, আল্লাহ'র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আল্লাহ'র রহমত ও সন্তুষ্টিবাক্য উচ্চারণ সহকারে তাঁদের উর্জেখ করা এবং তাঁদের প্রতি মহৱত ও সহাদৰতার মনোভাব পোষণ করা সকলের জন্ম ওয়াজিব। তাঁদের ব্যাপারে কেউ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে।

ইবনে তাইমিরা 'শরহ আকিদায়ে ওয়াসেতিয়া' থেকে সহজ উচ্চত তথ্য আহমে-সুষ্ঠত ওয়াল জামা'আতের বিখ্যাস বর্ণনা করে সাহাবায়ে কিন্নামের পারম্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্ক লিখেন :

وَلَمْ يَسْكُنْ مَمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَلِيَقُولُونَ هَذَا إِلَّا ذَرَ المَرْجَفَةِ
فِي مَا وَيْهُمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذَبٌ وَمِنْهَا مَا زَيْدٌ فِيهَا وَنَقْصٌ وَغَيْرُ وَجْهٍ

وَالْمُهَاجِعُ مِنْهُ هُمْ فِيهَا مَعْذُورُونَ إِمَّا مُجْتَهَدُونَ مُصْبِحُونَ وَإِمَّا
مُجْتَهَدُونَ مُخْطَلُونَ - وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُعْتَقِدُونَ إِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ
الْمُحَايَةِ مَغْصُومٌ مِّنْ كُلِّ أُثْرٍ إِلَّا ثُمَّ وَصَفَّ أُثْرٌ بِلْ يَجْبُرُ عَلَيْهِمُ الْذُّنُوبُ فِي
الْجَمَلَةِ وَلَهُمْ مِّنَ الْفَضَائِلِ وَالسُّواْءِ بِقِيمَةٍ مَّا يُوْجِبُ مَغْفِرَةً مَا يَمْدُرُ مِنْهُمْ حَتَّى
أَنْهُمْ يَغْفِرُ لَهُمْ مِّنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يَغْفِرُ لَمَنْ بَعْدَهُمْ -

অর্থাৎ তাহলে-সুজ্ঞত ওয়ার আধা-আত সাহাবারে কিম্বায়ের শারীরিক বিজ্ঞানগূর্ধ্ব
ব্যাপারাদিতে নিশ্চৃপ থাকেন। তাঁরা বলেন : যেসব রেওয়ায়েত থেকে তাঁদের মাধ্যমে
ব্যক্তিগত সৌব্য জাহাজ যাই, সেঙ্গের কর্তৃক জপ্ত মিথ্যা, কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত এবং
যেভাবে সহীহ ও বিশুদ্ধ, সেঙ্গের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিম্বায় কর্মার্থ। কেবল, তাঁরা যা
কিছু করেছেন, আলাহুর ওয়াকে ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। এই ইজতিহাদে হয়
তাঁরা অস্তীত ছিলেন (তাহলে বিভিন্ন সওয়াবের অধিকারী ছিলেন) মা হয় তাঁত ছিলেন।
(ওয়াকাবহারও কর্মার্থ ও এক সওয়াবের অধিকারী ছিলেন)। এসব সম্মত আহলে-
সুজ্ঞত ওয়াক আয়া'আত বিশ্বাস করেন না যে, প্রত্যেক সাহাবী সর্বশ্রফার পোনাহ থেকে মৃত,
ব্যক্তিগত সৌব্য পোনাহ সংঘটিত হওয়া সত্ত্ব। কিন্তু তাঁদের শুণ-পরিমিতা ও ইসলামের
জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষামূলক কর্মাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সব পোনাহ মাঝ হয়ে থেকে
পাই; এমনকি তাঁদের এসব সব পোনাহ মাঝ হতে পারে, যা উচ্চতের প্রকৃতি সোকদের
মাঝ হবে না।

**يَوْمَ تُرَى الْمُؤْمِنُونَ وَ الْيُؤْمِنُونَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَيَأْتِي مِنْ أَنْفُسِهِمْ بُشِّرَتِكُمُ الْيَوْمُ جُنُّتْ تَجْوِنْتْ مِنْ تَعْتِهَا لَا نَهُوكُ خَلِدِينَ
فِيهَا، ذَلِكَ هُوَ الْقُوْرَ العَظِيمُ ۖ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفَقُونَ وَ الْمُنْفَقَتْ
لِلَّذِينَ أَمْسَكُوا أَنْظُرُونَا نَقْتَسِينَ مِنْ نُورِكُمْ، قَبْلَ ارْجَعُونَا
وَرَاءَكُمْ فَالْتَّسِّعُوا نُورًا فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ سُورٌ لَّهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ بِيَاطِنَهُ فِيهِ
الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَةٌ مِّنْ قَبْلِهِمُ الْعَذَابُ ۖ يُنَادِيُونَهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ
قَاتُلُوا بِلِ وَلِكُنْمُ فَتَنَشَّمُ أَنْفُسُكُمْ وَ تَرَكِضُمْ وَ ارْتَقِبُونَهُمْ وَ غَرِبُونَهُمْ
الْأَمَانِيَّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ عَزِيزٌ بِاللَّهِ الْعَزُورُ ۖ فَالْيَوْمُ لَا يُؤْخَذُ**

مَنْكُمْ فِدِيَةٌ وَلَا مِنَ الظَّالِمِينَ كَفَرُوا وَمَا أُوتُكُمُ النَّارُ إِذْ هُوَ
مُوْلَكُمْ وَوَيْسَرَ التَّوْبَرِ ۝ أَلَّهُ يَعْلَمُ لِلظَّالِمِينَ أَمْنُوا أَنْ تَخْشَمْ
قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ ۝ وَلَا يَكُونُونَا كَالظَّالِمِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَطْتُ فَلَوْلَا هُمْ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِيقُونَ ۝ إِاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعْلِمُ الْأَنْعَنَ بَعْدَ
مَوْتِهِ إِنَّمَا قَدْ بَيَّنَتَا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ إِنَّ
الْمُصَدِّقَاتِ قَبْنَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ أَهْمَمُ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَيْرِيمٌ ۝ وَالظَّالِمِينَ أَسْنَوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُسْدِيْقُونَ ۝ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ
وَالظَّالِمِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيْتَنَا أُولَئِكَ أَصْنَبُ الْجَحِيْمِ ۝

- (১২) সেপিন পার্কে দেখবেল বিজ্ঞানসার পুরক ও ইয়ানসার নামীদেরকে, তাদের সম্মুখ কাছে ও আনপারে কাদের হেমতি ছুটোচুটি করবে। বলা হবে: আজ তোমাদের জন্য সুসংযোগ আরাদের, যার তলদেশে নসী প্রবাহিত, তাতে হারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাকল। (১৩) হস্তিন কপট বিজাবী পুরক ও কপট বিজ্ঞাসিনী নামীরা মু'যিনদেরকে বলবে: তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের হেমতি থেকে। বলা হবে: তোমরা বিজ্ঞন ক্ষিতে থাও ও আলোর প্রেজ কর। আতঃপর উভয় দলের আবাধানে থাঢ়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার প্রকাণ্ড সরঞ্জা হবে। তার আঙ্গাতারে আকরণে রাখত এবং বাইরে থাকবে আধাৰ। (১৪) তারা মু'যিনদেরকে তেকে বলবে: আব্যুরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে: হ্যা কিন্তু তোমরা বিজেলাই বিজে-দেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সক্ষেহ গোছথ করেছ এবং আলীক আশ্চর্য প্রেরণ বিবাদ হয়েছ, অবশ্যে আজাহ্র আসেন্মৌছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আজাহ সমর্কে প্রত্যাখিত করেছে। (১৫) অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপথ খুল করা হবে না এবং কাফিজাদের কাছ থেকেও নক। তোমাদের সবাক আবাসনে আছামি। ফেটাই তোমাদের সবী। কতইবে নিকুঞ্জে এই প্রত্যাবর্তন হুল! (১৬) যারা মু'যিন, তাদের জন্য কি আজাহ নে সময়থে এবং বে স্ট্র্যাক্টোর্স হুলো, তার কারণে জাসুর বিশিষ্ট ইউরো

সময় আসেৰি ? তাৰা তাদেৱ অত হেল লা হয়, বাদেৱকে পূৰ্বে কিতাৰ মেওয়া হৈৱেছিল। তাদেৱ উপন সুনীৰ্জকাল অতিক্রান্ত হৈৱেছে, অতঃপৰ তাদেৱ অক্ষঃকরণ কৃতিয হৈৱে পেছে। তাদেৱ অধিকাংশই গাপাচাৰী। (১৭) তোমৰা জেনে-জাখ, আজাহাই তুড়াগকে তাৰ ঘৃণ্ণন পৰ পুনৰুজ্জীবিত কৰেৱ। আমি পৰিকারভাৱে তোমাদেৱ জন্ম আজাতগো বাবু কৰিছি, আতে তোমৰা বৃুদ। (১৮) নিশ্চ দানবীৰ কাঙি ও দানবীৰা নাবী, আবা আজাহাইকে উচ্চমুহূৰ্পে ধাৰ দেৱ, তাদেৱকে মেওয়া হৈবে বহুগ এবং তাদেৱ জন্ম কৰাই সম্মানজনক পুৰকৰা। (১৯) আৱ আৱা আজাহাই ও তোৰ রসুমেৰ প্ৰতি বিবাস থাপন কৰে তাৰাই তাদেৱ পাজনকৰ্ত্তাৰ কৰেছে সিদ্ধীক ও শহীদ ঘৱে হিবেচিত। তাদেৱ জন্ম হৈৱেছে পুৰকৰা ও কোঠি এবং থাকা কাহিনিৰ ও আমাৰ নিম্নলিঙ্গ জনীৰুকৰকাৰী তাৰাই আহাজামেৰ অধিবাসী হৈবে।

তৎক্ষণাত্মের সার-সংজ্ঞেশন

(সেদিনও শৰ্মণীৰ) হে দিন আপনি সুসংবাদ পুকুৰ ও সুসংবাদ নামীদেৱকে
দেখবেন যে, তাদেৱ জ্যোতি তাদেৱ সম্বুদ্ধভাগে ও ডান পাৰ্শ্বে ছুটোছুটি কৰবে।
(পুলসিৱাট অতিৰিক্ত কৰাৰ জন্য এই জ্যোতি তাদেৱ সাথে থাকবে। এক রেওয়াজেতে
আছে, বাম পাৰ্শ্বে ও থাকবে। বিশেষভাৱে ডান পাৰ্শ্ব উৱেষ কৰাৰ কাৰণ সন্তুষ্ট এই
যে, এদিককাৰ জ্যোতি অধিক উচ্চল হবে এবং এটা আলামত হবে তাদেৱ ডান হাতে
আহলমামা দেওয়াৰ। সম্বুদ্ধভাগে জ্যোতি থাকা এৱাপ হলৈ সাধাৰণ বীণি। তাদেৱকে
যথা হবেঃ) আজ তোয়াদেৱ জন্য এমন জাহাতেৱ সুসংবাদ, যাৰ তজদেশে নদী প্ৰবাহিত,
মাজে তাৰা চিৰকাল থাকবে। এটাই মহাসাফলা (বাহ্যত এই শেৰোত্তম বীকাণ্ঠি ও তখনই
বলা হবে। এখন সংবাদ হিসাবে বলা হয়েছে :

تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ أَنْ لَا যেমন শান্তি পথ বলিয়ে, যেমন আশাক বলেন :

যেদিন মুমাকিন পুরুষ ও মুমাকিন নারীরা মুসলিমদেরকে (পুনর্সিদ্ধাতে) বলবে :
 তোমরা আমদের জন্য (একটি) অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের জ্ঞাতি থেকে একজুড়া আলো
 মেব। (এটা তখন হবে, যখন মুসলিমাম ইয়ান ও আমরের কল্যাণে অনেক অগ্রে চলে যাবে
 এবং যুনাফিকরা পুনর্সিদ্ধাতের উপর পেছনে অঙ্গকারে থেকে যাবে। তাদের কাছে পূর্ব
 থেকেই জ্ঞাতি থাকবে না, কিন্তু দুর্বল-হনসৃষ্টের এক রেওঝায়তে অনুভাবী তাদের
 কাছেও কিছুটা জ্ঞাতি থাকবে, কিন্তু তা নির্বাপিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে ইহাইক কাজ-
 কর্মে তারা মুসলিমদের সাথে থাকত, এ কারণে তাদেরকে কিছুটা জ্ঞাতি দেওয়া হবে।
 কিন্তু অন্তরে তারা মুসলিমদের কাছ থেকে আলাদা থাকত, এ কারণে তাদের জ্ঞাতি
 বিজীব হয়ে যাবে। এছাড়া তাদের প্রত্যেকৰ্মের শান্তিত ভাষ্টী থে, যখনে জ্ঞাতি পাবে ও গবে

তা বিজীন হবে যাবে)। তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হবে : (হজ কেরেশতাগণ জন্মাব দেবে, না হয় মু'মিনগণ) তোমরা পেছনে কিরে যাও ও (সেখানে) আলোর সজান কর। (পেছনে বলে সেই স্থান বোকানো হয়েছে সেখানে ভীষণ অঙ্কুরের পর পুলসিঙ্গারে আরোহণ করার সহজ জোতি বন্টন করা হয়েছিল। অর্থাৎ সেখানে জোতি বন্টন করা হজ সেখানে চলে যাও। সেহেতে তারা সেখানে যাবে এবং কিন্তু না পেরে আবার এখানে আসবে)। অভিঃপ্রে (মুসলিমানদের কাছে পৌছাতে পারবে না বরং) উভয় দলের যাবানামে একটি প্রাচীর ছাপন করা হবে, যার একটি দরজা (ও) হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহিঃপ্রে থাকবে আরাব। (দুর্বলে মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী এটাই আ'রাবের প্রাচীর)। অভ্যন্তর ভাগ মু'মিনদের দিকে এবং বহিঃপ্রে কাফিরদের দিকে থাকবে। রহমতের অর্থ আমাত এবং আমাবের অর্থ আহমাম। দরজাটি সম্ভবত কথাবার্তা বলার জন্য হবে অথবা এটাই হবে জাগাতের পথ। মোটকথা, যদ্যন তাদের ও মুসলিমানদের যাবানামে প্রাচীর ছাপিত হবে এবং তারা অঙ্কুরের খেকে যাবে, তখন) তারা মুসলিমানদেরকে ডেকে বলবে : আমরা কি (দুনিয়াতে) তোমাদের সাথে ছিলাম না ? (অর্থাৎ কাজেকর্মে ও ইবাদতে তোমাদের সাথে শরীক ছিলাম। অতএব আজও সাহে ধাক্কা উচিত)। তারা (মুসলিমানরা) বলবে : হ্যাঁ (ছিলে) কিন্তু (একপ ধাক্কা কোনু কাজের ? তোমরা কেবল দ্ব্যত আমাদের সাথে ছিলে)। তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল এই ষে (তোমরা নিজেদেরকে পথচারী করে রেখেছিলে (তোমরা গম্ভীরভাবে ও মুসলিমানদের প্রতি শর্কুতা পোষণ করতে এবং তাদের উপর বিপদাপদ আসার) প্রতীক্ষা করেছিলে, (ইবাদায়ের সভ্যতায়) সমেহ পোষণ করেছিলে এবং যিথ্যা আশা তোমাদেরকে প্রত্যারিত করেছিল, অবশ্যে তোমাদের উপর আলাহুর আদেশ পেঁচে গেছে। (যিথ্যা আশা এই ষে, ইসলাম যিউ যাবে, আমাদের ধর্ম সত্তা ও বৃক্ষিদাতা ইত্যাদি। 'আলাহুর আদেশ' মানে শৃঙ্খলা। অর্থাৎ সারাজীবন এসব কৃষ্ণরীড়েই নিষ্ঠ ছিল, তওবাও করুনি)। মহাপ্রাত্যারক (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদেরকে আলাহুর সম্পর্কে প্রত্যারিত করেছিল। (একথা বলে ষে, আলাহু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। সারকথা এই ষে, এসব কৃষ্ণরীর কারণে তোমাদের বাহাত সঙ্গে থাকা শৃঙ্খল জন্য ব্যথেক নয়)। অতএব আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ প্রাপ্ত করা হবে না এবং কাফিরদের কাছ থেকেও নয়। (প্রথমত মুক্তিপণ দেওয়ার মত বন্ধ তোমাদের কাছে নেই, যদি থাকত তবুও প্রাপ্ত করা হত যা কেননা এটি প্রতিদান জন্ম—কর্মজন্ম নয়)। তোমাদের সবার আবাসনে আহমাম। সেটাই তোমাদের (চির) সরী। কিন্তুই না বিকৃষ্টি এই আবাসনে !

(لِيَوْمَ الْحِجَّةِ كথাতি হজ মু'মিনদের না হয় আলাহু তা'আলাম। এই পুরোপুরি বর্ণনা থেকে প্রাপ্তিষ্ঠিত হয়েছে যে, যে স্থানে প্রাত্যীজ্ঞনীয় ইবাদতের অভাব আছে, তা পূর্ণ নয়। তাই পরবর্তী আলাতে ঈয়ান পূর্ব করার জন্য প্রাসাদনার করিতে মুসলিমানদেরকে আদেশ করা হচ্ছে :) যারা মু'মিন, তাদের (যথে মরা প্রতেজনীয় ইবাদতে ঝুঁকি করে, যেখন পোনাহ্গার মুসলিমান তাদের) জনাবকি (এখনও) জনাবুর উপরদেশের এবং ষে সজ্ঞ অবতীর্ণ করেছে, তার স্থানে জন্ম—বিপরিত জন্ম—আসেনি ? (অর্থাৎ তাদের

সন্দেশে কর্তৃপক্ষ ইবাদত পাইলে এবং গোনাহ হর্জনে কৃতসংকর হওয়া উচিত)। তারা তাদের যত যেন না হয়, আদেশকে পূর্বে (ঝৈশী) কিটাব দেখলা হয়েছিল (অর্থাৎ ইহসী ও ধূলটুনের ঘৃত)। তারাতে তাদের কিটাবের সাবীর বিপক্ষে খেলাগ-মুনী ও গোনাহে বিশ্বাস হয়েছিল)। অতঃপর তাদের উপর সুনীর্ধকাজ অভিক্ষণ হয় (এবং তওয়া পর্যন্তি)। কলে তাদের অভিক্ষণ অঠিব হয়ে যায়। (কুলামেও তারা অনুসূচিক কর্ম করত মা। অক্ষরের এই কর্তৃপক্ষতার কারণে আজ) তাদের অধিকাংশই কাফির (কারুণ্য, সামাজিক গোনাহে জেনে থাকা, গোনাহকে কাল করে করা, সত্ত্ববীর প্রতি শুষ্ঠুতা পেরুণ করা, এসব বিষয়ে আরই কুকরের কারণ হচ্ছে যায়। উদেশ্য এই যে, সুনীর্ধমানদের শীঘ্ৰই তওয়া কর্ম উচিত। কারুণ্য, যাবে যাবে পরে তওয়া করার তওকীক হচ্ছে মা এবং যাবে যাবে তা কুকর পর্যন্ত পেরৈছেন্দের। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের অক্ষরে গোনাহের কারণে কোন অনিষ্ট হলি হচ্ছে আকসে এই ধারণাবিশ্বাস তওয়া থেকে বিরুদ্ধ হোকো না যে, এখন তওয়া করলে কি কাহাদা হবে? বরং তোমরা জেনে রাখ, আজাহ তা'আহাই মাটিকে কুকিরে যাওয়ার পর সবুজ-সতেজ করেন।) (এমনিভাবে তওয়া করলে সৌর অনুভবে মৃত অক্ষরকে তিনি জীবিত করে দেন। অতএব নিরাশ হওয়া উচিত নহ। কেননা) আমি পরিকারকান্ত তোমাদের জন্য দৃষ্টোন্ত ব্যাজ করেছি, যাতে তোমরা বুঝ। (অতঃপর পূর্বোল্লিখিত ব্যাসের ক্ষয়ীলত বর্ণনা করা হচ্ছে;) নিচের দামনীজ পুরুষ ও দামনীজা আজ্ঞা সারা আজাহকে আভয়িকতা সহকারে ধার দেয়, তাদের দাম তাদের জন্য (সওয়াবের দিক দিয়ে) বাহতপে বাঢ়ানো হবে এবং (এরগুণও) তাদের জন্য রয়েছে পছন্দযোগ্য পুরুষকার। (অতঃপর উল্লিখিত ঈয়ামের ক্ষয়ীলত বলা হচ্ছে); আজ্ঞা আজাহ ও তাঁর রসুজগ্নের প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাহে সিদ্ধীক ও শহীদ। (অর্থাৎ পূর্ণচেত এসব কর পূর্ণ ঈয়ান বোরাই অঙ্গীকৃত হয়। শহীদ তাকে বলা হয়, যে নিজের প্রাপকে আজাহের পথে পেশ করে দেয় যদিও নিহত না হয়। কারণ, নিহত হওয়া ইহু বহির্ভূত কাজ। তাদের জন্য আজাহাতে) রয়েছে তাদের (উল্লৃত বিশেষ) পুরুক্তার এবং (পুলসিরাতে রয়েছে বিশেষ) জ্যোতি। আর যারা কাফির ও আবার আবার অবীকারকারী, তারাই জাহামায়।

আনন্দিন কালো বিশেষ :

وَمُنْزِفُ الْعُوْمَنِينَ وَالْمُرْسَلِنَ تُسْعِي نُورُهُمْ فَيَقُولُونَ إِنَّمَا

অর্থাৎ সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি যাদিন পুরুষ ও মুমিন নামদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অপে অপে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার ব্যাপারটি পুরুষ-সিরাতে জ্ঞান নিয়ে পূর্বে অঠবে। হস্তরত আবু উমায়া কুরাহো (রা) থেকে বর্ণিত এক কালীনে এর বিবরণ পড়েছে। হালীসউল-আভিদৌর্য, এতে জাহাজ আবু উমায়া (রা) একদিন দামেশ্কে এক জানামায় শরীক হন। জানামা সম্মে উপরিত মোকদেরকে

হৃত্য ও পরামর্শ স্মরণ করিবে দেওয়ার জন্য তিনি হৃত্য, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিচের তাঁর কথারকাটি বাক্যের অনুবাদ দেওয়া হল :

অন্তঃপর তোমরা কথার থেকে হাশরের অবস্থায় হামড়িত হবে। হাশরের বিভিন্ন অবস্থা ও স্থান অভিজ্ঞ করতে হবে। এক অবস্থায় আরাহ্ তা'আলা নির্দেশ কিছু মুখ্যমন্ত্রকে সামা ও উচ্ছব করে দেওয়া হবে এবং কিছু মুখ্যমন্ত্রকে গাঢ় কৃতিবর্ণ করে দেওয়া হবে। অপর এক অবস্থায় সব মু'মিন ও কাফিরকে গভীর অক্ষরায় আকৃত করে ফেজাবে। কিছুই দৃষ্টিশোচন হবে না। এইপর নূর বশ্টিম করা হবে। প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দেওয়া হবে। ইহরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বলিত আছে, প্রত্যেক মু'মিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেওয়া হবে। কাজে কারও নূর পর্বতসম, কারও ধর্জুর হাঙ্গসম এবং কারও আনন্দসমস্ত হবে। সর্বাপেক্ষা কয়েক নূর দেই বাতিল হবে, যার কেবল হজারাতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও কখন উঠে উঠে এবং কখনও নিতে থাবে।—(ইবনে কাসীর)

অন্তঃপর ইহরত আবু উবায়া (রা) বলেন : মুনাফিক ও কাফিরদেরকে নূর দেওয়া হবে না। কোরআন পাই এই ঘটনা একটি দৃষ্টিশোচন যাধ্যায়ে নির্মাণ আরাতে ব্যক্ত করেছে :

أَوْلَئِمَّا تَفِي بَعْرَلْجِيٍّ يَقْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقَهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقَهُ
سَخَابَ ظِلْمًا تُبَعْثُوا فَوْقَ بَعْضٍ أَذَا خَرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكُنْ لِرَأْهَا - وَمَنْ لَمْ
يَجْعَلِ اللَّهَ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ -

তিনি আরও বলেন, মু'মিনদেরকে নূর দেওয়া হবে, তা দুরিতের নৃত্বের মত হবে না। দুরিতার নূর দ্বারা আশেপাশের লোকেরাও আলো জাত করতে পারে। অবশ্য ব্যক্তি বেগেন চকুচান বাতিল চোখের জোড়ি দ্বারা দেখতে পারে না তেমনি মু'মিনের নূর দ্বারা কোন কাফির ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে না।—(ইবনে কাসীর)

ইহরত আবু উবায়া বাহেলী (রা)-র এই হাস্তাস থেকে আনা গেল যে, যে অবস্থায় গভীর অক্ষরায়ের পর নূর বশ্টিম করা হবে, সেই অবস্থায় থেকেই কাফির মুনা-ফিকরা নূর থেকে বিক্ষিত হবে, তারা কোন প্রকার নূর পাবেই না।

কিন্তু তিবরানী ইহরত ইবনে আবুআস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামাহ্ (সা) বলেন :

গুলসিরাতের বিকল্পে আরাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দাত্ত করবেন এবং প্রত্যেক মু'মাফিনকেও। কিন্তু গুলসিরাতে পৌছা মাত্রাই মু'মাফিনদের নূর হিসেবে দেওয়া হবে।—(ইবনে কাসীর)

এথেকে জানা পেতে যে, মুনাফিকদেরকেও প্রথমে নূর দেওয়া হবে। কিন্তু পুরুষ-সিরাতে পেঁচার পর তা বিলীন হয়ে যাবে। বাস্তবে যাই হোক, মুনাফিকরা তখন মু'মিনগণকে অনুরোধ করবে—একটু আস, আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা একটু উপরুক্ত হই। কারণ, দুনিয়াতেও নামাব, স্বাক্ষর, ইজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি কাজে আমরা তোমাদের অংশীদার ছিলাম। তাদের এই অনুরোধের নেতৃত্বাচক জওয়াব দেওয়া হবে, যা পরে বলিত হবে। প্রথমে মুনাফিকদেরকেও মুসলিমানদের ন্যায় নূর দেওয়া এবং পরে তা ছিনিয়ে নেওয়াই তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ, তারা দুনিয়াতে আঢ়াহ ও তৌর রসূলকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টায়ই জেগে থাকত। কাজেই কিয়ামতে তাদের সাথে তদ্বৃপ্ত ব্যবহারই করা হবে। তাদের সম্পর্কে কোরআন পাক বলে:

بِخَادِ مُرْ

اللَّهُ وَهُوَ خَادِ عَمْ

অর্থাৎ মুনাফিকরা আঢ়াহকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে

এবং আঢ়াহ তাদেরকে ধোকা দেন। ইয়াম বগতী বলেন: এই ধোকার অর্থ তাই যে, প্রথমে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে, এরপর তিক প্ররোজন মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সময়ে মু'মিনগণও তাদের নূর বিলীন হয়ে দাওয়ার জাশকা করবে। তাই তারা শেষ-পর্বত নূর বহাল রাখার জন্য আঢ়াহৰ কাছে দোয়া করবে। নিষ্ঠব্যাক্তি আঢ়াতে এর উল্লেখ আছে:

يَوْمٌ لَا يَعْزِزِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ أَصْنَوُ مَعَهُ نُورًا هُمْ يَسْعَى بِهِنِ

أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ وَبِنَا أَتَمْ لَنَا نُورًا.

মুসলিম, আহমদ ও সারে-কৃতনীতে বলিত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র বলিত হাদীসেও বলা হয়েছে: প্রথমে মু'মিন ও মুনাফিক—উভয় সম্প্রদায়কে নূর দেওয়া হবে, এরপর পুরসিরাতে পেঁচাই মুনাফিকদের নূর বিলীন হয়ে যাবে।

উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সম্বন্ধ সাধনের উচ্চেশ্বে তফসীরে মাঝ-হারীতে বলা হয়েছে: রসূলুল্লাহ (সা)-র আমলে যেসব মুনাফিক ছিল, তারাই আসল মুনাফিক। তারা প্রথম থেকেই কাফিরদের ন্যায় নূর পাবে না। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-র ইষ্টিকামের পরও এই উচ্চতে মুনাফিক হবে। তবে ওইর আগমন বজ হবে যাবার কারণে তাদেরকে 'মুনাফিক' নাম দেওয়া যাবে না। অক্ষয় ওই ব্যতীত কাউকে মুনাফিক বলার অধিকার উচ্চতের কারণও নেই। কিন্তু আঢ়াহ তা'আলা জানেন কার অন্তরে ঈর্ঘ্যাম আছে এবং কার অন্তরে নেই। অতএব আঢ়াহৰ জানে যাবা মুনাফিক হবে, তাদেরকে প্রথমে নূর দিয়ে পরে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

এই উচ্চাতে এ ধরনের মূমাকিন তারা, যারা নিজেদের আর্থসিদ্ধির জন্য কোরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে।—(নাউয়ুবিল্লাহি মিনহ)

হাশেরের ঘটনান নূর ও আজকার কি কি কারণে হবে ? তফসীরে মাঝহারীতে এ স্থলে হাশের ঘটনান নূর ও অজ্ঞকারের শুরুপূর্ণ কারণসমূহের উপরও আজোকগত করা হয়েছে। নিচে তা উকৃত করা হল :

১. আবু সাউদ ও তিবরিয়ী বণিত হয়রত বুরায়দা (রা)-র রেওয়ায়েতে এবং ইবনে মাজা বণিত হয়রত আনাস (রা)-এর বণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যারা অজ্ঞকার জাতে যসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। এই বিষয়বস্তুরই রেওয়ায়েত হয়রত সাহল ইবনে সাদ, যামদ ইবনে হারেসা, ইবনে আকবাস, ইবনে উয়াহাব, আবু উমায়া, আবুন্দারদা, আবু সাঈদ, আবু মুসা, আবু ছরায়রা, আরেশা সিদ্দীকা (রা) প্রযুক্ত সাহাবী থেকেও বণিত আছে।

২. মসনদে আহমদ ও তিবরানী বণিত হয়রত ইবনে ওয়র (রা)-এর বণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

من حافظ على الصلوات كانت لها نوراً وبرها نانا ونجاها يوم
القيمة ومن لم يحافظ عليها لم يكن لها نوراً ولا برها نانا ولا نجاحاً
وكان يوم القيمة مع قارون وهو مات وفرعون -

অর্থাৎ যে বাত্তি পাঞ্জেগামা মাঝায যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়ামতের দিন এই মাঝায তার জন্য নূর, প্রয়াণ ও মৃত্যির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে বাত্তি যথাসময়ে ও যথানিয়মে নাযায আদায় করে না, তার জন্য নূর প্রয়াণ ও মৃত্যির কারণ কিছুই হবে না। সে কান্নন, হামান ও কিন্নাউনের সাথে থাকবে।

৩. তিবরানী বণিত আবু সাঈদ (রা) বণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে বাত্তি সুরা কাহফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য যোকারুরয়া পর্যন্ত বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে—যে বাত্তি জুমু'আর দিন সুরা কাহফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে।

৪. হয়রত আবু ছরায়রা (রা)-র বণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে বাত্তি কোরআনের একটি আয়াতও তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত তার জন্য নূর হবে।—(মসনদে আহমদ)

৫. দারালামী বণিত আবু ছরায়রা (রা)-র বণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমার প্রতি দর্শন পাঠ পুলসিরাতে নূরের কারণ হবে।

৬. হয়রত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) একবার হজের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : হজ ও উমরার ইহুমায খোলার জন্য যে যাধা শুণে করা হয়, তাতে যাঁতে পতিত কৈশ কিয়ামতের দিন নূর হবে।—(তিবরানী)

৭. হযরত ইবনে মসউদ (রা) থেকে রসূলুল্লাহ (সা)-র উত্তি বণিত আছে যে, যিনায় কঁকর নিক্ষেপ কিয়ামতের দিন নূর হবে।—(মসনদে-বায়হার)

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ (সা)-র উত্তি আছে যে, মুসলমান অবস্থায় যার মাথার দুল সাদা হলে যায়, কিয়ামতের দিন সেই দুল তার জন্য নূর হবে।—(তিলখিয়া)

৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ (সা)-র উত্তি বণিত আছে যে, যে বাণিজ আলাহুর পথে জিহাদে একটি তীরও নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন সেই তীর তার জন্য নূর হবে।—(বায়হার)

১০. হযরত ইবনে ওয়াই (রা) থেকে রসূলুল্লাহ (সা)-র উত্তি বণিত আছে যে, যে বাণিজ বাজারে আলাহুর খিলির করে, সে প্রত্যেক দুরের বিনিয়নে কিয়ামতের দিন একটি নূর পাবে।—(বায়হারী)

১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ (সা)-র উত্তি বণিত আছে যে, যে বাণিজ কোন মুসলমানের বিপদ ও কষ্ট দূর করে, আলাহুর তা'আলা তার জন্য পুরস্কারে নূরের দু'টি শাখা করে দেবেন, তচ্ছারা এক জাহান আলোকিত হয়ে থাবে।—(তিবরানী)

১২. বুখারী ও মুসলিম ইবনে ওয়াই (রা) থেকে, মুসলিম হযরত জাবের (রা) থেকে, হাকেম হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে ওয়াই (রা) থেকে এবং তিবরানী ইবনে খিলাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা সবাই রসূলুল্লাহ (সা)-র উত্তি বর্ণনা করেন
أ يَا كِمْ وَ الظُّلْمَ فَإِنَّهُ الظُّلْمُ مَا تَبْعَدُ مِنَ الْقَوْمِ مَمْ أَرْبَعَتْ تَوْمَرَةً جَلَعَتْ وَ نِيَّقَتْ بَلْ تَحْتَهُ مَمْ أَرْبَعَتْ تَوْمَرَةً جَلَعَتْ وَ نِيَّقَتْ بَلْ تَحْتَهُ
অর্থাৎ তোমরা জলুয়ে ও নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাক। জলুয়েই কিয়ামতের দিন অজ্ঞকারের রাগ জাড় করবে।

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَنْظَلَمَاتِ وَنَسَلَةِ النَّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَفَّعُونَ وَالْمُنَفَّعُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْظَرُوا نَقْبَسِ

فِيَوْمِ نَفْرَةِ الْمُنَفَّعِينَ — অর্থাৎ যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুঘিমদেরকে বলবে :
আমাদের জন্য একটি অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর আরা উপকৃত হই।

قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَإِنَّمَا نُورُكُمْ — অর্থাৎ তামেরকে বলা হবে :
যেখানে নূর বশ্টি হয়েছিল, সেখানে ফিরে যাও এবং নূরের সঞ্চান কর। এ কথা মুঘিমগণ
বলবে অথবা কেরেশতাপ্ত জওয়াব দেবে।

نَصْرِبَ بِهِنْمٍ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بِاَطْلَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ

أَبْعَدْ أَبْ—অর্থাৎ মু'মিন অথবা ফেরেশতাগণের জগতে শুনে মুনাফিকরা সে হানে

কিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। আবার এদিকে আসবে, কিন্তু তখন তারা মু'মিনগণের কাছে পৌছতে পারবে না। তাদের ও মু'মিনগণের যাবধানে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে। এর অভ্যন্তরভাগে মু'মিনদের জায়গায় থাকবে রহস্যত এবং বহির্ভাগে মুনাফিকদের জায়গায় থাকবে আবাব।

রাহম-মা'আনীতে ইবনে যায়েদ (রা)-এর উভি বিষিত আছে যে, এটা হবে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যবর্তী আ'রাফের প্রাচীর। অপর কয়েকজনের মতে এটা তিম প্রাচীর হবে। এতে যে সরজা থাকবে, এটা হয় মু'মিন ও কাফিরদের পারস্পরিক কথাবার্তা বজায় আনা, না হয় মু'মিনগণ এই সরজা দিয়ে জায়াতে যাওয়ার পর তা বজ করে দেওয়া হবে।

নুরের ব্যাপারে কোরআনে কাফিরদের কোন উজ্জেব্হই হয়নি। কারণ তাদের নূর পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। মুনাফিকদের নূর সম্পর্কে বিবিধ রেওয়ামেত বিষিত হয়ে ছে। প্রথম থেকেই তারা নূর পাবে না কিংবা পাওয়ার পর পুনর্সিরাতে উঠতেই নিভিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের ও মু'মিনদের যাবধানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে। এই সমষ্টি থেকে জানা যাব যে, শুধু মু'মিনগণই পুনর্সিরাতে উঠবে। কাফির ও মুশর্রিকরা পুনর্সিরাতে উঠবে না। তাদেরকে জাহাজামের প্রবেশপথ দিয়ে জাহাজামে নিক্ষেপ করা হবে। যু'মিনগণ পুনর্সিরাতের পথ অতিক্রম করবে। পাপী মু'মিনগণকে তাদের হৃতকর্মের শাস্তিরাপ কিছু দিন জাহাজামে অবস্থান করতে হবে। তারা পুনর্সিরাত থেকে নিম্নে পতিত হয়ে জাহাজামে পৌছবে। অন্যান্য মু'মিন নিরাপদে পুনর্সিরাত অতিক্রম করে জায়াতে প্রবেশ করবে।—(শাহ্ আঃ কাদের দেহমতী)

أَتَمْ يَأْتِي نَلِذَّتِينَ أَسْنُوا أَنْ تَخْشَعْ قُلُوبُهُمْ لِذِرِّ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنْ

أَنْتَعِنِ—অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য কি এখনও সহজ আসেনি যে, তাদের অন্তর আলাহ্ র যিকিন এবং যে সত্য নাহিজ করা হয়েছে তৎপ্রতি নিজ ও বিগলিত হবে?

خَشْوَعْ قَلْبٍ—এর অর্থ অন্তর নবাম হওয়া, উপদেশ কর্ম করা ও আনুগত্য করা।—

(ইবনে কাসীর) কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিবেদ পুরোপুরি পালন করার অন্য প্রক্রিয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রত্যন্ত নাদেওয়া।—(রাহম-মা'আনী)

এটা মু'মিনদের জন্য দৈশিয়ারি। হস্তরত ইবনে আবু স (রা) থেকে বিষিত আছে, আলাহ্ তা'আলা কোন কোন মু'মিনের অন্তরে আমরের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ

করে এই আয়াত নাথিল করেন।—(ইবনে কাসীর) ইমাম আ'য়াথ বলেন : যদৌমার পেঁচার পরে কিছু অধিবেতিক আচ্ছদ্য অজিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মাদ্দীপনায় কিছুটা সৈথিলা দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(জাহান-মার্জানী)

হযরত ইবনে আব্দুস (রা)-এর উপরোক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হচ্ছে, এই হ'শিয়ারি সংকেত কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাথিল হয়। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আবাদের ইসলাম প্রাচের চার বছর পরে এই আয়াতের আধ্যায়ে আবাদেরকে হ'শিয়ার করা হয়।

যোটকথা, এই হ'শিয়ারির সারমর্ম হচ্ছে মুসলিমানদেরকে পুরোপুরি নয়তা ও সৎ-কর্মের জন্য তৎপর ধ্বাকার শিক্ষা দেওয়া এবং একথা ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক মতাতাই সৎ কর্মের ভিত্তি।

হযরত শাহ্বাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : মানুষের অঙ্গের থেকে সর্বপ্রথম নয়তা উঠিয়ে মেওয়া হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدُوا

প্রতোক মু'মিনই কি সিদ্ধীক ও শহীদ ? এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রতোক মু'মিনকে সিদ্ধীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদীহ ও আবুর ইবনে আবুমুন (রা) বলেন, যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্ধীক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আবেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : مَنْ مُمْنَنْتَ مَنْ شَهَدَ = অর্থাৎ আয়ার উচ্চতের সব মু'মিন শহীদ। এর প্রয়োগ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত ডিলাওয়াত করেন।—(ইবনে জরীর)

একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র কাছে কিছু সংখাক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : ক্লক্ম মদ দুর্যোগ ও শহীদ। অর্থাৎ আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্ধীক ও শহীদ। সবাই আশচর্যাচ্ছিত হয়ে বললেন : আবু হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন ? তিনি জওয়াবে বললেন : আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করুন :

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدُوا

কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহাত বোকা থাকা যে, প্রতোক মু'মিন সিদ্ধীক ও শহীদ নয়, বরং মু'মিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্ধীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই :

أَوْ لَا تَكُونَ مَعَ الظَّالِمِينَ أَنَّمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُصَدِّقِينَ
وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ -

এই আয়াতে পঞ্চাশৰপণের সাথে মু'মিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যথা—সিদ্ধীক, শহীদ ও সালেহ। বাহাত এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কাগাগেই কেউ কেউ বলেন : সিদ্ধীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর মোকগণকে বলা হয়, যারা যথান শুণ-গরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মু'মিনকে সিদ্ধীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মু'মিনকেও কোম-না-কোন দিক দিয়ে সিদ্ধীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাদের কাতোরভূক্ত মনে করা হবে।

রাহজ-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামিল ও ইবাদতকারী মু'মিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুনা যেসব মু'মিন অনবধান ও খেয়ালখুশীতে যথ তাদেরকে সিদ্ধীক ও শহীদ বলা হাজ না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : **اللَّعْنُ عَلَى الْمُكَوِّنِ** অর্থাৎ যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অস্তর্ভূক্ত হবে না। হয়রত ওয়ালিফারাক (রা) একবার উপস্থিত জনতাকে বলেন : তোমাদের কি হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইয়াবতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না ? জনতা আরঘ করল : আমরা কিছু বলেন সে আমদের ইয়াবতের উপর হামলা চান্দাবে এই তামে আমরা কিছু বলি না। হয়রত ওয়ালিফারাক (রা) বলেন : যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অস্তর্ভূক্ত হবে না, যারা কিয়াবতের দিন পূর্ববর্তী পঞ্চাশৰপণের উচ্চমতদের মুকাবিলায় সাঙ্গ দেবে।— (রাহজ-মা'আনী) ।

তফসীরে যাবহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গাতে ধর্ম হয়েছে, তাদেরকেই বোবানো হয়েছে।

আয়াতে **وَتُمُّ الْمُصَدِّقِينَ** বাক্য থেকে বোবা যাব যে, একমাঝি সাহাবায়ে কিরামই সিদ্ধীক, অন্য কোম মু'মিন নয়। হয়রত মু'জাদিদে আলক্ষে সানী (র) বলেন : সাহাবায়ে কিরাম সকলেই পঞ্চাশৰসুলত শুণ-গরিমার বাহক ছিলেন। যে বাতিল একবার মু'মিন অবহায় রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছে, সেই পঞ্চাশৰসুলত শুণ-গরিমায় নিমজ্জিত হয়েছে।

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَكَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بِنِعْمَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُولَادِ كَثِيلٌ غَيْثٌ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ

بَيْانَهُ ثُقَرَ بِهِ نِعْمَةُ قَرَارِهِ مُصْفَرَّاثُرَ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيَاةُ
 الْدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْفَرُورُ ۝ سَابِقُوا إِلَيْهِ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ
 وَ جَنَّتُهُ عَرَضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ ۝ أَعْدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ۝ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَ اللَّهُ

دُو الفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

(٢٠) তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্লৌড়-কোভুক, সাঙ্গ-সঙ্গা, পারম্পরিক অহিমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বুলিটির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে উৎখন্ত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীড় বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটি হয়ে যায়। আর পরবর্তারে আছ কঠিন শাস্তি এবং আরাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্মান হৈ কিছু নয়। (২১) তোমরা অপ্রে ধার্যিত হও তোমাদের পাশনকর্তার ক্ষমা ও সেই আরাহতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশংস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আরাহ ও তার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য। এটা আরাহ রূপা, তিনি আকে ইচ্ছা, এটা মান করেন। আরাহ মহান রূপান অধিকারী।

তৃকসীরের সার-অংকেগ

জেনে রাখ, (পরবর্তারের মুকাবিজ্ঞান) পার্থিব জীবন (কিছুতেই কাম্য হবার মোগ্য নয়। কেননা, এটা নিষ্ক) ক্লৌড়-কোভুক, (বাহ্যিক) সাঙ্গ-সঙ্গা, পারম্পরিক অহিমিকা (অর্ধাং শতি, সৌন্দর্য ও কলাকৌশল নিম্নে) এবং ধনে ও জনে পারম্পরিক প্রাচুর্য লাভের প্রয়াস ব্যতীত কিছু নয়। (অর্ধাং পার্থিব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এইঃ শৈশবে ক্লৌড়-কোভুক, যৌবনে জ্ঞানজ্ঞয়ক ও অহিমিকা এবং বার্ধক্যে ধন ও জনের প্রবল বঢ়াই থাকে। ওসব উদ্দেশ্য ধৰ্মসংগীত ও কর্মনা বিশ্বাস আছ। এর দৃষ্টিকোণ যেমন বুলিট (বর্ষিত হয়), যার বদৌরতে উৎপন্ন ফসল কৃষককে উৎখন্ত করে, অতঃপর তা শুক হয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীড় বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটি হয়ে যায়। (এমনিভাবে দুর্নিয়া ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, এরপর গতন ও অনুশোচনা মাঝ। পক্ষান্তরে) পরবর্তারে আছে (দুর্তি বিশ্বাস, একটি কাফিরদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (অপরাতি মুশ্মিনদের জন্য) আরাহ পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। (এই উত্তর বিষয় চিরস্থায়ী। সুতরাং পরবর্তার চিরস্থায়ী এবং)

পার্থিব জীবন নিছক (খৰৎসৌল, যেমন মনে করে) প্রতারণার সামগ্রী। (সুতরাং পার্থিব সম্পদ যখন খৰৎসৌল এবং পরকালের ধন চিরহাসী, তখন তোমাদের উচিত) তোমাদের পালনকর্তার দিকে এবং এমন জাগ্রাতের দিকে ধাবিত হও, যার বিজ্ঞতি আকাশ ও পৃথিবীর বিজ্ঞতির সমান (অর্থাৎ এর টাইটে কম নয়, বেশী হতে পারে) এটা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের জন্য, শারীর আঙ্গাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটা অর্থাৎ ক্ষমা ও সন্তুষ্টি আঙ্গাহ্ র অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আঙ্গাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। (এতে ইরিত আছে যে, কেউ যেন নিজ আমলের কারণে গবিত না হয় এবং জাগ্রাত দাবী না করে বসে। জাগ্রাত নিছক আমার অনুগ্রহ, যা কাউকে করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমি নিজ কৃপার যারা এসব আমল করে, তাদের সাথে আমার ইচ্ছাকে জড়িত করেছি। ইচ্ছা না করাও আমার ক্ষমতাধীন) ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞান বিষয়

পূর্ববর্তী আঙ্গাতসমূহে জাগ্রাতী ও জাহাজামীদের পরকালীন চিরহাসী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। যানুষের জন্য পরকালের নিয়ামত থেকে বর্কিত হওয়া এবং আবাবে গ্রেফতার হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিব ক্ষণহাসী সুখ ও তাতে নিয়ম হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আঙ্গাতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণহাসী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার বাস্তি যথ ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই : প্রথমে ত্রীড়া, এরপর কোতুক, এরপর সাজসজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহযিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

ب) শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার জন্য থাকে না ; যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। ج) এমন খেলাখুলা, যার আসল জন্য চিন্তবিনোদন ও সময় ক্ষেপণ হতেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোন উপকারণও অঙ্গিত হয়ে যায়। যেমন বড় বালকদের কুটুবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক যানুষের জীবনের প্রথম অংশ ত্রীড়া অর্থাৎ ب) এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর ج) কুরু হয়, এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত ধারাবাহিকভাব প্রতিটি করেই মানুষ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক ক্ষর ডিগিয়ে অন্য ক্ষরে গমন করে, তখন বিগত ক্ষরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দুলিতে ধরা গড়ে। বালক-বালিকারা খেলাখুলাকে জীবনের সম্পদ ও সর্ববৃহৎ ধন মনে করে। কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে

তারা এত ব্যথা পায়, যেখন বয়কদের ধনসম্পদ, কৃষি, বাংলা ছিনিজে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অঙ্গসর হলে পরে তারা বুরাতে পারে যে, যেসব বন্তকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থ-হীন শস্তি। যৌবনে সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অভিযিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেখন শৈশবের কার্যকর্তাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌছেও তেমনি যৌবনের কার্যকর্তাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মনস্থিতি। এ মনস্থিতে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জীবক্ষয়ক ও পদের জন্য গর্জ জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সামাজিক ও জীবনস্থায়ী। এর পরবর্তী দৃষ্টি ত্বর ব্যবস্থ ও কিম্বামতের চিঠা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কোরআন পাক বণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে :

كَمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكَفَارَ نَبَّأْتَهُ ثُمَّ يَوْمَ حِيجَنٍ فَتَرَاهُ مَصْفَراً ثُمَّ يَكُونُ حَطَا مَا

— শব্দের অর্থ বৃষ্টি। **ক্ফা** শব্দটি মু'মিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অগুর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচা আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টিটি ধারা ফসল ও নামা রকম উত্তিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তফসীর-বিদ **ক্ফা** শব্দটিকে প্রসিদ্ধ অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফিররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রয় হয় যে, সবুজ-শ্যামল ফসল দেখে কাফিররাই কেবল আনন্দিত হয় না, যুসল-মানুষও হয়। জওয়াব এই যে, মু'মিনের আনন্দ ও কাফিরের আনন্দের মধ্যে বিপুর্ণ ব্যবধান রয়েছে। মু'মিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আঝাহ্ তা'আমার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুস্মর ফসল আঝাহ্ কুসরাত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যান্তরে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরাঙ্গ পেরেও মু'মিন কাফিরের ন্যায় আনন্দিত ও অন্ত হয় না। তাই আয়াতে ‘কাফির আনন্দিত হয়’ বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সাম-সংক্ষেপ এরাপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উত্তিদ যখন সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাঝেই বিশেষ করে কাফিররা খুবই আনন্দিত ও মন্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশ্যে তা শুক হতে থাকে। শুধুমে পৌত বর্ণ হয়, এর পরে সম্পূর্ণ খড়কুটায় পরিপন্থ হয়। মানুষও তেমনি অথবে তরতাজ্ঞা ও সুস্মর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরাপই কাটে। অবশ্যে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে যাওঁ হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণক্ষণের চিন্তার দিকে দৃষ্টিটি আকর্ষণ করার জন্য পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে :

وَفِي لَا حَرَةٍ مَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ أَلَّهِ وَرِضْوَانٌ
অর্থাত্ পরকালে
মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফিরদের অবস্থা
অর্থাত্ তাদের জন্য কঠোর আয়াব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা অর্থাত্ তাদের
জন্য আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এখানে প্রথমে আয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রথম আয়াতে উল্লিখিত দুনিয়া
নিয়ে মাতাম ও উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার পরিণামও কঠোর আয়াব। কঠোর আয়াবের বিপরীতে
দুটি বিষয় ক্ষমা ও সন্তুষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইঙ্গিত আছে যে, পাপ মার্জনা করা একটি
নিয়ামত, যার পরিণতিতে মানুষ আয়াব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পরকালে এতটুকুই
হব না; বরং আয়াব থেকে বাঁচার পর মানুষ জায়াতে চিরস্থায়ী নিয়ামত ধারাও ভূষিত
হয়। এটা রিয়ওয়ান তথা আল্লাহুর সন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার অরাপ বর্ণনা করা হয়েছে : **وَمَا الْعَيْوَةُ الدُّبُّ**

أَلَا مَتَاعُ الْفَرِوْرِ — অর্থাত্ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুজিমান
ও চক্ষুচান ব্যক্তি এই সিঙ্কান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রত্যারণার ছল।
এখনিকার সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদযুক্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর
পরকালের আয়াব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভুরুতার অবস্থাবী পরিণতি একপ
হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে।
পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্তি করা হয়েছে :

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رِبِّكُمْ وَجِئْنَاهُ عَرْصَهَا كَعْرُ فِي السَّمَاءِ وَأَلَا رِفْ

অর্থাত্ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জায়াতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্তুত
আকাশ ও পৃথিবীর প্রহের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন ডরসা
নেই, অতএব সৎ কাজে শৈখিত্ব ও টালবাহানা করো না। এরপ করলে কোন বোগ
অথবা ওষৃষ তোমার সৎ কাজে বাধা হলিট করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে
পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎ কাজের
পূর্বে সংগ্রহ করে নাও, যাতে জায়াতে পেঁচাইতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎ কাজে অপরের অগ্রগী হওয়ার চেতনা
কর। হয়রত আলী (রা) তাঁর উপদেশাবলীতে বলেন : তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী
এবং সর্বশেষ নিগমনকারী হও। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বলেন : জিহাদে

সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্য অগ্রসর হও। হয়রত আনাস (রা) বলেন : জামানাতের নামাযে প্রথম তকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর।—(জাইল-মা'আনী)

জামাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সুরা আলে-ইয়রানে এই বিষয়বস্তুর আঘাতে **سَمْوَاتٍ** বহবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সম্পত্তি আকাশ বোঝানো হয়েছে; অর্থ এই যে, সম্পত্তি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একই করলে জামাতের প্রস্থ হবে। বলা বাইলা, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ আপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রাণিত হয় যে, জামাতের বিস্তৃতি সম্পত্তি আকাশ ও পৃথিবীর আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী—**عَزْل** কোন সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জামাতের বিশাল বিস্তৃতি বোঝা যায়।

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُنْهَا مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَلْقِ الْعَظِيمِ

গুরুরে আঘাতে জামাত ও তার নিয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জামাত ও তার অঙ্গসমূহের কর্মের ফল এবং আনুষের কর্মই এর জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য আঘাতে আলাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জামাত জাতের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই আঘাত অবশ্যান্ত হয়ে পড়বে। মানুষ মুনিয়াতে যেসব নিয়ামত জাত করেছে, তা সারাজীবনের সৎ কর্ম এঙ্গের বিনিয়য়ও হতে পারে না, জামাতের অঙ্গসমূহের কর্মের মূল্য হওয়া দূরের কথা। অতএব, আলাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই আনুষ আঘাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বুখারী বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমাদের আয়ত তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবারে ক্রিয়া আয়ত করলেন : আপনিও কি তন্মুক্ত ? তিনি বললেন : হ্যা, আমিও আমার আমল ধারা জামাত জাত করতে পারি না—আলাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুকল্প হলেই জাত করতে পারি।—(মাযহারী)

مَنْ أَصَابَ مِنْ مُؤْنَيَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا
فِي كِتَابٍ قَبْلِ أَنْ تُبَرَّأَهَا إِنَّ اللَّهَ بِيَسِيرٍ ۚ
إِنَّكُمْ لَا تَنْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرُحُوا بِمَا أَتَكُمْ ۖ
وَاللَّهُ لَا يُعِيبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَهُوَ بِرِّ الْذِينَ يَنْجَلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْعِدْلِ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ

الغَرْبِيُّ الْعَمِيدُ ⑥

(২২) পৃথিবীতে অথবা বাতিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না ; কিন্তু তো জগৎ সুলিলের পূর্বেই কিভাবে লিপিবদ্ধ আছে। মিচর এটা আলাহ্‌র পক্ষে সহজ। (২৩) এটা এজন্য বলা হল, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্য দৃঢ়শিত না হও এবং তিনি তোমা-দেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লিঙ্ক না হও। আলাহ্‌ কোন উচ্ছিত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আলাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পৃথিবীতে এবং বাতিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না, কিন্তু তা (সবই) এক কিভাবে (অর্থাৎ জগৎ মাহফুরে) লিপিবদ্ধ থাকে প্রাণসমূহকে সুলিল করার পূর্বেই (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিপদ পূর্ব-অবধারিত)। এটা আলাহ্‌র পক্ষে সহজ কাজ। (সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তিনি লিপিবদ্ধ করে দেন। কারণ, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে ভাস্ত। এটা এজন্য বলা হল) যাতে তোমরা যা হারাও (দ্বায়, সত্ত্বান-সত্ত্বতি অথবা ধনসম্পদ), তজ্জন্য (অতটুকু) দৃঢ়শিত না হও, (যা আলাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেশণে ও পরাকালের কাজে মশক্ত হওয়ার পথে বাধা হয়ে যাব। নতুনা স্বাভাবিক দৃঢ়শ করলে কোন ক্ষতি নেই) এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, (সে সম্পর্কেও আলাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় দিয়েছেন মনে করে) তজ্জন্য উল্লিঙ্ক না হও (কারণ, যার বাতি অধিকার আছে, সে-ই উল্লিঙ্ক হতে পারে। এখানে তো আলাহ্ নিজ ইচ্ছায় ও নির্দেশে দিয়েছেন। কাজেই উল্লিঙ্ক হওয়ার কোন অধিকার নেই)। আলাহ্ কোন উচ্ছিত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (অভ্যন্তরীণ শুণাবলীর কারণে অহংকার অর্থে

ক্ষতিহাত । শব্দ এবং বাহ্যিক ধনসম্পদ, পদ ইত্যাদির কারণের অহংকার অর্থে প্রায়ই **فَطَر** শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতঃপর কৃপণতার মিলা করা হচ্ছে :) যারা (দুনিয়ার মোহে) নিজেরাও (আলাহ্‌র পছন্দনীয় থাতে ব্যয় করতে) কৃপণতা করে (যদিও খেয়াল-শুশী ও পাপ কাজে ব্যয় করতে মৃত্যুহস্ত থাকে) এবং (এই পাপও করে যে) অপরকে কৃপণতার আদেশ দেয়। (**الذِي** —ব্যাকরণিক কায়দায় **لِهِ** , কিন্তু এর উচ্চেশ্য ও ক্রম নয় যে, ধাতির আদেশ সবগুলো কাজের সাথে সম্পর্কমুক্ত। বরং প্রত্যেকটি যদি অভাবের জন্য ধাতির আদেশ উচ্চারিত হয়েছে এবং ইতিঃ করা হয়েছে যে, দুনিয়ার মোহ এমন যে, এর সাথে অধিকাংশ যদি অভাবের সমাবেশ ছাটেই যাব—অহংকার, গর্ব, কৃপণতা ইত্যাদি) যে বাতি (সত্য ধর্ম থেকে, যার এক শাখা আলাহ্‌র পথে ব্যয় করা) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আলাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি করে না। কারণ, তিনি (সকলের ইবাদত ও ধন-সম্পদ থেকে) অভাবমুক্ত, (এবং যার সত্তা ও শুণাবলীতে) প্রশংসার্হ।

আনুষ্ঠানিক কাতব্য বিষয়

দু'টি পাথিব বিষয় মানুষকে আজ্ঞাহ্র স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাছিল করে দেয়। এক. সুখ-আচ্ছদ্য, যাতে লিঙ্গ হয়ে মানুষ আজ্ঞাহ্রকে জুলে যায়। এ থেকে অৰ্পণকার নির্দেশ পূর্ববর্তী আমাতসমূহে বণিত হয়েছে। দুই. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে যাবে নিরাশ ও আজ্ঞাহ্র তা'আজ্ঞার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যাব। অমেঘ আমাতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে :

مَا أَمَّا بِ مِنْ مُهِبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي آنفِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ

قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا—অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে

বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিভাবে অর্থাৎ মওহে-মাহসুয়ে জগৎ স্তুল্যের পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ হলে দুভিক, ভূমিকম্প, ফসফাহানি, বালিজে ঘাটাতি, ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বঙ্গ-বাঙাবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ হলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لَكَبَلَّا تَسْوَى عَلَى مَا فَاقْدَمْ وَلَا تَغْرُبُوا بِمَا أَنْتُمْ—আমাতের উদ্দেশ্য

এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আজ্ঞাহ্র তা'আজ্ঞা মওহে মাহসুয়ে মানুষের জগ্নের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালম্বন অবহা নিয়ে বেশী চিন্তাভাবমা না কর। দুনিয়ার কল্ট ও বিপদাপদ তেজন আক্ষেপ ও পরিভাষের বিষয় নয় এবং সুখ-আচ্ছদ্য এবং অর্থসম্পদ তেজন উল্লিখিত ও যত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশশুল হয়ে তোমরা আজ্ঞাহ্র স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাছিল হয়ে যাবে।

হমরত আবদুজ্জাহ ইবনে আবাস (রা) বলেন : প্রত্যেক মানুষ স্তুতাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরকার ও সওঘাব আর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে ক্রতৃত হয়ে পুরকার ও সওঘাব হাসিল করতে হবে।—(রহম-মা'আনী)

পূরববর্তী আঘাতে সুখ ও ধনসম্পদের কারণে উচ্ছত ও অহংকারীদের নিষ্পা করা হয়েছে : وَإِنَّمَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ—অর্থাৎ আজ্ঞাহ্র উচ্ছত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নিষ্পামত পেরে যাবা অহংকার করে, তারা আজ্ঞাহ্র কাছে ঘৃণার্থ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও

গণিতামদশী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আজ্ঞাহীর পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

**لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْبَيِّنَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقُسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ يَجِدُونَ
شَدِيدًا وَمَنَافِعً لِلنَّاسِ فَلِيَعْلَمُ كُمَّا هُنَّ مِنْ يَنْصُرُهُ وَرُسْلَهُ
بِالْغَيْبِ ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ ۖ**

(২৫) আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট বিদ্যুনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিভাব ও ন্যায়নীতি, যাতে যানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি ন্যায় করেছি তৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রূপশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আজ্ঞাহ জেনে নেবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আজ্ঞাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (এই পরাক্রান্ত সংশোধনের জন্য) আমার রসূলগণকে স্পষ্ট বিধানাবলীসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিভাব ও (এতে বিশেষভাবে ন্যায়নীতি যা বাস্তব হকের ব্যাপারে) ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ধাকে (এতে ব্রহ্মতা ও বাহুল্য বর্জিত সমস্ত শরীরত অঙ্গৃত আছে)। আমি তৌহ স্থিত করেছি, যাতে আছে প্রচণ্ড রূপশক্তি (যাতে এর ক্ষেত্রে ব্যবহারণ কিন্তু ধাকে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বজ হয়ে যায়) এবং (এছাড়া) মানুষের বহুবিধ উপকার। (সেমতে অধিকাংশ মন্ত্রগাতি তৌহনিয়িত হয়ে ধাকে। আরও এজন্য তৌহ স্থিত করা হয়েছে) যাতে আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নেব (তাঁকে) না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) সাহায্য করে। (কেননা, তৌহ জিহাদেও কাজে আসে। এটা জোহার পারমৌকিক উপকার। জিহাদের নির্দেশ এজন্য নয় যে, তিনি এর মুখাপেক্ষী। কেননা) আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা (নিজে) শক্তিধর পরাক্রমশালী (বরং তোমাদের সওয়াবের জন্য এই নির্দেশ)।

আনুবাদিক কান্তব্য বিষয়

এশী কিভাব ও পরিসরের প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য আনুবকে নায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা; **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ**

وَأَمْهِرًا نَّلِقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْعَدْيَدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

শব্দের আঙিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে, যেমন তক্ষসীরের সাম্র-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য মো'জেহা এবং রিসালতের সুস্পষ্ট প্রয়াণাদিও হতে পারে।—(ইবনে কাসীর) গরবতী বাক্যে কিতাব নামিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যত শেষোভূত তক্ষসীরের সমর্থক। অর্থাৎ **বেনান** বলে মো'জেহা ও প্রয়াণাদি বোবানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্য কিতাব নামিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মীয়ান' নামিল করারও উল্লেখ আছে। মীয়ানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত। প্রচলিত দাঁড়িগাজা ছাড়া বিভিন্ন বন্ত ওজন করার জন্য নবাবিকৃত বিভিন্ন ঘন্টপাতি ও 'মীয়ান'-এর অর্থে নামিল আছে; যেখন আজকাম আলো, উত্তাপ ইত্যাদি পরিমাপযন্ত প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ম্যান মীয়ানের বেলায়ও নামিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নামিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত পৌছা সুবিদিত। কিন্তু মীয়ান নামিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তক্ষসীরে ঝাহল-মা'আনী, মায়হারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীয়ান নামিল করার মানে দাঁড়িগাজার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নামিল করা। কুর্রতুবী বলেন: প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নামিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িগাজা ছাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের বাক্য-পর্জতিতে এর নবীর বিদ্যবান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরাপ:

أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ وَفَعَلْنَا الْمِيزَانَ অর্থাৎ আমি কিতাব নামিল করেছি ও দাঁড়িগাজা উত্তাপ করেছি।

সুরা আর-রহমানের **وَالسَّمَاءُ رَفِعَهَا وَوَفَعَ الْمِيزَانَ** আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে **أَنْزَلْنَا** শব্দের সাথে **وَفَعَ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন রোগয়ারেতে আছে যে, নৃহ (আ)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িগাজা নামিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যে ওজন করে দায়িদেনা গৃহ করতে হবে।

কিতাব ও মীয়ানের পর তোহ নামিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নামিল করার মানে স্থলিট করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে চতুর্পাদ জন্মদের বেলায়ও নামিল

করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুর্পদ জন্ম আসমান থেকে নাযিল হয় না—পৃথিবীতে জন্মাত করে। সেখানেও স্টিট করার অর্থ বোবানো হয়েছে। তবে স্টিট করাকে নাযিল করা শব্দে বাস্তু করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, স্টিটের বহু পূর্বেই মণ্ডে মাহফুয়ে লিখিত ছিল—এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ—(রহম মা'আনী)।

আয়াতে মৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এর ফলে শর্কুদের মনে ভৌতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধাদেরকে আজ্ঞাহ্র বিধান ও ন্যায়-নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। দুই. এতে আজ্ঞাহ্র তা'আলা মানুষের জন্য বহুবিধ ক্লান্য মিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকবজ্ঞা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ডিবিয়াতে হবে, সবগুলোর মধ্যে মৌহের ভূযিকা সর্বাধিক। মৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রশিক্ষণযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পরাগমূল ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঙ্গিপালা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **لِهُنَّا مُّلْقَطٌ مِّنَ النَّاسِ** অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর মৌহ স্টিট করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পরগন্থরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রয়াণাদি দেন এবং শারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরেকালের শাস্তির ভয় দেখান। ‘মীয়ান’ ইনসাফের সৌম্য বাস্তু করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে সাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কাহেম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা মৌহ ও তরবারির কাজ, বা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিতাব ও মীয়ানকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে। কিতাব থেকে দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হুস-রজির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীয়ান স্বারা অপরের দেনা-পাওনার অংশ নির্ধারিত হয়। এই বন্ধবর নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে মৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকরে মৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃত-পক্ষে চিন্তাধারার লাগন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরক থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্য বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধার লাগন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَأَوْلَىٰ مَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرَةٍ وَرَسْلَةٍ بِالْغَيْبِ

آیہ ۲۹۷ اے ای کاکے اکٹھی طہری کاکوں ساتھ سیمپل کرناں جنمی بیانیات ہوئے، آیہ ۲۹۸—**لَهُنَّفُورُمْ** آیا تاریخیں اے ہے، آیہ گلہ سُلٹی کر لیتی، یادی پڑھنے پر آنے ڈیتی سکھاں ہے، مانوں کے ہارے ہارا پیر کا جے ٹپکھت ہے اور آئینگٹڈاں کے ڈیا ہیکڈاں کے آیا ہے، جنے نہ کے ہوئے سبھارا جہاں آیا ہے، وہ ڈیاں رسمیں کچھ کے ساتھ ہے اور خرمیں جنمی جیہاں کر رہے ہیں۔ آئینگٹڈاں کے بیانیات کا رام پر اے ہے، آیا ہے، تا' آیا بیانیات کیمپنگٹڈاں کے ساتھ کچھ پورے ہیں آئنے، کیجیے مانوں کا جہ کرناں پر آیا آیا جانانیا جیہیت ہے، اے ای کاٹی آئینگٹ پر کاکاں لاؤ کر دے!

**وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذِرَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ
وَالْكِتَبَ فَيَنْهُمْ مُهَمَّتَهُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيُنَقُّونَ ۚ ثُمَّ قَفَنَا
عَلَىٰ أَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَرْيَمَ وَقَاتَلَنَا إِلَّا نُعْنِي
هُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً
إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِتَغْفِيرٍ رِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
رِعَايَتِهَا، فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَيُنَقُّونَ ۖ بِيَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمُ
كَيْفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَشُوَّنَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ لَعَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَبَ إِلَّا يَقْبِرُونَ عَلَىٰ شَنِي
فِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ**

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۖ

(۲۶) آیہ نوہ ۲۶ ایکرائیاں کے رسمیں کچھ پر کر لیتی اے ای کاٹدے ایک دیگر ایک دیگر مادھے نکھلیتی و کیتاں ایکھاں ہے، ایک دیگر کاٹدے کاٹک سخت پخت ہوئے

এবং অধিকাংশই হয়েছে পাগাটাবী। (২৭) অতঃপর আবি তাদের সম্ভাতে প্রেরণ করেছি আমার রসুলমসজিদকে এবং তাদের অনুসারী করেছি অরিয়াম-তনুর মৈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইজীল। আবি তার অনুসারীদের অভ্যর্থনা প্রাপ্ত করেছি বন্ধনো ও দস্তা। আবি বৈরাগ্য, সে তো তারা বিজেবাই উত্তোলন করেছে; আবি এটা তাদের উপর ফরম করিবি; কিন্তু তারা আজ্ঞাহৃত সম্মিলিত সাতের জন্য এটা অবসরণ করেছে। অতঃপর তারা অবাস্থাকাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আবি তাদেরকে তাদের পাপ পূরণকার দিয়েছি। আবি তাদের অধিকাংশই পাগাটাবী। (২৮) হে সুবিনগশ, তোমরা আজ্ঞাহৃকে তর কর এবং তোর রসুলের প্রতি বিশ্বাস প্রাপ্ত কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের বিভিন্ন অংশ তোমাদেরকে দেবেন, তোমাদেরকে দেবেন জোতি, যার সাহার্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আজ্ঞাহৃ ক্ষমাবীরা, দস্তামহ। (২৯) যাতে কিভাবধারীরা জানে যে, আজ্ঞাহৃর সামাজ্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দস্তা আজ্ঞাহৃই হাতে, তিনি যাকে হৈছা, তা দান করেন। আজ্ঞাহ মহা অনুগ্রহশীল।

संक्षीप्त शब्द-शास्त्र

আমি (যানুষের এই পর্যবেক্ষণ সংশোধনের জন্মই) নৃহ ও ইবরাহীম (আ)-কে রাসুল-রূপে প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদের বৎসরগ্রহণের মধ্যে মনুষ্যত ও কিভাবে অব্যাহত রয়েছে (অর্থাৎ তাদের বৎসরগ্রহণের মধ্যেও কভরকে পরমপূর্ণ এবং কভরকে কিভাব-ধারী করেছি)। অতঃপর (যাদের কাছে পরমপূর্ণ আগমন করেছেন) তাদের কভর সহ সহ শ্রান্ত হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই পাগাচারী। [উপরোক্ত পরমপূর্ণগুণ স্বতন্ত্র শরীরাত্মের অধিকারী হিসেবে। শৌদের মধ্যে কেউ কেউ কিভাবধারীও হিসেবে, যেমন নৃহ ও ইবরাহীম (আ) উভয়ের বৎসরের মধ্যে মুসা (আ) কেউ কেউ কিভাবধারী হিসেবে না; কিন্তু তাদের শরীরাত্ম স্বতন্ত্র হিল; যেখন হৃদ ও সামেহ (আ) শোটকথা, স্বতন্ত্র শরীরাত্মের অধিকারী অনেক পরমপূর্ণ প্রেরণ করেছি]। অতঃপর তাদের পশ্চাতে আরও রাসুলগণকে (যারা স্বতন্ত্র শরীরাত্মের অধিকারী হিসেবে না) একের পর এক প্রেরণ করেছি [যেমন মুসা (আ)-র পর তওরাতের বিধানবালী প্রয়োগ করার জন্য অনেক পরমপূর্ণ আগমন করেন] এবং তাদের অনুগামী করেছি (একজন স্বতন্ত্র শরীরাত্মধারী পরমপূর্ণকে; অর্থাৎ) মরিয়ম-তনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছি ইঙ্গিল। (তার উল্লিখে দুই প্রকার লোক হিল — তার অনুগামী ও তাকে প্রত্যাখ্যানকারী)। যারা অনুসরণ করেছিল (অর্থাৎ প্রথম প্রকার আমি তাদের অন্তরে (পারম্পরিক) রেহ ও অবতা (যা প্রশংসনীয় শুণ) স্থলিত করে দিয়েছি)

শরীরতে জিহাদ হিল না বলে এর বিপরীতে **شَدَّادٌ عَلَى الْكُفَّارِ** । উদ্দেশ করা হয়নি।
যোটকথা যেহ-ময়তাই তাদের মধ্যে প্রবল হিল। আবি তাদেরকে কেবল বিধানাবজি

পাইন করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু অনুসারীদের কেউ কেউ এমন ছিল যে) তারা নিজেরাই সম্মাসবাদ উচ্চাবন করেছে। [বিবাহ এবং বৈধ ডোগ-বিলাস ও শৈথিলা ভ্যাগ কল্পাই ছিল তাদের সম্মাসবাদের সারাবর্ষ। এটা উচ্চাবনের কারণ ছিল এই যে, ঈসা (আ)-র পর এখন খুল্টানন্দা আজ্ঞাহ্র বিধানাবলী পাইনে শৈথিলা প্রদর্শন করতে থাকে, তখন বিশুসংখ্যক সভাপরাম্প মোক নির্ভরে সভ্য প্রকাশ করত। এটা প্রতিপুজারীদের সহ করার কথা ছিল না। তাই তারা বাসলাহ্র কাছে অনুরোধ করল যে, এদেরকে আয়াদের মতোবলৌ হতে বাধ্য করা হোক। অতঃপর সভাপরাম্প মোকদ্দের উপর চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা সম্মাসবাদ অবস্থান করতে বাধ্য হল এবং সবার সাথে সম্পর্কজন্ম করে নির্ভর প্রকোষ্ঠে বাসে অধ্যা ত্রমণ ও পর্মাণে ঝীৰন অতিবাহিত করতে থাকে।—(দুর্গে-মনসুর) এখানে তাই উরেখ করা হয়েছে যে, তারা সম্মাসবাদ উচ্চাবন করে]। আমি তাদের উপর এটা ফরয় করিমি, কিন্তু তারা আজ্ঞাহ্র সত্ত্বিট জানতের জন্য (ধর্মের হিকায়তের জন্য) এটা অববাসন করেছে। অতঃপর তারা (অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই)। তা (অর্থাৎ সম্মাসবাদ) যথাযথভাবে পাইন করেনি। [অর্থাৎ আজ্ঞাহ্র সত্ত্বিট অর্জনের উচ্চল্পে তারা এটা অববাসন করেছিল কিন্তু এই উচ্চল্পের প্রতি তেমন ব্যর্থান হয়ে এবং বিধানাবলী পাইন করেনি—কেবল মৃশ্যত সম্মাসবাদ প্রকাশ করেছে। এখানে সম্মাসীজা সুই দলে বিজ্ঞত হয়ে আছে। বিধানাবলী যথাযথ পাইনকালী ও বিধানাবলীতে শৈথিলাকালী। তাদের যথে যারা রসু-জুলুহ্র (সা)-র সমসাময়িক ছিল, তাদের জন্য রসু-জুলুহ্র (সা)-র প্রতি বিদ্বাস হাপন করাও বিধানাবলী পাইনের একটি শর্ত ছিল। তার বিধানাবলী পাইন করেছে। আর যারা এই শর্ত পাইন করেনি, তারা যথাযথভাবে বিধানাবলী পাইনকালীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েনি]। তাদের যথে যারা [রসু-জুলুহ্র (সা)-র প্রতি] বিদ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের (প্রাপ্ত) পুরুকার দিয়েছি (কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম) এবং তাদের অধিকাংশ ছিল পাগাচারী। [তারা রসু-জুলুহ্র (সা)-র প্রতি বিদ্বাস হাপন করেনি। যেহেতু অধিকাংশই অবিদ্বাসী ছিল।

তাই **فَمَا رَأَوْا مِنْهُمْ** বাবে যথাযথ পাইন না করার বিহৱাটি সবার সাথে সম্পর্কসূত্র করা হয়েছে। অর্থসংখ্যক যারা বিদ্বাসী ছিল, তাদের কথা আজ্ঞাতের পেছে **مَا أَذِنْتُ**

مَلِوًا مِنْهُمْ। বাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত খুল্টানদের যথে বিদ্বাসী ও অবিদ্বাসী সুই শ্রেণীরাই উরেখ করা হল। অতঃপর বিদ্বাসীদের সম্পর্কে জানা হচ্ছে :) যে [ঈসা (আ)-এ বিদ্বাসী] মুমিনগণ, তোমরা আজ্ঞাহ্রকে তর কর এবং (এই তরের দাবী অনুযায়ী) তাঁর রসু (সা)-এর প্রতি বিদ্বাস হাপন কর। তিনি দীর্ঘ অনুশ্রান্ত বিশ্বণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন (বেশন সুরা কাসাস আছে, **أَوْ لَئِكَ يُرْقَنْ لَجْرَهُ مِنْ تَهْ**) এবং) তোমাদেরকে এমন জোড়াতি দেবেন, যার সাহাবো তোমরা চলাকেরা করবে। (অর্থাৎ এমন সৈয়দান দেবেন বা এখান থেকে পুজিয়াত পর্যন্ত সাথে থাকবে)। এবং তোমাদেরকে করা

করবেন। (কারণ, ইসলাম প্রথম করলে কাফির থাকা কালীন সব গোনাহ মাফ হয়ে যাব) আজ্ঞাহ ক্ষমাশীল, দয়ামূল। (এসব ধন তোয়াদেরকে এজনা দেবেন) যাতে (কিমায়তের দিন) কিতাবধারীরা জেনে নেব যে, আজ্ঞাহ সামান্যতম অনুপ্রাহের উপর ও (রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যক্তিত) তাদের কোন ক্ষতা নেই, (এবং আরও জেনে নেব যে) দয়া আজ্ঞাহ র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন (সেমতে তিনি সুস্লমানদেরকে দান করেছেন)। আজ্ঞাহ মহা অনুপ্রাহশীল। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অহমিকা হেম চূর্ণ হয়ে যাব)। তারা বর্তমান অবস্থাতেও নিজেদেরকে আজ্ঞাহ করা ও দয়ার পাই মনে করে।

আনুমতিক কাত্ত বিষয়

সুর্ববর্তী আজ্ঞাতসম্মুহে পার্থিব হিলারত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরমপূর্ব প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিভাব ও কীভাব অবতৃপ্ত সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হিল। আলোচ্য আজ্ঞাতসম্মুহে তাঁদের অধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পরম্পরায়ের বিষয়ে আলোচনা করা হলে। প্রথমে বিভীষণ আদর হবরত নূহ (আ)-র এবং পরে পরম্পরাগপের কাজাতোজন ও মানববন্ধনীর ইয়াম হস্তরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তবিবায়তে এত পরম্পরার ও ঐশ্বি কিভাব দুনিয়াতে আগবন্ধ করবে, জুন্দা সব এন্দেরই বৎসরের যথা থেকে হবে। অর্থাৎ নূহ (আ)-র সেই শাক্তকে এই সৌবিব অর্জনের জন্য নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে হস্তরত ইবরাহীম (আ) অবগত হয়েছেন। এ কারণেই পরম্পরাকালে এত পরম্পরার প্রেরণ হয়েছেন এবং এত কিভাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁদ্বা সব হিজেন হস্তরত ইবরাহীম (আ)-এর বৎসরে।

এই বিশেষ আলোচনার পর পরম্পরাগপের সমষ্ট পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাকে বাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : **أَنِّي رَحِيمٌ مُّرْسِلٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قَرِيبٌ** অর্থাৎ এরপর তাঁদের পদচালে একের পর এক আর্থ আবার পরম্পরাগপকে প্রেরণ করেছি। পরিপোষে নিলেক্ষণ্যে বনী ইসরাইলের সর্বশেষ পরম্পরার হস্তরত ঈস্যা (আ)-র উল্লেখ করে দেয় নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর শরীরত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হস্তরত ঈস্যা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ কথ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **وَجَعَلْنَا**

فِي قَلْبِ الْذِينَ تَبَعَّدُوا رَأْيَهُ وَرَحْمَةً —অর্থাৎ সারা হস্তরত ঈস্যা (আ) অধ্য ইজীজের অনুসরণ করেছে, আরি তাদের অন্তরে মেহ ও দয়া সৃষ্টি করে নিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও কল্পনাশীল কিংবা সমষ্ট মানববন্ধনীর প্রতি তারা অনুপ্রাহশীল। **وَحَمْتُ وَرَأْتُ** পদচালকে সমার্থবোধক হন করা হয়। এখানে তিম্বুরী করে উল্লেখ করার কেউ কেউ বলেন : **قِيلَ**। এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাহিতে এতে যেন আতিদয়া হয়েছে। কেউ কেউ কলেন : **كَانَ**। এতি দয়া কলার দুটি অক্ষয়সত্ত

ক্ষয়ক্ষণ থাকে। এক. সে কল্পে পতিত থাকলে তার কল্প দূর করে দেওয়া। একে ৪৬। বলা হয়। দুই. কোন বক্তৃ প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে ৪৭। বলা হয়। যোটিকথা ৪৮। এর সমর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং এর সমর্ক উপর্যুক্ত অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অধ্যাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই সমস্যাটি একজনে ব্যবহৃত হলে ৪৯।-কে অগ্র আনা হয়।

এখানে হব্রাত ইসা (আ)-র সাহাবী তখা হাওয়ারীগণের সুষ্ঠি বিশেষ উৎ ও ৫০। ৫১। উরেখ করা হয়েছে, যেমন রসুলুল্লাহ (সা)-র সাহাবায়ে কিরামের কয়েকটি বিশেষ উৎ সুন্না কান্তুহ-এর অধো বর্ণনা করা হয়েছে। তারধ্যে একটি হচ্ছে ৫২।
وَحِمَاءُ بِيُونْتِهِمْ

বিস্ত এর আগে সাহাবায়ে কিরামের আরও একটি বিশেষ উৎ ৫৩। ও অধিত হয়েছে; অর্থাৎ তাঁরা কান্তিকাদের প্রতি বক্তৃকর্তৃর। পার্থক্যের ক্ষয়ক্ষণ এই যে, ইসা (আ)-র সরীয়ত কান্তিকাদের বিকলে জিহাদের বিধান হিসেব না। তাই কান্তিকাদের বিগক্ষে কর্তৃতা প্রকাশ করার কোন স্থানই সেখানে হিসেব না।

رَهْبَانِيَّةٍ—وَرَهْبَانِيَّةٍ نَّابِدٌ مُّهَاجِرًا ৫৪।-এর অর্থ যে তার করে।
শব্দটি ৫৫।-এর দিকে সম্ভবত।
হব্রাত ইসা (আ)-র পর বনী ইসরাইলের অধো পাপাচার ব্যাপককারে হঠিয়ে গড়ে। বিশেষত রাজমাহার্প ও শাসকব্রোপী ইতিমের বিধানবলীর প্রতি অকাশে বিদ্যোহ করে দেয়। বনী ইসরাইলের মধ্যে কিছুসংখ্যাক ঝাঁটি আবিষ ও সৎ কর্মপরামরণ বাস্তি হিসেব। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে মধ্যে দাঢ়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হল। যে কয়েকজন প্রাণে যেঁতে গেলেন তাঁরা দেখেন যে, মুকাবিজার শক্তি তাদের নেই, কিন্তু এদের সাথে যিজে-যিসে প্রাক্তে তাদের ধর্মও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা অতঃপ্রয়োগিত হয়ে নিজেদের জন্য জরুরী করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দেবেন, বিস্তে করবেন না, খাওয়া-পরা এবং তোগ্য বস্ত সংপ্রস্ত করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য সুহ নির্যাপে বস্তবান হবেন না, তোকালত থেকে দূর কোন অসামাজীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যায়া বস্তবাদের ন্যায় ভয়ন ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দেবেন, যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আলাহ-র উপরে এই কর্মপক্ষ অবজ্ঞন করেছিলেন, তাই তাঁরা ৫৬। অথবা ৫৭। তথা সম্মানী নামে অভিহিত হত এবং তাঁদের উত্তীর্ণ মতবাদ তথা সম্মানী নামে অ্যাপি লাভ করত।

তাদের এই অভিবাদ পরিচ্ছিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের হিকায়তের জন্য ছিল। তাই এটা শুল্ক নিষ্পন্নীয় ছিল না। তবে কোন বিষয়কে আজ্ঞাহুর জন্ম নিজে-দের উপর অপরিহার্য করে নেওয়ার পর তাতে ছাঁচি ও বিকল্পাচরণ করা শুল্কর পাপ। উদ্বৃত্ত শান্ত আসলে কারণ উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন শাঁচি নিজে কোন বিকল্পকে শান্ত করে নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরীয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিকল্পাচরণ করা গোনাহ হয়ে থায়। তাদের মধ্যে কতক জোক সম্যাসবাদের মামের আভালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ-বিলাসে মত হয়ে গড়ে। কেমনা, জনসাধারণ তাদের শক্ত হয়ে থায় এবং হাদিয়া ও মহর-নিয়মের আপদন করতে থাকে। তাদের চারপাশে আনুষের ভৌত অয়ে উঠে। কলে বেহারাগনা ও মাথাচাঢ়া দিয়ে উঠে।

আরোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিঘ্রহেই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ-বিলাস বিসর্জন দেওয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল—আজ্ঞাহুর পক্ষ থেকে করব করা হয়নি। এযত্বাবহায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমত পালন করতে পারেন।

তাদের এই কর্মসূচী শুল্ক নিষ্পন্নীয় ছিল না। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে অসউদ (রা)-র হাদীস এর পক্ষে সাক্ষাৎ দের। ইবনে কাসীর বলিত এই হাদীসে রসূলুল্লাহ (রা) বলেন : বনী ইসরাইল বাহুতর দলে বিজিত হকে পড়েছিল। তাদের মধ্যে আজ তিনটি দল আয়াব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হয়রত ইসা (আ)-র পর আভাচারী রাজন্যবর্গ ও ঈশ্বর্ষশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে কখনে দাঁড়ায়, সত্ত্বের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অন্ত শক্তির মুক্তি-বিলাস পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দণ্ডযাত্রা হয়। তাদের মুক্তিবিলাস করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপথ করে মানুষকে সত্ত্বের দাওয়াত দেয়। পরিপূর্ণে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতকক্ষে কর্তৃত ধারা চিরা হয় এবং কতকক্ষে জীবন্ত অবস্থার অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আজ্ঞাহুর সওচ্ছিট সাতের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল, তাদের জীবন্তায় আসে। তাদের মধ্যে মুক্তিবিলাসও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষ পাস ছিল না। তাই তারা জঙ্গ ও পাহাড়ের গথ বেছে নেয় এবং সম্যাসী হয়ে থায়। আজ্ঞাহুর তাঁজাগ অন্ত নৃবিনৃত আয়াতের পথ বেছে নেয় এবং সম্যাসী হয়ে থায়।

صَوْهَ مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ

আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাইলের মধ্যে ধারা সম্যাসবাদ অবজ্ঞান করে তা বরাবরতাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও শুভিংশ্রাপনদের অক্ষুর্ত।

আরোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সামগ্র্য এই যে, যে ধরনের সম্মিলবাদ প্রথমে

তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিম্ননীজ ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরীরাতের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে যথার্থভাবে পাইন করেনি। এখান থেকেই এর নিম্ননীজ ও মন্দ দিক খুল হয়। যারা পাইন করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে পিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কোরআন গোটা বনী ইসরাইল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তারা যে সর্বাঙ্গবাদকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল তা যথার্থ পাইন করেনি—

فَمَا دَعَوْهَا حَقٌّ وَمَا يَتَّهِي

এথেকে আরও জানা গেল যে, **بِدْعَتٍ شَكَّرٍ** খেকে উত্তৃত হয়েও এ হলো এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ উত্তোলন করা। এখানে পারিভাষিক বিদ্যাত বোঝানো হচ্ছিল, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে **كُلْ بَدْعَتٍ شَكَّرٍ** কল বড় অর্থাৎ প্রতোক বিদ্যাতেই পথচারিতা।

কোরআন পাইনের বর্ণনাত্ত্বিক প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ঝুঁটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাকের প্রতিটী লক্ষ্য করুন :

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الْذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

এখানে আজ্ঞাহ তা'জালা খৌর নিয়োগিত প্রকাশ করার জাগরার বলেছেন : আমি তাদের অন্তরে মেহ, দয়া ও সম্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এথেকে বোঝা যায় যে, মেহ ও দয়া যেমন নিম্ননীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সম্যাসবাদও সন্তাগতভাবে নিম্ননীয় ছিল না। নতুনা একে মেহ ও দয়ার সাথে উজ্জেব করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সম্যাসবাদকে সর্বাবহার দৃশ্যীয় মনে করেন, তাদেরকে এ হলো বাকের সাথে

وَبِدْعَتٍ

শক্কাটির সংযুক্তির ব্যাপারে অন্যব্যাক ব্যাকরণিক হেরফেরের আজ্ঞা নিয়ে হচ্ছে। তারা বলেন যে, এখানে **وَبِدْعَتٍ** শব্দের আগে **بِدْعَتٍ شَكَّرٍ** বাক্সাটি উহা আছে। ইমাম কুরআনী তাই বলেছেন। কিন্তু উপরোক্ত তক্ষসীর অনুবাদী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কোরআন পাই তাদের এই উত্তোলনের কোনরূপ বিরোপ সমাজোচনা করেনি ; বরং সমাজোচনা এ হিসেবের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উত্তোলিত এই সম্যাসবাদ যথার্থ পাইন করেনি। এটাও **بِدْعَاع**। শক্কাটির আভিধানিক অর্থে নিয়েই সন্তুষ্পন্ন। পারিভাষিক অর্থে হলো কোরআন বরং এর বিরোপ সমাজোচনা করাত। কেননা, পারিভাষিক বিদ্যাতেও একটি পথচারিতা।

হয়তু আবদুল্লাহ ইবনে অসলেন (রা)-এর পুর্বেতু হাদীসেও সম্যাসবাদ অবলম্বন-কর্তৃ দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল-গণ করা হচ্ছে। তারাজামি পারিভাষিক বিদ্যাতের অপরাধে অপরাধী হত, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়—পথচারিতদের মধ্যে গণ্য হত।

સભ્યાસવાદ સર્વાખૂબાઈ કિ વિનિષ્પત્તી ઓ અનેથે : વિનુદ કથા એહી યે, **رَبِّنَا لَمْ أَنْتَ مُوَلَّا طَهِيْأَتٍ** અને સાહેબનું અર્થ હજે ડોગ-વિધાસ વિસર્જન ઓ અનેથે કાજ-કર્મ વર્જન । એર કરેનીટી તરફ આહે । એક. કોન અનુમોદિત ઓ હાર્દાં બસુકે વિશ્વાસપદ્ધતાવે અથવા કાર્યત હાર્દાં સાચાનું કરના । એહી અર્થે સભ્યાસવાદ નિશ્ચિત હાર્દાં । કારણ, એટા ધર્મેનું પરિવર્તન ઓ વિકૃતિ । કોરાઅન પાબેને **بِأَهْلِ الدِّينِ امْنُوا لَتَعْزَّزَ مَوْلَانِيْأَتٍ**

أَحْلَالِهِ لَكُمْ આરાત એવં એ ધર્મનેનું અન્યાન્ય આરાતે એ વિસર્જને નિર્બધારા ઓ અનેથતા વિનુદ હયેછે । એહી આરાતે **مُسْتَرْجِلُ** શબ્દટીએ બાજ કરેહૈ, એહી નિર્બધારા કારણ હજે આજાહુલ હાજારકુલ બસુકે વિશ્વાસપદ્ધતાવે અથવા કાર્યત હાર્દાં સાચાનું કરના, યા આજાહુલ વિધાનાબળી પરિવર્તન ઓ વિકૃત કરનાર નામાનું ।

દૂસી. અનુમોદિત કાજકર્મકે વિશ્વાસપદ્ધતાવે અથવા કાર્યત હાર્દાં સાચાનું કરેના, કિન્તુ કોન પાધીબ કિંબા હાર્દાં પ્રાર્થનાને ખાતિરે અનુમોદિત કાજ વર્જન કરે । પાધીબ પ્રાર્થનાન હેમમ કોન રોગબાધીના આશંકા કરેને કોન અનુમોદિત બસુ ડક્ટેને વિરાત થાકા એવં ધર્મીય પ્રાર્થના—સ્નેહન, પરિપાયે કોન ગોનાહે લિંગ હયે યાઓળાર આશંકાને કોન બૈધ કાજ વર્જન કરના । ડુદાહરાણત વિધાસ, પરાનિસ્સ ઇત્યાદિ ગોનાનું થેકે આભરણકાર ટુદેશો કેટું આનુશેર સાથે મેળાયેલાઈ વર્જન કરેન, કિંબા કોન કુસ્તાબેર પ્રતિકારાર્થે કિન્દુદિન સર્વત્ત કોન કોન બૈધ કાજ વર્જન કરેન તા તત્ત્વદિન અબ્યાસિત રાખા, હત્યાન કુસ્તાબ સંલૂંગ દૂર ના હયે વાર । સુફી બુરૂર્ગગણ મૂરીસકે કય આહાર, કય નિસ્તા ઓ કય મેળાયેલાર જોાર આદેશ દેન । કારણ, એટા પ્રકૃતિ બણીદૂત હયે ગેલે એવં અનેથતાય લિંગ હઓળાર આશંકા દૂર હયે ગેલે એહી સાધના ત્યાપે કરના હય । એટા પ્રકૃતપક્ષે સભ્યાસવાદ નન્ય, બરં તાક્ષણા યા ધર્મગરાયણદેર કામા એવં સાહીબી, તાંબેલી ઓ ઇમામગણ થેકે પ્રયાપિત ।

ત્રિન. કોન અનેથે વિસર્જનાકે યેડાબે ધ્યાબહાર કરના સુષ્પત ધારા પ્રયાપિત આહે સેરાગ ધ્યાબહાર વર્જન કરના એવં એકેઇ સારોબાર ઓ ઉત્ત્ય ઘણે કરના । એટા એક પ્રકાર બાડ્યાબાઢિ, શા-કર્સ્તુલ્લાલ (સા)-ન અનેક હાદીસે નિર્ધિષ્ઠ । એક હાદીસે આહે **رَبِّنَا فِي إِسْلَامٍ** અર્થાં ઇસ્લામે સભ્યાસવાદ નેહિ । એટે એહી તૃતીય સ્તરેન વર્જનની બોધાનો હયેછે । બની ઇસ્રાઇલેર મધ્યે પ્રથમે વે સભ્યાસવાદેર પોડાપદ્ધતન હર, તા ધર્મેનું હિસ્તાબનું પ્રાર્થનાબે હલે વિનોદ કરેને અર્થાં તાક્ષણાર મધ્યે દાખિલ । કિન્તુ કિંતાબધારીદેર મધ્યે ધર્મેનું બ્યાપારે બથેટું બાડ્યાબાઢિ હિસ । એહી બાડ્યાબાઢિન ફજે તારા પ્રથમ તર અર્થાં આજાહુલ કરના પર્યાત સેનૈછે થાકણે તારા હાર્દાં કાજ કરેલે । આર તૃતીય તર પર્યાત પ્રેરે થાકણોઽ-એક નિષ્પન્નીય કાજેર અપરાધી હયેછે ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّمَا تَقْرَأُونَ لِمَ مِنْ كُلِّ هُنَّ مِنْ
—এই আয়াতে ইস্লাম সুরাত ইসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাসী কিডাবধারী মুমিনগণকে
১—

সহোধন করা হয়েছে। **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا** বলে কেবল মুসলিমানগণকে সহোধন
করাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহনী ও খৃষ্টানদের বেশাম ‘আহলে-কিডাব’
শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেবল, রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যবেক্ষণ
মুসা (আ) ও ইসা (আ)-র প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থৰ্থেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই
তারা **أَلَّذِينَ أَمْنَوْا** কথিত হওয়ার ঘোষ নয়। কিন্তু আজোচ্য আয়াতে এই সাধারণ

রীতিক বিপরীতে খৃষ্টানদের জন্য **أَلَّذِينَ أَمْنَوْا** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
সত্ত্বত এর অঙ্গ এই যে, পরবর্তী বাক্য তাদেরকে রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস
স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এটাই ইস্লাম সুরা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস
বিশ্বাসের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সহোধনের ঘোষ হয়ে যাবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে কিঞ্চিৎ পুরকার ও
সওচার দামের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সত্ত্বাব ইস্লাম মুসা (আ) অথবা ইসা (আ)-র
প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাদের শরীয়ত পালন করার এবং বিতীয় সওচার পেষ সবী
(সা)-র প্রতি ঈশ্বান ও তাঁর শরীয়ত পালন করার। এতে ইসলিত আছে যে, ইহনী ও
খৃষ্টানরা রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফির ছিল এবং কাফির
দের কোন ইবাদত প্রতিগোষ্ঠ নয়। কাজেই বেরা যাইছে যে, বিগত শরীয়তানুসারী তাদের
সব কাজকর্ম নিষ্ক্রিয় হয়েছে। কিন্তু আজোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফির মুসলিমান
হবে সেই তার কাফির অবস্থার কৃত সব সহ কর্ম বহাল করে দেওয়া হবে। কলে সে দুই
সওচারের অধিকারী হবে।

لَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكُنْتَابُ এখানে ॥ অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে,
উরিখিত বিধানাবলী এজন্য বর্ণনা করা হজো, যাতে কিডাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা
রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল ইসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন
করেই আজ্ঞাহ তাঁজার কৃপা জাতের ঘোষ নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা
পরিবর্তন করে এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আজ্ঞাহ কৃপা
জাতে সমর্থ হবে।

سورة المجادلة

সূরা মুজাদলা

মদিনার অবতীর : ২২ আয়াত, ৩ করু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ عَزَلَ الرَّجُلَيْنِ
 الَّذِيْنِ تَجَادَلَتِ فِي رَوْجِهِ وَكَشْتَكِيَّ إِلَى اللَّهِ
 وَاللَّهُ يَسْمِعُ كَوْاْرَكَيْنَا . إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِصَوْرَهِ ۝ أَلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ
 مِنْ نَسَائِرِهِمْ مَا هُنَّ أَمْهَرُهُمْ ۝ إِنَّ أَمْهَرَهُمْ إِلَّا مُلْكٌ وَلَدُنْهُمْ ، وَإِنَّهُمْ
 لَيَقُولُونَ مُهْكِرًا مِنَ الْقَوْلِ ۝ وَرُؤْءَاهُ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُوْغَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ
 يُظْهِرُونَ مِنْ نَسَائِرِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَخَوْفِيْرَ رَقْبَتُهُمْ
 قَبْلِ أَنْ يَعْلَمَنَا ، ذَلِكُمْ شَوَّعْطُونَ بِهِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَعْمَلَوْنَ خَيْرٍ ۝
 فَمَنْ لَهُ يَحْدُثُ فِيْيَامٍ شَهْرَيْنِ مُدْتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْلَمَنَا دَفْنَنِ
 لَمْ يَسْطِعْ وَأَطْعَامُ سَتِينَ وَسَكِينَيْنَ دَلِكَ لَمْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَلِكَ
 حَمْدَوْدَ اللَّهِ وَلِلْكُفَّارِ عَلَيْهِ إِنَّ الَّذِينَ يَحَاوِلُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 كُبَّتُهُمْ كَبَّتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِيْتَ بِدَنْتَ ۝ وَلِلْكُفَّارِ
 عَذَابٌ مُهِمِّيْنِ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَرِيْحَيْمًا فَيُنَقِّيْهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۝
أَخْطَبَهُ اللَّهُ وَسُوْهُ ۝ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

গৱাম করুণামুর ও জসীম সভাল আলাহুর নামে তুল

(৫) যে মাঝী তার বামীর বিশ্বে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আলাহুর

কাহে জড়িয়োল করেছে, আজাহ তার কথা শনেছেন। আজাহ আগন্তুদের উভয়ের কথা-বাত্তা শনেন। নিষ্ঠত আজাহ সরবিহু শনেন, সরবিহু দেখেন। (২) তাদের যথে থারা তাদের ঝীপথকে যাতা বলে ফেজে, তাদের ঝীপথকে যাতা বলে ফেজে, তাদের ঝীপথকে অসমান করেছে। তারা তো আসবাটীন ও ডিত্তিহীন কথাই বলে। নিষ্ঠত আজাহ আর্জনকারী, ঝীপালী। (৩) থারা তাদের ঝীপথকে যাতা বলে ফেজে, অতঃপর নিজেদের উভি প্রচাহার করে, তাদের কাঙ্কশা এই। একে অপরকে স্বর্ণ করার পূর্বে একটি সাজকে সুতি দেয়ে। এই তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। আজাহ অবর ঝীপথেন তোয়ারা বা কর। (৪) থার ও আর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্বর্ণ করার পূর্বে একাগ্নিমে সুই আস রোজা রাখবে। যে এতেও অক্ষয়, সে বাটুজন খিলকীলকে আহ্বান করবে। এটা এজনা, যাতে তোমরা আজাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিসাম ঘৃণন কর। এগুলো আজাহ র নির্ধারিত খাতি। আর কাফিয়দের জন্য রয়েছে বজ্রগাঢ়ীক খাতি। (৫) থারা আজাহ ও তাঁর রসূলের বিবৃষ্টচৰণ করে, তারা আপদহু হয়েছে, যেহেন অপদহু হয়েছে তাদের পূর্ববচোরা। আর্য চুম্পাট আরাতসমূহ নাবিল করেছি। আর কাফিয়দের জন্য রয়েছে অপরান্তনক খাতি। (৬) সেদিন সমরণীয়, যেদিন আজাহ তাদের সকলকে পুনরাবৃত্ত করবেন, অতঃপর তাদেরকে আনিবে দেবেন, বা তারা করব। আজাহ তার হিসাব দেবেছেন, আর তারা তা ফুলে পেছে। আজাহ সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তু।

অবতরণের ছেতু : একটি বিশেষ ঘটনা এই সুরার প্রাথমিক কয়েকটি আজ্ঞাত অবতরণের ছেতু। হস্তান্ত আউস ইবনে সাযেত (রা) একবার তাঁর স্তু খাওলাকে বলে দিলেন : **أَنْتَ عَلَىٰ كَفْهِرَ أَمِي** অর্থাৎ ভূমি আমার পক্ষে আমার যাতার পৃষ্ঠদেশের মাঝ ; যানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্সাতি চিরতরে হারাম করার জন্য ঝৌকে বলা হত, যা চৃত্তান্ত তাজাক অপেক্ষাও কর্তৃতর। এই ঘটনার পর হস্তান্ত খাওলা (রা) পরীক্ষিতসম্মত বিধান আনার জন্য রসূলুল্লাহ (সা)-র কাহে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচারিত খৌতি অনুশাস্তি খাওলাকে বলে দিলেন : **مَا أَرَأَى إِلَّا قَدْ حَرَّ مِنْ عَلَيْهِ**

অর্থাৎ আমার মতে ভূমি তোমার আবীর জন্য হারাম হয়ে গেছে। খাওলা একধা কুনে বিলাপি শুরু করে দিলেন এবং বললেন : অর্যি আমার হৌবন তার কামহ নিয়ন্ত্রণ করেছি। এখন বার্ষিকে সে আমার সাথে এই বাবহয় করব। আর্যি কোথায় যাব ? আমার ও আমার বাল্লাদের ভৱণ-পোষ্য কিম্বাপে হবে। এক মেওয়ায়েতে খাওলাৰ এ উত্তিন্ত ঘণ্টা আছে : **مَا نَفْرَطْ لِلْفَلَقِ** অর্থাৎ আমার আবী তো তাজাক উচ্চারণ করোমি। এমতা-বছাৰ তাজাক কিম্বাপে হয়ে গেল ? অনা এক মেওয়ায়েতে আছে, খাওলা আজাহ তা আজার কাহে করিয়াদ করলেন : **اللَّهُمَّ أَنْسِكْنَا لِلْوَكِ** অর্থাৎ আজাহ ! আর্যি তোমার কামহ অভিযোগ করছি। এক মেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ (সা) খাওলাকে একধা বললেন :

مَا صرَتْ فِي شَانِكْ بَشْئَى حَتَّى أَذْانٍ অর্থাৎ তোমার মাস'আলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবজীর্ণ হয়েনি (এসব রেওয়ারেতে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হচ্ছে পারে)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরাতসমূহ অবজীর্ণ হয়েছে। —(দুরুর-মনসুর, ইবনে কাসীর) ফিকহৰ পরিভাষার এই বিশেষ মাস'আলাটিকে 'জিহার' বলা হয়। এই সুরার প্রাথমিক আয়তসমূহে জিহারের শরীরসম্পর্ক বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আরাহত তা'আলা হস্তরু খণ্ডো (রা)-র ফরিয়াদ ওনে তার জন্য তার সমস্যা সহজ করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আরাহত তা'আলা কোরআন পাকে এসব আয়ত নাহিল করেছেন। তাই সাহাবারে কিরাব এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিম খনীকা হস্তরু গুরুত ফারুক (রা) একদল লোকের সাথে গমনরু হিলেন। পথিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দশুরিয়ান হলে তিনি সাড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বলল : আপনি এই হৃষ্কার খাতিরে এক্তব্য দরকার পথে আটকিয়ে রাখলেন। খনীকা বললেন : আন ইনি কেই এসেই মহিলা, দার কথা আরাহত তা'আলা সংক্ষেপে আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব আমি কি তাঁর কথা এতিয়ে বেতে পারি? আরাহতৰ কসম, তিনি যদি ক্ষেত্রায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাজি পর্যন্ত তাঁর সাথে এখানেই দীড়িয়ে থাকিবাম।—(ইবনে কাসীর)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে মারী তার দ্বারা সম্পর্কে আপনার সাথে বাদামুবাদ করছিল (এবং বলছিল : **مَا ذُكِرْ طَلْقًا** অর্থাৎ সে তো তাজাক উচ্চারণ করেনি। অতএব আমি কিরাপে হারাব হয়ে পেলাম ?) এবং (মিজের দুঃখ ও কল্পনের জন্য) আরাহতৰ কাছে ফরিয়াদ করেছিল (এবং বলছিল : **اللَّهُمَّ انْهِيْ أَلْهِيْ**) আরাহত তার কথা শুনেছেন। আরাহত আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। নিচের আরাহত সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (অতএব তার কথা শুনবেন না কেন ? 'আরাহত অনেকেন' কথার উদ্দেশ্য) এই মারীর দুঃখ-কল্প দূর করা এবং তার অক্ষয়তা মেনে নেওয়া আরাহতৰ জন্য প্রবৃথ সঞ্চালণ করা নয়। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের জীবনের সাথে জিহার করে (এবং **عَلَى كَفَلْهِ رَأْسِي** বলে দেয়) সেই জীবনের তাদের আতা নয়। তাদের যাতা বেলুন্ত তামাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। (তাই এই কথা বলার কারণে এই মহিলারা তাদের যাতা হয়ে রাখলিয়ে, চিরতরে হারাব হয়ে যাবে। চিরতরে হারাব হওয়ার অন্য কোন দক্ষীজভিত্তিক কারণও নেই। অতএব তারা চিরতরে হারাব হবে না)। তারা (অর্থাৎ যারা জীবনকে যাত্য বলে দেয়) নিঃসন্দেহে অসম্ভব ও বিষ্ণ্য কথাই বলে। (তাই পাপ অবশ্যই হবে। এই পাপের ক্ষতিপূরণ করে দিলে তা মাফও হয়ে যাবে। কেননা) আরাহত পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (অতঃপর এই ক্ষতিপূরণের কতক উপায় বর্ণনা করা হচ্ছে :) যারা তাদের জীবনের সাথে জিহার করে, অতঃপর মিজেদের উভি প্রত্যাহার করে (অর্থাৎ জী হারাব হোক এটা জান না) তাদের ক্ষমক্ষরা এই। (আমী-জী পরম্পরে) একে অপরকে

স্পৰ্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্ত করতে হবে। এটা (অর্থাৎ কান্দকারার বিধান) তোমা-দের জন্য উপদেশ হবে; (কান্দকারা আরা গোনাহ্ মার্জনা ছাড়া এই উপকারণও হাতে যে, ভবিষ্যাতের জন্য তোমরা সতর্ক হবে। আজ্ঞাহ্ তোমাদের সব ক্লিয়াকর্মের অধর পাছেন। (অর্থাৎ কান্দকারা সম্পর্কিত আদেশ তোমরা পুরোপুরি পালন কর কিনা, তা তিনি জানেন।

সুতরাং কান্দকারার রহস্য দৃষ্টি। এক পাপ মার্জনা, আর প্রতি **لِعْنَةُ مَفْرُورٍ** এ

ইরিত আছে, দুই সতর্ককরণ, যা **لِئَلَّةٌ مَفْلُوْتٌ** বাকে বিখ্যুত হয়েছে। তিন প্রকার কান্দকারার অধ্যেই এই বিভৌয় রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু দাস মুক্ত করাকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণে একে এর সাথে বলে দেওয়া হয়েছে। যার এ সামর্থ্য নেই (অর্থাৎ দাস মুক্ত করতে সক্ষম নয়) সে একাদিত্বে দুই মাস রোগী রাখবে (আমী-জী উভয়ে) পরাম্পরে মেলামেশা করার পূর্বে। অতঃপর যে এতেও অক্ষম সে শাটজন মিসকানকে আহার করবে। (অতঃপর এই বিধান যে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ, এই বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূর্ধাত শুগের প্রাচীন প্রথাকে উল্লেখ করা। তাই ইরশাদ হচ্ছেঃ) এটা এজন্য (বণিত হয়েছে), যাতে (এই বিধান সম্পর্কিত উপযোগিতাসমূহ অর্জন করা ছাড়াও) তোমরা আজ্ঞাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর (অর্থাৎ এই বিধানের ব্যাপারে তাঁদেরকে সত্যবাদী মনে কর)। অতঃপর আরও তাকীদ করার জন্য ইরশাদ হচ্ছেঃ) এগুলো আজ্ঞাহ্ (নির্ধারিত) সীমা (অর্থাৎ আজ্ঞাহ্ বিধি)। কাফিরদের জন্য (যারা এসব বিধান আনে না) যত্নগান্ধক শাস্তি রয়েছে। (যারা আদেশ পালনে চুক্তি করে, তাদের জন্যও সাধারণ শাস্তি হতে পারে। শুধু এই বিধানেরই বিশেষত্ব নেই, বরং) যারা আজ্ঞাহ্ ও তাঁর রসূলের বিকল্পাচরণ করে যে কোন বিধানে করুক, যেমন মুক্তির কাফির সম্প্রদায়) তারা (দুনিয়াতেও) লাভিত হবে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা লাভিত হয়েছে। (সেমতে একাধিক শুল্ক এটা হয়েছে। শাস্তি কেন হবে না? কারণ) আমি সুন্দর বিধান-বলী অবতীর্ণ করেছি। (অতএব এগুলো না যানা অবশ্যই শাস্তির কারণ। এ শাস্তি দুনিয়াতে হবে) আর কাফিরদের জন্য (পরকালেও) অপমানজনক শাস্তি আছে (এই শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন আজ্ঞাহ্ তাদের সকলকে পুনরুদ্ধিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত। আজ্ঞাহ্ তার হিসাব রেখেছেন আর তারা তা ঝুঁজে পেছে (প্রক্রিয়া কিংবা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার দিক দিয়ে) আজ্ঞাহ্ সব বস্তু সংপর্কে অবগত। (তাদের ক্লিয়াকর্ম হোক কিংবা অম্য কিছু)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَمْعَ اللَّهِ قَدْ سَمَعَ—পূর্বেই বণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লিখিত মাঝী ছজেন হয়রত আউস ইবনে সামেত (রা)-র জী ধাওজা বিনতে সামাবা। তাঁর আজী তাঁর সাথে জিহার করেছিলেন। তিনি এই জিহারোগ নিয়ে রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আলাহ্ তা'আলা তাকে সংযোগ দান করে জওয়াবে এসব আলাত নামিল করলেন। আলাহ্ তা'আলা এসব আলাতে কেবল জিহারের শরীরতসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তার কল্প সূর করার ব্যবহারই করেন নি; বরং তার মনোজগনের জন্য কৃতভেই বলে দিবেন। যে মাঝী তার আমীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাসানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জওয়াব দেওয়া সঙ্গেও যদিও বারবার নিজের কল্প বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টিই আকর্ষণ করেছিল। আলাতে একেই ৫১ প্রতিম বলা হয়েছে। ক্ষতক রেওয়া-রেতে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে খাওয়াকে বলেন: তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আলাহ্ তা'আলার কোন বিধান নামিল হচ্ছে। তখন দুঃখিনীর মুখে একধা উচ্চারিত হচ্ছে: আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নামিল হচ্ছে। আলার ব্যাপারে কি হল যে, ওহীও বল হয়ে দেখ।—(কুরআনী) এরপর খাওয়া আলাহ্ কাছে করিবাদ করলাতে জাপনেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আলাত নামিল হচ্ছে।

হফরত আরেশা সিদ্দীকা (রা) বলেন: সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়াজ ও প্রতেকের আওয়াজ শুনেন, খাওয়া বিনতে সা'আবা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তার আমীর ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সঙ্গেও আমি তার কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আলাহ্ তা'আলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন: **قَدْ سَمِعَ اللَّهُ عَذْلًا رَّبِّ الْعَالَمِينَ**—(বুঢ়ারী, ইবনে কাসীর)

فَلَهَا رُبْطَانٌ مُّظَاهِرٌ وَنَسْكَنٌ مُّخْبِتٌ—**الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مُنْكِمٌ مِّنْ نَسَائِهِمْ**— থেকে উভ্য। তাঁকে নিজের উপর হারায় করে মেওয়ার বিশেষ একটি পছতিকে রূপে বলা হয়। এটা ইসলাম-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পছতিক এই: আমীর তাঁকে বলে দেবে—**أَنْتَ عَلَىٰ كَفْلَهَا مَيِّز**— অর্থাৎ তুমি আমার উপর আমার আতার পৃষ্ঠদেশের মত হারায়। এখনে পেটেই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রাপকজিতে পৃষ্ঠদেশের উজ্জেব কল্প হয়েছে।—(কুরআনী)

জিহারের সংজ্ঞা ও বিধান: শরীরতের পরিভাস্য জিহারের সংজ্ঞা এই: আপন তাঁকে চিরন্তরে হারায় মাড়া, ভলিনী, কল্যা প্রমুখের এমন আসের সাথে তুলনা করা যা দেখা তার জন্য নাজারের। যাতার পৃষ্ঠদেশও এক সূচিকৃত। মূর্ধনা মুগে এই বাকচি টিরুতের হারায় বোন্যানোর জন্য ব্যবহার করা হত এবং তাঁকে শব্দ অপেক্ষাও উচ্চতর ঘনে কল্প হত। কানুগ তাঁকের পর প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহের মাধ্যমে আবাস তাঁ হতে পারে, কিন্তু জিহার করলে মূর্ধনা মুগের প্রথা অনুষ্ঠানী তাদের আমী-জী হওয়ার কেবল উপরাই হিল না।

আলোচ্য আলাতের মাধ্যমে ইসলামী শরীরত এই প্রধান বিবিধ সংকার সাধন করেছে, অথবত এবং জিহারের প্রধানকেই অবৈধ ও পোনামু সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, আমী-জীর বিছেদ কাম্য হজে তার বৈধ গৃহ্ণ হচ্ছে তাঁক। সেটা অবশ্যই করা

দরকার। জিহারকে এ কাজের অন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, ঝীকে মাত্তা হলে দেওয়া একটা আসার ও মিথ্যা আক্ষ। কোরআন পাকে বলা হয়েছে :

مَ هُنَّ أَمْهَا تِهْمٌ إِنْ أَمْهَا تِهْمٌ إِلَّا لِتِهْمٍ وَلَدْ نَهْمٍ

অর্থাৎ তাদের এই

অসার উভিস্ত কারণে ঝী মাত্তা হয়ে আয় না। মাত্তা তো সেই, শার পেট থেকে ভূমিত হয়েছে ; এরপর বলেছে : وَإِنْهُمْ لَهُقُولُونَ مُنْكِرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا অর্থাৎ তাদের এই উভি মিথ্যা এবং পাপগু। কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে ঝীকে মাত্তা বলেছে।

বিভীর সংক্ষার এই করেছে যে, যদি কোন মুর্দ অর্বাচীন ব্যক্তি এরাপ করেই বাসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে ঝী চিরতরে হারাম হবেনা। কিন্তু এই বাক্য বলার পর ঝীকে পূর্ববৎ তোগ কর্মার অধিকারারও তাকে দেওয়া হবেনা। বরং তাকে ঝারি-মানুষের কাক্ষারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উভি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় ঝীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাক্ষারা আদায় করে পাপের প্রাপ্তি প্রতিষ্ঠ করবে। কাক্ষারা আদায় না করলে ঝী হালাম হবেনা।

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ فَمِمْ يَعُودُونَ لِمَا قَاتُلُوا

আঘাতের

অর্থ তাই। এখানে صَمَّا قَاتُلُوا শব্দটি শব্দের অর্থে ব্যাহত হয়েছে। অর্থাৎ

শুরু আপন উভি প্রত্যাহার করে। ইবনে আবাস (রা) ۱۰۵-১০৬ শব্দের অর্থ করেন মুন ফুল-অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুত্পত্ত হয় এবং ঝীর সাথে মেলামেশা করতে চায়।—(মাঝহারী)

এই আঘাত থেকে আরও জানা গেল যে, ঝীর সাথে মেলামেশা হাজার হওয়ার উচ্ছে-শ্যাই কাক্ষারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ জিহার কাক্ষারার কারণ নয়। বরং জিহার করা এখন গোনাহ, যার কাক্ষারা তওবা ও কর্ম প্রার্থনা করা। আঘাতের লেবে

إِنْ أَنْ لَعْفُوْ نَفْوُرْ

বলে যদিকে ইলিত করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি জিহার করার পর ঝীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোন কাক্ষারা দিতে হবে না। তবে ঝীর অধিকার কুল করা না-জাস্তে। ঝী দাবী করলে কাক্ষারা আদায় করে মেলামেশা করা অস্থির তাত্ত্বিক নিয়ে মুক্ত করা উচ্ছারিত। আমী হেজ্জার এরাপ না করলে ঝী আদায়তে কাতু হবে আমীকে এরাপ করতে বাধ্য করতে পারে।

فَلَعْرِ نَفْرَ قَبْرَ

অর্থাৎ জিহারের কাক্ষারা এই সে, একজন দাস অথবা

দাসীকে মুক্ত করবে। এরপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্ষায়ে দুই মাস রোয়া রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশত অতঙ্গে রোয়া রাখতেও সক্ষম না হলে ষাটজন যিসকীনকে কীনকে দুবেলা পেট ভরে আহার করবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাটজন যিসকীনকে অন প্রতি একজনের ফিতরা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দুসের গম।

জিহারের বিজ্ঞানিত বিধান ও কাফ্কারার মাস'আলা ফিকহ বিভাবসমূহে প্রচলিত।

হালীসে আছে, ধাওলা বিনতে সা'লাবার ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমেচ্য আরাতসমূহে জিহারের বিধান অবতীর্ণ হল তখন রসুলুল্লাহ (সা) তার স্বাক্ষীকে ডাকলেন। দেখা গেল যে, সে একজন কৌশ সৃষ্টিসম্পর্ক রুক্মণীক। তিনি তাকে আরাত ও কাফ্কারার বিধান শুনিয়ে বললেন : একজন দাস অথবা দাসী মুক্ত করে দাও। সে বলল : একজন দাস কুর করে মুক্ত করার মত আধিক সম্ভতি আমার নেই। তিনি বললেন : তা হলে একাদিক্ষায়ে দুই মাস রোয়া রাখ। সে বলল : সেই আলাহুর কসম, যিনি আপনাকে সৃত্য নবী করেছেন—আমার অবস্থা এই যে, আমি দিনে দৃতিন বার আহার না করলে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাব। তিনি বললেন : তা হলে ষাটজন যিসকীনকে আহার করলাও। সে আরব করল : আপনি সাহায্য না করলে একপ করার সামর্থ্যও আমার নেই। অস্ত্যা রসুলুল্লাহ (সা) তাকে কিছু গম দিলেন এবং অন্যরাও কিছু গম টাঁদা তুলে এনে দিল। এভাবে ষাটজন যিসকীনকে ফিতরার পরিমাণে গম দিয়ে কাফ্কারা আদায় করা হচ্ছে।—(ইবনে কাসীর)

ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَلِكَفَرُوا
بِهِ—إِنَّمَا بِالْهِمْ

হয়েছে। বলা হয়েছে : কাফ্কারা ইত্যাদির বিধান আলাহুর মিধানিত সীমা। এই সীমা ডিঙানো হারায়। এতে ইঙিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তাজীক, জিহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্ধন্তা মূল্যের প্রধা-পক্ষতি বিলোপ করে সুস্ম ও বিশুদ্ধ পক্ষতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা যানে না তখা কাফির, তাদের অন্য যাত্পদারক শাস্তি আছে।

إِنَّ الَّذِينَ يَعَادُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ كُفِّرُوا كَمَا كُفِّرَتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

—পূর্ববর্তী আরাতে আলাহুর সীমা ও ইসলামের বিধানাথলী পাইল করার ভাকীদ ছিল। এই আরাতে বিলক্ষাতরণকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পাথির জাফ্না ও উদ্দেশ্য ব্যর্থতা এবং পরকালে কর্তৃর শাস্তি বলিত হয়েছে।

أَعْصَمَ اللّٰهُ وَنَسْوَةً—এতে হঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে

পাপচার করে যায় এবং তা তার স্মরণও থাকে না। স্মরণ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই উল্লেখ না দেওয়া। কিন্তু তার সব পাপচার আস্তাহ্র কাছে মিথিত আছে। আস্তাহ্র তা'আলার সব স্মরণ আছে। এজন আশাব হবে।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوٍ
 تَلْقٰيْتُ إِلَّا هُوَ رَبُّهُمْ وَلَا خَسِيْتُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِنْ ذِلْكَ
 وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا إِنَّمَا يَتَبَشَّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوِيَّةِ ثُمَّ
 يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَبَشَّهُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَفْحُومَيْتِ الرَّسُولِ
 وَلَذَا حَاجَاهُوكَ حَيْوَاتِ بِسَالْمِ رِيْحَاتِكَ بِيَوْمِهِ وَيَقُولُونَ فِي آنَفِسِهِمْ
 لَوْلَا يَعْلَمُنَا اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا نَقُولُ ۝ حَسِبِهِمْ جَهَنَّمُ يَصْلُوْنَهَا، قَبْسَ الْمُعَمِّدِ ۝
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَتَتْنَا جَنَّتِمْ فَلَا تَنْتَاجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ
 وَمَفْحُومَيْتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجِيْوَا بِالْبَرِّ وَالْتَّقْوَيْهِ ۝ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي
 إِنَّمَا يَعْلَمُ شَرُونَ ۝ إِنَّمَا النَّجْوِيَّةِ مِنَ الشَّيْطَنِ لَيَخْرُجُنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَلَيُنْسَبَنَّ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا يَأْدُنَ اللّٰهَ مَوْعِدَهُ فَلَيَسْتُوْكُلَ الْمُؤْمِنُونَ ۝
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَاسْهُوا يَفْسَحِ
 اللّٰهُ لَكُمْ، وَإِذَا قِيلَ اشْرُوا فَاشْرُوا يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتِهِ ۝ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْنِ نَجْوِيْكُمْ
 صَدَقَةٌ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظْهَرُهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ۚ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا بَيْنَ يَدَيْنِ بَيْنَ نَجْوِيكُمْ صَدَقْتُ مِنْذُ لَنْ
تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَتَيْمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَأَطْبِعُوا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَآتَاهُ خَيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ

(৭) আপনি কি তেবে দেখেন নি যে, নকোমগল ও কৃষ্ণগল বা কিছু আছে, আজাহ্ তা জানেন। তিনি ব্যক্তির এখন কোন পরামর্শ হয়ে না আতে তিনি চতুর্থ না ধাকেন এবং সীচুজনেরও হয়ে না, যাতে তিনি শষ্ঠ না ধাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা হৈধানেই খাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিবে দেবেন। বিশ্বে আজাহ্ সর্ববিষয়ে সম্মত জাত। (৮) আপনি কি তেবে দেখেন নি, আদেরকে কানাইয়া করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ করেছেনই সুন্নতুরতি করে এবং পাপাচার, সীমান্তবন এবং রসুনের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাইয়াম করে। তারা অবন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এখন তারার সালাম করে, অল্পারা আজাহ্ আপনাকে সালাম করেন নি। তারা অনে মনে করে : আমরা যা বলি, তর্জন্য আজাহ্ আদেরকে শাস্তি দেন না কেন ? আহামায় তাদের জন্য অব্যৱহৃত। তারা তাতে অবেশ করবে। কত নিক্ষেপ সেই জারণ ! (৯) হে মু'মিনগণ ! তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার, সীমান্তবন ও রসুনের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুপ্রহ ও আজাহ্ ভৌতির আপনের কানাকানি করো। আজাহ্কে তর কর, যার কাছে তোমরা একক্ষিত হবে। (১০) এই কানাইয়া তো শয়তানের কাছ ; মু'মিনদেরকে দৃঢ় দেওয়ার জন্য। তবে আজাহ্ অনুষ্ঠতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মু'মিনদের উচিত আজাহ্ উপর কঁকড়া করো। (১১) হে মু'মিনগণ ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় : অজিয়ে স্থান প্রস্তুত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রস্তুত করে দিও। আজাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করে দেবেন। যখন বলা হয় : উঠে যাও তখন উঠে যেরো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আজাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। আজাহ্ অবর রাখেন বা কিছু তোমরা কর। (১২) হে মু'মিনগণ ! তোমরা রসুনের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদ্কা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য প্রেরণ ও গবিন্দ হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সন্তুষ্য না হও, তবে আজাহ্ ক্ষমাশীল, প্রয়োগ্য দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্কা প্রদান করতে ভীত হয়ে পেলে ? অতঃপর তোমরা যখন সদ্কা দিতে পারলে না এবং আজাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামাজ করো, যাকাত প্রদান কর এবং আজাহ্ ও রসুনের আনুগত্য কর। আজাহ্ অবর রাখেন তোমরা যা কর।

শান-নৃশুল : উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা। এক ইহসী ও মুসলিমানদের মধ্যে শাস্তিভূতি হিল। কিন্তু ইহসীরা যখন কোন মুসলিমানকে

দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিকিঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে পরম্পরে কানাকানি করে করে দিত। যুসুলমান বাস্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোন চৰক্ষণ করা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদেরকে এরাপ করতে নিষেধ করা সংবেদ তারা বিরত হজ না। এর পরিপ্রেক্ষিতে

اَلْمَتَرَى لِي الَّذِينَ اخْ

দুই, মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরম্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে
اَنَّا تَنَا جَهُونُمْ فَلَا تَقْنَا جَهَنَّمَ ! আরাত মায়িজ হয়। তিনি ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র

اَسَمُ عَلَيْكُمْ اَسَمُ

কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টুঘির ছলে বলতে আল্লাম উল্লেক্ষ্য বলতে আল্লাম উল্লেক্ষ্য
বলত। سَمِّ مَشْدِئِ الرَّبِّ শব্দের অর্থ যাত্য। চারি, মুনাফিকরাও এমনিভাবে বলত। উভয় হটনার
পরিপ্রেক্ষিতে وَإِذَا جَاءُوكَ حَيْوَكَ اخْ—আরাত অবতীর্ণ হয়। ইবনে কাসীর
ইমাম আহমদ (র) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদীরা এভাবে সাজাম করে তুলিসারে
বলত :

لَوْلَا يَعْدُ بِنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ—অর্থাৎ আমাদের এই গোনাহের কারণে আরাহ্

আমাদেরকে খাস্তি দেন না কেন? পাঁচ, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) সুফুর্কা মসজিদে অব-
স্থানরত হিজোন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম হিল। বদর সুজে অংশগ্রহণকারী কয়েক-
জন সাহাবী মেখানে উপস্থিত হয়ে ছান পেঁচেন না। যজলিসের লোকজনও চেপে চেপে
বলে ছান করে দিল না। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই নিবিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে
যজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা ‘এটা কেমন ইনসাফ’ বলে
আপত্তি জানান। রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বললেন : আরাহ্ তার প্রতি রহম করুন, যে
আপন জাইয়ের জন্য জারগা খালি করে দেব। এরপর মোকেরা জারগা খালি করে দিল।

اَنَّا بِأَبْهَا الَّذِينَ اِمْنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ اَلْخِ—আরাত অবতীর্ণ হয়।

—(ইবনে কাসীর) রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে
জারগা খালি করে দেওয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত
হিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে উঠে থেতে
বলেছেন, যা মুনাফিকদের অনঙ্গু হয়নি। ছয়, কোন কোন বিড়শালী লোক রসূলুল্লাহ্
(সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। কলে নিঃস্ব যুসুলমানগণ
কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ
বলে কানকথা অগ্রহণনীয় হিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে
اَذَا فَيَجِئُكُمُ الرَّسُولُ اَخْ

आंतरिक अवलोक्य हय. क्रात्तहम-वस्ताने वगिल आहे; इहमी ओ मुनाफिक्करा रसूलुल्लाह् (सा) या काहे अनावश्यक कानकथा वडत. मुसलमानगण कोन कठिकर विषय सम्बर्के कानकथा घेणे धारणा करून ता पक्क्य द्वितीय ना. कर्ते भास्त्ररांके निषेध कर्या हय, मा

আয়াত অবতীর্ণ হল। এর কল্পনিতে বাতিলগভীরা কানাকানি করা থেকে
বিবরণ আয়াত অবতীর্ণ হল। কারণ, অর্থ প্রীতির কারণে সদকা প্রদান করা তাদের জন্য কষটকর হিল।

সাত. যখন রসুলজাহ (সা)–র কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার
আদেশ হল, তখন অনেকে জরুরী কথাও বল করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে **الْفَاتِحَة** ۱۰
আয়াত নায়িক হল। ইহরাত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (র) বলেন : সদকা
প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও **لِمْ تَكُنْ دَنَّا** আয়াতে অসমর্থ মোকদ্দের বেশায়
আদেশ দিয়িল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুসংখ্যাক মোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং
পুরোপুরি বিস্তৃতাবীও ছিল না। কয় সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সমেহের কারণে
সম্ভবত শুধু অনাই সদকা প্রদান করা কল্পিত হয়েছিল। তাই তারা সদকা প্রদান
করতে পারেন এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা-বহিত্তুতও থানে করেন। আর কানকথা
বলা ইবাদতও ছিল না যে, এটা ভাগ করলে নিম্নার পাই হবে যাবে। তাই তারা কানকথা
বলা বল করেছিল।—(সবগুলো রেওয়ারেতেই দুরৱে-মনসুরে বর্ণিত আছে)। অবতরণের
গ্রন্থ হচ্ছে জানার ক্ষেত্রে আয়াতসময়ের তৎসীর বোধ সহজ হবে।—(বঞ্চিত-কোরান)

ତକ୍ଷୀଳର ସୀମା-ସଂକେତ

ଆପନି କି ଏ ବିଷୟରେ ଡେବେ ଦେଖେନ ନି (ବିଶିଳ୍ପ କାନାଟୁଷା ଥେକେ ଯାରା ବିରତ ହତନା, ଏଥାବରେ ତାଦେରକେ ଶୋନାନୋହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ) ଯେ, ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଳା ନକ୍ଷେମଶ୍ଵରର ଓ କୃମଶ୍ଵରର ସବକିଛୁ ଜାମେନ । (ତାଦେର କାନାକାନିଓ ଏହି 'ସବକିଛୁ'ର ଅଧ୍ୟେ ଅନୁରୂପ) । ତିନ ବାତିର ଏମନ କେବଳ କାନାକାନି ହୁଯ ନା, ଯାତେ ତିନି (ଅର୍ଥାତ୍ 'ଆଜ୍ଞାହୁ') ଚତୁର୍ଥ ନା ଥାକେନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜନେଶ୍ଵର ହୁଯ ନା, ଯାତେ ତିନି ସଠି ନା ଥାକେନ । ତାରା ଏତଦିପେକ୍ଷା କମ (ଯେମନ ଦୁଇ ଅଥବା ତାରଜନ) ହୋଇ ବା ବେଶୀ (ଯେମନ ହୁଯ ଅଥବା ସାତଜନ) ହୋଇ, ତିନି (ସର୍ବବିହାୟ) ତାଦେର ସାଥେ ଥାକେନ, ତାରା ଯେଥାନେଇ ଥାକୁକ ନା କେନ । ଅତଃପର ତାରା ଯା କରେ ତିନି କିମ୍ବା ମତେର ଦିନ ତା ତାଦେରକେ ବଳେ ଦେବେନ । ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞାହୁ ସର୍ବବିଷୟରେ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାତ । (ଏହି ଆଜ୍ଞାତେର ବିଷୟବର୍ତ୍ତ ସାମହିତିକଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝୁଟିଲାଟି ବିଷୟବସ୍ତୁର କୃମିକା । ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନଦେରଙ୍କେ କଟ୍ଟି ଦେଓରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାରା ଯିଥା କାନାକାନି କରେ ତାରା ଆଜ୍ଞାହୁକେ ଡର କରେ ନା । ଆଜ୍ଞାହୁ ସବ ଖବର ରାଖେନ ଏବଂ ତାଦେରକେ ଶାସ୍ତି ଦେବେନ । ଅତଃପର ଝୁଟିଲାଟି ବିଷୟବର୍ତ୍ତ ବାଣିତ ହଲ୍ଲେ ।) ଆପନି କି ତାଦେର ବିଷୟ ଡେବେ ଦେଖେନ ନି ଏବଂ ତାଦେରକେ କାନାଟୁଷା କରାନ୍ତେ ନିରେଖ କରା

হয়েছিল, অতঃপর তারা নিষিক্র কান্দেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাগাচার, জুলুম ও রসুলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাকানি করে। (অর্থাৎ তাদের কানাকানি নিষিক্র হওয়ার কারণে গোনাহ্ এবং মুসলমানদেরকে দৃঢ়ভিত্তি করার উদ্দেশ্য থাকার কারণে জুলুম এবং রসুলের নিষেধ করার কারণে রসুলের অবাধ্যতাও; যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনায় বর্ণনা করা হচ্ছে)। তারা যখন আগনার কাছে আসে, তখন আগনাকে এমন ভাষায় সাজায় করে যশ্চারা আঝাহ্ আগনাকে সাজায় করেন নি। (অর্থাৎ আঝাহ্ তা'আজার ভাষা তো এরাপঃ

سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادٍ وَالَّذِينَ أَصْطَفَى

اَللَّهُمَّ اصْلُوْلَهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

মৃত্যু হোক) তারা মনে আনে (অথবা পরস্পরে) বলে : (সে পঞ্চমৰ হলে) আমরা যা বলি (যাতে তার প্রতি পরিকার ধূলিতা প্রদর্শন করা হয়) তত্ত্বন্য আঝাহ্ আমাদেরকে (তাৎক্ষণিক) শাস্তি দেন না কেন? (তৃতীয় ও চতুর্থ ঘটনায় এর বর্ণনা আছে। অতঃপর তাদের এই দুর্কর্মের জন্য শাস্তিবাণী এবং এই উত্তির জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি না হলে সর্বাবস্থায় শাস্তি না হওয়া জরুরী হবে না)। জাহাজাম তাদের জন্য যথেষ্ট (শাস্তি)। তারা তাতে (অবশ্যই) প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই টিকানা! (অতঃপর মু'মিনগণকে সমোধন করা হচ্ছে। এতে মুনাফিকদের অনুরূপ কাজ করতে তাদেরকেও নিষেধ করা হচ্ছে এবং মুনাফিকদেরকেও একথা বলা উদ্দেশ্য যে, তোমরা মুখে ঈমান দাবী কর, অতএব ঈমান অনুযায়ী কাজ করা তোমাদের উচিত। ইরশাদ হয়েছে:) মু'মিনগণ, যখন তোমরা (কোন প্রয়োজনে) কানাকানি কর তখন পাগাচার, সৌমাজিক ও রসুলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুগ্রহ ও আঝাহ্ উত্তির বিষয়ে কানাকানি কর। (**يَرُبُّ شَجَاتٍ وَأَنْدَلُبٍ**—এর বিপরীত। এর অর্থ অনুগ্রহ, যার উপর আনো পায়। শব্দটি নির্মাণ করে আঝাহ্ রসুলের অবাধ্যতার বিষয়েই)। আঝাহ্ কে তার যার কাছে তোমরা সমবেত হবে এই কানাকানি তো কেবল শয়তানের (প্ররোচনামূলক) কাজ, মু'মিনদেরকে দৃঢ়ভাবে দেওয়ার জন্য (যেখন প্রথম ঘটনায় বিগত হয়েছে)। তবে আঝাহ্ র ইচ্ছা ব্যাতীত যে তাদের (মুসলমানদের) কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (এটা মুসলমানদের জন্য সামুদ্র্য। উদ্দেশ্য এই যে, তারা প্রদি শয়তানের প্ররোচনার তোমাদের বিকলকে কোন ক্ষতিক্রম করেও তবুও আঝাহ্ র ইচ্ছা ব্যাতীত তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। অতএব চিঠ্ঠা কিসের?)। মু'মিনদের উচিত (প্রতোক বর্ণে) আঝাহ্ র উপরই ডয়া করা। (অতঃপর পঞ্চম ঘটনা অর্থাৎ যজ্ঞলিসে কিছু কোর পরে আগমন করলে তাদের জন্য জ্যোতি করে দেওয়ার আদেশ বিগত হচ্ছে;) মু'মিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয় : [অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন অথবা পদচৰ ও গণ্যমান্য জ্যোকপণ বলেন] যজ্ঞলিসে জ্যোতি করে দাও (যাতে পরে আগমনকারীও জ্যোতি পায়), তখন তোমরা জ্যোতি করে দিও ; আঝাহ্ তোমাদেরকে (জ্যামাতে) প্রশংস জ্যোতি দেবেন।

মধ্যম (কোম প্রয়োজনে) বলা হয় : (মজলিস থেকে) উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো (তা আগমনিকারীকে জাগ্যার দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হোক কিংবা সভাপতির কোম বিশেষ পরামর্শ, আরাম কিংবা ইবাদত ইত্যাদির কারণে নির্জনতার প্রয়োজনে বলা হোক, যা নির্জনতা ব্যক্তিত অঙ্গিত হতে পারে না বা পূর্ণ হতে পারে না। মোটকথা, সভাপতির আদেশ হজে উঠে যাওয়া উচিত। রসূল নবৃ—এয়ন ব্যক্তির বেলায়ও এই নির্দেশ ব্যাপক। সুতরাং প্রয়োজনের সময় কাউকে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ জারি করার অধিকার সভাপতির আছে। তবে যে ব্যক্তি পরে মজলিসে আসে, তার একাগ অধিকার নেই যে, কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার জাগ্যায় বসে যাবে। বুঝারী ও মুসলিমের হাদৌসে তাই বাধিত আছে। মোট কথা, আয়াতে সভাপতির আদেশে উঠে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা (এই বিধান পালনের কারণে) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং (তাদের মধ্যে যারা ধর্মের) জ্ঞানপ্রাপ্ত, তাদের (পারলোকিক) যর্দান (আরও অধিক) উচ্চ করে দেবেন। (অর্থাৎ এই বিধান পালন কারিগণ তিন প্রকার। এক. কাফির—যারা পার্থিব উপকারার্থে ঝোনে নেবে, যেমন মুনাফিকরাও তাই করবে। কুম শব্দের কারণে তারা এই শুরুদার আওতা থেকে বের হয়ে গেছে। দুই. জ্ঞানপ্রাপ্ত নবৃ, এয়ন মু'মিনগণ। তাদের যর্দান কেবল উচ্চ করা হবে। তিন. জ্ঞানপ্রাপ্ত মু'মিনগণ, তাদের যর্দান আরও অধিক উচ্চ করা হবে। কেননা, জানের কারণে তাদের কর্ম অধিক ভৌতিক্য ও অধিক আন্তরিক। এর ফলে কর্মের সওয়াব বেড়ে যায়)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কর্মের খবর রাখেন। (অর্থাৎ কারু কর্ম ঈমানসহ এবং কারু কর্ম ঈমান ব্যক্তিত, কারু কর্মে আন্তরিকভাৱে এবং কারু কর্মে আন্তরিকভাৱে দেখো, তা সবই তিনি জানেন। তাই প্রত্যেকের প্রতিসামে পার্থক্য রয়েছেম। অতঃপর প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনার সাথে সংযুক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলা হচ্ছে :) মু'মিনগণ, তোমরা যখন রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাও, তখন কানকথা বলার পূর্বে কিছু সদ্কা (কুকীর-মিসকীনকে) প্রদান করবে। (এর পরিমাণ আয়াতে উল্লেখ নেই। হাদৌসে বিজিত পরিমাণ বলিত হয়েছে। বাহ্যত পরিমাণ অনিদিষ্ট হলেও তা উল্লেখযোগ্য হওয়া বাহ্যনীয়)। এটা তোমাদের জন্য (সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে) শ্রেণি: এবং (গোনাহ্ থেকে) পরিষ্কার হওয়ার ভাল উপায়। (কেননা, ইবাদত গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে থাকে। বিজ্ঞালী মু'মিনদের বেলায় এই উপকারিতা। নিঃস্ব মু'মিনদের বেলায় উপযোগিতা এই যে, তারা অর্থিক উপকার লাভ করবে। 'সদ্কা' শব্দ থেকে তা জানা যায়। কেননা, সদ্কা নিঃস্বদের ধাতেই বাধিত হয়। রসূলুল্লাহ (সা)-র বেলায় উপযোগিতা এই যে, এতে তাঁর যর্দান রুক্ষি আছে এবং মুনাফিকদের কানাকানির ফলে তিনি থেকে কল্প অনুভব করতেন, তা থেকে বুক্তি আছে। কেননা, কানাকানির প্রয়োজন তাদের ছিল না, অতএব বিনাপ্রয়োজনে অর্থ বায় করা তাদের জন্য কল্পকর ছিল। সম্ভবত প্রকাশে সদ্কা করার আদেশ ছিল, বাতে সদ্কা প্রদান না করে কেউ ধোকা দিতে সক্ষম না হয়। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, এই আদেশ সামর্থ্যবানদের জন্য)। অতঃপর যদি তোমরা সদ্কা প্রদান করতে সক্ষম না হও, (এবং কানাকানির প্রয়োজন থাকে) তবে আল্লাহ্ কুমাশীল, পরম দস্তানু। (তিনি তোমাদেরকে যাক করবেন। এ থেকে বাহ্যত জানা যাব যে, আদেশটি ওয়াজিব ছিল, কিন্তু অক্ষয়তার অবস্থা ব্যতিক্রমভূক্ত ছিল। অতঃপর ঘটনার সাথে সংযুক্ত সম্ভব ঘটনা

সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্কা প্রদান করতে ভৌত হয়ে পেছে ? তোমরা যখন তা পারলে মা এবং আরাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিবেন, (আদেশটি সম্পূর্ণ রহিত করে মাফ করে দিবেন। কারণ, যে উপরোগিতার কারণে আদেশটি শুরাজিব হয়েছিল, তা অঙ্গিত হয়ে পেছে। অতএব আরাহ যখন মাফ করে দিবেন) তখন তোমরা (অম্যান্য ইবাদত পালন কর, আর্থাৎ) মাঝে কানোয় কর, শাকাত প্রদান কর এবং আরাহ ও রসুলের আনুগত্যা কর। (উদ্দেশ্য এই যে, এই আদেশ রহিত হওয়ার পর তোমাদের বৈকল্প্য জাত ও মৃত্তিক জন্য অন্যান্য বিধান পালনে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন)। আরাহ তা'আলা তোমাদের সব কাজকর্মের (এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার) পূর্ণ অবরুদ্ধাদেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞানীয়া বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহ খাবে-নুয়ুলে বাণিজ বিশেষ ঘটনাবজীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েও কোরআনী বিন্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এগুলোতে আকাশে, ইবাদত, পারস্পরিক জৈবদেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত বিধান আছে।

গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ : গোপন পরামর্শ সাধারণত বিশেষ অন্তর্গত বিজ্ঞের যথে হয়ে থাকে, যদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারণও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই একাগ ক্ষেত্রে কারণ প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারণ ও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আরাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আরাহ তান সমগ্র বিবজগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই পরামর্শ কর, আরাহ তা'আলা তাঁর তান, প্রবল ও দৃষ্টিগুলি দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনেন, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির করণ থেকে রেছাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কর বা বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানাকানি কর না কেন, আরাহ তা'আলা তোমাদের যথে বিদ্যমান থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিনজনে পরামর্শ কর, তবে বুঝে মাও যে, চতুর্থ জন আরাহ তা'আলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচজনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠিজন আরাহ তা'আলা বিদ্যমান আছেন। তিনি ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষ-তাবে উল্লেখ করার যথে সন্তুষ্ট ইঙিত আছে যে, দলের জন্য আরাহ তান কাছে বেজোড় সংখ্যা পছলনীয়।

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ :

أَلَمْ تَرَ أَنِ الَّذِينَ نَهَى

مِنَ النَّبِيِّ—শানে নুবুলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহুদী ও রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে শাবি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশে মুসলমানদের বিরুক্তে কোন তৎপরতা চোলতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুক্তে অন্তিমিহিত জিয়ৎসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা অথব সাহায্যগৃহের মধ্য থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটিল করত এবং আগমনিক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। ফলে আগমনিক খারণা করত যে, তার বিরুক্তেই কোন অঢ়যন্ত করা হচ্ছে। এতে সে উদ্বিষ্ট না হয়ে পারত না। রসুলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদেরকে এরাগ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন।

فُهُوا عَنِ النَّجْوِيِّ বাবে এই নিষেধাজ্ঞাটি বর্ণিত হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমানদের জন্মও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এমনভাবে কানাকানি ও পরামর্শ করবে না, যদ্যপি অন্য মুসলমান আনসুক কষ্ট পেতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমে ঘণ্টিত আবদুল্লাহ্ ইবনে অসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

إِذَا كُنْتُمْ تُلَّثُّ فَلَا يَتَّنَا جَارِجَلَانْ دَوْنْ لَا خَرْ حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ
فَإِنْ ذَلِكَ يَعْزِزُنَّ -

অর্থাৎ বেঝানে তোমরা তিনজন একত্রিত হও, সেখানে দুইজন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও কোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনঃক্ষুণ্ণ হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুক্তেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।—(মাহারারী)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِذَا تَنَّا جَهَنْمُ فَلَا تَتَّنَا جَوْبَابِ أَثْمٍ وَالْعُدُوانِ
وَمَعْيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَّا جَوْبَابِ الْبَرِّ وَالْقَوْيِ -

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিলদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হঁশিয়ার করা হয়েছিল। আলোচ্য আরাতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আজ্ঞাহ্ তা'আলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি জ্ঞান রাখে। এই জ্ঞান বাস্তার সাথে তারা যেন কষ্টটা করে আতে তাদের পরামর্শ ও কানকথার মধ্যে পাপাচার, জুরুম অথবা শরীয়তবিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ না থাকে, বরং সৎ কাজের জন্যই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

কাফিলরা দুশ্কৃতি করলেও নয় ও তফসুলত প্রতিয়োধের নির্দেশ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

ইহাদী ও মুনাফিকদের এই সৃষ্টিয়ি উজ্জ্বল করা হয়েছে যে, তারা রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে **السلام عليكم** বলার পরিবর্তে **السلام علَيْكُم** বলত। **السلام علَيْكُم** শব্দের অর্থ মৃত্যু। উচ্চারণে তেমন পার্থক্য না আকায় মুসলিমানদের দৃষ্টিতে তা সহজে ধরা গড়ত না। একদিন হযরত আরেশা (রা)-র উপস্থিতিতে ইখন তারা, **السلام علَيْكُم** বলল, তখন হযরত আরেশা (রা) উত্তরে বললেন : **السلام علَيْكُم وَلِعْنَتُ اللهُ وَغَضْبُ اللهِ علَيْكُم**

অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমরা অঙ্গিশশ্পত ও আজ্ঞাহৃত গহৰে পত্তি
হও। রাসুলুল্লাহ (সা) হস্তান্ত আমেরা (রা)-কে এরাগ আওয়াব দিতে নির্বেধ করে বল-
লেন: আজ্ঞাহৃত তাঁআজ্ঞা আজ্ঞাল কথাবার্তা পছন্দ করেন না। তোমার উচিত কটুকথা পরি-
হার করা এবং মন্ত্রণা অবসরণ করা। হস্তান্ত আমেরা (রা) আরম্ভ করলেন: ইয়া রাসু-
লাজ্জাহ। আপনি কি তানেন মি ওরা আপনাকে কি বলেছে? তিনি বললেন: ইয়া তানেছি
এবং এর সমান প্রতিশোধণ নিরেছি। আমি উভয়ে বলেছি: **عَلَيْكُمْ** অর্থাৎ তোমরা
খৎস হও। এটা আমা কথা যে, তাদের দোষা কবুল হবে না এবং আমাৰ দোষা কবুল হবে।
কাজেই তাদের মুল্লাখির প্রভৃতিৰ হাতে গেছে।—(মাহফাজ্রী)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَحَّصُوا مَاجِنِسِرْ كَمْبِيْغَرْ بِلْدِيْটِاْرْ :

মুসলিমদের সাধারণ মজলিসসমূহের বিধান এইস্যু, কিন্তু শোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টিরা ভাদ্রে বসার জাহাজ করে দেবে ও বৎ চেপে চেপে বসবে। এরপ করলে আরাদ তা'আজা তাদের জন্য প্রশংস্তা স্থিষ্ট করবেন বলে উদ্দিদ্দ করেছেন। এই প্রশংস্তা পরিকালে তো প্রকাশই, সাংসারিক জীবিকাল এই প্রশংস্তা হচ্ছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

—**لَكُمْ أَنْتُمُ الْمُشْرِقُ وَالْمُنْظَرُ**—**أَنْتُمْ الْمُؤْمِنُونَ**—**وَإِنَّ الْمُجْرِمَاتِ**
أَنَّا نَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ—**أَنَّا أَنْذِرْنَاكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**—**فَلَا يَحْسَدُونَ**
مَا لَمْ يَكُنْ لَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ—**وَلَا يَحْسَدُونَ**
مَا لَمْ يَكُنْ لَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ—**وَلَا يَحْسَدُونَ**

—لا يفهم الرجل من مجلد نيفيلس فيه ولكن تفسروا و قو صعبوا
হস্যরঙ আবদুল্লাহ ইবনে উয়াই (রা) বলিতে রেওয়ামতে রসুলুল্লাহ (সা) কলেন :

অর্থাত্ একজন অপরজনকে দৌড় করিয়ে তার জাহাগীর বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগমনকদের জন্য জাহাগী করে দাও।—(বুখারী, মুসলিম, মসনদে আহমদ, ইবনে কাসীর)

এ থেকে রোকা গেল যে, কাউকে তার জাহাগী থেকে উঠে শাওয়ার জন্য বলা ক্ষয়ই আগমনকের জন্য জাহাগ নয়। কাজেই একথা সভাপতি অথবা সভার ব্যবস্থাপকমণ্ডলী বলতে পারে। অতএব আবাতের উদ্দেশ্য এই : যদি সভাপতি অথবা তাঁর নিষ্পুর্ণ ব্যবস্থাপক মণ্ডলী কাউকে তার জাহাগী থেকে উঠে যেতে বলে, তবে উঠে শাওয়াই মজলিসের শিল্পটাচার। কারণ, যাকে যাবে ক্ষয়ই সভাপতি কোন প্রয়োজনে একাতে থাকতে চাবে; কিংবা বিশেষ মৌকদের সাথে পোগন কথা বলতে চাবে, কিংবা পরে আগমনকারীদের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা এরাগ থাকতে পারে যে, কিছু জানাশোনা মৌককে উঠিয়ে দিয়ে আগমনকদেরকে সুযোগ দেওয়া। যাদেরকে উঠানো হবে, তারা হস্ত অন্য সময়ও মজলিসে বসে উপরূপ হতে পারবে।

তবে সভাপতি ও ব্যবস্থাপকদের অবশ্য কর্তব্য হবে এবন্তাবে উঠে যেতে বলা, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জড়িত না হয় এবং তার মনে কষ্ট না দাগে।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নায়িক হয়েছে, তা এই : রসুলুল্লাহ (সা) সুফ্ফা মজলিস অবস্থানরত হিমেন। প্রসরিদ জনাকূর্ম হিল। পরে কয়েকজন প্রধান সাহাবী সেখানে আগমন করেন। তাঁরা বদর যুক্ত অংশপ্রহল করেছিমেন বিধায় অধিক সম্মানের পাই হিমেন। কিন্তু জাহাগী না থাকার কারণে বসার সুযোগ পেলেন না। তখন রসুলুল্লাহ (সা) প্রথমে সবাইকে চেপে বসে জাহাগী করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কোন-কোন সাহাবীকে উঠে যেতেও বললেন। যাদেরকে উঠানো, তারা হস্তাতে এখন মৌক হিমেন, যারা সর্বজনে মজলিসে হাসির থাকতে পারেন। কাজেই তাদের উঠে শাওয়া তৈরি কৃতিকর হিল না। অথবা রসুলুল্লাহ (সা) যখন চেপে বসতে আদেশ করেন, তখন কেউ কেউ এই আদেশ পালন করেনি। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মজলিস থেকে উঠে যেতে বললেন।

মৌটিকথা, আলোচ্য আয়াত ও উপরিষিত হাদীস থেকে মজলিসের কয়েকটি শিল্পটাচার জানা গে। এক. মজলিসে উপরিষিত মৌকদের উচিত পরে আগমনকারীদের জন্য জাহাগী করে দেওয়া। দুই. যারা পরে আগমন করে, তারা কাউকে তার জাহাগী থেকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। তিনি. প্রয়োজন অন্তে করলে সভাপতি কিছু মৌককে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন। আরও কতিপয় হাদীস জারী প্রয়োগিত হয় যে, পরে আগমনকারীরা প্রথম থেকে উপবিষ্ট মৌকদের কেতুরে অনুগ্রহেশ না করে শেষ প্রাপ্তে বসে যাবে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিনজন আগমনকারীর বর্ণনা আছে। তাদের মধ্যে একজন মজলিসে জাহাগী নাপেরে এক প্রাপ্তে বসে যাবে। রসুলুল্লাহ (সা) তার প্রশংসা করেন।

আর্যামাঃ মজলিসের অন্তর্য শিল্পটাচার এই যে, দুই উপবিষ্ট ব্যক্তিস্থ যাবাখানে তাদের অনুযাতি ব্যক্তিত বসা যাবে না। কেননা, তাদের একজনে বসার অধ্যে কোন বিশেষ উপবোধিতা থাকতে পারে। আবু দাউদ ও তিরিয়ুবীতে বলিত ওসামা ইবনে হাসেদ (রা) বলিত রেওয়ারেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : **لا يحصل لرجل أ ن يفرق**

ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଜେ ଉପବିଷ୍ଟ ଦୁଇ ବାତିଳର ମଧ୍ୟେ ତାମେର ଅନୁମତି ବାତିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ହିଟିଟ କରିବା କୁଟୀଯି କୋଣ ବାତିଳର ଜନ୍ମ ହାଲାମ ନର ।— (ଇବନେ କାଶୀର୍)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ ﴿١٠﴾

অনশিক্ষা ও অব-সংকারের কাজে দিবারাই অশঙ্খ ধাকতেন। সাধারণ মজলিসসহৃদে
উপস্থিতি লোকজন তাঁর অধিয় বাণী শনে উপরুক্ত হত। এই সুবাদে কিছু গোক তাঁর
সাথে আজানাড়াবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলা বাহ্য, প্রত্যক্ষ
ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেওয়া যেতে সময়সাপেক্ষ, তেমনি কল্পকর ব্যাপার। এতে
মুনাফিকদের কিছু দুষ্টুরিও শামিল হয়ে পড়েছিল। তারা ঝাঁটি মুসলমানদের জগত
সাথের উদ্দেশ্যে রসুজ্জাহ (সা)-র কাছে একাতে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত
এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অতি মুসলমানও কভাবগত কারখে কথা জানা
করে মজলিসকে দৌর্যায়িত করত। রসুজ্জাহ (সা)-র এই বোকা ছালকা করার জন্য
আজাহ তা'আফা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, আরা রসুজ্জের সাথে একাতে
কামকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কেবলআমে এই সদকার
পরিমাণ বর্ণিত হচ্ছিল। কিন্তু আয়াত মায়িল হওয়ার পর হ্যাবত আলী (রা) সর্বশেষ একে
বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রসুজ্জাহ (সা)-র কাছ থেকে
একাতে কথা বলার সময় নেন।

একজাত ইবরাহ আলী (রা) ই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রাখিত হবে আর এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পান নি : আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি আরি করার পর শুধু শৌধৃষ্ট রাখিত করে দেওয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবাদে কিমানের অধিক অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। ইবরাহ আলী (রা) প্রায়ই বলতেন : কোরআনে একটি আয়াত এখন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি—আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো আমা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রাখিত হচ্ছে পেছে। বলা বাহ্য, আগে সদকা প্রদান করার আগেও আয়াতটি সেই আয়াত।—(ইবনে কাসীর)

ଆଦେଶାଟି ରୁହିତ ହେଲେ ଗେହେ ଠିକ୍ , କିନ୍ତୁ ଏହି ଈମିଳ ମଧ୍ୟ ଏକାବେ ଅଞ୍ଜିତ ହେଲେହେ ଯେ, ମୁସଲମାନଗମ ତୋ ଆକ୍ରମିକ ଯହିବାତେର ତାକୀମେଇ ଏରାପ ଯଜମାନ ଦୀର୍ଘାୟିତ କରା ଥେବେ ବିରାଜ ହେଲେ ଗେଲ ଏବଂ ମୁନାଫିକରା ହଥନ ଦେଖଇ ବେ, ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନଦେର କର୍ମପଦ୍ଧାର ବିପରୀତେ ଏରାପ କରୁଣା ତାରା ଚିହ୍ନିତ ହେଲେ ଯାବେ ଏବଂ ମୁନାଫିକି ଧରା ପଡ଼ିବେ, ତଥନ ତାରା ଏ ଥେବେ ବିରାଜ ହେଲେ ଗେଲ ।

أَكْفَرُهُمْ أَلَّا يَعْلَمُوا قَوْمًا عَنِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ بِهِ مُنَذَّرٌ وَلَا
يَعْلَمُونَ كُلَّهُ الْكُنْدِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا يَا

شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِنْ هُنَّا كَيْمَانُهُمْ بِجَهَنَّمَ
 فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَكُلُّهُمْ عَذَابٌ شَهِيدُونَ ۚ لَكُنْ تُعْنِي
 عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَهِيدُهَا، أُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ يَوْمَ يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَعْلَمُونَ لَهُ كُلَا
 يَعْلَمُونَ كُلُّمَا وَيَخْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مُّدَانُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۚ
 إِنْ يَخْوُدُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنَّهُمْ ذُكْرُ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۖ إِلَّا إِنَّ
 حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْغَرِيرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاكِيُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
 فِي الْأَذَلِينَ ۚ كَتَبَ اللَّهُ لِأَفْلَيْنَ أَنَا وَرَسُولِيٌّ ۖ إِنَّ اللَّهَ قُوَّىٰ عَزِيزٌ ۚ
 لَا يَمْحُدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْأَخِرِ يُوَادُونَ ۖ مَنْ حَادَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أَبْيَاءٌ هُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَةَ هُنَّمْ ۖ أُولَئِكَ
 كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأَنْيَانَ وَأَيْدِيهِمْ بِرُوحٍ مُّنْتَهٍ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتَنَّ تَجْنِيرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدُونَ فِيهَا رَغْنَىٰ اللَّهُ عَزَّ ذِيْهِمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ أُولَئِكَ حِزْبُ
 اللَّهِ إِلَّا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِيُونَ ۚ

- (১৪) আপনি কি তাদের প্রতি জন্য করেন নি, তারা আজাহ্র পথে নিপত্তি সম্ভবারের
 সাথে অবৃত্ত করে? তারা মুসলিমদের দমকুল নয় এবং তাদেরও দমকুল নয়। তারা
 জেনেতে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আজাহ্র তাদের জন্য কঠোর শাক্তি প্রস্তুত করেছে-
 ছেন। নিষ্ঠচর তারা শা করে, ধূরই মন। (১৬) তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছে,
 অতঃপর তারা আজাহ্র পথ থেকে ঘানুমকে বাধা প্রদান করে, অতএব তাদের জন্য রেখেছে
 অগ্রামজনক শাক্তি। (১৭) আজাহ্র কবল থেকে তাদের ধর্ম-সম্পদ ও সন্তান-সন্তান তাদেরকে
 ছোটেই খাঁচাতে পারবে না। তারাই আজাহামের অধিবাসী, তারার তারা চিরকাল থাকবে।
 (১৮) মেমিন আজাহ্র তাদের সকলকে শুনেছিল করবেন, অতঃপর তারা আজাহ্র সামনে
 শপথ করবে, দেহমন তাদের সামনে শপথ করবে। তারা অনে করবে যে, তারা কিছু সৎ পথে
 আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। (১৯) সর্বতাব তাদেরকে বনীত করে

মিহেছ, অতঃপর আলাহুর স্বরূপ কুলিয়ে দিয়েছে। তারা স্বরতানের সম। সাক্ষীন, স্বরতানের সমই জড়িয়ে। (২০) নিশ্চয় ধারা আলাহু ও তাঁর রসূলের বিস্ময়কারূপ করে, তারাই জাহিরদের দলভূত। (২১) আলাহু লিখে দিয়েছেন—আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আলাহু শক্তিশর, পরাক্রমশালী। (২২) ধারা আলাহু ও পর-কানে বিস্ময় করে, তাদেরকে আপনি আলাহু ও তাঁর রসূলের বিস্ময়কারূপকারীদের সাথে বজ্রুচ্ছ করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাতা অথবা জাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অঙ্গের আলাহু দৈয়ান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর আদৃশ্য শক্তি ধারা। তিনি তাদেরকে আলাতে দাখিল করবেন, যার তমদেশে মদী প্রবাহিত। তারা তথাক চিরকাল ধোকবে। আলাহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আলাহুর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আলাহুর সম। জেনে রাখ, আলাহুর সমই সকলকাম হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি (অর্থাৎ মুনাফিকদের প্রতি) ধারা আলাহুর গবে নিপত্তি (অর্থাৎ ইহুদী ও কাফির) সম্প্রদায়ের সাথে বজ্রুচ্ছ করে? (মুনাফিকদ্বা ইহুদী ছিল, তাই তাদের বজ্রুচ্ছ ইহুদীদের সাথে এবং কাফিরদের সাথেও সুবিদিত ছিল)। তারা (অর্থাৎ মুনাফিকদ্বা পুরোপুরি) মুসলমানদের দলভূত নয় এবং (পুরোপুরি) তাদের (অর্থাৎ ইহুদীদেরও) দলভূত নয়। (বরং তারা বাহ্যত তোমাদের সাথে আছে এবং বিস্ময়গতভাবে কাফিরদের সাথে আছে)। তারা যিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (অর্থাৎ শপথ করে বলে যে, তারা মুসলমান, যেহেন অন্য আয়াতে আছে: *وَيُحَلِّفُونَ بِاللهِ*

أَنْهُمْ لَمْ يُنْكِمْ وَمَا هُمْ مُنْكَمُ) এবং নিজেরাও আনে (যে, তারা যিথ্যাবাদী। অতঃপর তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছে) আলাহু তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তু রেখেছেন। (কারণ) নিশ্চিতই তারা যা করে, খুবই যদ্য। (কুকুর ও নিকাক থেকে মদ্দ কাজ ঝাঁর কি হবে? এসব মদ্দ কাজের মধ্যে একটি মদ্দ কাজ এই যে) তারা তাদের (এসব যিথ্যা) শপথকে (আয়াতক্কার জন্য) চাল করে রেখেছে, (যাতে মুসলমান তাদেরকে মুসলমান মনে করে এবং জ্ঞান ও আমের ক্ষতি না করে) অতঃপর তারা (অন্যদেরকেও) আলাহুর পথ (অর্থাৎ ধর্ম) থেকে নিরুত্ত রাখে (অর্থাৎ বিজ্ঞাপ করে), অতএব (এ কারণে) তাদের জন্য রঁজেছে অপমানজনক শাস্তি। (অর্থাৎ শাস্তি বেস্তন কঠোর হবে, তেমনি অপমানজনকও হবে। যখন এই শাস্তি উঠে হবে, তখন) আলাহুর কুল (অর্থাৎ আয়াত) থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তান তাদেরকে ঘোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহারামের অধিবাসী। (এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সেই কঠোর ও অপমানজনক শাস্তি হচ্ছে জাহাজাব)। তারা তাতে চিরকাল ধোকবে। (এই শাস্তি দেখিন হবে) যেদিন আলাহু তা'আজা তাদের সকলকে (অন্যান সৃষ্টি জীবসহ) পুনরুদ্ধিত করবেন। অতঃপর তারা আলাহুর সামনেও

(মিথ্যা) শপথ করবে, যেখন তোমাদের সামনে শপথ করে (মুশরিকদের মিথ্যা শপথ কেোরআনের এই আয়াতে বলিত হয়েছে : **وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ**) এবং তারা যনে করবে বে, তারা কিছু সৎপথে আছে। (কাজেই মিথ্যা শপথের বদৌলতে বেঁচে থাকে)।

সাবধান, ওরাই তো মিথ্যাবাদী। (কারণ, তো আজ্ঞাহ্র সামনেও মিথ্যা বলতে মিথ্যা করেনি। ওদের উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের কারণ এই যে) শয়তান তাদেরকে পুরোপুরি বশীভূত করে নিয়েছে (কলে তারা এখন শয়তানের কথামতই কাজ করছে) অতঃপর আজ্ঞাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। (অর্থাৎ তারা তাঁর বিধি-বিধান তাপ করে বসেছে। বাস্তবিকই) তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দল অবশ্যই বরবাদ হবে, (পরকালে তো অবশ্যই, মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও) তাদের এই অবস্থা কেন হবে না, তারা তো আজ্ঞাহ্র ও রসূলের বিকল্পাচরণকারী। নৌতি এই যে) যারা আজ্ঞাহ্র ও রসূলের বিকল্পাচরণ করে, তারাই (আজ্ঞাহ্র কাছে) লালিতদের দলজুড়। (আজ্ঞাহ্র কাছে বখন তারা লালিত, তখন উপরোক্ত পরিপতি হওয়াই বাস্তবিক। আজ্ঞাহ্র তা'আলা তাদের জন্য যেখন লালুনা অবধারিত করে রেখেছেন, তেমনি অনুগতদের জন্য সম্মান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কেননা, তারা আজ্ঞাহ্র ও রসূলগণের অনুসারী।) আজ্ঞাহ্র তা'আলা (আদি নির্দেশনামার) জিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রসূলগণ বিজয়ী হব। (এটাই সম্মানের প্রয়োগ। এখানে রসূলগণের বিজয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, কিন্তু রসূলগণের সম্মানার্থে আজ্ঞাহ্র তা'আলা নিজেকেও জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং রসূলগণ যখন সম্মানিত, তখন তাঁদের অনুসারিগণও সম্মানিত। বিজয়ী হওয়ার অর্থ সুরা মায়দা ও সুরা মু'মিনে বলিত হয়েছে)। নিচের আজ্ঞাহ্র তা'আলা শক্তিশর, পরাক্রমশালী। (তাই তিনি থাকে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন। অতঃপর কাফিরদের সাথে বজুহের ব্যাপারে মুনাফিকদের বিপরীতে যু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে) যারা আজ্ঞাহ্র ও কিয়ামত দিবসে (পুরোপুরি) বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আজ্ঞাহ্র ও তাঁর রসূলের বিকল্পাচরণকারীদের সাথে বজুহ করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ভাতী গোষ্ঠী হয়। তাদের অস্তরে আজ্ঞাহ্র ঈয়ান জিখে দিয়েছেন এবং তাদের (অস্তরকে) শক্তিশালী করেছেন সীম ক্ষমত দ্বারা ('ক্ষমত' বলে নূর বোধানো হয়েছে অর্থাৎ হিদায়ত অনুযায়ী বাহ্যিক কর্ম এবং অত্যন্তরীণ প্রশান্তি)।

অর্থাৎ, আজ্ঞাহ্র সজাই সকলকাম হবে, (যেখন অন্য আয়াতে আজ্ঞাহ্র করা হয়েছে) এই নূরই উল্লিখিত হয়েছে। এই নূর অর্থগত জীবনের কারণ। তাই একে রাহ বলে ব্যাখ্য করা হয়েছে। মু'মিনগণ এই সম্পদ দুনিয়াতে লাভ করবে এবং পরকালে) তিনি তাদেরকে আয়াতে দারিদ্র করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে। তারা ক্ষেত্রে তিরকাল থাকবে। আজ্ঞাহ্র তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আজ্ঞাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আজ্ঞাহ্র দল। জেনে রাখ, আজ্ঞাহ্র সজাই সকলকাম হবে, (যেখন অন্য আয়াতে আজ্ঞাহ্র করা হয়েছে)।

এরপর **أُولَئِكَ هُمُ الْمُغْلَقُونَ** (রিঃ) বলা হয়েছে।

আমূহরিক ভাষ্টব্য বিষয়

أَلَمْ تَرَ إِنَّ الَّذِينَ تُولِّوْا قُوَّةً مَا غَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ—এসব আরাতে আল্লাহ্

তা'আলা সেসব তোকের দুরবহু ও পরিধানে কঠোর শান্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যদুরা আল্লাহ্ শরু, কাফিরদের সাথে বক্তৃত রাখে। মুশ্রিক, ইহুদী, খুস্তান অথবা জন্য যে-কোন প্রকার কাফিরের সাথে কোন মুসলমানের বক্তৃত রাখা জারীয় নয়। এটা মুক্তিগতভাবে সজব-পরও নয়। কেননা, মু'মিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্ মহক্ষত। কাফির আল্লাহ্ দুলশ্বন। যার অন্তরে করাও প্রতি সভিয়কার মহক্ষত ও বক্তৃত আছে, তার শরুর প্রতিও মহক্ষত ও বক্তৃত রাখা তার পকে কিছুতেই সজ্ঞবপর নয়। এ কারণেই কোন্তান পাকের অনেক আরাতে কাফিরদের সাথে বক্তৃতের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফিরদের সাথে আন্তরিক বক্তৃত রাখে, তাকে কাফিরদেরই দলজুত ঘনে করার শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বক্তৃতের সাথে সম্পৃক্ষ।

কাফিরদের সাথে সব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বক্তৃতের অর্থের মধ্যে দাবিদল নয়। এগুলো কাফিরদের সাথেও করা আরোহ। রসুলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রকাশ কাজ-কারবার এর পকে সাক্ষ দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্য কৃতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিলা সৃষ্টি না করে এবং অন্য মুসলমানদের জন্যও কৃতিকর না হয়।

وَيَعْلَمُونَ عَلَى الْكُفَّارِ—কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই আরাত

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাম মুনাফিক সংস্করে অবঙ্গীর্ণ হয়েছে। একদিন রসুলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন : এখন তোমাদের কাছে এক বাত্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিচুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাম আগমন করল। তার চক্ষ হিল নৌজান, দেহাবস্থ বেঁটে, পোখুম বর্ণ এবং সে হিল হাল-কা 'ম্যাচেম্পিট'। রসুলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন ? সে শপথ করে বলল : আমি এরাগ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও ছিছেমিহি শগথ করল। আল্লাহ্ তা'আলা এই আরাতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিলেছেন।—(কুরআনী)

মুসলমানের আন্তরিক বক্তৃত কাফিরের সাথে হতে পারে না :

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَلِّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْلَا فِي
প্রথম আরাতসমূহে কাফির ও মুশ্রিকদের সাথে বক্তৃতকারীদের প্রতি আল্লাহ্ পর্যবেক্ষণ ও কঠোর শান্তির বর্ণনা ছিল। এই আরাতে তাদের বিপরীতে শীঁড় মুসলমানদের

ଅବହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ଯେ, ତାରୀ ଆଜ୍ଞାହର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ କାକିରଦେର ସାଥେ ବଜୁହ ଓ ଆନ୍ତରିକ ସଂପର୍କ ରାଖେ ନା, ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାକିର ତାଦେର ପିତା, ପୁତ୍ର, ଭ୍ରାତା ଅଥବା ନିକଟାଧୀନଙ୍କ ହେଯ ।

ସାହାବାଯେ କିରାମ (ରା) ସବାରେଇ ଏହି ଅବହା ଛିଲ । ଏ ହଳେ ତକ୍ଷସୀରବିଦଗ୍ଧ ଅନେକ ସାହାବୀର ଏମନ ଘଟନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେନ, ସାତେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ଭ୍ରାତା ପ୍ରମୁଖର ମୁଖ ଥେବେ ଇମାମ ଅଥବା ରସ୍ତୁଲୁଆହ (ସା)-ର ବିରକ୍ତ କୋନ କଥା ଶୁଣେ ସଂପର୍କଛେଦ କରେ ଦିଲ୍ଲେଛେନ, ତାଦେରକେ ଶାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲେଛେନ ଏବଂ କୃତକରେ ହତ୍ୟାଓ କରେଛେନ ।

ଏକବାର ସାହାବୀ ଆବସୁଲ୍ଲାହ (ରା)-ର ସାମନେ ତୌର ମୁମାକିକ ପିତା ଆବସୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇ ରସ୍ତୁଲୁଆହ (ସା) ସାମାରେ ଧୂଷ୍ଟତାପୂର୍ବ ଉତ୍ତି କରିଲ । ତିନି ଉତ୍କଳଗାହ ରସ୍ତୁଲୁଆହ (ସା)-ର କାହେ ଏସେ ପିତାକେ ହତ୍ୟା କରାର ଅନୁମତି ଚାଇଲେନ । କିନ୍ତୁ ରସ୍ତୁଲୁଆହ (ସା) ତୌରେ ଅନୁମତି ଦିଲେନ ନା । ଏକବାର ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା)-ଏର ସାମନେ ତୌର ପିତା ଆବୁ କୋହାଫା ରସ୍ତୁଲେ କରୀମ (ସା) ସମ୍ବର୍କ କିନ୍ତୁ ଧୂଷ୍ଟତାପୂର୍ବ ଉତ୍ତି କରିଲେ ଦୟାର ଅଭୀକ ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା) କ୍ରୋଧାଳ୍ପ ହେଲେ ପିତାକେ ସଜ୍ଜୋରେ ଚଟେଟୀଧାତ କରିଲ । ଫଳେ ଆବୁ କୋହାଫା ଆଟିତେ ତୁଟିଯେ ପଡ଼େ । ଥବର ତାନେ ରସ୍ତୁଲୁଆହ (ସା) ବଲାନେ : ଡିବିଯାତେ ଏରପ କରୋ ନା । ହସରତ ଆବୁ ଓବାଯଦା (ରା)-ର ପିତା ଜାରିଆହ ଓହଦ ଶୁଣେ କାକିରଦେର ସବୀ ହେଯ ମୁସାମାନଦେର ବିରକ୍ତ ଶୁଣ କରାତେ ଏସେଛିଲ । ଶୁଣକେବେଳେ ସେ ବାରବାର ହସରତ ଆବୁ ଓବାଯଦା (ରା)-ର ସାମନେ ଆସତ କିନ୍ତୁ ତିନି ଏଡ଼ିଯେ ଥେଲେନ । ଏରପରାତ ସଥନ ସେ ନିର୍ବୃତ ହେଲ ନା ଏବଂ ପ୍ରାଣକେ ହତ୍ୟା କରାର ଚଟେଟୀ ଅବ୍ୟାହତ ରାଖିଲ, ତଥନ ହସରତ ଆବୁ ଓବାଯଦା (ରା) ବାଧା ହେଲେ ପିତାକେ ହତ୍ୟା କରାଇଲେ । ସାହାବାଯେ କିରାମ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଧରନେ ପାଇଲେ ଏକବାର ଆଜ୍ଞାତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଯ ।—(କୁରାତୁବୀ)

ମାଝେ'ଆଜା : ପାପାସଜ୍ଜ ଫାସିକ-ଫାଜିର ଓ କାର୍ବତ ଧର୍ମବିମୁଖ ମୁସାମାନଦେର ବୈମାନ ଅନେକ କିକହ୍ବିଦ ଏହି ବିଧାନ ରେଖେଛେନ ଯେ, ତାଦେର ସାଥେ ଆନ୍ତରିକ ବଜୁହ ରାଖା କୋନ ମେଲ-ମାନେର ପକ୍ଷେ ଜାମ୍ଯେ ହତେ ପାରେ ନା । କାଜେକର୍ମର ପ୍ରମୋଜନେ ସହ୍ୟୋଗିତା ଅଥବା ପ୍ରଯୋଜନ ମାନ୍ତରିକ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କଥା, ଯାର ଯଥେ କ୍ରିସ୍ତ ତଥା ପାପାସଜ୍ଜର ବୌଜାଗ୍ନ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଛେ, ଏକମାତ୍ର ତାର ଅନ୍ତରେଇ କେମ ଫାସିକ ଓ ପାଗାସଜ୍ଜର ପ୍ରତି ବଜୁହ ଓ ଭାଜବାସା ଧାରକତେ ପାରେ । ତାଇ ରସ୍ତେ କରୀମ (ସା) ତୌର ଦୋହାର ବଲାନେ : **اَللّٰهُ لَا تَبْغِي عَلٰى لِغٰا جَرٰ عَلٰى دِيْنٍ** । ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆଜ୍ଞାହ । ଆମାକେ କେମ ପାପାସଜ୍ଜ ବାତିଲିର କାହେ ଖଣ୍ଡି କରୋ ନା । ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କୋନ ଅନୁଗ୍ରହ ହେନ ଆମାର ଉପର ନା ଥାକେ । କେବଳା, ସଜ୍ଜାକୁ ଆନୁମ ଭାବାବିଗତ ଶୁଣେର କାରଣେ ଅନୁଷ୍ଠାକାରୀର ପ୍ରତି ବଜୁହ ଓ ଭାଜବାସା ରାଖାତେ ବାଧା ହେଯ । କାଜେଇ ଫାସିକଦେର ଅନୁଗ୍ରହ କବୁଳ କରା ତାଦେର ପ୍ରତି ମହବତେର ଦେଶ୍ତ । ରସ୍ତୁଲୁଆହ (ସା) ଏହି ମେତ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଥେବେ ଓ ଆକ୍ରମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇଲେ ।—(କୁରାତୁବୀ)

وَأَيْدِمْ بِرْ وَحْ —— ଏଥାନେ କେଉ କେଉ ରାହ୍-ଏର ତକ୍ଷସୀର କରେଛେନ ନୂର, ଯା ମୁଁମିନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞାହର ପକ୍ଷ ଥେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଯ । ଏହି ନୂରି ତାର ସଂକର୍ମ ଓ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଉପାର୍ଥ ହେଲେ ଥାକେ । ସମା ସାହଜୀ, ଏହି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକାଟ ବିରାଟ ଶତି । ଆବାହ କେଉ କେଉ ରାହ୍-ଏର ତକ୍ଷସୀର କରେଛେନ କୋରାଜାନ ଓ କୋରାଜାନେର ପ୍ରଯାପାଦି । କାରଣ, ଏଟାଇ ମୁଁମିନେର ଆପଣ ଶତି ।—(କୁରାତୁବୀ)

سورة العشر

سُورَةُ الْعَدْلِ

মদীনার অবতীর্ণ, ২৪ আশাত, ৩ করু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَبْعَدٌ لِّلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ هٰوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوْلَىٰ
الْحَشِيرَةِ مَا ظَنَّتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ مَا نَعْتَهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ
فَأَنَّهُمْ إِلٰهٌ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فَٰٰ قُلُوبُهُمْ الرُّغْبَةُ
يُخْرِجُونَ بِيُوْمٍ يَأْيِدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَقَاعِتِبُوهُمْ يَا وَلِيَ الْأَبْصَارِ
وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابُ النَّارِ ۝ ذَلِكَ بِمَا هُمْ شَاقُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۝ وَمَنْ يَشَاقِ اللّٰهَ
فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطْعَتْ مِنْ لَيْلَةٍ أُوْتَرَكَ مُؤْهَاهَا قَلِيلَةٌ
فَلَمَّا أُصْوِلُهَا فِي لَيْلَاتِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِنَ الْفَسِيقِينَ ۝

গরম কর্মপাদ্য ও জরীর দয়ালু আজ্ঞাহৰ নামে শুন

(১) নকোমঙ্গল ও কৃষ্ণগঙ্গে যা কিছু আছে, সবই আজ্ঞাহৰ পরিষ্কারা বর্ণনা করে। তিনি গুরাঙ্গমশাস্ত্রী, মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিংবা ধারণাদের মধ্যে আরো কাকির, তাদে-
রকে প্রথমবার একবার করে তাদের বাড়ী-স্থান থেকে বাহিকার করেছেন। তোমরা ধারণাও
করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্ঘলো তাদেরকে
আজ্ঞাহৰ কবজ থেকে রক্ষা করবে। আস্তগর আজ্ঞাহৰ শাস্তি তাদের উপর এমন দিক
থেকে আসে, যার কজনও তারা করেনি। আজ্ঞাহু তাদের অভয়ে তাস সঞ্চার করে দিলেন।

রইল এবং মুনাফিকরাও আভ্যন্তরে করল। রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে চতুর্দিশ থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খর্জুর হাকে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তৃন করিয়ে দিলেন। অবশেষে বিরুদ্ধে হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড ঘেনে নিজ। রসুলুল্লাহ্ (সা) এই অবহারও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র বে পরিয়াবে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে আও। তবে কোন অবশ্য সঙ্গে নিতে পারবে না। এভাবে বাজেয়ান্ত করা হবে। সেমতে বনু নুয়ায়েরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খাসবাবে ঢালে গে। সৎসারের প্রতি আসাধারণ প্রোহের কামাপে তারা প্রহের কড়ি কাঠ, তক্ষণ ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহদ স্বাক্ষের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল খাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হস্তরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদীর সাথে খারাবল থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনকরণই ‘প্রথম সমবেশ ও খিলাফত সংঘৰ্ষ’ নামে অভিহিত।—(আবুল মা‘জাদ)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নড়োমগল ও ভূমগলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্ পরিষ্কার বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাভানী। (তাঁর যত্ন, শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব এক প্রভাব এই যে, তিনিই কাফির কিভাবধারীদেরকে অর্থাৎ বনু নুয়ায়েরকে) তাদের বসতবাড়ী থেকে প্রথমবার একজ করে বহিকার করেছেন। [সুহরী বলেনঃ তারা প্রথমবার এই বিপদে পতিত হয়েছিল, যা ছিল তাদের দুর্কর্মের ফলাফল। এতে পুনরায় তাদের এই বিপদে পতিত হওয়ার ভিত্তিয়াগীর সিঙ্গে সুজ্ঞ ইঙ্গিত আছে। সেমতে হস্তরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে পুনরায় তাদেরকে আরবভূমি থেকে বহিকার করেন। তাদের বাস্তিভোটা থেকে বহিকার করা মুসলিমানদের শক্তি ও প্রাধান্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল। মুসলিমানগণ, তাদের সাজসরাজাম ও জাঁকজমক দেখে] তোমরা ধারণা করতে পারিন যে, তারা (কখনও তাদের বাস্তিভোটা থেকে) বের হবে এবং (খোদ) তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গন্ধো তাদেরকে আল্লাহ্ প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ তারা তাদের দুর্ভেদ্য দুর্ভের কানাগে নিশ্চিত ছিল। তাদের মনে কোন সমস্য অদৃশ্য প্রতিশোধের আশঁকাও জাগত না। অতঃপর আল্লাহ্ শাস্তি তাদের উপর এমন জায়গা থেকে আসল, যার কর্মাণ তারা করেন। (অর্থাৎ তারা মুসলিমানদের হাতে বহিকৃত হল, যাদের নিরস্তাব প্রতি লক্ষ্য করলে এরপ সন্তানবাই ছিল না, এই নিরস্ত লোকেরা সশন্তদের বিপক্ষে রিজার্ব হবে।) তাদের অস্তরে (আল্লাহ্ তা‘জালা মুসলিমানদের) রাস স্টেট করেছিলেন। (এই স্টাসের কামাপে তারা বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। তখন তাদের অবহা ছিল এই যে,) তারা তাদের বাস্তিভোটা নিজেদের হাতে এবং মুসলিমানদের হাতে খৎস করেছিল। (অর্থাৎ কঢ়িকাঠ, তক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেরাও গৃহ খৎস করেছিল এবং মুসলিমানরাও তাদের অস্তর বাধিত করার জন্য অরবাড়ী বিধিষ্ঠ করেছিল।) অতএব হে চক্রবান বাস্তিগণ, (এ অবস্থা দেখে) শিক্ষা প্রাপ্ত কর। (আল্লাহ্ ও রসুলের বিজ্ঞাচরণের পরিপত্তি মাঝে মাঝে দুনিয়া-তেও শোচনীয় হয়ে থাকে।) আল্লাহ্ যদি তাদের কাপ্তে নির্বাসন অবধারিত না করতেন তবে তাদেরকে দুনিয়াতেই (হত্যার) শাস্তি দিলেন (যেখন তাদের পরে বনী কোরার বাব

কেবলে ভাই হয়েছে। মুনিয়াতে শদিও তারা শান্তির কবল থেকে বেঁচে গেছে, কিন্তু)
পরকালে তাদের জন্য রায়েছে জাহাঙ্গীরের আয়াব। এ কারণে যে, তারা আজ্ঞাহ ও তাঁর রসু-
নের বিরক্তাচরণ করেছে। যে বাজি আজ্ঞাহ ও তাঁর রসুনের বিরক্তাচরণ করে, তার
জন্ম উচিত যে, আজ্ঞাহ কর্তৃর শান্তিদাতা (তাদের এই বিরক্তাচরণ বিবিধ প্রকারে হয়েছে।
এক, তৃতীয় উভয় করা, যে কারণে নির্বাসনদণ্ড হয়েছে এবং দুই, আজ্ঞাহর প্রতি বিহাস ছাপন
না করা। এটা পরকালীন আয়াবের কারণ। ইহদীরা বলেছিল : হৃক কর্তন করা ও রক্তে
অগ্নি সংযোগ করা অসমর্থের শান্তি। অর্থ নিম্নীয়। এ হাত্তা কিছুসংখ্যক মুসলমান
মনে ঝরেছিল যে, এসব হৃক উভয়ের মুসলমানদেরই হয়ে যাবে। কাজেই এগুলো কর্তন
না করাই উচ্চ। সেমতে তারা কর্তন করেনি। আবার কেউ কেউ ইহদীদের অতুর বাধিত
করার উদ্দেশ্যে কর্তন করেছে। অতএব এসব বিষয়ের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। জওয়াবের
সাথে উভয় কাজকে সঠিক বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : তোমরা যে কলক খর্জুর রক্ত
কেটে দিয়েছ (এমনিভাবে যে কিছু পুড়িয়ে দিয়েছে) এবং কলক না কেটে কাণের উপর
দাঢ়ানো ছেড়ে দিয়েছ, তা তো (অর্থাৎ উভয় কাজই) আজ্ঞাহর আদেশ (-ও সন্তুষ্টি) অনু-
যায়ীই, তাতে তিনি কাফিরদেরকে লাভিত করেন। (অর্থাৎ উভয় কাজের মধ্যে উপযো-
গিতা আছে। ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেও মুসলমানদের এক সাফল্য এবং কাফিরদেরকে বিক্রুত
করার কান্দা আছে। কারণ, এগুলো মুসলমানরা ভোগ করবে। পক্ষান্তরে কর্তন করা
ও পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে মুসলমানদের অপর সাফল্য অর্থাৎ তাদের প্রাধান প্রকাশ পাওয়া
এবং কাফিরদেরকে বিক্রুত করার কান্দা আছে। অতএব উভয় কাজ প্রজ্ঞাতিক হওয়ার
কারণে এগুলোতে কোন দোষ নেই।

আমুসলিক জাতৰ্য বিষয়

সুরা হাশেরের বৈশিষ্ট্য ও বনু নুয়ায়ের গোত্রের ইতিহাস : সমগ্র সুরা হাশের ইহদী
বনু নুয়ায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।—(ইবনে ইসহাক) হয়রত ইবনে আবুআস
(রা) এই সুরার নামই সুরা বনু নুয়ায়ের বজতেন।—(ইবনে কাসীর) বনু নুয়ায়ের হয়রত
হারান (আ)-এর সন্তান-সন্তানিদের মধ্যে একটি ইহদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তঙ্গ-
রাতের পশ্চিত ছিলেন। তঙ্গরাতে খাতামুল আবিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সংবাদ, হিলিয়া
ও আলামত বাধিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথা ও উল্লিখিত আছে। এই পরি-
বার শেষ নবী (সা)-র সাহচর্যে খাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় ছানাস্তরিত হয়ে-
ছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক তঙ্গরাতের পশ্চিত ছিল এবং রসু-
জ্ঞাহ (সা)-র মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই
শেষ নবী (সা)। কিন্তু তাদের খারাগা ছিল যে, শেষ নবী হস্তরত হারান (আ)-এর বংশধরদের
মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন বনী
ইসরাইলের পরিবর্তে বনী ইসরাইলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিহাস ছাপনে
বাধা দিল। এতদস্বেও তাদের অধিকাংশ লোক যখন যানে জানত এবং চিনত যে, ইনিই
শেষ নবী। বদর যুক্ত মুসলমানদের বিশ্ময়কর বিজয় এবং মৃশরিকদের শোচনীয় পরাজয়
দেখে তাদের বিহাস আরও হাজি পেয়েছিল। এর সৌকার্যাত্মক তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল,

কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্তা ও মিথ্যা চেনার আপকাটি করাটাই ছিল অসাম ও দুর্বল ডিভি। ফলে ওহস শুকের প্রথমদিকে শৰ্ষে মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিন্তু সাহাবী শহীদ হচ্ছেন, তখন তাদের বিখাস উন্ন্যটান্ত্রিয়ান হয়ে গেল। এরপরই তাদ্বা মুশার্রিকদের সাথে বন্ধুত্ব ঘূর্ণ করে দিল।

এর আগে ঘটেনা এই হয়েছিল যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) যদীনা পৌছে রাজনৈতিক দুর্ভ-দর্শিতার কারণে সর্বস্ত্রথম যদীনার ও তৎপূর্ববর্তী এলান্নায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্র-সমূহের সাথে শান্তিতৃত্ব সম্পাদন করেছিলেন। তৃতীতে উরেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিকলে শুকে প্রভৃতি হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তি তৃতীতে আরও অনেক ধারা ছিল। ‘সীরত ইবনে হিশাম’ এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এখনিভাবে বন্ন নুয়ায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোষ্ঠী এই তৃতীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদীনা থেকে দুই মাইজ দূরে বন্ন নুয়ায়ের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগবাণিটা ছিল।

ওহস শুক পর্বত তাদেরকে বাহ্যিত এই শান্তিতৃত্বের অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহস শুকের পর তারা বিখাসযাত্রকৃতা ও গোপন দুরাত্মিসকি ঘূর্ণ করে দেয়। এই বিখাস-যাত্রকৃতার সূচনা এভাবে হয় যে, বন্ন নুয়ায়েরের জনেক সর্দীর কা'ব ইবনে আলুরাফ ওহস শুকের পর আরও চলিশজন ইহুদীকে সাথে নিয়ে যাক পৌছে এবং ওহস শুক ক্ষেত্রে কোরায়শী কাফিরদের সাথে সাজাও করে। সীর্য আলোচনার পর রসুলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের বিকলে শুক করার তৃতী উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। তৃতীতি পাকাপোত্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আলুরাফ চলিশজন ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চলিশজন কোরায়শী হেতোসহ কা'বা পৃষ্ঠে প্রবেশ করে এবং বাহ্যিতুল্লাহ্-র গিজাক স্পর্শ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিকলে শুক করার অঙ্গীকার করে।

তৃতী সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে আলুরাফ যদীনায় ক্ষেত্রে এলে জিবরাইল (আ) রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে আদোগাত ঘট্টনা এবং তৃতীর বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সা) কা'ব ইবনে আলুরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং সাহাবী মুহাজিমদ ইবনে মাসজিদ্যা (রা) তাকে হত্যা করেন।

এরপর বন্ন নুয়ায়ের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা) অবহিত হতে থাকেন। তরুণে একটি উপরে শানে-নুয়ুলে বণিত হয়েছে যে, তারা বন্ন রসুলে কর্মীয় (সা)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর যাধ্যমে রসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁক্ষণ্যিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই হত্যাস্ত্রে সক্ষমকাম হয়ে যেত। কেননা, যে শুহৈর নীচে তারা রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে বিসর্জেছিল তার ছাদে চতুর্ভুক্তি প্রকাণ্ড তাঁরী পাথর তাঁর যাধ্যায় হতে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পর্ক হয়ে পিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওয়ার ইবনে জাহান। * আরাহ্ তা'আলায় হিকাবতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থভাবে পর্যবসিত হয়।

একটি পিঙ্কা : আশচর্যের বিষয়, পরবর্তী পর্যায়ে বন্ন নুয়ায়ের সবাই মির্দাসিত হয়ে যদীনা হেতু চলে গেজ। কিন্তু তাদের মধ্যে যাত্র দুই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যদীনাত্তো

নিয়াপদ জীবন বাপন করতে থাকে। তাদের একজন হিল এই ওয়র ইবনে আহ্মাশ, বিতৌয় জন তার পিতৃব্য ইয়ামীন ইবনে আমর ইবনে কা'ব।—(ইবনে কাসীর)

আমর ইবনে উয়াইয়া যবীর ঘটনা : শানে-নুয়ালের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উয়াইয়া যবীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা) এই হত্যাকাণ্ডের কাজ বিনিয়ন সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ ব্যাপারেই বনু নুয়ায়ে-রের ঠাঁদা আসারের জন্য তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর লিখেন : মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপৌঢ়নের কাহিনী নাডিসীর্প। তথ্যে বৈকে-যাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছুসংখ্যক মুনাফিক ও কাফির তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সক্রজন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিষ্ক্রিয় একটি চূড়ান্ত হিল। কাফিররা মুসলমানগণকে হত্যা করায় পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সক্রিয় হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একজন আমর ইবনে যবীর (রা) কোনোরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এই মাঝ কাফিরদের বিশ্বাসবাত্তুকতা এবং তাঁর উন্নত সম্ভব জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চক্রে দেখে এসেছিলেন, কাফিরদের মুকাবিলায় তাঁর যন্মোহন্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে যদৌনায় ক্রিয়ে আসার সময় পথিয়ে তথ্যে তিনি দুইজন কাফিরের যুদ্ধোয়ুধি হন। তিনি কালবিজয় না করে উত্তোলকে হত্যা করে দেন। পরে জানা যায় যে, তারা হিল বনী আমের পোতের মোক, যাদের সাথে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র শাপি দৃঢ়ি ছিল।

আজকালকার রাজনৈতিক দুর্ভিসম্যুহে পথমেই দুর্ভিক্ষের পথ খুঁজে মেওয়া হয়। কিন্তু রসুলে কর্নীয় (সা)-এর দুর্ভি একাপ ছিল না। এখানে যা কিছু মুখ অথবা কলম দিয়ে বের হয়ে যেত, তা ধর্মীয় ও আজ্ঞাহৃত নির্দেশের অর্থস্থা রাখত এবং তা থথাযথ পালন করা অপরিহার্য হয়ে যেত। আমরের এই ভাবিতি সম্পর্কে অবগত হয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা) শরীয়তের আইনানুযায়ী নিষ্ঠ বাকিদের কাজ বিনিয়ন দেওয়ার সিকাত প্রাপ্ত করেন। এজন তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে ঠাঁদা সংগ্রহ করেন এবং ঠাঁদার ব্যাপারে তাঁকে বনু নুয়ায়ের গোরেও গমন করতে হয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা বর্তমান রাজনৈতিকদের জন্য একটি বিজ্ঞাপন ব্যাপার : আজকালকার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার মানবাধিকার সংরক্ষকরে সার্ব-গৱ্য বজ্রাতা দেন, এর জন্য প্রতিটান স্বাপন করেন এবং বিহু মানবাধিকারের হর্তা কর্তা কথিত হন। ত্রিপুরা পার্টক, উপরোক্ত ঘটনার প্রতি একবার রক্ত করুন। বনু নুয়ায়ের উপর্যুক্ত, বিশ্বাসযাত্তুকতা, রসুল হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক রসুলে কর্নীয় (সা)-এর পোতের আসতে থাকে। যদি এসব ঘটনা আজকাল কার কোন যন্তী ও রাষ্ট্রপ্রধানের পোচকৃত হত তবে ইনসাফের সাথে বনুন তারা খেছেন মোকদের সাথে কিলাপ ব্যবহার করতেন? আজকাল তো জীবিত জোকদের উপর পেট্রোজ তেলে যন্মদান পরিকার করে দেওয়া কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু শুও, দৃঢ়ত্বকারী

সংঘবন্ধ হয়ে অন্বয়াসে এ কাজ সমাখ্য করে ক্ষেত্রে। রাজকীয় রাগ ও গোসার জীবনাত্মকা এবং চাইতে বেশীই হয়ে থাকে।

কিন্তু এই রাস্তা আলাহ'র ও তাঁর রসূল (সা)-এর বনু নুহায়েরের বিশ্বাসঘাতকতা ষষ্ঠন চৃত্ত্বাত পর্যায়ে পেটোছে যায়, তখনও তিনি তাদের গথহত্যার সংকল করেন নি। তাদের যাজ ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি, বরং তিনি—(১) সব আসবাবপত্র নিয়ে কেবল শহর খালি করে দেওয়ার সিঙ্কান্ত প্রশংস করেন, (২) এর জন্যও তাদেরকে দশ দিনের সময় দেন, যাতে অন্বয়াসে সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে অন্বয় খানাকুরিত হতে পারে। বনু নুহায়ের এরপরেও ষষ্ঠন ঔরুজ প্রদর্শন করল, তখন জাতীয় পদক্ষেপ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাই (৩) কিছু ধর্জুর বৃক্ষ কাটা হয় এবং কিছু হজে অগ্নি সংযোগ করা হয়, যাতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু দুর্গে অগ্নি সংযোগ অথবা গথহত্যার নির্দেশ তখনও জারি করা হয়নি, (৪) অতঃপর তারা ষষ্ঠন বেগতিক হয়ে শহর ছেড়ে দেওয়ার সিঙ্কান্ত নিল, তখন সামরিক অভিযান সঙ্গেও এক বাতিল এক উটের গিঁটে যে পরিয়াল আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পারে সে পরিয়াল আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হল। কলে তারা গৃহের কড়িকাঠ, তজ্জ্বল এবং দরজার কপাট পর্যন্ত উটের গিঁটে তুলে নিল, (৫) তারা সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে বাছিল, কিন্তু কোন ঘূসলয়ান তাদের প্রতি বৃক্ষ দুল্পিতে তাকান নি। শাক ও মুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরবেগ অবস্থায় তারা আসবাবপত্র নিয়ে বিদায় হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা) যে সময় শক্তির কাছ থেকে যৌবন আনা প্রতিশোধ প্রশংস করার প্রতি শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হিলেন, সেই সময় বনু নুহায়েরের প্রতি তিনি এহেন উদারতা প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাসঘাতক, কুচক্ষী শক্তুদের সাথে তাঁর এহেন উদার ব্যবহার, সেই ব্যবহারের নবীন, শা তিনি মুক্ত বিজয়ের পর তাঁর পুরাতন শক্তুদের সাথে করেছিলেন।

وَلِ الْكَثِيرٍ—বনু নুহায়েরের এই নির্বাসনকে কোরআন পাইক ‘আউয়াজে হাশর’

গুরু প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসৌরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা এক জাগুগায় বসবাস করত। খানাকুর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল।¹ এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিত্বাব প্রকৃত নির্দেশ ছিল আর উপর্যুক্তকে অযুসলিয়দের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক মুর্দ্দেস্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে ঝিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যিক্ত হীন। এটা হস্তরত ক্ষাত্রকে আধম (রা)-এর খিলাফতকালে বাস্তব রূপ পরিষ্ঠাহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে বনু নুহায়েরের এই নির্বাসন প্রথম সমাবেশ এবং হস্তরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন ঝিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

—فَإِنَّمَا هُم مِنْ حَوْثٍ لَمْ يَجْتَسِبُوا—এর শাবিক অর্থ এই যে, আজ্ঞাহ্
তো আজ্ঞা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কর্তব্যাও করেনি। বলী বাহলা,
আজ্ঞাহ্ আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহুক ফেরেশতা আগমন করা।

—لَيُخْرِجُونَ بِمَا بِيْدِهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ—গৃহের সরাজা, কপাট
ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদের হাতে নিজেদের পৃথক ধৰ্মস করছিল। পক্ষান্তরে
তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত-সন্তুষ্ট করার জন্য মুসলমানগণ তাদের
গৃহ ও গাঙ্গপালা ধৰ্মস করছিল।

—مَا قَطْعَتْ مِنْ لَهْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَاتِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِاَذْنِ اللَّهِ
—وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ—লেন্ডের শব্দের অর্থ খর্চুর বৃক্ষ। বন নূবাহেরের খর্চুর
বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিন্তু কিন্তু মুসলমান
তাদেরকে উভেজিত ও ভীত করার জন্য তাদের কিন্তু খর্চুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অধিগ
সংমোগ করে খত্ম করে দিল। অপর কিন্তুসংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআজ্ঞাহ্
বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগবাগিচা মুসলমানদের অধিকারভূক্ত হবে। এই
মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রাখলেন। এটা ছিল অতের সরমিল। পরে যখন তাঁদের
মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীগুলা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ
পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে
আলোচ্য আঝাত অবতীর্থ হল। এতে উভয় দলের কার্যকলামকে আজ্ঞাহ্ ইচ্ছার অনুকূলে
প্রকাশ করা হয়েছে।

রসূলের নির্দেশ প্রকল্পকে আজ্ঞাহ্ ই নির্দেশ : হাদীস জৰীকারকারীদের প্রতি হাঁচি-
বারি : এই আঝাতে বৃক্ষ কর্তন, পোড়ান ও অঙ্গুত ছেঁড়ে দেওয়ার উভয় প্রকার কার্যকলামকে
আজ্ঞাহ্ ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কোরআনের কোন আঝাতে এতদু-
ভয়ের মধ্য থেকে কোন কর্মের আদেশ উল্লেখ করা হয়নি। অতএব বাহ্যত বোধা শায়
যে, উভয় দল নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে এই কাজ করবেন। বেশীর বেশী তারা হয় তো
রসূলআজ্ঞাহ্ (সা)-র কাছ থেকে এর অনুমতি নিয়ে থাকবে, কিন্তু কোরআন এই অনুমতি তথা
হাদীসকে আজ্ঞাহ্ ইচ্ছা প্রতিপন্থ করে বাস্তু করবেন যে, রসূলআজ্ঞাহ্ (সা)-কে আজ্ঞাহ্ পক্ষ
থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি যে আদেশ জারি করবেন,
তা আজ্ঞাহ্ আদেশ বলে গণ্য হবে। এই আদেশ পাঠন করা কোরআনের আঝাত পাঠন
করার যত করয়।

ইজতিহাদী অভ্যন্তরে কোন পক্ষকে সৌনাহ্ বলা যাবে না ; এই আঝাত থেকে বিভৌয়
উল্লেখপূর্ণ বিধান এই জানা গে যে, যারা ইজতিহাদ করার বোগাতা রাখেন, কোন ব্যাপারে

তাদের ইজতিহাদ ভিজমুখী হলে অর্থাৎ একদলে জায়েয ও অন্যদলে নাজারেয বললে আঞ্চাহুর কাছে উভয়টিই শুক হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনটিকে গোনাহু বলা যাবে না। এ কারণে তাদের উপর দুষ্টের দমন আইন প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তাদের মধ্যে কোন এক পক্ষে শরীয়তানুমানী অগ্রিম নয়। **وَلِيُهُزِّيَ الْفَاسِقُونَ** বাকে রূপ কর্তন ও অধি সংযোগের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা অনর্থ দৃষ্টিতে অস্তর্ভুক্ত নয়; বরং কাফিরদেরকে লালিত করার উদ্দেশ্যে এটা সওয়াবের কাজ।

যাস'আলা : যুক্তাবহায় কাফিরদের গৃহ বিধৰণ করা, অধি সংযোগ করা এবং বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ফিকহবিদগণের উভয় বিভিন্ন রাগ। ইয়াখ আয়ত আবু হানীফা (র) বলেন : যুক্তাবহায় এসব কাজ জায়েয। কিন্তু শায়খ ইবনে হয়াব (র) বলেন : এটা তখন জায়েয, যখন এই পক্ষতি অবলম্বন করা ব্যাতীত কাফিরদের বিরুদ্ধে অয়লাভ করা সুদূর পরাহত হয় অথবা যখন মুসলমানদের বিজয় অবিশিষ্ট হয়। কাফিরদের শক্তি চূঁ চূঁ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিজয় অর্জিত না হলে তাদের ধর্মসম্পদ বিনষ্ট করে তাদেরকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তখন এসব কাজ জায়েয হবে।—(মাঝহারী)

**وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَّاً أَوْ جَعْثُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا
رَكَابٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسْلِطُ رُسُلَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ^① مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ فَإِلَيْهِ الْمَرْسُولُ وَلِنَزَّ
الْقُرْبَةِ وَالْيَتَمِّيِّ وَالسَّكِينِيِّ وَابْنِ السَّبِيلِ^۲ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ وَشَكْمُ دَوْمًا أَشْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْدُوْةٌ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ قَضَالًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ
الْدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْبِيُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً قَمَّاً أَوْ تُواً وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ^۳ بِهِمْ**

خَصَّاصَةُ وَمَنْ يُوقَ شَهِرَ نَفِيْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ
 جَاءُوْ فِي مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا خَوَانِنَا الَّذِينَ
 سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غُلَامًا لِلَّذِينَ أَمْنَوْ رَبَّنَا
 إِنَّكَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ ۝

(৬) আলাহ বন্দু নুয়ায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে শুক করনি, কিন্তু আলাহ ধার উপর ইহা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আলাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিশান। (৭) আলাহ জনগদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আলাহর, রসূলের, তাঁর আশীর্বাদজনের, ইস্লামীদের, আফাবন্ধনদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধনেশ্বর্য কেবল তোমাদের বিতশালীদের মধ্যেই পুঁজীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা প্রশংস কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিভাত থাক এবং আলাহকে কর কর। নিষ্ঠয় আলাহ কর্তৃর শান্তিদাতা। (৮) এই ধনসম্পদ দেশতাপী নিঃস্বাদের জন্য, যারা আলাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সাতের অব্দেশপে এবং আলাহ ও তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুজিতো ও ধনসম্পদ থেকে বহিকৃত হয়েছে। তারাই সত্ত্বাদী। (৯) যারা যুহাজিরদের আগমনের পূর্বে অদীনার বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা যুহাজিরদেরকে ভাস্তু-বাসে, যুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অফাবন্ধন হলেও তাদেরকে অপ্রাধিকার দান করে। যারা অনের কার্গণ থেকে শুক, তারাই সকলকাম। (১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে এবং ঈমানে অপ্রাপ্তি আমাদের ঝাতাগণকে ঝুঁটা কর এবং ঈমানদারদের বিকলকে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্রো রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা ! নিষ্ঠয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

তফসীরের সীর-সংজ্ঞেশ

(উপরে বন্দু নুয়ায়েরের জীবন সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এখন তাদের আজ সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে :) আলাহ বন্দু নুয়ায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, (তাতে তোমাদের কোনরূপ কল্প শীকার করতে হয়নি) তোমরা তজন্য (অর্বাচ তা হাসিল করার জন্য) ঘোড়া ও উটে চড়ে শুক করনি। (উদ্দেশ্য এই যে, অদীন থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে সফরও করতে হয়নি এবং শুক করারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মুকাবিলা যা হয়েছে, তা নেহায়েত অনুরূপ খোঁগ্য। — (ঝাহল-মা'আনী) তাই এই মানে তোমাদের বক্টন ও মালিকানার অধিকার নেই—

গনীয়তের মালে যেরাপ হয়ে থাকে]। কিন্তু (আল্লাহ'র রীতি এই যে) তিনি তাঁর রসূলগণকে (শত্রুদের মধ্য থেকে] হার উপর ইচ্ছা, কর্তৃত্ব দান করেন (অর্থাৎ শত্রুকে জ্ঞাসের মাধ্যমে পরাজিত করে দেন, যাতে কোন রকম কষ্ট দ্বাকার করতে না হয়)। সেমতে রসূলগণের মধ্য থেকে আল্লাহ' তা'আলো তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বনু নুয়ায়েরের খনসম্পদের উপর এমনিভাবে কর্তৃত্ব দান করেছেন। কাজেই এতে তোমাদের কোন অধিকার নেই; বরং একে মালিকসুজত ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা রসূলেরই আছে। (আল্লাহ' তা'আলো সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সুতরাং তিনি যেভাবে ইচ্ছা, শত্রুদেরকে পরাজিত করবেন এবং যেভাবে ইচ্ছা, তাঁর রসূলকে ক্ষমতা দেবেন। বনু নুয়ায়েরের খনসম্পদের জৈলে যেমন এই বিধান, তেমনিভাবে) আল্লাহ' তা'আলো (এই পছাড়) অন্যান্য জনপদের (কাকিন) অধিবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, (যেমন ফদকের বাগান এবং খাইবরের অংশ বিশেষ এই পছাড়ই করতলগত হয়েছিল, তাতেও তোমাদের কোন আলিকানার অধিকার নেই; বরং) তা'আল্লাহ'র হক, (তিনি যেভাবে ইচ্ছা, তা বায় করার আদেশ দেবেন) রসূলের (হক; আল্লাহ' তা'আলো তাঁকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী এই মাল বায় করার ক্ষমতা দিয়েছেন) এবং (তাঁর) আর্মায়-জজনের (হক) এবং ইয়াতীমদের (হক) এবং মিঃআদের (হক) এবং মুনাফিকদের [হক অর্থাৎ তারা সবাই রসূলের বিবেচনা অনুসারে এই মাল বায় করার পাত্র। শুধু তারাই নয় রসূলুল্লাহ' (সা) নিজের মতে যাইকেই দিতে চান, সে-ও তাদের অঙ্গুলি। জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের যখন এই মালে কোন অধিকার নেই, তখন উপরোক্ত প্রকার লোকগণ, মারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরও এই মালে কোন অধিকার থাকবে না—এই সম্বেদ নিরসনের জন্য সম্ভবত উপরোক্ত প্রকার লোকদের বিশেষভাবে উরেখ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাতে ইয়াতীম, মিঃআ, মুসাফির ইত্যাদি বিশেষ শুণসহ তাদের উরেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা এসব উপরের কারণে, রসূলুল্লাহ' (সা)-র ইচ্ছাক্রমে এই মাল পেতে পারে। জিহাদে যৌগদান করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রসূলুল্লাহ' (সা)-র আর্মায়-জজন হওয়াও উপরোক্ত শুণসমূহের অন্যতম। তাঁদেরকে এই মাল দেওয়ার কারণ এই যে, তাঁরা সবাই রসূলুল্লাহ' (সা)-র সাহায্যকারী হিমেন এবং বিপদ মুহূর্তে কাজে লাগতেন। রসূলুল্লাহ' (সা)-র ওফাতের সাথে সাথে তাঁদের এই অংশ রহিত হয়ে থায়। সুরা আনফালের আল্লাতে তা বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান এ জন্য] যাতে তা (অর্থাৎ এই খনসম্পদ) কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঁজীভূত না হয়ে থাকে; (যেমন সুর্খতা স্থানে গনীয়তের মাল ও শুক্রবর্ষ সম্পদ সব বিত্তবানরা হজম করে ফেলত এবং অভাবপ্রস্তুত্ব বর্কিত থাকত)। তাই আল্লাহ' তা'আলো বিস্তারিত রসূলের যত্নামতের উপর ন্যাত করেছেন এবং বায় করার থাতও বলে দিয়েছেন। যাতে মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি অভাবপ্রস্তুতের মধ্যে এবং উপরোক্তভাবে হলে বায় করবেন। যখন জানা গেল যে, রসূলের ইখতিয়ারে থাকাই মজলজনক, তখন) রসূল তোমাদেরকে-যা দেন তা প্রাহ্পণ কর এবং যা (বিত্ত) বিশেখ করেন, তা থেকে বিরত থাক (অন্যান্য) থাইতীর ক্রিয়াকর্মেও তাই বিধান এবং আল্লাহ'কে তত্ত্ব কর, বিশ্বায় আল্লাহ' (বিকলজাতৰণের কারণে) কর্তৃত পাস্তিদাতা। (উপরোক্ত খনসম্পদে এমনিতে সব অভাবপ্রস্তুতরই হক আছে, কিন্তু) মুহাজির অভাবপ্রস্তুতের (বিশেষভাবে) এতে হক আছে; যাদেরকে তাদের বাস্তিভোগ ও

ধনসম্পদ থেকে (জোরজবরে অন্যায়ভাবে) বিহিত্কার করা হয়েছে, (অর্থাৎ কাফিরদের নিপীড়নে অভিষ্ঠ হয়ে তারা বাস্তিভোঁ ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। এই হিজরত ভারা) তারা আল্লাহ'র অনুগ্রহ (অর্থাৎ জামাত) ও সন্তুষ্টি অপ্রেৰণ করে, (কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করেনি) এবং তারা আল্লাহ'র রসুলের (ধর্মের) সাহায্য করে। তারাই (ঈমানে) সত্যবাদী (এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা দারুল-ইসলামে (অর্থাৎ মদীনায়) ও ঈমানে মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে হিতিশীল ছিল। (এখানে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা ছিলেন মদীনার বাসিন্দা। তাঁই তাঁরা পূর্বেই মদীনায় হিতিশীল ছিলেন। ঈমানের পূর্বে হিতিশীল হওয়ার অর্থ এই যে, সব আনসারের ঈমান সব মুহাজিরের ঈমানের অগ্রে ছিল। বরং অর্থ এই যে, মুহাজিরগণের মদীনায় আগমনের পূর্বেই তাঁরা ঈমান প্রথগ করেছিলেন)। তাঁরা মুহাজিরগণকে তাজবাসে এবং মুহাজিরগণকে (গনীমতের মাল ইত্যাদি) যা দেওয়া তজন্য তাঁরা (আনসাররা) অন্তরে কেন ঈর্বাপোষণ করেনা। (বরং আরও বেশী ভাজবাসে) নিজেরা অভাবপ্রাপ্ত হলেও (পানাহার ইত্যাদিতে) তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (অর্থাৎ মাঝে মাঝে নিজেরা না খেয়ে মুহাজির ভাইকে খাইয়ে দেয়। বাস্তবিকই) যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত (যেহেন আল্লাহ'র তা'আলা তাদেরকে মোত-শালসা ও তদনুযায়ী কাজ করা থেকে মুক্ত রেখেছেন), তারাই সফলকাম। (আর এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা (দারুল ইসলাম জথৰা হিজরতে অথবা দুনিয়াতে) তাদের (অর্থাৎ উপরোক্ত মুহাজিরদের) পরে আগমন করেছে, (কিংবা আগমন করবে)। তাঁরা দোয়া করে : হে আমাদের পাইনকর্তা ! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের আত্মগতকে ক্ষমা কর (শুধু ঈমানে অগ্রণী কিংবা হিজরতের উপর নির্ভরশীল কামিন ঈমানে অগ্রণী হাই হোক না কেন)। এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের বিকলে কোন হিংসা বিবেচ রেখো না। (এই দোয়ার সমসাময়িকগণও শামিল রয়েছে)। হে আমাদের পাইনকর্তা ! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম কর্তৃগাময়।

আনুবাদিক ভাষ্যব্য বিষয়

أَنْفَسُ مَا أَنْفَسَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِكَ مِنْهُمْ ^فথেকে উক্তৃত। এর

অর্থ প্রত্যার্থর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও ^ف বলা হয়। কাফিরদের কাছ থেকে মুক্তিশুধু সম্পদের দ্বারা এই যে, কাফিররা বিপ্রেহী হওয়ার কারণে তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেরাব্দ হয়ে যাব এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা'র দিকে ফিরে যাব। তাই এগুলো অর্জনকে ^ف পদ্ধতি সম্বের মাধ্যমে বাস্তব করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফিরদের কাছ থেকে অভিষ্ঠ সকল প্রকার ধনসম্পদকেই ^ف বলা হত। কিন্তু মুক্ত ও জিহাদের মাধ্যমে যে ধনসম্পদ অভিষ্ঠ হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধনসম্পদকে 'গনীয়ত' শব্দ দ্বারা বাস্তব করে এক আয়তে বলা হয়েছে :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ—কিন্তু যে ধনসম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত না, তাকে শব্দ দ্বারা বাস্তু করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সামন্তর্য এই যে, যে ধনসম্পদ যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে অজিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও ষেকুদের মধ্যে যুদ্ধসম্বন্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বণ্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিতাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র ইখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে ষতটুকু ইচ্ছা করবেন, দেবেন অথবা নিজের জন্য রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বণ্টন সৌমিত্র থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে :

إِنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ رَسُولٍ لِّكُلِّ قَرْبَى—এখানে

বনু নূহায়ের এবং তাদের যত বনু কোরারুয়া ইত্যাদি গোষ্ঠী দ্বোঝানো হয়েছে, যাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অজিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার ধনসম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বণ্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সুরা আনফালের শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদের ফলশূন্তিতে যে ধনসম্পদ মুসলিমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল এবং যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে শা অজিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফিলরা যে ধন-সম্পদ রেখে পলারুন করে কিংবা যা সম্পত্তিক্রমে জিয়িয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যারের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অঙ্গৃত্ত।

এর ফিকিত বিবরণ মা'আরেকুন-কেরআনের চতুর্থ খণ্ডে সুরা আনফালের শুরুতে এবং আরও কিছু বিবরণ সুরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে গনীমতের এক-পক্ষমাংশ সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার হয়েছে, এখানে ফায়-এর সম্পর্কে প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সুরা আনফালে বলা হয়েছে :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَةٌ وَالرَّسُولُ وَلِذِي
الْقُرْبَى وَالْمَهَاتِمِ وَالْمَهَاجِنِ وَأَبْنِي السَّبِيلِ -

উভয় আয়াতে ছয় প্রকার হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—আলাহ, রসূল, আলোয়-অজন, ইরাতীম, মিসকীন, মুসাফির। বলা বাহ্য, আলাহ তা'আলা তো ইহকাল, পরবর্কাল এবং সম্প্রস্তুত অগতের আসল মানিক। অংশ বর্ণনার তাঁর নাম নিছক বরবরতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ইঙিত হয়ে যাব যে, এই ধনসম্পদ অভিজ্ঞ, হাজার ও পৃত-পরিষ। একেকে অধিকাংশ শুক্রসীরবিদের বক্ষব্য তাই।—(মাষহারী)

আজাহ্ তা'আলার নাম উর্জেখ করার ফলে এই ধনসম্পদের আভিজ্ঞাত্য, প্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্র হওয়ার দিকে কিংবা ইঙ্গিত হল, এর বিস্তারিত বিবরণ সুরা আনফালের তফসীরে প্রদান করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আজাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের জন্য মুসলিমদের কাছ থেকে অজিত সদকার মাল হালাল করেন নি। ফায় ও গনৌমতের মাল কঢ়িকদের কাছ থেকে অজিত হয়। কাজেই প্রত্যেক দেখা দের যে, এই মাল পয়গম্বরগণের জন্য কিন্তুপে হালাল হল? এ হলে আজাহ্ তা'আলার নাম উর্জেখ করে এই প্রথমের উভয় দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বন্ধুর মালিক আজাহ্ তা'আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন। কিন্তু যে মানুষ বিস্তোষী হয়ে যায়, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে পয়গম্বরগণকে ঈশ্বী নির্দেশসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা এতেও সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামী আইনের বশত্যা স্থীকার করে নির্ধারিত জিয়া, খারাজ ইত্যাদি জাদার করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিবরণেও বিস্তোষের প্রত্যেক উত্তীর্ণ করে, তাদের মুক্তিবিলাস জিহাদ ও মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জান ও মাল সম্মানহীন নয়। তাদের ধনসম্পদ আজাহ্ সরকারে বাজেয়াপ্ত। জিহাদ ও মুক্তির যাধ্যতে তাদের কাছ থেকে যে ধনসম্পদ অজিত হয়, তা কোন মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়—বরং তা সরাসরি আজাহ্ মালিকানায় ফিরে যায়। 'কাস' শব্দের মধ্যে এই ফিরে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিতও আছে। কারণ, এর আসল অর্থ ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আজাহ্ তা'আলার মালিকানায় ফিরে যাওয়ার কারণেই এই সম্পদকে 'কাস' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোন দম্ভজ নেই। যেসব হকদারকে এ থেকে অংশ দেওয়া হবে, তা সরাসরি আজাহ্ পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। কাজেই এই ধনসম্পদ আকাশ থেকে বহিত পানি এবং প্রটোগত ঘাসের ন্যায় আজাহ্ দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারলক্ষ্মী এই যে, এ হলে আজাহ্ মাম উর্জেখ কল্যান মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে আজাহ্ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা কারণও সদকা ধর্মরাত্ন নয়।

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচ রায়ে গেল—রসুল, আল্লাহ-বজ্ঞন, ইয়াতীয়, মিসকান ও মুসাফির। গনৌমতের পক্ষে হকদারও তাঁরাই, যা সুরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে। গনৌমত ও কাস উভয় প্রকারের বিধান এই যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে রসুলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইল্লা করলে এগুলো কাউকে না দিবে মুসলিম জনগণের স্বার্থে বাস্তুলয়ে জয়া করতে পারেন এবং ইল্লা করলে বণ্টনও করতে পারেন। তবে বণ্টন করলে তা উপরোক্ত পাঁচ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।—(কুরআনী)

খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিন্তু কর্মধারাদৃষ্টে প্রয়াপিত হয় যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে তো কাস-এর মাল তাঁর ইখতিয়ারে ছিল। তিনি যেখানে তাঁর বিবেচনা করতেন বাস্ত করতেন। তাঁর উক্তাতের পর এই মাল খনৌকাগণের ইখতিয়ারে ছিল।

এই মালে রসুলুজ্জাহ (সা)-র যে অংশ ছিল তা তাঁর ওকাতের পর যতকুক্ষ হয়ে যায়। তাঁর আচ্ছীয়বর্গকে এই মাল থেকে অংশ দেওয়ার বিবিধ কারণ ছিল। এক. তাঁরা ইসলামী কর্মকাণ্ডে রসুলুজ্জাহ (সা)-র সাহায্য করতেন। তাই বিত্তশালী আচ্ছীয়বর্গকেও এ থেকে অংশ দেওয়া হত।

দুই. রসুলুজ্জাহ (সা)-র অজনদের জন্য সদকার আজ হারাম করা হয়েছিল। তাই তাঁদের নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তগণকে ফায়-এর মাল থেকে এর পরিবর্তে অংশ দেওয়া হত। রসুলুজ্জাহ (সা)-র ওকাতের পর সাহায্য খতম হয়ে যায়। ফলে বিত্তশালী অজনদের অংশও রসুল (সা)-এর অংশের ন্যায় যতকুক্ষ হয়ে যায়। তবে অভাবগ্রস্ত আচ্ছীয়-অজনের অংশ অভাবগ্রস্ততার কারণে অব্যাহত রয়েছে। তাঁরা অন্য অভাবগ্রস্তদের মুকাবিলায় অষ্টগণ্য হবেন।—(হিদায়া)

كَلَّا بِكُونْ دَوْلَةً لَيْسَ إِلَّا غُنْيَاءً مِنْكُمْ

যে সম্পদ পরম্পরে আদান-প্রদান হয়, তাকে ৪, ৫, ৬ বলা হয়।—(কুরআনী) আস্তাতের অর্থ এই যে, উপরোক্ত ধনসম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালী-দের মধ্যকার পুঁজীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মুর্খতা মুগের একটি কু-প্রথাৰ যুগোৎ-গান্ধীনের দিকে ইঙিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

সম্পদ পুঁজীভূত করার প্রতি ইসলামী আইনের মরণাভাব : আজাহ তা'আলা বিশ্ব পালক। তাঁর ইঙিত হওয়ার দিক দিয়ে মানবিক প্রয়োজনের সম্পদরাজি সকল মানুষের সম্মান অধিকার আছে। এতে যুগিন ও কাঁকিরের মধ্যেও কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। অতএব পরিবারগত ও দ্রেণীগত এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য রাখার তা প্রয়োজন নাই। কামু, শুনামগুল, সূর্য, চন্দ্ৰ ও বিভিন্ন প্রাণ-উপগ্রহের আলো, শুনামগুলে হল্ট মেঘমালা, হল্টি—এগুলো মানুষের সহজাত ও আসল প্রয়োজনীয় প্রবাসামন্ত্রী। এগুলো ব্যাতীত মানুষ সামান্যগত জীবিত থাকতে পারে না। আজাহ তা'আলা এগুলো ব্যবহৃত রেখে একাবে বন্ডন করেছেন, যাতে প্রতি জন ও প্রতি জীবনের দুর্বল ও সবল মানুষ এগুলো কাজ সহজভাবে উপরুক্ত হতে পারে। এ ধরনের প্রত্যেকে আজাহ তা'আলা জীয় প্রতা বলে সাধারণ মানুষের ধরা-হোরা ও একজগত অধিকারের উর্ধ্বে রেখেছেন। ফলে এগুলোর উপর ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য কারণও নেই। এগুলো উপরুক্ত আম। কোন হৃষ্টক সরকার ও প্রাণপন্থি এগুলোকে কুক্ষিগত করতে সক্ষম নয়। হল্ট জীব সর্বত্তী এগুলো সম্ভাবে জাঞ্চ করে।

প্রয়োজনীয় প্রবাসামন্ত্রীর কিসি হল্টে কৃগর্জ থেকে উদগত পানি ও আহাৰ সত্ত। এগুলো যদিও সাধারণ ওয়াক্ক নয়, কিন্তু ইসলামী আইনে পাহাড়, অনাবাদী জঙ্গল ও প্রাকৃতিক জলস্তোতকে সাধারণ ওয়াক্ক রেখে এগুলোৰ কতকাংশের উপর বিশেষ বিশেষ জোকেল বৈধ আজিকানার অধিকারও দেওয়া হয়। অপরদিকে অবেধ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-কাজীরাও কুমিৰ উপর স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু আভাবিকভাবে কোন হৃষ্টক পুঁজিপতি

ও দরিদ্র, কৃষক ও প্রয়োগদেরকে সাথে না নিয়ে তৃপ্তি নিহিত সম্পদরাজি অর্জন করতে পারে না। কাজেই দখল প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গেও পুঁজিপত্তিরা অগ্রাপর দরিদ্রদেরকে অংশীদার করতে বাধ্য থাকে।

তৃতীয় কিঞ্চিৎ হচ্ছে শৰ্প, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা। এগুলো আসল প্রয়োজনীয় প্রব্যাসায়নীর তালিকাভুক্ত নয়। কিন্তু আরোহ তা'আরা এগুলোকে সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রব্যাসায়নী অর্জনের উপায় করেছেন। খনি থেকে উত্তোলন করার পর বিশেষ আইনের অধীনে এগুলো উত্তোলনকারীর আলিকানাধীন হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন পছায় অন্য মোকদ্দের দিকে যালিকানা স্থানান্তরিত হতে থাকে। যদি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে এগুলো যথাযথ পছায় আবশ্যিত হয়, তবে কোন মানুষ কুখ্যাত ও উলঙ্ঘ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ এগুলো ধারা কেবল নিজেই উপরুক্ত হতে চায়, অন্যান্য লোকও উপরুক্ত হোক, তা চায় না। এই কার্পণ্য ও মালসা দুনিয়াতে সম্পদ ও পুঁজি আহরণের নতুন ও পুরাতন অনেক পক্ষতি আবিকার করেছে, যার ফলে সম্পদের আবর্তন কেবল পুঁজিপত্তি ও বিজ্ঞালীদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ দরিদ্র ও মিঃস্বদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিক্রিয়াই আজ দুনিয়াতে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের মত অযৌক্তিক মতবাদের অস্ত দিয়েছে।

ইসলামী আইন একদিকে বাস্তি যালিকানার প্রতি এতটুকু সল্লাহুন প্রদর্শন করেছে যে, এক বাস্তির সম্পদকে তাঁর প্রাপ্তের সমান এবং প্রাপকে বায়তুল্লাহর সমান শুরুত্ব দান করেছে। এর উপর কারও অবৈধ হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে বারণ করেছে। অপরদিকে যে হাত অবৈধ পছায় এই সম্পদের দিকে অগ্রসর হয় সেই হাত কেটে দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে প্রব্যাসায়নীর উপর ক্ষেত্র বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সকল দরজা বক্ষ করে দিয়েছে।

অর্থোপার্জনের প্রচলিত পছাসমূহের মধ্যে সুদ সঁচো ও জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ সংকুচিত হয়ে কঠিপন্থ বাস্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। ইসলাম এগুলোকে কঠোরভাবে নিষিক করে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজ্জারা ইত্যাদি কাজ-কারবারে এগুলোর মূল কেটে দিয়েছে। যে অর্থ-সম্পদ কোন বাস্তির কাছে বৈধ পছায় সঞ্চিত হয়, তাতেও শাকাত, শুশর, ফিতরা, কাঙ্ক্ষারা ইত্যাদি ক্ষরণ কর্মের আকারে এবং অতিরিক্ত ব্রেচ্ছামূলক দানের আকারে দরিদ্র ও অভিব্যক্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এসব ব্যায়বহনের পরও মৃত্যুর সময় বাস্তির কাছে যে অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়, তা এক বিশেষ প্রজাতিগতিক নীতিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী মৃতের নিকট থেকে নিকটতম ব্রজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। ইসলাম এই ত্যাজ্য সম্পদ সাধারণ দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করার আইন রচনা করেনি। কারণ, এয়াপ করাখে মৃত বাস্তির মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর সম্পদ অবস্থা ব্যায় করে দিয়ে স্বত্ত্বান্তরে কারণেই আশ্রাহী হত। এখন তাঁরই আশ্রাহী ও প্রিয়জন পাবে দেখে তাঁর অস্তরে এই প্রেরণা জালিত হবে না।

অর্থোপার্জনের অপর পছা হচ্ছে শুভ ও জিহাদ। এই পছায় অজিত ধরসম্পদ সুরু বঁটনের অন্য ইসলাম যে নীতিয়ন্ত্রণ অবস্থান করেছে, তাঁর কিয়দংশ সুরা আনকালে এবং

কিয়দংশ এই সুরায় বর্ণিত হয়েছে। কেবল ভানপাপী তারা, যারা ইসকামের এহেম ন্যায়া-নৃগ ও প্রজাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ছেড়ে নতুন ইজয় অবস্থন করে বিশ্ব শাস্তির পায়ে কুঠারাঘাত করছে।

وَمَا أَنَّا كُمْ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَالْقَوْا اللَّهُ—এই আয়াত কাফি-এর আল ব-টেন সম্পর্কে অবতোর্প হয়েছে এবং এর উপর্যুক্ত অর্থ এই যে, কাফি-এর মাল সম্পর্কে আঞ্চাহ তা'আলা হকমানদের প্রেরী বর্ণনা করেছেন ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি মাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না।

অতঃপর **‘لَقِيْوَا’**। বলে এই নির্দেশকে জোরাদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে প্রাপ্ত ছলচাতুরির মাধ্যমে অভিযোগ আদায় করে নিরেঙ আঞ্চাহ তা'আলা সব ধরণের রাখেন। তিনি এজন্য শাস্তি দেবেন।

রসুলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয়ঃ কিন্তু আয়াতের তাও ধন সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপক ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধনসম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনু-যায়ী কাজ করতে সত্যত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরুদ্ধ থাকা দরকার।

অনেক সাহাবারে কিরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবস্থন করে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুযাপ অবশ্য পালনীয় সাক্ষ্যত করে-ছেন। কুর্রতুরী বলেনঃ আয়াতে **‘أَنْفِيْسِيْ** শব্দের বিপরীতে **‘لَقِيْوَا’** শব্দ ব্যবহার করার বোকা হায় যে, এখানে **‘أَمْرِيْ** শব্দের অর্থ অর্থাৎ যা আদেশ করেন। কারণ এটাই এর বিশেষ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাঞ্চ এর পরিবর্তে **‘أَنْفِيْسِيْ** শব্দ এজন ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়'-এর মাল ব-টেন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও এতে শামিল থাকে। কারণ, এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি আনা হয়েছে।

হয়রাত আবদুর্রহিম ইবনে মসউদ (রা) জনেক বাতিলকে ইহুম অবস্থায় সেজাই করা কাগড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। মোকাবি বলেঃ আপনি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত বলতে পারেন কি, যাতে সেজাই করা কাগড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে, অতঃপর তিনি

‘وَمَا أَنَّا كُمْ الرَّسُولُ আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ঈমাম শাকেরী একবার

উপস্থিতি জোকজনকে বললেন : আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রয়ের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরু করল ? এক ব্যক্তি ইহুদীয় অবস্থায় প্রজাপতি ঘেরে ফেলল, এর বিধান কি ? ইমাম শাফেয়ী (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।—(কুরতুবী)

لِلْفَقَرَاءِ الَّذِي جَرِيَ—রকূর শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও তাদের পরবর্তী সাধারণ উচ্চত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাক-রশিদ দিক দিয়ে **لِدِ الْقَرِبَى**-শব্দটি **لِدِ لِلْفَقَرَاءِ** থেকে হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।—(মাঝহারী) আয়াতের উচ্চেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণ ইয়াতীয়, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্তদের কারণে কায়-এর মালের হকদার পণ্য করা হয়েছে। আজোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বৰ্ণ, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অপ্রযোগ্য। কারণ, তাদের ধর্মীয় খিদমত এবং ব্যক্তিগত উপ-গরিমা সুবিদিত।

সদকার মাঝে ধর্মগ্রাহণে ও দীনের খিদমতে নিয়োজিত অভাবগ্রস্তদেরকে অগ্রাধি-কার দেওয়া উচিত ; এ থেকে বোঝা পেল যে, সদকার মাঝ বিশেষত কায়-এর মাল সাধারণ অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপ্রাপ্ত, ধার্মিক, বিশেষত দীনের খিদমতে নিয়োজিত তাজিবে-ইলায় ও আলিয়, তাদেরকে অন্যদের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা, প্রচার ও জন-সংকোচের কাজে নিয়োজিত আলিয়, মুফতী ও বিচারকগণকে কায়-এর মাল থেকে খোর-গোশ দেওয়ার প্রচলন ছিল। কেননা, আজোচ্য আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামকেও প্রথমে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক, মুহাজির, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অকৃতপূর্ব ত্যাগ শীকার করেন এবং ইসলামের জন্য দোরতর বিপদাপদ হাসিমুখে বস্তুণ করে নেন। অবশেষে সহায়-সম্পত্তি আদেশ ও আভীয়-অজনের যায়া কাটিয়ে যদীনার দিকে হিজরত করেন। দুই, আনসার যারা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাধী মুহাজিরগণকে যদীনায় ডেকে এনে সারা দুনিয়ার যান্মূলকে নিজেদের শৰ্কুতে পরিগত করেন এবং তাদের এমন অতিরিক্ত করেন, যার নজীর বিশের ইতিহাসে ধূঁজে গোওয়া যায় না। এই দুই শ্রেণীর পর তৃতীয় শ্রেণী সেসব মুসলিমানের সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা সাহাবায়ে কিরামের পর ইসলাম প্রচল করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিরামত পর্যন্ত আগ-মনকারী সব মুসলিমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই তিন শ্রেণীর কিছু প্রেরিত, উপ পরিমা ও দীনের খিদমত বর্ণনা করা হয়েছে।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَفَقَّهُونَ
فَفَلَّا مِنَ الْهِدِّ وَرَفِعُوا نَعْلَى وَيَنْصُرُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ لَئِنْ كُفَّرُوا هُمُ الْمَأْدِقُونَ

এতে মুহাম্মদগণের প্রথম শুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা আদেশ ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বিহীন হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং ইসলামী (সা)-র সমর্থক ও সাহায্যকারী, কিন্তু এই অপরাধে মুক্তির কাফিররা তাঁদের উপর অক্ষয় নির্বাচন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধনসম্পদ ও বাস্তুভূটা ছেঁড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ কুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীতবর্ষের অভাবে গর্ত ধনন করে তাতে শীতের দাগট থেকে আত্ম রক্ষা করতেন।—(আবহারী, কুরুতুবী)

মুসলমানদের ধনসম্পদের উপর কাফিরদের দখল সম্পর্কিত বিধান। আরোচা আরামতে মুহাম্মদগণকে ফকীর বলা হয়েছে। ফকীর সেই বাস্তি, যার মালিকানার কিন্তু না থাকে অথবা নিসাব পরিমাণ কোন কিন্তু না থাকে। যেকাম্য তাঁদের অধিকাংশই ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্বলের অধিকারী হিজেব। হিজরতের পরও যদি সেই ধনসম্পদ তাঁদের মালিকানায় থাকত, তবে তাঁদেরকে ফকীর ও নিঃব বলা ঠিক হত না। কোরআন পাক তাঁদেরকে ফকীর বলে ইলিত করেছে যে, হিজরতের পর তাঁদের মুক্তায় পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের মালিকানা থেকে বের হয়ে কাফিরদের দখলে ঢেলে চলে গোছে।

এ কারণেই ইয়াম আবু হানীফা (র) ও ইয়াম মালেক (র) বলেন: যদি মুসলমান কোন জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কাফিররা দখল করে নেয় অথবা আরাহ না করেন কোন দারকত-ইসলাম কাফিররা অধিকার করে মুসলমানদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে এসব ধনসম্পদ কাফিরদের পুরোপুরি দখলের পর তাঁদের মালিকানায় চলে যায়। এগুলো বেচাকেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিক হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ ক্ষণে তক্ষসৌরে মাঝহারীতে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

مُهَاجِرُونَ فَلَا مِنْ أَنَّ اللَّهَ يُتَنْعَمُ بِهِ

وَرَضِيَّاً نَّا

অর্থাৎ তাঁরা কোন জাগতিক আর্থের বশবতী হয়ে ইসলাম প্রাপ্ত করেন নি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধনসম্পদ ত্যাগ করেন নি বরং কেবলামাঝ আরাহ অনুপ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। **فصل**
শব্দটি প্রায়শ পাথিব নিয়ামতের জন্য এবং (سُوْاْن) শব্দটি পারস্পরিক নিয়ামতের জন্য ব্যবহার হয়। কাজেই অর্থ এই দোভার যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক যত্নবাঢ়ী, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি ছেঁড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছান্নাতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরাকালের নিয়ামত করছেন।

وَيُنَصَّرُونَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولُ

অর্থাৎ আজাহ্ ও রসূলকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আজাহকে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ভাগ ও তিতিজ্জন বিস্ময়কর।

তাঁদের চতুর্থ খণ্ড হচ্ছে ۠۱۰۴۵۷ هُم الصَّادِقُونَ — অর্থাৎ তাঁরাই কথা ও

কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেগা পাঠ করে তাঁরা আজাহ্ ও রসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবক্ষ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহায্যী সত্যবাদী বাজে দৃশ্যত্বক্ষেত্রে ঘোষণা করেছে। অতএব, যে বাস্তি তাঁদের কাউকে যিন্ধ্যায়াদী বলে, সে এই আয়াত অঙ্গীকার করার কারণে মুসলমান হতে পারে না। নাউজুবিজ্ঞাহ্। রাক্ফেয়ী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। রসূলে কস্তীয় (সা) এই কর্কীর মুহাজিরগণের ওসীমা নিয়ে আজাহ্’র কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোবা যায় যে, হয়ুরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।— (মায়হারী)

আনসারগণের প্রেরণ : ۱۰۴۵۸ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَبَوَّءُ

শব্দের অর্থ অবস্থান প্রাপ্ত করা। ۱۰۴ ১০ বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোবানো হয়েছে। এ কারণেই হয়রত ইমাম মালিক (র) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা প্রেরণ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার বেসব শহরে ইসলাম পৌছেছে ও প্রসার জাত করেছে, সেগুলো জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, যেকোনো শহরেও। একব্যত মদীনা শহরই অতঃপ্রিয়েদিত হয়ে ইমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে।— (কুরভূবী)

আয়াতে ۱۰۴ ১১ ক্রিয়াপদের পর ۱۰۴ ১২ এর সাথে ইমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান প্রাপ্ত কোন স্থান ও জায়গায় হতে পারে। ইমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান প্রাপ্ত করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন: এখানে خلصوا অথবা تكثروا ক্রিয়াগুল উহু আছে। উচ্চেশ্বী এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান প্রাপ্ত করেছেন, ইমানে ধোঁটি ও পাকাপোত্ত হয়েছেন। এখানে এরপও হতে পারে যে, ইমানকে রাপক ভঙ্গিতে জায়গা

ধরে নিয়ে তাঁতে অবস্থান প্রাপ্তের কথা বলা হয়েছে। ۱۰۴ ১৩ অর্থাৎ মুহাজির-গণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি প্রেরণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে শহর আজাহ্’র কাছে ‘দারুজ-হিজরত’ ও ‘দারুজ-ইমান’ হওয়ার ছিল, তাঁতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থামান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ইমান কর্তৃত করে পাকাপোত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের বিভীষ শুণ, বর্ণনা

প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ۱۰۴ ১৪ بِعْبُونَ مِنْ هَـٰجِرَةِ هُمْ অর্থাৎ তাঁরা তাঁদেরকে তাঁবাসেন

ଯାରା ହିଜରତ କରେ ତୁମ୍ଭେର ଶହରେ ଆଗମନ କରେଛେନ । ଏଠା ଦୂନିଆର ସାଧାରଣ ଯାନୁଷ୍ଠର ରଚିତ ପରିପଦ୍ଧତି । ସାଧାରଣତ ଲୋକେରା ଏହେନ ଡିଟା-ମାଟିହିନ ଦୂର୍ଗତ ଯାନୁଷ୍ଠକେ ଥାନ ଦେଉଥା ପହଞ୍ଚ କରେ ନା । ସର୍ବଜ୍ଞଙ୍କ ଦେଖି ଓ ତିମଦେଶୀର ପ୍ରାୟ ଉଠେ । କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନପଥ କେବଳ ତୁମ୍ଭେରକେ ଥାନେଇ ଦେମ ମି, ବରଂ ନିଜ ନିଜ ପୁହେ ଆବାଦ କରେଛେ, ନିଜେର ଧନସଂପଦେ ଅଂଶୀଦାର କରେଛେନ ଏବଂ ଅଭାବନୀୟ ଇସ୍ତମ୍ଭ ଓ ସଞ୍ଚଯିତର ସାଥେ ତୁମ୍ଭେରକେ ଦ୍ୱାଗତ ଜ୍ଞାନିଯୋହେନ । ଏକ ଏକଜ୍ଞନ ମୁହାଜିରଙ୍କେ ଆକ୍ଷମା ଦେଉଥାର ଜମ୍ବ ଏକ ସାଥେ କହେକଜନ ଆନ୍ଦୋଳୀ ଆବେଦନ କରେଛେନ । କହେ ଶେଷ ପର୍ବତ ତାଟୀରୀର ଯାଧ୍ୟମେଓ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାତେ ହେଲେ ।—(ଯାଶହାରୀ)

وَ لَا يَجِدُونَ فِي صَدَرِهِمْ حَاجَةً :

ତୁମ୍ଭେର ତୃତୀୟ ଶୁଣ ଏହି ବଳିତ ହେଲେ : ଏହି ବାକେର ସଂପର୍କ ଏକଟି ବିଶେଷ ଫାଟୋର ସାଥେ, ଯା ବନ୍ଦ ନୁଷ୍ଠାରେର ନିର୍ବାସନ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେର ବାଗାନ ଓ ଶୁହେର ଉପର ମୁସଲମାନଦେର ଦଖଳ ପ୍ରତିର୍ଦ୍ଦିତ ହୁଯାର ସମର ସଂଘତିତ ହେଲେଛି ।

ବନ୍ଦ ନୁଷ୍ଠାରେର ଧନସଂପଦ ବନ୍ଦିନେର ଘଟିବା : ସେ ସମୟ ବନ୍ଦ ନୁଷ୍ଠାରେର ଗୋହେର କ୍ଷାମ୍-ଏଇ ଧନସଂପଦ ମୁସଲମାନଦେର ଅଧ୍ୟେ ବନ୍ଦିନେର ଇସ୍ତମ୍ଭର ରସୁଲୁରାହ୍ (ସା)-କେ ଦେଉଥା ହସ, ତଥାନ ମୁହାଜିରପଥ ହିଲେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃରୁ । ତୁମ୍ଭେର ନା ହିଲ ନିଜେର କୋନ ବାଡ଼ୀ-ଘର ଏବଂ ନା ହିଲ ବିଷୟ-ସଂପତ୍ତି । ତୁମ୍ଭେ ଆନ୍ଦୋଳନଗପେର ପୁହେ ବାସ କରିବେନ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେଇ ବିଷୟ-ସଂପତ୍ତିତ ମେହନତ ମଜଦୁରି କରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେନ । କ୍ଷାମ୍-ଏଇ ସଂପଦ ହଞ୍ଚଗତ ହୁଯାର ପର ରସୁଲୁରାହ୍ (ସା) ଆନ୍ଦୋଳନଗପେର ସର୍ବାର ସାବେତ ଇବନେ କାହାସ (ରା)-କେ ଡେକେ ବଳିନେ : ତୁମ୍ଭେ ଆନ୍ଦୋଳନଗପେକେ ଆଯାର କାହେ ଡେକେ ଆନ । ସାବେତ ଜିଜାଦା କରିଲେନ : ଇହା ରସୁଲୁରାହ୍ । ଆଯାର ନିଜେର ପୋତ ଧାର୍ଯ୍ୟାଜେତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନଗପେକେ ଡାକବ, ମା ସବ ଆନ୍ଦୋଳକେ ଡାକବ ? ରସୁଲୁରାହ୍ (ସା) ବଳିନେ : ନା, ସବାଇକେ ଡାକତେ ହବେ । ଅତଃପର ତିନି ଆନ୍ଦୋଳନଗପେର ଏକ ଦକ୍ଷେଯନେ ଡାକପ ଦିଲେନ । ହାମଦ ଓ ସାଜାତେର ପର ତିନି ଆଦୀନାର ଆନ୍ଦୋଳନଗପେର ତୁମ୍ଭସୀ ପ୍ରଦେଶୀ କରିଲେନ । ଆଯାର ପରିପାଳନାରେ ଆପନାମେର ମୁହାଜିର ଭାଇଦେର ସାଥେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରେଛେନ, ତା ନିଃସମ୍ମେହ ଅନନ୍ୟ ଜୀଧାରିଗମନ କରିଲେନ । ଅଦି ଆପନାରା ଚାନ, ତବେ ଆୟି ଏହି ସଂପଦ ମୁହାଜିର ଓ ଆନ୍ଦୋଳର ସବାର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦିନ କରେ ଦେବ ଏବଂ ମୁହାଜିରପଥ ପୂର୍ବବ୍ୟ ଆପନାମେର ପୁହେଇ ବସବାସ କରିବେ । ପରାମର୍ଶରେ ଆପନାରା ଚାଇଲେ ଆୟି ଏହି ସଂପଦ କେବଳ ଗୁହହୀନ ଓ ସହାର-ସହାରିନ ମୁହାଜିରଗପେର ମଧ୍ୟେଇ ବନ୍ଦିନ କରେ ଦେବ ଏବଂ ଏହିପର ତାରା ଆପନାମେର ଗୁହ ତ୍ୟାଗ କରେ ଆଜାଦା ନିଜେର ପୁହ ନିର୍ମିଳ କରେ ଦେବେ ।

ଏହି ବଜ୍ରତା କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନଗପେର ଦୁଇ ଜନ ପ୍ରଧାନ ଲେଣ୍ଡା ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦା (ରା) ଓ ସା'ଦ ଇବନେ ମୁହାସ (ରା) ମଧ୍ୟରେମାନ ହଲେନ ଏବଂ ଆରଥ କରିଲେନ : ଇହା ରସୁଲୁରାହ୍ (ସା) ! ଆଯାମେର ଅକ୍ରମତ ଏହି ସେ, ଏହି ଧନସଂପଦ ଆପନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଈ କେବଳ ମୁହାଜିର ଭାଇଦେର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦିନ କରେ ଦିଲ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ଏହିପର ପୂର୍ବବ୍ୟ ଆଯାମେର ପୁହେ ବସବାସ କରିବନ । ନେତାଭାରେର ଏହି ଉତ୍ତିଷ୍ଠାନ

ওনে উপস্থিতি আনসারগুলি সময়ের বলে উঠেছেন : আমরা এই সিদ্ধান্তে সম্মত ও আনন্দিত। তখন রসূলুল্লাহ (সা) সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানগণকে দোয়া দিলেন এবং খনসম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। আনসারগণের মধ্যে আর দুই বাণি অর্থাৎ সহজ ইবনে হানীফ ও আবু দুজানাকে অত্যাধিক অভাবপ্রত্যঙ্গ কাহলে অংশ দিলেন। গোরানেতা সাদ ইবনে মুহায় (রা)-কে ইবনে আবী হাকৌকের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করা হল।—(মাঝহারী)

عَلِيٌّ وَرُوْبَانٌ إِنَّمَا أُنْتُمْ مُنْهَاجٌ

আরা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই বাটোনে যা কিছু মুজা-হিরগণকে দেওয়া হল, যদীনার আনসারগণ সানলে তা প্রহর করে নিলেন, যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজনই ছিল না। মুহাজিরগণকে দেওয়াকে খারাপ ঘনে কলা অথবা অভিযোগ করার তো সাধান্তর কোন সন্ধাবনাই ছিল না। এর মুকাবিলায় শখন বাহ-রাইন বিজিত হল, তখন রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রাপ্ত খনসম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিবিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইলেন, কিন্তু তাঁরা তাতে ঝাঁঢ়ি হলেন না, বরং বললেন : আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই প্রাপ্ত করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমদের মুহাজির স্থাইগণকেও এই খনসম্পদ থেকে অংশ না দেওয়া হয়।—(বুধারী, ইবনে কাসীর)

عَلَىٰ رُوبَانٍ وَرُوبَانٍ هَمَّا مَمَّا نَفَّهُمْ وَلَوْيَانَ بِهِمْ حَمَّا

আয়াতের চতুর্থ খণ্ড এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :
১-এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অপ্রে রাখা।
আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিলেন।
নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন, যদিও নিজেরাও অভাবপ্রত্যঙ্গ
ও দানিয়া-প্রপীড়িত হিলেন।

সাহারীগণের, বিশেষত আনসারগণের আশ্চর্যদের কয়েকটি ঘটনা : আয়াতের তফসীরের জন্য ঘটনাবলী বর্ণনা করা জরুরী নয়, কিন্তু এসব ঘটনা মানুষকে উৎকৃষ্ট
আনবত্তা শিক্ষা দেয় এবং জীবনে বিপ্লব আনয়ন করে। তাই তফসীরবিদগণ এ কলে এসব
ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এখানে তফসীরে কুরুতুবী থেকে কয়েকটি ঘটনা উক্ত
করা হল।

তিরায়িয়ীতে হস্তন্ত আবু হুরায়া (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, জনেক
আনসারীর পুরে রাঙ্গিবেজায় একজন মেহমান আগমন করল। তাঁর কাছে এই পরিবার
খাদ্য ছিল, যা তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানগণ খেতে পারেন। তিমি সৌক্র বললেন :
বাস্তাদেরকে কেননরাপে শুইয়ে দাও। আতঃপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে মেহমানের সামনে

আহার রেখে কাছাকাছি বলে থাও, যাতে মেহমান মনে করবে, আমরাও আছি, কিন্তু আসলে আমরা থাব না। এভাবে মেহমান পেট ভরে খেতে পারবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে **أَنْفُسُهُمْ مَعْلُوٌ تُرْوَنْ** আয়াতখানি নাখিল হয়।

তিগ্রিমিয়াতেই হয়রত আবু হুরাফরা (রা) হতে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত হয়, জনেক বাতিল রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে আরব করল : আমি কৃধার অভিষ্ঠ। তিনি একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে জওয়াব আসল : আমার কাছে এক্ষণে পানি বাতীত কিছুই নেই। অন্য একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে সেখানে থেকেও তাই জওয়াব আসল। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ এবং তৃতীয়, সকল বিবির কাছে ঝোঁজ নেওয়া হলে সবার কাছ থেকে একই জওয়াব পাওয়া গেল যে, পানি বাতীত গৃহে কিছুই নেই। অগত্যা রসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত সাহাবীগণকে সংবোধন করে বললেন : কে আছ, যে এই বাতিলকে আজ স্বাত অভিধি করে নেবে ? জনেক আনসারী আরব করলেন : ইব্রা রসূলুল্লাহ। আমি করব। অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং গৃহে পৌছে তাকে জিজাসা করলেন : কিছু থাবার আছে কি ? উত্তর হল : আমাদের বাচ্চারা খেতে পারে, এই পরিবার ধার্য আছে। আনসারী বললেন : বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দাও। অতঃপর যেহেতু আমাদের খাবার রেখে আমরাও সাথে বলে থাব। এরপর বাতি নিয়ে দেবে, যাতে মেহমান আমাদের না থাওয়ার বিষয় জানতে না পারে। সেমতে মেহমান আহার করল। সকলে আনসারী রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন : গতরাতে তুমি মেহমানের সাথে যে খাবছার করেছ, তা আজ্ঞাহ তা'আলা অত্যধিক পছন্দ করেছেন।

মেহদভী হয়রত সাবেত ইবনে কায়সের সাথে জনেক আনসারীর এমনি ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতে প্রত্যেক ঘটনার সাথে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থীর্ণ হয়েছে।

কুশাবীর হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনেক যান্যবর সাহাবীর কাছে এক বাতিল একটি বকরীর খাথা উপচৌকন পেশ করেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অযুক তাই ও তাঁর বাচ্চারা আয়ার চাইতে বেশী অভিব্রন্ত। সেমতে তিনি মাথাটি তাঁর কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে থাওয়ার পর মাথাটি আয়ার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে এল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরোচ্য আয়াত অবস্থীর্ণ হচ্ছে। সাঁজাবী হয়রত আয়েশা (রা) থেকেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুফ্সিড ইয়াম মালিকে বর্ণিত আছে, এক বাতিল হয়রত আয়েশা (রা)-র কাছে কিছু ঢাইল। তাঁর গৃহে শুধু একটি মাত্র কাটি ছিল এবং তিনি সেদিন রোজা রেখেছিলেন। তিনি পরিচালিকাকে বললেন : এই কাটি তাঁকে দিয়ে দাও। পরিচালিকা বলল : এই কাটি দিয়ে দিলে আগন্তার ইফতার করার কিছু থাকবে না। হয়রত আয়েশা (রা) বললেন : না থাক, তুমি দিয়ে দাও। পরিচালিকা বর্ণনা করে—যখন সজ্য হল, তখন উপচৌকন

হেরপে অভ্যন্ত নয়—এমন এক ব্যক্তি হয়রত আমেন্দার কাছে একটি আস্ত ভাজা করা বকলী উপজোকন হিসাবে প্রেরণ করল। তার উপর অবস্থার আটার আবরণী হিল। আবরণে একে সর্বোত্তম খাদ্য মনে করা হত। হয়রত আমেন্দা (রা) পরিচারিকাকে ডেকে বললেন : খাও, এটা ভোজার সেই রুচি থেকে উত্তম।

নাসানী বর্ণনা করেন, হয়রত আবদুজ্জাহ্ ইবনে ওয়াল অসুস্থ অবস্থার আঙুর খাও-যাও ইচ্ছা প্রকাশ করলে এক দিনহামের বিনিময়ে এক শুচ্ছ আঙুর কিনে আনা হয়। ঘটনাক্ষয়ে তখন এক মিসকীন এসে উপস্থিত হল এবং কিছু চাইল। অসুস্থ ইবনে ওয়াল অবস্থানে : আঙুরের শুচ্ছটি তাকে দিয়ে দাও। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে মিসকীনের পেছনে পেছনে গেজ এবং শুচ্ছটি তার কাছ থেকে কিনে হয়রত ইবনে ওয়ালের সামনে পেশ করল। কিন্তু ডিঙ্কুকটি আবার আসল এবং কিছু চাইল। হয়রত ইবনে ওয়াল পুনরায় শুচ্ছটি তাকে দিয়ে দিলেন। আবার এক ব্যক্তি গোপনে ডিঙ্কুকের পেছনে পেছনে পেছনে ঘেয়ে এক দিনহামের বিনিময়ে শুচ্ছটি কিনে আনল এবং হয়রত ইবনে ওয়ালের কাছে পেশ করল। ডিঙ্কুকটি আবার ধরনা দিলে চাইলে সবাই তাকে নিষেধ করল। হয়রত ইবনে ওয়াল যদি জানতে পারতেন যে, এটা সেই সদকার দেওয়া শুচ্ছ, তবে কিছুতেই তা খেতেন না। কিন্তু তিনি বাজার থেকে আনা হয়েছে তা বাবহার করলেন।

ইবনে মুবারক মিজ সনদে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা উমর ফারাক (রা) একটি থলিয়ায় চার শ' দৌনার ভরে থলিয়াটি চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি আবু ওবায়দা ইবনে জাবুরাহের কাছে নিয়ে যাও এবং বল : খলীফার পক্ষ থেকে এই হাদিয়া ক্ষুণ্ণ করে নিজের প্রয়োজনে ব্যব করল। তিনি চাকরকে আরও বলে দিলেন : হাদিয়া পেশ করার পর তুমি কিছুক্ষণ দেরী করবে এবং দেখবে যে, আবু ওবায়দা কি করেন। চাকর নির্দেশ অনুযায়ী থলিয়াটি হয়রত আবু ওবায়দা (রা)-র কাছে পেশ করে কিছুক্ষণ দেরী করল। আবু ওবায়দা (রা) থলিয়া হাতে নিয়ে দোয়া করলেন : আজ্ঞাহ্ তা'আলা ওয়ালের প্রতি রহম করল এবং তাকে উত্তম বিনিময় দিন। তিনি তৎক্ষণাত দাসীকে ডেকে বললেন : মাও, এই সাত অমুককে এবং পাঁচ অমুককে দিয়ে এস। এভাবে গোটা চার শ' দৌনার তিনি তখনই বণ্টন করে দিলেন।

চাকর ক্ষিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করল। হয়রত উমর (রা) এখনিভাবে আরও চার শ' দৌনার অপর একটি থলিয়ায় ভতি করে চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি মুসাফ ইবনে জবলকে দিয়ে এস এবং কিছুক্ষণ দেরী করে লাঙ্গ কর তিনি কি করেন। চাকর নির্মল পেজ। হয়রত মুয়াব ইবনে জবল থলিয়া হাতে নিয়ে হয়রত উমর (রা)-র অন্য দোয়া করলেন। তিনিও থলিয়া খুলে কাজবিলস না করে বল্টনে বসে গেলেন। তিনি দৌনারগুলো অনেক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন পুরে প্রেরণ করতে লাগলেন। তাঁর স্তৰ ব্যাপার দেখে ঘাঁটিলেন। অবশ্যে বললেন : আবিষ্ঠ তো মিসকীনই। আবাকেও কিছু দিন না কেন ? তখন থলিয়াতে আজ দু'টি দৌনার অবস্থিত ছিল। সেমতে তাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। চাকর এই দু'শ দেখে ক্ষিরে এল এবং খলীফার কাছে বর্ণনা করল। খলীফা বললেন : এরা সবাই ভাই ভাই। সবার অভাব একই রূপ।

হৃষীক্ষণ আদতী বলেন : আমি ইয়ারমুক শুরু আমার চাটাত ডাইরে খোজে
শহীদের লাখ দেখার জন্য বের হলাম। সাথে কিছু পানি নিলাম, হাতে তার মধ্যে
প্রাণের স্পন্দন দেখলে পান করিয়ে দিতে পারি। তার নিকটে পৌছে দেখায় বে, প্রাণের
স্পন্দন এখনও নিঃশেষ হচ্ছিল। আমি বললাম : আপনাকে পান করাব কি? তিনি
ইঙিতে ‘হ্যাঁ’ বললেন। কিন্তু তৎক্ষণাত কাছে থেকে অন্য একজন শহীদের আহ আহ
শব্দ কানে এস। আমার ডাই বললেন : এই পানি তাকে দিয়ে দাও। আমি তার কাছে
পৌছে পানি দিতে চাইলে তৃতীয় একজনের কাতরানোর আওয়াজ কানে এস। সে-ও
এই তৃতীয়জনকে পানি দিয়ে দিতে বলল। এখনিকাবে একের পর এক করে সাতজন
শহীদের সাথে একই ঘটনা সংঘটিত হল। আমি অধ্যন সম্পত্তি শহীদের কাছে খেজায়,
তখন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। দেখান থেকে আমি আমার ডাইরের কাছে এসে
দেখি তিনিও খতম হয়ে গেছেন।

কিছু আনসারগথের এবং কিছু মুহাজিরগণের মিলিয়ে এই করেকটি ঘটনা উভয়ে
করা হল। অধিকাংশ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আগোত্তা আমাত এই ঘটনার
পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোন বৈপর্যীয় ও বিরোধ নেই। কারণ, যে ধরনের
ঘটনা সম্পর্কে আমাত অবতীর্ণ হয় যদি সেই ধরনের অন্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাক,
তবে বলে দেওয়া হয় যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আমাতটি অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত সত্তা
এই যে, সবজগো ঘটনাই আমাত অবতরণের কারণ।

একটি সন্দেহ নিরসন : সাহাবারে কিরামের উপরোক্ত আব্দ্যাপের ঘটনাবলী
সম্পর্কে হাদীসদুল্লেষ্ট একটি সন্দেহ দেখা দেয়। তা এই যে, ইসলে করীম (সা) মুসল-
মানগণকে তাদের সম্পূর্ণ ধনসম্পদ সদকা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে আছে
জনেক ব্যক্তি ইসলুজাহ (সা)-র সামনে একটি ভিত্তি পরিযাপ্ত কর্তৃত কুকুর সদকাৰ জন্য পেশ
করলে তিনি তা জোকটির দিকে নিকেপ করে বললেন : তোমাদের কেউ কেউ তার শৰ্ষাসৰ্বৰ
সদকা করার জন্য নিরে আসে। এরপর অভাবপ্রাপ্ত হয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত পাতে।

এসব দেওয়ায়েত থেকেই এই সন্দেহের জগত্বাব পাওয়া যায় যে, মানুষের অবস্থা
বিভিন্ন রাগ হয়ে থাকে। প্রত্যেক অবস্থার জন্য আগামী বিধানও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ
ধনসম্পদ দান করার নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য ও উপবাস
দেখা দিলে সবর করতে সক্ষম নন এবং কৃতদানের জন্য জাফসোস করে অথবা মানুষের
কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়। পক্ষাত্মের যারা অসম সাহসিক ও দৃঢ়চেতা,
সবকিছু ব্যয় করার পর দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে পেরেশাম হয়ে না, বরং সাহসিকতার
সাথে সবর করতে সক্ষম, তাদের জন্য সমস্ত ধনসম্পদ আঝাহ্র পথে বায় করে দেওয়া
জায়েয়। উদাহরণত এক জিহাদের সময় হয়রত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর অথা-
সর্বত্ব চীনা হিসাবে পেশ করে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাবলী এরই নবীর। এহেন
দৃঢ়চেতা শোকগণ তাদের সন্তান-সন্ততিকেও সবর ও দৃঢ়তাৰ অভ্যন্ত করে রেখেছিলেন।
ফলে এতে তাদেরও কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না। অবৰ সন্তানদের হাতে ধনসম্পদ থাকলে
তারাও ডাই করত।—(কুরআন)

যুহাজিরগণের ব্যাপারে আনসারগণ অপূর্ব আল্লাত্তাগের পরাক্রান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। নিজেদের গৃহে, দোকানে, কাজ-কারবারে ও শক্তাক্ষেত্রে তাঁদেরকে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলী যখন মুহাজিরগণকে সজ্জলতা দান করলেন তখন তাঁরাও আনসারগণের অনুপ্রবেশের ঘোষণাকৃত প্রতিদান দিতে কার্য্য করেন নি।

কুরুক্ষুরী হযরত আনাস ইবনে মারিন (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যুহাজিরগণ যখন যদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ রিতহস্ত ছিলেন এবং যদীনায় আনসারগণ বিষয়সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আনসারগণ তাঁদেরকে সব বন্ধুই অর্ধেক অর্ধেক ডাগ করে দেন এবং বাগানের অর্ধেক ফল বাণসরিক তাঁদেরকে দিতে থাকেন। হযরত আনাস (রা)-এর জন্মনী উল্লেখ সুলায়ম নিজের কর্মকাণ্ড খর্জুর হক উল্লেখ আয়মের কাছ থেকে নিয়ে আমার জন্মনীর হাতে প্রত্যুপণ করেন। উল্লেখ আয়মকে এর পরিবর্তে নিজের বাগান থেকে হক দিয়েন।

ইমাম যুহুরী বলেন : আমাকে হযরত আনাস (রা) জানিয়েছেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন খীয়বর যুদ্ধ থেকে বিজয়ীবেশে যদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রচুর পরিমাণে শুকনোখ সম্পদ মুসলিমানগণ জাত করেন। এ সময় সকল মুহাজিরই আনসারগণের দান হিসাব করে তাঁদেরকে প্রত্যুপণ করেন এবং রসুলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্মনীর খর্জুর হক উল্লেখ আয়মের কাছ থেকে নিয়ে আমার জন্মনীর হাতে প্রত্যুপণ করেন। উল্লেখ আয়মকে এর পরিবর্তে নিজের বাগান থেকে হক দিয়েন।

وَمِنْ هُوَ قَ شَعْنَقْ فَأَ وَلَكَ هُمُ الْمُغْلِظُونَ

তায়গ ও আল্লাহ্ পথে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসাবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্য্য থেকে আল্লারকা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্ কাছে সক্ষমকাম। এ পদ্ধতি শব্দের যথে কিন্তু আতিশয় আছে। ক্ষেত্রে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। যাকাত, কিতরা, ওশর, কুরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্ ওয়াজির হক আদায়ে অথবা সজ্জান-সন্তুতির ভরণ-পোষণ, অভাবগ্রস্ত পিতামাতা ও আল্লায়-ব্রজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বাদাম ওয়াজির হক আদায়ে কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতভাবে হারায়। যে কৃপণতা মুহাজীব বিষয় ও দান অয়রাতের ফারীজত আর্জনে প্রতিবজ্জবক হয়, তা করাহ ও নিষ্পন্নীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবজ্জবক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পেণ্ট ও পরিপ্রীকাতরতা খুবই বিস্ময়ীয় অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিম্না করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্য সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে উপার্জনী উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে পরিচার বোধ যায় যে তাঁরা কার্পেণ্ট ও পরিপ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

হিংসা-বিদেশ থেকে পরিচ হওয়ার জামাতী হওয়ার আলাপত্ত : ইমাম আহমদ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

আমরা একদিন রসুলুল্লাহ (সা)-র সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন : একজন তোমাদের সাথে একজন জামাতী ব্যক্তি আগমন করবে। সেমতে কিছুক্ষণ পরই জনেক আনসারী আগমন করলেন। তাঁর দাঢ়ি থেকে ওশুর পানি উপরে পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে ঝুতা জোড়া ছিল। বিভোর্ন দিনও এমনি ঘটেনা ঘটেন এবং সেই ব্যক্তি একই অবস্থায় আগমন করলেন। তৃতীয় দিনও তাই হল এবং এই ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। এ দিন রসুলুল্লাহ (সা) যখন মজলিস ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) এই ব্যক্তির পেছনে লাগলেন (যাতে তাঁর জামাতী হওয়ার ভেদ জানতে পারেন)। তিনি আনসারীকে বললেন : পারিবারিক কলহের কারণে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তিনি দিন নিজের গৃহে যাব না। আপনি যদি অসুবিধা মনে না করেন, তবে তিনি দিন আমাকে নিজের বাড়ীতে থাকতে দিন। আনসারী সানদে এই প্রস্তাৱ মনুর করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর তিনি তাঁর বাড়ীতে অতিবাহিত করলেন। তিনি জন্ম করলেন যে, আনসারী রাস্তিতে তাহজুদের জন্য ‘গাজোআন’ করেন না। তবে নিম্নীর জন্য শয্যা প্রাহলের পূর্বে কিছু আলাহৰ যথিকির করেন। এরপর কাজের নামায়ের জন্য উঠেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন : তবে এই সময়ের মধ্যে আবি তাঁর মুখে তাজ কথা ছাড়া কিছু কৃতিনি। এভাবে তিনি রাত্রি কেটে গেল। আমার অন্তরে যখন তাঁর আমল সম্পর্কে তাহজুদের ভাব বক্ষমূল হওয়ার উপকৰ্ম হল, তখন আমি তাঁর কাছে আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য বাস্তু করে দিলাম এবং বললাম : আমার শুধু কোন কলহ-বিবাদ ছিল না। কিন্তু আমি রসুলুল্লাহ (সা)-র শুধু তিনি দিন পর্যন্ত কুনজায় যে, তোমাদের কাছে এখন একজন জামাতী ব্যক্তি আগমন করবে। এরপর তিনি দিনই আপনি আসলেন। তাই আমার ইচ্ছা হল যে, আপনার সাথে থেকে দেখব কি আমলের কারণে আপনি এই ক্ষয়িত অর্জন করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি আপনাকে কোন বড় আমল করতে দেখায় না। অতএব, কি বিষয়ের দরুন আপনি এই শুরু উন্নীত হয়েছেন? তিনি বললেন : আপনি যা দেখলেন, এছাড়া আমার কাছে অন্য কোন আমল নেই। আবি একথা শুনে প্রশ্নান্বোদ্দাত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন : হ্যাঁ, একটি বিষয় আছে। তা এই যে, আমি আমার অন্তরে কোন শুলভানদের প্রতি জিহ্বাইসা ও কুধারণা খুঁজে পাই না এবং এখন কারও প্রতি হিংসা-বিদেশ পোষণ করিন না, যাকে আলাহ তা'আলা কোন ক্ষাণ্প দান করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন : বাস, এ শুপাটীই আপনাকে এই উচ্চ অর্থাত্ব আসীন করেছে।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ভৃত করে বলেন : ইয়ায় নাসারীও 'আমলুল ইহুড়ি ও ফারাইলাহ' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুমতি সহীহ ।

مَنْ جَاءَ وَمَنْ لَدُنْ

এই আরাতের আর্থে সাহাবায়ে কিম্বায় মুহাজির ও আনসারপের পরে কিম্বামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আরাত তাদের সবাই-কে ফার-এর মালে হকদার সাবাস্ত করেছে । এ কারণেই খলীফা ইমরত উচ্চর ফারাক (পা) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোকাদের মধ্যে বণ্টন করেন নি ; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াকফ হিসাবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানী ইসলামী বায়তুলমালে জমা হয় এবং তা কারা কিম্বামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপরুক্ত হয় । কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি এই আরাতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রয় না থাকলে আরি যে দেশই অধিকার করতাম, তাঁর সম্পত্তি যোকাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম ; যেমন রসুলুল্লাহ (সা) খায়বরের সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছিলেন । এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে ? —(যাজিক, কুরতুবী)

সাহাবায়ে কিম্বায়ের কান্দবাসা ও মাহাজ্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্ত্বাগ্রহী হওয়ার পরিচয়ক : এ ছলে আলাহ তা'আলা সম্প্রতি মুহাজিমদীকে তিন ত্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান । মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ শুণাবলী ও প্রের্তিত ও এ ছলে উল্লিখিত হয়েছে । কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের ত্রেতৃত ও শুণাবলীর মধ্য থেকে মাঝ একটি বিবর এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কিম্বায়ের ঈয়ানে অপ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈয়ান পৌছানোর যাধ্যম হওয়ার শুণিকে সম্মত বুঝে এবং সবার জন্য আগফিরাতের দোয়া করে । এছাড়া নিজেদের জন্যও এরূপ দোয়া করে : আলাহ আমদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিবেচ রেখো না ।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিম্বায়ের পরবর্তী মুসলমানদের ঈয়ান ও ঈস-লাম কৃত হওয়ার শর্ত হচ্ছে সাহাবায়ে কিম্বায়ের মাহাজ্য ও কান্দবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা । যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয় । এ কারণেই হয়রত মুসাব ইবনে সাদ (রা) বলেন : উল্লমতের সকল মুসলমান তিন ত্রেণীতে বিভক্ত । তাদের মধ্যে দুই ত্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অর্ধাত মুহাজির ও আনসার । এখন সাহাবায়ে কিম্বায়ের প্রতি মহক্ষত পোষণকারী এক প্রেণী বাকী

করে গেছে। তোমরা যদি উচ্চতের অধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে আও।

হয়রত হসাইন (রা)-কে জনৈক বাতি হয়রত ওসমান (রা) সম্পর্কে (তাঁর সাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল : 'তিনি পাঞ্জা প্রদক্ষিণে জিতাসা করলেন ; তুমি কি মুহাজিরগণের অঙ্গুষ্ঠ ? সে মেতিবাটক উভর দিল। তিনি আবার জিতাসা করলেন ; তবে কি আনসারগণের একজন ? সে বলল ; না। হয়রত হসাইন (রা) বললেন ; এখন তৃতীয় আক্রান্ত ^{لِذْنَ حَمْدٍ وَ مِنْ} ^{لِذْنَ} হয়ে গেছে। তুমি যদি হয়রত ওসমান গনী (রা) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় স্থিত করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণী থেকেও খালিজ হয়ে যাবে।

কুরুতুবী বলেন : এই আক্রান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি তাঁরাসা রাখা আয়াদের জন্য ওয়াজিব। ইয়াম যাতেক (র) বলেন : যে বাতি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের ক্ষয়-এর যাতে তাঁর কোন অংশ নেই। এর প্রমাণব্রাহ্ম তিনি আশোচ আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ক্ষয়-এর মানে প্রত্যোক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তাঁর ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হয়রত আবদুর্রাহ ইবনে আবুস (রা) বলেন : আরাহ তা'লাম সকল মুসলিমকে সাহাবায়ে কিরামের জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আরাহ আব্দেন যে, তাঁদের পরম্পরে যুজ্ব-বিশ্বাস হবে। তাই তাঁদের পারম্পরিক বাদানু-বন্দের কান্দে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্য জারীয় নয়।

হয়রত আবেশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : আমি তোমাদের নবী (সা)-র মুখে শুনেছি—এই উচ্চত ততদিন ধৰ্সপ্রাপ্ত হবে না, শতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অতিথাপ ও তৎসনা না করে।

হয়রত আবদুর্রাহ ইবনে ওয়র (রা) বলেন : তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল ; যে তোমাদের অধ্যে থেকে অধিক মন্দ তাঁর উপর আলাহুর জানত হোক। বলা বাইবা, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না—যে তাঁকে মন্দ বলে সে-ই হবে। সারুকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা জানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেন : এই উচ্চতের পূর্বত্তিগণ মানুষকে সাহাবায়ে কিরামের প্রের্ত ও শুণাবলী বর্ণনা করতে উপুজ্জ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের তাঁবাসা স্থিত হয়। আরি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনির্ভিত্তাবে ও দৃঢ়ত্বার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন : সাহাবায়ে কিরামের অধ্যে যে অতিবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগোলো বর্ণনা করো না, করলে মানুষের ধূলিত্বা বেড়ে যাবে।

—(কুরুতুবী)

أَلَمْ تَرَى إِنَّ الَّذِينَ نَأَفَقُوا يَقُولُونَ لَا خُوَانِيهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجُوهُمْ كَنْخَرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطْهِيْهُمْ فِيْكُمْ أَحَدًا
 أَبَدًا ۝ قَرَأْتُ قُوْتَلَشُمْ لَنْخَرْبَكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ كَلَذِبُونَ ۝
 لَئِنْ أُخْرِجُوهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۝ وَلَئِنْ قُوْتَلُوا لَا يَنْصُرُونَ ۝ وَلَئِنْ
 نُفَرُّ وَهُمْ لَيُوْلَىَ الْأَذْيَارَ شَهِمْ لَا يُنْصَرُونَ ۝ لَا أَنْتُرُ أَشَدُ رَهْبَةً
 فِيْ صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذِلِكَ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَا
 يَقْاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا لَا فِيْ قُرْبَةٍ مُحَضَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جَدِيرٍ بِإِسْهَمِ
 بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتِيٌّ ۝ ذِلِكَ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ
 لَا يَعْقِلُونَ ۝ كَمْثِيلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَفْرِهِمْ،
 وَلَهُمْ حَذَابُ الْيَمْرَقَ كَمْثِيلُ الشَّيْطِينِ إِذْ قَالَ لِلْأَنْسَانِ أَكْفُرْ فَلَمَّا
 كَفَرَ قَالَ إِنِّي بِرَبِّي مُنْكَرٌ لِمَنْ أَنْفَقَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمَيْنَ ۝ فَكَانَ عَلَيْهِ
 قَبْتَهُمَا أَنْهَى فِي التَّارِخَ الَّذِينَ فِيهَا، وَذِلِكَ جَزَرُوا الظَّلَمَيْنَ ۝

- (১১) আপনি কি মূলাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিভাবধারী কান্তিয় ভাইদেরকে বলে: তোমরা এমি বহিকৃত হও, তবে আমরা জৰুরাই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হবে শব্দ এবং তোমাদের বাগারে আমরা কথনও কারও কথা আববে না। আর এমি তোমরা আজ্ঞাত হও; তবে আমরা জৰুরাই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আজ্ঞাহ সাক্ষাৎ দেব যে, তারা মিষ্টগাই মিথাবাদী। (১২) এমি তারা বহিকৃত হয়, তবে মূলাফিকদেরা তাদের সাথে দেশভাগ করবে না আর এমি তারা আজ্ঞাত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। এমি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে জৰুরাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পরামর্শ করবে। এরপর কান্তিয়রা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) বিষ্টগাই তোমরা তাদের অভাবে আজ্ঞাহ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদার। (১৪) তারা সংঘবন্ধাবেও তোমাদের বিলক্ষে শুভ করতে পারবে না। তারা মুছ করবে কেবল সুরক্ষিত জনগদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারল্পরিক মুছই প্রতিষ্ঠ

হয়ে থাকে। আগনি তাদেরকে শ্রেণ্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অভ্যর খণ্ডধা বিজিত। এটা এ কাঠপে যে, তারা এক কাউন্টানহীন সম্পদার। (১৫) তারা সেই জোকদের মত, আরা তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কর্মের পাতি তোপ করেছে। তাদের অন্য গুরুত্বে যন্ত্রণামূলক পাতি। (১৬) তারা প্রজাতানের অস্ত, যে যানুষকে কাফির হতে বলে। অতঃগুর অস্ত সে কাফির হয়, তখন প্রজাতান বলে। তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিজ্ঞাপনমূলক আরাহতকে ভয় করি। (১৭) অতঃগুর উত্তরের পরিণতি হবে এই যে, তারা আরাহতে আবে এবং চিরকাল তথাক্ষণ বসন্তে করবে। এটাই আলিমদের পাতি।

তত্ত্বজীবনের সার-সংজ্ঞেগ

আগনি কি যুনাফিকদেরকে (অর্থাৎ আবদুর্রাহ্ম ইবনে উবাই প্রমুখকে) দেখেন নি? ওরা তাদের (সহধৰ্মী) কিতাবধারী কাফির তাইদেরকে বলে। (অর্থাৎ বলত। কেননা, এই সুরা বনু নুহায়ের নির্বাসন ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয়েছে)। আরাহত কসম, (আমরা সর্বাবস্থায় তোমদের সাথে আছি)। যদি তোমরা (তোমদের মাতৃভূমি থেকে জোর জবরে বহিছৃত হও, তবে আমরাও) তোমদের সাথে দেশভ্যাগী হয়ে থাক এবং তোমদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারণও কথা মানব না। অর্থাৎ তোমদের সাথে আসার ব্যাপারে আমদেরকে নিষেধ করে যে যতই বোঝাক না কেন, আমরা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা তোমদেরকে সাহায্য করব। আরাহত সাক্ষ দেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। (এটা তাদের মিথ্যাবাদিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অতঃগুর বিজ্ঞারিত বর্ণনা করা হচ্ছে;) আরাহত কসম, যদি কিতাবধারী কাফিররা বহিছৃত হয় তবে যুনাফিকদ্বা তাদের সাথে দেশভ্যাগ করবে না। আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে ওরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। যদি (অস্তরকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) তাদেরকে সাহায্যও করে (এবং যুক্ত অংশ-প্রথম করে) তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর (তাদের পলায়নের পর) কিতাবধারী কাফিরদ্বা কোন সাহায্য পাবে না। (অর্থাৎ সাহায্যকারী যারা ছিল, তারা ত্রো পলায়ন করেছে। অন্য কোন সাহায্যকারীও হবে না। সুতরাং অবশ্যই পরাজিত ও পর্যন্ত হবে। যোটকথা, যুনাফিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সহধৰ্মী তাইদের উপর কোন বিপদ আসতে না দেওয়া। এই উদ্দেশ্য অর্জনে তারা সর্বজোড়ে ব্যার্থ মনোরোধ হবে। বাস্তবে তাই হয়েছিল। পরিশেবে বখন বনু নুহায়ের বহিছৃত হয়, তখন যুনাফিকদ্বা তাদের সাথে দেশভ্যাগী হয়নি এবং প্রথম বখন তাদেরকে অবরোধ করা হয়, যাতে শুজের আশংকা ছিল, তখনও তারা কোন সাহায্য করেনি। ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পরে ‘যদি বহিছৃত হয়’ তবিঃাং পদবাট ব্যবহার করার এক কারণ অঙ্গীকৃত ঘটনাকে উপরিত বিদ্যমান ধরে নেওয়া, যাতে অঙ্গীকার জন্য করা ও তাদের অসহায় থেকে যাওয়া সৃষ্টিতর সামনে ডাস্যান হয়ে থাক। বিজীৱ কারণ তবিঃাং সাহায্যের সম্ভাবনাকে মাকচ করে নেওয়া। অতঃগুর তাদের সাহায্য না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে;) মিশ্চর তোমরা তাদের (অর্থাৎ যুনাফিকদের) অস্তরে আরাহত অপেক্ষা অধিকতর তত্ত্বাবধ। (অর্থাৎ ঈমান সংবৰ্ধী করে তারা আরাহত ভয় করে বলে প্রকাশ করে, এটা মিথ্যা। নতুন তারা কুকুরী

হচ্ছে দিত। আর তোমাদেরকে উন্না বাস্তবিকই ভুল করে। এই ভুলের কারণে তারা বনু নূহায়েরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে না।)। এটা (অর্থাৎ তোমাদেরকে ভুল করা এবং আলাহকে ভুল না করা) এ কারণে যে, তারা (কুফেরের কারণে আলাহকে যাহুদী হস্তযুদ্ধ করত্ব ব্যাপারে) এক নির্বোধ সংশ্লাপ। (ইহুদী ও মুনাফিকরা আলাদা-ভাবে তো তোমাদের মুকাবিলা করতেই পারে না)। তারা সংঘবন্ধতাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে মুছ করতে সম্মত নয়। তারা মুছ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে। (পরিধা দ্বারা সুরক্ষিত হোক কিংবা দুর্গ ইত্যাদি দ্বারা)। এতে অক্ষয়ী হয় না যে, কখনও এরপ যষ্টিনা ঘটেছে এবং যুনাফিকরা কোন সুরক্ষিত ছান ও দুর্গ থেকে যুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কারণ, উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন সময় ইহুদী কিংবা যুনাফিকরা আলাদা আলাদা অথবা সংঘবন্ধতাবে তোমাদের মুকাবিলা করতে আসেন, তবুও তাদের মুকাবিলা সুরক্ষিত দুর্গে অথবা শহর-প্রাচীরের আড়ালে থেকে হবে। সেমতে বনী কুরায়ষা ও খায়বরের ইহুদীরা এমনিভাবে যুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কিন্তু যুনাফিকরা তাদের সাথে সহযোগিতা করেনি এবং প্রকাশে যুসলমানদের মুকাবিলায় আসতে কখনও সাহস করেনি। এতে যুসলমানদের অনোভাণও হাজি করা হয়েছে যে, তারা বেন উদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশঁকা না করে। মুনাফিকদের কোন কোন গোর বেহন আউস ও খায়রাজের পারস্পরিক মুছ দেখে আশঁকা করা উচিত নয় যে, তারা যুসলমানদের মুকাবিলায় এমনিভাবে আসতে পারবে। আসল ব্যাপার এই যে) তাদের মুছ পরস্পরের মধ্যেই প্রচল হয়ে থাকে। (যুসলমানদের মুকাবিলায় তারা কিছুই নয়। তারা সবাই ঈক্যবজ্জ হয়ে যুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারবে—এরপ আশঁকা করাও ঠিক নয়। কেননা) তুমি তাদেরকে (বাহ্যত) ঈক্যবজ্জ অনে করবে, অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন। (অর্থাৎ তারা যুসলমানদের শহুতায় অভিষ্ঠ ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যেও তো বিচ্ছিন্নত বিচ্ছান্নের কারণে বিচ্ছিন্নতা ও শহুতা রয়েছে। সুরা আয়োদ্যায় বলা হয়েছে :

وَالْقَهْنَا بِيْنَهُمْ الْعَدَا وَالْمُحْ

এটা (অর্থাৎ অন্তরের অনেকা) এ কারণে যে, তারা (ধর্মের ব্যাপারে) এক কাণ্ডজনহীন সংশ্লাপ। (তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধোঁয়াস-খূপীর অনুসরণ করে)। আদর্শ ও লক্ষ্য বিভিন্ন হলে অভিন্ন বিচ্ছিন্নতা অবশ্যিক্ত হয়ে পড়ে। এখানে তাদের অনেকের কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, সামগ্রিক মৌলি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কলে বে-দীনদের মধ্যেও কোন কোন সময় ঈক্য হতে পারে। অতঃপর বনু নূহায়ের ও যুনাফিকদের দৃষ্টিক্ষেত্র বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা সাহায্যের উদ্দাদী করে থেকা দিয়েছে এবং যথাসময়ে সাহায্য করেনি। তাদের সমষ্টির দুটি দৃষ্টিক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে—একটি বনু নূহায়েরের ও অপরটি যুনাফিকদের। বনু নূহায়েরের দৃষ্টিক্ষেত্র এই যে) তারা সেই সোন্মদের মত, যারা (দুনিয়াতেও ও) তাদের নিকট পূর্বে মিহেদের ক্ষতিকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে এবং (সরকারেও) তাদের জন্য রয়েছে ব্যুৎপাদনক শাস্তি। [এখানে বনু কানুকার ইহুদী সংশ্লাপাত্মক বোঝানো হয়েছে। তাদের ঘষ্টিনা এই : বদল মুছের পর তারা বিভীষণ হিজরীতে দৃঢ়িতর করে রসুলুল্লাহ (সা)-র বিজ্ঞাজে মুছ করে এবং পরাজিত ও পর্যন্ত হয়। রসুলুল্লাহ (সা)-র আদেশে তারা দুর্গ

থেকে বের হয়ে এবে তাদেরকে আল্টেপুর্তে বেঁধে ফেরা হয়। এরপর আবদুর্রাহ্মানে উবাইয়ের কাকুতি-হিনতির কাজাখে মদীনা তাগ করে তলে যৌওয়ার শর্তে তাদের প্রাণ রক্ত ফেরা হয়। সেমতে তারা সিরিয়ার আমরকাতে তলে থাকে এবং তাদের ধনসম্পত্তি মুক্ত-জৰু সম্পদ হিসাবে বক্টন করা হয়।—(মাদুল-রাই'আদ) মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এই হৈ] তারা শয়তানের মত যে, (প্রথমে) মানুষকে কাছিক হতে বলে অতঃপর যখন সে কাছিক হয়ে থাকে, (এবং মুনিয়াতে কিংবা পরাকালে কুকরের শাস্তিতে পতিত হয়) তখন (পরিকার অঙ্গোষ্ঠ দিয়ে দেয় এবং) বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো বিশ্বালনকর্তা আল্লাহকে ডেক করি। (মুনিয়াতে এরপর সম্পর্কছেদের কাহিনী সুরা আন-কালে এবং পরকালে সম্পর্কছেদের কথা একাধিক আল্লাতে বলিত হয়েছে)। অতঃপর উভয়ের (অর্থাৎ বনু নুহায়ের ও মুনাফিকদের) শেষ পরিপন্থি হবে এই যে, তারা আহারামে থাকে, সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি। (সুতরাং শয়তান হেফান প্রথমে মানুষকে বিজ্ঞান করে, এরপর বিপদমুহূর্তে চল্পট দেয়, ফলে উভয়েই বিপদপ্রত হয়, তেমনি মুনাফিকদ্বাৰা প্রথমে বনু নুহায়েরকে কুপরামৰ্শ দিয়েছে যে, তোমরা দেশত্যাগ করো না। এরপর যখন বনু নুহায়ের নির্বাসনের বিপদে এবং মুনাফিকদ্বাৰা অকৃতকাৰ্যতাৰ অপমানে পতিত হয়)।

আনুবাদিক ভাষায় বিবর

كَمَلَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا إِلَيْهِمْ—এটা বনু নুহায়ের দৃষ্টান্ত ন্যূনত্বের মাঝে

কারা ? এ সম্পর্কে হয়রত মুজাহিদ (র) বলেন : এরা হচ্ছে বদরের কাছিক হোকা এবং হয়রত ইবনে আবুস (রা) বলেন : এরা ইহসী বনু কায়নুকা। উভয়েই অকৃত পরিপন্থি তথা নিহত, পরাজিত ও জাহিত হওয়ায় ঘটনা তখন জনসমাজে কুটি উঠেছিল। কেননা, বনু নুহায়েরের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহস মুজের পরে সংঘটিত হয় এবং বনু কায়নুকার ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশাফিক-দের সজ্ঞান নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টক চৰম জাহিত অবস্থার প্রত্যাবর্তন করে।

অতএব, হয়রত ইবনে আবুস (রা)-র উকি অনুযায়ী فَدَا قُوا وَبَالْ أَمْرِ هُمْ

বাকেয়ের উদ্দেশ্য সুল্লিঙ্গ যে, তারা তাদের কুণ্ডকর্মের শাস্তি আগ্রাদন করেছে। এটা পর-কালের আগে মুনিয়াতেই তারা তোগ করেছে। পক্ষান্তরে হয়রত মুজাহিদ (র) -এর উকি অনুযায়ী আরাতের অর্থ ইহসী বনু কায়নুকা হজে তাদের ঘটনাও তেমনি লিঙ্কাশ্রম।

বনু কায়নুকার নির্বাসন : রাসূলে করীম (সা) মদীনার আগেমন করার পর মদীনায় সার্ববণ্ণী সবগুলো ইহসী গোত্রের সাথে শাস্তিপূর্ণ সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই

যে, তারা রসুলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলিমানদের কোন শর্কুকে সাহায্য করবে না। বনু কায়নুকা ও এই পাতিচুতির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক ঘাস পরেই তারা তৃতীয় বিপরীত কাজকর্ম করে করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় ঘৰার কাফিরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَإِنَّمَا تَنْهَا فِيْ مِنْ قَوْمٍ خَيْرًا فِيْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ
অর্থাৎ চুক্তি

সম্পাদনের পর যদি কোন সংস্কারের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঁকা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের পাতিচুতি ভঙ্গ করে দিতে পারেন। বনু কায়নুকা মিজেজাই বিশ্বাস-ঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিকলে জিহাদ বোঝগা করলেন এবং হৃষরত হায়য়া (রা)-র হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হৃষরত আবু জুবার্যা (রা)-কে ইস্লামিক্ষিত করে তিনি নিজেও জিহাদে রওঁয়ানা হলেন। মুসলিমান সৈন্যাহিনী দেখে বনু কায়নুকা মুর্গাত্ত্বে আশ্রয় প্রাপ্ত করল। রসুলুল্লাহ্ (সা) দুর্গ অবরোধ করে দিলেন। পরের দিন অবরোধ থাকার পর আরাহ তা'আলা তাদের অঙ্গে ভূতি সঞ্চার করে দিলেন—তাদের বুৰাতে বাকী রইল না যে, মুকাবিলা ফলপ্রসূ হবে না। অগভো তারা দুর্গের ফটক খুল দিয়ে বলল : আমাদের সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা) যে সিদ্ধান্ত নেবেন, আখরো তাতেই সম্মত আছি।

রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত দিতে চাইলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক বাদ সাধ্য। সে চূড়ান্ত কাকুতি-খিনতি সহকারে তাদের প্রাগভিক্ষার আবেদন জানান। অবশেষে রসুলুল্লাহ্ (সা) যোৰূলা করলেন : তারা বসতি ভ্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধনসম্পত্তি স্বীকৃত্য সম্পদরাপে পরিগণিত হবে। এই মৌমাইসা অনুযায়ী বনু কায়নুকা মদীনা ভ্যাগ করে সিরিয়ার আমরক্ষাত এলাকায় চলে গেল। মুক্তিযুদ্ধ সম্পন্ন অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদের ধনসম্পত্তি ব্যটন করে এক ডাপ রাঙ্গাতুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভ্যাগ যোৰূলের মধ্যে বিভিন্ন করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বাবুল্লাহাজে গলীয়াজের পাঁচ জাগের এক জাগ জয় হজ। এই ঘটনা হিজরতের বিশ ঘাস পর ১৫-ই খাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

كَمْلَ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ إِنَّنِي

যারা বনু নুবাতেরকে বিশ্বাসনের আদেশ অদ্যান্ত করতে এবং রসুলুল্লাহ্ (সা)-র বিকলকে হৃক করতে উচ্চুক করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশুভি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলিমানগণ স্বতন্ত্র তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোন মুনাফিক সাহায্যার্থে অপ্রসর হয়নি। কোরআন পাক শরতানের একটি ঘটনা কারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান আনুষকে কৃকৃত করতে প্রয়োচিত করেছিল এবং তার সাথে মানু রকম ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কৃকৃত হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আরাহ জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তখনে একটি ঘটনা তো অঞ্চল কোরআনে সুরা আনকানের নিম্নাংশ আয়াতসমূহে বিশিষ্ট হয়েছে :

وَأَذْرَقَنَ لَهُمُ الشَّهْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا يَالِبَ لِكُمُ الْهُوَمُ مِنَ النَّاسِ
وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَءَتِ الْفِتَنَةُ نَفَرَ عَلَىٰ مَقْبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ

এটো বদর শুক্রের ঘটনা। এতে শয়তান অভরে কুমজ্জপার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশকিদেরকে মুসলমানদের মুক্তিবিলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আবাস দেয়। কিন্তু ষথন বাস্তবিকই মুক্তিবিলা তরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিকার অবশ্যিক্তি আবাস। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে।

আমেচা আবাতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যিত কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফির হিজ। শয়তান কেবল তাদেরকে মুক্তিবিলার একচিত্ত হতে বলেছিল। এই আপত্তির অঙ্গাব এই যে, কুফরে আটক থাকতে বলা এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র বিকালে শুক করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরূপ।

তৃতীয়ের মাঝহারী, কুরাতুরী, ইবনে কাসীর ইত্যাদি প্রবেশ প্রস্তানের এই দৃষ্টান্তের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে যন্ম ইসরাইলের কয়েকজন সম্মানী ও যোগীকে শয়তান কর্তৃক বিপর্যায়ী করে কুকুরী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কাহিনী বিখ্যুত হয়েছে। উদাহরণত যন্ম ইসরাইলের জনৈক সম্মানী যোগী সদাসর্ববা উপাসনালয়ে যোগসাধনার রত থাকত এবং দশ দিন অভর যাছে একবার ইক্তার করে রোমা রাখত। সকল বছর এমনিত্বাবে অভিবাহিত হওয়ার পর অভিশপ্ত শয়তান তার পেছনে থাপে। সে তার সর্বাধিক ধূর্ত ও চালাক অনুচরকে তার কাছে সম্মানী যোগী বেলে প্রেরণ করে। সে তার কাছে পৌঁছে তার চাইতেও যেকী যোগসাধনার পরাকর্ম প্রদর্শন করে। এডাবে সম্মানী তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠে।

অবশেষে কৃত্তিম সম্মানী আসুক সম্মানীকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিল, যদ্বারা আটিল যোগীও আরোগ্য লাভ করত। এরপর সে অনেক লোককে নিজের প্রভাব দ্বারা রোগজন্ত করে আসল সম্মানীর কাছে পাঠিয়ে দিত। ষথন সম্মানী যোগীদের উপর দোয়া পাঠ করত, তখন শয়তান তার প্রভাব সরিয়ে নিত। কলে যোগীরা আরোগ্য লাভ করত। সুনীর্ধ-কাল পর্যন্ত এই কারবার অব্যাহত রোগার পর সে জনৈক ইসরাইলী-সরদারের পরাম্য সুন্দরী কন্যার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করল এবং তাকে রোগপ্রস্ত করে সম্মানীর কাছে হাওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত সে বালিকাটিকে সম্মানীর মন্দিরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হল এবং কামজুমে তাকে বালিকার সাথে বাড়িচারে ঝিপ্ত করতেও ক্ষমিয়াব হয়ে পেল। এর কলে বালিকা অঙ্গস্তু হয়ে পেল। অগ্মানের ক্রবজ থেকে আস্তরাকার অন্য শয়তান বালিকাকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। হত্যার পর শয়তান নিজেই বাড়িচার ও হত্যার কাহিনী কাঁস করে জনগণকে সম্মানীর বিকলে উভেজিত করে তুলল। অতঃপর অনগ্র মন্দির বিষ্ণুক করে সম্মানীকে শুলে চতুর্বোর সিঙ্কান্ত নিল। তখন শয়তান সম্মানীর কাছে হোয়ে বলল : এখন তোমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সিঙ্কদা

কর, তবে আমি তোমাকে বঁচাতে পারিব। সম্মানী পূর্বেই অনেক গাগ কর্ম করেছিল। এজে কুফরের পথ অবলম্বন করা তার জন্য হোটেই বস্তিন ছিল না। সে শয়তানকে সিজদা করে। তখন শয়তান পরিষ্কার বলে দিল : আমি তোমাকে কুফরীতে বিস্ত করার জন্মাই এসব অপকৈশল অবলম্বন করেছিলাম। এখন আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি না।

তফসীরে কুরআনী ও যাহাহারীতে এই ঘটনা বিস্তারিত বলিত হয়েছে।

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَيْدِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا
اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۝ لَا يَسْتَوِيَ
أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَارِيزُونَ ۝ لَوْ
أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَائِشًا مُتَصَدِّعًا مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ وَإِنَّكَ الْأَمْثَالُ نَضِيرُهَا لِلنَّاسِ كَعَلَمُ
يَتَعَكَّرُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ الْغَيْبُ
وَالشَّهادَةُ ۖ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِقُ الْمُصْبِرُ لَهُ الْأَدْهَوُ
سَمَاءُ الْحُسْنَىٰ دِيْسِتُهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**

(১৮) হে যু'মিনগণ ! তোমরা আলাহকে তর কর। অতএক বাতিল উচিত, আগামী-কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা ঠিক করা। আলাহকে তর করতে থাক। তোমরা থা কর, আলাহ, সে সম্পর্ক থবৰ রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আলাহকে কুলে পেছে। কলে আলাহ, তাদেরকে আক্ষিঞ্চল্য করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ। (২০) আহামের অধিবাসী এবং আজাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা আজাতের অধিবাসী, তারাই সকলকাম। (২১) বলি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর

অবশ্যিক করতাম, তবে ভূমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আজাহ্ তরে বিনীত হয়ে পেছে। আমি এসব দৃষ্টিত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, অত তারা চিন্তাবনা করে। (২২) তিনিই আজাহ্ তিনি ব্যক্তি কোম উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি গরম দরালু, কাসীর দাতা (২৩) তিনিই আজাহ্, তিনি ব্যক্তি কোম উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র আলিঙ্ক, পরিষ, শাস্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রমসাক্ষাৎ, পরাক্রান্ত, প্রতিপাদিত, মাহা-কামীজ। তারা যাকে অংশীদার করে, আজাহ্ তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আজাহ্, মণ্ডল, উত্তোলক, ঝঁপসাতা, উভয় মামসমূহ তীরাই। নক্ষেগুলে ও কৃমগুলে যা কিছু আছে, সবই তার পবিত্রতা দোষণা করে। তিনি গোকুলাত, প্রজায়ের।

তৃকসৌরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগুণ ! (অবাধ্যদের পরিষাম তোমরা সুনলে, অতএব) তোমরা আজাহ্কে ভয় কর। প্রতোক্ত ব্যক্তির উচিত আগামীকালের (অর্থাৎ কিয়ামতের) জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা কর। (অর্থাৎ সৎ কর্ম অর্জনে ব্রহ্মী হওয়া যা পরিকালের সম্বন্ধ। সৎ কর্ম অর্জনে বেমন আজাহ্কে ভয় করতে বলা হয়েছে, তেমনি যদ্য কাজ ও গোনাহ্ থেকে আচ্ছ-রক্তার ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে যে) আজাহ্কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, নিজের আজাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সুতরাং গোনাহ্ করলে শাস্তির আশেকা আছে। প্রথমে **إِنْ تَقُولُوا** ! সৎ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙিত হচ্ছে **لَفَدْ قَدْ مُتْ**

(**خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**) এবং দ্বিতীয় **إِنْ تَقُولُوا** ! পাপ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙিত হচ্ছে **لَكُمْ**

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আজাহ্কে ভুলে গেছে। (অর্থাৎ তার বিধি বিধান গালন করে না—আদেশের বিপরীত করে এবং নিষেধ মান্য করে না। কলে আজাহ্ তাদে-রকে আস্তাতোলা করে দিইরেছেন অর্থাৎ তারা বুদ্ধি-বিবেকের এমন শত্রু হয়ে পেছে যে, নিজেদের সত্ত্বিকার স্বার্থ বুঝেওনা এবং তা অর্জনও করে না)। তারাই অবাধ্য। (এবং অবাধ্যদের শাস্তি তোম করবে। উপরোক্ষিতি আজাহুভৌতি অবস্থনকারী ও বিধানবণী অমান্যকারী দুই দলের মধ্য থেকে একদল জাগাতের অধিবাসী এবং এক দল আহামামের অধিবাসী) আহামামের অধিবাসী ও জাগাতের অধিবাসী সমান নয়, (বরং) যারা জাগাতের অধিবাসী তারাই সকলকাম। (পক্ষতরে জাহাজামীরা অকৃতকার্য, ষেমন **وَكَفَى**)

هُمْ أَلْفًا سَقُونَ দ্বারা জানা যায়। অতএব তোমাদের জাগাতের অধিবাসী হওয়া উচিত—জাহামামের অধিবাসী হওয়া উচিত নয়। যে কোরআনের যাথে তোমাদেরকে এসব উপদেশ শোনানো হয়, তা এমন যে) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের

উপর অবশ্যীর্ণ করাতাম (এবং তাতে বোধগতি রাখতাম এবং ধেয়াজ-ধূশি অনুসরণের সঙ্গে না রাখতাম) তবে ভূমি দেখতে যে, পাহাড় বিনোদ হয়ে আঝাহ্ ভয়ে বিদীর্ঘ হয়ে পেছে। (অর্থাৎ কোরআন এমনি প্রভাবশালী ও ক্লিয়াশীল, কিন্তু মানুষের মধ্যে কুপ্রহস্তি প্রবল হওয়ার কারণে মানুষের সে যোগাত্তা বিনষ্ট হয়ে পেছে। কলে সে প্রভাবাবিত্ত হয় না। অতএব সৎ কর্ম অর্জন ও পাপ কর্ম বর্জনের মাধ্যমে প্রভাবিতে দাতে মানুষ কোরআনী উপদেশাবলী দ্বারা প্রভাবাবিত্ত হয় এবং বিধানাবলী পালনে মৃচ্ছা অঙ্গীকৃত হয়। আমি এসব দৃষ্টিক্ষেত্র মানুষের (উপকারের) জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে (এবং উপকৃত হয়। অতঃপর আঝাহ্ তা’আলার উপাবজী বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাঁর মাহাত্ম্য অঙ্গে বক্ষস্তু হওয়ার কারণে বিধানাবলী পালন করা সহজ হয়। ইরশাদ হয়েছে :) তিনিই আঝাহ্ তিনি বাতীত কোন (যোগ) উপাস্য নেই ; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (তওঁইন শুলভপূর্ণ বিষয় বিশ্বাস তাকীদার্থে পুনর্ব্য বলা হচ্ছে :) তিনিই আঝাহ্, তিনি বাতীত কোন (যোগ) উপাস্য নেই, তিনি বাদশাহ, (সরকার দোষ থেকে) পরিষ্ক, মুক্ত, (অর্থাৎ অতীতেও তাঁর মধ্যে কোন দোষ ছিল না এবং ডিবিয়াতও এর সত্ত্বাবন্ন নেই। বাদশাদেরকে তায়ের বিষয় থেকে) নিরাপত্তাদাতা, (বাদশাদেরকে তায়ের বিষয় থেকে) আন্তর্মদাতা (অর্থাৎ বিপদেও আসতে দেন না এবং আগত বিপদেও সুরক্ষ করেন) পরাক্রান্ত, প্রতাপাবিত্ত, মাহাত্ম্যশীল। মানুষ যে শিরক করে, আঝাহ্ তা থেকে পরিষ্ক। তিনিই (সত্তা) আঝাহ্, অষ্টটা, সঠিক উত্তাবক, (অর্থাৎ সরকার ইহমৌলিক এবং পারাজোকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর সুরায় শেষ পর্যন্ত অুমিনদেরকে ইশিয়ারি ও সৎ কর্মগ্রাহণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আনুবাদিক ভাষ্যব্য বিষয়

সুরা হাশরে শুরু থেকে ফিতাবী, কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারুবার ও তাদের ইহমৌলিক এবং পারাজোকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর সুরায় শেষ পর্যন্ত অুমিনদেরকে ইশিয়ারি ও সৎ কর্মগ্রাহণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে বজ্রিং ভজিতে পরকালের চিত্তা ও তজ্জন্ম প্রস্তুতি প্রাহপের নির্দেশ আছে। বল হয়েছে **أَيْمَانُهَا أَنْتُمْ تَنْعِذُونَ** : যা কিছু আছে সবই (কথার মাধ্যমে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) তাঁর পরিষ্কতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রতাপাবিত্ত। (সুতরাং এখন যাহান সত্ত্বার নির্দেশাবলী অবশ্য পালননীর)।

مَا قَدْ مَنَّ لَغَدْ

অর্থাৎ হে মু’মিনগণ, আঝাহ্ কে তর কর। প্রত্যেক বাস্তিক উচিত

পরকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিত্তা কর।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রতিধানযোগ্য। এক আয়াতে কিয়ামত বোঝাতে গিয়ে দ্বিতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইলিত রয়েছে।

প্রথম, সমগ্র ইহকাল পরকালের মুক্তাবিলাস দ্বারা ও সংক্ষিপ্ত অর্থাত এক দিনের সমাচার। হিসাব করলে একদিনের সমাচার হওয়াও কঠিন। কেবলমা, পরকাল চিরস্তম, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব-বিবেচন বিষয়ে তো করেক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল স্লিপ থেকে হিসাব করা হয়, তবে করেক লাখ বছর হয়ে থাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অবশ্য সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

এক হামীসে আছে مَوْمُونْ فَدْعَةٌ وَّ— সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আবাদের রোধা আছে। মানব স্লিপ থেকে তরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী স্লিপ থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য শুরুস্বত্ত্ব নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার ব্যবসের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় ক্রতৃ যে তুলু ও মগধ, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

বিতোয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত, যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিত্বাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়—শুধু নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও শুধু নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার—সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশ্বের কিয়ামত। প্রথমের কিয়ামতের অর্থ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অবস্থানিতি। এটা লাখে বছর পরে হলো পারালোকিক সময়কালের তুলনার নিকটবর্তী। শেষেক কিয়ামত ব্যক্তি বিশ্বের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে : **مِنْ مَا تَفْقَهُ قَاتِلًا مَتَ قَاتَلَ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কারোম হয়ে যাব। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম তরু হয়ে যাব এবং আবাব ও সত্ত্বাবের নয়ন সামনে এসে যাব। কবরজগৎ যার অপর নাথ বরষ্পন্থ, এটা দুনিয়ার ‘ওয়েল্টিং রুম’ (বিভ্রামাগার) সদৃশ। ‘ওয়েল্টিং রুম’ ক্ষাস্ট ঝাস থেকে নিয়ে থার্ড ঝাসের যাত্তীদের জন্য বিভিন্ন রূপ হয়ে আসে। অপরাধীদের ওয়েল্টিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেজখানা। এই বিভ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার তরু ও শর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের বিজ্ঞ কিয়ামত এসে যাব। আরোহ তা ‘আলা আনুষের মৃত্যুকে একটি থী-থীর রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিভাগীয়গত এর নিশ্চিত সময় নির্দেশ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মৃহৃত্বেই মানুষ আশঁকা করতে থাকে যে, পরের ঘণ্টাটি তার জীবনশায় অভিবাহিত মাও হতে পারে, বিশেষত অন্তর্মান বৈকানিক উজ্জিতের হুগে হাদব্দের ক্রিয়া বজ হবে যাওয়ার ঘটনাবলী একে নিয়ে বৈমিতিক ব্যাপারে পরিপন্থ করে দিয়েছে।

সারুক্ষা এই যে, আজোচ আজ্ঞাতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন আনুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে যানে করো না। কিয়ামত আগামীকালের যত নিকটবর্তী, এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সত্ত্বপর।

আজ্ঞাতে বিতোয় প্রলিখানযোগ্য বিষয় এই যে, আরোহ তা ‘আলা এতে মানুষকে

চিহ্ন-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, নিশ্চিত ও নিকটবর্তী কিমামতের জন্য তুমি কি সহজ প্রেরণ করেছ, তা ভেবে দেখ। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের আসল বাসস্থান হচ্ছে পরকাল। দুনিয়াতে সে মুসাফিরদের ন্যায় বসবাস করে। আসল বাসস্থানে অবস্থান করার জন্য এখান থেকেই কিছু সহজ প্রেরণ করা জরুরী। দুনিয়াতে আসার আসল উদ্দেশ্যই এই যে, এখানে থেকে কিছু উপার্জন করবে, এরপর তা পরকালের দিকে পাঠিয়ে দেবে। বজা বাহলা, এখান থেকে দুনিয়ার আসবাববস্তু, ধনসৌলত ইত্যাদি কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। বরং তা পাঠাবার একটি বিশেষ পক্ষতি আছে। দুনিয়াতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা-পরস্তা নিয়ে বাওয়ার প্রচলিত পক্ষতি এই যে, এই দেশের বাংকে টাকা জয়া দিয়ে অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রা অর্জন করতে হয়। পরকালের বাগানেও একই পক্ষতি চালু আছে। দুনিয়াতে যা কিছু আঢ়াহ্য পথে ও আঢ়াহ্য আদেশ পালনে ব্যয় করা হয়, তা আসমানী সরকারের বাংকে (স্টেট বাংক) জমা হবে বায়। এরপর সওড়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা তার নামে লিখে দেওয়া হব। পরকালে পৌছার পর দাবী-দাওয়া ব্যতিরেকেই এই সওড়াব তার হস্তগত হবে যাব।

لَدْ مَنْ قَدْ مَنْ لَدْ—বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সওড়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দারে অভিযুক্ত হবে। এরপর **نَقْوَا!** বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক ফারাগ তাকীদ করা এবং অপর সজ্ঞাবা কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলিত হয়েছে।

এছাড়া এটাও সত্ত্বপর যে, অথবে **نَقْوَا!** বলে আঢ়াহ্য নির্দেশাবলী পাইন করে পরকালের জন্য সহজ প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিতীয় বাব **نَقْوَا!** বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সহজ প্রেরণ কর, তা কৃতিয় ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সহজ তাই, যা দৃশ্যত সৎ কর্ম, কিন্তু তা খাঁটিতাবে আঢ়াহ্য সত্ত্বিতের জন্য করা হয় না, বরং নাম-হল অথবা কোন মানসিক আর্থের বশবর্তী হয়ে করা হব অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যত ইবাদত হলেও ধর্মে তার কোন প্রয়োগ না থাকলে কারণে বিদ্যাত ও পথব্রজিত্ব। অতএব বিতীয় **نَقْوَا!** বাকের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্য কেবল দৃশ্যত সহজ হথেষ্ট নয়, বরং তা অচল কিমা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَإِنْسَاَمْ أَنْفُسُهُمْ—অর্থাৎ তারা আঢ়াহ্যকে ভুলে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আক্ষেপ করে পেছে। ফলে ভাঙ-যদের ভান হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْا نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ—এটা একটা দৃষ্টিক্ষণ অর্থাৎ মদি কোর-

আন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও তারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানু-
ষের ন্যায় আনবুকি ও চেতনা দেওয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহাদ্বের সামনে
নত—বরং ছিলবিছিন হয়ে বেত। কিন্তু মানুষ খেয়াজ-খুলি ও বার্ষগুরুতার জিংহ হয়ে
তার অস্তুবজ্ঞাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন ধারা প্রজাবাসিত হয়ে না। অতএব
এটা যেন এক কারনিক দৃষ্টিক্ষণ। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। ফেরে কেউ
বলেন : পাহাড়, ঝুঁক, ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই
এটা কারনিক নয়—বাস্তবতত্ত্বিক দৃষ্টিক্ষণ।—(মাঝহারী)

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আলাহ্
তা'আলার কড়িগুরু পূর্ণবৈধ উপ উল্লেখ করে সুরা সম্বৃত করা হয়েছে।

عَلِمَ الْغَيْبِ وَأَنْشَأَ دُنْيَا—আর্থাৎ আলাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য

ও উপরিত-অনুগৃহিত বিষয়ে পুরোপুরি জানেন। **أَلْقَدْ وَسْ**—এমনি সত্তা, যিনি

প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশাস্তীর্ণ বিশ্বাদি থেকে পৰিষ্কাৰ। **لَهُ مِنْ** ।—এই শব্দটি
মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলো এর অর্থ হয় আলাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। আলাহ্'র জন্য ব্যবহৃত
করাজে অর্থ হয় নিরাগতা বিধায়ক অর্থাৎ তিনি ইমানদারগণকে সর্বশক্তির আবাব ও বিপদ
থেকে শান্তি এবং নিরাগতা দান করেন।

الْمُفْتَنُ—এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হয়েরত ইবনে আবুআস (রা) মুজাহিদ ও
কাতালাহ্ (র) তাই বলেছেন।—(মাঝহারী , কামুস)

الْجَبَارُ—প্রতাগশাস্ত্রী ঘৃহান। এই শব্দটি **جَبَرٌ** থেকেও উত্তৃত হতে পারে,
যার অর্থ ভাঙা হাত ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙা হাত জোড়া দেওয়ার পর যে
গাঁথি বাঁধা হয়, তাকে **جَبَرٌ** বলা হয়। অতএব অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও
অকেজো বস্তুর সংক্ষারক।—(মাঝহারী)

كَبَرٌ وَكَبِيرٌ—এটা থেকে উত্তৃত, যার অর্থ বড়ু, প্রত্যেক বড়ু
প্রত্যুষকে আলাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তিনি কেন বিষয়ে কারও মুখাপেকী নন। যে
মুখাপেকী, সে বড় হতে পারে না। তাই আলাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য এই শব্দটি দোষ
ও দোষাত্মক। কারণ, সত্ত্বিকার বড় না হয়ে বড়ু দাবী করা যিষ্যা এবং আলাহ্'র বিশেষ শুণে
শর্মীক হওয়ায় দাবী। তাই এটা আলাহ্'র জন্য পূর্ণবৈধ উপ এবং অন্যের জন্য যিষ্যা দাবী।

أَلْمَصُور—અર્થાં રાગ દાનકારી। ઉદ્દેશ્ય એવી હૈ, સમજ સ્ફુર્ત બસુકે આજાહું
તા'આજા વિશેષ જાકાર ઓ આકૃતિ દાન કરોહેન, યદુરુન એક બસુ અપર બસુ થેકે
પૃથ્વીક ઓ બસુક હરોહે। આકાશહું પૃથ્વીહું સકળ સ્ફુર્ત બસુ વિશેષ આકારેન આધારેને
પરિચિત હરો। સ્ફુર્ત બસુ અસંખ્ય પ્રકારેન આજાદા આકાર-આકૃતિ। આનુભેવ
એકટે પ્રેરોન મધ્યે પુરુષ ઓ નારીની આકાર-આકૃતિને પાર્થક્ય, કોટિ કોટિ નારી ઓ પુરુષ-
બેવ ચોરાવાન એમન બાદું હૈ, એકજનેન મુખાવની અનાજનેન સાથે મિલે ના—એટા
એકયાર આજાહું તા'આજારાહું અગાર શક્તિન કારાસાજિ। એટે અન્ય કેટો તૌર અંશીદાર
નન્દ। બડું બેમન આજાહું છાડ્ય અન્યોન જન્ય બૈધ નર એવં એટા એકયાર તૌરાહું ખુલ્લ, તેમનિ
ચિંતા ઓ આકાર-આકૃતિ નિર્ણાય અન્યોન જન્ય બૈધ નર। એટાઓ આજાહું તા'આજાર વિશેષ
શુખે તૌર સાથે અંશીદારિય દાબી કર્યાર નામાદગ્યા।

سَمَاءٌ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَكِنْ نَفَقَهُونَ—અર્થાં આજાહું તા'આજાર ઉત્તમ ઉત્તમ નામ આહે।
કોરાનાન પાકે એસબ નામેન સંખ્યા નિર્દિષ્ટ નેહે। સહીહ હાદીસસમુહે ૧૧-ટિ નામ બણિત
આહે। ડિરામિયીર એક હાદીસે સવંઘોહું ઉત્તીષ્ઠિત હરોહે।

كَلَمٌ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَكِنْ نَفَقَهُونَ—એ પરિણતા ઓ મહિમા વોષળા
અબસ્તાર માધ્યમે હળે તા બર્ગનાસાગેક નર, કેનના, સમજ સ્ફુર્ત જગ્ય ઓ તાર અનુનિહિત
કારિગરી એવં આકાર-આકૃતિ નિજ નિજ અબસ્તાર માધ્યમે અહનિશ અસ્તોર પ્રશંસા ઓ ખૂબ-
કૌર્તને મશ્શુલ આહે। સતીકાર ઉત્તીર માધ્યમે તસવીહ પાઠ્ય હતે પારે। કેનના,
સુચિત્રિત અભિરત એવી હૈ, પ્રતોક બસુહે નિજ નિજ સૌમાય ચેતના ઓ અનુભૂતિસંલગ્ન। તામ-
બુદ્ધિ ઓ ચેતનાર સર્વશ્રદ્ધ દાબી હશે અસ્તોકે ચિના ઓ તૌર કૃતજ્ઞ હઉંયા। અતએવ, પ્રતોક
બસુર સતીકાર તસવીહ પાઠ કરા અસંજ નરા। તબે આમરા નિજ કાને તા તુનિ
ના। એ કારાપેહ કોરાનાન પાકેર એક જાગાર બણ હરોહે: **أَمُوذْ بِالصَّيْعِ الْعَلَيْمِ مِنَ الشَّوَّطِينَ الرُّجُلِمِ**

تَسْبِيحُهُمْ અર્થાં તોયરા તોદેર તસવીહ શોન ના, બુઝ ના।

સુરા હાલસરે સર્વદેશ આજાતસમુહેર ઉપકારિયા ઓ કર્યાન : ડિરામિયીતે હસ્તરત
મા'કાજ ઇવને ઇયાસાર (રા)-એર બણિત રોગરામેતે રસુજુજાહું (સા) બળેન : હે બાદિં સરકારે
ડિરવાર **أَمُوذْ بِالصَّيْعِ الْعَلَيْمِ مِنَ الشَّوَّطِينَ الرُّجُلِمِ** પાઠ કરાર
પર સુરા હાલસરે પર્વત સર્વદેશ તિન આજાત
પાઠ કરાવે, આજાહું તા'આજા તાર જન્ય સતુર હાજાર કોરેનતા નિશ્ચૂદ કરે દેવેન। તાજા
સજાય પર્વત તાર જન્ય રહહ મનેર દોરાય કરાવે। સેદિન સે મારા ગેજે શહીદેર હૃત્યુ હાસિલ
હાવે। હે બાદિં સજાય એતાવે પાઠ કરાવે, સે-ઓ એવી મર્ત્યવા લાભ કરાવે। —(મારાહારી)

سورة الممتعنة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মাসীনাম অবজোগ, ১৩ আয়াত, ২ জুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَقْرِبُوا عَدُوِّي وَعَدُوُّكُمْ أَذْلِيَّةٌ مُّلْقُونَ
إِنَّهُم بِالْمَوْدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ قِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ
الرَّسُولَ وَرَأَيْتَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا
فِي سَبِيلٍ وَأَيْتَكُمْ مَرْضَاتِي تُسْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ
بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ إِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً
السَّبِيلُ ۝ إِنْ يَشْقُوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَنْسُطُوا إِلَيْكُمْ
أَيْدِيهِمْ وَأَسْتَهْمُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝ لَكُمْ تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ
لَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمةِ هُنْ يَقْصِلُونَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُشْوَى حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ لِذَلِكُوا
يُقْوِمُونَ إِنَّا بَرَدَّا مِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ذَكَرْنَا
بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبْدَأَهُنَّ شَوَّهُمُوا
بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَنَلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَيْمَنِهِ لَا سَتَغْفِرُ لَكَ وَمَا أَمْلَكَ
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ
الْمُصِيرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا

**إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمَا سُوَّةٌ حَسَنَةٌ ۗ لَمَنْ كَانَ
بِرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝**

পরম কর্তৃপাত্র ও আসীম সান্তা আলাহুর নামে শুরু

- (১) হে মু'মিনগণ ! তোমরা আমার ও তোমাদের শক্তুদেরকে বক্তুরাপে প্রহণ করো না । তোমরা তো তাদের প্রতি বক্তুরের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্তা তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অঙ্গীকার করাহে । তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিকৃত করে এই আগমনাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ । বলি তোমরা আমার সন্তুষ্টিশীলতার জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বক্তুরের পরমাম প্রেরণ করাহ ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব আনি । তোমাদের যথে যে এটা করে, সে সরজ পথ থেকে বিচ্ছুর্ণ হয়ে থাক । (২) তোমাদেরকে কর্তৃতামত করতে পারলে তারা তোমাদের শক্ত হয়ে থাকে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহ ও কসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনোরাগে তোমরাও কাফির হয়ে থাও । (৩) তোমাদের জজন-পরিজন ও সন্তুর-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না । তিনি তোমাদের যথে কর্তৃসামা করবেন । তোমরা যা কর, আলাহু তা দেখেন । (৪) তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংগীগণের যথে চয়ৎকার আদর্শ রয়েছে । তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমাদের সাথে এবং তোমরা আলাহুর পরিকর্ত যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই । আমরা তোমাদেরকে আনি না । তোমরা এক আলাহুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের যথে ও আমাদের যথে চিরস্তুতা থাকবে । কিন্তু ইবরাহীমের উপরি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যতিক্রম । তিনি বলেছিলেন : আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষয়া প্রার্থনা করব । তোমার উপকারের জন্য আলাহুর কাছে আমার আর কিছু করার নেই । হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে শুধ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন । (৫) হে আমাদের পালনকর্তা ! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে ক্ষয়া কর । নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, অভিযর্থন । (৬) তোমরা যারা আলাহু ও পরমকাল প্রভোশ্চা কর, তোমাদের জন্য তাদের যথে উত্তম আদর্শ রয়েছে । আর যে শুধ ফিরিবেনেশ্ব, তার জানা উচিত যে, আলাহু বেসরোজা, প্রবৎসার মালিক ।

তফসীরের সার্ত-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ ! তোমরা আমার ও তোমাদের শক্তুদেরকে বক্তুরাপে প্রহণ করো না । (অর্থাৎ আক্ষরিক বক্তু না হলেও বক্তুপূর্ণ ব্যবহারও করো না)। তোমরা তো তাদের প্রতি বক্তুরে বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্ত্ব তোমাদের কাছে আগমন করেছে তা অঙ্গীকার করে ।

(এতে বোকা থাক বে, তারা আলাহ্র শত্রু)। তোমরা রাসূল (সা)-কে ও তোমাদেরকে বহিকৃত করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস থাক । (এতে বোকা থাক বে, তারা ফেবল আলাহ্রই শত্রু ময়—তোমাদেরও শত্রু । মোটিকথা, এদের সাথে বজুড় করো না)। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তুষ্টি জাতের জন্য (নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে) বের হয়ে থাক, তবে (কাফিরদের বজুড়ের জন্য আর সারামৰ্য কাফিরদের সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং যা আলাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর উপরুক্ত কাজকর্মের পরি-গম্ভী) কেন তাদের সাথে গোপনে বজুড়ের কথাবার্তা বলছ ? (অর্থাৎ প্রথমত বজুড়ই মন, এরপর গোপন বার্তা প্রেরণ করা ও বিলেখ সম্বর্কের পরিচালক, তা আরও মন)। অধিত তোমরা খা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি । (অর্থাৎ উপরোক্ত বাধা-সমূহের অনুরূপ ‘আমি সব জানি’ এটা তাদের বজুড়ের পথে বাধা ইঙ্গিত উচিত । অতঃপর এর জন্য শান্তিবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে) তোমাদের মধ্যে যে এরাগ করে, সে সরূপত্ব থেকে বিদ্যুত হয়ে থাক । (আর বিদ্যুতদের পরিণাম তো জানাই আছে । তারা তো তোমাদের এমন শত্রু যে) তোমাদেরকে করতমগত করতে পারবে তারা (তৎক্ষণাত) শত্রুতা প্রকাশ করতে থাকে এবং (সেই শত্রুতা প্রকাশ এই যে,) মন উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহ ও রসনা প্রসারিত করে (এটা পাথির ক্ষতি) এবং (ধর্মীয় ক্ষতি এই যে,) এরা চার যে, তোমরা কাফিরই হয়ে যাও । (সুতরাং এরাগ জোক বজুড়ের হোগ্য ময় । বজুড়ের বাগারে যদি তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা কর, তবে খুব বুঝে নাও,) তোমাদের অর্জন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের (কোন) উপরকারে আসবে না । তিনিই তোমাদের মধ্যে করসাজা করবেন । তোমরা খা কর, আলাহ্ তা দেখেন । [সুতরাং প্রত্যেক কর্মের সান্তিক করসাজা করবেন । তোমাদের কর্ম শান্তির কারণ হলো সন্তান-সন্ততি ও আর্থীর-বজন এই শান্তি থেকে তোমাদেরকে রক্তা করতে পারবে না । এমতোবছার তাদের আতিতে আলাহ্র নির্দেশ আবান্য করা খুবই গাহিত কাজ । এ থেকে আরও স্পষ্টরূপে জানা থাক যে, ধর্মসম্পদ ধাতির কর্ম যোগ্য ময় । অতঃপর উল্লিখিত আদেশ পাইনে উদ্বৃক্ষ করার জন্য ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার অবতারণা করা হচ্ছে ।] তোমাদের জন্য ইবরাহীম (আ) ও তাঁর (ইয়ান ও আনুগতে) সময়নাদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে । [অর্থাৎ এ বাগারে কাফিরদের সাথে এরাগ ব্যবহার করা উচিত, যেরাগ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ করেছেন] । তারা (বিভিন্ন সময়ে) তাদের সম্মুদ্দায়কে বলেছিল : তোমাদের সাথে এবং আলাহ্র পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত কর, তার সাথে আয়াদের কোন সম্পর্ক নেই । [‘বিভিন্ন সময়ে’ বলার কারণ এই যে, ইবরাহীম (আ) যখন প্রথমবার সম্মুদ্দায়কে একথা বলেছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন । এরপর যে-ই তাঁর অনুসরণ করেছে, সে-ই কাফিরদের সাথে কথায় ও কাজে সম্পর্কহৃদ করেছে । অতঃপর এই সম্পর্কহৃদের রাপরেখা বর্ণনা করা হচ্ছে ।] আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কাফির ও তাদের উপাস্যদেরক) মানি না (অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস ও উপাস্যদের ইবাদত মানি না । এরপর জৈনদের ও ব্যবহারের নিক নিয়ে সম্পর্কহৃদ এই যে) আয়াদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চিরন্তন শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে (কেননা, শত্রুতার ডিতি হচ্ছে বিশ্বাসগত বিরোধ । এখন এটা বেশী ফুটে উঠার কারণে শত্রুতাও ফুটে উঠেছে । এই শত্রুতা চিরকাল থাকবে) যে পর্যন্ত তোমরা এক আলাহ্র প্রতি বিশ্বাস থাপম না কর ।

[মোটকথা, ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ কাফিরদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহৃদ করলেন]। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে, (এই আদর্শের বাতিলতা)। এতে বাহ্যিক কাফিরদের সাথে ভাজবাসা ও বজুত্ত বোঝা হাবিল)। তিনি বলেছিলেন : আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য (ক্ষমা প্রার্থনার বেশী) আজ্ঞা-হ্রয় কাছে আগাম কিন্তু করার নেই। [অর্থাৎ দোষা কবুজ করাতে পারি না অথবা বিশ্বাস ছাপন না করা সত্ত্বেও তোমাকে আগাম থেকে রক্ষা করব, তা পারি না। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) এর একটুকু ক্ষমার অর্থ কেউ কেউ এরূপ বুঝে নিয়েছে হে, এটা ক্ষমা প্রার্থনাই। অথচ এখানে ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ অন্যরূপ। অর্থাৎ পিতার জন্য এরূপ দোষা করা যে, সে বিশ্বাস ছাপন করে ক্ষমার হোগ্য হয়ে আসে। সবাই এরূপ করতে পারে। বাস্তবে এটা সম্পর্ক-হৃদের পরিপন্থী নয়। কিন্তু দৃশ্যত এতে সম্পর্ক ছাপন ও ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ খালায় একে ব্যাপ্তিক্রমভূত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সম্মুদ্দারের সাথে ইহরাত ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা বিধিত হল। অতঃপর আজ্ঞাহ্রয় কাছে দোষার বিশ্বাস বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে সম্পর্কহৃদ করে তিনি এ সম্পর্কে আজ্ঞাহ্রয় কাছে আরম্ভ করলেন :] হে আমাদের পাইনকর্তা, আমরা (কাফিরদের সাথে সম্পর্কহৃদ ও শৰূত্তা ঘোষণা করার ব্যাপারে) আগমনির উপর ডরসা করেছি এবং (আগমনিই আমাদেরকে সকল বিপদাপদ ও শরূদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবেন। এছাড়া বিশ্বাস ছাপনের বাপারে) আগমনির দিকেই মুখ করেছি। (আমাদের বিশ্বাস এই যে) আগমনাই বিকট আমাদের প্রভাববর্তন। সুতরাং এই বিশ্বাসের কারণে আমরা আন্তরিকস্তার সাথে কাফিরদের সাথে সম্পর্কহৃদ করেছি। এতে কোন পার্থিব ছার্থ নেই। হে আমাদের পাইনকর্তা। আগমনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাই করবেন না। (অর্থাৎ এই সম্পর্কহৃদের কারণে কাফিররা মেন আমাদের উপর ভুলুম করতে না পারে)। হে আমাদের পাইনকর্তা। আমাদের পাপ মার্জনা করুন। মিশ্চর আগনি পরাক্রমশালী, প্রত্যাহার। তোমাদের জন্য অর্থাৎ যারা আজ্ঞাহ্রয় (অর্থাৎ আজ্ঞাহ্রয় কাছে যাওয়ার) এবং কিলামতের (আগমনের) বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য তাঁদের মধ্যে [অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে] উন্নত আদর্শ রয়েছে। যে বাতিল (এই আদেশ থেকে) মুখ কিরিয়ে নেয়, (সে তার নিজের ক্ষতি করে, কেননা) আজ্ঞাহ্র বেগমোরা (এবং পূর্ণতাওপে উণানিবত হওয়ার কারণে) প্রশংসার্থ।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সুরার শুরুতাগে কাফির ও মুশারিকদের সাথে বজুত্পূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

শান্ত মুশুল : তফসীর কুরুত্বীতে কুশায়ারী ও সালাবীর বরাত নিয়ে বলিত আছে যে, বসর শুক্রের পর যজ্ঞ বিজয়ের পূর্বে যকার সারা নাচনী একজন গায়িকা নারী শ্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসুলুল্লাহ (সা) তাকে জিজাসা করেন : তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলেন : না। আবার জিজাসা করা হল : তবে কি ভূমি মুসলিমান হয়ে এসেছ? সে এরও মেতিবাচক উত্তর দিল। রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : তা হলে কি উদ্দেশ্যে

আগমন করেছ ? সে বজল : আগমনারা যজ্ঞার সঙ্গত পরিবারের লোক ছিলেন। আগমনাদের অধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন যজ্ঞার বড় বড় সরদাররা বদর শুক্রে নিহত হয়েছে এবং আগমনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কর্তৃত হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভিব্যক্ত হয়ে আগমনাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্তবের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেনে : তুমি যজ্ঞার পেশাদার গায়িকা। যজ্ঞার সেই প্রবক্তা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুণ্ড হয়ে টাকা-পয়সার রুলিট বর্ষণ করে ? সে বজল : বদর শুক্রের পর তাদের উৎসবগৰ্ব ও পান-বাজনার জৌলুস ধর্ম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আয়ত্ত জানায়নি। অতএব রসুলুল্লাহ্ (সা) আবদুল মুতাবিক বৎশের লোকগুলকে তাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিশুদ্ধ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তথ্যকার কথা, যখন যজ্ঞার কাফিররা দায়িত্বিকার সজ্ঞান্তি করেছিল এবং রসুলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিলিঙ্গিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাশকা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহে যজ্ঞাবাসীদের কাছে ঝাস না হোক এবিকে সর্বপ্রথম হিজুরতকারীদের অধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতের ইবনে আবী বাগতায়া (রা)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বৎশেকৃত এবং যজ্ঞার এসে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। যজ্ঞার তাঁর স্ত্রী বলতে কেউ ছিল না। যজ্ঞায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে আদীনায় হিজুরত করেছিলেন। তাঁর জ্ঞি ও সন্তানগুলও যজ্ঞার ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা) ও অনেক সাহাবীর হিজুরতের পর যজ্ঞায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফিররা নির্বাতন ঠামাত এবং তাদেরকে উত্ত্বক করত। দেসব মুহাজিরের আচীম-বজন যজ্ঞার ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কোন-রূপে নিরাপদে ছিল। হাতের চিঠ্ঠা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শক্তুর নির্বাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, যজ্ঞাবাসীদের প্রতি কিছু অনুশৰ্হ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর ঝুঁত করবে না। তাই গায়িকার যজ্ঞা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুরোগ হিসাবে প্রত্যক্ষ করলেন।

হাতের বৃহামে নিশ্চিত বিদ্যাসী ছিলেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে আজাহ্ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ঝাস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভোগেন, আবি মদি পন্থ লিখে যজ্ঞার কাফিরদেরকে জানিয়ে দিই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) তোমা-দের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলেপেলেদের হিজু-মত হয়ে থাবে। সুতরাং হাতের এই জুলাতি করে ফেজানেন এবং যজ্ঞাবাসীদের নামে একটি পন্থ লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।—(কুরুতুবী, মাঝহারী)

এবিকে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে আজাহ্ তা'আলা ওহীর যাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিমাটি ও সমরে রওয়ায়ে খাক নামক খান পর্যন্ত পৌছে গেছে।

বুখারী ও মুসলিমে হিজুরত আজী (রা) থেকে বণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) আমাকে, আবু মুরসাদকে ও মুবাইর ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন : আবে আরোহণ করে সেই মহিমার পশ্চাক্ষাবন কর। তোমরা তাকে রাখতারে থাকে পাবে। তার সাথে যজ্ঞাবাসীদের

নারে হাতেব ইবনে আবী বালভায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পজ্ঞাতি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রা) বলেন : আমরা নিশ্চয়ত শুতগতিতে তার পশ্চাক্ষাবন করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) যে ছানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে ছানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম, পজ্ঞাতি বের কর। সে বলেন : আমার কাছে কোরও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে বেন ঠিক পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংবাদ দ্রাক্ষ হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পজ্ঞাতি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম : হয় পত্র বের কর, মা হয় আমরা তোমাকে বিবর্জ করে দেব।

অগত্যা সে নিশ্চিপায় হয়ে পায়জ্ঞায়ার জ্ঞেতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে চলে এলাম। হযরত উমর (রা) ঘটনা শুনা যাইয়ে ক্রোধে অশি- শর্পা হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন : এই ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলিমানের সাথে বিশ্বাসবাক্তব্য করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফিরদের কাছে নিখে পাঠিক্ষেছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উঠিয়ে দেব।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উৎসুক করল ? হাতেব আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আমার ঈমানে এখনও কোন ভক্তি হ্যামি। যাপার এই যে, আমি তাবলাম, আমি যদি যকাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি বাতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বাগোরের জোক যকাবাস বিদ্যমান নেই। তাদের স্বাগোরীরা তাদের পরিবার-পরিজনের হিকায়ত করে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হাতেবের জবানবন্দি শুনে বললেন : সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা তাঁ ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত উমর (রা) ঈমানের জোশে নিজ বাকের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সে কি বদর হোকাদের একজন নয় ? আল্লাহ্ তা'আলা বদর হোকাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্য আল্লাহতের প্রোষ্ঠা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত উমর (রা) অনুবিগণিত কর্তে আরয করলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ই আসল সত্য জানেন।—(ইবনে কাসীর) কোন কেনন মেওয়ামেতে হাতেবের এই উত্তি ও বণিত আছে যে, আমি এ কাজ ইসলাম ও মুসলিমান-দের ক্ষতি করার জন্য করিনি। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-ই বিজয়ী হবেন। যকাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরা মুঝতাহিমার শুল্কভাগের আমাতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়তে উপরোক্ত ঘটনার জন্য ইশিয়ার করা হয় এবং কাফিরদের সাথে মুসলিমান-দের বজুহপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হালাম সাধ্য করা হয়।

بِأَيْمَانِ الْذِينَ أَمْنُوا لَا تَتَنَاهُ دُرْدِيٌّ وَعَدْ وَكُمْ أَوْلِيَاءَ

— قَلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِاُنْوَادٍ — অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা আমার শর্ক ও তোমাদের

শক্তুকে বজ্র কাপে প্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বজ্রছের বাঠা প্রেরণ করবে। এতে উল্লিখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের পক্ষ কাফিরদের কাছে লিখা বজ্রছের বাঠা প্রেরণ করারই নামান্তর। আরাতে ‘কাফির’ শব্দ বাদ দিয়ে ‘আমার শক্তি ও তোমাদের শক্তি’ বলে প্রথমত এই নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহ’র শক্তির কাছে বজ্র আশা করা আবশ্যিকনা বৈ নয়। অতএব এ থেকে বিচার থাক। বিভীষণত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফির যে পর্যবেক্ষণ কাফির থাকবে, সে কোন মুসলমানের বজ্র হতে পারে না। সে আল্লাহ’র দৃশ্যমন। অতএব যে মুসলমান আল্লাহ’র মহাবৃত্ত দাবী করে, তার সাথে কাফিরের বজ্র কিম্বাপে সংগঠন?

وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيمَانَ أَنَّ

تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ—এখানে তুই বলে কোরআন অথবা ইসলাম বোধানো হয়েছে। এই আরাতে তাদের শক্তি আসল কারণ কুকুর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শক্তিও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রসূলকে প্রিয় মাতৃত্বমি থেকে বহিকার করেছে। এই বহিকারের কারণ কোন পার্থিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব একথা আর গোপন রাইল না যে, তোমরা যে পর্যবেক্ষণ প্রাপ্তি অনুগ্রহ করলে তারা তার পরিবার-পরিজনের হিকায়ত করবে। তার এই ধারণা ভাস্ত। কারণ, ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শক্তি। আল্লাহ’র না করলে, তোমাদের ঈমান বিজৃংশ না হওয়া পর্যবেক্ষণ তাদের সাথে বজ্রছের আশা করা ধোকা বৈ নয়।

إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلٍ وَأَبْتَغَيْتُمْ مَرْضًا قَاتِلًا—এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহ’র জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছিল, তবে আল্লাহ’র শক্তি কাফিরদের কাছে এই আশা কিম্বাপে রাখা যাব যে, তারা তোমাদের ধাতিয় করবে ?

تُسْرُونَ إِلَّوْهِمْ بِا لَمَوْدَةٍ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ

এতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফিরদের সাথে গোপনে বজ্র রাখে তারা সেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ’ তা’আলা তাদের গোপন ও প্রকাশ সব কাজকর্মের অবর রাখেন ; যেমন উল্লিখিত ঘটনার তিনি তাঁর রসূলকে ওহাইর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

إِنْ يَتَفَقَّهُ كُمْ بِكُونِهِ مُؤْمِنٌ أَعْدَأْ وَيُبَطِّلُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ وَالسَّفَّهُمْ

—অর্থাৎ সুযোগ পাওয়া সঙ্গেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরাগ প্রত্যাশা করা দুরাশা আছ। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহ ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট হাত্তা কোন দিকে প্রসারিত হবে না।

وَلَوْلَا تَغْرِيَنَّ—এতে ইঁরিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বজ্রুড়ের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বজ্রুড় কেবল তোমাদের ঈশ্বানের বিনিময়ে জাড় করতে পারবে। তোমরা কুকুরে লিঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্ত্রিষ্ট হবে না।

لَنْ تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا وَلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْهَا مَنْ يَنْهَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يُصْفِرُ

অর্থাৎ কিয়াবতের দিন তোমাদের আকীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। আজ্ঞাহ্ তা'আজ্ঞা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিষ করে দেবেন। সন্তানরা পিতামাতার কাছ থেকে ও পিতামাতারা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হ্যারত হাতেবের ওয়ার খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহকাতে তুঃ এ কাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়াবতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। আজ্ঞাহ্ কাছে কোন ক্ষিতু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে সম্পর্কহৃদের সমর্থনে হ্যারত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত ভাতিগোঠী মুশর্রিক ছিল। তিনি সরার সাথে শুধু সম্পর্কহৃদেই নয়—শান্তুতাও মৌমালা করেছিলেন এবং বরেছিলেন। যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস হ্যাপন না করবে এবং শিরাক থেকে বিরাত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শান্তুতার প্রাচীর অস্তরায় হয়ে থাকবে।

عَتَى تُرْكُمُونَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةً পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জওয়াব : উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হ্যারত ইবরাহীম (আ)-এর উত্তম আদর্শ ও সুমত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশর্রিক পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন বরেও প্রয়াপিত আছে। সুরা তওবায় এর

উল্লেখ আছে। অতএব সম্মেহ হতে পারত বৈ, মুশলিম পিতৃযাত্তা ও আর্থীর-অজ্ঞনের জন্যও মাগফিলাতের দোষা করা ইবরাহিমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা আরেব হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্য সব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ অকর্তৃ কিন্তু ঠোর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্য আয়োব নয়। **قَوْلٌ أَبْرَا هُمْ لَا يَوْمًا لَا سَنْفِرَنَ لَكَ**। আয়াতের মর্য তাই।

হয়ত ইবরাহিম (আ)-এর উপর সুরা তওবায় বলিত হয়েছে যে, তিনি পিতৃর জন্য মাগফিলাতের দোষা নিবেধাত্তার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবত্তী হয়ে করেছিলেন বৈ, তার আত্মে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন বৈ, সে আজাহ্র দুশমন, তখন এ বিষয় থেকে নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। **فَلِمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّكَ عَدُو**

اللَّهُ تَعَالَى أَمْلَأَ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

কোন কোন তফসীরবিদ **قَوْلٌ أَبْرَا هُمْ لَا**-কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্বত্ত্ব করেছেন। এর সারমর্য এই যে, ইবরাহিম (আ) বে পিতৃর জন্য মাগফিলাতের দোষা করেছিলেন, এটা ঠোর আদর্শের পরিপন্থী নয়। কেবলমা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে দেছে — এই ধারণার বশবত্তী হয়ে দোষা করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোষা ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কহৃদের কথা ঘোষণা করেন। এরপর কর্তা এখনও আয়োব। কোন কাক্ষির সম্পর্কে অন্ত কারণও প্রবল ধারণা থাকে বৈ, সে মুসলমান, তবে তার জন্য মাগফিলাতের দোষা করায় কোন দোষ নেই।—(কুর্রতুরী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বিত হয়েছে।

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادُتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَةً
وَاللَّهُ قَوِيلٌ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْعِصُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَرِتَ الَّذِينَ لَزِيغُوا
تَلْوِكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرُجُوكُمْ قَمْ دِيَارَكُمْ أَنْ تَبْرُدُهُمْ وَ
تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ دَائِنَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْعِصُكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَرِتَ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ قَمْ دِيَارَكُمْ وَ

ظَهَرُوا عَلَىٰ أَخْرَاجِكُمْ أَنَّ تَوْلُهُمْ قَاتِلُكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑤

(৭) শারা তোমাদের শর্ত, আরাহু তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সত্ত্বত বজুহ সৃষ্টি করে দেবেন। আরাহু সবই করতে পারেন এবং আরাহু কুমানীজ, করুণাময়। (৮) ধর্মের বাপারে শারা তোমাদের বিকলে লক্ষ্য করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিজ্ঞত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আরাহু তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিচের আরাহু ইনসাফকর্মীদেরকে জানবাসেন। (৯) আরাহু কেবল তাদের সাথে বজুহ করতে নিষেধ করেন, শারা ধর্মের বাপারে তোমাদের বিকলে শুক করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিজ্ঞত করেছে এবং বহিজ্ঞারকার্যে সহায়তা করেছে। শারা তাদের সাথে বজুহ করে তারাই জালিয়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যেহেতু কাফিরদের শর্তুতার কথা শুনে মুসলমানরা চিন্তিত হতে পারত এবং সম্পর্কহৃদের কারণে স্বত্ত্বাত তাদের মনে দৃঢ় লাগতে পারত, তাই সুসংবাদের তঙ্গিতে অতঃপর ভবিষ্যতাগী করা হচ্ছে যে) শারা তোমাদের শর্ত, সত্ত্বত (অর্থাৎ ওয়াদা এই যে) আরাহু তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বজুহ সৃষ্টি করে দেবেন (যদিও কিছু সংখ্যাকের সাথে অর্থাৎ তাদেরকে মুসলমান করে দেবেন। যাই শর্তুতা বজুহে পর্যবসিত হয়ে থাবে)। এবং (একে অস্ত্বত মনে করো না। কেবলমা) আরাহু সর্বাত্মিন্দ্রিয়। (সেগুলো যজ্ঞ বিজয়ের দিন অনেকেই মুসলমান হয়ে আসে। উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্কহৃদ চিরকালের জন্য হজেও তা আবিষ্ট বিহু হওয়ার কারণে অবশ্য পালনীয় হিসে। কিন্তু যখন তা অবকালের জন্য এবং মুসলমান হওয়ার কালে বজুহ ও সম্পর্ক গুণঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, তখন চিন্তাবিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এ পর্যন্ত কেউ যদি এই আদেশের বিকলচারণ করে থাকে এবং পরে তত্ত্বা করে থাকে তবে) আরাহু কুমানীজ, করুণাময়। (এ পর্যন্ত সম্পর্কহৃদের আদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতঃপর অনুগ্রহমূলক সম্পর্ক রাখার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে;) আরাহু তা'আলা তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে তোমাদেরকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, শারা ধর্মের বাপারে তোমাদের বিকলে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিজ্ঞত করেনি। (এখানে যিন্মী অথবা শান্তি দৃঢ়ভূত আবক্ষ কাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ জারীয়ে। অবশ্য নায়ে ও সুবিধারের জন্য যিন্মী ও দৃঢ়ভূতে আবক্ষ হওয়া শর্ত নয়। এটা প্রত্যেক কাফিরের এমনকি জন্ম-জন্মোয়ারের সাথেও ওয়াজিব। কিন্তু আরাতে নায়ে ও ইনসাফ বলে অনুগ্রহমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে। তাই বিশেষভাবে যিন্মী ও দৃঢ়ভূতে আবক্ষ কাফিরের মধ্যেই সৌমিত্র রাখা হয়েছে)। আরাহু তা'আলা ইনসাফকর্মীদেরকে তালবাসেন। (অবশ্য)

আজ্ঞাহ্ তা'আলা কেবল তাদের সাথে বজুত্ত (ও অনুগ্রহ) করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিজ্ঞে শুক করেছে, (কার্যক্রমে অথবা ইচ্ছার মাধ্যমে) তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিকৃত করেছে এবং (বহিকৃত না করলেও) বহিকার-কার্যে (বহিকারকারীদেরকে) সাহায্য করেছে। অর্থাৎ তাদের সাথে শরীক রয়েছে, কার্য্যত কিংবা বহিকার করার ইচ্ছার মাধ্যমে। মেসব কাফিরের সাথে যুসলিমদের পাঞ্চটি অথবা বশ্যতা দ্বীকারের বজ্ঞন হিল না, তারা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে অনুগ্রহ-মূলক কাজ-কারীর জারীয় নয়, (বরং তাদের বিজ্ঞে শুচ করাই কাম্য)। যারা তাদের সাথে বজুত্ত (অর্থাৎ অনুগ্রহমূলক ব্যবহার) করবে, তারাই পাপিট !

আনুষঙ্গিক কাউন্ট্য বিবরণ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে বজুত্তপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বিদিত হয়েছে; যদিও সেই কাফির আঢ়ীয়তার খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহা-বারে কিরাব আজ্ঞাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের ধোহেশ ও আঢ়ীয়-স্বজ্ঞের পরোয়া করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাও বাস্তবায়িত করলেন। কলে দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্কছেদ করেছে। বলা বাহ্য, যানবপ্রকৃতি ও অভ্যর্থের জন্য এ কাজ সহজ হিল না। তাই আলোচ্য আয়াত-সমূহে আজ্ঞাহ্ তা'আলা এই সংকটকে অতিসহজ দূর করার আরাসবাণী জনিয়েছেন।

কোন কোন হাদীসে আছে, আজ্ঞাহ্ র কোন বাস্তা যখন আজ্ঞাহ্ সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের কোন প্রিয় বস্তুকে বিসর্জন দেয়, তখন প্রায়ই আজ্ঞাহ্ তা'আলা সেই বস্তুকেই হামাল করে তার কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং অনেক সময় এর চাইতেও উত্তম বস্তু প্রদান করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আজ্ঞাহ্ তা'আলা ইলিত করেছেন যে, আজ যারা কাফির, কলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, সহজই হয়তো আজ্ঞাহ্ তা'আলা এই শত্রুতাকে বজুত্তে পর্যবসিত করে দেবেন অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তওঁকীক দিয়ে তোমাদের পার-স্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ডিস্ট্রি উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। এই ত্বরিষ্যবাণী মত্তা বিজ্ঞের সময় বাস্তব জাপ লাভ করে। কলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফির যুসলিম হয়ে যায়।—(মাঝারী) কোরআন পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে : **بَلْ خُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَجَا** অর্থাৎ তারা দলে দলে আজ্ঞাহ্ র দীন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে, বাস্তবেও তাই হয়েছে।

বুঝাবী ও মসনদে আহমদের রেওয়ারেতে আছে, হযরত আসমা (রা)-র অনন্ত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর স্তু কবীলা হাদারবিড়া সজির পর কাফির অবস্থার মত্তা থেকে হাদীনার পৌঁছেছেন। তিনি কল্যাণ আসমার জন্য কিছু উপচৌকনও সাধে নিয়ে থান। কিন্তু হযরত আসমা (রা) সেই উপচৌকন হাতে অবৃক্তার করেন এবং যসুলুহ্ (সা)-র কাছে দিজাসা করেন ; আমার জন্ম আসমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন,

কিন্তু তিনি কাফির। আর্থ তাঁর সাথে কিনাপ ব্যবহার করব? রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: জননীর সাথে সব্যবহার কর। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ مِنِ الدِّينِ لَمْ يُعَا تُلُوكُمْ فِي الدِّينِ

কোম কোন রোগায়েতে আছে, ইহুরুত আল্লাহ (রা)-র জননী কবীলাকে ইহুরুত আবু বকর (রা) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। ইহুরুত আরেশা সিদ্দীক (রা) ইহুরুত আবু বকর (রা)-এর অপর শ্রী উত্তম রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উক্তের রোমান মুসলমান হয়ে মান।—(ইবনে কাসীর, যামহারী)

যেসব কাফির মুসলমানদের বিকলে শুক করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহি-কারেও অংশপ্রাপ্ত করেনি, আজোটা আরাতে তাদের সাথে সব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যোক কাফিরের সাথেও জরুরী। এতে বিশ্বো কাফির, দৃঢ়িতে আবক্ষ কাফির এবং শক্ত কাফির সবই সমান বরং ইসলামে জন্ম-জাননীরারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠে সাথের বাইরে বোনা চাপানো যাবে না এবং আস-পানি ও বিদ্রামের প্রতি ধেরাল রাখতে হবে।

মাস-আরা : এই আয়াত আরা প্রযোগিত হয় যে, নকশ মান-খরচাত বিশ্বো ও দৃঢ়ি-বক্ষ কাফিরকেও দেওয়া যায়। কেবল শক্তদেশের কাফিরকে দেওয়া নিষিক।

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ مِنِ الدِّينِ قَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ—এই আরাতে সেই

সব কাফিরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিকলে শুকরুত থাকে এবং মুসলমান-দেরকে তাদেশ থেকে বহিকারে অংশপ্রাপ্ত করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আরাহ্ তা'আলা তাদের সাথে বক্ষত করতে নিষেধ করেন। এতে অনুপ্রথমুক কাজ-কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি, বরং ক্ষু আড়িনিক বক্ষত ও বক্ষপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে কেবল শুকরুত শক্তদের সাথেই নয়, বরং বিশ্বো ও দৃঢ়ি-বক্ষ কাফিরদের সাথেও আয়ের নয়। এ থেকে তফসীরে-মামহারীতে মাস-আরা বের করা হয়েছে যে, শুকরুত কাফি-রদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো জরুরীই, নিষিক নয়। এ থেকে বোরা সেল যে, অনুপ্রথমূর্ণ ব্যবহার শুকরুত শক্তদের সাথেও আয়ের। তবে অন্যান্য প্রাণীদের ডিসিতে এর জন্য শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুপ্রথমূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কেনাপাপ কভি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকলে আয়ের নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রতি-কেবল সাথে সর্বাবহার জরুরী ও উয়াজিব।

بِيَأْيِهِ الَّذِينَ أَمْتَنُوا إِذَا جَاءَهُمْ كُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْكِنُوهُنَّ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْكِرُونَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى

إِنَّ الْكُفَّارَ لَا هُنَّ حِلٌ لِّهُمْ وَلَا هُمْ يَحْلُونَ لَهُنَّ دَوَّانٌ وَأَنْتُمْ مَنِ ا�ْفَعُوا
 وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ دَوَّانٌ
 تُمْسِكُوا بِعِصْرِ الْكُوَافِرِ وَسَعَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيَعْلَمُوا مَا أَنْفَقُوا
 ذَرْكُمْ حَكْمُ اللَّهِ وَيَخْكُمْ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ
 شَيْءٌ فَقُنْ أَزْوَاجُكُمْ لَأَنَّ الْكُفَّارَ قَعَدُوكُمْ فَأَتُوْلَى الَّذِينَ ذَهَبُتْ أَرْوَاهُ
 جَهَنَّمَ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَأَنْفَوْاللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا
 النَّبِيُّ إِذَا أَجَاءَكَ الْمُؤْمِنُ يُبَأِ يُغْنِكَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يُسْرِقَنَّ وَلَا يَزِينَنَّ وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ
 بِبُهْتَانٍ يُفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ
 فَبِمَا يَعْمَلُونَ وَلَا سَغْفَرُ كُوْهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا عَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يُبَيِّسُوا مِنَ الْأُخْرَىٰ كَتَأْيِسَ
 إِنَّ الْكُفَّارَ مِنْ أَضْحِيْبِ الْقُبُوْرِ ۝

(১০) হে সুন্দাহিন ! যদ্বন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে সরাইকা করো। আজাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্মত হবেগত আছেন। যদি তোমরা আম থে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে কেরাত পাঠিও মা। এরা কাফিরদের জন্য হাতাত নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হাতাত নয়। কাফিররা যা কাজ করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্ত আহতামা নিয়ে বিলাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা কাজ করেছে, তা তেরে নাও এবং তারাও তেরে নিয়ে যা তারা কাজ করেছে। এটা আজাহের বিধান, তিনি তোমাদের অধ্যে কর্মসূলি করেন। আজাহ, সর্বত, প্রভুময়। (১১) তোমাদের পুরোহিতের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফির-দের কাছে থেকে থার, আতঙ্গের তোমরা সুবোধ পাও, তখন থাদের মী হাতছাড়া হয়ে থেকে, তাদেরকে তাদের আজরকৃত অর্বের সম্পরিমাণ অর্ব প্রদান কর এবং আজাহকে কাজ কর, থার

প্রতি তোমরা বিশ্বাস করো । (১২) হে নবী, ঈয়ানদার নাবীরা এখন আগমন কাছে এসে আনুগত্যের পথে করে যে, তারা আজাহ্র সাথে কটকে খরীক করবে না, তুরি করবে না, অভিভাব করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হচ্ছা করবে না, আরও সন্তানকে আর্মীর উরস থেকে আগন পর্ণজাত সভান বলে বিশ্বা মারী করবে না এবং তার কাছে আগমন অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য প্রাণ করব এবং তাদের জন্য আজাহ্র কাছে তম প্রার্থনা করবেন । লিখছ আজাহ্র ক্ষমাশীল, অত্যন্ত সরাসু । (১৩) হে যুমিনগণ ! আজাহ্র যে আভির প্রতি কল্প, তোমরা তাদের সাথে বজুড় করো না । তারা পরাকাল সম্মানের নিরাশ হয়ে গেছে দেহেন করবেন কাফিলরা নিরাশ হয়ে গেছে ।

শানে-নৃশূলের ঘটনা : আলোচ্য আরাতভোগ একটি বিশ্বের ঘটনা অর্থাৎ হস্তান-বিশ্বার সাথে সম্পর্কসূচি । সুরা ফাতুহ-এর শুরুতে এই সকি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । এই সকির বেসব শর্ত ছিল, তত্ত্বাধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের অধ্য থেকে যদি কোন বাতি কাফিলদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না । গুরুত কাফিলদের অধ্য থেকে যদি কোন বাতি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে । সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফিলদের অধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয় । এরপর কয়েকজন নাবী মুসলমান হয়ে আগমন করে । তাদের কাফির আলীয়রা তাদেরকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানায় । এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আরাতভোগ হস্তানবিশ্বার অবগতি হয় । এতে নাবীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে । সুতরাঁ এই নিষেধাজ্ঞার কলে সকি পত্রের বাপকতা সংকুচিত ও বৃহিত হয়ে গেছে । এ ধরনের নাবীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নাবীদের ব্যাপারেও কিছু বিধান বণিত হয়েছে, যারা প্রথমে মুসলমানদের সাথে বিবাহিতা ছিল ; কিন্তু ইসলাম প্রাণ করেনি এবং যাকাতেই থেকে যায় । মুসলমান হওয়াই এই নাবীদের বেশায় আসল ডিজি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতি ও বর্ণনা করা হয়েছে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুমিনগণ ! যখন তোমাদের কাছে ঈয়ানদার নাবীরা (দারুজ-হরব থেকে) হিজরত করে আগমন করে, [দারুজ-ইসলাম যদীনায় আসুক কিংবা দারুজ-ইসলামের পর্যায়সূচি হস্তানবিশ্বার সেনা ছাউনিতে আসুক—(হিন্দু)] তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও (যে, সভিই মুসলমান কিনা । পরবর্তী *أَبْلَغَهُ الْبَيْ* আরাতে এই সরীকার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে । এ ব্যাপারে বাহ্যিক পরীক্ষাকেই হথেক্ষ মনে কর । কেবলা) তাদের (সভিকার) ঈমান সম্পর্কে আজাহ্র সমাক অবগত আছেন । (তোমরা প্রকৃত অবস্থা আন-তেই পার না) । যদি তোমরা (এই পরীক্ষার আলোকে) জান যে, তারা ঈয়ানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিলদের কাছে ফেরত পাঠিও না । (কেবল) তারা কাফিলদের জন্য ছাউন নয় এবং কাফিলরা তাদের জন্য ছাউন নয় । (কারণ, মুসলমান নাবীর বিবাহ কাফিল

পুরুষের সাথে কোন অবস্থাতেই বজার থাকে না। এমতাবস্থায়) কাফিররা (যোহরানা বাবদ তাদের পেছনে) যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্ত যোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। (মুসজিমানগণ) তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজার রেখো না ; (অর্থাৎ তোমাদের যেসব স্তুশৃঙ্খলে কাফির অবস্থায় রাখে পেছে, তোমাদের সাথে তাদের বিবাহ বিলেব হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কের কোন চিহ্ন বাকী আছে বলে মনে করো না। এমতাবস্থায়) তোমরা (সেই নারীদের যোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছ, তা (কাফিরদের কাছ থেকে) চেরে নাও এবং (এমনিভাবে) কাফিররাও চেয়ে দেবে যা (যোহরানা বাবদ) তারা বায় করেছে। এটা (অর্থাৎ যা বলা হল) আল্লাহর বিধান। (এর অনুকরণ কর)। তিনি তোমাদের মধ্যে (এমনি উপস্থুত) ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বত, প্রভায়ৰ। (তিনি জান ও প্রভু অনুযায়ী উপস্থুত বিধান নির্ধারণ করেন)। যদি তোমাদের জীবনের মধ্যে কেউ কাফি-জনের মধ্যে থেকে শাওয়ার কারণে (সম্পূর্ণই) তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যাব (অর্থাৎ তাকেও পাওয়া না যাব)। এরপর কাফিরদেরকে তোমাদের (পক্ষ থেকে যোহরানা দেওয়ার) সুযোগ হয় অর্থাৎ (কোন কাফিরের যোহরানা তোমাদের উপর পরিস্থোধযোগ হয়) তবে (তোমরা সেই যোহরানা কাফিরকে দিও না, বরং) যেসব মুসলমানের ঝীগণ হাতছাড়া হয়ে পেছে, তাদেরকে তাদের (জীবনের উপর) ব্যয়কৃত অর্থের সম্পরিমাণ (সেই পরিস্থোধযোগ যোহ-রানা থেকে) দিয়ে দাও এবং আল্লাহকে ক্ষয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (জরুরী বিধি-বিধানে ছুটি করো না। অতঃপর বিশেষ সম্মুখে জীবন পরীক্ষার পক্ষতি বর্ণনা করা হচ্ছে :) হে পয়গমবন্দ (সা)। মুসলমান নারীরা যখন আগমন কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যক্তিকার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জীবন সন্তানকে স্বামীর উরসজ্জাত সন্তান বলে দিত। এতে ব্যক্তিকারের গোনাহ তো আছেই, পরত অগরের সন্তানকে স্বামীর সন্তান দাবী করার পাপও আছে। হাদীসে এ সম্পর্কে কর্তৃত শাস্তিবাণী বলিত আছে।—(আবু দাউদ, নাসাই)। এবং তাম কাজে আগমন অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য প্রাপ্ত করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (উদ্দেশ্য) এই যে, তারা যখন এসব বিধানকে সত্য এবং অবশ্য পালনীয় মনে করার বিষয় প্রকাশ করে, তখন তাদেরকে মুসলমান মনে করুন। অবং ইসলাম প্রাপ্ত করার কারণে অতীত সব গোনাহ যাক হয়ে যায়, তবুও এখনে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ যাগফিরাতের দক্ষত হাসিল করার জন্য অথবা এটা ঈমান ক্ষেত্রের দোষা, ব্যবাহ মাগফিকাত হাসিল হয়)। যুদ্ধিমগণ, আল্লাহ বাদের প্রতি রুক্ষ, তোমরা তাদের সাথে (-ও) বকুল করো না। (এখনে ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যেমন সুরা মাজিদান বজা হয়েছে : منْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَذَبَ عَلَيْهِ)

তারা পরাকালের (কল্যাণ ও সওয়াবের) ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন কবরহ কাফিররা (পরাকালের সওয়াব ও কল্যাণ থেকে) নিরাশ হয়ে গেছে। [যে কাফির মারা যায়, সে পরাকাল প্রত্যক্ষ করে সেখানকার প্রভৃতি অবস্থা নিশ্চিতভাবে জেনে নেয়। সে বুকাতে পারে যে, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। ইহদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়াত ও নবুয়াত-বিরোধীদের কাফির হওয়ার বিশ্বাসি খুব জানত, কিন্তু মজ্জা ও বিদ্বেষের কারণে তাঁর অনুসরণ করত না। কাজেই তারা যেনেগোথে বিশ্বাস করত যে, তারা পরাকালে মৃত্যু পাবে না। অতএব তাদের সাথে বঙ্গুষ্ঠ রাখা যোটেই জরুরী নয়। যদীনার ইহদীদের সংখ্যা বেশী হিল এবং তারা দৃঢ়ত্বে হিল খুব বেলী। তাই এখানে বিশেষভাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে]।

আনুবাদিক ভাষার বিবরণ

হৃদান্তবিয়ার সান্তিত্বিক কঠিপর শর্ত বিশেষণ : সুরা ফাত্হ-তে হৃদান্তবিয়ার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে অবশেষে মুক্তার কাফির ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে একটি দশ বছর মেঝাদী শান্তিত্বিক স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির কঠিপর শর্ত এমন ছিল যে, এতে কাফিরদের কাছে মুসলমানদের মাথা নষ্ট করা ও বাহিক পরাজয় মেনে নেওয়ার তাৎপর্য স্ফুট ছিল। এ কাজেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা চাপা অসংজ্ঞায় ও ক্ষেত্রের তাৎপর্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) আজ্ঞাহ্র ইঙ্গিতে অনুভব করছিলেন যে, এই ক্ষণস্থায়ী পরাজয়ের অবশেষে চিরস্থায়ী প্রকাশ্য বিজয়েরই পূর্বাভাস হবে। তাই তিনি শর্তগুলো মেনে নেন এবং সাহাবায়ে কিন্তুও অতঃপর আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

এই শান্তিত্বিক অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মুক্তা থেকে কোন বাজি যদীনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু যদীনা থেকে কেউ মুক্তার চলে গেলে কোরাইশুরা তাকে ক্ষেত্রে পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও মারী উভয়ই বাহ্যত অস্তর্জন ছিল। অর্থাৎ কোন মুসলমান পুরুষ অথবা মারী মুক্তা থেকে চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ক্ষেত্রে পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) বখন হৃদান্তবিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন, তখন মুসলমানদের জন্য অধিগৌরুক্তুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তথাক্ষে একটি ঘটনা হয়েরত আবু জন্দল (রা)-এর। কোরাইশুরা তাঁকে কারাকুরক করে রেখেছিল। তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ভীষণ উৎপন্ন দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তন্যায়ী তাঁকে ক্ষেত্রে পাঠানো উচিত, কিন্তু আমরা আমাদের একজন বির্যাতিত জাহাজে জালিমদের হাতে পুনরায় তুলে দেব—এটা কিন্তু সম্ভব?

কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিতে আক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের মৌতিমালায় হিকামত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক বাজির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে তাঁর দুরদশী অস্তর্দৃষ্টি সহজেই এই বির্যাতিতদের বিজয়ীসুস্মৃত মৃত্যুও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বত্ত্বাবগত কারণেই তিনিও আবু জন্দল (রা)-কে ক্ষেত্রে প্রত্যাপনে দৃঢ়ত্বিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু চুক্তি পালনের আড়িতে তাঁকে বুঝিয়ে-কুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই বিভীষণ একটি ঘটনা সংঘটিত হল। মুসলমান সাইদা বিনতে হারেস (রা) কাফির সাইকী ইবনে আনসারের পর্যো হিজেন। কোন কোন রেওয়ারেতে সাইকীর নাম মুসাফির মধ্যস্থানী বজা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাপন হারায় ছিল না। এই মুসলমান মহিলা যজ্ঞ থেকে পালিয়ে ইদাহ-বিবাহ রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে বায়ৌণ হায়ির। সে রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে দাবী জানায় যে, আমার জ্ঞাকে আমার কাছে প্রভাগণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং তৃতীয়গুরের কালি এখনও কায়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আরাতসমূহ অবর্তীর্ণ হয়েছে। এসব আলাদে কুরআনকে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারায় করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে পৌছে পেলে তাকে কাফিরদের হাতে কেরত দেওয়া হবে না—সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক, বেমন উল্লিখিত সাইদা অথবা হিজরতের সময় তার মুসলমানিত প্রমাণিত হোক। তাকে কেরত না দেওয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফির বায়ৌণ জন্য হাজার নয়। তৎক্ষণাতে কুরআনবীতে হথরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

যোট কথা, উল্লিখিত আরাতসমূহ অবরুদ্ধের ফজল এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তৃতীয়গুরের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক আর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে কেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটি ব্যাপক, কেবল পুরুষ-দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু একটুকু বলা হাই যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাফির বায়ৌণ যোহরানার আকারে যা কিছু তার থেকেন ব্যয় করেছে, তা তাকে কেরত দেওয়া হবে। এসব আলাদের ডিভিতে রসূলুলাহ্ (সা) তৃতীয়গুরে উল্লিখিত এই শর্তের সঠিক যথ ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাইদা (রা)-কে কাফিরদের কাছে কেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোন কোন রেওয়ারেতে আছে, উল্লেখ কুলসুম বিনতে উত্তো যজ্ঞ থেকে রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ডিভিতে তাকে কেরত পানের দাবী জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আরাতসমূহ নাহিল হয়। অন্য এক রেওয়ারেতে আছে, উল্লেখ কুলসুম আমর ইবনে আস (রা)-এর জ্ঞান হিজেন। আমী তথনও মুসলমান হিজেন না। উল্লেখ কুলসুম ও তাঁর দুই তাই যজ্ঞ থেকে পলায়ন করে রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে চলে আন। সাথে সাথেই তাঁদেরকে কেরত পাঠানোর দাবী উঠে। রসূলুলাহ্ (সা) শর্ত অনুযায়ী আশ্মারা ও গুজীস তাত্ত্বব্যক্তে কেরত পাঠিয়ে দেন, কিন্তু উল্লেখ কুলসুমকে কেরত দেন নি। ডিনি বলেন : এই শর্ত পুরুষদের অন্য, নারীদের অন্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুলাহ্ (সা)-র সত্যামনে আলোচ্য আরাতগুলো অবর্তীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও করেক্ষণ নারীর ঘটনা রেওয়ারেতে বিদ্যুত আছে। বলা বাহ্য, এগুলোর মধ্যে কোন বৈপর্যীতা নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লিখিত শর্ত থেকে নারীদের বাতিক্রম দৃঢ়ি করের পারিল নহ ; এবং উকৰ পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি শর্তের ব্যাখ্যা আৰ ; কুরাতুবীর উল্লিখিত রেওয়ামেত থেকে জানা গেল ষে, দুক্তির উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক হিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মতে তাতে নারীরা শামিল হিল না । তাই তিনি হৃদারবিস্তাতেই বিবরণি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সভার্থনে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয় ।

কোন কোন রেওয়ামেত থেকে জানা যায় ষে, রসুলুল্লাহ্ (সা) শর্তটিকে ব্যাপক ভিত্তিতেই মেনে নিয়েছিলেন এবং তাতে নারীরাও শামিল হিল । কিন্তু আশেচ আয়াত-সমূহ অবতরণের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা রাখিত হয়ে যায় এবং রসুলুল্লাহ্ (সা) তখনই কাফির-দেরাকে অবহিত করে দেন ষে, যাহিজারা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত নহ । সেমতে তিনি কোন নারীকে কেরাত পাঠান নি । এ থেকে বোধা গেল ষে, এটা দুর্ভিক্ষ বরখেকাঙ্ক কাজ হিল না এবং দুক্তি অন্তর্য করে দেওয়াও হিল না ; এবং একটি শর্তের ব্যাখ্যা হিল যাবত । রসুলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই একাপ হিল কিংবা আয়াত নাহিল হওয়ার পর তিনি শর্ত-টিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে সীমিত রাখার জন্ম প্রতিপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন । সর্বাবস্থায় এই ব্যাখ্যার পরও দুক্তিপূর্ণ উভয় গুচ্ছ বহার ক্ষেত্রে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা বাস্তব রাপ জারি করতে থাকে । এই শারিদুক্তির ক্ষেত্রে রাজ্ঞাটি বিপদযুক্ত হয় এবং রসুলুল্লাহ্ (সা) বিশেষ রাজ্ঞ্যবর্গের নামে পত্র লিখেন । এরই সুবাদে আবু সুফিয়ানের কাফিলা নিশ্চিতে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে । সেখানে সন্তান হিয়ালিয়াস তাকে রাজদরবারে তেকে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র অবহাদি হিজাসা করেন ।

সারকথা এই ষে, এই শর্তের ভাষা হিল ব্যাপক । নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত মা থাকার বিবরণি পূর্ব থেকেই রসুলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টিতে হিল কিংবা আয়াত নাহিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে ধারিত করে দেন । উভয় অবস্থাতেই কাফির ও মুসলিমদের মধ্যে এই দুক্তি এরগুণ পূর্ণস্বরূপে বলবৎ হিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয় । কাজেই এই ব্যাখ্যাকে দুক্তিপূর্ণ অথবা দুক্তি অন্তর্বরণে গণ্য করা যায় না । অঙ্গের ভাসাদ্দেশ আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন ।

بِأَيْمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ

— আয়াতের উদ্দেশ্য এই ষে, নারীদের যুসরিয়ান ও মু'মিন হওয়াই

সক্ষিক্ষ শর্ত থেকে তাদের বাতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ । যুক্তি থেকে যদীনায় আগমন-ক্ষারিণী নারীদের ক্ষেত্রে একাপ সক্ষাবস্থা হিল ষে, তাদের কেউ ইসলাম ও ইমানের ধাতিতে নহ , এবং ধারীর সাথে আপড়া করে আথবা যদীনায় কোন বাতিক্ষ প্রয়ে পতে আন কোন পার্থিব আর্থের কারণে হিজুরত করোহে । একাপ নারী আজ্ঞাহৰ কাজে এই শর্তের বাতিক্রম-ভুক্ত নহ , এবং সক্ষিক্ষ শর্ত অনুষ্ঠানী তাকে কেরাত পাঠানো জরুরী । তাই মুসলিমান-গুলকে আদেশ করা হয়েছে ষে, যেসব নারী হিজুরত করে যদীনায় আসে, তাদের ঈশ্বান

গৱীঝা করে নাও । এর সাথেই বলা হয়েছে : **أَعْلَمُ بِمَا نُنْهِنُ** এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্ত্বকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, ধার থবর আজ্ঞাহ বাতৌত কেউ জানতে পারে না । তবে বৌধিক বৌকারোগি ও মাকশাদি দুল্লেষ ঈবান সম্পর্কে অনুমান করা যায় । সুতরাং মুসলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেওয়া হয়েছে ।

হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) পৱীঝার পক্ষতি সম্পর্কে বলেন : মুহাম্মদ নাবীকে শপথ করানো হত যে, সে আমীর প্রতি বিবেচ ও মৃগার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন বাসির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পাথিব স্থার্থের বশবতী হয়ে হিজরত করেনি বরং একান্তভাবে আজ্ঞাহ ও তাঁর রসূলের ভালবাসী ও সন্তিট্টাভের জন্য আগমন করেছে । যে নাবী এই শপথ করত, রসূলাজ্ঞ (সা) তাকে ঘদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তাঁর আমীর কাছ থেকে যে বোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তাঁর আমীরকে ফেরত দিয়ে দিতেন ।—(কুরআনী)

তিমিয়াতে হয়রত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতত্ত্বমে বলা হয়েছে : নাবীদের পৱীঝার পক্ষতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ **إِذَا جَاءَكُمْ مُّنَافِقُونَ يُبَدِّلُونَ**—মুহাম্মদ নাবীরা রসূলাজ্ঞ (সা)-র হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত । এটাও অস্তুব নয় যে, অন্যে তাদেরকে সেসব বাক্য ও উচ্চারণ করানো হত, যেগুলো হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) -এর রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে । এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ দ্বারা তা পূর্ণ করা হত ।

فَإِنْ عِلِّمْتُمُوهُنَّ مُّؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ—অর্থাৎ পৱীঝার পর যদি তারা মুম্মিন প্রতিগম হয়, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ নয় ।

وَلَا هُنَّ حِلٌ لَّهُمْ وَلَا هُنَّ يَعْلَمُونَ لَهُنَّ—অর্থাৎ এই নাবীরা কাফির পুরুষদের জন্য হালাল নয় এবং কাফির পুরুষের তাদের জন্য হালাল নয় যে, তাদেরকে পুনর্বিবাহ করবে ।

এই আয়াত বাস্ত করেছে যে, যে নাবী কোন কাফিরের বিবাহাধীনে ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তাঁর বিবাহ কাফিরের সাথে আপনা-আপনি ডর হয়ে গেছে, তাঁরা একে অপরের জন্য হারাই । নাবীদেরকে সজিল শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভূত রাখীর কারণে এটাই ।

وَأَنْتُمْ مَا أَنْفَقْتُمْ—অর্থাৎ মুহাম্মদ মুসলমান নাবীর কাফির রাখী বিবাহে

যোহুরানা ইত্যাদি বাবদ যা বাবু কহেছে, তা সবই তার আমীকে ফেরত দাও। কেননা, মারীকে ফেরত দেওয়াই কেবল সাই-সর্তের ব্যতিক্রমভূত হিল, যা হুরায় হওয়ার কারণে সম্ভবপর নন, কিন্তু আমীর গুরুত ধনসম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেওয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধনসম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, আমী গুরুত ধনসম্পদ খন্দ হয়ে যাওয়ার আশৎকাই প্রবল। কলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেওয়ানো সম্ভবপর নয় বিধার বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। যদি বাবতুলমান থেকে দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে নতুন মুসলমানদের কাছ থেকে ঠাঁদা তুলে দেওয়া হবে।— (কুরআন)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجْوَاهُنَّ

আগ্রাত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফির আমীর সাথে ভৱ হয়ে গেছে। এই আগ্রাতে তারই পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে, যদিও প্রাক্তন কাফির আমী জীবিত থাকে এবং তাকাকও না দেয়।

কাফির পুরুষের ত্রী মুসলমান হয়ে গেলে তাদের পারস্পরিক বিবাহ বকল হে হিল হয়ে যাব, এ কথা পূর্বের আগ্রাত থেকে আনা গেছে। কিন্তু অন্য একজন মুসলমানের সাথে তার বিবাহ কখন আয়োজ হবে, এ সম্পর্কে ইমাম আয়ম আবু হানীফা (র) বলেন : আসল বিধি এই যে, যে কাফির পুরুষের ত্রী মুসলমান হয়, ইসলামী বিচারক তাকে ডেকে বলবে : যদি তুমিও মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমাদের বিবাহ বহাল থাকবে নতুন ভৱ হয়ে যাবে। এরপরও যদি সে ইসলাম প্রথগ করতে অঙ্গীকার করে, তবে তাদের বিবাহ বিছেদ সম্ভব হয়ে যাবে। তখন মুসলমান নারী কোন মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। বলা বাহ্য, ইসলামী রাষ্ট্রেই ইসলামী বিচারক কাফির আমীকে আদালতে হাস্তির করতে পারে। কাফির দেশে কিংবা শত্রুদেশে এরাপ ঘটনা ঘটলে সেখানে আমীকে ইস-জাম প্রথগ করতে বলা সম্ভবপর নয়। কলে বিবাহ বিছেদের কয়সাজী হতে পারবে না। তাই এমতাবস্থার আমী-ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিছেদ কখন সম্ভব হবে, মখন মুসলমান নারী হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে অথবা মুসলমানদের সেনা ছাউনিতে চলে আসে। উপরোক্ত ঘটনাবলীতে দারুল ইসলামের আসা যদীনায় পৌছার মাধ্যমে হতে পারে এবং সেনা ছাউনীতে আসা হদায়বিহায় পৌছার মাধ্যমে হতে পারে। কারণ, তখন হদায়-বিহায় মুসলিম বাহিনী অবস্থানরত হিল। ফিকাহ বিদ্যারের পরিভাষার একে ‘ইখতিজাজে-দারাইন’ বলা হয়েছে অর্থাৎ যখন কাফির পুরুষ ও তার মুসলমান ত্রীর মধ্যে দুই দেশের ব্যবধান হয়ে যাব—একজন কাফির দেশে ও অন্যজন মুসলিম দেশে থাকে, তখন তাদের বিবাহ বিছেদ সম্ভব হয়ে যাব। কলে নারী অগ্রন্তকে বিবাহ করার জন্য যুক্ত হয়ে যাব। —(হিদায়া)

إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجْوَاهُنَّ بِالْكَافِرِ شَرْتًا

হয়েছে অর্থাৎ তোমরা এই নারীদেরকে মোহর্রানা দিয়ে দেওয়ার শর্ত বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার মতেই বিবাহ মোহর্রানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহর্রানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সত্ত্বত এই যে, এই ঘাত এক মোহর্রানা-কাফির স্বামীকে কেরাত দেওয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান যদে করতে পারে যে, নতুন মোহর্রানা দেওয়ার আর আবশ্যিকতা নেই। এই প্রাণি দূর করার জন্য ব্যবহা হয়েছে যে, বিগত মোহর্রানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ, কাজেই এর জন্য নতুন মোহর্রানা অপরিহার্য।

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصْمَ الْكَوَافِرِ—শব্দটি ৩০৩-এর বহবচন। এর আসল

অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহ বজন ইত্যাদি সংরক্ষণ হোগা বিষয় বোঝানো হয়েছে।

كَوْفَرٌ—কা ফুর শব্দটি ৩-এর বহবচন। এখানে মুশরিক রঘুণী বোঝানো হয়েছে।

কেননা, কিন্তুবী কাফির রঘুণীকে বিবাহ করা কোরআনে সিঙ্ক রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা ধৰ্ম করে দেওয়া হল। এখন কোন মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও ধৰ্ম হয়ে গেছে। এখন কোন মুশরিক নারীকে বিবাহে আবক্ষ রাখা হালাজ নয়।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর বিবাহে কোন মুশরিক নারী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত উমর ফাতাক (রা)-এর বিবাহে দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা যাকায় থেকে গিয়েছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তাজাক দিয়ে দেন।—(মায়হারী) এখানে তাজাকের অর্থ সম্পর্কহীন করা। পারিভাষিক তাজাকের এখানে প্রযোজনই নেই। কেননা, আয়াতবলেই তাদের বিবাহ ডগ হয়ে যায়।

وَأَنْكِلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا هُنَّ لَكُمْ مَآ نَفَقْتُمْ—অর্থাৎ যখন মুসলমান নারীকে যক্কার কেরাত পাঠানো হবে না এবং তার মোহর্রানা স্বামীকে কেরাত দেওয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মতাগী হয়ে যক্কার চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফির থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহর্রানা কেরাত দেওয়া কাফিরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারিস্পরিক সমযোজা ও বৈকাপড়ার মাধ্যমে এসব জেনদেনের মীঘাসা করে নেওয়া কৃত্ত্ব। উভয় পক্ষ যে মোহর্রানা ইত্যাদি দিয়েই তা জিজোসা করে জেনে নিয়ে তদনুমানী জেনদেন করে নেওয়া উচিত।

এই আদেশ মুসলমানগণ সানন্দে পালন করেছে। কারণ, কোরআনের আদেশ পালন করা তাদের কাছে ক্ষরণ। কাজেই যে যে নারী হিজরত করে এসেছিল, তাদের সবাই মোহর্রানা ইত্যাদি কাফির স্বামীদের কাছে কেরাত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু যক্কার

কাফিররা কোরআনে বিজ্ঞাস মা ধাকার কারপে এই আদেশ পালন করেনি। এর পরিশ্রে-
ক্ষিতে পবরতী আয়ত অবতীর্ণ হয়।

عَاقِبَتُمْ—وَإِنْ فَاتَكُمْ شَهْيٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَا قَبْتُمُ الْأَيْةَ

সমাপ্তি ৩০০ থেকে উভ্য। এর অর্থ প্রতিশোধ নেওয়াও হয়ে থাকে। এখানে এই
অর্থও হাতে পারে।—(কুরআনী) আয়তের উদ্দেশ্য এই হবে যে, মুসলমানদের কিছু সংখ্যক
গৌমোক যদি কাফিরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহর্রামা
ইত্যাদি ক্ষেপ্ত দেওয়া কাফিরদের জন্য জরুরী হিল, যেখন, মুসলমানদের পক্ষ থেকে
মুহাজির নারীদের কাফির স্বামীদেরকে মোহর্রামা ক্ষেপ্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাফিররা
এরপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহর্রামা ক্ষেপ্ত দিল না। এখন তোমরা
যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফিরদের প্রাপ্ত মোহর্রামা তোমাদের আপা পরিযাপে আটক

فَإِنْ تُوْلِيْنَ ذَهْبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوكُمْ

অর্থাৎ তোমরা মুহাজির নারীদের দেয় আটকক্ষেত্র মোহর্রামা থেকে সেই মুসলমান
স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়ক্ষত অর্থের পরিযাপে দিয়ে দাও, যাদের গৌ কাফিরদের হাতে
রাখে গেছে।

عَاقِبَتُمْ—এর অপর অর্থ মুক্ত সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়তের

অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের গৌ কাফিরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী
কাফিররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহর্রামা দেয়ানি, এরপর মুসলমানেরা মুক্তস্থ সম্পদ
জাত করেছে, এই মুক্তস্থ সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্ত দিতে হবে।—(কুরআনী)

কিছু মুসলমান নারী ধর্মত্যাগ করে যাকার চলে গিয়েছিল কি? এই আয়তে যে
ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার ঘটনা কারও কারও মতে যাই একটিই সংঘটিত
হয়েছিল। তা এই যে, হয়রত আয়াত ইবনে গানাম কোরামশীর গৌ উল্লমুজ হাক্কায় বিনাতে
আবু সুফিয়ান ইসলাম ভাগ করে যাকার চলে গিয়েছিল। অবশ্য গৱর্বতী সময়ে সে
ক্রিয়ে এসেছিল।

হয়রত ইবনে আব্দুস (রা) এছাড়া আরও পাঁচজন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন,
যারা হিজরতের সময়েই যাকার কাফিরদের সাথে থেকে গিয়েছিল এবং পূর্ব থেকেই
কাফির ছিল। কোরআনের এই আয়ত নাযিল হওয়ার ফলে যখন মুসলমান পুরুষ ও
কাফির নারীর বিবাহ কর হয়ে যায়, তখনও তারা ইসলাম প্রাপ্ত করতে সম্মত হয়নি।
ফলে তারাও সেই নারীদের মধ্যে গণ্য হয়, যাদের মোহর্রামা কাফিরদের কাছে মুসলমান
স্বামীদের প্রাপ্ত হিল। কাফিররা যখন এই প্রাপ্ত পরিশোধ করল না, তখন রসুলুল্লাহ (সা)
মুক্তস্থ সম্পদ থেকে পরিশোধ করে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, ধর্ম ত্যাগ করে নারীনা থেকে অকার চলে যাওয়ার ঘটনা সত্ত্বেও একটি হিল। অবশিষ্ট পৌচজন নারী পূর্ব থেকেই কাফিন্দ হিল এবং কাফিন্দ আকারে কারখে আসাতের ডিডিতে মুসলমানদের সাথে তাদের বিবাহ বিশেষ হয়ে পিছেছিল। সে নারী ধর্ম ত্যাগ করে অকার চলে পিছেছিল, সেও পরবর্তীকালে মুসলমান হনে পিছেছিল। —(কুরআনী) বর্ণনা করেন যে, অবশিষ্ট পৌচজনও পরে ইসলাম প্রাপ্ত হনে পিছেছিল। —(মাযহারী)

بِأَيْمَانِ النَّبِيِّ إِذَا جَاءَهُ الْمُؤْمِنَاتُ

بِعِلْمِكَ—এ আসাতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আক্ষয়িদজ্ঞ নারীদের বিধি-বিধান প্রজন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। পূর্ববর্তী আসাত সন্তোষ পদিও এই শপথ মুহাম্মদের নারীদের ঈমান পরিষিষ্ট হিসাবে বলিত হয়েছে, কিন্তু জাহার ব্যাপকতার কারখে এটা কখু তাদের বেলারই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্য ব্যাপকতাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ বাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কখু মুহাম্মদের নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমায়াম বর্ণনা করেনঃ আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীরতের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যান্বয় করান। **فَهُمَا أَسْتَطْعَنِي وَأَطْقَنِي** অর্থাৎ আমরা এসব বিষয় পালনের অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাথে কুলাবৃত্ত। ওয়াহিদা এবং পর করেনঃ এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে যমতা আমাদের নিজেদের চাহিজেও বেশী হিল। আমরা তো নিঃসংরক্ষ অঙ্গীকারণ্ত করতে চেয়েছি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তব্যত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। কলে অপারাম অবস্থার বিকলাজাত্য হয়ে পেলে তা অঙ্গীকার করের পার্শ্বে হবে না।—(মাযহারী)

সহীহ বুখারীতে হযরত অবেরশা (রা) এই শপথ সম্পর্কে বলেনঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কৃধৰ্মবার্তার মাধ্যমে হয়েছে —চাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, বা প্রকাশদের ক্ষেত্রে হৃত। বাস্তব রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাত কখনও কোন শাস্তি মাহ্রাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।—(মাযহারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হস্তাবিয়ার ঘটনার পরেই এবং বরং ব্যাপকভাবে হয়েছে। এমনকি, যতো বিজয়ের দিনও রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রকাশদের কাছ থেকে শপথ প্রাপ্ত করে সাক্ষা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ প্রাপ্ত করেন। পর্বতের পাদদেশে সান্ধিয়ে হযরত উমর (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাক্যাবলী নিজে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন।

শুধুমা আরো আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আর সুর্খিয়ানের ঝৌ হিন্দুও ছিল। সে গ্রহণে জাহাবশত নিজেকে গোপন রাখতে চেরেছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধা হয়েছিল। সে একাধিক প্রয় উপাগন করেছিল।—(আবহাও)

পুরুষদের শপথ সংজ্ঞে এবং নারীদের শপথ বিশদভাবে হচ্ছে : পুরুষদের কাছ থেকে সাধারণত ইসলাম ও জিহাদের শপথ নেওয়া হয়েছে। এটে কার্যগত বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ ছিল না কিন্তু মহিলাদের শপথে তা ছিল। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, পুরুষদের কাছ থেকে ইমান ও আনুগত্যের শপথ নেওয়ার মধ্যে এসব বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। নারীরা সাধারণত বুর্জি-বিবেচনায় পুরুষদের অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। তাই বিস্তারিত বিবরণ সমীকীণ মনে করা হয়েছে এবং নারীদের কাছ থেকে এই শপথ নেওয়ার সূচনা করা হয়েছে। এরপর পুরুষদের কাছ থেকেও এসব বিষয়েরই শপথ নেওয়ার কথা হাদীস থেকে জানা যায়।—(কুরতুবী) এ ছাড়া প্রেরণাদের কাছ থেকে যেসব বিধি-বিধান পাইলের আঙীকার নেওয়া হয়েছে, নারীরা সাধারণত এসব বিষয়ে বিস্তৃত শিকার হয়ে থাকে। এ কারণেও তাদের আনুগত্যের শপথে বিষয়বিধিত বিবরণগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

—**إِنَّمَا يُعْلَمُ عَلٰى اللّٰهِ بِمَا يَصْنَعُ**— এতে প্রথম বিষয় হচ্ছে ইমান অবলম্বন করা এবং শিক্ষক থেকে আস্তরক্ত করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও থাকে। বিতীয় বিষয় তুরি মা করা। অনেক নারীই আমীর ধনসম্পদ তুরি করতে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় বাতিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীয়া পাঞ্জুপ্তগোষ্ঠী হচ্ছে পুরুষদের অন্যাও আস্তরক্ত করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজে সন্তানকে হত্যা না করা।

চূর্ণত্ব বুঝে কম্বা সন্তানদেরকে জীবন প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। জীবনে একে দ্বারা করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কংবৎক আরোপ মা করা। এই মিথ্যাধৰণ জার সাথে এ কথাও আছে যে, **فَإِنْ تَعْلَمُوهُ فَلَا تُنْهِيَنَّ**— অর্থাৎ নিজের হাত ও পাহাড়ে মাঝখানে দেন অপবাদ আরোপ না করে। এর কারণ এই যে, কিন্তু দিন মানুষের হস্তপদই তার ক্লিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষা দিবে। উচ্চেশ্বা এই যে, এ ধরনের দাগ কর্ম করার সময় লাক্ষ রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিকালে সাক্ষাৎ দেবে।

এখানে আমীর প্রতি অথবা অন্য যে কারণ প্রতি অপবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, আক্রিয়ের প্রতিও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হাস্তান। এমতাবস্থায় আমীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাও বেলী কঠোর গোনাহ হবে। আমীর প্রতি অপবাদ আরো-পের এক প্রকার এই যে, ঝৌ অন্য কোন বাতিচার সন্তানকে আমীর সন্তানরাপে প্রকাশ করে এবং তার বংশভূত করে দেয়। আরেক প্রকার এই যে, মাতৃসুবিলাহ, বাতিচারের হণ্ডি যে গড় সঞ্চার হয়, তাকে আমীর সন্তান বলে চালিয়ে দেয়।

وَلَا يَعْمُونَكَ فِي مَعْرُوفٍ

অর্থাৎ তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) যে কোন কাজের আদেশ দেবেন, তা ভাল না হয়ে পারে না। এর বাতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতো-বছোয় ‘ভাল কাজ’ কথাটি সুজু করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুসলিমানরা যেন ভাল করে বুঝে নেয় যে, আল্লাহর আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয়; এখনকি, সেই মানুষটি হনি রসূলও হন, তবুও নয়। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি সুজু করে দেওয়াও হয়েছে।

‘বিড়ীয় কারণ’ এই যে, এখনে বাপোর নাবীদের। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন আদেশেরই খেলাক করবে না, এরাপ বাপোক আনুগত্যের কারণে শহীদান করাও যেন পথ-জটিভাব কুমুদগা স্থলিত করতে পারিত। এই পথ বজ করার জন্য শর্তটি সুজু করা হয়েছে।

سورة الصاف

সন্দুরা সাফ

মদীনার অবতৌর, ১৪ আগস্ট, ২ কর্তৃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحُ اللّٰهَ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ أَعْزَىٰ الْحَكَمَيْمُ ۝ يَا أَيُّهَا
الَّذِيْنَ أَمْتَوا الْحَرَقَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كُبُرُ مُفْتَأِعْنَدَ اللّٰهِ أَكْثَرُ
تَقُولُوْنَا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي
سَبِّيلِهِ صَفَا كَانُوْهُم بُشِّيَّاً مَرْصُوصُ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
يَقُومُ لِوَهْدَوْنِي وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ ۝ فَلَمَّا زَاغَوْا
آمِرَأَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ ۝ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِيْنَ ۝ وَلَذِ
قَالَ عِيسَى ابْنُ هَرِيْمَ يَبْيَّنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ
فَلَمَّا بَيْنَ يَدَيَّنِي مِنَ التَّورِيْتِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِيٌّ مِنْ يَعْلَمُ
اسْمُهُ أَخْمَدُ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا هَذَا سَحْرُ مُبِينٍ ۝ وَمَنْ
أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذَبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الإِسْلَامِ ۝ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيمِيْنَ ۝ يُرِيدُوْنَ لِيُظْفِئُوْنَ نُورَ اللّٰهِ يَا فُؤَادُهُمْ
وَاللّٰهُ مُتِمٌ نُورَهُ ۝ وَلَوْكِرَةُ الْكُفَّارِ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
يَا الْهُدَى وَدِيْنَ الْحَقِّ لِيُطِهِرَ أَعْلَمَ الدِّيْنِ كُلِّهِ ۝ وَلَوْكِرَةُ الْمُشْرِكِوْنَ ۝

পরম কর্মাণ্ডল ও জীৱ সংকলন আলাহৰ নামে ওৱে

(৬) নড়োয়ালে ও ঢুয়ালে থা কিছু আছে, সবই আলাহৰ পরিষত্তা ঘোষণা কৰে।

তিনি গৱাঙ্গাত প্রভাবাম। (২) হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন অল? (৩) তোমরা যা কর না, তা বলা আজাহ্‌র কাছে খুবই জস্তোষজনক। (৪) আজাহ্‌ তাদেরকে ভালবাসেন, আরা তাঁর পথে সারিবছড়াবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর। (৫) স্বরূপ কর, যথম সুসা (আ) তাঁর সত্ত্বদায়কে বলল; হে আমার সত্ত্বদায়, তোমরা কেন আমাকে কলট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আজাহ্‌র প্রেরিত রসূল। অতঃপর তারা যথন বক্তৃতা অবলম্বন করল, তখন আজাহ্‌ তাদের অভরকে বক্ত করে দিলেন। আজাহ্‌ পাপাচারী সত্ত্বদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৬) স্বরূপ কর, যথম যারিয়ম-তন্ত্র ইসা (আ) বলল; হে বলী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আজাহ্‌র প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওয়াতের আমি সত্ত্বায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আলমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যথন দে স্পষ্ট প্রয়াণদি নিয়ে আলমন করল, তখন তারা বলল; এ তো এক প্রকাশ দানু। (৭) হে বাস্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আজাহ্‌ সম্পর্কে যিখ্যা বলে, তার চাইতে অধিক আবিষ্য আর কে? আজাহ্‌ আমির সত্ত্বদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৮) তারা যুক্তের কুৎকারে আজাহ্‌র আলো নিষিয়ে দিতে চাই। আজাহ্‌ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাকিররা তা অগ্রহ্য করে। (৯) তিনিই তাঁর রসূলকে পথ-বির্দেশ ও সত্ত্বধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুসলিমকরা তা অগ্রহ্য করে।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

মাতোমগুলে ও তৃঘণ্টলে যা কিছু আছে, সবই আজাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে (মুখে অধ্যা অবস্থার মাধ্যমে), তিনি পরাঙ্গাত প্রভায়। (অতএব, তাঁর প্রশঠেক আদেশ মেনে নেওয়া জরুরী। ত্যাধ্যে একটি হচ্ছে জিহাদের আদেশ, যা এই সুরায় বিষিত হয়েছে। এই সুরা অবগতরাগের কারণে এই যে, একবার করেক্ষণ মুসলমান পরম্পরে আমোচনা করল যে, আমরা যদি এখন কোন আলম আনতে পারি, যা আজাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয়, তবে আমরা তা বাস্তবায়িত করব। ইতিপূর্বে ওহদ বুজে কোন কোন মুসলমান গলায়ন করেছিল। এ ছাড়া জিহাদের আদেশ নায়িল হওয়ার সময় কেউ কেউ একে দুরাহ মনে করেছিল। সুরা নিসার প্রির কাহিনী বিষিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ইরশাদ নায়িল হল;) মু'মিন-গণ! তোমরা এখন কথা কেন বল, যা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আজাহ্‌র কাছে খুবই জস্তোষজনক। আজাহ্‌ তা'আমা তো তাদেরকে (বিশেষভাবে) পছন্দ করেন, আরা তাঁর পথে সারিবছড়াবে লড়াই করে যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর (অর্ধাং সীসা গালানো প্রাচীর ঘেমন যজ্ঞবৃত্ত, অগ্ররাজের হয়ে থাকে, তেমনি তারা শুরু মুক্তিবিজয় পদচারণ হয় না। উদ্দেশ্য এই যে, যদি আজাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলাটি যদি আমরা জানতাম। কৈনে নাও, সেই আমল হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ নায়িল হওয়ার সময় তোমরা কেন একে দুরাহ মনে করেছিলে এবং ওহদ বুজে কেন গলাকন করেছিলে? এসব বিষয়ে সক্রেও ঘড় ঘড় দাবী করা আজাহ্‌র কাছে খুবই অগোড়নীয় ও অগ্রহ্যনীয়। অতএব,

আমাতে বৃথা আক্ষরিক ও যথ্যা দাবীর কারণে শাসানো হয়েছে। আমরবিহীন উপদেশ আমাতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর কাফিররা থে হত্যা ও লড়াইয়ের যোগ পাত্র, এর কারণ অর্থাৎ রসূলকে কল্পনান, যিথ্যারোপ ও বিরোধিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে যিনি রেখে হস্তান্ত মুসা ও ইসা (আ)-র কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে : ‘স্মরণ কর’ যখন মুসা (আ) তাঁর সংপ্রদায়কে বলল : হে আমার সংপ্রদায় ! তোমরা কেন আমাকে কল্প দাও, অথচ তোমরা জীবন মে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ'র প্রেরিত রসূল ! (তাঁর সংপ্রদায় বিভিন্নভাবে তাঁকে কল্প দিত)। তাঁখ্যে করেকাটি ঘটনা সুন্না-বাকারায় বিভিন্ন ঘটেছে : (অবাধ্যতা ও বিরোধিতাই সব ঘটনার সারমর্য)। অতঃপর (একথা বলার পরও) যখন তারা বক্রতাই অবলম্বন করল (এবং সুপর্যে এল না) তখন আল্লাহ' তা'আলা তাদের অভরকে (আরও বেশী) বক্র করে দিলেন। (অর্থাৎ নাক্ষুরমানী ও বিরোধিতা আরও বেড়ে গেল)। সদাসর্বদা পাপ করলে আল্লাহ'র প্রতি অভরের ঝোক ও তাঁর আনুগত্যের প্রেরণা ছাস পাওয়াই নিয়ম)। আল্লাহ' তা'আলা এমন পাপগাতীর সংপ্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (এটাই তাঁর রীতি)। তরিয়াও আল্লাহ'র রসূলকে বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতা করে কল্প শুদ্ধান করে। তাই তাদের বক্রতা ও পাপগাতীর আরও বেড়ে যাব : এখন সংশোধনের আম আশা নেই। অতএব, তাদের অনিষ্ট দূর করার জন্য জিহাদের আদেশ উপস্থুত হয়েছে। এমনিষ্টবে সে সময়টিও স্মরণীয়) যখন যরিয়ত-তন্ত্র ইসা (আ) বলল : হে বনী-ইসরাইল ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ'র প্রেরিত রসূল ! আমার পূর্ববর্তী তত্ত্বাতের আমি সত্ত্বারনকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। এই সুসংবাদ যে ইসা (আ) থেকে বণিত আছে, তা অবং খুস্তানদের বর্ণনা দ্বারা হাসীসসমূহে প্রমাণিত আছে। সেবতে খাজেনে আবু দাউদের রেওয়ায়েতক্রমে আবিসিনিয়ার সন্ন্যাত মাজাশীর উক্তি বণিত আছে যে, বাস্তবিকই হস্তান ইসা (আ) এই পয়গম্বরেরই সুসংবাদ দিয়েছিলেন। মাজাশী খুস্তধর্ম সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত হিলেন। খায়েনেই তিরিয়ী থেকে আবদুল্লাহ' ইবনে সালাম (রা)-এর উক্তি বণিত আছে যে, তত্ত্বাতে রসূলুল্লাহ' (সা)-র উণ্ডাবলী উত্তীর্ণিত আছে এবং একথাও আছে যে, ইসা (আ) তাঁর সাথে সম্বৰ্ধিত হবেন। ইসা (আ) তত্ত্বাতের প্রচারক হিলেন, তাই এটা যেন ইসা (আ) থেকেই বণিত আছে। যাওয়ানা রহমতুল্লাহ' সাহেব 'এবহারকু হকে' তত্ত্বাতের বর্তমান ক্ষণ থেকে একাধিক সুসংবাদ উন্নত করেছেন। (বিজীয় খণ্ড, ১৬৪ পৃ. কুমস্টাণ্টিনোপলিস মুস্তিত)-বর্তমান ইংলোরে এসব বিষয়বস্তু না থাকা হোটেই ক্ষতিকর নয়, কারণ সুলামী পশ্চিতদের মতে বর্তমান ইংলো অবিকৃত নয়। এতদস্বেও যা আছে, তাতেও এ 'ধরনের বিষয়বস্তু বিদ্যায়ান রয়েছে। সেবতে ইউহুজার ইংলোর (যার আবাবী অনুবাদ ১৮৩১ ও ১৮৩৩ খুস্তানে লঙ্ঘন মুস্তিত হয়), চতুর্দশ 'অধ্যায়ে আল্লাহ' ; আমাদের চেমে যাওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম ! কেবলো, আমি না সেলে 'ক্ষারকিঙ্গিত' তোমাদের কাছে আসবেন না। আমি গেমেই তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। 'ক্ষারকিঙ্গিত' শব্দটি 'আহমদেরই' অনুবাদ। কিতাবীক্ষা অনুবাদ করতে গিয়ে নামেরও অনুবাদ করত- ইসা (আ) হিস্তু তাবায় আহমদ বলেছিলেন। এরপর যখন প্রীক তাবায় অনুবাদ করা হল, তখন 'বিলক্ষণতুস' লিখে দেওয়া হল। এর অর্থ আহমদ অর্থাৎ বহুল প্রবেশিত, খুব

প্রশংসনাকারী। এরপর শ্রীক তারা থেকে হিন্দুতে অনুবাদ করাতে পিলে একেই ‘কারকিলিত’
করে দেওয়া হল। হিন্দু ভাস্তার কোন ক্ষেত্র কপিতে এখন পর্যন্ত ‘আহমদ’ বাবু বিদ্যাশাল
যাইছে। এই ‘কারকিলিত’ সম্পর্কে ইউহজার ইঞ্জীন বলা হয়েছে। তিনি ভোয়াদেরকে
সরকিতু শিখিয়ে দেবেন। এই আহমদের মন্তা আসবেন। তিনি এসে মুনিয়াকে পাশের
কারণে এবং সততা ও নায়বিচারের খেলাক করার কারণে শাস্তি দেবেন। এসব বাক
থেকে বোবা যাবে যে, তিনি ব্রহ্ম-গ্রন্থের হবেন।—(ভক্ষৌরে-হাজারী) মেট্টকথা, ঈসা
(আ) ভাদেরকে উপরোক্ত কথা বলাবেন। অতঃপর যখন (এসব বিষয়বস্তু বলে নিজের
নবুয়ত সম্প্রাণ করার জন্য) সে অর্থাৎ ঈসা (আ) ভাদের কাছে প্রগত প্রমাণাদি নিয়ে
আগমন করল, তখন তারা (এসব প্রাণ ও যোঽংজয়া সম্পর্কে) বলল : এ তো এক প্রকাশ্য
বাদু। [তারা যাদু বলে নবুয়ত অঙ্গীকার করল। এমনিভাবে ঈসা (আ)-এর পর আবার
বর্তমান ফাকিররা রসুজাহ (সা)-র নবুয়ত অঙ্গীকার করল। এটা যাহা জ্ঞানের উ^১
জ্ঞান। এই জ্ঞানের সংক্রান্ত রোধ করার জন্য জিহাদের আদেশ সমীচীন হয়েছে।
বাস্তবিকই] যে বাস্তি ইসলামের দিকে আছু হয়েও আজাহ সম্পর্কে যিখ্যা বলে, তার
চাহিতে অধিক জানিয়ে আর কে ? আজাহ জানিয়ে সম্প্রদাইকে পথ প্রদর্শন করেন না।
(আজাহ সম্পর্কে যিখ্যা বলা এই যে, তারা নবুয়ত অবিশ্বাস করেছে। যা আজাহের
পক্ষ থেকে নয়, তা আজাহের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা এবং যা বাস্তবে আজাহের পক্ষ থেকে,
তা অঙ্গীকার করা—উভয়ই আজাহ সম্পর্কে যিখ্যা বলার শামিল। ১৯৭৩ মি
কাজানি আরও বেশী মন হওয়া বোবা যাব। অর্থাৎ সতর্ক করার পরও সে নিজে সতর্ক
হয়নি। ۱۹۷۴ می، ۱۹۷۵ می বলার বোবা যাব-যে, ভাদের অবস্থা সংশোধনের সীমা ছাড়িয়ে
গেছে। তাই মুজের শাস্তি উপস্থুত হয়েছে। সে মতে যে বাস্তি এখনও ইসলাম সম্পর্কে
তাত নয়, তাকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে তার অঙ্গীকৃতি বাহ্যত
নেইয়ালোর আগামণ। এখন তার বিকলে জিহাদ করা সিদ্ধ। অতঃপর জিহাদে উৎ-
সাহিত করার উদ্দেশ্যে সাহায্য, সভার প্রাধান্য ও যিখ্যার পরাজয়ের সম্পর্কিত ঘূর্ণাদা বর্ণনা
করা হচ্ছে। তার অন্তর্বর্তু কুৎকারে আজাহের আজো (অর্থাৎ ইসলামকে) নিজের
দিকে চাই (অর্থাৎ কর্মসূল কৌশলের সাথে সাথে মুখ থেকেও আপত্তিজনক অথবার্তা এই
উদ্দেশ্যে বলে, যাতে সত্য ধর্ম প্রসার কাজ করতে না পারে। যাবে যাবে যৌবিক প্রোগ-
গান্ধোও কার্যকর হয়ে যাব। অথবা এটা দৃষ্টান্তব্যাপ বলা হয়েছে যে, তারা যেন কুৎ-
কারে আজাহের আজো নিজের দিকে চায়। অথচ আজাহ তাঁর আজোকে পূর্ণতা দান করে
ছাড়িবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (সেমতে) তিনিই তাঁর মস্তকে (আজো
পূর্ণ করার জন্য) পথ নির্দেশ (অর্থাৎ কোরআন) ও সত্য ধর্ম দিয়ে (মুনিয়াতে) প্রেরণ করেছেন,
যাতে একে (আজোকে ইসলামকে অবশিষ্ট) সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন (এটাই
পূর্ণতা দান করা) যদিও মুল্লিরিক্ষয় তা অপছন্দ করে।

आन्ध्रप्रदेश कौशल विकास

શાન્દિનુષ્ઠાન: તિવારિયાં હસ્તરણ આવનુહોય ઈન્ફેમ જાળાય (જા) કેચક વર્ણા કરવનું;

একদল সাহাবারে কিস্তাম পরস্পরে আলোচনা করামেন যে, আজ্ঞাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি, আখরো শদি তা আমতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বঙ্গভূ(র) এ প্রস্তরে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বলামেন যে, আজ্ঞাহ কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি আমতে পারলে আখরো তত্ত্ব জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।—(মাঝহারী)

ইবনে কাসীর মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে এস্পর্কে প্রথ করার জন্য প্রেরণ করতে চাইলেন কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিযথো রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। [ফলে বোৰা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা) উহীয় মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু স্পর্কে অবগত হয়েছেন]। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে সমগ্র সুরা সাফ্ক পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নায়িল হয়েছিল।

এই সুরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সজ্ঞানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আজ্ঞাহুর পথে জিহাদ। তাঁরা এস্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপথ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে স্পর্কেও সুরাম সাথে সাথে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মুঝিমের জন্য এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। কারণ, শুধুসময়ে সে তার সংকল পূর্ণ করতে পারবে কিনা, তা তার জানা নেই। সংকল পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষয়তাধীন নয়। এছাড়া স্থয়ী তার হাত, পা, অস-প্রত্যজ এমনকি আন্তরিক সংকলণও তার ক্ষমতায় নয়। এ কানেক কেন্দ্ৰজান পাকে স্থয়ী রসূলুল্লাহ (সা)-কেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আগোছীকামের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআজ্ঞাহ অর্থাৎ শদি আজ্ঞাহ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছে :

لَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعْلُمْ ذَلِكَ غَدَاءِ أَنْ يَشَاءُ
—সাহাবারে
কিস্তাখের বিষয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও সুলভ তাই বোৰা যাচ্ছিল। আজ্ঞাহুর কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কেবল কাজ করার বড় গোলো দাবী করবে, ইনশাআজ্ঞাহ বলা ব্যাপী। যৌটকথা, তাঁদের ছৈলীর করার জন্য আজ্ঞাতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে :

بِأَيْمَانِ الْذِينَ أَصْنَوْا لِمَ تَقُولُنَّ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَهْرِ مَقْتَلِ
اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

এই আজ্ঞাতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী স্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বোৰা গেল, যা কদম্ব ইচ্ছাই মানুষের অক্ষয়ে নেই। কারণ, এটা একটা যিষ্ঠা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও ঘণ্টা অর্জনের আতিরে

হতে পারে। বলা বাছলা, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কিম্বাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভূত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকলন থাকলেও নিজের উপর ডরসা করে কেন কাজ করার দাবী করা দাসছের পরিপন্থ। প্রথমত তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কেন উপরোক্তিতা-বশত বলার দরকার হলেও ইন্শাআলাহ্ সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যে কাজ করার ইচ্ছাই নেই, সে কাজের দাবী করা কর্বীরা খোনাহ্ এবং আলাহ্ র অসন্তুষ্টির কারণ। যে ক্ষেত্রে অন্তরে কাজটি করার ইচ্ছা থাকে, সেখানেও নিজের ধন্তি ও ক্ষমতার উপর ডরসা করে দাবী করা নিষিদ্ধ ও মুকরাহ্।

দাবী ও দাওয়াতের পার্থক্য : উপরোক্ত তফসীর থেকে জানা গেল যে, দাবীর সাথে এসব আয়াত সম্মত অর্থাত মানুষ যে কাজ করবে না ; তা করার দাবী করা আলাহ্ তা'আলার কাছে অস্তোষজনক। মানুষ যে সৎ কাজ নিজে করে না, সেই সৎ কাজের দাওয়াত, প্রাচার ও উপদেশ অন্যকে দেওয়ার বিষয়টি এই আয়াতের অন্তর্ভূত নয়। এ সম্পর্কিত বিধিবিধান অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কেন্দ্রজান বলে :

—أَتَ مِرْوَنَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَتَفْصِيرُ أَنْفُسِكُمْ— অর্থাত তোমরা আনুবকে

তো সৎ কাজের আদেশ কর, কিন্তু নিজেকে ভূলে যাও অর্থাত মিজে এই সৎ কাজ কর না। এই আয়াত সৎ কাজের আদেশ ও উভার উপদেশ মাত্তাদেরকে জাজা দিয়েছে যে, অন্যকে তো সৎ কাজ করার দাওয়াত দাও, কিন্তু নিজে তা কর না, এটা জাজার কথা। উদ্দেশ্য এই যে, অপরকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজেকে উপদেশ দাও এবং অপরকে যে কাজ করতে বল, নিজেও তা কর।

কিন্তু একটা বলা হয়নি যে, নিজে যখন কর না, তখন অপরকেও করতে বলো না। এ থেকে জানা গেল যে, যে সৎ কাজ নিজে করার সাহস ও তঙ্গুকীক নেই, তার প্রতি অপরকে উদ্বৃক্ষ করতে ও উপদেশ দিতে ঝুঁটি করা উচিত নয়। আশা করা যায় যে, এই উপদেশের কলাপে কেন সময় তার নিজেরও এ কাজ করার তঙ্গুকীক হয়ে যাবে। বিস্তর অভিজ্ঞতা এর পক্ষে সাক্ষ দেয়। তবে সে কাজটি যদি উয়াজিব অথবা সুরক্ষা-মৌল্যাকাদাহ্ পর্যায়ের হয়, তবে উপরোক্ত আয়াতের প্রতি নক্ষ করে মনে মনে অনুত্তম ও অভিজ্ঞত হওয়াও উয়াজিব। মোকাবাব পর্যায়ের হলে অনুভাপ করাও যৌক্তিক।

গরের আয়াতে এই সুরা অবতরণের আসল কারণ বিহুত হয়েছে অর্থাত আলাহ্ র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আগম কোন্তি ? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

—إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الظَّاهِيْنَ يُعَاقِبُ الظَّاهِيْنَ فِي سَبِيلِهِ مَعًا كَانُهُمْ بِنِيَّانٍ مَرْصُوصٍ—

অর্থাত মুজুর সেই কাতার আলাহ্ র কাছে প্রিয়, যা আলাহ্ র শুভদের মুকাবিলার তাঁর
৫৪—

বাপী সমুজ্জত করার জন্য কামেয় করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিক-তার কারণে তা একটি সীসা গজানো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রাপ পরিষ্ঠ করে।

এরপর হয়রত মুসা ও ঈসা (আ)-র আলাহ'র পথে জিহাদ এবং শগ্নুদের নির্বাতন সহ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলিমানদেরকে জিহাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হয়রত মুসা ও ঈসা (আ)-র ঘটনাবলীতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মসূচি উপকরণিতা এবং দিক-নির্দেশ রয়েছে। হয়রত ঈসা (আ)-র কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী ইসরাইলকে তাঁর নবৃত্ত মেনে নেওয়ার ও আনুগত্য করার মাওয়াত্ত দেন, তখন বিলেষভাবে সুচি বিষয় উল্লেখ করেন। এক তিনি কোন অভিমুক্ত রসূল মন এবং অভিমুক্ত বিষয় নিয়ে আগমন করেন নি; বরং এমন সব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী প্রয়োগসমূহ ও পর্যবেক্ষণ এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ঈশ্বী কিতাবে উল্লিখিত আছে। গর্বে সর্বশেষ প্রয়োগসমূহ আগমন করবেন; তিনিও এখনমের দিক-নির্দেশ নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের আধে বিলেষভাবে তওরাতের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বনী ইসরাইলের প্রতি অবতীর্ণ মিকট্টত্য কিতাব এটিই ছিল। মন্তব্য পয়গজুর-গণ পূর্ববর্তী সব কিতাবেরই সত্ত্বায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা (আ)-র শরীরত দণ্ডিত ব্যক্তি এবং যুদ্ধসম্পর্ক কিংবা তার অধিকার্য বিধিবিধান মুসা (আ)-র শরীরত ও তওরাতের অনুরূপ। স্বাক্ষরে বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে যাত্র।

হয়রত ঈসা (আ) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমন-কারী রসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক-নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সত্ত্বার দ্বারা।

সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাইলকে পরে আগমনকারী রসূলের নামস্থিকানাও ইঞ্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী ইসরাইলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। **مَبْشِرًا بِرُّهُولٍ يَا تَيْ مِنْ بَعْدِي أَسْمَهُ أَحْمَدُ**—বাকো তাই বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই রসূলের নাম বলা হয়েছে আহমদ। আবাদের প্রিয় শেষ নবী (সা)-র মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইঞ্জীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবত এই যে, আরবে প্রাচীনকৌশ থেকেই মুহাম্মদ নাম ব্যাখ্যার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও সোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটি একমাত্র রসূলুলাহ (সা)-র বিলেষ নাম ছিল।

ইঞ্জীলে রসূলে করীব (সা)-এর সুসংবাদ। একথা সুবিদিত এবং প্রয়োজন হইয়ো ও খৃষ্টানরাও সীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলের বিশ্বাসবশ বিকৃত হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই কিতাবসমূহে এত বিশি পরিবর্তন হয়েছে যে, এখন ত্বকৃত কাজায চিমাও দূকর হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিকৃত ইঞ্জীলের ডিডিতে আজকালকার খৃষ্টানরা কেরানের

এই বক্তব্য দ্বীপার করে না থে, ইঞ্জীলে কোথাও রসুলুলাহ (সা)-র মাঝ আহমদ উরেখ করে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর সংক্ষিপ্ত ও সাথেচ্ছ জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভিন্নিত জওয়াবের জন্য হমরাত যাওয়ানা ‘রহমতুলাহ’ কেন্দ্রান্তীর কিংবা ‘এফ-হারাত হক’ পাঠ করা দরকার। এটা ধৃষ্টিধর্মের স্থাপ, ইঞ্জীলে পরিবর্তন ওবৎ পরিবর্তন সঙ্গেও রসুলুলাহ (সা)-র সুসংবাদ ইঞ্জীলে বিদ্যাঘান থাকা সম্ভবেও একটা অব্যাখ্যান কিংবা ব। বড় বড় ধৃষ্টাম পণ্ডিতদের এই উচ্চিত মুগ্ধিত আছে যে, এই কিংবা প্রকাশিত হতে থাকলে কখনও ধৃষ্টিধর্মের প্রচার ও প্রসার হতে পারবে না।

এই কিংবা আরবী ভাষার লিখিত হয়েছিল। পরে তুরী ওবৎ ইংরেজী ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি দারুল উলুম করাচী থেকে এর উদ্দৃ অনুবাদও তিন অঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلِكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُجْبِي كُمْ مِّنْ عَذَابٍ
 أَلَيْمُو ۝ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَجَاهُمْ دُهْدُونَ فِي سَيِّئِ اللَّهِ
 بِإِيمَانِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۝ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَعْفُرُ
 لَكُمْ دُنُوبُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ۝
 مَسِكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتِ عَدِينٍ ۝ ذَلِكَ الْفُورُزُ الْعَظِيمُ ۝ وَأَخْرَى
 يُبَشِّرُهُمَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۝ وَيَبْشِرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ۝ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
 يَأْمُلُوا رِبِّيْنَ مَنْ أَنْصَارِيْ لَأَيِّ اللَّهِ ۝ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ كَمْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
 قَامَنَتْ طَلَيْكُهُ قَرْنَيْ بَنِيِّ إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ طَلَيْكُهُ ۝ فَيَأْذَنَنَا الَّذِينَ
 آمَنُوا عَلَى عَدْ ۝ وَهُمْ غَاصِبُوْنَا طَلَيْرِيْنَ ۝

(১০) হে সুহিনগথ! আশি কি তোমাদেরকে এমন এক বালিদের সমান দেখ, যা তোমাদেরকে বাস্তুগামারক সান্তি থেকে সুষ্ঠি দেবে? - (১১) তা এই যে, তোমরা আজাহ ও তাক রসুলের অতি বিবাস স্থাপন করবে এবৎ আজাহ গথে নিষেকদের ধনসম্পদ ও জীবনসম্পদ

করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উভয়, যদি তোমরা বুঝ। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাখি কর্তৃত করবেন এবং এমন আলাতে দাখিল করবেন, যার পাসদেশে অনী প্রবাহিত এবং বস্তাসের আলাতের উভয় বাসগুছে। এটা যাহাসাকল্য। (১৩) এবং আরও একটি আলাহ দেবেন, যা তোমরা গহন্দ কর। আলাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন বিজয়। মু'মিনগুলকে এর সুসংবাদ দান করব। (১৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা আলাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেখন ঈসা ইবনে মরিয়ুম তার শিশ্যবর্গকে বলেছিল, আলাহর পক্ষে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিশ্যবর্গ বলেছিল: আমরা আলাহর পক্ষে সাহায্যকারী। অঙ্গপর বনী ইসলামের একমজ বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাছিতি হয়ে দেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শর্দুদের মুকাবিলায় শক্তি বোগাই, কলে তারা বিজয়ী হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথমে জিহাদের পরকালীন ফজাকল ও পরে ইহকালীন ফজাকলের দ্রুতাদ করে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে :) মু'মিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাধিজ্ঞের সজ্ঞান দেব, যা তোমাদেরকে যত্নপাদায়ক শক্তি থেকে মুক্তি দেবে? (তা এই হ্যে) তোমরা আলাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আলাহর পক্ষে নিজেদের ধনসংগ্রহ ও জীবনপথ করে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য উভয় যদি তোমরা বুঝ। (একপ করলে) আলাহ তা'আলা তোমাদের পাপরাখি কর্তৃত করবেন এবং তোমাদেরকে (আলাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যা চিরকাল বস্তাসের উদ্যানে (নিমিত্ত) হবে। এটা যাহাসাকল্য। (এই সত্যিকার পরকালীন ফজাকল ছাড়াও) আরও একটি (ইহকালীন): অল্পকল আছে, যা তোমরা (বিশেষক্তিবে) গহন্দ কর (অর্ধাঁ) আলাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন বিজয়। (এটা পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, মানুষ স্বত্বাব-গতভাবে প্রতি কলার্কল, কাঙ্গনা করে। হে পরগন্তর, আপনি) মু'মিনগণকে এর সুসংবাদ দান করল। [সাহায্য ও বিজয়ের ভবিষ্যাদাপী একের পর এক ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। অঙ্গপর ঈসা (আ)-র শিশ্যবর্গের কাছিনী বর্ণনা করে ধর্মের সাহায্যের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে] মু'মিনগণ তোমরা আলাহর (দীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও (অর্ধাঁ জিহাদের মাধ্যমে)। যেমন [ঈসা (আ)-র শিশ্যবর্গ দীনের সাহায্যকারী হয়েছিল] তখন বহু সংখ্যক শোক ঈসা (আ)-র শর্ত হিল]। ঈসা ইবনে মরিয়ুম তাঁর শিশ্যবর্গকে বলেছিলেন: আলাহর পক্ষে কে আমার সাহায্যকারী? শিশ্যবর্গ বলেছিল: আমরা আলাহর (দীনের) সাহায্যকারী। সে যত্তে তাঁরা দীন প্রচারে চেল্টা করে দীনের সাহায্য করেছিল। অঙ্গপর (এই চেল্টার পর) বনী ইসলামের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাছিতি হয়ে পেল। (এরপর তাদের পক্ষে শর্তুতা ও গৃহসূক্ষ সংযোগ হয়েছে আরো ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠিত হয়েছে) অঙ্গবৰ্ত, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শর্দুদের মুকাবিলায় শক্তিশালী করবাই, কলে তারা বিজয়ী হল। (তোমরাও এমনিভাবে দীনে অুহাম্মদীয় জন্য চেল্টা ও জিহাদ কর। উপরোক্ত গৃহসূক্ষের

সুচনা যদি কাফিলদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে এতে খুস্টখর্মে জিহাদের অভিযোগ করা হয় না) ।

আনুষঙ্গিক জাতীয় বিভাগ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُبَعِّدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَا مُؤْكِمْ وَالْفِسْكِمْ

এই আয়াতে ঈশ্বান এবং ধনসম্পদ ও জীবনপথ করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আধ্যাৎ সেওয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্য যেমন কিছু ধনসম্পদ ও ব্রহ্ম ব্যাপ করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈশ্বান সহকারে আজ্ঞাহ্র পথে জান ও মাল ব্যাপ করার বিনিময়ে আজ্ঞাহ্র সম্পত্তি ও পরিকালের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করাবে, আজ্ঞাহ্র তা'আলা তার গোনাহ্ আফ করবেন এবং জামাতে উৎকৃষ্টত বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস ব্যবসের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরিকালীন নিয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নিয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছে ।

نَعْمَتْ أَخْرِيٌ وَأُخْرِيٌ تُبَعِّدُونَاهَا نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحُمْ قَرِيبُ

এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরিকালীন নিয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই, ইহকালেও একটি নগদ নিয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আজ্ঞাহ্র সাহায্য ও আমল-বিজয় । অর্থাৎ শরুদেশ বিজিত হওয়া। এখানে ক্রৃত শব্দটি পরিকালের বিগ্রহে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত ধরা হয়, তবে এর অর্থম অর্থ হবে আমরার বিজয় এবং এরপর মরা বিজয় । **نَعْمَتْ أَخْرِيٌ وَأُخْرِيٌ تُبَعِّدُونَاهَا** অর্থাৎ তোমরা

এই নগদ নিয়ামত খুব সহজে কর। কারণ, মানুষ ব্রহ্মগতভাবে নগদকে সহজে করে।

কোরআনে বলা হয়েছে : **وَ كَانَ مُلْمَدًا نَصْرَانِ عَبْدُ** অর্থাৎ মানুষ তত্ত্বাত্ত্বি সহজে করে। এর অর্থ এই যে, পরিকালীন নিয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরিকালের নিয়ামত তো তাদের প্রিয় কামাই কিন্তু ব্রহ্মগতভাবে কিছু নগদ নিয়ামত তো তারা মুনিয়াতে চায়। তাও দেওয়া হবে ।

كَمَا قَالَ مُهَمَّثُ بْنُ مَرْيَمَ لِلْهَوَاءِ رِبِّيْسَ مَنْ أَنْمَارِيْ إِلَى اللَّهِ

নগদটি হওয়া এবং বহবচন। এর অর্থ আন্তরিক বহু। যারা ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস কাপন করেছিল, তাদেরকে তো হওয়া হত। সুরা ফাল-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যাহিত বারজন। এই আয়াতে ঈসা (আ)-র আমলের একটি ঘটনা

উরেখ করে মুসলিমানদেরকে আল্লাহর দীনের সাহায্যের জন্য তৈরী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইহরত সৈসা (আ) শর্কুদের উৎপৌড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন :

أَنْهَا رَبِّي أَلَّى الْمُرْسَلِينَ অর্থাৎ আল্লাহর দীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে?

প্রত্যুভারে বারজন মোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারে উরেখগোপ্য জুমিকা পালন করে। অতএব, মুসলিমানদেরকেও আল্লাহর দীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

সাহায্যের ক্রিয়া এই আদেশ পালনে বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য নয়ীন স্থাপন করেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (সা) ও দীনের ধাতিরে সারা বিশ্বের শর্কুতা বরুণ করে নেন, অকথ্য নির্বাতন সহ্য করেন এবং নিজেদের খনসম্পদ ও জীবন বিসর্জন দেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বিজয় ও সাহায্য দারা ভূষিত করেন এবং শর্কুদের মুকাবিলায় প্রাধান্য দান করেন। বহু শর্কুদেশ তাঁদের ক্ষমতাগত হয় এবং তাঁরা রাজুীয় শাসনক্ষমতাও অর্জন করেন।

فَمَنْتَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ ۝ فَإِنَّمَا الَّذِينَ

أَمْنُوا عَلَىٰ عِدْ وَهُمْ فَا صَبَقُوا ۝ طَالِهِرِينَ

খৃষ্টীয়দের তিন দল : বগজী (র) এই আঘাতের তফসীরে ইহরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (সা) থেকে উর্বরা করেন; সৈসা (আ) আসমানে উর্বিত হওয়ার পর খৃষ্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বলেন : তিনি আল্লাহ ছিলেন এবং আকামানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলেন : তিনি আল্লাহ ছিলেন না বরং আল্লাহর পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ তাঁকে আকামানে উর্তিয়ে নিয়েছেন এবং শর্কুদের উপর প্রেরণ দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশ্বক ও সত্য কথা বলেন। তাঁরা বলেন : তিনি আল্লাহ ও ছিলেন না; আল্লাহর পুত্রও ছিলেন না বরং আল্লাহর দাস ও রসূল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শর্কুদের ক্ষমতা থেকে হিকাবত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্য আকাশে উর্তিয়ে নিয়েছেন। তাঁরাই ছিল সত্যবাচী ঈমানদার। অতোক দলের সাথে কিছু কিছু অনসাধারণ যোগদান করে এবং পৌরসংবিক কলাহ বাড়তে বাড়তে মুছের উপকৰ্ম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফির দল মু'মিনদের মুকাবিলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ (সা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি মু'মিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিপায়ে মু'মিন দল মুক্তিপ্রাপ্তের নিরিখে বিজয়ী হয়ে যায়। —(মাঝহারী)

এই তফসীর অনুযায়ী **أَلَّذِينَ أَمْنُوا** বলে সৈসা (আ)-র উত্তরের মু'মিন-

গণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সা)-র সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়-গৌরব অর্জন করবে। —(মাঝহারী) কেউ কেউ বলেন : সৈসা (আ)-র আসমানে উর্বিত হওয়ার পর

শুগ্টানদের মধ্যে দুই দল হয়ে দাঁড়ায়। একদল ঈসা (আ)-কে আজাহ্ অথবা আজাহ্'র পুত্র আধ্যাত্মিক ব্যবহারিক হয়ে যায় এবং অপর দল বিশুদ্ধ ও ঝাঁটি দৌনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা ঈসা (আ)-কে আজাহ্'র দাস ও রসূল মান্য করে। একপর যুশুরিক ও মু'মিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আজাহ্ তাজাজা মু'মিনদেরকে কাফির দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ যে, ঈসা (আ)-র ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মু'মিন দলের যুদ্ধ করার কথা অবাক্তর মনে হয়। —(রাহম-মা'আনী) উপরে তফসী-রের সৌর-সংক্ষেপে এবং অওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্ত্বত যুদ্ধের সূচনা কাফির শুগ্টানদের পক্ষ থেকে ঘূর্যাইল এবং মু'মিনদ্বা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা প্রকৃতপক্ষে জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না।

سورة الجمعة

সুরা জুম্বা

মদীনার অবতীর্ণ, ১১ আগস্ট, ২ ক্রক

سِرْجِلُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسْتَعِنُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَيْهِ يَشْفَعُونَ
 الْعَكِيرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَرْضِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَشْفَعُ عَلَيْهِمْ أَيْرَتَهُمْ
 وَيُزَكِّيُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لِقَاءِ ضَلَالٍ
 مُّبِينٍ ۝ وَالْخَيْرَينَ صَنَعُهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيرُ ۝ ذَلِكَ
 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتَيْهُ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ ۝ مَثَلُ
 الَّذِينَ حُتَّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَعْصِلُوهَا كَمَثَلَ الْجَنَادِ يَعْمَلُ أَسْفَارَاهُ
 يُبَشِّرُ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي^১ الْقَوْمَ
 الظَّلَمِيْنَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَفْلَيْكُمْ بِاللَّهِ
 مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَّتُوا الْمُوتَ إِنْ كَنْتُمْ صَدِيقِيْنَ ۝ وَلَا يَعْلَمُونَ^২ كَمَّ
 آبَدَ أَيْمَانًا قَدَّمْتَ أَيْدِيْنِهِمْ مَوَالِيْهِمْ بِالظَّلَمِيْنَ ۝ قُلْ إِنَّ الْمُوْتَ
 الَّذِي تَفْرَّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ تَرْدُونَ إِلَى عَلِيْجِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيَعْلَمُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

পরম করুণাময় ও জলীয় দয়ালু আজ্ঞাহুর নামে উর

(১) গ্রাজ্যাধিপতি, পরিষত, পরাক্রমশালী ও গ্রাজ্যের আজ্ঞাহুর পথিকৃতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নতোমওমে ও যা কিছু আছে হৃষঙ্গে। (২) তিনিই নিরক্ষরদের যথা

থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল জোর পথপ্রস্তুত-তার লিপ্ত। (৩) এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের অন্য, আরা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি সরাজুমশালী, প্রভায়ৰ। (৪) এটা আজাহ্ রূপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আজাহ্ অহারূপাশীল। (৫) শাদেরকে তওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তাঁর অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই ধার্থা, যে পুনরুৎসব করে। আরা আজাহ্ র আয়াতসমূহকে হিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কল নিরুত্তে। আজাহ্ আলিয় সম্প্রদায়কে গথ প্রদর্শন করেন না। (৬) বলুন—হে ইহসীনগণ, যদি তোমরা দানী কর যে, তোমরাই আজাহ্ র বকু—অন্য কোন আনন্দ নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আজাহ্ আলিমদের সম্পর্কে সম্মত অবগত আছেন। (৮) বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে প্রায়ন কর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখ্যামুষি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দুশ্যের জানী আজাহ্ র কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে আনিয়ে দেবেন সেই সব কর্ম, যা তোমরা করতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রাজ্যাধিপতি, পরিষত, পরাক্রমশালী ও প্রভায়ৰ আজাহ্ র পবিত্রতা ঘোষণা করে (যুধে অথবা অবস্থার যাধ্যমে) যা কিছু আছে নড়োমওলে এবং যা কিছু আছে কৃষণলে। তিনিই (আরবের) নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই (সম্প্রদায়ের) মধ্য থেকে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে (ত্রাণ বিশ্বাস ও কৃতরিত থেকে) পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন (সব ধর্মীয় জরুরী জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত)। ইতিপূর্বে (অর্থাৎ তাঁর অবির্ভাবের পূর্বে) তারা প্রকাশ পথপ্রস্তুতার লিপ্ত ছিল। (অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত ছিল। যানে অধিকাংশ জোক লিপ্ত ছিল। কেননা, মূর্ধন্তা যুগেও কিছুসংখ্যক একজুবাদী বিদ্যমান ছিল)। এই রসূল অন্য আরও লোকদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, যারা (মুসলিমান হয়ে) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি (ইসলাম প্রাপ্ত না করার কারণে অথবা তারা এখনও জন্মগ্রহণ করেনি)। এতে কিম্বাহত পর্যন্ত আরব-অন্যান্য সব জোক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মুসলিমান সব ইসলামের সম্পর্কে এক ও অতিম, তাই তাদেরকে $\mu\imath\imath\imath$ বলা হয়েছে।—(খাফেন) তিনি পরাক্রমশালী প্রভায়ৰ। (তাই এমন নবী প্রেরণ করেছেন)। এটা (অর্থাৎ রসূলের যাধ্যমে পথপ্রস্তুতা থেকে মুক্তি পেয়ে কিতাব ও হিদায়তের দিকে আসা) আজাহ্ তা'আজার রূপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আজাহ্ অহারূপাশীল। (সবাইকে দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু তিনি আরীয় প্রভাবলে যাকে ইচ্ছা দেন এবং বিক্ষিত রাখেন। উপরে নিরক্ষরদের ঝুঁমিন হওয়া এবং ইহসীন আলিমদের মু'মিন না হওয়া থেকে এ কথা সুস্পষ্ট। অতঃপর বিসাখত অমান্যকারীদের নিষ্পাদ বলা হচ্ছে :) শাদেরকে তওরাত মেনে চলতে বলা

হয়েছিল, অতঃপর তারা তা মেনে চলেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুনৰুৎসব করে (কিন্তু পুনৰুৎসবের উপকার পায় না)। তেমনিভাবে ভাবের আসল উদ্দেশ্য ও উপকার হচ্ছে তদনুস্থানী কাজ করা। এটা না হলে ভাবার্জন পশুগ্রাম মাত্র। অন্তদের মধ্যে গাধা প্রসিদ্ধ বেঙ্গুফ। তাই বিশেষভাবে একে উল্লেখ করে অধিক ঘৃণা প্রকাশ করা হচ্ছে।) যারা আজ্ঞাহ্র আয়াতকে খিথ্যা বলে তাদের দৃষ্টান্ত ক্ষত নিকুঠিত (যেমন এই ইহুদীরা)। আজ্ঞাহ্র তা'আলা জালিয়ে সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।] কারূণ তারা জেনে—বুবু হর্তকারিতা করে। হর্তকারিতা ত্যাগ করলেই তাদের পথপ্রদর্শন হবে। তওরাত মেনে চলার জন্য রহস্যজ্ঞান (সা)-র প্রতি বিবাস স্থাপন করা জরুরী। সুতরাং বিবাস স্থাপন না করা তওরাত অমান্য করার নামাত্মক। যদি তারা বলে যে, তারা এতদসত্ত্বেও আজ্ঞাহ্র প্রিয়, তবে] আপনি বলুন : হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আজ্ঞাহ্র বক্তু—অন্য মানুষ নয়, তবে (এর সত্যায়নের জন্য) তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা (এই দাবীতে) সত্যবাদী হও। (আমি সাথে সাথে এ কথাও বলে দিচ্ছি যে) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে (অর্থাৎ শাস্তির ভয়ে) কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আজ্ঞাহ্র জালিয়ের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (বিচারের দিন আসলে অপরাধের বিবরণ শুনিয়ে শাস্তির আদেশ দেবেন। শাস্তির এই প্রতিশুভ্রতিকে জোরাবলী করার জন্য আপনি একথাও) বলুন : তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, (এবং বক্তু দাবী করা সত্ত্বেও শাস্তির ভয়ে যা কামনা কর না) সেই মৃত্যু (একদিন) অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জানী আজ্ঞাহ্র কাছে নৌত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন (এবং শাস্তি দেবেন)।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

بِسْمِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَا وَأَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ—কোরআন পাকে যেসব

سُرَا سِعْد শব্দ দারা শুক্র হয়, সেগোৱেকে 'মুসার্বাহাত' বলা হয়।

এসব সুরায় নড়োয়গুল, ভূযগুল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর জন্য আজ্ঞাহ্র পরিষ্কার পাঠ সপ্তমাম করা হচ্ছে। অবস্থার মাধ্যমে এই পরিষ্কারা পাঠ সবারাই বোধগম্য। কারুণ, স্লট জগতের প্রতিটি-অপু-পরমাণু তার প্রজ্ঞায় স্লটার প্রজ্ঞা ও অপার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষাদাতা। এটাই তার পরিষ্কারা পাঠ। নির্ভুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বক্তু তার নিজস্ব ডিসিতে আকরিক অর্থেও পরিষ্কারা পাঠ করে। কেবলমা, আজ্ঞাহ্র তা'আলা প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুস্থানী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে পরিষ্কারা পাঠ। কিন্তু এসব বন্দুর পরিষ্কারা পাঠ মানুষ প্রবণ করে না। তাই কোরআনে বলা হচ্ছে :

وَلَكِنْ لَّا تَفْقِهُونَ تَسْبِيْلُهُمْ—অধিকাংশ

সুরার ক্ষেত্রে অতীত পদবাটে **سَبَقَ** বলা হয়েছে। কেবল সুরা জুম'আ ও সুরা তাগা-
বুনে ভবিষ্যৎ পদবাটে **كُلِّي** ব্যবহার করা হয়েছে। এতে কানোগত অবকাশ এই যে,
অতীত পদবাটে নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কানোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহাত হয়েছে।
ভবিষ্যৎ পদবাটা সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্য দুই জায়গায় এই পদ
ব্যবহার করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي أُولَئِنَّ رَسُولًا । এর বহ-

বচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ, তাদের মধ্যে মেখাপড়ার
প্রচলন ছিল না। মেখাপড়া জানা জোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার
মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে আরবদের জন্য এই পদবী অবলম্বন করা হয়েছে
এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রসূলও তাদেরই একজন অর্ধাং নিরক্ষর। কাজেই
এটা বিশ্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রসূল প্রেরিত হয়েছেন,
তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন
শিক্ষামূলক ও সংক্ষারমূলক যে, কোন নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না এবং কোন
নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিবলে রসূলে করীম (সা)-এর অমৌকিক
ক্ষমতাই আধ্যা দেওয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সংক্ষারের কাজ শুরু করেন, তখন এই
নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেন, যাদের জান ও প্রক্তা, বুদ্ধি
ও বুশুরতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারা বিশ্বের বীকৃতি ও প্রশংসন কৃতিয়েছে।

يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ أَيَاٍٰ وَبَزْكَهُمْ وَيَعْلَمُهُمْ ।

الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ—এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূল-
আল্লাহ (সা)-র তিনটি শুণ উরেখ করা হয়েছে: এক. কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত,
দুই. উচ্চতকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অগবিজ্ঞতা থেকে পরিষ্ক করা, তিন.
কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়া।

এই তিনটি বিষয়ই উচ্চতের জন্য যেহেন আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত, তেজনি রসূল-
আল্লাহ (সা)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অঙ্গুলি।

يَأَيُّهَاٰ مُتَّلِّعُوْلَاهُمْ أَيَاٍٰ وَبَزْكَهُمْ—এর আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি

আল্লাহর কালায় পাঠ করার অর্থে ব্যবহাত হয়। **أَيَاٰ**। বলে কোরআনের আয়াত বোঝানো
হয়েছে। **بَزْكَهُ** শব্দে বলা হয়েছে যে, রসূলআল্লাহ (সা)-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে,
তিনি মানুষকে কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

بِتْهَيَاةِ الْعَدْسَى تَزْكِيَّةُ كِفْرِنَ— এটা থেকে উত্তৃত । অর্থ পবিত্র করা ।

অভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহার হয় অর্থাৎ কুফর, শিরক ও কুচরিত্বাতো থেকে পবিত্র করা । কোন সময় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যও ব্যবহার হয় । এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য ।

بِتْهَيَاةِ الْعَدْسَى وَالْحِكْمَةِ—‘বিত্তাব’ বলে কোরআন পাক এবং ‘হিকমত’ বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বগিত উত্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে । তাই অনেক তফসীরকার এখানে হিক মতের তফসীর করেছেন সুষ্ঠাহ ।

একটি জন্ম ও উত্তর : এখানে প্রথম যে, তিলাওয়াতের পরই কিতাব শিক্ষাদানের কথা এবং এরপর পবিত্র করার কথা উল্লেখ করা বাহ্যিক সঙ্গত ছিল । কেননা, এই বিষয়-জগতের আভাবিক ক্রম তাই । প্রথমে তিলাওয়াত অর্থাৎ ভাষা ও অর্থ সম্ভার শিক্ষা দেওয়া হয় । এর পরিপূর্ণতে কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের পালা আসে । কোরআন পাকে এই আস্তাত কয়েক জারুগায় বগিত হয়েছে । অধিকাংশ জায়গায় স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করে তিলাওয়াত ও শিক্ষাদানের যাবাধানে তায়কিয়া কথা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।

রাহল-মা'আমীতে এর অওয়াবে বলা হয়েছে, যদি স্বাভাবিক ক্রম অবস্থান করা হত, তবে এই বিষয়গুলি যিলে এক-একটি অতি বিষয় হত, যেখন চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে কয়েক প্রকার ঔষধের সমষ্টিকে একই ঔষধ বলা হয়ে থাকে । এখানেও এই সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এই বিষয়গুলিয়ে আলাদাভাবে অতি নিয়ামত এবং পৃথক পৃথকভাবে রিসালতের কর্তব্য সার্বাঙ্গ করা হয়েছে । ক্রম পরিবর্তন করার ফলে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে ।

সুরা বাকারায় এই আয়াতের বিস্তারিত তফসীর অনেক ভাতুব্য বিষয়সহ বাণিত হয়েছে ।

أَخْرِيَنْ—وَآخَرِيَنْ مِنْهُمْ لَمْ يَلْتَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

এর শাব্দিক অর্থ অন্য মোক । **لَمْ يَلْتَقُوا بِهِمْ**-এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ নিরক্ষরদের সাথে যিলিত হয়নি । এখানে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলিমানকে বোঝানো হয়েছে । এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলিমানকে প্রথম কাতারের যু'মিন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিয়ামের সাথে সংযুক্ত যাবে করা হবে । এটা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় মুসলিমানদের জন্য সুসংবাদ । (রাহল-মা'আমী)

কেউ কেউ অ্যাখ্�র অ্যাখ্�র ক্ষেত্রিকে প্রকাশ করেছেন ।—এর উপর প্রত্যেক করেছেন । এর সারমর্ম এই যে, আলাহ্ তা'আলা তা'র রসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে যিলিত হয়নি । এখানে প্রথম যে, উপর্যুক্ত জীবিকদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই

করেনি, তাদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার যাবে কি? বলানুম-কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্য প্রেরণ করা **শব্দটি** আরবী ভাষায় এই অর্থেও আসে।

كَتُوْ كَتُوْ أَخْرَىٰ مَطْفَعٌ بِنَهَائِهِمْ عَلَيْهِمْ - এর সর্বনামের উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রসূলজাহ (সা) শিক্ষা দেন বিনাফ্ফাদেরকে এবং তাদেরকে ধারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।—(মাঝহারী)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হয়রত আবু ইন্দুরা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলজাহ (সা)-র কাছে বসা হিসাব, এমতাবছার সুরা জুম'আ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি **وَأَخْرَىٰ مِنْهُمْ لَهَا يَلْتَقِعُوا بِهِمْ** পাঠ করলে আমরা আরয করলাম: ইয়া রাসূলজাহ! এরা কারা? তিনি বিরক্ত রাইলেন। ভিতৌয় বার, তৃতৌয় বার প্রথ করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট সাজমান ফারসী (রা)-র গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন: আদি ঈমান সুরাইয়া নজাজের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছু জোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে।—(মাঝহারী)

এই রেওয়াতেও পারস্যবাসীদের কোন বৈশিষ্ট্য প্রয়াণিত হয় না বরং এতটুকু বোবা যায় যে, তারাও **أَخْرَىٰ** অর্থাত অন্য জোকদের সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অন্যাবদের যথেষ্ট ফর্মান ব্যক্ত হয়েছে।—(মাঝহারী)

مَثْلُ الَّذِينَ حَمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُوهَا كَمَثْلِ الْعِمَارِ يَحْمِلُ اسْفَارًا

শব্দটি—স্ফর—এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিরক্ত জোকদের মধ্যে রসূলজাহ (সা)-র আবির্ভাব ও নবৃত্ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে তারায় ব্যক্ত হয়েছে, তওরাতেও তা প্রাপ্ত একই তারায় বিরুত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলজাহ (সা)-কে দেখামাই তাঁর প্রতি বিহাস জ্ঞাপন করা ইহুদীদের উচিত ছিল। কিন্তু পারিব জ্ঞানজ্ঞ ও ধনের তাদেরকে তওরাত থেকে বিমুখ করে দেখেছে। কফে তারা তওরাতের পঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিম্না করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তওরাতের বাহক করা হয়েছিল অর্থাত অযাচিতভাবে আল্লাহ-র এই নিয়মাঙ্কিত দান করা হয়েছিল, তারা ধর্মাবস্থাবে একে বহন করেনি অর্থাত তারা তওরাতের নির্দেশাবলীর পরোক্ষা করেনি। কফে তাদের দৃঢ়টাত্ত্ব হচ্ছে গৰ্জন, যার পিঠে ভান-বিভানের হৃদস্বাক্ষর প্রস্তর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই গৰ্জ সেই বোবা বহন তো করে কিন্তু তাঁর বিবরণের কোন অবর রাখে না এবং তাঁতে তাঁর কোন উপকারণও হয় না। ইহুদী-দের অবস্থাও তন্মুগ। তারা পারিব সুখ-দ্বাইল্য অর্জনের জন্য তওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনপথের মধ্যে জ্ঞানজ্ঞ ও প্রতিপত্তি খাত করতে চায় কিন্তু এর দিক্ক-নির্দেশ ধারা কোন উপকার খাত করে না।

তফসীরবিদগণ বলেনঃ যে আলিম তার ঈশ্বর অনুযায়ী আমল করে না, তার সৃষ্টাতও ইহদীদের সৃষ্টাতের অনুরাগ।

فَكُلْ مَعْقِنْ بِسُورَةِ دَا نَشِيدْ
جَارِيَّةِ بِرِوْكَتَابِيَّ جَلَدْ

আমরাহীন আলিম চিন্তাবিদ ও সুধীজন কোনটাই নয়—সে কয়েকটি কিতাব বহন-কারী চতুর্পদ অস্ত নাই।

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَمَّتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَوْ لِهَا مِنْ دُونِ
النَّاسِ فَتَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ مَا دِقْنَنَ^{٢٠٨٣}
^{٢٠٨٤} نَعَنْ أَبْلَاهُ

الله وَاحْمَدْ অর্থাৎ আমরাতো আল্লাহর সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়জন। তারা নিজেদের ব্যাপীত অন্য কাউকে জাঙাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না বরং তাদের বজ্র্যা ছিলঃ
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُسْنَا—অর্থাৎ ইহদী না হয়ে কেউ জাগাতে দাখিল হতে পারবে না। তারা বেন নিজেদেরকে পরাকালের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জাঙাতের নিয়ামতসমূহকে তাদের বাসিগত জাগরীর মনে করত। বলা বাহ্য, যে বাস্তি বিশ্বাস করে যে, পরাকালের নিয়ামতসমূহ ইহকালের নিয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরকন নিয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সাধানাত্ম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনেপ্রাপ্ত মৃত্যু কামনা করবে। তার আকর্ত্তিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীতু আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিশ্বাদে পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অবস্থিত সুখ ও শান্তির চিরকাজীম জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ আপনি ইহদী-দেরকে বন্দুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সম্প্রতি মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহর মৃত্যু ও প্রিয়পাত্র এবং পরাকালের আয়াব সম্পর্কে তোমরা যোগাই কোন আশংকা না কর, তবে তান-বুদ্ধিয়ে দাবী এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্য আপ্রহারিত থাক।

وَلَا يَتَمَنُونَ ذَلِكَ بَدًّا بِمَا قَدْ مَنَّتْ أَيْدِيهِمْ

অর্থাত তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের জন্য কুফর, শিরক ও কুর্কর্ম ব্যক্তিত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভাঙ্গাপে আনে যে, পরকালে তাদের জন্য জাহানায়ের শান্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহর প্রিয়জন হওয়ার ষে দাবী করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা অবং তাদের অজ্ঞান নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা মাত করার জন্য তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও আনে যে, যদি রসুলুল্লাহ (সা)-র কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে, তবে তা অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হবে এবং তারা ঘরে যাবে। তাই বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যদি একপে তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাতে মৃত্যুবুঝে পতিত হত।—(রাহম-মাঝানী)

মৃত্যু কামনা জানেয় কি না : সুরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, দুনিয়াতে কারও এরূপ বিশ্বাস করার অধিকার নেই যে, সে মৃত্যুর পর অবশ্যই জাহানে যাবে এবং কোন প্রকার শান্তির আশংকা নেই। এমন্তোব্বায় মৃত্যু কামনা করা আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করারই নামান্তর।

—قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ أَذْيَ تَغْرِيْنَ مِنْهُ فَانْفَعُوا مِنْ كُلِّ كِبِيرٍ—

উপরোক্ত দাবী সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরুদ্ধ থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আগনি তাদেরকে বলে দিন : যে মৃত্যু থেকে তামরা পলায়ন পর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণত কারও সাধ্যে নেই।

মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান : যেসব বিষয় অভিবত মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে পলায়ন তান-বুকি ও শরীরতের পরিপন্থী নয়। একবার রসুলুল্লাহ (সা) একটি কাত হয়ে পড়া প্রাচীরের নীচ দিয়ে ধাওয়ার সময় দ্রুত চলে যান। কেবাও অগ্নি-কাণ্ড সংঘাতিত হলে সেখান থেকে পলায়ন না করা বিবেক ও শরীরত উভয়ের পরিপন্থী। কিন্তু আয়াতে যে মৃত্যু থেকে পলায়নের নিষ্পা করা হয়েছে, এটা তার অস্তর্ভুক্ত নয়। যদি বিশ্বাস অক্ষম থাকে এবং জানে যে, মৃত্যুর সময় এমন তা থেকে পলায়ন নিষ্কর্ষ। যেহেতু তার জানা নেই যে, এই অগ্নি অথবা বিষ অথবা অন্য কোন মারাত্মক ব্যবহার মধ্যে নির্দিষ্টভাবে তার মৃত্যু শিখিত আছে কি না, তাই এ থেকে পলায়ন নয়, সার নিষ্পা করা হয়েছে।

কোন জনগদে প্রেগ অথবা মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করা জানেয় কিন্নি, এটা একটা স্বতন্ত্র মাস'আলা। ফিকহ ও হাদীসপ্রভৃতে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তফসীরে রাহম মাঝানীতে এই আয়াতের তফসীরেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা উচ্চৃত করার অবকাশ নেই।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِسْعَوْا إِلَى

**ذَكِّرَ اللَّهُ وَذْرُوا الْبَيْمَ دُلْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا
قُضِيَتِ الصَّلَاةُ قَاتِلُشَرِفًا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِذْ كَرُوا
اللَّهُ كَثِيرًا لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ كَفَوْا أَنْفَصُوا
رَأْيَهَا وَتَرَكُوكُلَّ قَائِمًا هَلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَهْوَى وَمِنْ
الْتِجَارَةِ ۝ وَاللَّهُ خَيْرُ الرُّزْقِينَ ۝**

(৯) হে মু'মিনগণ ! জুমু'আর দিনে যখন নামায়ের আবাস দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ'র স্মরণের পানে ছুরা কর এবং বেচাকেনা বজ্জ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ'র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ'কে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্লীড়াকোতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যাব। বলুন : আল্লাহ'র কাছে যা আছে, তা ক্লীড়া-কোতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ' সর্বোত্তম রিহিকদাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন (জুমু'আর) নামাযের জন্য আবাস দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহ'র স্মরণের (অর্থাৎ নামায ও খোতবাৰ) পানে ছুরা করে চল এবং বেচাকেনা (এমনিভাবে প্রতিবজ্জ কর্মব্যাস্তা) বজ্জ কর। (অধিক শুরুত্বদানের জন্য বিশেষভাবে বেচাকেনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বেচাকেনা বর্জন করাকে উপকার বর্জন করা মনে করা হয়)। এটা (অর্থাৎ বেচাকেনা ও কর্মব্যাস্তা ত্যাগ করে নামাযের দিকে ছুরা করা) তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (কেননা, এর উপকারিতা চিরস্মায়ী এবং বেচাকেনা ইত্যাদির উপকারিতা ক্ষণস্মায়ী)। অতঃপর (জুমু'আর) নামায সমাপ্ত হয়ে গেলে (ইস-লামের প্রথমদিকে খোতবা পরে পাঠ করা হত)। এমতোবস্থায় নামায সমাপ্ত হওয়ার অর্থ সংক্ষিপ্ত বিষয়াদিসহ সমাপ্ত হওয়া অর্থাৎ নামায ও খোতবা উভয়ই সমাপ্ত হওয়া, তখন তোমাদের জন্য অনুমতি আছে যে) তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ'র অনুগ্রহ তালাশ কর (অর্থাৎ তখন পাথিব কাজকর্মের জন্য হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি আছে) এবং (এ সময়েও) আল্লাহ'কে অধিক স্মরণ কর (অর্থাৎ আল্লাহ'র আদেশ ও জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে পাথিব কাজকর্মে মশগুল হয়ো না) যাতে তোমরা সফলকাম হও। (কারণ কারণ অবস্থা এই যে) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্লীড়া-কোতুক দেখে, তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তৎপ্রতি ছুটে যাব। বলুন : আল্লাহ'র কাছে যা (অর্থাৎ

সঙ্গাব ও মৈকট্য) আছে, তা ঝৌড়া-কোতুক ও বাবসাই অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (যদি তা থেকে নিয়ন্ত্রিক হাজির লাজসা থাকে, তবে সুবে নাও যে) আল্লাহ্ সর্বোজ্ঞ নিয়ন্ত্রিকদাতা। (তাঁর জরুরী ইবাদতে যশস্বি থাকলে তিনি নির্ধারিত নিয়ন্ত্রিক দান করেন। এমতাবস্থায় তাঁর আদেশ কেন বর্জন করা হবে ?)

আনুবাদিক জাতৰা বিবৰ

بِأَيْهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجَمْعَةِ فَلَا سَعْوًا

- إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ -

দিন। তাই এই দিনকে ‘ইয়াওয়ুল জুমু’আ’ বলা হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা নভোযশুল, শুয়েশুল ও সমস্ত অগতকে ছয়দিনে স্থিত করেছেন। এই ছয়দিনের শেষ দিন ছিল জুমু’আর দিন। এই দিনেই আদম (আ) শৃঙ্খিত হন, এই দিনেই তাঁকে জাবাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জাবাত থেকে শৃধিবীতে নামানো হয়। কিম্বামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যাতে গানুম যে দোজাই করে, তাই করুণ হয়। এসব বিবর সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্য এই দিন রয়েছে- ছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উল্লিঙ্কৃত তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদীরা ‘ইয়াওয়ুস সাব্ত’ তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খুস্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ্ তা‘আলা এই উল্লিঙ্কৃত তওঁকীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে অনোন্ত করেছে। —(ইবনে কাসীর) মূর্ধন্তা শুগে শুক্রবারকে ‘ইয়াওয়ুমে আল্লাবা’ বলা হত। আরবে কা‘ব ইবনে লুই সর্বপ্রথম এর নাম ‘ইয়াওয়ুল জুমু’আ’ দাখিল। এই দিনে কোরামেশদের সমাবেশ হত এবং কা‘ব ইবনে লুই ডাষপ দিতেন। এটা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পাঁচশ বাটু বছর পূর্বের ঘটনা।

কা‘ব ইবনে লুই রসুলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ্ তা‘আলা মূর্ধন্তা শুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একচৰাদের তওঁকীক দান করেন। তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরামেশ গোত্ত তাঁকে একজন মহান বাত্তি হিসাবে সম্মান করত। ফলে রসুলুল্লাহ্ (সা) নবুয়াত লাভের পাঁচশ বাটু বছর পূর্বে যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরামেশরা তাদের বছর পশনা শুরু করে। তওঁতে কা‘ব গৃহের ডিতি ছাপম থেকে আরবদের বছর গণনা আরজ করা হত। কা‘ব ইবনে লুই-এর মৃত্যুর পর তার হাতুলিবস থেকেই বছর পশনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রসুলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের বছর বশন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ পশনা আরজ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা‘ব ইবনে

জুমু'-এর আমলে শুভবার দিনকে শুভত দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমু'আর দিম রেখেছিলেন।—(মাঝহারী)

কোন কোন রেওয়ারেতে আছে মদীনার আনসারগণ হিজরত ও জুমু'আর নামায করয হওয়ার পূর্বেই বৃক্ষীয় মতো অতের মাধ্যমে জুমু'আর দিনে সমাবেশ ও ইবাদতের ব্যবস্থা করত।—(মাঝহারী)

فِي عَمْلُوَةٍ فُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

হয়েছে। **س**বের এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন কাজ শুভত সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের জন্য দৌড়ে আসতে রসুলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: শান্তি ও গান্ধীর্ষ সহকারে নামাযের জন্য গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমু'আর দিনে জুমু'আর আয়ান দেওয়া হলে আল্লাহর রিযিকের দিকে ছুরা কর। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্য যাসজিদে যেতে বাহ্যন হও। যে বাতি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি যান্মোহোগ দেয় না, তো তারাও তেমনি আয়ানের পর নামায ও খোতবা ব্যাতীত অন্য কাজের দিকে যান্মোহোগ দিও না।—(ইবনে কাসীর) **فَنَكَرَ اللَّهُ بِمِنْ يَوْمِ جُمُعَةِ** জুমু'আর নামায এবং এই নামাযের অন্যান্য শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে।—(মাঝহারী)

وَدَرْ رَوْا الْبَعْدَ—অর্থাৎ বেচাকেনা হেতু দাও। এতে বোঝা যায় যে,

জুমু'আর আয়ানের পর বেচাকেনা হারায করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রিতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরয। বলা বাহ্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ঝয়-বিক্রয় আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

আচর্য: জুমু'আর আয়ানের পর কৃষিকাজ, বাহসা-বাণিজ্য ও প্রয়োহ সকল কর্ম-ব্যাততা নিষিদ্ধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কোরআন পাক কেবল বেচাকেনায় কথা উল্লেখ করেছেন। এতে ইলিত হতে পারে যে, ছোট ও বড় শহরের অধিবাসীদেরকে জুমু'আর নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট প্রায় ও অন্যান্য জায়গায় জুমু'আর হবে না। তাই শহরবাসীদের সাধারণ কর্মব্যাততা ও বেচাকেনাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে বেচাকেনা বলে এমন প্রত্যেক কাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা জুমু'আর নামাযে গমনে বিষ সংক্ষিপ্ত করে। অতএব আয়ানের পর পানাহার করা, মিসা যাওয়া, কারণ সাথে কথা বলা, অধ্যয়ন করা ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ। কেবল জুমু'আর প্রতিটি সম্পর্কিত কাজকর্ম করা যেতে পারে।

করতে জুমু'আর আয়ান একটি ছিল, যা খোতবার পূর্বে ইয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া হত। দ্বিতীয় অংশীকা হস্তরত ওমর (রা)-এর আমলে পর্যন্ত এই পক্ষতই প্রচলিত ছিল। হস্তরত ওসমান (রা)-এর আমলে শখন মুসলিমানদের সংখ্যা বেড়ে পেল এবং মদীনার চতুর্দশীর ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই আয়ান দূর পর্যন্ত শুনা যেত না। তখন হস্তরত ওসমান

(রা) যসজিদের বাইরে নিজ বাসগৃহ থাওয়ায় আরও একটি আয়ানের ব্যবস্থা করাণে। এই আয়ান সমগ্র মদীনা শহরে স্থান হৈত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এই নতুন ব্যবস্থার আপত্তি করেন নি। করে এই প্রথম আয়ান সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা সিদ্ধ হয়ে গেল। আয়ানের পর বেচাকেনা ও অন্যান্য কর্মব্যাপ্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার যে আদেশ খেতবার আয়ানের পর কার্যকর ছিল, তা এখন থেকে প্রথম আয়ানের পরই কার্যকর হয়ে গেল। হাদীস, তফসীর ও কিবর্হ কিভাবাদিতে এসব বিষয় কোন প্রকার অতিবরোধ ছাড়াই বলিত আছে।

সমগ্র উচ্চমত এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু'আর দিন মৌহর্রের পরিবর্তে জুমু'আর নামায করায। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, জুমু'আর নামায সাধারণত পাঞ্জেগানা নামাযের মত নয়, এর জন্য কিন্তু অভিন্নত শর্ত রয়েছে। পাঞ্জেগানা নামায একাকী জয়া'আত ছাড়াও গড়া যায় এবং দুইজনেও গড়া যায়, কিন্তু জুমু'আর নামায জায়া'আত বাতৌত আদায় হয় না। জায়া'আতের সংখ্যার কিক্রহ বিভিন্ন বিভিন্ন উচ্চি আছে। এমনিভাবে পাঞ্জেগানা নামায নদী, পাহাড়, জঙ্গল সর্বল আদায় হয়, কিন্তু জুমু'আর নামায এসব জায়গার কারণে মতে আদায় হয় না। নারী, রোগী ও মুসাফিরের উপর জুমু'আর নামায করায নয়। তারা জুমু'আর পরিবর্তে মোহর পড়বে। কি ধরনের জনপদে জুমু'আ করায, এ সম্পর্কে ইয়ামগণের বিভিন্ন উচ্চি আছে। ইয়াম শাফেয়ী (র)-র মতে যে জনপদে চিঙ্গিজ জন মুজ, বুজিমান ও প্রাণ্ত-বয়স্ক পুরুষ বাস করে, সেখানে জুমু'আ হতে পারে। এর কম হলে জুমু'আ হবে না। ইয়াম মালেক (র)-এর মতে জুমু'আর জন্য এমন জনপদ জরুরী, যার পৃথক সংজ্ঞা এবং বাতে বাজারও আছে। ইয়াম আইম আবু হানীফা (র)-র মতে জুমু'আর জন্য ছেট বড় শহর অথবা বড় গ্রাম হওয়া শর্ত, বাতে অলিগনি ও বাজার আছে এবং পারস্পরিক ব্যাপারাদি মীমাংসা করার জন্য কোন বিচারক আছে।

সামুক্ষ্য এই যে, উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উচ্চমতের অধিকাংশ আলিম একমত যে, সর্বাবস্থার প্রত্যেক মুসলিমানের উপর জুমু'আ করায নয়, বরং সবার মতে কিন্তু কিন্তু শর্ত আছে। শর্তগুলো কি কি, কেবল সে ব্যাপারেই অতিবরোধ আছে। তবে মাদের উপর করায, তাদের উপর গুরুত্ব ও তাকীদ সহকারেই করায। তাদের মধ্যে কেউ শর্কায়তসম্মত ওয়ার ব্যাটিতেকে জুমু'আ ছেড়ে দিলে তার জন্য সহীহ হাদীসসমূহে কর্তৃর প্রস্তুতাবলী উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মারা শর্তাদি সহকারে জুমু'আর নামায আদায় করে, তাদের জন্য বিশেষ ক্রমীকৃত ও বরকতের ওয়াদা আছে।

فَإِذَا قُبِيَتِ الصلوٰة فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
আয়াতসমূহে জুমু'আর আয়ানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পাথির কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুযাতি দেওয়া হয়েছে যে, জুমু'আর নামায সম্মত হলে ব্যাবসায়িক কাজকর্ম এবং রিয়াক হাসিলের চেষ্টা সরাই করতে পারে।

জুমু'আর পরে ব্যবসায়ে অবক্ষত : হস্তরত এরাফ ইবনে মালেক (র) ব্যক্ত জুমু'আর নামাযাতে বাইরে আসতের তখন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে নিষ্পেক্ষ দোয়া গাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَهْتُ فَرِيفَتَكَ وَأَنْتَشَرْتُ كَمَا
أَمْرَتَنِي فَاوْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

হে আল্লাহ ! আপি তোমার তাকে সাড়া দিয়েছি, তোমার করুন নামাহ পড়েছি
এবং তোমার আদেশ যত নামায়াতে বাইরে থাচ্ছি। অতএব তুম বীজ কৃপায় আয়াকে রিহিক
দান কর ! তুমি উত্তম রিহিকদাতা !—(ইবনে কাসীর)

কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, যে ফাতেমু'আর পরে ব্যবসায়িক
কাজ-কারবার করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্ত্ববার বরকত নামিল করেন।
—(ইবনে কাসীর)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا نَفَسُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْتَ قَائِمًا قُلْ صَ
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

এই আয়াতে তাদেরকে হ'শির কর। হয়েছে, যারা ফুরু'আর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক
কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে কাসীর বলেন : এই ঘটনা তখনকার, যখন
রসূলুল্লাহ (সা) ফুরু'আর নামায়ের পর ফুরু'আর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামায়ে
অদ্যাবধি এই নিরাম প্রচলিত আছে। এক ফুরু'আর দিনে রসূলুল্লাহ (সা) নামায়ে খোতবা
দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং তোল
ইত্যাদি পিটিরে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসলীম খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায়
এবং রসূলুল্লাহ (সা) প্রসঙ্গে সাহাবীসহ মসজিদে থেকে থান। তাদের সংখ্যা বারবজন
বলিষ্ঠ আছে।—(আবু দাউদ) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সা) এই ঘটনার
পরিপ্রেক্ষিতে বলেন : যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে অদীনার উপভাবন আয়াতের
অগ্রিম পূর্ণ হয়ে যেত—(ইবনে কাসীর)

তফসীরিদি ঘূর্বাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহাইয়া ইবনে
খলফ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সজ্জার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলার সাধারণত
নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই
দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহাইয়া ইবনে খলফ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না, পরে
ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবু মাজেব (র) বলেন : এই কাফেলার আগমনের সময় মদীনার
নিত্য প্রয়োজনীয় প্রব্যাপি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্বৃক্ষ ছিল।—(মাঝহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক
সাহাবারে কিম্বাম বাণিজ্যিক কাফেলার আগ্রহায় তনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। করুন
নামায শেষ হয়ে পিয়েছিল। খোতবা-সম্পর্কে তাদের জানা ছিল নায়ে, এটাও করুন। কিতীয়ত

প্রয়োজনীয় প্রবাদির অধিমূল্য এবং তৃতীয়ত বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে
পড়ো—এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেরীতে গেলে প্রয়োজনীয় প্রবাসামগ্রী পাওয়া
যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবারে কিয়ামের পদক্ষেপন হয় এবং উল্লিখিত হাদীসে তাঁদের
প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাঁদেরকে জজ্জা দেওয়া ও হিন্দিয়ার করায় জন্য
আরোচা আয়ত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রসুলুল্লাহ্ (সা) নিয়ম পরিবর্তন করে
জুমু'আর নামাযের পূর্বে খোতবা দেওয়া করে রাখেন। বর্তমানে তাই সুমত।—(ইবনে কাসীর)

আরাতে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আরাহতুর কাছে
যে সওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্পন্ন। এটোও অবাস্তুর ময় যে, যারা মামায় ও খোত-
বার খাতিরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্য আরাহতুর পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ
বরকত নাহিল হবে, যেখন পূর্বে এমনি এক রেওয়াময়ত বাধিত হয়েছে।

سورة المنا فتوح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বাদীনাম অবজোর্ন. ১১ আগস্ট, ২ জুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءُوكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا شَهَدْنَا إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُنْدِبُونَ لَتَخْذُلُوا أَيْمَانَهُمْ
جِئْنَةً فَصَدَّا وَاعْنَ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
ذِلِّكَ بِأَنَّهُمْ أَمْتَوْا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبِيعَ الْقُلُوبُ مِنْ قَبْلِهِمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ وَلَذَا
رَأَيْتَهُمْ تُنْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا سَمِّرْ لَقَوْلِهِمْ كَمَا نَهُمْ
خَشْبٌ مَسَندٌ دَيْخَسِبُونَ كُلُّ صِنْجَنَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ
فَتُشَلِّهُمُ اللَّهُ نَأْنِي يُؤْفِكُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ لَقَوْلَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدَوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَمْ لَهُ شَتَّى يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَكُنْ يَعْفُرَ
اللَّهُ لَهُمْ دَرِّي اللَّهُ لَا يَهْدِي إِلَيْهِمُ الْقَوْمُ الْفَسِيقِينَ ۝ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ
لَا شَنْفُقُوا أَعْلَمُ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَرَلَوْخَزَ آيْنَ
السَّيْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝ يَقُولُونَ لَيْنَ
رَجَعْنَا إِلَيْهِ الْمَدِينَةَ لَيُخْرِجُنَ الْأَعْزَمُ مِنْهَا الْأَذَلَ وَلَيُلْهُو الْعِزَّةَ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

গরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্ নাথে শুরু

(১) মুনাফিকরা আগমনির কাছে এসে বলে : আমরা সাক্ষ দিচ্ছি যে, আপনি নিষ্ঠ-
মই আলাহ্ রসূল। আলাহ্ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আলাহ্ রসূল এবং আলাহ্ সাক্ষ
দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই যিখ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শগধসমূহকে ঢালুরাপে
ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আলাহ্ পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই
মন্দ। (৩) এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কাহিন হয়েছে। কলে
তাদের অন্তরে যোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। (৪) আপনি ইখন
তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবস্থ আগমনির কাছে প্রতিকর ঘনে হয়। আর এদি
তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসানুপ।
অত্যোক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ঘনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের
সমকে সতর্ক হোন। অৎস করুন আলাহ্ তাদেরকে। তারা কোথায় বিজ্ঞাপ হচ্ছে ?
(৫) ইখন তাদেরকে বলা হয় : তোমরা এস, আলাহ্ রসূল তোমাদের জন্য কুমা প্রার্থনা
করবেন, তখন তারা যাথা দুরিয়ে নেব এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার
করে সুখ ফিরিয়ে নেব। (৬) আপনি তাদের জন্য কুমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন,
উত্তরাই সমান। আলাহ্ কখনও তাদেরকে কুমা করবেন না। আলাহ্ পাপাচারী সম্প্র-
দায়কে পথপদর্শন করবেন না। (৭) তারাই বলে : আলাহ্ রসূলের সাহচর্যে আরা আছে,
তাদের জন্য যার করো না ; পরিপোয়ে তারা আগমনি আপনি সরে যাবে। মক্তুবগুলি ও
কৃতগুলির ধন-তাঙ্গার আলাহ্ রই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (৮) তারা বলে : আমরা
যদি যদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সরব অবশ্যই দুর্বলভে বাহিকৃত করবে।
এক্ষি তো আলাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইখন মুনাফিকরা আগমনির কাছে আসে, তখন বলে : আমরা (মনেপাপে) সাক্ষ
দিচ্ছি যে, আপনি নিষ্ঠমই আলাহ্ রসূল (সা)। আলাহ্ তো জানেন যে, আপনি অবশ্যই
তাঁর রসূল। (এ ব্যাপারে তাদের উভিত্বে যিখ্যাবাদী না) এবং (এতদসত্ত্বেও) আলাহ্
সাক্ষ দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা (এ কথায়) অবশ্যই যিখ্যাবাদী (যে, তারা মনেপাপে সাক্ষ
দিচ্ছে)। কারণ, তাদের এই সাক্ষ নিষ্ঠক মৌখিক—আভরিক নয়। তারা তাদের শগধ-
সমূহকে (জ্ঞান ও মাঝ বাঁচানোর জন্য) ঢালুরাপে ব্যবহার করে। (কেননা, কুকুর প্রকাশ
করলে তাদের অবস্থাও অন্যান্য কাহিনের মত হত—তারাও জিহাদের সম্মুখীন হত, নিহত
ও মৃত্যুত্ত হত)। অতঃপর (এই অভিষ্টের সাথে এ কষ্টি সংক্রামক অনিষ্টও রয়েছে। তা
এই যে) তারা (অপরকেও) আলাহ্ র পথ থেকে নিরুত্ত করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।
এটা (অর্থাৎ তাদের কর্ম খুবই মন্দ বললায়) এজন্য যে, তারা (প্রথমে বাহ্যত) বিশ্বাস করেছে,
অতঃপর (তাদের শরতানন্দের কাছে যেৱে) —

— إِنَّمَا مُعْكِمٌ أَنَّمَا نَفْعٌ مُسْتَهْزِئٌ وَ تَ —

— এই কুকুরী বাক্য বলে) কাহিন হয়ে গেছে। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কপটতার কারণে

তাদের কর্মকে যদি বলা হয়েছে। কারণ, কপটতা অঘন্যতম কুকুর)। ফলে তাদের অভিয়নে যোহুর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা (সত্তা বিষয়) বুঝে না। (তারা বাহাত এমন চটপটে যে,) আপনি তাদেরকে দেখলে (বাহ্যিক শান্ত-শুক্রতের কারণে) তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রাণিকর মনে হবে আর (কথার এমন যে) যদি কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা (প্রাণী ও যিল্ট হওয়ার কারণে) ননেন, (কিন্তু যেহেতু অসৎসামূহুনা, তাই বাহিক অরসৌরিতের সাথে অভ্যন্তরীণ শুগাবলী থেকে যুক্ত হওয়ার কারণে তাদের দৃশ্টিত এই যে) তারা প্রাচীরে ঢেকানো কাঠসদৃশ। (এই কাঠ দৈর্ঘ্য প্রায়ে বিশাল বপু, কিন্তু নিষ্পাপ। সাধারণ রীতি এই যে, যে কাঠ আপাতত কাজে লাগে না, তা দেয়ালে ঢেকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এরপ কাঠ যোচ্ছে উপকারী নয়। এমনিভাবে মুনাফিকরা দেখতে বেশ শান্দোর, কিন্তু ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বেকার। ঈমান ও আন্তরিকতার অভাব হেতু তারা সর্বদা এই আহংকার থাকে যে, মুসলিমানরা কেোন সময় আডাসে-ইজিতে অথবা ওহীর যাধ্যমে তাদের অবস্থা জেনে ফেলবে এবং অন্যান্য কান্তিরের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধেও মুক্তিযান পরিচালিত হবে। এই ধূরণায় তারা এতটুকু শঁকিত থাকে যে,) প্রতোক লোরগোলকে (তা যে কারণেই হোক) তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই মনে করতে থাকে। (প্রকৃতপক্ষে) তারাই (তোমাদের প্রকৃত) শক্তি। অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে সতর্ক হো। (অর্থাৎ তাদের কোন কথায় আঁচ্ছা ছাপন করবেন না।) খৎস করুন আজ্ঞাহ্ তাদেরকে। তারা (সত্ত্ব ধর্ম থেকে) কোথায় বিপ্রান্ত হচ্ছে? (অর্থাৎ রোজাই দূরে সরে যাচ্ছে)। এবং (তাদের অহংকার ও দুর্লভিম অবস্থা এই যে) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ [রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে] এসো, আজ্ঞাহ্ রসুল (সা) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, যখন তারা যাথা আৱিষ্যে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা দক্ষতরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (তাদের কুকুরের যখন এই অবস্থা, তখন) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আজ্ঞাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি আপনার কাছে আসতেও এবং আপনি তাদের বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করতেন, তবুও তাদের কেোন উপকার হত না। তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা এই যে) আজ্ঞাহ্ তা'আলা এহেন পাপাচারী সংস্কারায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। তারাই বলেঃ যারা আজ্ঞাহ্ রসুল (সা)-এর সাহচর্যে আছে, তাদের জন্য ক্ষিলুই ব্যায় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। (তাদের এই উক্তি নিরেট মূর্খতা, কেমনা) নকোমঙ্গল ও কুমঙ্গলের ধন-ভাণ্ডার আজ্ঞাহ্ তা'আলারাই কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (তারা লহরবাসীদের দান-খয়রাতকেই প্রিয়বেশের একমাত্র পথ মনে করে)। তারা বলেঃ আমরা যদি এখন যদৌনার প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবজ অবশ্যাই দুর্বলকে বহিজ্ঞত করবে। (অর্থাৎ আমরা সেই প্রবাসী লোকদেরকে বহিজ্ঞার করব। এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা যে, তারা নিজেদেরকে স্বল এবং মুসলিমানদেরকে দুর্বল মনে করে; বরং) শক্তি তো আজ্ঞাহ্ (সরাসরিভাবে) তাঁর রসুল (সা)-এর (আজ্ঞাহ্ সাথে সম্পর্কের যাধ্যমে) এবং মুমিনদেরই (আজ্ঞাহ্ ও রসুলের সাথে সম্পর্কের যাধ্যমে)। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না। (তারা খৎসলীল বিষয়সমূহকে অভিজ্ঞ উৎস অনে করে)।

আনুষাঙ্গিক জাতীয় বিষয়

সূরা মুনাফিকুল অবস্থারের বিভাগিত ঘটনা : এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়ারেত অনুযায়ী ঘর্ষণ হিজৰীতে এবং কাতাদাহ ও গুরওয়া (র)-র রেওয়া-মেত অনুযায়ী পক্ষম হিজৰীতে 'বনিজ-মুসালিক' মুজের সমর সংঘটিত হয়।—(মাহারী) ঘটনা এই : রসুলুল্লাহ (সা) সংবাদ পান যে, 'মুসালিক' গোত্রের সরদার হারেস ইবনে হেরার তাঁর বিকাকে শুজের প্রস্তুতি নিষেচ। এই হারেস ইবনে হেরার হয়তো ছুজায়িয়া (রা)-র পিতা, যিনি পরে ইসলাম প্রাপ্ত করে রসুলুল্লাহ (সা)-র বিখিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে হেরারও পরে মুসলিমান হয়ে যান।

সংবাদ 'পেঁয়ে রসুল করীম (সা) একদল মুজাহিদসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্য বের হয়। এই জিহাদে গমনকারী মুসলিমানদের সঙ্গে আবেক মুনাফিকও মুজলখ্য সম্পদের অংশীদার হওয়ার মৌলে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফির হজেও বিশ্বাস করত যে, আজাহ্র সাহায্য তিনি এই শুজে বিজয়ী হবেন।'

রসুলুল্লাহ (সা) যখন মুসালিক গোত্রে পৌছানে, তখন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কৃপের কাছে হারেস ইবনে হেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই শুজেকে মুরাইসী শুকও বলা হয়। উভয় পক্ষ সারিবক হয়ে তাঁর বর্ষণের মাধ্যমে মুকাবিলা হল। মুসালিক গোত্রের বহু লোক হতাহত হন এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আজাহ্র তা'আজা রসুলুল্লাহ (সা)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধনসম্পদ এবং কয়েক-জন পুরুষ ও নারী মুসলিমানদের হাতে বদ্ধ হল। এভাবে এই জিহাদের সমাপ্তি ঘটে।

দেশ ও বংশগত জাতীয়তার ভিত্তিতে পারম্পরিক সাহায্য-সহায়োদিতা কুফর ও অর্থতা শুণের শেওগান : কিন্তু এরপর যখন মুসলিমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কৃপের কাছে সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে অগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারম্পরিক মুজের পর্যায়ে পৌছে গেল। মুহাজির বাস্তি সাহায্যের জন্য মুহাজিরগণকে এবং আনসারী বাস্তি আনসার সত্ত্বেও ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপুরু হয়ে উঠল। এভাবে বাপাগান্তি মুসলিমানদের পারম্পরিক সংহর্ষের কাছাকাছি পৌছে গেল। রসুলুল্লাহ (সা) সংবাদ পেয়ে অনতিবিজয়ে অক্ষুষ্ণে পৌছে গেলেন এবং তাঁর ক্লিপ্ট হয়ে বললেন :

مَا بِالْعُوْدِيَّةِ الْجَلِيلَةِ
— مَا بِالْعُوْدِيَّةِ فَإِنَّهَا مُنْتَفِعَةٌ

এই ঘোগান বজ কর। এটা দুর্গম্যময় ঘোগান। তিনি বললেন : প্রত্যেক মুসলিমানের উচিত অপর মুসলিমানদের সাহায্য করা—সে জালিম হোক অথবা মজলুম। মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে জন্ম থেকে রক্ষা করা। জালিমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জন্ম থেকে নিরাত করা। এটাই তাঁর প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক বাপাগানে দেখা উচিত কে জালিম ও কে মজলুম;

এরপর মুহাজির, আনসারী, পোষ ও বৎশ নিরিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য অজলুমকে অজুম থেকে রক্ষা করা এবং জাজিমের হাত চেপে ধরা—সে আগন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বৎশগত জাতীয়তা একটা মৰ্বতাসূলত মুর্গজময় ঝোগান। এর ফল অঙ্গী বাঢ়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসুলুল্লাহ্ (সা)-র এই বজ্ঞা শোনায়াল্লাহই বাগড়া যিটে গেল। এ বাপারে মুহাজির জাহাজের বাঢ়াবাঢ়ি প্রয়াণিত হল। তার মুকাবিলায় সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রা) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে বাগড়াকানী জালিম ও অজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি শুকলখ সম্পদের তালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল, তারা মনে মনে রসুলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের প্রতি শক্তি পোষণ করত কিন্তু পার্থিব বার্থের ধাতিতে নিজেদেরকে মুসলমান আহিব করত। তাদের মেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারল্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিজেত হাস্তি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ ঘনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক অজলিসে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপরিত ছিলেন, আনসারীকে মুহাজিরগণের বিকলে উদ্দেশ্যিত করার উদ্দেশ্যে বলল : তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথা চঢ়িয়েছ, নিজেদের ধনসম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের কৃতি থেরে মালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাঢ় মটকাছে। বলি তোমাদের এখনও ক্ষাম কিরে না আসে, তবে পরিপোয়ে এরা তোমাদের জীবন দুরিত্ব করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যাতে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছ্রুত হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মাসী-মায় কিরে গিয়ে সবলরা দুর্বলদেরকে বিহুকার করে দেবে।

সবল বলে তার উদ্দেশ্য ছিল মিজের দল ও আনসার এবং দুর্বল বলে রসুলুল্লাহ্ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিন্তু যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) একথা শোনা যাবেই বলে উঠলেন : আরাহ্ র কসম, তুই-ই দুর্বল, জাহিন্ত ও দৃগিত। পক্ষাত্তরে রসুলুল্লাহ্ (সা) আরাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের তালবাসার জোরে সফলকাম।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে বিপদ দেখলে সে তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দেবে। তাই সে স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়েদ ইবনে আরকামের ক্রোধ দেখে তার সম্ভিত কিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যায়েদের কাছে ওষৃষি পেশ করে বলল : আমি তো এ কথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসুলুল্লাহ্ (সা)-র বিকলে কিছু করা ছিল না।

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অজলিস থেকে উঠে সোজা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গেলেন এবং আন্দোলন শটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে সংবাদটি শুবই শুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অৱ বয়ক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন : বৎস। দেখ, তৃষ্ণি শিথোঁ বলছ না তো ? যায়েদ কসম থেরে বললেন : না, আমি নিজ কামে এসব কথা বলেছি। রসুলুল্লাহ্

(সা) আবার বললেন : কোমার কোনোপ বিভাগি হয়নি তো ? যারেদ উভয়ের পূর্বের কথাই বললেন। এরপর যুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলিমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনন্দের ঘারেদ ইবনে আরকাম (রা)-কে ডিচকার করতে জাগলেন যে, তুমি সম্প্রদাহের নেতৃত্বে বিরুদ্ধে অপৰাদ আরোপ করেছ এবং আলোচনার বজান ছিল করেছ। ঘারেদ (রা) বললেন : আজাহ্ কসম, সমগ্র খামরাজ গোক্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসুলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসুলুল্লাহ (সা)-র গোচরীভূত করতাম।

অগ্রন্দিকে হযরত ওমর (রা) এসে আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই যুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত ওমর (রা) এ কথা বলেছিলেন : আপনি ওমর ইবনে বিশ্বাকে আদেশ করুন, সে তার মন্তব্য কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : ওমর, এর কি প্রতিকার যে, যানুহের মধ্যে খাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারপ করে দিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর এই কথা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পুত্র জানতে পারলেন। তাঁর মায়ও আবদুল্লাহ ছিল। তিনি খাঁটি যুসলিমান ছিলেন। তিনি তৎকালীন রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করলেন : যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মন্তব্য কেটে আপনার কাছে এই যজলিস তাগ করার পূর্বে হায়ির করুন। তিনি আরও আরম্ভ করলেন : সমগ্র খামরাজ গেজ সাজী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতাবার্তার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আজাহ্ ও রসুলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ করতে পারব না। আমার আশঁকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃ-হস্তকে ঢাকের সামনে ঢাকেরা করতে দেখে আস্ত্রশানবোধের বশবতী হয়ে হত্যা করে দিতে পারি। এটা আমার জন্য আয়াবের কারণ হবে। রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রসুলুল্লাহ (সা) সাধারণ অভাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা জোগান করে দিলেন এবং নিজে ‘কসওয়া’ উল্টুরীর পিঠে সওয়ার হয়ে পেলেন। যখন সাহাবায়ে ক্রিয়ায় রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেন : তুমি কি বাস্তবিকই এরপ কথা বলো ? সে অনেক কসম খেঁসে বললেন : আমি কথমও এরাপ কথা বলিনি। এই বাস্তব (যারেদ ইবনে আরকাম) যিন্ধাবাসী। আগোত্তে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইরের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই ছির করল যে, সক্ষবত্ত ঘারেদ ইবনে আরকাম (রা) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইবনে উবাইয়ের কথায় ও উভয় কবৃত করে বিজেন। এদিকে জনপথের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকায় (রা)-এর বিজ্ঞানে ক্রোধ ও তিরকার আরও ভৌত হয়ে গেল। তিনি এই অপ্রাপ্যের ক্ষেত্রে গা-চাকা দিয়ে ধ্বনিতে ঝাপড়েন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সমষ্ট মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করাজেন এবং পরের দিন সকার্ণেও সফর অব্যাহত রাখাজেন। অবশেষে এখন সুর্যকিরণ প্রথর হতে গাপল, তখন তিনি কাকেজাকে এক জাপাগীর ধামিয়ে দিজেন। পুর্ণ এক দিন এক রাত সফরের কলে হ্যাত-পরিচাক সাহাবারে বিন্নাম মনিয়ে অবস্থানের সাথে সাথে নিষ্ঠার কোলে তলে পড়জেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন : সাধারণ অভ্যন্তর বিপরীতে শান্তিপিক ও অসময়ে সকর করা এবং সুন্দীর্ঘকাল সকর অব্যাহত রাখার পেছনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উত্তু জুনা-কুন্দ হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্য-দিকে সরিয়ে নেওয়া, যাতে এ সম্পর্কে চর্চার অবসান হচ্ছে।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সকর করাজেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সাহেত (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে উপদেশক্ষেত্রে বলাজেন : তুই এক কাজ কর। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ শীকার করে নে। তিনি তোর জন্ম আল্লাহ্-র কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করবেন। এতে তোর মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ধূরিয়ে নিল। হ্যাতে ওবাদা (রা) তখনই বলাজেন : আমার মনে হয়, তোর এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নায়িল হবে।

এদিকে সকল চোকানে বায়েদ ইবনে আরকায় (রা) বারবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আসতেন। তাঁর মৃত্যু বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক মোকাবি আমাকে যিন্দ্বাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিগম করেছে। অতএব, আমার সত্যায়ন ও এই বাতিল মিথ্যার মুখোশ উল্লেখিত সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নায়িল হবে। হ্যাতে যায়েদ ইবনে আরকায় (রা) দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহী অবতরণকালীন জৰুরী কুটুম্ব উঠেছে। তাঁর স্ত্রী ফুলে উঠেছে, কপাল ঘর্ষণ করে যাচ্ছে এবং তাঁর উক্তুরী বোবার ভারে নুরে পড়ছে। যায়েদ (রা) আশ্বাসী হজেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নায়িল হবে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়েদ (রা) বলেন : আমার সওয়ারী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে যাচ্ছি। তিনি বিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরাজেন এবং বলাজেন :

يَا غَلَامَ صَدِقَ اللَّهِ حَدَّ يُنْكَ وَنَزَّلَتْ سُورَةُ الْمَنَافِعِ فِي أَنْ أَنِّي مِنْ
أَوْلَاهَا إِلَى أَخْرَهَا .

অর্থাৎ হে বাজুক, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সুরা মুনাফিকুন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়াজেত থেকে জানা গেল যে, সুরা মুনাফিকুন সকরের মধ্যেই নায়িল হয়েছে। কিন্তু বগতী (র)-র রেওয়াজেতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সদীনায় পৌছে যান এবং

হারেন ইবনে আবুকাম (রা) অগমানের ডরে গৃহে আসাগোপন করেন, তখন এই সুরানাহিল হয়েছে।

এক রেওয়ারেতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনার নিষ্ঠাবতী আকীক উপজ্ঞাকার পৌছেন, তখন ইবনে উবাইরের মু'মিন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) সভাখে অপ্রসর হন এবং খুজতে খুজতে পিতা ইবনে উবাইরের কাছে পৌছে তার উক্তুকে বসিয়ে দেন। তিনি উক্তুকের হাতুতে পা রেখে পিতাকে বললেন : আল্লাহ্ র কসম, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত ‘সবল দুর্বলকে বিজিত করবে’—এ কথার ব্যাখ্যা না কর। এই বাক্যে ‘সবল’ কে?—রসূলুল্লাহ্ (সা), না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুক্ষ করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আবদুল্লাহকে তিরকার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্বাবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তুক তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। তোকেরা বলল : আবদুল্লাহ্ এই বলে তার পিতার পথ রুক্ষ করে রেখেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুরুষের কাছে বলে যাচ্ছে : আমি তো ছেলেপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক ঝাল্লিত। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) পুত্রকে বললেন : তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় যেতে দাও।

সুরা মুনাফিক্সুন অবতরণের পটভূমি এতেইছুই। এই কাহিনীর ক্ষেত্রে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনিল-মুস্তামিক শুকের জন্য আসলে উচ্চমূল মু'মিনীন হয়রত জুয়ায়িয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা হয়রত জুয়ায়িয়া (রা)-কে ইসলাম প্রহণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পরী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা যখনদে আহমদ, আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এতাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তামিক গোষ্ঠী পরাজিত হলে তাদের কিছুস্থাক সুজুবমীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েকী ও যুক্তিলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। কয়েকদোর মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়িয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কামেস (রা)-এর তাপে পড়েন। সাবেত (রা) জুয়ায়িয়াকে কিতাবতের প্রথায় মৃত্যু করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী যেহনত-মজুরি করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে আলিককে দিলে সে মৃত্যু হয়ে যেত।

জুয়ায়িয়ার যিদ্যায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশেধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে উপর্যুক্ত হয়ে আবেদন করলেন : আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাঙ্গ দিই যে, আল্লাহ্ এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহ্ রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা ক্ষমানে যে, সাবেত ইবনে কামেস (রা) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশেধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আবেদন মঙ্গুর করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মৃত্যু করে

বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়িয়ার জন্ম এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত। তিনি সান্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন। এ ভাবে তিনি পুণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত জুয়ায়িয়া (রা) বর্ণনা করেন : “রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিভিন্ন-মুস্তাবিক মুছে পথের তিন দিন পূর্বে আর্থ স্থানে দেখেছিমাম, ইয়াসবিবের (মদীমার) দিক থেকে ঠাঁদ ঝওয়ানা হয়ে আমার কোজে এসে কুটিয়ে পড়েছে। তখন আমি এই অপ কারণ কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা আচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।”

তিনি ছিলেন গোরপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুণ্যময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর পোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বিদ্যমী অন্য মাঝীরাও এই শুভ বিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেবলমা, এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আস্তীর কোন বিদ্যমী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ বিদ্যমী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তাঁর পিতাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি যো'জেয়া দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এই ঘটনার উল্লেখপূর্ণ দিকনির্দেশ : উপরোক্ত ঘটনা সুয়া মুনাফিকুলের তফসীর বোকার পক্ষে যেমন সহায়ক, তেমনি এতে প্রসঙ্গত নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি ও সামাজিকতা সম্পর্কিত অনেক উল্লেখপূর্ণ দিকনির্দেশ এবং সমস্যার সমাধানও নিহিত রয়েছে। তাই এখানে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নন করা হচ্ছে। দিকনির্দেশগুলো এই :

ইসলামের অর্থ, বৎস, তারা এবং দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য আল্যাহীন : বনিল মুস্তাবিক শুল্ক সংবচ্ছিত একজন আমসার ও একজন মুহাজিরের ব্যগতা এবং উভয় পক্ষ থেকে আন-সার ও মুহাজির সম্প্রদায়কে আহ্বান করার সমষ্টি ব্যাপারটি ছিল বিলীয়ামান জাহিলিয়াত হৃদের একটি প্রভাব বিশেষ। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অপপ্রভাবের মুলে কুঠারাঘাত করেছিলেন এবং যে কোন স্থানের অধিবাসী, যে কোন বর্ষ, তারা, বৎস ও সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরকে পরম্পরার অধ্যে নিরিষ্ট প্রাতৃকলের অনুভূতিতে উদ্বেগিত করে দিয়েছিলেন। তিনি আন-সার ও মুহাজিরগণের অধ্যে নিরিষ্ট প্রাতৃকলের অনুভূতিতে উদ্বেগিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শর্তান্তর তার চিরাচরিত জালে মানুষকে আবক্ষ করে পারম্পরিক ব্যগতা-বিবাদের সময় সম্প্রদায়, দেশ, তারা, বর্ষ ইত্যাদিকে পারম্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিক্ষেপে প্রকট করে তোলে। এর অবশ্যাক্তি পরিলক্ষিত এই দীঢ়ায় যে, পার-স্লারিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী আপকাটি ন্যায় ও সুবিচার মানুষের চিন্তাধারা থেকে উৎখাও হয়ে যায় এবং শুধু গোল্পী ও জাতীয়তার ভিত্তিতে একে অপরকে সাহায্য করার নীতি প্রতিষ্ঠাতা লাভ করে। এভাবে শপ্তান মুসলমানকে মুসলমানের বিরক্তে সংঘর্ষে নিঃস্ত করে। উপরোক্ত ব্যগতার ঘটনায়ও এমনি পরিস্থিতির উভব হচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘৰাসময়ে অকুশলে পৌঁছে এই অনর্থের অবসান ঘটান এবং বলেন যে, এটা মুর্দতা ও কুকরের দুর্গোচুর্ণ অনুভূতি। এ থেকে বিরত হও। অতঃপর তিনি স্বাইকে কোরআনী সহযোগিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই নীতি হচ্ছে :

—نَعَا وَنُوا مَلِي الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدُوٰنِ—

অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য কাউকে সাহায্য করা ও কারও কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার আগকাটি এই যে, যে বাতিল ন্যায় ও সুবিচারে অবিচল, তাকে সাহায্য কর, যদিও সে বংশ, পরিবার, ভাষা ও দেশগতভাবে তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ ও অন্যায় কাজে মিশ্র থাকে, তাকে কখনও সাহায্য করো না, যদিও সে তোমার পিতা ও ভাতা হয়। এই যৌক্তিক ও ন্যায়বিত্তিক আগকাটিই ইসলাম কায়েম করেছে এবং রসুলুল্লাহ (সা) প্রতি পদক্ষেপে এ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন ও সবাইকে এর অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বিদায় হজের সর্বশেষ ভাষণে ঘোষণা করেন : মুর্খতা যুগের সকল কৃপথা আমার পদত্বে পিণ্ঠ হয়েছে। এখন আরব, অন্যান্য, কৃষকায় হেতুকায় এবং দেশী ও বিদেশীর প্রতিমা ডেলে চুরমার হয়ে গেছে। গারম্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী ভিত্তি একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ। সবাইকে এর অনুগামী হতে হবে।

এই ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা আজ থেকে নয় ---আদিকাল থেকেই মুসলমানদের ঐক্য বিনিষ্ট করার জন্য গোচৰ্তীগত ও দেশগত জাতীয়-তার অর্থ ব্যবহার করেছে। তারা যখন ও যে মুহূর্তে সুযোগ পায়, এই অস্ত ব্যবহার করে মুসলমানদের যথে বিদেশ স্থাপিত করে।

পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানরা আবার এই শিক্ষা ডেল গেছে এবং বিজ্ঞাতীয় শত্রুরা মুসলমানদের ইসলামী ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজে আবার সে শয়তানী চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় মূলনীতির প্রতি উদাসীনতার কারণে আজকের যুগের মুসলমানরা এই জালে আবক্ষ হয়ে পারম্পরিক গৃহযুক্তের শিকার হয়ে গেছে এবং কুকর ও ধর্ষণের হিতাতার মুকাবিলায় তাদের একক শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেবল আরব ও অন্যান্য নয়, মিসরীয়, সিরীয়, হেজায়ী, ইয়ামানীও আজ পরম্পরে ঐক্যবজ্জ নয়। এ উপমহাদেশেও পাঞ্জাবী, বাঙালী, সিঙ্গী, হিন্দী, পাঠান এবং বেলুচরাও পারম্পরিক কলাহের শিকার হয়ে গেছে। ইসলামের শত্রুরা আমাদের মধ্যকার তুচ্ছ বৈষম্যিক ক্রমহ-বিবাদ নিয়ে খোঝা মেতেছে। এর ফলশুতিতে তারা প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং আমরা সর্বত্তেই পরাজিত ও দাসসূলভ চিন্তাধারার নিগড়ে আবক্ষ হয়ে তাদের কাছেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহ, করুণ, আজও যদি মুসলমানরা কোরআনের মূলনীতি ও রসুলুল্লাহ (সা)-র দিকনির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, বিজ্ঞাতির ভরসায় জীবন ধারণ করার পরিবর্তে স্বয়ং ইসলামী সমাজকে সুসংহত করে এবং বর্ণ, বংশ, ভাষা ও বা বৰ্তোগোলিক সীমাবদ্ধার প্রতিমাকে আবার একবার ডেলে মিসমার করে দেয়, তবে আজও তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সমর্থন খোলা ঢাঁকেই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে।

ইসলামী মূলনীতিতে সাহাবারে কিরামের অপূর্ব মৃচ্ছা : উপরোক্ত ঘটনা এ কথাও বাস্তু করেছে যে, যদিও শয়তান সাময়িকভাবে কিছু লোককে মুর্খতা যুগের ঝোগানে জিষ্ঠ করে দিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের অস্তর ইমানে পরিপূর্ণ ছিল। সামান্য ছিশয়ারি পেয়ে সবাই ভাস্ত ধারণা থেকে তঙ্গো করে নেয়। তাদের অস্তরে আল্লাহ ও রসুলের মহকৃত

এবং সজ্জ এমনই বৃক্ষমূল ছিল, যাতে আভীয়তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে কোনরূপ অভ্যরণ স্থলিত করতে পারেন। এর প্রয়াগ এই ঘটনায় প্রথমে যামেদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিবরণ থেকে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেও ছিলেন খায়রাজ গোত্রের লোক এবং ইবনে উবাই ছিল গোত্রের সরদার। যামেদ ইবনে আরকাম (রা)-ও তার সম্মান ও সজ্জমের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু যথন মাননীয় সরদারের মুখে মু'যিন, মুহাজির ও অয়ঃ রসুলুল্লাহ (সা)-র বিবরণে কথাবার্তা উচ্চারিত হল, তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। সেই যজলিসেই সরদারকে দীর্ঘতাং জওয়াব দিলেন। এরপর রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে অভিযোগ করলেন। আজ-কাজকার গোল্পটী প্রীতি হলে তিনি কথনও আগন গোল্প সরদারের এই কথা রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে পৌছাতেন না।

এই ঘটনায় অয়ঃ ইবনে উবাইয়ের পুরু আবদুল্লাহ (রা)-র আচরণ এ বিশয়টিকে অভ্যন্ত উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছে যে, তার মহৱত ও সজ্জ কেবল আরাহ ও রসুলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি যখন পিতার মুখে বিকাঞ্চনপের কথাবার্তা শুনলেন, তখন রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে হায়ির হয়ে নিজ হাতে পিতার মন্তব্য কেটে আনার প্রস্তাৰ কৰলেন। রসুলুল্লাহ (সা) নিষেধ করে দিলে অদীনার সম্মিলিতে পৌছে পিতার সওয়ারী বসিয়ে দিলেন এবং যদীনায় প্রবেশের পথ রূক্ষ করে পিতাকে এ কথা বীকার করে নিতে বাধা করলেন যে, সম্মানের অধিকারী একমাত্র রসুলুল্লাহ (সা) এবং সে নিজে হের ও জাহিদ। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সা)-র অনুমতি লাভের পূর্বে পিতার পথ খুলে দিলেন না। এই দৃশ্য দেখে অতঃ-ক্ষুর্তজ্ঞারে মুখে উচ্চারিত হয় :

تو نخل خوش ثمر کیستی کہ سرو و سمن
رخوبیش بریدند و با تو پو سند

এ ছাড়া বদর, ওহদ ও আহমাদের যুক্তগো তো তরবারির মাধ্যমে এই সম্প্রদায় প্রীতি ও অবেশ প্রীতির প্রতিমাকে ছিপ-বিছিপ করে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন সংপ্রদায়, দেশ, বর্গ ও ভাষার মুসলমান পরম্পরে ভাই ভাই। যারা আরাহ ও রসুলকে মানে না, তারা সত্ত্বকার ভাই ও পিতা হলেও দুশ্যম।

هزار خوبیش کہ بیگانہ از خدا باشد
خدا ائے پک تن بیگانہ کا ہنی باشد

মুসলিমদের সাধারণ কার্যের প্রতি কিঙ্কা রাখি এবং তাদেরকে কুল বোআবুধি থেকে কর্তৃ করার ক্ষমতা : এই ঘটনা আমাদেরকে আরও শিঙ্কা দিয়েছে যে, যে কাজ অতি দুর্লিখিতে বৈধ, কিন্তু তা বাস্তবায়নে মুসলিমদের মধ্যে কুল বোআবুধির আশঁকা থাকে অথবা শত্রুর কুল বোআবুধি প্রচার করার সুযোগ জাত করে, সেই কাজ না করাই কর্তব্য। উদাহরণত রসুলুল্লাহ (সা) মুসলিম সরদার ইবনে উবাইয়ের কপটতা শূর্ণ হয়ে ফুটে উঠার পরও দ্বয়রত ওমর (রা)-এর এই পরামর্শ প্রাপ্ত করেন নি যে, তাকে হত্যা করা হোক।

কেবলনা, এতে আশৎকা হিল যে, প্রস্তুরী সাধারণ যানুষের মধ্যে তুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ জাত করবে এবং বলবে : রসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকেও হত্যা করেন।

কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোতে থেকে প্রমাণিত আছে যে, যে সব কাজ শরীরাতের মূল উদ্দেশ্য নয়, সে সব কাজ মৌলিকাত হলেও তুল বোঝাবুঝির আশৎকাৰ কাৰণে বৰ্জন কৰা যায়। কিন্তু শরীরাতের মূল উদ্দেশ্যকে এ ধৰণের আশৎকাৰ কাৰণে ত্যাগ কৰা যায় না ; বৰং একাপ কেবলে আশৎকা অবসানের চেষ্টা কৰতে হবে এবং কাজটি বাস্তবায়ন কৰতে হবে। এখন সুরার বিশেষ বিশেষ বাকেৰ ব্যাখ্যা দেখুন :

—وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يُسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ

ইবনে উবাইয়ের বাগারে সুরা মুনাফিকুন মায়িন হয়েছে। এতে বৰ্ণনা কৰা হয়েছে যে, তাৰ কসম সবই যিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্ক্ষায় কেউ কেউ তাকে বলল : তুই জনিস কোৱাবাবে তোৱ সম্পর্কে কি নায়িন হয়েছে ? এখনও সময় আছে, তুই রসুলুল্লাহ্ (সা)-ৰ কাছে হায়ির হয়ে অপৰাধ সৌকাৰ কৰে নে। রসুলুল্লাহ্ (সা) তোৱ জন্য আজ্ঞাহৰ কাছে কুমা প্রাৰ্থনা কৰবেন। সে উভয়ে বলল : তোমোৱা আমাকে বিশ্বাস হাপন কৰতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস হাপন কৰেছি। এৱপৰ তোমোৱা আমাকে অৰ্থ-সম্পদেৱ যাহাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আৱ কি বাকী রইল ? আমি কি মুহাম্মদ (সা)-কে শিজদা কৰিব ? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচা আয়াতসমূহ অবতীৰ্ণ হয়। এতে ব্যক্ত কৰা হয়েছে, যখন তাৰ অন্তৰে ঈমানই নেই, তখন তাৰ জন্য কুমা প্রাৰ্থনা উপকাৰী হতে পাৰে না।

এই ঘটনার পৰি ইবনে উবাই যদীমার পৌছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি—শীয়ুই যৃত্যামুখে পতিত হয়।—(মাসহারী)

—لَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ صَنَدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا

আজ্ঞাহৰ মুহার্জির ও যিনান আনসারীৰ অগভীৰ সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলে-হিল। আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞার পক্ষ থেকে এৱ এই জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধৰা মনে কৰে মুহাজিরগণ তাদেৱ দাম-ধৰণাতেৱ মুৰাপেক্ষী এবং ওৱাই তাদেৱ অৱ ঘোগায়। অখ্য সমষ্ট বড়োমণ্ডল ও ভূমণ্ডলেৱ ধনভূম্বার আজ্ঞাহৰ হাতে। তিনি ইচ্ছা কৰলে মুহাজিরগণকে তোমাদেৱ কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পাৰেন। ইবনে উবাইয়েৱ এৱাপ মনে কৰা নিৰ্বুজিতা ও বোকামিৰ পৱিত্ৰায়ক। তাই কোৱাবাব পাক এ স্থলে ^{يَقْتَهُونَ} বলে ব্যক্ত কৰেছে যে, যে এৱাপ মনে কৰে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ।

—يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَهُنَّ جَنَّ الْأَعْزَمِنَهَا الْأَذَلُ

এটাও ইবনে উবাইরের উচ্চি। এই উচ্চির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে বিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইয়েতদার এবং এর বিগরীতে রসূলাহ্ (সা) ও মুহাম্মদ সাহাবায়ে কিম্বায়কে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তোলিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদীনা থেকে বহিক্রত করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়ে-
হেন যে, যদি ইয়েতদার 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কৃফল তোমা-
দেরকেই ডোগ করতে হবে। কেননা, ইয়েতদার তো আল্লাহ্, তাঁর রসূলের এবং মু'যিনদের
প্রাপ্য। কিন্তু মূর্খতার কারণে তোমরা এ সমস্কর্কে বেখবর। এখানে কোরআন **لَا يَعْلَمُونَ**

এবং এর আগে **لَا يَعْلَمُونَ** শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে,
কোন যানুম বিজেকে অনোর রিয়িকদাতা মনে করলে এটা বিয়েত তাম বুজির পরিপন্থী এবং
নির্বাচিতার আলামত। গক্কাস্তে ইয়েত ও অগমান দুনিয়াতে বিডিম সময়ে বিডিম জনে
মাত করে। তাই এতে বিপ্রাণি হলে সেটা বেখবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে
لَا يَعْلَمُونَ বলা হয়েছে।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْتُوا لَا تُلْهِمُكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِوْلَيْكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ① وَأَنْفَقُوا
مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجَلِّ قَرِيبٍ ۝ فَأَصَدَّقَ وَأَكْنَ قَنَ الظَّلِيجِينَ ② وَلَنْ
يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْلَمُونَ ۝

(১) হে মু'যিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সত্ত্বান-সত্ত্বতি খেন তোমাদেরকে আল্লাহ্
সমরণ থেকে গাফেল কু করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো অভিষ্ঠত। (১০)
আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে স্বত্ত্ব আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথার সে
বলবে: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে
আমি সদকা করতাম এবং সৎক্ষীনের অভ্যুত্ত হতাম। অত্যোক বাতিল বির্বালিত সবস্য
ব্যবন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে
বিদ্যমে অবর রাখেন।

তফসীর সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (অর্থাৎ দুনিয়ায় সবকিছু) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ'র স্মরণ (ও আনুগত্য অর্থাৎ গোটা দীন) থেকে গাফেল না করে (অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে এমন অশ্ব হয়ে না যাতে দীনের ক্ষতি হয়)। যারা এরাপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (কারণ দুনিয়ার উপকার তো খৎস হবে যাবে; পরকারের ক্ষতি দীর্ঘ অথবা চিরস্থায়ী থেকে যাবে।

لَا تَلْهُمْ أَمْوَالَكُمْ

এর ব্যাপক বিষয়বস্তু থেকে

একটি বিশেষ আধিক ঈকান্দত অর্থাৎ সদকার আদেশ করা হচ্ছে:) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (জরুরী প্রাপ্তি) যত্ন আসার আগেই বায় কর। অন্যথায় সে (পরিত্যাপ করে) বলবে: হে আমার পাজনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (তার এই বাসনা ও পরিত্যাপ যোটেই উপকারী হবে না। কারণ) প্রত্যেক বাত্সির মিধারিত সংয় যখন (খতম হয়ে) আসে, তখন আল্লাহ' কাউকে অবকাশ দেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ' সে বিষয়ে সম্মত জাত (কাজেই যেমন করবে, তেমনি ক্ষম পাবে)।

আনুবাদিক ভাষ্টব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَصْنَوُ لَهُمْ كُلَّمٍ

—এই সুরার প্রথম কৃত্তে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরান্ত হওয়াই ছিল এ সব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবজ থেকে আক্রমণকারী এবং অপরদিকে সুজ্ঞলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহত নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে বায় করার ধারা বজ্জ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর প্রচারণাও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় কৃত্তে খাঁটি মু'মিনদেরকে সংজ্ঞান করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে অশ্ব হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ' থেকে গাফেল করে, তবাধো দৃষ্টি সর্ব-বৃহৎ—ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দৃষ্টির ন্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। নতুনা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সন্তানই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিষ্পন্ন নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েয়ই নয়—ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহ'র স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহ'র স্মরণের' অর্থ কোম কোন তফসীরবিদের মতে পাজেগানা নামায, কারও মতে হজ্জ ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হফরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। এই অর্থ সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত।—(কুরতুবী)

সারকথা এই যে, আল্লাহ'র স্মরণ তথা ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল করে না, একটুকু গর্ভত সাংসারিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থাকার অনুমতি আছে। সাংসারিক বিষয়াদিতে

এতটুকু কুখ্য যাওয়া উচিত নয় যে, ফরয ও ওয়াজির কর্মে বিষ দেশা দের অধিবা হারায় ও অক্ষরাহ কাজে গিংত হওয়া অক্ষরী হয়ে পড়ে। যারা সাংসারিক কাজে এরাপ যথ হয়ে পড়ে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : **أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّاهِرُونَ** অর্থাৎ তাৱাই ক্ষতিপ্রদ। কারণ, তাৱা পৰকালের মহান ও চিৰকন বিকাশতসমূহের পৰিৱৰ্তে দুনিয়াৰ বিকল্প ও কঠগৃহায়ী নিয়ামণ অবলম্বন কৰে। এৱ চাইতে বড় ক্ষতি আৱ কি হবে।

وَانفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ—এই

আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ ও শক্তি আইন্ট থাকা অবস্থায় তোয়াদের ধনসম্পদ আঞ্চল্যের পথে ব্যয় কৰে পৰকালের পুঁজি কৰে নাও। মৃত্যু মৃত্যুর পর এই ধনসম্পদ তোয়াদের কোন কাজে আসবে না। পূৰ্বে বিশিষ্ট হয়েছে যে, 'আঞ্চল্য স্থারণের' অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শৰীরতের আদেশ-নিষেধ পালন কৰা। প্ৰয়োজনের ক্ষেত্ৰে ধনসম্পদ ব্যয় কৰাও এব অন্তুত্তুত। এৱপৰ এখানে অর্থ ব্যয় কৰাকে পৃথক্কৰ্তাৰে বৰ্ণনা কৰাৰ দৃষ্টি কাৱল হতে পাৰে। এক. আঞ্চল্য ও তাৰ আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকাৰী সৰ্ববৃহৎ বন্দ হচ্ছে-ধন সম্পদ। তাৰ শাকাত, শশি, হজ ইত্যাদি আধিক ইবাদত অতিৰিক্তভাৱে বৰ্ণনা কৰে দেওয়া হয়েছে। দুই. মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টিৰ সামনে আসার সময় কাৰণও সাধ্য মেই এবৎ কেউ কৰনাও কৰতে পাৰে না যে, কাষা মাঝায়নেৰো পড়ে নেবে, কাষা হজ আদায় কৰবে অথবা কাষা রোগী রাখবে। কিন্তু ধনসম্পদ সামনে থাকে এবৎ এ বিষাস হয়েই মাঘ যে, এখন এই ধন তাৰ হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাৰ্ডাতাতি ধনসম্পদ ব্যয় কৰে আধিক ইবাদতেৰ দুষ্টি থেকে মৃত্যু হওয়াৰ চেল্টা কৰে। এছাড়া দান-অযুক্ত যাবতীয় আগদ-বিপদ দূৰ কৰার ব্যাপারেও কাৰ্য কৰ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হষৱত আবু হৱামহা (রা) থেকে বলিত আছে, এক বাক্সি রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজাসা কৰল : কোন সদকাৰ সৰ্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায় ? তিনি বলিলেন : যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবৎ ভবিষ্যতেৰ দিকে লক্ষ্য কৰে —অর্থ ব্যয় কৰে কেজলে নিজেই দৱিপ্ৰ হয়ে যাওয়াৰ আশেক থাকা অবস্থায় কৰা হয়। তিনি আৱও বলিলেন : আঞ্চল্যের পথে ব্যয় কৰাকে সেই সময় পৰ্যন্ত বিলক্ষিত কৰো না, যখন আঞ্চা তোয়াৰ কঠ-মালীতে ওসে থাক এবৎ তুমি যৱতে থাক আৱ বল : এই পৱিত্রাপ অর্থ অযুক্তকে দিয়ে দাও, এই পৱিত্রাপ অর্থ অযুক্ত কাজে ব্যয় কৰ।

لَيْلَةً وَلَيْلَةً لَوْلَ رَبِّ لَوْلَ آخرَ لَنْيِ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٌ—হষৱত ইবনে আক্বাস (রা)

এই আয়াতেৰ তফসীরে বলিলে : যে বাক্সিৰ যিষ্যায় শাকাত ফৱয ছিল কিন্তু আদায় কৰেনি অথবা হজ ফৱয ছিল কিন্তু আদায় কৰেনি, সে মৃত্যুৰ সম্মুখীন হয়ে আঞ্চল্য তাৰ আঞ্চার কাছে বাসনা অক্ষণ কৰে বলবে : আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই

অর্থাৎ যত্ত্ব আরও কিছু বিলম্বে আসুক হাতে আবি সদকা-হস্তরাত করে নেই এবং ফরয় কর্ম থেকে যুক্ত হয়ে যাই। **أَنِّي مِنْ الْمُنْعَنِينَ**—অর্থাৎ কিছু অবকাশ পেলে এমন সহ কর্ম করে নেব, যশ্চারা সহ কর্ম পরামর্শদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয় বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারায় ও যকুরাহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওরা করে নেব। কিন্তু আরাহতু তাঁর বাসে দিয়েছেন যে, যত্ত্ব আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নির্বর্থক।

سورة التقى بي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মদীনাম অবতোর্গ, ১৮ আশাত, ২ মুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَيِّدُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لَهُ الْكُلُّ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَيَشْكُرُّمُ كَافَرُ وَمُشْكُرُ
مُؤْمِنٌ ۝ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ وَصَوَرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ، وَالَّتِي هُوَ الْمُصِيرُ ۝ يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُبَرِّزُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ ۝ وَاللَّهُ
عَلَيْهِ بِذَاتِ الصَّدْرِ ۝ الْخَرَيَا لَكُمْ نَبَوَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ
رَدْدَاقُوا وَبَالَّا أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ
كَاتِبِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبْشِرْ بِيَقْدُونَا ، فَكَفَرُوا وَ
تَوَلُّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ دَوْلَةُ اللَّهِ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنْ لَنْ يُبَعْثُوا ، ثُلُّ بَلَّ وَرَقَ لَشَبَعَنَ شَعْلَ كَتَبَيُونَ بِمَا عَمِلُتُمْ ۝
وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ كَامُوا بِإِلَهٍ وَرَسُولِهِ وَالثُّورُ الَّذِيَّ أَنْزَلْنَا ،
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ ۝ يَوْمَ يَجْمِعُكُمْ يَوْمَ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ
الشَّفَاعَةِ ، وَمَنْ يُؤْتَ مِنْ إِيمَانِهِ وَيَغْسِلُ صَالِحَائِيَّ كَفَرَ عَنْهُ سَيِّاتِهِ
وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِيَنَّهُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِيَّنَ فِيهَا
أَبَدًا ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِيَقْدُونَا
أُولَئِكَ أَضْحَبُ النَّارِ خَلِدِيَّنَ فِيهَا ، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنُ

সরম কর্মশালৰ ও জীবীয় সমাজু আজাহৰ নামে শুল

(১) নড়োয়গুল ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সবই আজাহৰ পৰিত্বতা ঘোষণা কৰে। রাজহ ঠাঁৰাই এবং প্ৰথংসা ঠাঁৰাই। তিনি সৰ্ব বিজৱে সৰ্ব শক্তিশান। (২) তিনিই তোমাদেৱকে সৃষ্টি কৰেছেন, অতঃপৰ তোমাদেৱ মধ্যে কেউ কাফিৰ এবং কেউ মু'মিন। তোমৱা যা কক্ষ, আজাহ তা মনেন। (৩) তিনি নড়োয়গুল ও ভূমগুলকে যথাবিধাবে সৃষ্টি কৰেছেন এবং তোমাদেৱকে আৰুত্ব দান কৰেছেন, অতঃপৰ সুদৰ কৰেছেন তোমাদেৱ আৰুত্ব। ঠাঁৰাই কাছে প্ৰত্যাবৰ্তন। (৪) নড়োয়গুল ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আৱও জানেন তোমৱা যা খোগনে কৰ এবং যা প্ৰকাশ্যে কৰ। আজাহ, অতঃপৰ বিষয়ালি সম্বন্ধে সম্মান কৰাত। (৫) তোমাদেৱ পূৰ্বে যারা কাফিৰ হিল, তাদেৱ বু'তাত কি তোমাদেৱ কাছে পৌছেছিবি? তাৱা তাদেৱ কৰ্মেৰ শাক্তি আহাদন কৰেছে এবং তাদেৱ জন্ম কৰেছে বিশ্বা-দায়ক শাক্তি। (৬) এটা এ কাৰণে যে, তাদেৱ কাছে তাদেৱ রসূলখণ প্ৰকাশ্য নিৰ্দৰ্শনাৰূপী-সহ আগমন কৰালৈ তাৱা বলতঃ যামুৰাই কি আমাদেৱকে পথ প্ৰদৰ্শন কৰাবে? অতঃপৰ তাৱা কাফিৰ হয়ে গেল এবং মুখ কিৱিয়ে নিম। এতে আজাহৰ কিছু আসে থাক যা। আজাহ গৱণোৱাহীন, প্ৰথংসাহী। (৭) কাফিৰৱা সাৰী কৰে যে, কথনও পুনৰুৎপত্তি হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমাৰ পালনকৰ্ত্তাৰ কসম, তোমৱা নিশ্চয় পুনৰুৎপত্তি হবে। অতঃপৰ তোমাদেৱকে অবহিত কৰা হবে যা তোমৱা কৰতে। এটা আজাহৰ পক্ষে সহজ। (৮) অতএব তোমৱা আজাহ, ঠাঁৰ রসূল এবং অবতীৰ্ণ নূৰেৰ প্ৰতি বিষাস স্থাপন কৰ। তোমৱা যা কৰ, সে বিবৱে আজাহ, সম্মান অবগত। (৯) সেদিন অৰ্থাৎ সমাবেশেৰ দিন আজাহ তোমাদেৱকে একচিত্ত কৰাবেন। এ দিন হার জিতেৱ দিন। যে বাকি আজাহৰ প্ৰতি বিষাস স্থাপন কৰে এবং সৎ কৰ্ম সম্বাদন কৰে, আজাহ তাৱ পাপসমূহ যোচন কৰাবেন এবং তাকে আমাতে সাধিল কৰাবেন, যাৰ তলামেৰে বিৰোধিতীসমূহ প্ৰবাহিত হবে। তাৱা তথাক চিৰকাল বসবাস কৰাবে। এটাই যথাসাক্ষ। (১০) আৱ যারা কাফিৰ এবং আমাৰ আজাহাতসম্বৰকে বিষ্যা কৰে, তাৱাই আহারামেৰ অধিবাসী, তাৱা তথাক অন্তকাল থাকবে। কতই না অৰ্পণ প্ৰত্যাবৰ্তন হৈল এটা।

তক্ষসীৱেৰ সাৱ-সংকেত

নড়োয়গুল ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সবই আজাহৰ পৰিত্বতা ঘোষণা কৰে (মুখে অথবা অবস্থাৰ বাধ্যমে) রাজহ ঠাঁৰাই এবং প্ৰথংসা ঠাঁৰাই। তিনি সব কিছুৰ উপৰ সৰ্ব-শক্তিশান। (এটা পৱনবতী বৰ্ণনাৰ ভূমিকা অৰ্থাৎ যিনি এমন পূৰ্ণতাঙ্গণে শুণালিত, ঠাঁৰ আনুগতা ওয়াজিব এবং অবাধ্যতা গোনাহ)। তিনিই তোমাদেৱকে সৃষ্টি কৰেছেন (এ কাৰণে সৰাবৰ্হই ঠাঁৰ প্ৰতি বিষাস স্থাপন কৰা উচিত হিল)। কিন্তু (এতদসন্তোষ) তোমাদেৱ অধ্যে কেউ কাফিৰ এবং কেউ মু'মিন। আজাহ তা'আলা তোমাদেৱ (ইমান ও কুফৱেৱ) কাজকৰ্ম দেখেন। (সুতৰাং প্ৰত্যোককে উপৰুক্ত প্ৰতিসান দেবেন)। তিনিই নড়োয়গুল ও ভূমগুলকে যথাবিধাবে (অৰ্থাৎ প্ৰজাপূৰ্ব ও উগ কাৰিতা পূৰ্ণয়াপে) সৃষ্টি কৰেছেন এবং তোমাদেৱকে আৰুত্ব দান কৰেছেন, অতঃপৰ সুদৰ কৰেছেন তোমাদেৱ আৰুত্ব। (কেননা

মানবাকৃতির সমান কোন জীবের আকৃতিতে সৌচর্য নেই)। তাঁর কাছে (সবার) প্রত্যাবর্তন। মন্ত্রোচ্চশঙ্খ ও জুহুজো যা আছে, তিনি সব জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশে কর। আল্লাহ্ অভয়ের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (এসব বিষয়ের দাবী এই যে, তোমরা তাঁর আনুগত্য কর। এছাড়াও) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের হৃত্যাক কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? (এসব হৃত্যাক ও তোমাদের আনুগত্যকে ওয়াজিব করে)। অতঃপর তাঁর তাদের কর্মের শাস্তি (দুনিয়াতেও) আসাদেন করেছে এবং (এ ছাড়া পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ আয়াব। এটা (অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের শাস্তি) এ কারণেযে, তাদের কাছে তাদের রসূলপথ প্রকাশে নির্দেশনাবলী নিয়ে আগমন করলে তাঁরা (রসূলগণের সম্পর্কে) বলাবলি করত—মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে (অর্থাৎ মানুষ কি কখনও পয়গাছুর ও পথপ্রদর্শক হতে পারে)? যোটকথা, তাঁরা কাফির হয়ে গেল এবং মৃত্য হিরিয়ে দিল। আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের পরোয়া করলেন না (বরং পর্মদস্ত করে দিলেন)। আল্লাহ্ (সবকিছু থেকে) পরোয়াহীন (এবং) প্রশংসার্হ। (কারণও অবাধ্যতায় তাঁর কোন ক্ষতি হয় না এবং আনুগত্যে উপকার হয় না। অয়! অনুগত ও অবাধ্যেরই জাড় লোকসান হয়)। কাফিররা (﴿عَذَابٌ بِأَلْيَمٍ﴾ বাক্যে পরকালীন আয়াবের কথা করে) দাবী করে যে, তাঁর কখনও পুনরুদ্ধিত হবে না (যার পর উদ্বোধ হওয়ার কথা করে) আপনি বলে দিন, অবশাই হবে; আয়ার পাইনকর্তার কসর, তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুদ্ধিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে (এবং তদনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে)। এটা (অর্থাৎ পুনরুদ্ধান ও প্রতিদান) আল্লাহ্ র পক্ষে (সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে) সম্পূর্ণ সহজ। অতএব (ইয়ানের এসব কারণে উপস্থিত আছে বলে) তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং আয়ার অবতীর্ণ ন্যৱের অর্থাৎ কোরআনের প্রতি বিষ্঵াস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (সমরণ কর) যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্থাবেশ দিবসে একত্র করবেন। এদিনই জাড় লোকসান আহিল হওয়ার দিন। (অর্থাৎ মুসলমানদের জাড় এবং নক্ফিরদের লোকসান এই দিনে কার্যত জাহির হবে। এর বর্ণনা এই যে,) যে বাস্তি আল্লাহ্ প্রতি বিষ্঵াস রাখে এবং সৎ কর্ম সম্পদান করে, আল্লাহ্ তাঁর পাপসমূহ ঘোচন করবেন এবং তাকে (জামাতের) উদ্যানে সাধিল করবেন, যার পাদদেশে নির্বারিগোসহ প্রবাহিত হবে। তথাপ্প তাঁর চিরকাল বসবাস করবে। এটা মহাসাক্ষ্য। আর যারা কাফির এবং আয়ার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাঁরাই জাহাজামের অধিবাসী। তাঁরা তথাপ অনন্তকাল থাকবে। এটা খুব মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— خَلَقْنَاكُمْ فِي مُنْكَمْ كَمْ فِرْوَانْ مُؤْمِنْ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের কেউ কাফির এবং কেউ যু'মিন হয়ে গেছে। এখানে এবু অবারাতি এই অর্থ তাপন করে যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোন কাফির

ଛିଲନା । ଏହି କାଫିର ଓ ମୁ'ଖିଲେର ବିଭେଦ ପରେ ଦେଇ ଇଚ୍ଛା ଓ କ୍ଷମତାର ଅଧୀନେ ହରେହେ, ଯା ଆଜାହ୍ ତା'ଆଜା ପ୍ରତୋକ ମାନୁଷଙ୍କେ ଦାନ କରେହେନ । ଏହି ଇଚ୍ଛା ଓ କ୍ଷମତାର କାରଣେଇ ଯାନୁଷେର ଉପଗ୍ରହ ପୋନାହ ଓ ସଂଘାବ ଆରୋପିତ ହୁଏ । ଏକ ହାଦୀସେତୁ ଏହି ଅର୍ଥେର ସମୟର୍ମ ପାଞ୍ଚା ଯାମା ।

كل مولود يولد على الغطوة فابو ايه (جا) وانه يهدى الله

ଫ୍ରାନ୍ସିଯ୍ସନ୍—ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତୋକ ସମ୍ରାଟନ ମିର୍ମଲ ବ୍ରାହ୍ମାନ୍-ଧର୍ମର ଉପର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ (ଯାଏକ କଣେ ତାର ମୁଖ୍ୟମ ହୋଇଥାଏବିକ ଛିମ) । କିନ୍ତୁ ଏରପରି ତାର ପିତାମାତା ତାକେ ଇହଦୀ, ଖୁମାନ ଇତ୍ତାନିତେ ପରିଗଞ୍ଜ କରେ ।—(କୁରାତୁବୀ)

କିନ୍ତୁ : କୋରାମାନ ପାଇଁ ଏ ହଲେ ଯାନବ ଜାତିକେ ଦୁଇ ଦମେ ବିଭିନ୍ନ କରେହେ—
କାଫିର ଓ ମୁଁମିନ । ଏତେ ବୋଧା ଯାଇଯେ, ଆଦମ ସନ୍ତାନରୀ ସବଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟିଭ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ବିରେର
ସମସ୍ତ ଯାନ୍ସ ଏହି ଗୋଟିଏର ବାକିବର୍ଗ । ଏହି ପୋଷ୍ଟିଭ୍ୟୁଲ୍ କେହିକାରୀ ଏବଂ ଆଲାଦା ଦମେ ସ୍ଥିତିକାରୀ
ବିଷୟ ହଲେ ଏକମାତ୍ର କୁକର । ସେ ବାକି କାଫିର ହଲେ ଯାଇ, ସେ ଯାନ୍ସଗୋଟିଏ ଏହି ସମ୍ପର୍କକେ
ଛିମ କରେ । ଏଡାବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାନ୍ସରେ ଦଳାଦଳି ଏକମାତ୍ର ଝାମ ଓ କୁକରରେ ଡିଙ୍ଗିତେ ହତେ
ପାରେ । ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା, ବଂଶ, ପରିବାର ଓ ଦେଶ ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟ ଥେବେ କୋନାଟିଇ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏକେ
ବିଭିନ୍ନ ଦମେ ବିଭିନ୍ନ କରନ୍ତେ ପାରେ ନା । ଏକ ପିତାର ସନ୍ତାନରୀ ସମ୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଶହରେ ବସିବାରୁ କରେ
ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର କଥା ବଲେ ଅଥବା ତାଦେର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ରାପ ହୁଏ, ତବେ ତାରା ଆଲାଦା
ଆଲାଦା ଦମେ ହଲେ ଯାଇ ନା । ଏସବ ବିଭିନ୍ନତା ସମ୍ମେତ ତାରା ସବାଇ ପରାମର୍ଶରେ ଡାଇ ଡାଇ ଗଣ ହରି ।
କୋନ ବର୍ଜିମାନ ଯାନ୍ସ ତାଦେରକେ ବିଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟ ଦିତେ ପାରେ ନା ।

মূর্ত্তা সুপে বৎশ ও গোত্রের বিভেদকে জাতীয়তা ও দলাদলির ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এমনিভাবে দেশ ও মাতৃভূমির ভিত্তিতে কিছু দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে রসূল-জাহ্ (সা) এসব প্রতিমাকে ভেঙে দেন। তাঁর মতে মুসলিমান যে কোন দেশ, যে কোন ভূখণ্ড, যে কোন বর্ণ ও পরিবারের হোক, তারা এক পোষ্টীভূক্ত। কোরআন বলে: ﴿نَمَا الْمُتَّكِبُونَ﴾ ।

মুমিনগণ সবাই পরস্পরে ডাই ডাই। এমনিজাবে কাফির যে কোন দেশ
অথবা সম্প্রদামের হোক, তারা সবাই এক মিলাত ও এক জাতি।

কোরআন পাকের উপরোক্ত আয়াতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এতে সমগ্র আদম সন্তানকে মুমিন ও কাফির—এই দুই দলে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্ণ ও ভালার বিভেদকে কোরআন আরাহত তা'আবার অপার শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং মানবের জীবিকা সম্পর্কিত অনেক উপকার অর্জনের ভিত্তি হওয়ার কারণে একটি ঘৃণান অবদান আখ্যা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে মানব জাতির মধ্যে দলাদলি স্থলের উপায় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি।

ଈଯାନ ଓ କୁଫରେର କାରଣେ ଦୁଇ ଜାତିର ବିଭେଦ ଏକଟି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଶ୍ୱରେର ଉପର ଡିତି-ଶୀଘ୍ର । କେମନା ଈଯାନ ଓ କୁଫର ଉଭ୍ୟଙ୍କିଟିଇ ମାନସେର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବାପାର । କେଉଁ ଏକ ଜାତୀୟତା

6

يُوقَ شَهَنْفِرِيهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُغْلُوْنَ إِنْ تُعْرِضُوا اللَّهَ
 قَرْضَنَا حَسَنًا يَضْرِبُونَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ سَكُونٌ حَلِيمٌ
 عِلْمُ الرَّعِيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

- (১১) আজাহ্‌র নির্দেশ বাতিলেরকে কোন বিপদ জাসে না এবং যে আজাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সহ গথ প্রদর্শন করেন। আজাহ্‌, সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।
- (১২) তোমরা আজাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পেটোছিলে দেওয়া। (১৩) আজাহ্‌, তিনি ব্যাচ্ছীত কোন মারুদ নেই। অতএব মু'যিনবথ আজাহ্‌র উপর ঢরসা করতেক।
- (১৪) হে মু'যিনবথ, তোমাদের কোন ক্ষী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দৃশ্যমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আজাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৫) তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা-যুক্ত। আর আজাহ্‌র কাছে রয়েছে যত্নপূরকতা। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধা আজাহ্‌কে কর কর, ওম, আনুগত্য কর এবং বাস কর। এটা তোমাদের জন্ম কলাণকর। ধারা যনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আজাহ্‌কে উভয় রূপ দান কর, তিনি তোমাদের জন্ম তা বিপণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আজাহ্‌ শুণ্ঠাহী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অসুশোর জানী, পরাক্রান্ত, প্রজাপতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কৃকৃত যেমন পরকালীন সাক্ষম্যের পথে পুরাপুরি বাধা, তেমনি ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, জ্ঞান ইত্যাদিতে শশভূত হয়ে আজাহ্‌র আদেশ পানেন ঝুঁটি করাও এক পর্যায়ে পরকালীন সাক্ষম্যের পথে বাধা। তাই বিপদাপদে একাপ যনে করা উচিত যে,) কোন বিপদ আজাহ্‌র আদেশ বাতিলেরকে আসে না। (এরাপ মনে করে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করা উচিত)। যে বাস্তি আজাহ্‌র প্রতি (পূর্ব) বিশ্বাস রাখে, তিনি তার অন্তরকে (সবর ও সন্তুষ্টির) পথ প্রদর্শন করেন। আজাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সম্যক তাত। (কে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করল, কে করল না, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে তদন্ত্যায়ী প্রতিদান ও ধাস্তি দেন। সার কথা এই যে, বিপদাপদসহ প্রত্যেক ব্যাপারে) আজাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূল (সা)-এর আনুগত্য কর। যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (যনে রেখ,) আমার রসূল (সা)-এর দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পেটোছিলে দেওয়া। (এই দায়িত্ব তিনি সুস্পর্শভাবে পান করেছেন। তাই তাঁর কোন ক্ষতি হবে না—ক্ষতি তোমাদেরই হবে। আজাহ্‌র ক্ষতি হওয়ার কোন সন্তা-ধনাই নেই, তাই এখানে তা বর্ণনা করা হয়নি। তোমাদের এবং বিশেষভাবে বিপদগ্রস্তদের এরাপ মনে করা উচিত যে,) তোমাদের কোন ক্ষী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের (ধর্মের)

দৃশ্যমন (যদি তারা নিজেদের ইহলৌকিক উপকারের জন্য এখন বিষয়ের আদেশ করে, যাতে তোমাদের পারলৌকিক অভিষ্ঠ আছে ।) অতএব তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক (এবং তাদের উজ্জ্বল আদেশ পালনে বিবরণ থাক) । যদি (তোমরা এরপ করুমায়েশের কারণে রাগ করে তাদের প্রতি বক্তোরতা কর এবং তারা ক্ষমা চেয়ে শওবা করে নেয়, তবে এরপর যদি) তোমরা (তাদের তখনকার ছুটি) মার্জনা কর (অর্থাৎ শাস্তি না দাও), উপেক্ষা কর (অর্থাৎ বেশী তিনুকার না কর) এবং ক্ষমা কর (অর্থাৎ তা মনে ও মুখে ভুলে দাও) তবে আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের গোনাহের জন্য) ক্ষমাশীল, (তোমাদের অবস্থার প্রতি) করুণাময় । (এতে ক্ষমা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে । শাস্তি দিলে নিভৌক হয়ে যাওয়ার প্রবল সন্তানবন্ধ থাকলে ক্ষমা করা ওয়াজিব হয়ে যায় । কোন কোন সময় ক্ষমা করা মৌস্তাহব । অতঃগর ধনসম্পদ সম্পর্কে সন্তান-সন্ততির নায় বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে ।) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাস্তরপ । (উদ্দেশ্য এটা দেখা যে, কে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্‌কে ভুলে যায় এবং কে স্মরণ রাখে । যে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে, তার জন্য ।) আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরুষকার । অতএব (এসব কথা শুনে) তোমরা যথা�-সাধ্য আল্লাহ্‌কে ডয় কর, (তার আদেশ-নিমিত্ত) শুন, আনুগত্য কর এবং (বিশেষভাবে যেখানে বায় করতে বলা হয়েছে, সেখানে) ব্যয় কর । এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে । (সন্তবত এটা সুরক্ষিত বলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে ।) যারা মনের লালসা থেকে মুক্ত, তারাই (পরকালে) সফলাবর্গম । (অতঃগর এই সফলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে,) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম (আল্লারিকতাপূর্ণ) ঘণ্টান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা বিশুণ করেন দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন । আল্লাহ্ গুণগ্রাহী (সৎকর্ম প্রাপ্ত করেন এবং) সহনশীল (গোনাহ্ করলে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না) । তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরা-ক্রান্ত, প্রভায় । (حكيمْ مِنْ يَهُد قلبَهُ — পর্যবেক্ষণ সুরার বিষয়বস্তুর কারণ স্বরূপ) ।

আনুষঙ্গিক তাত্ত্ব বিষয়

— مَا بِ مِنْ مُمْبَدَأٌ لَا بِذِنِ اللَّهِ وَمَنْ يُرِيْ مِنْ بِاللَّهِ يَهُدِ قَلْبَهُ —

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুমতি বাতিলেকে কারও উপর কোন বিপদ আসে না এবং যে বাতিল আল্লাহ্‌র প্রতি বিবাস রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা'র অনুরক্তে সংপথ প্রদর্শন করেন । এটা অনন্তীকার্য সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা'র অনুমতি ও ইচ্ছা বাতিলেকে বেঁচাও সামান্যতম ব্রহ্মণ নড়াচড়া করতে পারে না । আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না । কিন্তু যে বাতিল আল্লাহ্ ও শক্তদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে তার জন্য কোন হিঁরাতা ও শাস্তির উপকরণ থাকে না । সে বিপদ দুরীকরণের উদ্দেশ্যে হাইতাপ ও ছটকট করতে থাকে । এর বিপরীতে তক্ষদীরে বিশ্বাসী মু'মিনের অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা' ও বিষয়ে হিঁর বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিন্তু হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা'র অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে । যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত হিল, কেউ একে উলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত রয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকাই অবধারিত ছিল । তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার

শব্দটি لبّاب এ ব্যবহৃত হয় এবং যত ও বুদ্ধির লোকসান জাপন করার জন্য সহজে থেকে ব্যবহৃত হয়। **شغاف** শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরঙ্গ কাজের জন্য বলা হয় অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে। কিন্তু আয়াতে একত্রফো লোকসান প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। এই শব্দের এই ব্যবহারও খাত ও সুবিদিত। কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার কারণ এই যে, সহীহ হাদীসে আছে, আঞ্চাহ তা'আলা প্রতোক মানুষের জন্য পরকানে দুইটি গৃহ নির্মাণ করেছেন—একটি আহামামে অপরাটি জাপাতে। জাপাতে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে, যা ঈমান ও সৎকর্মের অবর্তমানে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, যাতে সেই গৃহ দেখার পর জাপাতের পুরের যথার্থ কদর তাদের অন্তরে সংগঠিত হয় এবং তারা আঞ্চাহ তা'আলার অধিক কৃতজ্ঞ হয়। এমনিভাবে জাহানামীদেরকে জাহানামে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে যা ঈমান ও সৎকর্ম বর্তমান থাকলে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল যাতে তাদের পরিত্বাপ আরও বাঢ়ে। জাহানামে জাপাতৌদের যেসব গৃহ ছিল, সেগুলোও জাহানামীদের ভাগে পড়বে। পক্ষান্তরে কাফির, পাপাচারী ও হতজাগাদের যেসব গৃহ জাপাতে ছিল, সেগুলোও জাপাতৌদের অধিকারে চলে যাবে। তখন জাহানামীরা তাদের জাভ-লোকসান সত্তি সত্তি অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, তারা কি ছাড়ল এবং কি পেল। এসব রেওয়ায়েত বুধারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগুলো বিভিন্ন ভাষায় বলিত আছে।

মুসলিম, তিরিয়ে ইত্যাদি প্রচ্ছে হয়রত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বলিত আছে রসূলুল্লাহ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা জান, নিঃস্ব কে ? সাহাবায়ে কিরাম আরু করলেন : যার কাছে ধন-সম্পদ নেই, আমরা তাকে নিঃস্ব মনে করি। তিনি বললেন : আমার উচ্চতের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোষ্যা, যাকাত ইত্যাদির পুঁজি নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল, কাউকে প্রাহার কিংবা হত্যা করেছিল এবং কারও ধন-সম্পদ আস্তুসাং করেছিল, হালের মাঠে তারা সবাই উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ দাবী পেশ করবে। কেউ তার নামায নিয়ে যাবে, কেউ রোষ্যা, কেউ যাকাত এবং কেউ অন্যান্য সৎকর্ম নিয়ে যাবে। যখন তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তার হাতে উৎপৌর্ণিত লোকদের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রাপ্য চুকানো হবে। এর পরিণতিতে সে জাহানামে নিশ্চিপ্ত হবে।

বুধারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীয় (সা) বলেন : যে ব্যক্তির কাছে কারও কেোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে যুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুনা কিয়ামতের দিন দিয়েছাম ও দীনার থ করবে না। কারও বেগেন দাবী থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেমে পাওনাদারের পোনাহ্ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।—(মায়হারী)

হয়রত ইবনে আকবাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণগুলি বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফির,

গাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না ; এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়। আমরা দাবি আরও বেশী সৎকর্ম করতাম, তবে জীবন্তের সুউচ্চ শর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্য পরিত্বাপ করবে, যা অহঝা বায় করবে। হাদিসে আছে :

مِنْ جَلْسِ مُجْلِسٍ
—لَمْ يُذْكُرْ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُصْلِحَةٍ حَسْرٌ ۖ بِوْمَ الْقِبَابِ مَعَهُ
বাসে এবং সমষ্ট মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ না করে, কিয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিত্বাপের কারণ হবে।

কুরআনীতে আছে প্রত্যেক মু'মিনও সেদিন সৎকর্ম ছুটির কারণে দীর্ঘ লোকসান অনুভব করবে। সুরা অরিয়মে কিয়ামতের নাম **بِوْمَ الْحَسْرِ** পরিত্বাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তাই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে।

—وَأَنْذِرْهُمْ بِوْمَ التَّحْسِرِ إِذْ قُنْصِيَ الْأَمْرُ ۖ

কুহল মা'আনীতে এই আল্লাতের তফসীরে বলা হয়েছে, সেদিন জালিয়া ও মৃক্ষয়ীরা তাদের ছুটি-বিছুতির জন্য পরিত্বাপ করবে এবং কর্মকে অধিকতর সুন্দর করতে সচেষ্ট হয়নি— এখন সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও পরিত্বাপ করবে। এভাবে কিয়ামতের দিন সবাই মিজ বিজ ছুটির কারণে অনুভূত হবে এবং কর্ম আমল করার কারণে লোকসান অনুভব করবে। তাই একে লোকসান দিবস বলা হয়েছে।

مَا أَصَابَ مِنْ مُحْسِنَةٍ إِلَّا يَرَدُنِي اللَّهُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِإِلَهٍ يُعْصِي
 قَلْبَهُ وَاللَّهُ يُكَلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ۚ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ
 فَإِنْ تَوَلَّنَمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ رَسُولُنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۖ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 إِنَّمَا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادُكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۖ وَإِنْ تَعْفُوا
 وَتَضْعِفُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ
 أَدْكُمْ فِتْنَةٌ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
 أَنْتُمْ تَكُونُونَ ۖ وَمَنْ مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَعْمَلْ مَا شَاءَ فَإِنَّمَا
 أَنْتُمْ مُشْفَعُونَ ۖ وَأَطْبِعُوا وَأَنْفَقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۖ وَمَنْ

ত্যাগ করে অন্য জাতীয়তা অবস্থান করতে চাইলে অতি সহজেই তা করতে পারে অর্থাৎ নিজের বিশ্বাস ও যত্নাদ পরিবর্তন করে অন্য দলে শামিল হতে পারে। এর বিপরীতে বৎস, পরিযার, বর্ষ, জাহা ও দেশ কোন মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। কেউ নিজের বৎস ও বর্ষ পরিবর্তন করতে পারে না। জাহা ও দেশ যদিও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু যেসব জাতি জাহা ও দেশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তারা জাতীয়ত অন্য জাহাজাহী ও অন্য দেশের অধিবাসীকে নিজেদের মধ্যে সাদরে প্রহপ করতে সম্মত হয় না, যদিও সে তাদের জাহা বলতে শুরু করে এবং তাদের দেশে বসবাস অবস্থান করে।

এই ইসলামী গোষ্ঠী ও ঈমানী জ্ঞাতৃষ্ঠাই অভিনন্দনের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের এবং কৃষকায়, বেতকায়, আরব ও আজমে অসংখ্য বাসিকে এক সুভাষ প্রথিত করে দিয়েছিল। এই শক্তির মুকাবিলা বিশেষ জাতিসমূহ করতে পারেনি। তাই তারা সেই প্রতিমানগুলোকে পুনরায় জীবিত করার প্রয়াস পেল, রেঙ্গোলোকে রসূলুল্লাহ (সা) খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের মহান এক শক্তিকে দেশ, জাহা, বর্ষ, বৎস ও পরিবারের বিভিন্ন অন্তে বিভক্ত করে তাদেরকে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিল। এভাবে শরুদের হীন ঘনোস্তুতি চরিতার্থ করার জন্য শয়দান পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ এরই অন্ত পরিণতি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচ্য ও প্রাচীটোর যে মুসলমান একদা এক জাতি ও এক প্রাণ ছিল, তারা এখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিকল্পে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। অপরদলকে শয়তানী শক্তিগুলো পারস্পরিক যতবিরোধ সত্ত্বেও মুসলমানদের মুকাবিলায় এক জাতিই প্রতীরমান হয়।

وَصَوْرَكُمْ فِي حَسْنٍ صَوْرَكُمْ—তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন,

অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দরী করেছেন। আকৃতি তৈরী করা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্তার বিশেষ গুণ। এজনাই আরাহত মামসমুহের মধ্যে ১০০০ অর্থাৎ আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, স্তুপ জগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে জাতো বিভিন্ন বাসি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে আপ থায় না। একই মানব শ্রেণীর মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্ন-তার কারণে এবং বৎস ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক বাসির মুখ্যবস্থ অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিচ্যন্তকর কারিগরি ও ডাকার্ষ দেখে ভানুকি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গইকির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেহা কঠিন হয়। আলোচ-

فَا حَسْنَ صَوْرَكُمْ

অর্থাৎ তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র স্তুপ জগত ও স্তুপ জীবের আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর

ও সুস্থম করেছেন। কোন মানুষ তার দলের মধ্যে অতই কৃৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্মের আকৃতির তুলনায় সে-ও সুন্তো।

فَقَالُوا إِنَّمَا يَهُدُونَا بَشَرٌ——সম্ভাব্য একবচন হলেও বহুচলের অর্থ দেয়।

তাই ۱۴۵۲ বহুচন ক্রিয়াপদ তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুয়াত ও রিসালতের পরিপন্থী মনে করাও কাফিরদের একটি অলৌক ধারণা ছিল। কোরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খন্দন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এখন দেখা যায়, যারা মর্মী করীম (সা)-এর মানবত্ব অঙ্গীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কেন্দ্র পথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুয়াতেরও পরিপন্থী নয় এবং রিসালতের উচ্চমর্যাদার প্রতিকূলে নয়। রসূল (সা) নূর হলেও ঘানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরিখে বিচার করা ভুল।

فَإِنَّمَا يَبْلُغُهُ وَرَسُولُهُ وَالنُّورُ وَالذِي أَنْزَلَ—(বিসাস স্থাপন কর

আল্লাহ'র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি আবিষ্কার করেছি)। এখানে নূর বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ এই যে, সে নির্জেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের যাথেমে আল্লাহ' তা'আলা'র সন্তুষ্টি ও অস্তিত্বের কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং পরাজগতের সঠিক তথ্যাবলী উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানবের জন্য জরুরী।

لِيَوْمِ الْجَمِيعِ—**يَوْمُ التَّقَابِ**—**لِيَوْمِ الْجَمِيعِ**—যদিন আল্লাহ' তোমাদেরকে একত্র করবেন একত্র করার

দিবস। এই দিনটি হবে মোকসামের। **يَوْمُ التَّقَابِ**—**لِيَوْمِ الْجَمِيعِ** একত্ত্ব হওয়ার দিবস ও

মোকসামের দিবস—এই উভয়টি কিয়ামতের নাম। একত্ত্ব হওয়ার দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্য একত্র করা হবে। পক্ষান্তরে **يَوْمُ التَّقَابِ** শব্দটি থেকে ব্যুৎপত্তি। এর অর্থ মোকসাম। আধিক মোকসাম এবং মত ও বৃদ্ধির মোকসাম উভয়কে **يَوْمُ التَّقَابِ** বলা হয়। ইমাম রামিদ ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কোরআনে বলেনঃ আধিক মোকসাম জ্ঞাপন করার জন্য এই

সাধা করতও ছিল না। এই ইবান ও বিশাসের ফলে পরাকাতের সওয়াবের উয়াদাও তার সামনে থাকে, যশ্বারা সুনিয়ার হাত্তম বিগদগু সহজ হয়ে যায়।

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا نَ أَزَّ وَاجْكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاخْذُرُوهُمْ

—অর্থাৎ মুসলিমানগণ, তোমাদের কৃতক স্তু ও সন্তান-সন্তি তোমাদের শত্রু। তাদের অনিষ্ট থেকে আস্তরক্ত কর। তিনিয়িয়ী, হাকেম প্রমুখ হয়রত ইবনে আবাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলিমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর যত্নায় ইসলাম প্রচল করে যদীনায় রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে হিজরত করে চলে যেতে যনস্তু করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়।

—(রাহম-মা'আনী)

এটা তথ্যকার কথা, যখন যত্ন থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলিমানের উপর করয় ছিল। আলোচা আয়াতে এরাপ স্তু ও সন্তান-সন্তিকে মানুষের শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আস্তরক্ত করার ক্ষেত্রে আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, তার চাইতে বড় শত্রু মানুষের কেউ হতে পারে না, যে তাকে চিরকালীন আয়াব ও আহারামের অধিতে লিপ্ত করে দেয়।

হয়রত আতা ইবনে আবু রাবাহ (রা) বর্ণনা করেন, এই আয়াত আওক্ফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি যদীনায় হিজেবে এবং যখনই কোন যুক্ত ও জিহাদের সুযোগ আসত, তিনি তাতে যোগদান করার ইচ্ছা করতেন। কিন্তু তাঁর স্তু ও সন্তানরা এই বলে ফরিয়াদ শুন করে দিত : আমাদেরকে কার কাছে ছেড়ে যাবে ? তিনি তাদের ফরিয়াদে প্রতাবাণিত হয়ে সংকল্প ত্যাগ করতেন।—(ইবনে কাসীর)

উপরোক্ত উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। উভয় ঘটনা আয়াত অব-তরঙ্গের কারণ হতে পারে। কেননা, হিজরত হোক কিংবা জিহাদ, যে স্তু ও সন্তান আলাহ'র করয পাইনে বাধা সাধে, তারা শত্রু।

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفِحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ—পূর্ববর্তী আয়াতে

যাদের স্তু ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের কুল বুঝতে পেরে ডবি-শ্যাতে স্তু ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আরাতের এই অংশে বলা হয়েছে : যদিও এই স্তু ও সন্তানরা তোমাদের জন্য শত্রুর নাম কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ফরয পাইনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসন্ত্তেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দল ব্যবহার করো না, বরং যার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্য কঢ়াপ-কর। কেননা, আলাহ' তা'আলার অ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহ্মার স্তু ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কছেস করা ও বিবেষ রাখা অনুচিত ; আলিমগণ আলোচা আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী ক্ষাজ করে ফেলেন্তেও তার সাথে সম্পর্কছেস করা, তার প্রতি বিবেষ রাখা ও তার জন্য বদসোয়া করা উচিত নয়।—(রাহম-মা'আনী)

فَتَنَّهُ—إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَآدُودُكُمْ فِتَنَّهُ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই হ্যে, ধনসম্পদ ও সত্ত্বান-সম্পত্তির যাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের পরীক্ষা নেন হ্যে, এ সবের মহক্ষতে জিপ্ত হয়ে সে আল্লাহ্ র বিধানাবলীকে উপেক্ষা নহ্যে না, মহক্ষতকে ইধাসীয়ার রেখে স্থীর কর্তব্য পাইন সচেষ্ট হ্যে।

ধনসম্পদ সত্ত্বান-সম্পত্তি মানুষের জন্য বিভাটি পরীক্ষা : সত্ত্ব বলতে কি ধন-সম্পদ ও সত্ত্বান-সম্পত্তির মহক্ষত মানুষের জন্য একটি অশ্বিপরীক্ষা। মানুষ অধিকাংশ সময় তাদের মহক্ষতের কার্যপেই গোনাহে—বিশেষত আবেধ—উপার্জনে জিপ্ত হ্যে। হাদৌসে আছে, কিরামতের দিন এমন এক বাজিকে উপস্থিত করা হ্যে, যাকে দেখে অনোরা বলবে :
 كُلْ حَمْدًا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَاتِ । অর্থাৎ তার পুণ্যগ্রন্থেকে তার পরিজনেরা খেয়ে ফেলেহে।
 —(রহম-মা'আনী) এক হাদৌসে রসূলে করীম (সা) সন্তানদের সম্পর্কে বলেন : مُبِينٌ مُّبِينٌ
 مُبِينٌ مُّبِينٌ
 অর্থাৎ সত্ত্বান-সম্পত্তি হচ্ছে মানুষের কৃপণতা ও কাপুরুষতার কৃণ। তাদের মহক্ষতের কার্যে মানুষ আল্লাহ্ পথে টাকা-পয়সা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদেরই মহক্ষতের কার্যে জিহাদে যোগদান করা থেকে গা বাঁচিয়ে চলে।” জনৈক পূর্ববর্তী বৃষ্টুর্গ বলেন : الْعِيَالُ سُوسُ الْطَّاعَاتِ । অর্থাৎ পরিবার-পরিজন মানুষের পুণ্য-সমূহের জন্য ঘুণ বিশেষ। ঘুণ যেমন শস্যকে খেয়ে ফেলে, তেমনি পরিবার-পরিজনও মানুষের পুণ্যসমূহকে খেয়ে নিঃশেষ কার দেব।

أَنْقُوا اللَّهَ هَنَّ تَعَالَى—فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا مَا । سَتَطْعَمُ

কর। এর আগে কোরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল : أَنْقُوا اللَّهَ هَنَّ تَعَالَى
 অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবারে করামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হ্যে। কারণ, আল্লাহ্ প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করার সাধা কার আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচা আয়াত অবতীর্ণ হ্যে। এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোন কিন্তু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়া ও সাধান্যায়ী ওয়াজিব বুঝতে হ্যে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহ্ প্রাপ্য আদায় হ্যে যাবে।—(রহম-মা'আনী—সংক্ষেপিত)

বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এরপর তাকীদের জন্য বলা হচ্ছে :) এটা (অর্থাৎ যা বিলি হজ) আজ্ঞাহৃত নির্মেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাশিল করেছেন। যে বাতিল (এসব ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও) আজ্ঞাহৃতকে কর করে, আজ্ঞাহৃত তার পাপ মোচন করেন (যা সর্বব্রহ্ম বিপদযুক্তি) এবং তাকে মহাপুরুষকার দেন (যা সর্বব্রহ্ম উপকার জাত)। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তদের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে : অর্থাৎ ইন্দ্রতে তৌদের আরও অধিকার আছে। তা এই যে (তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুশীলন যোগ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরাপ গৃহ দাও। (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তকে ইন্দ্রতে বাসগ্রহ দেওয়াও ওয়াজিব তবে বাইন তালাকে উভয়ের এক গৃহে নির্জনবাস জাহৈয় নয়; বরং উভয়ের যথে অস্তরান থাকা অক্ষয়ী)। তাদেরকে কল্প দিয়ে (বাসগ্রহের ব্যাপারে) সংকটাপন্ন করো না (উদাহরণত এমন কিছু করো না, যাতে সে উভ্যক্ত হয়ে বের হয়ে যায়)। যদি তালাক-প্রাপ্তারা গৰ্জবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যবেক্ষ তাদের (পানাহারের) বায়ুভার বহন করবে। (গৰ্জবতী নয় — এমন তৌদের বিধান একাপ নয়। তাদের ভরণ-পোষণের যোগাদ তিন হায়ে অথবা তিন মাস। এসব বিধান ইন্দ্রত সম্পর্কে বলিত হল। ইন্দ্রতের পর) যদি তারা (গুর্ব থেকে সন্তানগুয়ালী হোক কিংবা সন্তান প্রসবের পর ইন্দ্রত শেষ হোক) তোমাদের সন্তানদেরকে (পারিপ্রয়োগের বিনিময়ে) সন্তানাদান করে তবে তাদেরকে (বিধানিত) পারিপ্রয়োগ দেবে এবং (পারিপ্রয়োগ সম্ভারক) পরস্পরে সংযুক্তভাবে পরায়ণ করবে। (অর্থাৎ তৌবেশী দাবী করবে না যে, যারী অন্য ধৰ্তী খোজ করতে বাধ্য হয় এবং যারীও এত কম পারিপ্রয়োগ দিতে চাইবে না, যাতে তৌর কাজ না চলে। বরং উভয়ই যথাসন্তু চেষ্টা করবে, যাতে মাতাই সন্তানকে সন্তানাদান করে। এটা সন্তানের জন্য বেশী উপকারী) তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী সন্তানাদান করবে। (অর্থাৎ তখন অন্য নারী খুঁজে নাও—মাতাকে বাধ্য করো না এবং পিতাকেও না। এই অবরসূচক বাকে পুরুষকে অর্থ পারিপ্রয়োগ দিতে চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, কোন-না-কোন নারী তো সন্তানাদান করবে এবং সে-ও সন্তুষ্ট কম পারিপ্রয়োগ মেবে না। এমতাব্যায় মাতাকেই কম দিতে চাও কেন? তৌকেও বেশী পারিপ্রয়োগ চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, তুঁয়ি সন্তানাদান না করলে অন্য কেউ সন্তানাদান করবে। দুনিয়াতে তুমিই তো একা নও যে, এত বেশী পারিপ্রয়োগ দাবী কর। অতঃপর সন্তানের ভরণ-পোষণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে :) বিস্তৃতালী বাতিল তার বিত্ত অনুশীলন (সন্তানের জন্য) ব্যায় করবে। যার আয়দানী কম সে আজ্ঞাহৃত যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। (অর্থাৎ গরীব বাতিল গরীবানা যাতে ব্যয় করবে। কেননা) আজ্ঞাহৃত যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষ বেশী ব্যয় কর্মার আদেশ কাউকে করেন না। (গরীব বাতিল যেন ভর না করে যে, ব্যয় করলে কিছুই থাকবে না; যেমন কেউ কেউ এই ভয়ে সন্তানকে ছত্য করে দেয়। তাই ইরশাদ হচ্ছে :) আজ্ঞাহৃত তালা কল্পের পর সুখ দেবেন (যদিও তা প্রয়োজন ঘাফিকই হয়)। এর অনুরূপ অন্য আয়াতে আছে :)

وَ لَا كُمْ وَ لَمْ
خَشِّعَةٌ إِلَّا قُنْ تَحْنُ فَرْزَقْهُمْ وَ إِيَّاهُمْ

আনুষঙ্গিক ভাষণ বিষয়

বিবাহ ও তাজাকের শরীরতসম্বন্ধ অর্পণা ও প্রজাতিতিক ব্যবহাৰ : সুরা বাকা-
কান তফসীলে এই শিরোনামেই এ বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে দেখে
মেওয়া উচিত। সংজ্ঞে তা এই যে, বিবাহ ও তাজাকের ব্যাপারটি প্রত্যোক ধৰ্মে বেচাকেনা
ও ইজারার ন্যায় সাধারণ জেনদেন নন যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ঘোষাবে ইচ্ছা কৰে
নেবে বৱৎ প্রত্যোক ধৰ্মাবলম্বী জোকই স্থৰপাতীকৰণ থেকে এ বিষয়ে একমত যে, এসব
ব্যাপার ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণে হিসেব পৰিষ্ঠ এবং ধৰ্মের নির্দেশানুযায়ীই এসব কাজ সম্পৰ্ক হওয়া
উচিত। কিন্তু ব্যাধানী ইহুদী ও কৃষ্ণন সম্প্রদায় তো একটি ঝৰ্ণা ধৰ্ম ও ঝৰ্ণী কিন্তুবের সাথে
সম্পর্কহৃত। তাতে শত শত পরিবৰ্তন সন্তোষ তারা আজও এসব ব্যাপারে কিন্তু ধৰ্মীয় বিধি-
বিধানের অনুসরণ কৰে। কাফিৰ ও মুসলিম সম্প্রদায় কোন ঝৰ্ণী কিন্তু ধৰ্মের
অধিকারী নন কিন্তু কোন-না-কোন প্রকাৰে আজ্ঞাহৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰে। ঘেৰন হিলু,
আৰ্দ্ধ, শিখ, অঞ্জিপূজারী, বক্ষজপূজারী সম্প্রদায়। তাৰাও বিবাহ ও তাজাকের ব্যাপারাদিকে
বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ জেনদেন মনে কৰে না। তাৰাও এসব ব্যাপারে কিন্তু
ধৰ্মীয় পথ ও আচাৰ-অনুষ্ঠান পাশমকে অপৰিহাৰ্য জান কৰে। ধৰ্মের এসব নীতি ও আচাৰ-
অনুষ্ঠান অনুযায়ীই সকল ধৰ্মাবলম্বী পারিবারিক আইন চালু থাকে।

কেবল মাণিক ও আজ্ঞাহৰ অধীকারকারী এক সম্প্রদায় আছে যারা আজ্ঞাহৰ ও ধৰ্মের
সাথেই সম্পর্কহৃত কৰে রাখেছে। তাৰা এসব ব্যাপারকেও ইজারার অনুৱাপ পাইল্পন্তি
সম্মতিক্রমে নিষেচ কৰে থাকে। বলা বাহ্য্য, এৱ মক্ষ্য তাদেৱ কামপ্ৰহৃতি চৱিতাৰ্থ কৰা
ছাড়া আৱ কিছুই নন। পরিতাপেৱ বিষয়, আজকাল বিষে এই যতবাদই ব্যাপক প্ৰসাৱ মাত্
কৰলাছে, যা মানুষকে অংশী-জানোয়াৰদেৱ কাতারে এনে দৌড় কৰিয়ে দিলাছে।

ইসলামী শরীৰত একটি অৱংসপূর্ণ ও পৰিষ্ঠ জীবনব্যবহাৰৰ নাম। এতে বিবাহকে
কেবল একটি জৈবনদেন ও তৃতীয় বৱৎ বৱৎ এক প্ৰকাৰ ইবাদতেৱ অৰ্পণা দান কৰা হয়েছে।
এই ইবাদতেৱ মধ্যে বিষম্প্রত্যোগী গৰ্জ থেকে মানবচৰিত্বে গচ্ছিত কামপ্ৰহৃতি চৱিতাৰ্থ কৰাৰ
উভয় ও পৰিষ্ঠ উপকৰণত রাখেছে এবং নাৰী ও পুৰুষেৱ দাঙ্গত্য জীবন সম্পৰ্কত বৎশৰজি
ও সত্তান পালনেৱ সুব্যবস্থা ও প্রজাতিতিক ব্যবহাৰ বিদ্যমান আছে।

বৈবাহিক ব্যাপারাদিৰ সঠিক পথে পৱিত্ৰ পৰিচালিত হওয়াৰ উপৱ সাধারণ মানবগোষ্ঠীৰ
সঠিক পথে পৱিত্ৰ পৰিচালিত হওয়া নিৰ্ভৰশীল। তাই কোৱারান পাক বৈবাহিক ও পারিবারিক
বিষয়াদিকে অনাসব বিষয় অপেক্ষা অধিক শুল্ক দান কৰেছেন। কোৱারান পাঠে গতীৱ
হোনিবেশকাৰী ব্যক্তি এটা প্ৰত্যক্ষ কৰবে যে, বিষেৱ অথনেতিক বিষয়াদিৰ মধ্যে সৰ্বাধিক
শুল্কপূৰ্ণ বিষয় হচ্ছে বাবসা-বালিজ্বা, শেয়াৰ-ইজারা ইত্যাদি। কোৱারান পাক এসব
বিষয়েৱ কেবল নীতিই ব্যক্ষ কৰেছে। এগুলোৱ শাখাগত ব্যাপারাদিৰ বৰ্ণনা কোৱারান
পাকে শুবই বিৱৰণ। কিন্তু কোৱারান পাক বিবাহ ও তাজাকেৱ শুধু মূলনীতি বৰ্ণনা কৰেই
কাছ হয়নি। বৱৎ এসবেৱ অধিকাৎ শাখাগত মাস-জালা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার আজ্ঞাহৰ
তাজাকেৱ কোৱারান পাকে মায়িজ কৰেছেন।

এসব মাস-জালা কোৱারানেৱ অধিকাৎ সুৱার বিচ্ছিন্নভাৱে এবং সুৱা নিসায় অধিক

সক্ষান প্রসর পর্যন্ত তাদের বাস্তবার বহন করবে। যদি তারা তোমদের স্তুতিনদেরকে স্তনামান করে, তবে তাদেরকে তাদের প্রাপ্তি পারিপ্রয়োগিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরম্পরার সংখ্যকারে সর্বামূল্য করবে। তোমরা যদি পরম্পরার জিদ কর, তবে অন্য নারী স্তনামান করবে। (৭) বিষ্ণুশালী বাস্তি তার বিষ্ণ অনুশালী বায় করবে। যে বাস্তি সৌন্দর্য পরিমাণে রিহিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ থা দিয়েছেন, তা থেকে বায় করবে। আল্লাহ্ থাকে থা দিয়েছেন, তদপেক্ষ অন্যী ব্যক্ত করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কল্পের পর সুখ দেবেন।

তুকসীরের সার-সংক্ষেপ

হে পঞ্চগঢ়র (সা)। (আপনি শোকদেরকে বলে দিন;) তোমরা যথন (এখন) ত্রী-দেরকে তালাক দিতে চাও, (যাদের সাথে নির্জনবাস হয়েছে)। বেনমা, এখন ত্রীদের সাথেই ইচ্ছতের বিধান সম্পূর্ণ; যেমন অন্য এক আবাদতে আছে: **شِمْ طَلَقْتُمُ هُنَّ مِنْ قَبْلِ**

(أَنْ تَهْسُلُنِي فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْ) তখন তাদেরকে ইচ্ছতকামের (অর্থাৎ হায়েবের) পূর্বে (অর্থাৎ পবিত্র থাকা অবস্থায়) তালাক দাও। (সহীহ হাদীস ধারা প্রমাণিত আছে যে, এই অবস্থায় তালাকের পূর্বে সহবাসও না হওয়া চাই)। এবং (তালাক দেওয়ার পর তোমরা) ইচ্ছতের হিসাব রাখ। (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী সবাই হিসাব রাখতে বলা হয়েছে)। তোমরা তোমদের পাননকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। (অর্থাৎ এসর অধ্যায়ে তাঁর বেসব বিধান রয়েছে, সেগুলো লংঘন করো না; উদাহরণগত এক দক্ষায় তিন তালাক দিয়ো না, হামেশ অবস্থায় তালাক দিয়ো না এবং ইচ্ছতকামে স্তৌদেরকে) তাদের (বসবাসের) গৃহ থেকে বহিকার করো না। (কারণ, তালাকপ্রাপ্তা স্তৌরও বিবাহিতা স্তৌর নায় বসবাসের অধিকার রয়েছে)। এবং তারাও যেন নিজেরা বের না হয় (কারণ, বসবাসের অধিকার কেবল আয়ী প্রদত্ত হক নয় যে, সে ইচ্ছা করলে তা রহিত হয়ে যাবে, বরং এটা শরীয়ত প্রদত্ত হক)। যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্মজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। (লিপ্ত হলে তা ডিঘ কথা)। উদাহরণগত তারা বাস্তিতার অথবা চৌর্য কর্তৃ কর্তৃ লিপ্ত হলে শাস্তিব্রহ্মণ বহিকার করা হবে। কোন কোন আভিয বলেন: কটুজায়িগী হলে এবং সার্বক্ষণিক কমহে লিপ্ত হলেও তাদেরকে বহিকার করা আবশ্যিক)। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। যে বাস্তি আল্লাহর বিধান লংঘন করে, (উদাহরণগত স্তৌকে গৃহ থেকে বহিকার করে দেয়) সে নিজেরই জন্তি করে অর্থাৎ গোনাহ গুর হয়। অতঃপর তালাকদাতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, বিভিন্ন তালাকের যথে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়াই উচ্চ। ইরশাদ হয়েছে: হে তালাক-দাতা! তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় (তোমদের অন্তরে সৃষ্টি) করে দেবেন (যেমন তালাকের জন্য অনুত্পত্ত হবে)। তখন প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হলে ক্ষতিপূরণ সহজ হবে)। অতঃপর তারা (অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা

ঞীরা) যখন তাদের ইদত্তকালে পৌছে (এবং ইদত্ত শেষ না হয়), তখন (তোমাদের দুর্বলত্য ক্ষমতা আছে, হয়) তাদেরকে যথোপযুক্ত পছাড় (প্রত্যাহার করত) বিবাহে রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পছাড় ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ ইদত্তের শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করবে না)। উদ্দেশ্য এই যে, তৃতীয় পথ অবলম্বন করবে না যে, রাখাও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইদত্ত দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে সৌর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রত্যাহার করে নেবে)। এবং (যাই কর, রাখ অথবা ছাড়, তার জন্ম) তোমাদের মধ্য থেকে দুজন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। [এটা মোস্তাহাব (হিদারা, নিহায়া) প্রত্যাহারের বেজায় এজনা সাক্ষী রাখতে হবে, যাতে ইদত্ত শেষ হওয়ার পর সৌর ক্ষিমত্ত ব্যতী না করে এবং ছেড়ে দেওয়ার বেজায় এজনা, যাতে নিজের যনই দৃশ্টিয়তে প্রযুক্ত না হয় এবং প্রত্যাহার করেছিল বলে যিথ্যাদা বীণা না করে বসে। হে সাক্ষিগণ, যদি সাক্ষী দানের প্রয়োজন হয়, তবে] তোমরা ঠিক ঠিক আঝাহুর উদ্দেশ্যে (কেন্দ্রীয় খাতির না করে) সাক্ষী দেবে। এতব্বারা যে ব্যক্তি আঝাহু ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। (উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বাসী ব্যক্তি ইউপদেশ দ্বারা জান্তবান হয়) নতুন উপদেশ সবার জন্য ব্যাপক। এখন উপরে নির্দেশিত তাকওয়ার কয়েকটি ফর্মীজ্ঞত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথম এই যে, ব্যক্তি আঝাহুকে ডয় করে, আঝাহু তা'আলা তার জন্ম (ক্ষমত্ব থেকে) নিজে নিজে সহজে হওয়ার প্রতিক্রিয়া কার্যোক্তারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। নতুনা তিনি সারা বিশ্বের জন্য যথেষ্ট। এই কার্যোক্তারও ব্যাপক—অনুভূত হোক কিংবা অননুভূত হোক। (কেননা) আঝাহু তা'আলা সৌর কাজ (ষেভাবে চান) পূর্ণ করে ছাড়েন। (এমনিভাবে কার্যোক্তারের সময়ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেননা) আঝাহু তা'আলা সবকিছুর জন্য একটা পরিযোগ (সৌন্দর্য ভানে) স্থির করে রেখেছেন। (তদনুযায়ী তা বাস্তবায়িত করাই প্রাপ্তিভিত্তি হয়ে থাকে। অতঃপর আবার বিধানাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ উপরে ইদত্ত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছিল। এখন বিস্তারিত বিবরণ এই যে) তোমাদের (তালাকপ্রাপ্তা) স্তুদের মধ্যে যারা (বেশী বয়স হওয়ার কারণে) খতুবতী হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের (ইদত্ত কি হবে, সে) ব্যাপারে তোমাদের সম্বেদ হলে (যেমন বাস্তবে সম্বেদ হয়েছিল এবং প্রথম উঠেছিল) তাদের ইদত্ত হবে তিন ঘাস। আর যারা এখনও হায়োবের বয়স পেরোচ্ছেনি, তাদেরও অনুরূপ (তিন ঘাস) ইদত্ত হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদত্তকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সন্তান পূর্ণাঙ্গ প্রসব হোক কিংবা অপূর্ণাঙ্গ) যদি কোন অজ এমনকি, একটি অঙ্গুলিও গঠিত হয়ে থাকে। তাকওয়া নিজেও একটি শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া উল্লিখিত পাথিব ব্যাপারের সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক ? ষেভাবে ইচ্ছা করে নিলেই চলবে। তাই অতঃপর আবার তাকওয়ার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে :) যে ব্যক্তি আঝাহুকে ডয় করে, আঝাহু তার প্রত্যেক কাজ সহজ করে দেব। (সেটা ইহকালের কাজ হোক কিংবা পরকালের

سورة الطلاق

সুরা তালাক

বঙ্গীনাস্থ অবতীর্ণ, ১২ আগস্ট, ২ মহু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا^۱
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَرَتَلَكَ حَدُودُ^۲
 اللَّهُ وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
 لَعْلَ اللَّهُ يُحِلِّاثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
 قَاتِلُوكُنَّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَنَهُ
 عَدْلٌ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَقَبَّلَ لَهُ
 مَغْرِبًا ۝ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَبِرُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 فَهُوَ حَسِيبٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ بِالْعِلْمِ أَمِيرٌ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
 قَدْرًا ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ الْمَجِিঞِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ ارْتَبَثْتُمْ فَوَلَّ
 ثَلَثَةَ أَشْهُرٍ ۝ وَاللَّهُ لَهُ يَعْصِنَ ۝ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
 أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضْعُفَنَ حَسَنَهُنَّ ۝ وَمَنْ يَتَقَبَّلَ لَهُ مِنْ
 أَمْرِهِ يُسْرًا ۝ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَقَبَّلَ لَهُ

يَكْفِرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمُ لَهُ أَجْرًا ① أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
سَكَنُوكُمْ ٖ وَجْدًا كُمْ وَلَا تُضْأَرُوهُنَّ لِتُخْتَقُوا عَلَيْهِنَّ ٖ وَلَنْ كُنَّ
أُولَئِكَ حَمِيلٌ فَإِنْ قُتُلُوكُمْ هَذِهِ يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ ٖ فَإِنْ أَرْغَبُوكُمْ لِكُمْ
فَأَنْتُمْ أَجْوَاهُنَّ ٖ وَأَتَيْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ٖ وَلَنْ تَعَاشُنُمْ
فَسَتُرْعِفُمْ لَهُ أُخْرَى ② لِتُنْفَقُ ذُو سَعْتِهِ ٖ وَمَنْ قُدَّارَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلَيُنْفِقْ مِمَّا أَنْتُمْ اللَّهُ أَنْفَسًا إِلَّا مَا أَنْتُمْ

سَيِّجَّلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ سِرًا ③

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আজ্ঞাহৰ মামে তরু

- (১) হে মৰী! তোমৰা যখন জীবেরকে তালাক দিতে চাও, যখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি সংক্ষা রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমৰা তোমাদের পাশমক্কার্তা আজ্ঞাহৰ কে ডয় করো। তাদেরকে তাদের পৃথ থেকে বহিকার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আজ্ঞাহৰ নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আজ্ঞাহৰ সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অবিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আজ্ঞাহৰ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (২) অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌছে তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পছাড়া রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পছাড়া হেতু দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য মোকাকে সাক্ষী রাখবে। তোমৰা আজ্ঞাহৰ উদ্দেশ্যে সাক্ষা দেবে। এতব্বারা যে ব্যক্তি আজ্ঞাহৰ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে আজ্ঞাহৰ কে ডয় করে, আজ্ঞাহৰ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। (৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত জারিগা থেকে রিখিক দেবেন। যে ব্যক্তি আজ্ঞাহৰ উপর ডরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আজ্ঞাহৰ কাজ পূর্ণ করবেনই। আজ্ঞাহৰ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ হিঁর করে রেখেছেন। (৪) তোমাদের জীবের মধ্যে ধাদের খতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর ধারা এখনও খতুব বয়সে পৌছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সভান প্রসব পর্যন্ত। যে আজ্ঞাহৰকে ডয় করে, আজ্ঞাহৰ তার কাজ সহজ করে দেব। (৫) এটা আজ্ঞাহৰ মিন্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি মাধ্যম করেছেন। যে আজ্ঞাহৰকে ডয় করে, আজ্ঞাহৰ তার পাপ ঝোঁটন করেন এবং তাকে যহাপুরজ্ঞার দেন। (৬) তোমৰা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বেরুগ পৃথে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সম্মত পৃথ দাও। তাদেরকে কল্প দিয়ে সংকটাগ্রহ করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে

বিজ্ঞানিত বিবরণসহ বিধিত হয়েছে। আমোচ্য 'সুরা তালাক' বিশেষভাবে তালাক, ইচ্ছত ইত্যাদিত বিধানাবলী আমোচিত হয়েছে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে একে 'সুরা নিসা সুগরা' অর্থাৎ 'ছোট সুরা নিসা' বলা হয়েছে।—(কুরতুবী)

ইসলামী মূলনীতির পতিধারা এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ইসলামী নীতি অনুযায়ী স্থাপিত বৈবাহিক সম্পর্ক অটল ও আজীবন স্থায়ী সম্পর্ক হতে হবে, সাতে উভয়ের ইহকাল ও পরকাল সংশ্লেষিত হয় এবং তাদের মধ্য থেকে জনপ্রাণকারী সজ্ঞান-সন্ততির কর্মধারা এবং চরিত্রও সংশ্লেষিত হয়। এ কারণেই বিবাহের ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি গদক্ষেপে ইসলামের দিকনির্দেশ এই যে, এই সম্পর্ককে সরল প্রকার ডিঙ্গাটা ও মন বস্তাক্ষি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যদি কোন সময় ডিঙ্গাটা হয়ে যায়, তবে তা নিরসনের জন্য পুরো-পুরি চেল্টা ইসলামে করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রচেল্টা সর্বেও যাবে এ সম্পর্ক ছিম করে দেওয়ার মধ্যেই উভয় পক্ষের জীবনের সাফল্য সৌম্যবজ্জ্বল হয়ে পড়ে। যেসব ধর্মে তাজা-কের বিধান নেই, সেগুলোতে এরাগ পরিচ্ছিতিতে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়ে এবং যাবে যাবে চরম কুফল সামনে আসে। তাই ইসলাম বিবাহ আইনের সাথে সাথে তালাকের বিধি-বিধানও নির্ধারিত করেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলেছে যে, তালাক আজ্ঞাহ তা'আলার কাছে খুবই ঘৃণার্থ অপছন্দনীয় কাজ। যথাসূচিত এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলিত রেওয়ায়তে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : হাজাজ বিষয়সমূহের মধ্যে আজ্ঞাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণার্থ বিষয় হচ্ছে তালাক। হয়রত আজ্ঞা (রা)-র বলিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

—قُرْ جَوْ وَ لَا تَطْلَقُوا فَإِنَّ الظَّلَاقَ يُهْتَزُ مِنْهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ— অর্থাৎ বিবাহ

কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, তালাকের কারণে আজ্ঞাহ আরশ কেঁপে উঠে। হয়রত আবু মুসা (রা)-র রেওয়ায়তে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কোন বাড়িচার ব্যাতিরেকে স্তুদেরকে তালাক দিও না। কারণ, যেসব পুরুষ ও নারী কেবল আদ আস্তাদান করে, আজ্ঞাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।—(কুরতুবী) হয়রত মুঘায় ইবনে জাবাল (রা) -এর রেওয়ায়তে রসূলে কর্মী (সা) বলেন : আজ্ঞাহ তা'আলা পৃথিবীতে যা কিন্তু সৃষ্টি করেছেন তত্ত্বে দাসদেরকে মুক্ত করা আজ্ঞাহ কাছে প্রিয় এবং পৃথিবীতে সৃষ্টি বিষয়াদিত মধ্যে তালাক সর্বাপেক্ষা ঘৃণার্থ ও অগুহনীয়।—(কুরতুবী)

সামাজিক ইসলাম যদিও তালাক দিতে উৎসাহিত করেনি বরং যথাসাধ্য বারপ করেছে কিন্তু কোন কোন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কঢ়িগ়ৱ বিধি-বিধানের অধীনে অনুমতি দিয়েছে। এসব বিধি-বিধানের সারমর্য এই যে, বৈবাহিক সম্পর্ক খতম করাই অপরিহার্য হলে তা সুস্মরণভাবে ও যথোপযুক্ত পছাড় নিষ্পত্ত হতে হবে—একে নিছক ঘনের বাল খিটানো ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার ধ্বনার পরিপন্থ করা হবে না। আমোচ্য সুরায় তালাকের বিধান শুরু করে প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'হে মৰ্বী' বলে সংৰোধন করা হয়েছে। ইয়ায় কুরতুবী (রা)-র বর্ণনা অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধান সকল উচ্চতরের জন্য ব্যাপক হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রেই এই সংৰোধন ব্যবহার হয়। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে কোন বিধান বিশেষভাবে রসূলের সজ্ঞার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, সেখানে 'হে রসূল' বলে সংৰোধন করা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ—বাকেয়ের দাবী হিল এই যে, এরপরেও একবচনের বিধান বর্ণনা

করা হত। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে **إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ**। বলা হয়েছে। এতে অত্যজ্ঞানে গ্রসুলুহ (সা)-কে সংজোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সংজোধন করার ঘণ্টে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এই বিধান বিশেষ-ডাক্তর আগমনির জন্ম নয়—সমষ্টি উচ্চমন্ত্রের জন্ম।

কেউ কেউ এ ঘণ্টে বাক্য উহু সাব্যস্ত করে এরাগ তক্ষণীয় করেছেন যে, হে নবী! আগমনি মু'মিনদেরকে বলে দিন যে, তারা বখন খ্রীদেরকে তাঙ্গাক দেয়, তখন থেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। তক্ষণীয়ের সার-সংজ্ঞেগে এই ব্যাখ্যাই প্রথগ করা হয়েছে। অতঃপর তাজাকের ক্রতিপর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। **فَطَلَقْتُمُ هُنَّ**—**প্রথম বিধান-**

تَهْنِ تَهْنِ—এর শাব্দিক অর্থ গথনা করা। খ্রীদের পরিভাষায় সেই সমস্তকালকে ইন্দত বলা হয়, যাতে জী এক জ্ঞানীয় বিবাহ থেকে বের হওয়ার পর বিভীষণ বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন স্বামীয় বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দুটি। এক, জ্ঞানীয় ইন্দতকাল হয়ে গেলে। এই ইন্দতকে ‘ইন্দত-গুকাত’ বলা হয়। পর্যবৃত্তী নয়—এমন যাহিদাদের জন্য এই ইন্দত চার মাস দশ দিন। সুই, বিবাহ থেকে বের হওয়ার বিভীষণ উপায় তাজাক। পর্যবৃত্তী নয়—এমন যাহিদাদের জন্য তাজাকের ইন্দত ইয়াম আবু হানীফা (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন হায়েব। ইয়াম শাকেহী (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তাজাকের ইন্দত তিন তোহুর (পবিত্রভাকাল)। সামুকথা, এর জন্য কোন দিন ও মাস নির্ধারিত নেই, বরং শত মাসে তিন হায়েব অথবা তিন তোহুর পূর্ণ হয়, তাই তাজাকের ইন্দত। হেসব নামীয় বাসের অবস্থা হেতু এখনও হায়েব হয় না অথবা বেশী বরস হওয়ার ফারপে হায়েব আসা বক হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গৰ্জবৃত্তী খ্রীদের ইন্দতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে গুকাতের ইন্দত ও তাজাকের ইন্দত একই রাগ। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, গ্রসুলুহ (সা) **لَعْدَ تَهْنِ**—**আজাতকে**

لَعْلَقَوْهُنْ—**করেছেন।** ইহুরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর

এক রেওয়ায়েতে **فِي قَبْلِ عَدْ تَهْنِ** ও এক রেওয়ায়েতে **لِقَبْلِ عَدْ تَهْنِ** বর্ণিত আছে।
—(জাহজ-মা'জানী)

বৃথারী ও যুসলিমের এক হাদীসে ইহরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্তৰীকে হায়েয় অবস্থার তালাক দিয়েছিলেন। ইহরত উমর (রা) একথা বল্লুল্লাহ্ (সা)-এর গোচরীভূত করার তিনি খুব নারাব হয়ে বললেন :

لَهُرَا جَعْهَا ثُمَّ يِمْكِنُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَعْوِضُ فَقَطْهُرَ فَإِنْ بَدَ اللَّهُ فَلِيُطْلَقُهَا
طَا هَرَا قَبْلَ أَنْ يَمْسِهَا فَتَلَقَ الْعَدَةُ الَّتِي أَمْرَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَطْلُبَ
بَهَا النِّسَاءُ -

তার উচিত হায়েয় অবস্থার তালাক প্রত্যাহার করে মেওয়া এবং স্তৰীকে বিবাহে রেখে দেওয়া। এই হায়েয় থেকে পরিষ্কৃত হওয়ার পর আবার অবস্থন স্তৰীর হায়েয় হবে এবং তা থেকে পরিষ্কৃত হবে, তখন স্বামী তালাক দিতেই চাই, তবে সহবাসের পূর্বে পরিষ্কৃত অবস্থার তালাক দিবে। এই ইন্দিতের আদেশই আল্লাহ্ তা'আলা (আলোচা) আয়াতটি দিয়েছেন।

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়—এক. হায়েয় অবস্থার তালাক দেওয়া হারায়। দুই. কেউ এমতোবস্থার তালাক দিলে সেই তালাক প্রত্যাহার করে মেওয়া ও স্বাজিব [যদি প্রত্যাহারযোগ তালাক হয়। ইবনে উমর (রা)-এর ঘটনায় তা পুরু পই ছিল]। তিনি যে তোহুরে তালাক দেবে, সেই তোহুরে স্তৰীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই। চাই-

أَفْطَلْقُرُ هُنْ لَعْدَ تَهْنِ آয়াতের তফসীর তাই।

উপরোক্ত কেনাতদর এবং হাদীসদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে পেছে যে, কেন স্তৰীকে তালাক দিতে হল ইন্দিত শুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আবিয় আবু হানিফা (র)-র মতে হায়েয় থেকে ইন্দিত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহুরে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, সেই তোহুরে সহবাস করবে না এবং তোহুরের স্থে তাগে হায়েয় আসার পূর্বে তালাক দেবে। ইমাম শাফেকী (র) প্রযুক্তের মতে ইন্দিত তোহুর থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহুরের শুরুতেই তালাক দেবে। ইন্দিত তিনি হায়েয় হবে, না তিনি তোহুর হবে—এই আলোচনা সুরী বাকারার

فَرِّجْ عَلَىٰ بَارِكَةِ كَبْرٍ

সারলিখা, এই আয়াত থেকে তালাক সম্পর্কে প্রথম সর্বসম্মত বিধান এই জানি গেল যে, হায়েয় অবস্থার তালাক দেওয়া হারায় এবং যে তোহুরে স্তৰীর সাথে সহবাস হয়েছে, সেই তোহুরে তালাক দেওয়াও হারায়। উক্ত ক্ষেত্রে হারায় হওয়ার কারণ হল স্তৰীর ইন্দিত সৌর্যায়িত হয়ে যাওয়া যা তার জন্য কল্পিত কর। কেননা, যে হায়েয়ে তালাক দেবে, সেই হায়েয় তো ইন্দিতে গম্য হবে না বরং হায়েয়ের দিনগুলো অতিবাহিত হবে। এরপর হানাফী মহাবাব অনুযায়ী গম্বুজী তোহুর ও অযথা অতিবাহিত হয়ে ছিলো হায়েয় থেকে ইন্দিতের গম্যতা শুরু হবে। এভাবে দীর্ঘদিন পর ইন্দিত শেষ হবে। শাফেকী মহাবাব অনুযায়ীও ইন্দিতের পূর্বে অতিবাহিত হায়েয়ের অবশিষ্ট দিনগুলো কমপক্ষে বেশী হবে। তালাকের এই প্রথম বিধানই দিকনির্দেশ

କରେ ଯେ, ତୋଳାକ କୋନ ଗ୍ରାମ ପିଟାନୋର ଅଥବା ପ୍ରତିଶୋଧ ଫଳଗେର ବିଷୟ ମର ଦରଂ ଏହା ଅପାରକ ଅବହୀନ ଉତ୍ତର ପକେନ ସୁଧ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାବରୁ। ତାଇ ତୋଳାକ ଦେଉଥାର ସମସ୍ତେଇ ଏକିକ ଥେବାଳ ଯାଥା ଜରୁରୀ ଯେ, ଜୌକେ ଯେଣ ଦୌର୍ଘ୍ୟଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଅତିବାହିତ କରାର ଅଛେତୁକ କଟକ ଡୋପ କରାତେ ନା ହୁଏ । ଏହି ବିଧାନ କେବଳ ମେଇ ଜୌଦେର ଅନ୍ୟ, ଯାଦେର ପକେ ହାରେସ ଅଥବା ତୋହର ଘାରା ଇନ୍ଦ୍ର ଅତିବାହିତ କରା ଜରୁରୀ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ସେ ଜୌର ସାଥେ ଏଥନ୍ତି ଆମୀର ନିର୍ଜନବାସେଇ ହସନି, ତାର ଯେହେତୁ କୋନ ଇନ୍ଦ୍ରଟି ନେଇ, ତାଇ ତାକେ ହାରେସ ଅବହୀନ ତୋଳାକ ଦେଉଥା ଆରେସ । ଏମନିଭାବେ ଯେସବ ଜୌର କର ବସ ଅଥବା ବେଳୀ ବସ ହେତୁ ହାରେସ ଆସେ ନା, ତୋଦେରକେ ସେ କୋନ ଅବହୀନ ଏମନିକି ସହବାସେର ପରେ ତୋଳାକ ଦେଉଥା ଆରେସ । କେବନା ତାଦେର ଇନ୍ଦ୍ର ମାସେର ହିସାବେ ତିନ ମାସ ହବେ । ପର୍ଯ୍ୟବୀ ଆମାତ୍ସମ୍ଭେ ଏକଥା ବଣିତ ହବେ ।—(ଯାମହାରୀ)

ହିତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ ହସ୍ତ । حَمَاءُ حَصَّا الْعَدَةُ । ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ପଥନୀ କମ୍ଳା ।

ଆଜ୍ଞାତେର ଅର୍ଥ ଏହି ସେ, ଇନ୍ଦରେ ଦିନଶୁଲୋ ମଧ୍ୟରେ ଶମରପ ରେଖୋ ଏବଂ ଇନ୍ଦର ଶେଷ ହେଉଥାର
ଆମେହି ଶେଷ ମନେ କରେ ନେବୁଥାର ଯତ୍ନ ଭୂମ କରୋ ନା । ଇନ୍ଦରେ ଦିନଶୁଲୋ ଶମରପ ରୀଖାର ଏହି
ଦାରିଦ୍ର ପୁରୁଷ ଓ ଶ୍ରୀ ଉତ୍ତମେର । କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାତେ ପୁରୁଷବାଚକ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଲେ । କେନନା,
ସାଧାରଣଭାବେ ମେସବ ବିଧାନ ପୁରୁଷ ଓ ଶ୍ରୀ ଉତ୍ତମେର ଯଥ୍ୟ ଅଭିମ, ମେଣ୍ଡଲୋର କେତେ ସାଧାରଣତ
ପୁରୁଷବାଚକ ପଦିଟି ବ୍ୟବହାର କରା ହର, ଶ୍ରୀରା ପ୍ରସରତ ତାତେ ଅଭିର୍ଭୁତ ଥାକେ । ଏହି ବିଶେଷ କେତେ
ତକ୍ଷୀରେର ସାର-ସଂକଳପେ ବନିତ ବିଶେଷ ରହଣ୍ୟ ଥାକାନ୍ତେ ପାରେ ସେ, ଶ୍ରୀରା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦନା,
ତାହିଁ ସାର୍ବାଦିର ପରମାଦେଶରକେଇ ଦାରିଦ୍ର ଦେଓଣା ହେଲେ ।

—**لَا تُنْهِرْ جَوْهَنْ مِنْ بَعْدِهِنْ وَلَا يَغْرِيْ جَنْ**— آर्थात् भूतीक विकास हमें

ଶ୍ରୀଦେବରକେ ତାଦେର ଗୁହ ଥେବେ ବିହିକାର କରୋ ନା । ଏଥାମେ ତାଦେର ଗୁହ ବଳେ ଇମିତ କରା
ହରେହ ସେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଦେର ସମ୍ବାସେର ହଙ୍କ ପୁରୁଷେର ନାମିହେ ଥାକେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହେ ତାଦେର
ଅଧିକାର ଆଛେ । ତାତେ ତାଦେର ସମ୍ବାସ ସହାଜ ରାଖା କୋଣ କୁପା ନମ୍ବ ସର୍ବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଦାୟ ।
ବସବାସେର ହଙ୍କତ୍ତେ ଶ୍ରୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହଙ୍କ । ଆଗ୍ରାତ ବାକ୍ତ କରେହ ସେ, ଏହି ହଙ୍କ କେବଳ ତାଲାକ
ଦିଲେହି ନିଃଶେଷ ହରେ ଯାଏ ନା ସର୍ବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେର ଦିନଶ୍ଵଲୋତେ ଏହି ଗୁହେ ସମ୍ବାସ କରାର ଅଧିକାର
ଶ୍ରୀର ଆଛେ । ଇନ୍ଦ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀକେ ଗୁହ ଥେବେ ବିହିକାର କରା ଭୁଲ୍ୟ ଓ ହାରାମ ।
ଏମନିକାବେ ଶ୍ରୀର ସେମହାଯ କେବେ ହରେ ଯାଓଯାଉ ହାରାମ, ଯଦିଓ ରାମୀ ଏଇ ଅନୁମତିଦେଇ । କେବଳନା,
ଏହି ଗୁହେହି ଇନ୍ଦ୍ରତ ଅଭିବାହିତ କରା ରାମୀରାଇ ହଙ୍କ ନମ୍ବ ଆଜାହରାଓ ହଙ୍କ, ସା ଇନ୍ଦ୍ରତ ପାରାନ-
କାର୍ତ୍ତ୍ତୀରୁ ଉପରୁ ଡରାଜିବ । ହାନାକ୍ଷୀ ଅସହାୟ ତାଇ ।

— ۱۔ آن یا توں بغا حصہ سپریمے تکمیلی ویڈیو میں دیکھیں۔

কারিগী জী কোন প্রকাশ নির্মাণ কাজে অভিত্ব হয়ে পড়লে তাকে সুহ থেকে বাহিকার করা হারাব নয়। এটা তুলীর বিধানের ব্যতিক্রম। প্রকাশ নির্মাণ কাজ বলে কি বোধানো হয়েছে, এ সমর্কে তিন প্রকার উচ্চ বণিত আছে।

এক. নির্বাচক কাজ বলে খোদ পৃহ থেকে বের হবে যাওয়াই বোবানো হয়েছে। এমতো-বহুর এটা সুশান্ত ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য পৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া নয় বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। উদাহরণত এরাপ বলা যে, এই কাজ করা কানুন উচিত নয় সেই বাতিল ব্যাতীল, যে অনুবাহুই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে পালি দিও না এটা ব্যাতীল যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধ্য হয়ে যাও। বলা বাইল, প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম করা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং বিভীজন দৃষ্টান্তে জননীর অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করা জন্য নয় বরং বিশিষ্ট উপরিতে তার আরও বেশী অবৈধতা ও যদ্য হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ এই হল যে, তাজাকপ্রাপ্তা তাঁরা তাদের আমীর পৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তাঁরা আলীমতাই মেলে উঠে ও বের হয়ে গড়ে। সুভুরাং এর অর্থ বের হবে যাওয়ার বৈধতা নয় বরং আরও বেশী নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রযোগ করা। নির্বাচক কাজের এই তৎক্ষেত্র হস্তরত আবদুল্লাহ ইবনে গুয়র (রা) সুন্দী, ইবনে মার্রেব, নাখুরী (রা) প্রমুখ থেকে বলিত আছে। ইমাম আয়ম আবু হানীফা (র) এই তৎক্ষেত্রে উৎক্ষেপণ করেছেন।—(ঝাল মা'আনী)

দুই. নির্বাচক কাজ বলে বাতিলার ব্যতিক্রম ব্যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ তাজাকপ্রাপ্তা সুই বাতিলার করালে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরীরতের শাপি প্রয়োগ করার জন্য অবলাই তাকে ইন্দ্রিয়ের পৃহ থেকে বের করা হবে। এই তৎক্ষেত্র হস্তরত কাতাদাহ, হাসান বজরী, শা'বী, যাসেন ইবনে আসলাম, বাহুক, ইকবিলিয়া (রা) প্রমুখ থেকে বলিত আছে। ইমাম আবু ইউসুফ এই তৎক্ষেত্রে উৎক্ষেপণ করেছেন।

তিনি. নির্বাচক কাজ বলে কটু কথাবার্তা, বাগড়া-বিবাদ বোবানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তাজাকপ্রাপ্তা সুইদেরকে তাদের পৃহ থেকে বহিকার করা আয়েম নয়। কিন্তু যদি তাঁরা কটুভাবে বাগড়াটে হয় এবং আমীর আগনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইন্দ্রিয়ের পৃহ থেকে বহিকার করা যাবে। এই তৎক্ষেত্র হস্তরত ইবনে আকবাস (রা) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বলিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হস্তরত উবাই ইবনে কাব' ও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর কেরাত এরাপ ^১ । এই শব্দের বাহিক অর্থ অলীজ কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তৎক্ষেত্রের পক্ষে সর্বোচ্চ পাওয়া যায়।—(ঝাল মা'আনী) এই অবস্থারও ব্যতিক্রম আকবিল অর্থে ধারবে।

এ পর্যন্ত তাজাক সম্পর্কে ঢারাটি বিধান বলিত হল। পরে আরও বিধান বলিত হবে। কিন্তু মাঝখানে বলিত বিধানসমূহের প্রতি জোর দেওয়া এবং বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিগৱ উপদেশ বাকের অবতৃপ্তি করা হচ্ছে। কেরানান পাকের বিশেষ পক্ষতি এই যে, প্রত্যেক বিধানের পর আজাহুর তর এবং পরবর্তীর চিঠা স্বরূপ করিয়ে বিকল্প-চরিতের পথ রূপ করা হব। এখানেও তাই করা হয়েছে। কেননা আমী-সুইর সম্পর্ক এবং পারস্পরিক প্রাপ্তি পূর্ণরূপে আদার করার ব্যবস্থা কোন আইনের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। আরাহতীতি ও পরকাল চিঠাই প্রকল্প উপায়।

وَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدُ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ - لَا تَدْرِي لِعْلَةً

—اللَّهُ يُعْلِمُ مَا بَعْدَ إِذْ أَمْرَأَ -
বেকানে হচ্ছে। যে বাতি এঙ্গে জংঘন করে অর্থাৎ আইন-কানুনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুমুম করে অর্থাৎ আজ্ঞাহ অথবা শরীয়তের কোন ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরীয়ত বিরোধী কাজের গোনাহ ও পরাকরের শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে বাতি শরীয়তের নির্দেশাবলীর তোষাকা না করে ঝীকে তাজাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তাজাক পূর্ণ পৌছে ক্ষান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনবিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তাজাক দিয়ে অনুভাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হল বিশেষ করে সংস্কৃত-সভাতি ধারণে। অতএব তাজাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘটে চেপে যাসে। অনেকেই ঝীকে কষ্ট দেওয়ার নিয়তে অনায়ারে তাজাক দেয়। এরপ তাজাকের কষ্ট ঝীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা জুন্যের উপর জুমুম এবং বিশেষ শাস্তির কারণ হয়ে যায়। এক. আজ্ঞাহ নির্ধারিত আইন-কানুন জংঘন করার শাস্তি এবং দুই. ঝীর উপর জুমুম করার শাস্তি। এর অর্থ এই :

پندادشت ستمگر جغا بر ماکرد
برگردان و س بهاند و بر ماگذ شت

—لَا تَدْرِي لِعْلَةً اللَّهُ يُعْلِمُ مَا بَعْدَ إِذْ أَمْرَأَ -
অর্থাৎ তুমি আম না সংবত আজ্ঞাহ

তা'আজা এই রাগ-গোসার পর আনা কোন অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন অর্থাৎ ঝীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আজ্ঞায়, সংস্কৃতের লালন-গালন এবং পুরের সহজ ব্যবহাগমার কথা চিঢ়া করে তুমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এয়তাবধায় আবার বিবাহে থাকা তখন সংবপন হবে, যখন তুমি তাজাক দেওয়ার সময় শরীয়তের আইন-কানুনের প্রতি অক্ষ রাখ এবং অহেতুক বাইন তাজাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তাজাক দাও। এরপ তাজাক দেওয়ার পর প্রত্যাহার করে মিলে পূর্ব বিবাহ শর্থাবীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত পৌছিয়ে তাজাক দিও না, যাতে প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং আবী-জ্বী উভয়ের সম্মতি সন্তোষ পরস্পরে পুনবিবাহও হাজার হবে না।

فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجْلُهُنَّ فَإِمْسِكُوهُنْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ قَاتِلُوهُنْ بِمَعْرُوفٍ

—এখানে শব্দের অর্থ ইদত এবং অং জল শব্দের অর্থ ইদত শব্দের হওয়ার কাছাকাছি হওয়া।

তালাক সমর্কে পঞ্চম বিধান : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইচ্ছত শেষ দেওয়ার ক্ষমতাকাহি হয়, তখন হির মতিকে পুনর্বার চিন্তা করে দেখ যে, বিবাহ বহাল রাখা উচ্চত, না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেওয়া তাল। এ চিন্তার জন্য এ সমস্ত উচ্চত। কারণ, তত দিনে পুরুষের সামাজিক রাগ-গোসা দম্যত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা ছিল হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইলিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুমানী এবং সুরক্ষসম্মত পছন্দ এই বে, মুখে বলে সাও আয়ি তালাকে প্রত্যাহার করারাম। অতঃপর এর জন্য দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙে দেওয়াই সিজ্জাত হয়, তবে স্ত্রীকে সুলভ পছন্দ করে দাও অর্থাৎ ইচ্ছত শেষ হতে দাও। ইচ্ছত শেষ হয়ে পেজেই স্ত্রী মুক্ত ও আধীন হয়ে আর।

ষষ্ঠ বিধান : ইচ্ছত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিজ্জাত হোক অথবা মুক্ত করে দেওয়ার—উচ্চত অবস্থাতে কোরআন পাক তা মারাফ অর্থাৎ মধ্যে মুসলিম পছন্দ সম্পর্ক করতে বলেছে। ‘মারাফ’ শব্দের অর্থ পরিচিত পছন্দ। উদ্দেশ্য এই যে, যে পছন্দ শরীরত ও সুরক্ষ দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলিমানদের মধ্যে সাধারণভাবে থ্যাত, সেই পছন্দ অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাকে প্রত্যাহার করার সিজ্জাত হলে স্ত্রীকে মুখে অথবা কাজের ক্ষেত্রে কল্পন দিও না, তার উপর অনুশৃঙ্খল রেখে না এবং তার যে কর্মগত ও চারিগত দুর্বলতা তাজাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজন্ত সবর করার সংকল কর, যাতে পুনরায় সেই তিজ্জন্তা সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিজ্জাত হলে তার বিদিত ও সুরক্ষসম্মত পছন্দ এই যে, তাকে লালিত ও হেয় বলের অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিকার করো না বরং সুবাহারের আধায়ে বিদার কর। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোন বন্ধবোত্তা দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মৌস্তাহব এবং কোন কোন অবস্থার ওয়াজিবও। ক্রিক্ষুর কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

সপ্তম বিধান : আজোট আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেওয়ার বিবিধ ক্ষমতা দেওয়া থেকে এবং পূর্ববর্তী **لَعْلَ اللَّهُ يُعَذِّبُ ثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ** আয়াত

থেকে প্রসঙ্গমে বোরা পেয়ে যে, আজাহ্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দেবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সুরক্ষসম্মত পছন্দ এই যে, পরিকার ভাস্তুর ক্ষেত্রে এক তালাক দেবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোসা প্রকাশার্থে এমন কোন বাস্তু বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিপ করার অর্থ জাপন করে। উদাহরণত এরাপ বলবে না, আয়ার বাড়ী থেকে বের হয়ে সাও, তোমাকে খুব শক্ত তালাক দিচ্ছি, এখন তোমার সাথে আয়ার কোন বৈবাহিক সমর্ক রাইল না। এ ধরনের বাস্তু পরিকার তালাকের সাথে বলে দিলে অথবা তালাকের নিয়ন্তে কেবল এ ধরনের বাস্তু বলে দিলেও প্রত্যাহারের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং শরীরতের পরিভাসায় ‘বাইন’ তালাক হয়ে যায়। ফলে বৈবাহিক সমর্ক তাৎক্ষণ্য-তাবে ছিল হয়ে যাব এবং প্রত্যাহারের ক্ষমতা প্রাপ্তে না। তদপেক্ষা কর্তৃর তালাক হচ্ছে তালাককে তিনি পর্যবেক্ষণ কৌশলে দেওয়া। এর ফলস্মূলিতে স্ত্রীর প্রত্যাহার ক্ষমতাই কেবল রাহিত হয় না বরং ভবিষ্যতে পুরুষ ও নারী উচ্চরে সম্মত হয়ে বিবাহ করতে তাইলেও নতুন বিবাহ হতে পারে না। সুরা বাকারার আয়াতে এ সমর্কে বলা হয়েছে :

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحُلْ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتْنِ تَكْعِيمٍ زَوْجًا غَيْرَهُ

তিনি তালাক একবারে দেওয়া হারায়, কিন্তু কেউ দিবে তিনি তালাকই হবে শাবে, এ ব্যাপারে উচ্চতরে ইজহা (একমত) আছে : আজকাম ধর্ম ও ধর্মীয় বিধানাবলীর প্রতি অব-
হেজা ও সুন্দাসীন ব্যাপকাকারে ছাড়িয়ে পড়ছে। মূর্খদের তো কথাই নেই, অনেক জেধাপড়া
জানা দলীল মেখকরাও তিনি তালাকের কথ তালাককে দেন তালাকই অনে করে না। অথচ
দিবারাত্রি প্রতিক্রিয়া করা হবে যে, হারা তিনি তালাক দেয়, তারা পরে অনুভাগ করে এবং ত্বী যাতে
কেন্দ্রমেই হাতছাড়া না হয়, সে চিন্তাই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। ইমাম নাসাই (ر) বাহযুদ ইবনে
লবীদ-এর রেওয়ারেতরূপে বর্ণনা করেছেন যে, একবারে তিনি তালাক দেওয়ার কারণে রসুলুল্লাহ
(ص) ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই সমগ্র উচ্চতরে ইজহাকে প্রবর্দ্ধনে তিনি
তালাক দেওয়া হারায় ও নাজারেয়। যদিকেন বাস্তি তিনি তোহুরে আজাদী আজাদী তিনি তালাক
দেয়, তবে তাও অপছন্দনীয়। এ বিষয়টি উচ্চতরে ইজহা এবং কোরআনী আজাতসমূহের
ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত। তবে এটাও হারায় ও বিদ'আভী তালাকের মধ্যে পারিষিদ কিনা, তথ্য এ
ব্যাপারে অত্যন্ত রয়েছে। ইহায় মানেক (ر)-এর মতে এটা হারায়। ইহায় আহম
আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (ر) হারায় বলেন না কিন্তু তাঁদের মতেও এটা অপছন্দনীয়
ও সুন্নত বিরোধী কাজ। এর বিজ্ঞানিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে সুরা বাকারার তৃতীয়ে দেখুন।

কিন্তু একবারে তিনি তালাক দেওয়া হারায়—এ ব্যাপারে হেমন সমগ্র উচ্চতরে ইজহা
যায়েছে, তেমনি হারায় হওয়া সম্মত কেউ একবাগ করলে তিনি তালাক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও
সমগ্র উচ্চতরে ইজহা যায়েছে। তিনি তালাক একবারে দেওয়ার পর তিব্যাতে ঝামী-ঝীর
মধ্যে নতুন বিবাহও হালাল হবে না। সমগ্র উচ্চতরে মধ্যে কিছু সংখ্যাক আহলে হালীস
সম্পূর্ণ এবং শিল্প সম্পূর্ণ ব্যাতীত গোটী মুহাবৰ চতুর্থঠিক এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি তালাক
একবারে দিলেও তা কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা কোন কাজ হারায় হলে তার প্রতিক্রিয়ার
কার্যকারিতা প্রভাবিত হয় না। যেমন কেউ কোন নিরপেক্ষ ব্যাটিকে হত্যা করলে হত্যা করা
হারায় হওয়া সম্মত যাকে হত্যা করা হয়, সে সর্বাবস্থার মরেই যাবে। এমনিভাবে একবারে
তিনি তালাক দেওয়া যদিও হারায়, তথাপি এর বাস্তবতা অপরিহার্য। কেবল অবহাব চতুর্থঠিকই
মর বরং সাহাবারে কিন্তু ও হয়তও ও মর ফালক (ر)-এর বিজ্ঞানিতকালে এ ব্যাপারে ইজহা
করেছেন বলে বিদ্যিত আছে। এ বিষয়েরও বিশদ বর্ণনা প্রথম খণ্ডে দেখুন।

وَأَشْهَدُ وَأَذْوَى عَدْلَ مَنْكِمْ وَأَقْبَوْا الشَّهَادَةَ—অর্থাৎ মুসলিমান-
দের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা জালাহুল উদ্দেশে জাতিক সাক্ষী করে য
করুন।

অষ্টম বিধান ৩ : এই আজাত থেকে জানা গেল যে, ইন্দু সমাপ্ত হওয়ার সময়
প্রত্যাহার করা সিকাক হোক কিন্তু ক্ষত করা, উভয় অবহাবে এই কাজের জন্য দুজন
নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইয়ামের মতে এই বিধানটি মোকাহাব, এর

উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী কর্ত্তার তাৎপর্য এই যে, পরিবর্তী-কাজে স্তু বাতে প্রত্যাহার অবস্থার করে বিবাহ চূড়ান্তরাপে তব হওয়ার দাবী না করে বসে। যুক্ত কর্ত্তার অবস্থায় এ জন্য সাক্ষী কর্ত্তাতে হবে, বাতে পরিবর্তীকাজে বরং আমীই দৃষ্টিমিছলে অথবা স্তুর জামিনাসময় গোচুত হয়ে দাবী না করে বসে যে, মে ইন্দু শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীবরের জন্য **لَوْلَى** বলে বাত্ত করা হয়েছে যে, শরীরতের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীভরের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথাত তাদের সাক্ষী অনুযায়ী কোন বিচারক কর্তৃসভা দেবে না। **أَقْتُلُوا الشَّهِادَةَ لَمْ يَكُنْ سَاخِرًا** বাক্যে সাধারণ মুসলিমানদেরকে সমোখন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ নির্বেচনের অটোর সাক্ষী হও এবং বিচারকের একান্মে সাক্ষ দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে কারণও মুখ চেরে অথবা বিরোধিতা ও শর্তুতার কারণে সত্য সাক্ষ দিতে বিস্মুমারণ কুঠিত হয়ে না।

إِنَّكُمْ تَعْلَمُ مِنْ كُلِّ مَنْ كُنْتُمْ مُنْتَهِيَّاً إِلَيْهِ وَإِنَّكُمْ أَلَا خِرْ—অর্থাৎ উপরাক্ত বিশেষবস্ত আরো সে ব্যক্তিকে উপর্যুক্ত দান করা হচ্ছে, যে আলাহ ও পরিকাজ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরিকাজ উজ্জেব কর্ত্তার কারণে এই যে, আমী-স্তুর পারম্পরিক অধিকার আসার আলাহ-ভীতি ও পরিকাজ চিঠ্ঠা ব্যক্তিত সৃষ্টিভাবে সম্পর্ক হতে পারে না।

অপরাধ ও সাত্ত্বির আইন-কানুনে কোরআন পাকের অক্ষতপূর্ব প্রত্যাতিতিক ও যুরুকী-সুলভ নীতি : বিশেষ রাস্তাসমূহে আইন-কানুন ও অপরাধসমূহের দণ্ডবিধি প্রণয়নের প্রাচীন পক্ষতি টাঙ্গ আছে। প্রত্যেক সম্মুদ্দার এবং দেশে আইন-কানুন ও দণ্ডবিধির পুস্তক রচনা করা হয়। কোরআন পাকও আলাহ তা'আলার আইন পুস্তক। কিন্তু এর বর্ণনার্তাজি সাথা বিশেষ আইন পুস্তক থেকে পুরুক ও অভূতপূর্ব। এর প্রত্যেকটি আইনের অঙ্গে-পশ্চাতে আলাহ-ভীতি ও পরিকাজ চিঠ্ঠা দৃষ্টিটির সাথেই উপস্থিত করে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেক মানুষ কোম পুরিশ ও পরিদর্শকের তরে নর বরং আলাহ-র তরে আইন যেনে চলে এবং কেউ দেখুক কিংবা না দেখুক, নির্জনে ও অনসময়ে সর্ববেছার আইন যেনে চলাকে জরুরী মনে করে। একমাত্র এ কারণেই আরো কোরআনের প্রতি বিশেষ ঈশ্বান রাখে, তাদের মধ্যে কর্তোরাতের আইন প্রয়োগ কর্ত্তাও তেমন কর্তৃত হয় না। এজন্য ইসলামী সরকারকে পুরিশ, স্পেশাল পুরিশ ও তদুপরি গোরেন্সা পুরিশের জোগ বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয় না।

কোরআন পাকের এই যুরুকীসুলভ নীতি সকল আইনের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে আমী-স্তুর সম্পর্ক ও পারম্পরিক অধিকার সম্পর্কে আইনসমূহে এই নীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই সম্পর্কই এমন যে, এতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কোন সাক্ষ সংগ্রহীত হতে পারে না এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে আমী-স্তুর পারম্পরিক অধিকারের ছাঁটি-বিদ্যুতি সঠিকভাবে নিরাপদ করতে পারে না। এটা সম্পূর্ণতই খোদ-আমী-স্তুরই ক্ষেত্রে ও তাদের ক্রিয়াকর্মের উপর কিডিশীল। এ কারণেই বিশেষ ঘৃতবাজ

কোরআন পাইকের যে তিনটি আয়াত পাঠ করা সুষ্ঠুতরাপে প্রমাণিত আছে, সেই আয়াতগুলি আজাহ্ভৌতিক আদেশ দ্বারা শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে। এতে ইমিন্ত আছে যে, যারা বিবাহ করে, তাদেরও এখন থেকেই বুরে নিতে হবে যে, কেউ দেখুক বা না দেখুক, আজাহ্ তা'আলা আমাদের প্রকৃত্য ও গোপন সব কাজকর্ম, এমনকি গোপন চিন্তাধারা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল আছেন। আমরা পারম্পরিক অধিকার আদায়ে ছুটি করতে, একে অপরকে কষ্ট দিতে আলিমুল পাইব আজাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এমনিত্বে সুরা তালাকের তালাকের বিষয়ে

وَمَنْ يَعْلَمْ حَدُّ وَلِكُمْ
وَمَنْ يَعْلَمْ حَدُّ وَلِكُمْ
وَمَنْ يَعْلَمْ حَدُّ وَلِكُمْ

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর চারটি বিধান উল্লেখ করার পর—

اللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
اللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
اللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
اللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে বাতি এসব বিধান অযান্ত করে, সে অন্য কারণও উপর নয়, নিজের উপরই জুরুম করে। এর অঙ্গ পরিপত্তি তাকেই হারাবার করে দেবে। এরপর আরও চারটি প্রাসাদিক বিধান ও আইন উল্লেখ করার পর

وَمِنْ تَنْبُوْمٍ بِاللَّهِ وَاللَّهُمْ أَخْرِ
وَمِنْ تَنْبُوْمٍ بِاللَّهِ وَاللَّهُمْ أَخْرِ
বলে সেই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অতঃপর এক আয়াতে আজাহ্ভৌতিক ক্ষমীগত ও তার ইহমৌকিক এবং পারমৌকিক কল্যাণ বর্ণনা করে তাওয়াকুল তথা আজাহ্র উপর তরসা করার কল্যাণ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আবার ইন্দ্রতর করেকষ্টি শুরুত্বপূর্ব বিধান বর্ণনা করে পরবর্তী দুই আয়াতে আজাহ্ভৌতিক আরও কল্যাণ ও কল্যাকুল উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আবার বিবাহ ও তালাকের সাথে সম্পর্কসূচক ঝীর ডরণ-পোষণ ও সন্তানকে জন্মাদানের বিধান বাণিত হয়েছে। তালাক, ইন্দ্রত এবং ঝীদের ডরণ-পোষণ, জন্মাদান ইত্যাদি বিধানের মধ্যে বারবার কোথাও গৱাকাশ তিজা, কোথাও আজাহ্ভৌতিক প্রের্তু ও কল্যাণ এবং কোথাও তাওয়াকুলের কল্যাণ ও কিছু বিধান বর্ণনা করে আজাহ্ভৌতিক বিষয়বস্তু বিভীষণবার তৃতীয়বার উল্লেখ করা বাহ্যিক বেখান্গা মনে হয়। কিন্তু কোরআনের উপরোক্ত মুক্তিসূলভ নীতির রহস্য বুঝে নেওয়ার পর এর সঙ্গে যিনি সুস্পষ্ট হয়ে যাব। এবার আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন :

وَمَنْ يَعْلَمْ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرِجًا وَبِرْزَقًا مِنْ حَتَّىٰ لَا يَعْتَسِبُ
وَمَنْ يَعْلَمْ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرِجًا وَبِرْزَقًا مِنْ حَتَّىٰ لَا يَعْتَسِبُ
وَمَنْ يَعْلَمْ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرِجًا وَبِرْزَقًا مِنْ حَتَّىٰ لَا يَعْتَسِبُ

অর্থাৎ যে আজাহ্কে তর করে, আজাহ্ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকৃত ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাত্মক রিয়িক দান করবেন।

تَقْوِيٰ শব্দের আসল অর্থ আশারকা করা। শরীয়তের পরিভাষায় গোনাহ থেকে আশারকা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আজাহ্‌র সাথে সংজ্ঞানুকূল হলে এর অনুবাদ করা হয় আজাহকে তর করা। উদেশ্য আজাহৰ অবাধ্যতা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ডয় করা।

আমোচ্য আজাহে **تَقْوِيٰ** তথা আজাহ্ভৌতির দুটি কল্যাণ বিষিত হয়েছে—এক আজাহ্ভৌতি অবলম্বনকারীর জন্য আজাহ্ তা'আজা নিষ্কৃতির পথ করে দেন। কি থেকে নিষ্কৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পুরুষকাজের সব বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতি। দুই তাকে এমন জায়গা থেকে রিয়িক দান করেন, যা কলনায়ও থাকে না। এখানে রিয়িকের অর্থও ইহকাম এবং পুরুষকাজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্ত। এই আজাহে মু'মিন-মুত্তাকীর জন্য আজাহ্ তা'আজা এই উদাদা ব্যক্ত হয়েছে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজসাধা করেন এবং তার অভাব-অন্তন পুরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না—(কাছত মা'আনী)

সানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কোন কোম্ব তফসীরবিদ এই আজাহের তফসীরে বলেছেন: তালাকদাতা দায়ী ও তালাকপ্রাপ্তা শ্রী উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ আজাহ্ভৌতি অবলম্বন করবে, আজাহ্ তা'আজা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সংকট ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্য শ্রী এবং তাকে তার উপরুক্ত দায়ী দান করবেন। বলা বাহ্য, আজাহের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে।—(কাছত মা'আনী)

আজাহের শান্ত-সুরুল: হযরত আবদুজ্জাহ্ ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আওক ইবনে আলেক আশজারী (রা) রসুলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে আবুব কলজেন: শায়ার পুরুষ সালেবকে শরুরা প্রেক্ষতার করে নিয়ে গেছে। তার যা শুবই উবিশ্বা। এখন আমার কি কল্প উচ্চ? রসুলুল্লাহ্ (সা) বলজেন: আমি তোমাকে ও ছেলের মাকে বেলী পরিহাসে 'জা হাওলা ঝালো-কুগুলাতা ইলাবিলাহ্' পাঠ করার আদেশ দিচ্ছি। তারা উভয়েই আদেশ পালন করান। এরই প্রভাবে প্রেক্ষতারকারী শরুরা একদিন কিছুটা অন্যথনক হয়ে পড়লে সুযোগ বৃদ্ধ ছেলেটি পলায়ন করে এবং ফেরার পথে শরুদের কয়েকটি ছাগল হাঁকিয়ে পিতার কাছে নিয়ে আসে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে শরুদের একটি উচ্চ পেয়ে সে তাতে সওয়ার হয়ে থাকে এবং আরও কয়েকটি উচ্চ এর সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। তাঁর পিতা এই সংবাদ রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে জাত করান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি এই প্রাণ করেন যে, ছেলেটি হেসব উচ্চ ও ছাগল নিয়ে এসেছে, এগুলো আমার জন্য হালাল, না হারাম? এর পরিপ্রেক্ষিতে **لَعْنَةٌ عَلَىٰ مَنْ يُكَفِّرُ بِهِ** আজাহতখাবি নাবিজ হয়।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুরুষ বিবাহ ঘৰন আওক ইবনে আলেক (রা) ও তাঁর গীকে অঙ্গুল করে তুলল, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে তাকওয়া তথা আজাহ্ভৌতি অবলম্বনের

আদেশ দিজেন। এটা অসম্ভব নয় যে, তাকওয়ার আদেশের সাথে সাথে 'জা-হাওলা' পাঠ করারও আদেশ দিয়েছিলেন।— (কাহল মা'আনী)

এই শান্ত-নৃত্য থেকেও একথা জানা গেল যে, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাপক।

আজ'ভাজা : এই হাদীস থেকে আরও ঝাপিত হয় যে, কোন মুসলিমান হনি কাফিরদের হাতে বন্দী হয় এবং সে তাদের কিছু ধনসম্পদ নিয়ে কিনে আসে, তবে সেই ধনসম্পদ গৌণ-মতের ঘোষণাপে খগ্য হবে এবং হালাল হবে। গৌণভাবে যাজের সাধারণ কীভি অনুযায়ী এই ধনসম্পদের এক-পক্ষআংশ সরবরাহী বাস্তুজ্ঞানে দেওয়াও কর্তৃতী নয়, যেখন হাদীসের ঘটনার তা নেওয়া হয়নি। কিন্তু বিদ্যমান বর্ণন : কোন মুসলিমান গোপনে ছাঢ়পর ছাড়াই দারুণ হৃত তথা শত্রুদেশে চলে গেলে হনি সেখান থেকে কাফিরদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে দারুণ ইসলামে নিয়ে আসে তবে তা-ও হালাল। কিন্তু হনি কোন বাত্তি আজকাল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তিসা নিয়ে শত্রুদেশে যায়, তবে তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের কোন ধনসম্পদ নিয়ে আসা তার জন্য জারী নয়। এঅনিয়াবে যে বাত্তি বন্দী হয়ে তাদের দেশে যায়, অতঃপর কোন কাফির তার কাছে কোন অর্থ পরিষ্কৃত রাখে, সেই পরিষ্কৃত অর্থ নিয়ে আসাও হালাল নয়। কারণ, তিসা নিয়ে বাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একটি অলিপিত দৃষ্টি হয়ে গেছে। অতএব, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের জান ও যাজে হস্তক্ষেপ করা দৃষ্টিক্র বর-হেজাফ কাজ। সেবোত্তম মাস'আলায় ও আয়ানতকারী ব্যক্তির সাথে তার কার্যগত দৃষ্টি থাকে। অতএব যখন সে চাইবে, তখন পরিষ্কৃত অর্থ তাকে কেরাত দেওয়া হবে। এটা কেরাত না দেওয়া আবশ্যান ও দৃষ্টিক্ষেত্রের শাখিল, যা স্বরূপতে হারায়।— (মামহারী)

রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে হিজরতের পূর্বে অনেক কাফির অর্থ-সম্পদ আয়ানত রাখতে। হিজরতের সময় তাঁর হাতে এখন কিছু আয়ানত ছিল। তিনি এসব আয়ানত মালিককে অত্যর্পণের জন্য হস্তান্ত আজী (রা)-কে পশ্চাতে রেখে যান।

* * * * *

বিপদাগম থেকে মুক্তি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরীক্ষিত ব্যবস্থাগত : উপরোক্ত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) আওক ইবনে মালেক (রা)-কে বিপদ থেকে মুক্তি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশী পরিমাণে **لَهُ بِغَيْرِ لَهُ وَلَا قُوَّةٌ** পাঠ করতে বলেছিলেন। হস্তান্ত মুজাদিদে আজকে সানী (র) বলেন : ইহমৌকিক ও পারমৌকিক সর্বপ্রকার বিপদ ও ক্ষতি থেকে আন্তরক্ত এবং উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বেশী পরিমাণে এই কামেয়া পাঠ একটি পরীক্ষিত আয়ত। হস্তান্ত মুজাদিদের বর্ণনা অনুযায়ী এই বেশীর পরিমাণ হলেই দৈরিক পীচল বার এবং এর শুরুতে ও শেষে একল বার করে দরকাস পাঠ করে উদ্দেশ্যের জন্য দেওয়া করতে হবে।— (মামহারী) হস্তান্ত আবু বুর (রা) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সা)-একদিন আজঃপর তিনি বলেছেন : আবু হুর, হনি সব যানুস কেবল এই আয়াতটি অবগতন করে নেয়, তবে এটা সবার জন্য যথেষ্ট। — (কাহল মা'আনী)

অর্থাৎ সকল ইহুদীকিক ও পার্সোনিক উদ্দেশ্য কানিজীর হওয়ার জন্য অথেচ্ছ।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى إِلَهٍ فَهُوَ حَسْبَهُ أَنْ إِلَهٗ بِالْعِلْمِ لَكُلُّ^۱

— অর্থাৎ যে বাতিল আলাহুর উপর ভরসা করে, আলাহ তার মুশ্কিল কাজের জন্য অথেচ্ছ। কেবলমা, আলাহ তাঁর কাজ বেঙ্গাবে ইছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তদনুযায়ী সবকাজ সম্পন্ন হয়। তিনিইবী ও ইবনে মাজাহ বগিত হযরত উমর (রা)-এর রেওয়ারেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

لَوْا نَكِمْ تَوْكِلْتُمْ عَلَى إِلَهٍ حَقٍّ تَوْكِلْ لَرْ زَكِمْ كَمَا يَرْزَقُ الطَّهِيرَ تَفْدِي
أَخْمَامًا وَتَرْوِحَ بَطَانًا -

মনি তোমরা আলাহুর উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আলাহ তোমদেরকে পশ্চ-পক্ষীর মাঝ রিহিক সাথ করতেন। পশ্চ-পক্ষী সকাজ বেঙাত ক্ষুধার্ত অবস্থার বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সক্ষায়ার উদ্দেশ্যপূর্তি করে ফিরে আসে।

মুখ্যী ও মুসলিমে বগিত হযরত ইবনে আব্দাস (রা)-এর রেওয়ারেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমার উচ্চমত থেকে সড়র হাজার জোক বিনা হিসাবে জারাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম খণ্ড এই যে, তারা আলাহুর উপর ভরসা করবে।—(শাবহায়ী)

অবশ্য তাওয়াকুলের অর্থ আলাহ তা'আলার সৃষ্টি উপায়াদি ত্যাগ করা নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, ইছাধীন উপায়াদি অবশ্যই অবস্থাই অবস্থন করবে কিন্তু উপায়াদির উপর ভরসা করার পরিবর্তে আলাহুর উপর ভরসা করবে। কারণ, তাঁর ইছা না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজ হতে পারে না। উপরোক্ত আলাতে আলাহুভৌতি ও তাওয়াকুলের ক্ষয়ীকৃত এবং ব্যবহৃত বর্ণনা কর্তৃর পর তাজাক ও ইন্দিতের আরও কঢ়িগ়র বিধান বর্ণনা কর্তৃ হচ্ছে।

وَالْأَئِيْلَيْسِنْ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ نِسَائِكُمْ أَنْ ارْتَبَقْمَ فَعَدْتُمْ ثَلَاثَةَ

أَشْهُرٍ وَالْأَيْمَنْ لَمْ يَعْصِنْ وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنْ أَنْ يَضْعُنَ حَمَالَهُنْ -

এই আলাতে তামাককান্তা জীবের ইন্দিতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইন্দিতের সাধারণ বিধি থেকে তিনি তিনি ক্ষমা-জীবের ইন্দিতের বিধান বগিত হয়েছে।

তাজাকের ইন্দিত সম্পর্কিত নবজ বিধান : সাধারণ অবস্থায় তাজাকের ইন্দিত পূর্ণ তিনি হাজোর। কিন্তু বেঙ্গব মহিলার বাস্তোক্ষিক অধিবী কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হাজোর আসা বল হয়ে পেছে, এমনিতাবে হেসব মহিলার বরাস না হওয়ার কারণে এখনও হাজোর আসা করা হয়নি, তাদের ইন্দিত আলোচা আলাতে তিনি হাজোরের পরিবর্তে তিনি যাস বিনিষ্ঠে করা হয়েছে। এবং গৰ্ভবতী জীবের ইন্দিত সড়ান প্রসব পর্যন্ত সাধারণ করা হয়েছে, তা বল দিলেই হেক।

إِنِّي أَرْتَقُمْ ।—অর্থাৎ দলি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইদত হাবের করা গণনা করা হয় কিন্তু এসব মহিলার হাবের বক্তব্য, অতএব তাদের ইদত কিভাবে গণনা করা হবে—এই কিংকর্ত্তব্যবিশৃঙ্খলা আবশ্যিক আভাস করাতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার আলাহ্তৌভির ক্ষয়ীগত ও বরকত বর্ণনা করা হচ্ছে : **وَمَنْ يَتَقْنِ**

أَلَهُ يَجْعَلُ لَكَ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا—অর্থাৎ যে আলাহকে তার কর্মে, আলাহ তার কাজ সহজ করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার অন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তাজাক ও ইদতের বিশিষ্ট বিধানাবলী পাইন করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে :

ذُلَكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ الْحِكْمَ—এটা আলাহর বিধান, যা তোমাদের প্রতি মাধ্যম করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ক্ষয়ীগত বর্ণনা করা হয়েছে :

وَمَنْ يَتَقْنِ اللهُ يَكْفِرُ عَنْهُ سَهْنًا تَهْ وَيُعَظِّمُ لَهُ أَجْرًا—অর্থাৎ যে আলাহকে তার কর্মে, আলাহ তার পাপসমূহ মেটান এবং তার পূরকার বাড়িয়ে দেন।

আলাহ্তৌভির পাঁচটি কলাপ : পূর্বেও আলাতসমূহে আলাহ্তৌভির পাঁচটি কলাপ বলিত হয়েছে—১. আলাহ তা'আলা আলাহ্তৌরদের জন্য ইহকাল ও পরকালের বিপদা-গদ থেকে বিছুতির পথ করে দেন। ২. তার অন্য রিয়িকের এমন কার খুলে দেন, যা কর্মান্বয় থাকে না। ৩. তার সব কাজ সহজ করে দেন। ৪. তার পাপসমূহ মেটান করে দেন। ৫. তার পূরকার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় আলাহ্তৌভির এই কলাগুণ বলিত হয়েছে যে, এর কারণে আলাহ্তৌর পক্ষে সত্তা ও মিথ্যার পরিচয় সহজ হয়ে যাব।

إِنْ تَقُولُوا اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا—আভাসের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর আবার তাজাকপ্রাপ্তা ত্রীদের ইদত, তাদের করণ-পোষণ এবং সাধারণ ত্রীদের অধিকার আদাদের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

أَسْكَنُوا هُنَّ مِنْ حَبَّتْ سَكْنَقْمِ مِنْ وَجِدِ كُمْ وَلَا تَفَارِوهُنْ لِتَضْيِقُوكُمْ عَلَيْهِنْ—এই আলাত উপরে বলিত প্রথম বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তাজাকপ্রাপ্তা ত্রীদেরকে তাদের বাসস্থ থেকে বহিকার করে না। এই আভাসে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইদত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুমতি বসবাসের জারণা দাও। তোমরা যে পুরুষ থাক, সেই পুরুষের কোন অংশে তাদেরকে রাখ। প্রত্যাহারযোগ্য তাজাক দিয়ে

খাকলে কোন প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে আবশ্য বিবাহ ছিল হওয়ার কালগে তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই শুধু বাস করতে হবে।

سَبْعَةِ تَقْسِيرٍ

সপ্তম বিধান : তালাকপ্রাপ্তা স্তুদেরকে ইন্দতকালে উত্ত্যক্ত করো না :

—এর অর্থ এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্তুরা যখন ইন্দতকালে তোমাদের সাথে থাকবে, তখন তিরকার করে অথবা তার অভাব পূরণে ক্রমগতা করে তাকে উত্ত্যক্ত করো না, যাতে সে বের হবে ষেতে বাধ্য হয়।

وَإِنْ كُنْ أُولَئِكَ حَمِيلٌ فَانْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يُفْعَنَ حَمَلُونَ

অর্থাৎ

তালাকপ্রাপ্তা স্তুরা পর্দবতী হলে সন্তান প্রসব পর্বত তাদের ব্যাপার বহন করবে।

একাদশ বিধান : তালাকপ্রাপ্তাদের ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণ : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্তুর গর্ভবতী হলে তার ভরণ-পোষণ সন্তান প্রসব পর্বত স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ ব্যাপারে সমগ্র উচ্চত একমত। তবে যে স্তুর গর্ভবতী নয়, তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণও উচ্চতের ইজয়া স্বারা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাকে 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অথবা সে খোলা ইত্যাদির বাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ-পোষণ ইয়াম শাকেরী, আহমদ (র) ও অন্য কর্মকর্তৃ ইবাহের মতে স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইয়াম আয়ম (র)-এর মতে তার ভরণ-পোষণ তখনও স্বামীর উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন : বসবাসের অধিকার বেদন সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্তুর প্রাপ্ত, তেমনি ভরণ-পোষণও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্তুর প্রাপ্ত, যা তালাকদাতা স্বামী আদায় করবে। তার মৌল পূর্বোক্ত এই আয়ত :
 أَسْكِنُوهُنْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وَجْدِكُمْ —কেবনা, এই আয়াতে হমরত আবসুজ্ঞাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর কিম্বাত এরূপ :

أَسْكِنُوهُنْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وَجْدِكُمْ

সাধারণত

এক কিম্বাত অন্য কিম্বাতের তক্ষসীর করে। অতএব প্রসিদ্ধ কিম্বাতে যদিও أَنْفَقُوا শব্দটি উচ্চিষ্ঠ নেই কিন্তু তাউহ আছে। প্রসিদ্ধ কিম্বাত বেড়াবে বসবাসের অধিকার স্বামীদের উপর ওয়াজিব করেছে, তেমনি ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণও স্বামীদের যিন্মার অপরিহার্য করে দিয়েছে। হমরত উমর ফারাক (রা) ও অন্য কর্মকর্তৃ সাহবীর এক উত্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কামেস (রা)-কে তার স্বামী তিন তালাক

দিয়েছিল। তিনি হযরত উমর (রা)-এর কাছে বলেছিলেন যে, রসুলুজ্জাহ্ (সা) তার ভরণ-পোষণ তার আমীর উপর ওয়াজিব করেন নি। হযরত উমর (রা) ও কর্মকর্ত্তব্য সাহাবী ক্ষাতেবার এই কথা অন্ত করে বলেছিলেন : আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আজ্ঞাহ্ কিভাব ও রসুলের সুন্নতকে বর্জন করতে পারি না। এতে আজ্ঞাহ্ কিভাব বলে বাহ্যত এই আস্তানকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত উমর (রা)-এর মতে ভরণ-পোষণ আয়া-তের মধ্যে দাখিল। রসুলের সুন্নত বলে তাহাড়ী, দায়ে-কৃতনী ও তিবরানী বণ্টিত সেই হাদীসকে বোঝানো হয়েছে, যাতে ঘরং হযরত উমর (রা) বলেন : আমি রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র কাছে কোনো তিনি তিনি তাজাকপ্রাপ্তাদের জন্যও ভরণ-পোষণ এবং বসবাসের অধিকার আমীর উপর ওয়াজিব করেছোম।

সাম্মতিশা এই যে, গর্ভবতী শ্রীদের ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণ এই আস্তাত পরিষ্কার-ভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে উল্লেখের ইচ্ছা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তাজাক-প্রাপ্তার বিবাহ তজ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। ‘বাইন তাজাক’ অথবা তিনি তাজাকপ্রাপ্তাদের ব্যাপারে ফিকহবিদগণ যত্নে করেছেন। ইমাম আয়ম (র)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তফসীরে আবহারীতে দেখুন।

—فَإِنْ أَرَأَيْتُمْ لَكُمْ فَا تَوْهِنُ أُجُورَهُنَّ—অর্থাৎ তাজাকপ্রাপ্তা শ্রী গর্ভবতী হলে এবং সত্তান প্রসব হলে গেলে তার ইন্দত পূর্ণ হলে যাই। তাই তার ভরণ-পোষণ আমীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্তু প্রসৃত সত্তানকে যদি তাজাকপ্রাপ্তা যা ক্ষমাদান করে, তবে ক্ষমাদানের বিনিয়ম নেওয়া ও দেওয়া আয়োজ।

আস্ত বিধান : ক্ষমাদানের পারিষ্কারিক : যে পর্যট শ্রী আমীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যট সত্তানসেরকে ক্ষমাদান করা ঘরং ক্ষমাদান ক্ষেত্রের আদেশ বলে ওয়াজিব। বলা হয়েছে : وَالْوَالِدَاتِ تُرْتَبُنَ أَوْ لَا تُرْتَبُنَ — যে কাজ কারও সাক্ষীতে এমনিতেই ওয়াজিব, সেই কাজের জন্য পারিষ্কারিক নেওয়া হুবের শাখিল, আ মেওয়া দেওয়া উচ্চারণ নাজারের। এ ব্যাপারে ইন্দতকালও বিবাহের মধ্যে গল্প। ক্ষেত্রমা, বিবাহ অবস্থার শীর ভরণ-পোষণ বেয়ন আমীর উপর ওয়াজিব, ইন্দতকালেও তেমনি ওয়াজিব। তবে সত্তান প্রসবের পর যখন ইন্দত প্রত্য হলে যাই, তখন তার ভরণ-পোষণও আমীর উপর ওয়াজিব হলে থাকে না। এখন যদি সে প্রসৃত সত্তানকে ক্ষমাদান করে, তবে আজোচ আস্তাত এর পারিষ্কারিক নেওয়া ও দেওয়া আয়োজ করেছে।

জ্ঞানশ বিধান : أَنْتَمَا ر—وَأَتَمْرِأً بِهِنَّمْ بِعِرْوَفٍ—এর শালিক অর্থ পরামর্শ করা এবং একজন অন্যজনের কথা মেনে নেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষমাদানের পারিষ্কারিক ব্যাপারে আমীর শ্রীকে পারম্পরিক বিলোধ সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভাজাকপ্রাপ্তা হী হেন সাধারণ পারিষ্ঠিক অপেক্ষা কেশী না চাই এবং আমী সাধারণ পারিষ্ঠিক দিতে হেন অসম্ভব না হয় এবং এ বাগারে তারা হেন একে অপরের সাথে উদার ব্যবহার করে।

وَإِنْ تَعَا سُرْقَمْ فَسْتَرْ قِصْ لَكَ أَخْرِي—অর্থাৎ কন্যামুন

করার বাগারটি যদি পারম্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসা না হয় ‘অধিক হী যদি তার সত্তানকে পারিষ্ঠিক নিরেও কন্যামুন করতে অধীকার করে, তবে আইনত তাকে বাধা করার মাঝে না বরং মনে করতে হবে যে, সত্তানের প্রতি অনলৈর সর্বাধিক যাও়া-যবত্তা সঙ্গেও যখন অধীকার করছে, তখন কোন বাস্তব ওহর আছে। কিন্তু যদি বাস্তবে ওহর না থাকে, কেবল গ্লাগ-গোসার কারাপে অধীকার করে, তবে আরোহণ করছে সে পোনাহ্বর হবে। তবে বিটোয়াক তাকে কন্যামুন করতে বাধ্য করবে না।

এমনভাবে যদি আমী-দারিদ্র্যের কারাপে পারিষ্ঠিক দিতে অক্ষম হয় এবং অন্য কোন অহিলা বিনাপারিষ্ঠিকে অধিক কর পারিষ্ঠিকে কন্যামুন করতে সম্ভব হয়, তবে আমীকে জননীর দাবী মেনে নিরেও তার কন্যা পান করতেই বাধ্য করা হবে না বরং উভয় অবস্থাতে অন্য মহিলার কন্যা পান করানো থেকে পারে। যাঁ, যদি অন্য অহিলা জননীর সমান পারিষ্ঠিক দাবী করে, তবে সব কিছিহুবিদের ঐকমত্যে অন্য মহিলার কন্যা পান করানো আমীর অন্য জায়েষ নয়।

আস্তানা : অন্য মহিলার কন্যা পান করানো হি঱ে হলে কন্যাদাতী অহিলা সত্তানকে তার জননীর কাছে রেখে কন্যামুন করবে, এটা অকর্তৃ। জননীর কাছ থেকে আজাদা করে কন্যামুন করানো জায়েষ নয়। কেবলনা, সহীহ হাদীসসূচিতে ‘হিনানত’ শব্দ লাজন-পাজন ও সেখালোমার কাথা জননীর হক। এই হক ছিনিয়ে দেওয়া জায়েব নয়।—(আবহাবী)

পঞ্চম বিধান : হীর তরপ-গোহপের পরিমাণ বিধারণে আমীর আধিক সমতির প্রতি জন্য বাধ্যতে হবে।

لِهِلْفَنْ ذَوْسَعْتَهُ مِنْ سَعْتَهُ وَمِنْ قَدْرِ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلِهِلْفَنْ مِنْ أَلَّهِ

অর্থাৎ বিজ্ঞালী বাড়ি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বায়ু করবে এবং যার প্রিয়িক সীমিত, সে আবেদনী অনুযায়ী বায়ু করবে। এ থেকে আনা পের যে, হীর তরপ-গোহপের বাগারে হীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না বরং আমীর আধিক সমতি অনুযায়ী তরপ-গোহপ দেওয়া ওয়াজিব হবে, যদিও হীর বিজ্ঞালিনী না হয় বরং দারিদ্র্য ও কঢ়ীর হয়। আমীর দারিদ্র্য হলে দারিদ্র্যসুহক্ত তরপ-গোহপ ওয়াজিব হবে, যদিও হীর বিজ্ঞালিনী হয়। ইমাম আব্দুল (র)-এর ব্যবহাব তাই। কেবল কোন কিকাহ-বিদের উকি এর বিপরীত।—(আবহাবী)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَعْدَ سُبْرَى بِسْرَا

আমের আক্রমেই বাধ্য। অর্থাৎ তা'আলো' কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজের দীর্ঘিক দেন না। তাই সরিষ ও নিঃস্ব খামীর উপর তারই অবস্থা অনুরোধী তরফ-পোষণ পরাজিব হবে। এরপর শীকে সারিষ্যসূত্র তরফ-পোষণ নিয়ে সচেল্প খাকার ও সবর করার পিছা দেওয়া হচ্ছে।—**সুব্যুক্তি ৫০—** অর্থাৎ কাজের একপ অমে বদ্বা উচিত নয় যে, বর্তমান সারিষ্য টির্কাল বজার প্রাক্করে বরং সারিষ্য ও বাহস্য আলাদ্বার হাতে। তিনি সারিষ্যের পর বাহস্য দান করতে পারেন।

আভ্যন্তর: এই আয়তে সেই খামীর আলাদ্বার পক্ষ থেকে বাহস্য লাভ করবে কলে ইঙ্গিত আছে, যারা যথসাধা ঝৈদের ওয়াজিব তরফ-পোষণ আদায় করতে সচেল্প খাকে এবং শীকে কলেট রাখার মনোযুক্তি পোষণ না করে।—(রহস্য মাজানী)

وَكَاتِئْنَ مِنْ قُرْيَةٍ عَتَّىْ عَنْ أَمْرِ رِبِّهَا وَرَسُلِهِ فَحَاسِبُنَّهَا حَسَابًا
 شَدِيدًا وَعَذَبُنَّهَا عَدَابًا نُكْرًا فَدَّا فَتَشَوَّبَ الْأَمْرَهَا وَكَانَ
 عَاقِبَةُ أَمْرَهَا خُسْرًا أَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا هَذِهِ تَقْوَاهُ
 اللَّهُ يَأْوِي إِلَى الْبَابِ مَالِذِينَ آمَنُوا بِئْزِنَ اللَّهِ لَا يَكُونُ
 ذَكَرًا ۚ رَسُولًا يَشْتُرُّ أَعْلَيْكُمْ أَيْتَ اللَّهُ مُبَتِّنٌ لِيُخْرِجَ الْأَذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى التُّورِ ۚ وَمَنْ
 يُؤْمِنُ بِإِلَهِهِ وَيَفْعَلْ صَالِحًا يُبْدِلُ اللَّهُ جَنِّتَ تَبَغِيِّي مِنْ
 نَّخْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِيْنَ فِيهَا أَبْدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ
 رِزْقًا ۖ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَوْطَرَيْنَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
 يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ

(৮) আনেক অনগদ তাদের পামনকর্তা ও তার রসুলপথের আদেশ আমান করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে পাকড়াও করেছিলাম এবং তাদেরকে কীবল শাখি

ମିଳିବିଲାମ । (୧) ଅଞ୍ଚଟଗର ତାରା ତାଦେର କର୍ମର ଶାନ୍ତି ଆଶାଦନ କରିବ ଏବଂ ଉପରେ କର୍ମର ପାରିପାର କାହାଠିଇ ହିଲ । (୨୦) ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେର ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହେଉଥିଲା । - ଅଞ୍ଚଟ, ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଗତ, ଯାରା ଯେବାନ ଏନ୍ତେ, ତୋମର ଆଜ୍ଞାହକେ କର କର । ଆଜ୍ଞାହ ତୋମାଦେର ଶାନ୍ତି ଉପରେ ନାହିଁଲ କରିବାଛେ; (୨୧) ଏବଂବୁ ରମ୍ୟ, ଯିନି ତୋମାଦେର କାହେ ଆଜ୍ଞାହର ମୁଣ୍ଡଟ ଆମାତୁଳଯୁଦ୍ଧ ମାଟେ କରିବୁ, ଥାଏଟେ ବିଜ୍ଞାସୀ ଓ ସହକରଣପରିଷଦରେରେକେ ଅଳକାରୀ ଥିଲେ କୌଣସିକ ଆନନ୍ଦନ କରିବନ । ସେ ଆଜ୍ଞାହର ଶାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାସ ହାପନ କରିବ ଓ ସହ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧାନ କରିବ, ଯିବି ତାକେ ନାହିଁଲ କରିବାବେ କୌଣସି, ଯାର କରିବିଲେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିଟ, ଉତ୍ତରୀ ତାରୀ ଚିରକାଳ ଥାବିବେ । ଆଜ୍ଞାହ ତାକେ ଉତ୍ସ ଶିଖିବିକ ଦେବେମ । (୨୨) ଆଜ୍ଞାହ ମେଣ୍ଟାକିମ ମୁଣ୍ଡଟ କରିବାଛେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟୀଓ ଦେଇ ମାରିବାବେ, ଏବଂବେଳେ ଯେବେ ତାର ଆମାର କୁର୍ବାନୀ ହୁଏ, ଥାଏଟେ ତୋମରୀ ଆମରେ ଗୀରେ ଥି, ଆଜ୍ଞାହ ମାରିବିବେରେ ମରିଥାନିବାନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିଲୁ ତାର ମୋଟରୀକୁଣ୍ଡ ।

କୁକୁମରର ମାନ୍ଦ-ମର୍ମକର୍ମ

ଅନ୍ତେକୁ ଜୀବନର ଭାବନକଣ୍ଠୀ ଓ ତାର କୁକୁମମେଲେର ଆଦେଶ ଆମାନ କରିବାଛେ, ଅଞ୍ଚଟଗର ଆଧି ତାଦେଶେ (କାର୍ଜକର୍ମର) କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହିସାବ ନିର୍ମାଣି (ଅର୍ଥାତ୍ ତାଦେର କୋନ କୁକୁମ କରିବି କାହା କାର୍ଯ୍ୟମି କରିବ ଅଭୋକାଟିଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀଙ୍କି । ଏଥାନେ ହିସାବ ବଳେ ଜିଜ୍ଞାସାଦ ବୈବାହିନୀ ହିଲୁଣି ।) ଏବଂ ଆମି ତାଦେରଙ୍କେ କୁହିଳ ଶାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀଙ୍କି (ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କରିବାଛେ । ଏବଂ ତାଦେର କର୍ମର ଶାନ୍ତି ଆଶାଦନ କରିବେ ଏବଂ ତାଦେର ପରିଶୋଭ କୁଣ୍ଡିଇ ହିଲ । (ଏ ହଳେ ମୁନିଯାତେ ଏବଂ ପରକାଳେ) ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆମା ତାଦେରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହେଉଥିଲା । (ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପରିଶୋଭ ଅବଶ୍ୟନ ଏହି) ଅତିରିକ୍ତ ହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଗତ, ଯାରା ଯେବାନ ଏନ୍ତେ, ତୋମରୀ ଆଜ୍ଞାହଙ୍କ ଭବ କର । (ଯେମାନେ ତାହିଁ ତାର । ତର କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମୁଗଣୀ କର । ଏହି ଆମୁଗଭୋର ପରା ବଳେ ଦେଖିବାରୀ ଜମା) ଆଜ୍ଞାହ ତୋମାଦେର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେନମ୍ବାୟା ହେବାଲ କରିବାଛେ (ଏବଂ ଏହି ଉପରେନମ୍ବାୟା ମିମେ) ଏକଜନ ରମ୍ୟ (ଶା) (ହେବାଲ କରିବାଛେ), ଯିନି ତୋମାଦେର କାହେ ମୁଣ୍ଡଟ ବିଜ୍ଞାନାବଳୀ ପାଠ କରିବନ, ଥାଏଟେ ବିଜ୍ଞାସୀ ଓ ସହକରଣପରିଷଦରେକେ (କୁକୁମ ଓ ଶୁର୍ବତୀର) ଅଳକାରୀ ଥିଲେ (ଦେଇନ ଓ ସହ କରିବେ) ଆମୋକେ ଆମନନ କରିବନ । [ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ଏହି ରମ୍ୟ (ଶା)-ଏର ମାଧ୍ୟମେ ଯେ ଉପରେନ ପ୍ରେରିତ, ତା ଯେବେ ଚାହାଓ ଆମୁଗଣୀ । ଅଞ୍ଚଟଗର ଆମାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମାନ ଓ ସହ କର୍ମର ଅନ୍ୟ ଓ ଯୋଦୀ କରିବା ହେଲେ ହେଲେ ଯେ] ସେ ବାକି ଆଜ୍ଞାହଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞାସ ହାପନ କରିବ ଓ ସହ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧାନ କରି, ଆଜ୍ଞାହ ତାକେ ଦାଖିଲ କରିବନ (ଆମାଟେମ୍) ଏମନ ଉଦ୍ୟାନମୟାହେ, ଯାର ତଳଦେଶେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିଟ । ତଥାରେ ତାରୀ ଚିରକାଳ ଥାବିବେ । ନିଶ୍ଚର ଆଜ୍ଞାହ (ତାଦେରଙ୍କେ) ଉତ୍ସ ରିହିକ ଦିଲ୍ଲୀଙ୍କି । ଅଞ୍ଚଟଗର ବର୍ଣ୍ଣମା କରା ଥିଲେ ଯେ, ଆଜ୍ଞାହଙ୍କ ଆମୁଗଣୀ ଅବଶ୍ୟ ପାଇନାଇଲ । କାହିଁ ଆଜ୍ଞାହ ମେଣ୍ଟାକିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାଛେ ଏବଂ ପ୍ରଥିବୀର ତାମ୍ବୁରାଗ (ମାର୍କଟି ମୁଣ୍ଡଟ କରିବାଛେ । ତିରାମିବୀରେ ଆହେ, ଏକ ପ୍ରଥିବୀର ମିଳେ ବିଜ୍ଞାନାବଳୀ ଅବଶ୍ୟ ହେଲେ । ଏବଂବେଳେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାର ଆମରେ ପରିଧିତେ ବିଶ୍ଵଟିନ କରି ହେଉଥିଲାନ । ଏହିଟିଇ ବୋକା ଥାଏ ଯେ, ତାର ଆମୁଗଣୀ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।)

আনুবাদিক ভাষার বিষয়

فَهُنَّا سِيَّدًا هُنَّا حِسَابًا بِإِشْرِيكٍ عَدًا وَعَدْ بِنَا هُنَّا عَدًا بِإِشْرِيكٍ—আংশিক উপরিষিত

এসব জাতির হিসাব ও আয়ার পরিকালে হবে কিন্তু এখানে একে অতি গদবাটে বাজ করার কানুন এবং মিশিত হওয়ার প্রতি ইমিত করা, যেন হয়েই গেছে।—(রাহলি শা'আনী) আর এরপ হতে পারে যে, এখানে হিসাবের অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ মত এবং শাস্তি মিশোরণ করা। তৎসীরের সার-সংজ্ঞে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এটা ও হতে পারে যে, কর্তৃর হিসাব যদিও পরিকালে হবে কিন্তু আমলানামার তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যাক করা হয়েছে। আয়াবের অর্থ ইহকালীন আয়াব, যা অনেক পূর্ববর্তী সম্মুদ্দেশের উপর নাখিল হয়েছে। এমতাবধায় পরিবর্তী উন্নতি নিয়ে আছে।—
عَدُّ اللَّهِ لِهِمْ عَدُّ بِإِشْرِيكٍ يُنْدِي بِإِشْرِيكٍ فَكُلُّ مَا وَسْطَ لَهُ

قد أَنْزَلَ اللَّهُ الْحِكْمَ فِي كُلِّ وَسْطٍ—এই আংশিকের সহজ ব্যাখ্যা এই যে,

শুল্ক। শুল্ক উভা যেনে এই অর্থ করা যে, নাখিল করেছেন কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন রসূল (সা)। তৎসীরের সার-সংজ্ঞে তাই করা হয়েছে। অনন্যা অন্য ব্যাখ্যাও নিখেছেন। উদাহরণত ‘বিকর’-এর অর্থ এবং রসূল (সা) এবং অধিক বিকরের কারণে তিনি নিজেই যেন বিকর হয়ে গেছেন।—(রাহলি শা'আনী)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَّأَنْزَلَ فِي رِبْلِي مِنْ مِثْلِهِنْ

—এই আংশিক থেকে এতটুকু বিষয় পরিকারভাবে বোঝা যায় যে, আকাশ যেহেন সাতটি, পৃথিবীও তেমনি সাতটি। এখন এই সপ্ত পৃথিবী কোথায় ও কি আকাশে আছে, উপরে কুরে কুরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর স্থান তিনি কির? যদি উপরে নিচে কুরে কুরে থাকে, তবে সপ্ত আকাশের মধ্যে প্রত্যেক দুই আকাশের মাঝখানে যে যন বিকাটি ব্যবধান আছে এবং প্রত্যেক আকাশে আজাদা আজাদা ফেরেশতা আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোন সৃষ্টি কীর আছে কি না অথবা সপ্ত পৃথিবী গৱাঙ্গের প্রতিত কি না? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে কোরআন পাক মীরব। এ সপ্তকে যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্বর্কে ঘূর্ণেস রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিশ্বক বলেছেন এবং কেউ যিখ্যা ও মনগতি পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সজ্ঞাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, যাত্পৰ্য নির্দিষ্টে সবগুলোই সত্যবপন। বলতে কি, এসব উর্ধ্মানুসঞ্চালনের উপর আমাদের ক্লিন ইমার অথবা পার্থিব প্রয়োজন নির্ভরশীল নহ। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্বর্কে

প্রত্যেকে করা হবে না। তাই নিরাপদ পদ্ধা এই যে, আমরা ঈমান আমর এবং বিশ্বাস করব আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতচিই। সবগুলোকে আজ্ঞাহ তা'আজ্জা যৌর অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কেবল আমের বর্ণনা গ্রহণ কুই, যে বিষয় বর্ণনা করা কোরানের জরুরী মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববর্তী মনীষিগণের কর্মগুলি ছাই ছিল। তারা বলেছেন : **أَتْلِّا مَا تَرَى** । অর্থাৎ যে বিষয়কে আজ্ঞাহ তা'আজ্জা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে সাধু। বিশেষত বহুমান তক্ষসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। জমসাধ্যরাগের জন্য প্রয়োজনীয় নয়—এবং নির্ভোক পিঙ্কগৌর বিরোধপূর্ণ আলোচনা এতে সংযোগিত করা হয়নি।

بِئْنَزِلَ الْأَمْرَ بِهِنْدِنْ—অর্থাৎ আজ্ঞাহ তা'আজ্জা আদেশ সম্পত্তি আকাশ ও সম্পত্তি পৃথিবীর মাঝখানে অবস্থীর্ণ হতে থাকে। আজ্ঞাহর আদেশ বিবিধ—(১) আইনগত, যা আজ্ঞাহর আদিষ্ঠ বাদাদের জন্য ওহী ও পরগনারগুলের বাধ্যাত্মক প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীকে মানব ও জিনের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতাপথ এই আইনগত আদেশ পরগনারগুলের কাছে নিয়ে আসে। এতে আকাশেন, ইবাদত, চরিত্র, পারম্পরাক মেনবেন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি থাকে। এভালো যেনে চৰলে সওয়াব এবং অমান করলে আয়াব হয়। (২) ভিত্তিয় প্রকার আদেশ সৃষ্টিগত। অর্থাৎ আজ্ঞাহর তক্ষনীয় প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধান। এতে অগত সৃষ্টি, অগতের ক্রয়োচ্চতি, হৃসবৃক্ষ এবং জীবন ও মৃত্যু দারিদ্র আছে। এসব বিধিন-বিধান সমস্ত সৃষ্টি বন্ধনে পরিবার্তা। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর অধ্যক্ষে শূন্যস্থল, ব্যবধান এবং তাতে কোন সৃষ্টি জীবের অঙ্গিত প্রয়োগিত হয়ে যায়, তবে সেই সৃষ্টি জীব শরীরতের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আজ্ঞাহর আদেশ অবস্থীর্ণ হতে পারে। কারণ, আজ্ঞাহ তা'আজ্জা সৃষ্টিগত আদেশ তাতেও ব্যাপ্ত।

سورة التغوير

সূরা তাহাকীম

বঙ্গোনার অবতীর, ১২, আশাত, ২ কক্ষ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تَعْلَمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ، تَبَتَّغِي مَرْضَاتَ
أَزْوَاجِكَ، وَاللَّهُ عَفْوٌ عَنْ رَجِيمٍ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجْلِيلَةً
آيَةً لَكُمْ، وَاللَّهُ مَوْلَانِكُمْ، وَهُوَ الْعَلِيُّمُ الْحَكِيمُ ۝ وَإِذْ أَسْرَ
الشَّيْءَ إِلَيْهِ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ حَدَّيْشًا، فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ عَزَفَ بَعْضَهُ، وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضِهِ، فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ
قَالَثُ مَنْ أَنْبَأَكَهُ هَذَا، قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيُّمُ الْخَيْرُ ۝ إِنَّ كُلَّوْنَا
إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَقْتُ قُلُوبِكُمْ، وَإِنَّ تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ مَوْلَاهُ وَچِيرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالسَّلِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ
ظَهِيرَ ۝ عَلَيْهِ رَبُّهُ أَنْ طَلَقْكُنْ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا
قَنْكُنْ مُشْلِمِتْ مُؤْمِنِتْ قَنْتِتْ شَبِيبَتْ غَبِيدَتْ شَبِيكَتْ
شَبِيلَتْ دَابِكَارَا ۝

পরম কর্মাময় ও অসীম দ্বারা আলাদ নামে শুন

(১) এই নথী : আলাদ আগনার জন্য আ হালাল করেছেন, আপনি আগনার জীবনকে
শুধু করার জন্য কি বিজেত জন্য হালাল করেছেন কেন ? আলাদ ফারাহীর, দ্বারাময়। (২)
আলাদ ফারাহীর জন্য কসম থেকে অবাহতি প্রাচের উপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আলাদ

তোমাদের যাতিক। তিনি সর্বত্ত, প্রজ্ঞাময়। (৩) যখন নবী তার একজন ঝৌর কাছে একটি কথা পোগনে বললেন, অতঃপর ঝৌ যখন তা বলে দিল এবং আজ্ঞাহ, নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সেই বিষয়ে ঝৌকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা ঝৌকে বললেন, তখন ঝৌ বললেন : কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল ? নবী বললেন : যিনি সর্বত্ত, ওয়াকিফছাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। (৪) তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝৌকে গড়েছে কলে যদি তোমরা উভয়ের তত্ত্বা কর, তবে তাল কথা। আর যদি নবীর বিকলে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আজ্ঞাহ, জিবরাইল এবং সৎকর্ম পরামর্শ ঝু'মিনগুপ তার সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগুপও তার সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিতাপ করেন, তবে সত্ত্বত তার পালনকর্তা তাকে পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম ঝৌ, শারী হবে আজ্ঞাবৃষ্টি, সৈয়ানুদারী, নামায়ী, তত্ত্বাবধারী, ইব্রাদত্বকারিণী, রোষাদারী, ভক্তুযাসী ও কুমারী।

তৃকসীরের মাঝ-সংজ্ঞেপ

হে নবী, আজ্ঞাহ, আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি (কসম খেয়ে) তা নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন (তাও আবার) আপনার ঝৌদেরকে খুশী কর্যার জন্য ? (অর্থাৎ কোন বৈধ কাজ না করা যদিও বৈধ এবং কোন উপযোগিতার কারণে তাকে কসম দান্না জোরদার কর্যাত্মক বৈধ কিন্তু উত্তমের বিপরীত অবশ্যই, বিশেষ করে তার কারণে যদি দুর্বল হয় অর্থাৎ অন্বেশ্যক বিষয়ে ঝৌদেরকে খুশী করা)। আজ্ঞাহ ঝুমাশীল, পরম করুণা-ময়। [তিনি গোনাহু পর্যন্ত মাঝ করে দেন, আপনি তো কোন গোনাহ করেন নি। তাই এটা আপনার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ নয় বরং স্বেচ্ছাপে আপনাকে বলা হচ্ছে যে, আপনি একটি বৈধ উপকার বর্জন করে এই ঝুল্ট করলেন কেন ? রাসুলুল্লাহ (সা) কসম খেয়েছিলেন, তাই সাধারণ সম্মুখে দ্বারা কসমের কাফফারা সম্পর্কে বলা হচ্ছে :] আজ্ঞাহ তা'আলা তোমাদের জন্য কসম খোলা (অর্থাৎ কসম ডষ্ট করার পর তার কাফফারা দানের পছন্দ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আজ্ঞাহ তোমাদের সহায়। তিনি সর্বত্ত, প্রজ্ঞাময়। (তাই তিনি ঝৌর জান ও প্রতী দ্বারা তোমাদের উপযোগিতা ও প্রয়োজনাদি জেনে তোমাদের অনেক সংকট সহজ করে দেওয়ার পছন্দ নির্ধারণ করে দেন। সেমতে কাফফারার মাধ্যমে কসম থেকে অবাহতি ব্যাকের উপর করে দিয়েছেন। অতঃপর ঝৌদেরকে বলা হচ্ছে যে, সেই সময়টি স্মরণীয়,) যখন নবী করীম (সা) তার একজন বিবির কাছে একটি কথা গোপনে বললেন : (কথাটি হিল এই : আমি আর মধু পান করব না কিন্তু কারও কাছে একথা বলে না)। অতঃপর বিবি যখন তা (অনা বিবিকে) বলে দিলেন এবং আজ্ঞাহ তা'আলা নবীকে (ওয়ার মাধ্যমে) তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী (এই গোপন কথা প্রকাশকারিণী) বিবিকে কিছু কথা তো বললেন (যে, তুমি আমার কথা অনের কাছে বলে দিয়েছ) এবং কিছু বললেন না (অর্থাৎ নবীর ভূতা এতটুকু যে, আদেশ পালন না করার কারণে বিবির বিকলে অভিযোগ করতে যেয়েও এখনও বাক্যগুলো পূর্ণরূপে বললেন না যে, তুমি আমার এই কথা বলে দিয়েছ, সেই কথা বলে 'দিয়েছ' বরং কিছু অংশ উল্লেখ করলেন এবং কিছু অংশ উল্লেখ করলেন না, হাতে

বিবি যমে করে যে, তিনি এতটুকু বিবরণই জানেন—এর মৌলী জানেন না। একে জানা কম
হবে।) অঙ্গের নবী স্থন তা বিবিকে বলবেন, তখন বিবি বহুজন : কে আপনাকে এ সম্পর্কে
অবগতি করে? নবী বলবেন : আমাকে সর্বত, ওয়াকিকহাত আলাহ্ অবগতি করবেন। [বিবি-
গণকে একথ্য শোনানোর কারণ সম্ভবত এই যে, তারা অধম জানিতে পারবে নে, মসুলীয়াহ্
(সা) সম্পূর্ণ গোপন জানেন, তখন তাঁর তত্ত্বাসূলত আচরণ দেখে কান্ত আরওদেশী অভিজ্ঞত হবে
এবং তওবা করবে। সেমতে পরবর্তী বাবে বিবিগণকে তত্ত্ব সহজে বলা হচ্ছে :] তোমরা
উভয়েই (অর্থাৎ পঞ্চাশৱের দুই বিবি) যদি আলাহ্ কাছে তওবা কর, তবে (পুরুষদের কথা)
কেবলা, তওবার কারণ বিনায়ান আছে। ক্ষা এই যে,) তোমাদের অবস্থা (অন্যাদের দিকে)
বুঝে পড়েছে। (তোমরা পঞ্চাশৱকে অন্য বিবিগণ থেকে বাসিয়ে একান্তকালের মিজেদের কানে
বিতে চাও। এটা রসূল মুরিমির লক্ষণ হিসাবে অধিত এবং নবী লিখে এর কারণে অন্য বিবিগণের
অবিকার হরণ এবং অঙ্গের বাধিত হয়। এই হিসাবে এটা যদি এ তওবা করার মোগ্য।)
আর যদি (এরানিজাদে) নবীর বিকাশে তোমরা একে অপরাক্ত সাহায্য কর, তবে জেনে
রেখ, নবীর সহায় আলাহ্, জিবরাইত এবং হাতকর্ম পরামরণ মুসলিমদের পথ। উপরে কেচেরামতা-
গণক তাঁর সাহায্যকারী। (উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের এসব কারণে বাসিয়ে নবীর কেবল কাটি
হবে না—কৃতি তোমাদেরই হবে। কারণ, যে বাসিত্ব এমন সহায়, তাঁর ক্লিচের বিকাশে
তৎপরতার পরিণাম যদ্যই হবে হবে। কোন কোন শান্ত-বৃক্ষ অনুযায়ী এ কাজে হস্তান
আঘেশা ও হাফসা (রা) বাস্তীত অন্যান্য বিবিও শরীর হিসেব, যেমন হস্তান সওদা ও সফিয়া
(রা) প্রযুক্ত, তাই অতঃপর বহুবচন ব্যবহার করে সংজ্ঞান করা হচ্ছে যে, তোমরা এই
কজনকামে মনে ছান মিমো না যে, পুরুষ যখন, তখন বিবিদের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আর
আমাদের ঢাইতে উত্তম বিবি কোথায়? তাই নবী বহুকার আমাদের সরকিলুই সহজ করব
হবে। অঙ্গের যমে (রেখ) যদি নবী তোমাদের সম্ভবকে তাজাক মিয়ে দেন, তবে সম্ভবত
তাঁর পৌরোকৃতা তাঁকে পরিবর্তে মেবেন তোমাদের ঢাইতে উচ্চ ছী, কান্ত হবে মুসলিমদে,
ইমানদের, আবুগত্যাকারিগু, তত্ত্বাবধারিগু, ইবাদতকারিগু, রোমাদার, কফক অকুমারী ও
কফক কুমারী। (কোন কোন উপরাগিতাদলে বিধবা নারীও কান্ত হবে ধাকে, যেমন
অভিজ্ঞতা, কর্মসংকৃতা, সমব্রহ্মকৃতা ইত্যাদি। তাই একেও টানেখ করা হচ্ছে)।

અધ્યક્ષ અસ્થ લિંગ

— श्रीमद्भुवनाहृष्टः सर्वेष द्युधारी ईडानि विज्ञावे हस्तरत आदेवा (वा) प्रभुत्थे के अपित आहे, इन्सुलाहृष्ट (सा) श्रावणविज्ञाविज्ञावे आसवेव गत लोकामो अवज्ञात्वाहृष्ट उक्तव्य विधिव विज्ञावे द्युधारी ईडानि विज्ञावे अना शयन करावेत्तम। एकदिन उस्तरत विज्ञावे (वा)—एव विज्ञावे एकटु देशी संघर अतिवाहित करावेन एवं यशु गान करावेन। एते आवार घरे ईर्षा मार्गाचाडा दिले उठल एवं आयि हस्तरत द्याकसा (वा)-र घाथे प्रामार्म वरवे विर बदलाव ये, तिनि आदेव यात्रे यात्र काहे आसवेन, से—हे वजावे : आगमि ‘आगांक्षीर’ गान करावेहन। (‘आगांक्षीर’ एक प्राकार विशेष द्युधारा द्युधारा आठाके वता हवा)। सेवते परिवर्तनाम अनुधारी काळ हक। इन्सुलाहृष्ट (सा) वजावेन : वा, आयि तेह यशु गान करावहि। से—हे विविव वजावेन : सुखरत कोन चौमाहि ‘आगांक्षीर’ वृक्ते वते तार इन प्रमाहित। ए वारापुणे

মধু মুর্গজযুক্ত হয়ে গেছে। রসুলুল্লাহ (সা) মুর্গজযুক্ত বস্তু থেকে সহজে বেঁচে থাকতেন। তাই তিনি অঙ্গপত্র মধু খাবেন না বলে কসম ধেঁজেন। হয়রাত যমনব (রা) মনঃকূল হবেন চিন্তা করে তিনি জিবিগুরি প্রকাশ না করার জন্যও বলে ধেঁজেন। কিন্তু সেই বিবি বিবিগুরি অন্য বিবিগুরি গোচরীভূত করে দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হয়রাত হাফসা (রা) মধু পান করিবেছিলেন এবং হয়রাত আয়েশা, সওদা, ও সফিয়া (রা) পরামর্শ করেছিলেন। কতক রেওয়ায়েতে ঘটনাটি অন্যভাবেও বলিত হচ্ছে। অতএব এটা অমুলক নয় যে, একজনধীর ঘটনার পর আলোচা আয়ত অবতীর্ণ হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

আয়াতসমূহের সার-সংক্ষেপ এই যে, রসুলুল্লাহ (সা) একটি হাতাম বস্তু অর্থাৎ মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্য হাতাম করে নিয়েছিলেন। এ কাজ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে হচ্ছে জীবনে—গোনাহ নয় কিন্তু আলোচা ঘটনায় এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এর কারণে রসুলুল্লাহ (সা) কলট শীকার করে নিয়েন। এবং একটি হাতাম বস্তু বর্জন করবেন। কেননা, এ কাজ রসুলুল্লাহ (সা) কেবল বিবিগুরি কে খুনী করার জন্য করে ছিলেন। এরপ বাপাজো বিবিগুরি কে খুনী করা রসুলুল্লাহ (সা)-র জন্য অপরিহার্য ছিল না। তাই আলোহ, তা'আলা সহানুভূতিজ্ঞে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيٌّ لَمْ تَعْرِمْ مَا أَحْلَى اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتٍ لَزُواجِكَ وَاللهُ

غَفُورٌ (رَحِيمٌ)

এই আয়াতেও কোরআন পাকের সাধারণ ঝীতি অনুবাদী রসুলুল্লাহ (সা)-র নাম নিয়ে সহানুভূতি করে ‘চে রবী’ বলা হয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ও সম্পত্তি। এরপর বলা হয়েছে যে, ঝীতের সত্ত্বাটি নাতের জন্য আপনি নিজের জন্য একটি হাতাম বস্তুকে হাতাম করেছেন কেন? বাক্যটি শব্দিও সহানুভূতিজ্ঞে বলা হচ্ছে কিন্তু দৃশ্যমান ও তে জওয়াব তরব করা হচ্ছে। এ থেকে ধারণা হতে পারত যে, সত্ত্বত তিনি খুব বড় ভূল করে ফেলেছিন। তাই সাথে সাথে বলা হচ্ছে : **وَاللهُ غَفُورٌ (رَحِيمٌ)**—অর্থাৎ গোনাহ হচ্ছে আলোহ, তা'আলা রহমানী, পরম দয়ালু।

আস'আলা : তিনি প্রকারে কোন হাতাম বস্তুকে নিজের উপর হাতাম করা যাবে। এর বিস্তার কর্তৃতা সুন্না মালিকীর তত্ত্বাবলী-টেক্সিভিত হয়েছে। তা সংকেপে এই যে, ক্লেষ কোন হাতাম প্রযোক্ত বিবাসম্ভূতাবে হাতাম করে। তা কলে কিন্তু অনি কোন প্রয়োজন ব্যক্তিগুরুতে করবে যেমন হাতে জীবনে হাতাম করবে নেই; তবে তা গোনাহ হবে। কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতাবলী হচ্ছে জীবনে কিন্তু উপরের খেতাব।। তৃতীয় প্রকার এই যে, বিবাসম্ভূতাবেও হাতাম করবে তা এবং কসম থেকেও হাতাম করে মা'কিন্তু জীবন তা চিন্তারে বর্জন কর্তৃত সংবেদ প্রযোগ করে। এই সংবেদ সওদা মনে করে কিন্তু যিন্দি আজ ও দৈনন্দিন হবে, সা শক্তিয়ে নিস্তব্ধীয়। আর যদি কোন সৈহিক অথবা আভিক রোমের প্রতিকারার্থে করে তবে আয়েব। কেবল কোন সুকী শুশুর্ণ থেকে কোগ-সজোগ বর্জনের বেসব গুরু বণিত আছে, সেগুলো এই সর্বান্নের।

উল্লিখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সা) কসম থেকেছিলেন। আমরাত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই কথগ তুল করেন এবং কাকফারা আদার বলেন। সুতরে মনসুরের রেওয়ায়েতে বলিত আছে যে, তিনি কাকফারা হিসাবে একটি ঝৌড়দাস মৃত্যু করে দেন। —(কোরআন)

فَرَفِعَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ يَدَيْهِ فَلَمَّا نَكَمَ قَتَلَهُ إِيمَانًا—এই অর্ধাং থেকের কসম তুল করা জন্মনী অথবা উভয় বিবেচিত হই, আল্লাহ্ ভাষ্যাত্তা আলা সেক্ষেত্রে তোমাদের কসম তুল করে কাকফারা আদার করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যামা আমরাতে এর বিশদ বর্ণনা আছে।

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيِّ إِلَى بَعْضِ أَرْبَعَةِ حَدِيفَةِ—অর্ধাং নবী হখন তাঁর ক্ষেত্রে এক বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ ও অধিকাংশ রেওয়ায়েত দৃষ্টে এই গোপন কথা ছিল এই যে, হয়রত যরমব (রা)-এর কাছে যথু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ অথবা মনসুর হল, তখন তাদেরকে খুলী করার জন্য তিনি যথু পান না করার কসম থেকেন এবং বিমলাটি প্রকাশ না করার জন্য বলে দিলেন, যাতে যরমব (রা) মনে কষ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এই গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় বিবর বলিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ রেওয়ায়েতসমূহে তাই আছে, যা লিখিত হল।

فَلَمَّا نَبَأَتْ كَوْنَاتٌ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ مُلَهَّهُ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَرْضَى عَنْ بَعْضِ—অর্ধাং
সেই বিবি হখন গোপন কথাটি অন্য বিবির পোচোত্ত করে দিলেন এবং আল্লাহ্ রসূল (সা)-কে এ সম্পর্কে অবিহিত করে দিলেন, তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপন কথাটি ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ তো কর্মেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন না। এটা ছিল রসূলুল্লাহ (সা)-র উচ্চতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন্ বিবির কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কান্তি কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, কোরআন পাক তা বর্ণনা করেন। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হয়রত হাফসা (রা)-র কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি হয়রত আয়েশা (রা)-র কাছে তা ফাঁস করে দেন। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর হাদীসে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হবে।

কোন্ কোন্ রেওয়ায়েতে আছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সা) হাফসা (রা)-কে তামাক দেওয়ার ইচ্ছা করেন, কিন্তু আল্লাহ্ ভাষ্যাত্তা জিবরাইল (আ)-কে প্রেরণ করে তাকে তামাক থেকে বিপর্তি রাখিবেন এবং বলে দেন যে, হাফসা (রা) অনেক নামাম পড়ে আনেক পোষা করবে। তার নাম আমাতে অপেন্নার বিবিদের তালিকায় লিখিত আছে। —(মাসহারী)

إِنْ تَبْتُوا بِالِّيْلِ فَقَدْ صَفَتْ قَلْوَبُكُمْ ।—উপরোক্ত মুটনার পঠাকে সে দুইজন বিবি সঙ্গে হিজেব ভাঁজা কে, এ সঙ্গকে সহীহ বুধারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি দীর্ঘ রেওমায়েত বণিত আছে। এতে তিনি বলেন : যে দুইজন নারী সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞান পাকে । إِنْ تَبْتُوا بِالِّيْلِ فَقَدْ صَفَتْ قَلْوَبُكُمْ । বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপকভাৱে হযরত উমর (রা)-কে শ্রেষ্ঠ কর্তার ইচ্ছা দেন কিন্তু কাজ পূর্ণ কোম্পান থাবন হিজু। আব্বাস একবার তিনি হজের উদ্দেশ্যে রওমানা হতে সুযোগ দ্বারা আমিত সকলসকলী হয়ে গেছেন। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি উম্মু কর্নহিজেব এবং আয়ি পানি চেরে দিচ্ছিলাম, তখন প্রয় করলাম : ক্ষেত্রজ্ঞান যে দুইজন নারী সঙ্গকে । إِنْ تَبْتُوا بِالِّيْلِ فَقَدْ صَفَتْ قَلْوَبُكُمْ । বলা হয়েছে, ভাঁজা কে ?

হযরত উমর (রা) বলেছেন : আশর্মের বিবৃত, আপনি আনেন না, এ রা দুজন হজেন, হাকবা ও আরেশা (রা)। অতঃপর এ ঘটনা সঙ্গকে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করেন। এতে এই মুটনার পূর্বরত্নী কিন্তু জরুরী ও বৰ্ণনা করেনন। তফসীর-মামহারীতে এর বিবৃত বিবৃত্য বিপিবৰ্জ আছে। আজোচ্য আয়াতে উপরোক্ত দুজন বিবৃতক সুতৃষ্ণাত্ম সংজ্ঞানে কুরু বলা হয়েছে। সুনি তোমাদের অস্তর অন্যান্যের প্রতি ঝুঁকে গম্ভীর বলে তোমরা তওবা কর, তবে তাল কথা। কারণ রসুলুল্লাহ (সা)-র যথক্রত ও সন্তুষ্টি ক্রান্তা প্রতোক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তোমরা উক্তে পরম্পরে পুরাযৰ্থ করে এমন পরিস্থিতির উক্তব ঘটিয়েছ, যদ্যকন্ত তিনি ব্যাখ্যিত হয়েছেন। কাজুই এই পোনাহু থেকে তওবা করা জরুরী। অতঃপর বলা হয়েছে :

وَإِنْ تَبْتُوا هُرَأً مَلْهُوْفَةً فَإِنْ أَنْ هُوَ مُوْلَىٰ ।—এতে বলা হয়েছে : যদি তোমরা তওবা করে রসুলুল্লাহ (সা)-কে খুণি না কুর, তবে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আজ্ঞাহ, জিবুরাইল ও সহস্র নেক মুসলিমান তাঁর সহায়। সবক্ষে কেরেশতা তাঁর সেবায় নিয়োজিত। অতএব তাঁক ক্ষতি করার সাধা কোর ? ক্ষতি যা হবাক, তোমাদেরই হবে। অতঃপর তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে :

أَنْ طَلْقَكَنْ أَنْ يَبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَهْرًا مَنْكِنْ ।—এতে বিবিপলের এই শুরুপার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদেরকে তাঁজাক মিলে নিজে তাঁদের যত ছী সঞ্চয়ত তিনি পাবেন না। জওয়াজের সামর্য এই যে, আজ্ঞাহ, তা'আজা আশর্মের কাইলে কোন ক্ষিতি নেই। তিনি তোমাদেরকে তাঁজাক মিলে নিজে আজ্ঞাহ, তা'আজা তোমাদের যতই নয়, অবং তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নারী তাঁকে মান করবেন। এতে আরো হয় না যে, তাঁদের তাঁজে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যায়ান হিজু। হতে পারে যে, তখন হিজু না, কিন্তু অরোজনে আজ্ঞাহ, তা'আজা অন্য নারীদেরকে তাঁজে উৎকৃষ্ট করে মিলে পাবেন।

আলোচা আমাতসম্মূহে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ् (সা)-র বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের ধিক্কাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মুসিনগণকেও এ বাপায়ে আদেশ করা হচ্ছে।

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِنِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا^١
النَّاسُ وَالْجَنَّارَةُ عَلَيْهِمَا مِّلْكَةٌ غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
كُفَّرُوا لَا تَعْتَذِرُوا إِلَيْهِمْ دِرَبُّكُمْ نَجَزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝**

(৬) এই মুসিনগণ। তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অধি থেকে রক্ষা কর, যার ইচ্ছন হবে মানুষ ও প্রতির, আতে নিরোজিত আছে পার্যাপ্ত কাদর, কর্মসূচকার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ। তারা আলুহু আল কাদর করেন, তা কামনা করে না এবং যা করতে কাছের করা হচ্ছে, তাই করে। (৭) হে কাফির সম্মুদ্দার। তোমরা আল প্রয়োগ পেশ করো না। কোমাদেরকে তারই প্রতিক্রিয়া দেওয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে

তৎসীলের সার-সংক্ষেপ

মুসিনগণ, (যখন রসূলের বিবিগণেরও সহ কর্ম ও আনুগত্য ছাড়া প্রভাবের সেই এবং রসূলকেও তাঁর বিবিগণকে উপদেশ দিয়ে সহ কর্মে উত্থু করতে আদেশ করা হচ্ছে, তৎসীল অর্থনিষ্ঠ সর উল্ল্যতের উপরও এই কর্তব্য আঙুল জোরাদার হয়ে পেছে যে, তাঁরা বেশ তাদের পরিবার-পরিজনের কর্ম ও চরিত্র গঠনে শৈক্ষিত্ব না করে। তাই আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে) তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহাজাহের) অধি থেকে রক্ষা কর, যার ইচ্ছন হবে মানুষ ও প্রতির (নিজেদেরকে রক্ষা করার অর্থ-তাদেরকে আলামুল্লাহ বিধি-বিধান দিয়ে দেওয়া ও তা পার্যাপ্ত করানোর জন্য মুখে ও হাতে শথসেত্বক্ষেত্রটা করো)। অতঃপর সেই অধিকর ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে ১) যাতে পার্যাপ্ত হাদর, কর্মসূচক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নিরোজিত আছে। (তাঁরা কারও জ্ঞান দয়া করে না এবং কেউ তাদের মুকাবিলা করে বাঁচতে পারে না)। তাঁরা আলুহু আল কাদর করেন, তা (সামান্য) অবান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, (তৎক-পাদ) তাই করে। (ক্ষেত্রকথা, জাহাজাহে নিষ্ক্রিয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ কাফিরদেরকে জাহাজাহে দাখিল করে ছাড়াবে। তখন কাফিরদেরকে বলা হবে ১) হে কাফির সম্মুদ্দার। তোমরা আজ ওহর পেশ করো না। (কারুণ্য, এটা নিষ্ক্রিয়) তোমাদেরকে তো তারই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে।

আনুবাদিক আভ্যন্তর বিষয়

قُرْءَانُكُمْ وَأَنْتُمْ كُفَّارٌ—এ আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে :

তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহাজায়ের অঞ্চিৎ থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহাজায়ের অধিক ভয়াবহতা উঠেখ করে অবশেষে এ কথাও মন্তব্য হয়েছে যে, যারা জাহাজায়ের হোগা পাই হবে, তারা কেবল ঘৃঙ্গি, দম্ভুল, শোশামোদ অথবা ঘূঘের আধায়ে জাহাজায়ে নিয়োজিত কঠোর আগ ফেরেশতাদের কর্মক থেকে আব্যাক্ত করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম ‘ব্যানিয়া’।

শব্দের অধো পরিবার-পরিজন তথা ঝী, সজ্ঞান-সৃষ্টি, প্রোট্যুম-বানী সবই মাধ্যমিক আছে। এমনকি, সার্বজনিক চাকচ-নগুকরণ এতে মাধ্যম থাকা প্রবাল্পন নয়। এক বেওয়ালেতে আছে, এই ‘আঘাত নামিল হলে পর ইর্মানত ওমর (রা) আরয করলেন।’ ইয়া রসুলুল্লাহ। নিজেদেরকে জাহাজায়ের অঞ্চিৎ থেকে রক্ষা করার বাপাগারাটি তো বুঝে আসে (যে, আব্যাক্ত গোনাহ থেকে বৈচে থাকব এবং আঝাহুর বিধি-বিধান পাইন করিব) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আব্যাক্ত কিন্তু বেওয়ালেতে জাহাজায় থেকে রক্ষা করব? রসুলুল্লাহ (সা) বললেন: এর উপর এই যে, আঝাহুর তা ‘আজা তোমাদেরকে হেসব কাজ করতে নিবেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিবেধ কর এবং হেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর।’ এই কর্মপক্ষ তাদেরকে জাহাজায়ের অঞ্চিৎ থেকে রক্ষা করতে পারবে। —(রাহজ মা’আনী)

ঝী সজ্ঞান-সৃষ্টির শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কঠোর: ফিকহবিদগ্রহণ বলেন: ঝী ও সজ্ঞান-সৃষ্টিকে ফরয কর্মসমূহ এবং হালাত ও হারায়ের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া এবং তা ‘পাইন করানোর’ চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। একথা আলোচ্য আঘাত থেকে প্রাণিত হয়েছে। এক হাসীসে আছে, আঝাহুর সেই বাস্তির প্রতি রহয করুন, যে বলে: হে আব্যাক্ত ঝী ও সজ্ঞান-সৃষ্টি! তোমাদের নামায, তোমাদের সোবা, তোমাদের শাকাত, তোমাদের ইহাতীয়, তোমাদের যিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যাব আঝাহুর তা ‘আজা’ সবাইকে তোমাদের সাথে জাহাতে সমবেত করবেন। ‘তোমাদের নামায, তোমাদের সোবা’ ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এভাবের প্রতি নক্ত প্রাপ্তি হয়ে; এতে শৈথিল্য মা হওয়া উচিত। ‘তোমাদের যিসকীন, তোমাদের ইহাতীয়’ ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তাদের প্রাপ্তি খুশি মনে আদায় কর।’ অনেক বৃহুর্গ বলেন: সেই বাস্তি কিম্বাগতের দিন সর্বাধিক আঘাতে আঘাতে, যার পরিবার-সংগঠন ধর্ম সম্পর্কে মুর্দ ও উদাসীন হবে। —(রাহজ মা’আনী)

মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য সামনে পর কুর্বান কুর্বান আঘাতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে। এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে আসছে। এখন তোমাদের কোন ওষুর কবুজ করা হবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَعْبُدُوا إِلَهًا لَّا يَنْشُوْعًا دَعْهُ
 رَبُّكُمْ أَنْ يُسْكِنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ
 تَجْرِيْهُ مِنْ تَعْبُدِهَا الْأَنْهَرُ، يَوْمٌ لَا يُغْرِيْهُ اللَّهُ الشَّيْءُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعِيْ بَيْنَ أَيْمَانِهِمْ وَبِأَيْمَانِ
 يَنْهِمْ يَقُولُونَ رَبُّكُمْ أَثْمَمْ لَكُمْ نَارُنَا وَاغْفِرْ لَنَا، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِي جَاهَدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَ
 اغْلَظَ عَلَيْهِمْ، وَمَا ذُقُّمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْعُصِيرُ ۝ ضَرَبَ اللَّهُ
 مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتْ نُوْرَ وَامْرَأَتْ لُوطَ، كَمَا كَتَبَتْ
 عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْزِيْنَا
 عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقَيْلَ اذْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّخِيلِينَ ۝
 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتْ فَرْعَوْنَ مَرَادْ قَالَتْ
 رَبِّ ابْنِي لَنِي عَنْدَكَ بَيْنَتَا فِي الْجَنَّةِ وَنَعِيْشِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ
 وَعَمِيلِهِ وَنَجِيْنِيْ مِنْ الْقَوْمِ الظَّلِيلِيْنَ ۝ وَمَرِيمَ ابْنَتْ عَمْرَانَ
 الَّتِي أَخْصَنَتْ فَرِجَاهَا فَنَفَقَتْ فِيْنِيْ مِنْ رُؤْسَنَا وَصَدَقَتْ
 بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُلِّهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَرِيبِيْنَ ۝

(8) হে মুমিনগণ ! তোমরা আলাহ'র কাছে তওবা কর—আতরিক তওবা । আপা করা
 যাব তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের অস কর্মসূচ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে
 সদাচিত করবেন জামাত, যার তজদেশে নদী প্রবাহিত । সেদিন জামাত, মর্বী এবং তার
 বিশাসী সহচরদেরকে অপদৃষ্ট করবেন না । তাদের নুর তাদের সামনে ও তামাদের ঝুঁটি-
 ঝুঁটি করবে । তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের নুরকে পূর্ণ করে দিন এবং
 আমাদেরকে কুমা করুন । নিষ্ঠ আগমি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান । (9) হে মর্বী !

কাফিল ও মুনাফিকদের বিজয়ে জিহাদ করুন এবং তাদের জড়ি কর্তৃত হোন । তাদের শিক্ষামা আইনজীবি । সেটা কঠ নিষ্কৃষ্ট হ্যান ! (১০) আর্থাত্ কাফিলদের জন্য মুহ-সুরী ও সুরু-সুরীর সুল্টান বর্ণনা করেছেন । তারা হিজ আমার দুই ধর্মপ্রার্থীর আশার পুরে । অতঃপর তারা তাদের সাথে বিজাজিতকর্তা করুন । করে নৃত ও শুভ তাদেরকে আজাহার-বকারা থেকে রক্ত করতে পারল না এবং তাদেরকে হলা হল-আহামামদের সাথে আহাম্বাবে চলে যাও । (১১) আজাহ মু'মিনদের জন্য কিলাউন-গ্রামের সুল্টান বর্ণনা করেছেন । সে বলে : হে আমার পালনকর্তা ! আপনার সরিকটে আরাতে আমার জন্য একটি পুর নির্মাণ করুন, আপনাকে কিলাউন ও তার দুর্কার্য থেকে উপর করুন এবং আমাকে জালিয়ে সশুদ্ধার থেকে মুক্তি দিন । (১২) আর সুল্টান-বর্ণনা করেছেন ইয়াব-তনর অধিকারে ; যে তার সতীত বজার রেখেছিল । অতঃপর আপি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন কুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাপী ও কিটাবকে সত্ত্ব পরিপন্থ করেছিল । সে হিজ বিনৰ প্রকাশকান্তিমের একজন ।

তৎক্ষণাত্মের সৈর্ব-সংঘে

(আমোচা আমাত সহুহে আহাম্বাব থেকে আক্ষয়কার পৰ্যা বিনিত হয়েছে । এ পর্যাই পরিবার-পরিজনকে বলে তাদেরকে আহাম্বামের অঞ্চলথেকে রক্তা কর্তা হাবি । পৰ্যা এই ১) মু'মিনগণ, তোমরা আজাহ-র সামনে সভাকার তওবা কর । (অর্থাৎ অস্ত্রের গোনাহের কারণে পুরোগুরি উন্তুপ থাকবে এবং ভবিষ্যতে তা না করার সুচ সংকলন থাকবে । এতে সকল করম-ওয়াজিব বিধানও দাখিল আছে । কেননা, একেকো পালন না করা পোনাহ এবং যাবতীয় হারাব এবং যকুর বিষয়ও দাখিল আছে কেননা, এগুলো করা পোনাহ)। আপা (অর্থাৎ উজ্জ্বাদা) আছে যে, তোমাদের পালনকর্তা (এই তওবার কারণে) তোমাদের পোনাহ যাক করবেন এবং তোমাদেরকে (আমাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত । (এটা সেদিন হবে) যেদিন আজাহ-নবী এবং তাঁর মুর্মলাম সহচরদেরকে অপদৃষ্ট করবেন না । তাদের নূর তাদের সামনে ও তানদিকে ছুটোছুটি করবে । তারা দোয়া করবে : হে আমাদের পালনকর্তা ! আর্মাদের এই নূর শেষ পর্যন্ত রাখুন (অর্থাৎ প্রতিথাধে যেন নিতে না থাক) এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন । আপনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান (এই দোয়ার কারণ হবে এই যে, কিয়ামতের মিন প্রত্যেক মু'মিন কিছু না কিছু নূর প্রাপ্ত হবে । পুরসিলাতে পৌছে যখন মুনাফিকদের নূর বিজেত আবে, যা সুরা হাদীদে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মু'মিনগণ এই দোয়া করবে, যাতে মুনাফিকদের নাম তাদের নূরও নিতে না থাক) । হে নবী ! কাফিলদের সাথে (তরবারির মাধ্যমে) এবং মুনাফিকদের সাথে (মুখে ও বর্ণনার মাধ্যমে) জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কর্তৃত হোন । (সুনিলাতে তো তারা এই পাতির যোগা হয়েছে এবং পরকালে) তাদের শিক্ষান্তি আহাম্বাব । সেটা কঠ নিষ্কৃষ্ট হ্যান ! (অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরকালে প্রতোক বাতির জন্য তার নিজের ইমানই কাজে আসবে । কাফিলকে তার কোন আকীর-বজেনের ইমান রক্তা করতে পারবেনো । এমনিত্বে বুমিনের আকীর-বজেন কাফিল হলে তাতে তার কোন কঠি হবে নো) । আজাহ ভাঁ-আলী

কাকিনাদের (শিকার) জন্য মৃহ-পর্যী ও শূল-পর্যীর দৃষ্টিতে বর্ণনা করেছেন। তাহা আমার মুহূর্তন সহ কর্তব্যপরায়ণ বাস্তুর বিবরণিত। হিল। অতঃপর তারা উভয়েই তাদের আবাদের সাথে বিজ্ঞাসযাত্রকর্তা করেছে। (অর্থাৎ নবী ইগুরার কারণে গ্রিয়াস ছিল যে, তারা তাদের প্রতি বিবাস ছাপন করবে এবং ধর্মের ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করবে, কিন্তু তারা তা করেনি) কলে মৃহ ও শূল আজোহুর মুক্তবিলায় তাদের কোন কাজে আসেনি। তাদেরকে (কাকিন হাত হাওয়ার কারণে আদেশ করা হয়েছে; তোমরা উভয়েই আহারামে প্রবেশ-কারীদের সাথে আহারামে প্রবেশ কর)। (অতঃপর মুসলিমানদের প্রশাস্তির জন্য বলা হয়েছে;) আজোহুর তা'আধা মুসলিমানদের (সাম্প্রদায়) জন্য কিমাউন-পর্যীর (অর্থাৎ হযরত আহিয়ার) দৃষ্টিতে বর্ণনা করছেন, যখন সে দোষা করল ; হে আমার পাঞ্জনকর্তা ! আপনার সমিক্ষকে জারাতে আমার জন্য প্রহ নির্বাপে করুন, আমাকে কিমাউন (-এর অমিষ্ট) থেকে এবং তার মুক্তব থেকে (অর্থাৎ কুকরের ক্ষতি ও প্রজ্ঞাব থেকে) মুক্ত রাখুন। আমাকে জারিম (অর্থাৎ কাকিন) সম্প্রদায়ের (বাহিক ও অভ্যন্তরীণ) ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখুন। (মুসলিমানদের সাম্প্রদায় জন্য আজোহু) ইমরান-তুনবা মরিয়ামের দৃষ্টিতে বর্ণনা করছেন। সে তার স্তোত্রকে (ইচ্চাল ও ইচ্চার্ম উভয় প্রকার কর্ম থেকে) বর্জন করেছিল। অতঃপর আমি (জিবরাইলের মাধ্যমে) তার ধর্মে আমার মৈক থেকে প্রাপ কুকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পাঞ্জনকর্তার বাণী (যা কেরেশতাদের মাধ্যমে পৌছেছিল) এবং কিন্তু হসমৃহকে (অর্থাৎ উগুরাত ও ইঙ্গিলকে) সভ্যান করেছিল। এতে তার আকৃষিত স্বীকৃত হয়েছে। সে ছিল আনুগত্যবারীদের একজন (এতে তার সহ কথ বাধিত হয়েছে)।

আনুষ্ঠানিক ভাষ্টুবী বিষয়ে

وَمُؤْمِنُونَ لِلّٰهِ تَوَكّدُونَ نَصْوَتُهُ—গুরুবার শাস্তির অর্থ কিনে আসা। উদ্দেশ্য

গোনাহ থেকে কিনে আসা। কোরআন ও সুরাহুর পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্য অনুভূত হওয়া এবং ত্বিব্যাতে তার ধারে-কাহে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল করা। ﴿وَمُؤْمِنُونَ لِلّٰهِ تَوَكّدُونَ نَصْوَتُهُ—এর অর্থ এমন গুরুবা, যা রিয়া ও নাম-বশ থেকে ঝাঁটি—কেবল আজোহুর সন্তুষ্টি অর্জন ও আবাবের জন্যে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুভূত হয়ে গোনাহ পরিভাগ করা। ঝিতীর অর্থের দিক দিয়ে ﴿وَمُؤْمِنُونَ لِلّٰহِ تَوَكّدُونَ এই উদ্দেশ্য বাত্ত করায় জন্য হবে যে, তওবা গোনাহের কারণে সহ কর্মের হিসবক্ষে তাদি সংস্কৃত করে। হযরত ইসমান বসরী (র) বলেন : বিগত কর্মের জন্য অনুভূত হওয়া এবং ত্বিব্যাতে তার শূন্যবাহিতি না করার পাকাপোক ইচ্ছা করাই ﴿وَمُؤْمِنُونَ نَصْوَتُهُ—কমবী (র) বলেন : ত্বিব্যাতে সেই গোনাহ থেকে দূর রাখা।

হয়েছত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল তওবা কি ? তিনি যান্মেই : হয়েটি বিষয়ের একটি সৈমাবেশ হলো তওবা হবে—(১) অতীত গল্প কর্মের জন্ম আনুভাব ; (২) যে সব ফরম ও ওয়াজিব কর্ম তরুক করা হয়েছে, সেগুলোর কাষা করা ; (৩) ক্ষারণ ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যান্যাত্মাবে প্রাপ্ত করে থাকলে তা প্রত্যপূরণ করা ; (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কল্প দিয়ে ক্ষারণে তজন্য ক্ষমা দেওয়া ; (৫) ভবিষ্যতে সেই গোপনীয়ের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সৎকর্ম হওয়া ; এবং (৬) নিজেকে দ্বেষ্ম আলাহ'র নাক্ষত্রমানী করাতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুভাব করতে দেখা। —(মাঝহারী)

হয়েছত আলী (রা) বলিত তওবার উপরেও শর্তসমূহ সবার কাছে বীকৃত। তবে কেউ সংজ্ঞে এবং কেউ বিচারিত বর্ণনা করেছেন।

—**فَإِنَّمَا يُكَفِّرُ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَعْلَمُوا—**

ওয়াদা। ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আনুবোর তওবা অথবা অন্য কোন সৎ কর্ম হোক, কেননাটিই জাতীয় ও মাগান্নিয়তের মূল হত্তে পারে না। নতুনা ইনসাফের দৃষ্টিতে আলাহ'র জন্য জরুরী হয়ে পড়ে যে, যে বাস্তি সৎ কর্ম করবে, তাকে অবশ্যই জাগাতে দাখিল করতে হবে। সৎ কর্মের এক প্রতিদান তো প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত নিয়মায়তের আকারে পেয়ে যাব। এর বিনিময়ে আইনের দৃষ্টিতে জাতীয় পাওয়া জরুরী নয়। এটা কেবল আলাহ' তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহের উপরই বিভরণী। বুধায়ী ও মুসলিমের এক হাসীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমাদের কাউকে শুধু তার সৎ কর্ম মুক্তি দিতে পারে না, যে গর্ষত আলাহ' তা'আলা কৃপা ও রহমতের ব্যবহার না করেন। সাহাবায়ে কিরায় আরয করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ'। আগমনকেও মুক্তি দিতে পারে না ? তিনি বললেন : হ্যা আমাকেও। —(মাঝহারী)

—**فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ كَيْفَرْ وَأَمْرًا تَفْوِحُ**

তা'আলা চারজন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম নারীর দুইজন পরগ্যরের পক্ষী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আগন আগন চামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফির ও মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছিল। ক্ষম তারা জাহাজামে প্রবেশ করেছে। আলাহ'র প্রিয় পরম্পরাগণের বৈধানিক সাহচর্যে তাদেরকে আয়াব থেকে সুরক্ষা করতে পারেনি। তাদের একজন হয়েরত নুহ (অ) -র পক্ষী, তার নাম 'ওয়াগেজ' বলিত আছে। অপরজন জুত (আ)-এর পক্ষী, তার নাম 'ওয়ামেহা' কথিত আছে। —(কুরআনী) তৃতীয় জন সর্ববৃহৎ কাফির, আলাহ'র দাবীদার ফিরাউনের পক্ষী ছিলেন, কিন্তু হয়েরত মুসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আলাহ' তা'আলা তাঁকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং দুনিয়াতেই তাঁকে জাগাতের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। চামীর ফিরাউনক তাঁর পথে যোটেই প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। চতুর্থ জন হয়েরত মরিয়ম। তিনি কারণও পক্ষী নন, কিন্তু ইমান ও সৎ কর্মের বদৌজতে আলাহ' তা'আলা তাঁকে নবুমতের খণ্ডবলী দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ আলিমের মতে তিনি মরী নন।

এসব দৃষ্টিতে দারা কুটিরে তোলা হয়েছে যে, একজন মুঘিনের ঈশ্বান তার কোন কাফির অজন ও আরীরের উপকারে আসতে পারে না এবং একজন কাফিরের কুফর তার কোন মুঘিন রাজনের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাই নবী ও উলৌগণের পর্যায়ে যেন নিশ্চিন্ত না হয় যে, তারা তাদের আরীদের কর্মগে মুক্তি পেরেই থাবে এবং কোন কাফির পাপাচারীর পর্যায়ে যেন দুর্বিত্তাগত মা হয় যে, আরীর কুফর ও পাপাচার তার জন্য ক্ষতিকর হবে, এবং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈশ্বান ও সৎ কর্মের ঠিক্কা করা উচিত।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ أَنْهَا كُنُوتُ فِي عَوْنَى إِنَّمَا أَنْهَا كُنُوتُ رَبِّ الْجَنَّةِ

— مند کی بھٹا فی الجنة —— এটা কিলাউন-পর্যায় হয়রত আহিয়া বিভ্রতে মুহাম্মদের দৃষ্টিতে। মুসা (আ) যখন যাদুকরদের মুক্তিবিলায় সক্ষম হন এবং যাদুকররা মুসলিমদের হয়ে থার, তখন বিবি আহিয়া তাঁর ঈশ্বান-প্রক্ষেপ করেন। কিলাউন ক্ষুভি হয়ে তাঁকে তীব্র শাস্তি দিতে চাইল। ক্ষতক রেওয়ামেতে আছে, কিলাউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক যেরে বুকের উপর তাঁরী পাথর ঝেঁথে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। এই অবস্থায় তিনি আজাহুর কাছে আলোচ্য আলোচ্য-বিভিন্ন দোষা করেন। কোন কোন রেওয়ামেতে আছে, কিলাউন উপর থেকে একটি তাঁরী পাথর যাথের উপর ফেলে দিতে সহজ করলে তিনি এই দোষা করেন। কলে আজাহ তা'আলা তাঁর আসা-ক্ষবজ করে নেন এবং পাথরটি নিখুঁত দেহের উপর পড়িত হয়। তিনি দোষায় বলেন : এই আশীর পাশের কর্তৃ ! আপনি নিজের সাজিধো জাজিতে আশীর জন্য একটি শুভ নির্মাণ করুন। আজাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাঁকে জাজাতের শুভ দেখিয়ে দেন।—(মাঝহাজী)

وَقَدْ قَدَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَتْبَهَا

— كلمات رب —— বলে পরমবৰ্ষণের প্রতি অবজীর্ণ আজাহুর সহীকী বোধানো হয়েছে এবং কৃত কৃতি বলে পরিচয় দেশী প্রহৃষ্টীগীল, যবুর ও তওরাত বোধানো হয়েছে।

— قَدَتْ قَدَتْ شَكَّافَتْ —— এই শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ নিয়মিত ঈবাদতকারী, এটা হয়রত অরিয়ামের বিশেষ। হয়রত আবু মুসা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলাহ্ (সা) বলেন : পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিজ ও সিঞ্চ পুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল কিলাউন-পর্যায় আহিয়া এবং ঈমরান-চলমান জাজিতের সিকি লাভ করেছেন।—(মাঝহাজী) বাহ্যত এখানে নবুয়াতের প্রধাবণী বোধানো হয়েছে, যা নারী হওয়া সহেও তিনি অর্জন করেছেন।—(মাঝহাজী)

سورة الملك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মঙ্গল অবগুর্ণ, ৩০ আগস্ট, ২ ইকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَبَرَكَ اللَّهُ الَّذِي بَيَّنَ لَنَا حَدَثٌ وَهُوَ خَدَّ سَرِّيٌّ قَدِيرٌ بِهِ الْغَنِيٌّ
 خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُفُ أَخْسَنُ عَمَلاً، وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْفَقُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ
 مِنْ تَفْوِيتٍ فَارِجٍ لِلْبَصَرِ، هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجَعَ لِلْبَصَرِ
 كَرْتَبَيْنِ يَنْقُلِبُ الْيَابَكَ الْبَصَرُ خَامِسًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَا
 السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِهِ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ
 عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّاهِ مَنْ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ
 الْمُصَيْرُ إِذَا أَقْرَأْنَا فِيهَا سَمْعًا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَنَادِيَتْ
 مِنَ الْغَيْظِ، كَلَّا أَنَّقِنَّا فَوْجَ سَالَهُمْ خَرَّبَهُمْ الْمَرْيَأَيَا إِنَّكُنْ
 تَنْذِيرٌ، قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا تَنْذِيرٌ، فَلَدَّنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ
 اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، إِنَّكُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَثِيرٍ، وَقَالُوا كَوْكَباً نَسْمَعُ
 أَوْ نَعْقِلُ مَا كَنَّا فِي لَهْبَصِيبِ السَّعِيرِ، فَاغْتَرَفُوا بِنَذِيرِهِمْ،
 فَسَعَى لِأَصْبَحِ السَّعِيرِ، إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ
 مَغْرِبَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، وَأَسْرَفُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ دِرَائِهِ عَلَيْهِمْ

بِدَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، وَهُوَ الظَّيِّفُ الْغَنِيِّ ۝ هُوَ
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلِيلًا فَامْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ
 شَرْقِهِ وَالنِّيَّةِ النَّشُورِ ۝ أَوْفِتُمُّ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَغْسِفَ بِعُكُمْ
 الْأَرْضَ فَلَمَّا هِيَ تَمُورٌ ۝ أَفَأَمْسَתُمُّ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
 حَاصِبًا ۝ قَسْتُعَلَمَوْنَ كَيْفَ تَذَرِّيْرِ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝ أَوْلَئِرْ يَرِّوا إِلَى الظَّاهِرِ فَوْقَهُمْ صَفَرٌ وَيَقْصِنَ
 مَمَّا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ دَارَكَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرَ ۝ أَمَنَ هَذَا
 الَّذِي هُوَجُنْدُ لَكُمْ يَتَضَرُّرُهُمْ قِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۝ إِنَّ الْكُفَّارَ مِنْ
 الْآفَافِ غَرْوِرٍ ۝ أَمَنَ هَذَا الَّذِي يَنْزَقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بَلْ
 لَجُوا فِي عَتْقٍ وَنُفُورٍ ۝ أَمَنَ يَمْشِي سَوْيَيَا عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيْرِ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ
 وَجَعَلَ لَكُمُ الْكُمَّ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيَاءَ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝
 قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالنِّيَّةِ النَّشُورِ ۝ وَيَقُولُونَ
 مَمْتَهِنُهُ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝ قُلْ إِنَّا أَوْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَإِنَّا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً بِسِيَّدَتْ وَجْهَةِ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَقَيْلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ۝ قُلْ أَرَدْتُمْ
 إِنْ أَفْلَكَكُمْ اللَّهُ وَمَنْ تَرْجِعَ إِلَى رَحْمَتِنَا، فَمَنْ يُجِيْرُ الْكُفَّارَ إِنْ
 هُدَىٰ إِلَيْهِ ۝ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمْثَابِهِ ۝ وَعَلَيْهِ تَوْكِنَتْ

فَسَعْلَمُوا مَنْ هُوَ فِي صَلَلٍ مُّبِينٍ ۝ قُلْ أَكُوْنَتُهُ مَنْ أَصْبَحَ مَالًا لَكُفَّرَ خَوْرَا فَمَنْ يَعْلَمُكُمْ بِمَا كُوْنُتُمْ ۝

প্রয়োগশাস্ত্র ও জীব দর্শন আলাহুর নামে প্রয়োগ

- (১) পুরায়র তিনি, ঈরার হাতে রাখছে।” তিনি সর্ববিদ্যুত উপর সর্ববিদ্যুত। (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন অরণ ও জীবন, হাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের অধো কর্মে প্রের? তিনি পরাক্রমশালী, জীবন্ত। (৩) তিনি সম্পত্তি কাকাশ হাতে আরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি কর্মশাস্ত্র আলাহুর সৃষ্টিতে কোন ক্ষেত্রে দেখতে পাবে না। আবার সৃষ্টি করিও কোন ক্ষেত্রে দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বারবার ডাকিয়ে দেখ—তোমার সৃষ্টি বার্ধ ও পরিপ্রাপ্ত হয়ে তোমার দিকে যিনির আসবে। (৫) আমি সর্ববিদ্যুত আকাশকে প্রদীপ্তিশালী কোরা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে প্রয়োন্তের জন্য ক্ষেপণাত্মক করিয়ে এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য ক্ষেত্র অধিগ্রহণ শাস্তি। (৬) যারা তাদের প্রাণবন্ধকর্তাকে অভীক্ষণ করেছে তাদের জন্য রাখেছে আহারায়ের শাস্তি। সেটা কত মিহল্লত হ্যান। (৭) যখন যারা তথ্য নিষিদ্ধ হবে, তখন তার উৎক্ষিত গর্ভম শুনতে পাবে। (৮) কেবলে আহা-মাস বেন ফেরে পড়বে। ইন্দুনেই তাতে কোন সম্পূর্ণাত্ম নিষিদ্ধ হবে তখন তাদেরকে তার সিন্ধারীয়া জিজ্ঞাসা করবে ও তোমাদের কিছি কি কোন সতর্ককারী আগমন করবেনি? (৯) তারা বলবে: হ্যা, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা যিখারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আহার কোন কিছু নাযিল করেন নি। তোমরা আহা যিন্নাত্তে গাঢ় রাখে। (১০) তারা আরও বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝি আগোত্তম, তবে আমরা আহারায়ের অধো ধাক্কাত্তম। (১১) অতঃপর তারা তাদের অগ্রাধি হৌকার করবে। আহারায়ীরা দুর হোক। (১২) বিচয় যারা তাদের পাণনকর্তাকে না দেখে তার কাটা, তাদের জন্য রাখে ক্ষমা ও মর্যাদাকার। (১৩) তোমরা, তোমাদের কুমা মোগুনে বল আথবা প্রকাশে বল, তিনি তো অন্তরের বিজয়াদি সম্পর্কে সম্মত অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি, বর্জনক্ষম, তিনি কি করে জ্ঞানবেন না? তিনি সুজ জানী সুযোগ জাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তোর কাঁধে বিচরণ কর এবং তোর দেহে নিয়ন্ত্রিক আহার করো এবং তোরই কাছে পুনরাবৃত্তি হবে। (১৬) তোমরা কি আবুন-মুক্ত হয়ে দেছ যে, আকাশে যিনি জাহেন, তিনি তোমাদেরকে ক্ষেপক্ষে বিমীন করে দেবেন, অতঃপর কাঁপতে থাকবে। (১৭) না, তোমরা নিষিদ্ধ হয়ে দেছ যে আকাশে যিনি আল্লাম, তিনি তোমাদের উপর প্রতির বৃত্তি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন হিল, আবার সতর্কবাণী। (১৮) তোমার পূর্ববর্তীরা যিখারোপ করেছিল, কাজ পর কৃত করতের হজেছিল আমার অভীর্ক্ষণি। (১৯) তার কি অজ্ঞ করে না তাদের যিখার উপর উচ্ছিষ্ট পক্ষীকুমৰে প্রতি—গাথা বিজ্ঞানকারী ও গাথা সংকোচনকারী? যাহান আল্লাহ—ই তাদেরকে হির রাখেন। তিনি সর্ববিদ্যুত দেখেন। (২০) রহমান আলাহ ব্যক্তিতে তোমাদের কেন

সেন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে ? কাফিলরা বিজ্ঞাপিতেই পতিত আছে। (২১) তিনি যদি রিখিক বলে করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিখিক দেবে ? এবং তারা অবাধ্যতা ও বিশুদ্ধতার ঘূর্বে রয়েছে। (২২) যে বাস্তি উপুত্ত হয়ে দুখে কর দিয়ে ছেন, সে-ই, কি সৎ পথে চলে, না সেই বাস্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে ? (২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অঙ্গ। তোমরা আহাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং ঠাঁরাই কাছে তোমরা সমবেত হবে। (২৫) কাফিলরা বলে : এই প্রতিশুভ্রি করবে হবে। যদি তোমরা সত্যাদী হও ? (২৬) বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ সতর্ককারী। (২৭) বখন তারা সেই প্রতিশুভ্রিকে জাগুর দেখাবে তখন কাফিলদের মুহাম্মদ মামিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবে : এটাই তো তোমরা তাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি হেবে দেখেছ—যদি আল্লাহ আবাকে ও আবার সংগৌদেরকে এবং স করেন আধুরা আবাদের প্রতি সর্বা করেন, তবে কাফিলদেরকে কে ধন্দাদাত্তক শাস্তি থেকে ঝুঁকা করবে ? (২৯) বলুন, তিনি পরম করণামর, আবরা তাতে বিচাস রাখি এবং তারাই উপর ভরসা করি। সফরেই তোমরা আনন্দে সাবাবে কে প্রকাশ প্রয়োজন আছে। (৩০) বলুন, তোমরা হেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের পানি ঝুঁপর্তের পক্ষীর চেম আয় তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পারিয়ে জীবন্তধারা !

১০১-১০২

তৃতীয়ৰের সার-সংক্ষেপ

পুণ্যব্রহ্ম (আল্লাহ) তিনি, যাঁর ক্ষমার সম্মত রাজত্ব। তিনি সর্ববিজ্ঞ উপর সর্ব-শক্তিজ্ঞ। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরুপ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে গরীবো করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। (কর্ম সুস্মর হওয়ার মধ্যে মৃত্যুর প্রভাব এই যে, মৃত্যু চিন্তার কারণে মানুষ দুনিয়াকে খৎসনীর : এবং কিম্বামতের বিজ্ঞাসের কলে পরাকালকে আক্ষয় অনে করলে পারে এবং পরাকালের সওয়াব অর্জন ও পরাকালের শাস্তি থেকে আত্মব্রহ্মার্থে কর্ম-শুৎপন্ন হতে পারে। জীবনের প্রভাব এই যে, জীবন-মা হলে কর্ম কখন করবে। অতএব কর্ম সুস্মর হওয়ার জন্য মৃত্যু-হন শর্ত এবং জীবন হেন পারে। বিছুক না ধাক্কাই হেবেতু মৃত্যু হল, তাই এটা সৃজিত হতে পারে)। তিনি পরাক্রমশালী, জয়াবদ্ধ। (কাজেই অসুস্মর অবর্তের শাস্তি এবং সুস্মর কর্মের জন্য করা ও সওয়াব দান করেন)। তিনি জগত আকাশ শুরে শুরে সৃষ্টি করেছেন। (সহীহ হাদীসে আছে, এক আকাশের উপরে অনেক দূরে হিতীয় আকাশ অবস্থিত। এইসব আবাসে আরও আকাশ রয়েছে। অতএব আকাশের মজবুতী বর্ণনা করা হচ্ছে যে ছে দৰ্শক) তুমি আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন তক্ষাং দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিলাভ কর—কোন ফাটল দেখতে পাও কি ? (অর্থাৎ অগভীর দৃষ্টিতে তো অনেকবার দেখেছে। এবার গভীর দৃষ্টিতে দেখ) অতএব তুমি বাস্তুর তাবিলে দেখ—তোমার সৃষ্টি শুর্ব ও পরিণাম হয়ে তোমার দিকে কিরে আসবে। (কিন্তু কোন চিত্ত সৃষ্টিপোচার হবে না। সুতরাং আল্লাহ হেতুবে ইচ্ছা সৃষ্টি করতে সারেন। আকাশকে এমন মজবুত করে সৃষ্টি

করেছেন যে, দৌর্যকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও এতে কোন ছুটি দেখা যায় না। মোট ৫ কথা তাঁর সব রূপই কমতা আছে। আমার (শক্তি-সামর্থ্যের প্রাপ্ত এই যে) আমি সর্বনিষ্ঠম আকাশকে প্রদীপমালা (অর্থাৎ নক্ষত্রাজি) ভারা সুশোভিত করেছি, এশ্লোসকে (অর্থাৎ নক্ষত্রাজিকে) পরাতামের জন্য ক্ষেপণাত্ম করেছি (সূরা হাজারে এর অরূপ বিশিষ্ট হয়েছে) এবং আমি ভাদের (অর্থাৎ শহরামদের) জন্য (দুনিয়ার এই ক্ষেপণাত্ম ছোড়া পরমকালে কৃষ্ণরের ক্ষারণে) আহাম্মামের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। যারা তাদের ধারণকর্তাকে (অর্থাৎ তাঁর তত্ত্বাধীন) অঙ্গীকার করে ভাদের জন্য রয়েছে জাহাম্মামের শাস্তি। সেটা কিন্তু নিরুল্লিট ছান। যখন তারা তথাক্ষণ নিষিদ্ধ হবে, তখন তার উৎক্ষিদ্ধ গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহাম্মাম ঘেন-ঘেন্টে পড়বে। (হর আঙ্গীহ তার মধ্যে উপরবিধি ও ক্রোধ সৃষ্টি করে দেবেন, করে দে-ও কাফিরদের প্রতি ক্রোধাত্মিত হবে, না হয় দৃশ্টান্তস্বরূপ এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন কেউ ক্রোধে অগ্নিশৰ্ক্ষা হয়ে যাব, তেমনি জাহাম্মাম তাঁর উল্লেজমাবশত জোশ মারতে থাকবে)। যখনই তাণ্ডে কোন (কাফির) সম্পূর্ণায় নিষিদ্ধ হবে, তখন তাদেরকে তার ঝুঁকীরা জিভাসা করবে : তোমাদের কাছে কি কোন সন্তরক্কারী (পর্যবেক্ষণ) আগমন করেনি? (যে তোমাদেরকে এই শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করত এবং করে তোমরাগুল থেকে আবার জাহাম্মাম উপকরণ সংগ্রহ করতে) এই প্রায় শাসানোর উদ্দেশ্যে করা হবে। অর্থাৎ পরগঞ্জের তো অবশাই আগমন করেছিল। প্রত্যেক মবাগত সম্পূর্ণায়কে এই প্রয় করা হবে। কেননা, কুকুর তদের কাফিরদের সব সম্পূর্ণায় একের পর এক জাহাম্মামে যাবে। তারা (অপরাধ স্বীকার করে) বলবে : হ্যা, আমাদের কাছে সন্তরক্কারী (পর্যবেক্ষণ) আগমন করেছিল। অতঃপর (দুর্ভাগ্যক্রমে) আমরা যিথারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আঙ্গীহ (বিধি-বিধান ও কিন্তুব ধরনের) কোন কিছু নায়িল করেন নি। তোমরা বিজ্ঞানিতে পড়ে রয়েছ। তারা (কেবলেশ্বরাদের কাছে) আকৃত বলবে : যদি আমরা তুমতাম অথবা বুঝি খাটোভাম, তবে আমরা জাহাম্মামদের অধৈ খাকভাম না। মোটকথা, তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহাম্মামদের প্রতি অভিশাপ। নিচত যারা তাদের গাননকর্তাকে মা দেখে তার করে, (ইয়ান ও আনুগত্য অবস্থাম করে) তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরকারী। তোমরা পোগনে কথা বল আবশ্য প্রকাশে (তিনি স্বত্ব জানেন। কেননা) তিনি তো অভয়ের বিষয়ান্বিত সম্পর্কেও সম্মত অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সৃজনসূর্য, সম্মত তাত। এই শুভিক্ষণ সারমর্ম এই হে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর নিরাকৃত-সৃষ্টি। অতএব তোমাদের কর্ম এবং কথাবার্তারও ছলটা। তাম ব্যাক্তিত কোন বন্ধ সৃষ্টি করা যায় না। তাই আঙ্গীহ অন্য প্রত্যেক বস্তুর ভান অপরিহার্য। এখানে কেবল কথাবার্তা সম্বন্ধিত অন্যই উদ্দেশ্য নয়, অবধি কর্মও এতে দাখিল আছে। তবে কর্মের তুলনায় কথাবার্তা বেশী বিধায়-বিধেয় করে কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি সব আবেন এবং প্রত্যেককে উপরুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বন দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। (কলে তোমরা অন্যান্যে প্রজন্মের সমন্বয়ে করতে পার) অতএব তোমরা তার বুকের উপর বিচেরে কর এবং (পৃথিবীতে সৃষ্টি) আঙ্গীহ রিয়িক আহার কর (পান কর) এবং (পানাহার করে তাঁকে স্মরণ কর)। কেননা তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (সুজ্ঞার্থ তাঁর নিয়ামতসমূহের পোকর আবাস, যা ইয়ান ও আনুগত্য)। তোমরা কি ভাবনারূপ হয়ে পেছ যে, যিনি আকাশে

(সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদেরকে (কারানের ন্যায়) কুর্বতে দিলীপ করে দেবেন, অতঃপর তা কীপতে থাকবে (ফলে তোমরা আরও নীচে চলে যাবে এবং শুধি তোমাদের উপরে এসে যাবে) না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে পেছে যে, যিনি আকাশে (সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদের উপর (আদ সম্পূর্ণারের ন্যায়) বাস্তুরায় প্রেরণ করবেন (ফলে তোমরা খৎস হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমাদের কুফরের উপরুক্ত শাস্তি এটাই)। অতএব (কোন উপরোক্তাবশত দুনিয়ার শাস্তি উলে পেলেই কি) সবরাই (শৃঙ্খল পরাই) তোমরা জানতে পারবে (আস্থাব ধৈরেক) আমার সতর্কবাণী কেবল (মিঠুজ) হিল। (যদি দুনিয়ার শাস্তি বাতীত তোমা কুফরের অপকারিতা কুর্বতে সক্ষম না হয়, তবে এর নয়নাও বিদ্যায় আছে। সেখানে) তাদের পূর্ববর্তীরা (সত্তা ধর্মের প্রতি) যিন্হা আরোপ করেছিল। অতএব (দেখে নাও তাদের প্রতি) আমার শাস্তি কেবল হয়েছিল। (এ থেকে পরিকার বোরা যায় যে, কুফর গাহত)। সুতরাং কোন কারণে দুনিয়াতে শাস্তি না হলেও পরাজয়তে শাস্তি হবে।

الْمَلَائِكَةُ مَنْصُورٌ هُوَ الْأَنْجَى جَعَلَ لَكُمْ أَرْضَ اَرْضِ اَهْلِ الْأَرْضِ আয়াতে পৃথিবী সম্পর্কিত

প্রয়াণাদি ব্যক্তি হয়েছে এবং **هُوَ الْأَنْجَى** আয়াতে পৃথিবী সম্পর্কিত প্রয়াণাদি ব্যক্তি হয়েছে। অতঃপর শুন্মামতল সম্পর্কিত প্রয়াণাদি ব্যক্তি করা হচ্ছেঃ) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাধ্যার উপর উভত পক্ষীকুলের প্রতি—গাঢ়া বিস্তারকারী ও গাঢ়া সংকোচনকারী (উভয় অবস্থাতে ডারী ও উজ্জ্বলবিনিষ্ঠ হওয়া সব্বেও আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী শুন্মুক্ষুলে অবাধে বিচরণ করে—বাতীতে পতিষ্ঠ হয়ে মা)। দুরায়ম আলাহ্ বাতীত কেউ তাদেরকে হিল করাশে না। তিনি সবকিছু দেখেন। (যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। আলাহ্ ক্ষয়তা তো শুনলে, এখন বল) রহমান আলাহ্ বাতীত কে তোমাদের সৈন্য-বাহিনী হয়ে (বিশেষান্বয় থেকে) তোমাদেরকে কর্কা করবেঃ। কাফিররা (যারা তাদের উপাসা সম্পর্কে একাপ ধারণা দেয়ে আরুর তারা) তো নিরেট বিজ্ঞানিতে পতিত রয়েছে। (আরও বল) তিনি যদি রিয়িক ব্যক্তি করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিয়িক দেবেঃ? (কিন্তু তারা প্রতেও প্রভাবশিত হয় না) বরং তারী অবাধারী ও (সতের প্রতি) বিশুদ্ধতার ভূবে রয়েছে। (সারমুখ এই যে, তোমাদের যিন্হা উপাসাৰা কেনন অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম নয়, আয়াতে তাই বলা হয়েছে এবং কোন উপকার পেন্সিলেও সমর্থ নয়, আয়াতে তাই ব্যক্তি করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের আবাধনা করা নিরেট বোকামী। উপরে বলিত কাফিরদের অবস্থা শুনে এখন চিঢ়া কর যে) যে ব্যক্তি (অসমত্ব লাভকার কারণে হোচ্ছে থেকে থেকে) ট্র্যাপ হয়ে শুধে তর দিয়ে চলে, সে-ই কি পদব্যহৃতে পৌছবে, না সে ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সমতল সড়কে চলেঃ? (শুধিন ও কাফিরের অবস্থা অনুসৃত) শুধিনের চলের পথ সরল ধর্ম এবং যে চলেও সোজা হয়ে চলতা ও বাস্তু যেক আবরকা করে। পদব্যহৃতের কাফিরের চলার পথ বক্তৃতা এবং পথজ্ঞতাপূর্ণ অবং চলার অধোও সর্বসা বিপর্যাপদে পতিত হয়। এমতাবস্থায়

তোমরা তাইতে। [তোমরা বলতে আঘাব আন, আঘাব আন। কাফিররা তওহীদ, পুনর্জীবন
ইত্যাদি বিষয়বস্তু কৈন এমন কথাবার্তা বলত, যা ছিল প্রকারাক্তরে সন্মুক্তাহ (সা)-র মৃত্যু
কাননা এবং তাকে পথচার্ল বলে আঘাতিত করা। তাই অতঃপর এর জওয়াব শিক্ষা দেওয়া
হচ্ছে। এতে কাফিরদের আঘাব এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুও সঁযুক্ত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :]
বজুন, তোমরা কি তবে পেটিছ—এমি-জালাহ আঘাকে ও আঘার সংগোদেরকে (তোমাদের
কাননা অনুযায়ী) ধৰ্সন করেন অথবা (আঘাদের আশা ও ঝৌর ওয়াসা অনুযায়ী)
আঘাদের প্রতি দয়া করবেন, তবে (তোমাদের কি, তোমরা তো কাফিরাই এবং) কাফির-
দেরকে বন্ধপাদারক শাস্তি থেকে কে রক্তা করবে ? (অর্থাৎ আঘাদের যা হচ্ছে, দুরিয়াতে যবে
এবং এর পরিপায় সর্বাবস্থাক গুণ। কিন্তু তোমরা নিজেদের ব্যাপরে চিন্তা কর। তোমাদের
দিকে যে যাহাবিপদ এলিতে আসছে তাকে কে প্রতিরোধ করবে ? আঘাদের পাথের
বিপদাপদ দ্বারা তোমাদের সেই যাহাবিপদ টুকু যাবে না। অতএব নিজের চিন্তা হেতু আঘাদের
বিপদ কাননা করা অনর্থক হবে নয়। আপনি ভাদেরকে আরও) বজুন, তিনি-আঘাদের
প্রতি কর্তৃপক্ষ, আঘারা (তাঁর আদেশ অনুযায়ী) তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই
ষণ্য উরসা করি। (সুতরাং ঈমানের বরকতে তিনি আঘাদেরকে পরাকালের আঘাব থেকে
সুস্থি দেবেন এবং কুরসার বন্ধকতে তিনি আঘাদেরকে পার্থিব বিপদাপদ থেকে বাঁচাবেন
অথবা সহজ করে দেবেন। অতএব সহজই তোমরা জানতে পারবে (যখন নিজেদেরকে
আঘাবে পতিত এবং আঘাদেরকে মৃত্যু দেখবে) প্রকাশ্য পথচার্লতায় কে লিপ্ত আছে ?
(অর্থাৎ তোমরাই আই না আঘারা-আছি। উপরে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে বন্ধপা-
দারক শাস্তি থেকে কেউ রক্তা করতে পারবে না। যদি কাফিররা মনে করে যে,
তাদের যিষ্যাঃ উপাসা তাদেরকে রক্তা করবে, তবে জই ধারণার নিরসনকরে আপনি)
বজুন, তোমরা তবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের (কৃপের) পানি নিলেন (নথে) অনুশাস
হচ্ছে বারু, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে তোড়ের পানি (অর্থাৎ কে কৃপে তোত
প্রবাহিত করবে এবং তুগর্জের গভীর থেকে পানি উপরে আমবে)। কেউ যদি ধৰন করার
শক্তি দেখায়, তবে আঘাহ তা'আঘা পানি আরও নীচে 'গাঁথের কানে লিপ্তে সক্ষম। অর্থন

আজ্ঞাহ্য মুকাবিলায় এতটুকু করতেও কেউ সক্ষম নহ, তখন পরবর্তে আবাব থেকে রক্তা
করতে সক্ষম হবে কিম্বাপে) ?

আনুবাদিক আচরণ বিবর

সুরা মুলকের কর্মাণত : এই সুরাকে হাদীসে ওয়াকিফা ও মুনজিয়া বলা হয়েছে।
‘ওয়াকিফা’ শব্দের অর্থ রক্তাকারী এবং ‘মুনজিয়া’ শব্দের অর্থ মুক্তিসামকারী। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : **فِي الْمَائِنَةِ الْمُلْجِيَّةِ تَنْجِيَّةٌ مِّنْ حَذَابِ الْقَبْرِ** অর্থাৎ
এই সুরা আবাব দ্বাখ করে এবং আবাব থেকে মুক্তি দেয়। বে এই সুরা গাঠ করে, তাকে
এই সুরা ক্ষয়রের আবাব থেকে রক্তা কর্যবৈ (— কুরআনী)

ইফরাত ইবনে আবাস (রা)-এর রেওয়ারেতক্রমে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আমার
আন্তরিক বাসনা এই থে, সুরা মুলক প্রত্যোক মুগ্ধিনের অস্ত্রে থাকুক। ইফরাত আবু হুয়ায়ারা
(রা)-র রেওয়ারেতক্রমে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আজ্ঞাহ্য কিতাবে একটি সুরা আছে,
যার আজ্ঞাত তো যাত্র ত্রিপ্তি কিন্তু কিম্বাবতের দিন এই সুরা এক এক যাত্রার পক্ষে সুপারিশ
করবে এবং তাদেরকে আজ্ঞায় থেকে বের করে আবাবে দীর্ঘিত করবে সেটা সুরা মুলক।
— (কুরআনী)

تَبَارِكَ تَبَارِكَ الذِّي بَيْدَةَ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

শব্দটি **بَيْدَة** থেকে উত্তৃত। এর শাব্দিক অর্থ বেশী হওয়া। এই শব্দটি আজ্ঞাহ্য শাব্দে
ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হব সর্বোচ্চ ও অবান। **بَيْدَةُ الْمُلْكٍ**—আজ্ঞাহ্য হাতে রাখে
আজ্ঞা। কোরআন পাকের স্থানে হানে আজ্ঞাহ্য জন্য হাত অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।
আজ্ঞাহ্য তা ‘আজ্ঞা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যেক বজ্র প্রথমে। তাই এটা একটা **بَيْدَة** সব। একে
অঙ্গ বলে বিদ্রোহ করা ও ঘোজিব। কিন্তু এক অবস্থা ও ভাসগ ক্ষারণ আবাব বিষয় নহ।
এর পিছনে পড়া আবেধ। রাজক বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরবর্তীর রাজক
বোবান্তে হয়েছে। আজ্ঞাতে আজ্ঞাহ্য তা ‘আজ্ঞা জন্য চারাটি শুণ দায়ী করা হয়েছে। এক
তিনি বিদ্যমান আছেন, দুই তিনি চৰম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী এবং সর্বার প্রথম, তিন
তাঁর রাজক আকাশ ও পৃথিবীতে পরিবোঝত এবং চার। তিনি সর্বকিলুব্র উপর সর্বশক্তিশাম।
পরবর্তী আজ্ঞাতসমূহে এই সারীর সুভি-শুয়াপ রয়েছে, যা আজ্ঞাহ্য দৃষ্টি কীবের অধো
চিহ্ন-ভাবনা করলেই ক্ষুণ্ট উঠে। তাই পরের আজ্ঞাতসমূহ সমগ্র স্তৰে উপর ও স্তৰে ব্যবর
শিক্ষিত প্রকার দ্বারা আজ্ঞাহ্য অভিজ্ঞ, তওছীদ এবং তাঁর জন্ম ও পক্ষিয়তা সপ্রযোগ করা
হয়েছে। সর্বপ্রথম হলিটির সেরা মানুষের অভিজ্ঞ, আজ্ঞাহ্য কুদরতের দেসব নির্দেশ
হয়েছে, সেগুলোর প্রতি সুস্থিত করে বলা হয়েছে : **وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَّ**—এরপর

কয়েক আলাতে আকাশ স্থিতিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে : **الذِي**

خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ — থেকে
—**وَرَبَّ الْأَرْضَ ذَلِيلًا** — দুই আলাতে পৃথিবী সূজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বলিত হয়েছে। অবশেষে
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ বলা
হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরায় হৃত বিষয়বস্তু হচ্ছে আলাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-শরিয়া
ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রয়াণাদি উপস্থাপিত করা। প্রস্তরভূমি কাফিদার শাস্তি, ম'য়িনদের
প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তু ও বলিত হয়েছে। আলাহ্ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির যেসব
প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দুইটি শব্দের মাধ্যমে সেঙেমো নির্দেশ করা হয়েছে।

অর্থ ও জীবনের ব্যৱপ : **خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيْوَانَ** — অর্থাৎ তিনি যরণ ও

জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল যরণ ও জীবন এই
দুইটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দুইটি অবস্থাই মানব জীবনের ধারাতোম
হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিবাচক বিষয়বিধায় এর অন্য 'সৃষ্টি' শব্দ
স্থার্থহীন প্রযোজা।...কিন্তু যত্ন বাহাত নাস্তিকিত্ব বিষয়। অতএব একে সৃষ্টি কুরার
মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে বিভিন্ন উত্তি বলিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উত্তি এই
যে, যত্ন নিরেট মান্তিকে বলা হয় না, বরং যত্নুর সংজ্ঞা হচ্ছে আলা ও দেহের সম্পর্ক
হিম করে আল্যাকে অন্যত্র ছান্নাত করা। এটা অস্তিবাচক বিষয়। মোটকথা, জীবন
যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, যত্নুও তেমনি একটি অবস্থা। হয়রত আবদুল্লাহ্
ইবনে আবুস (রা) ও অন্য কাগজকজন তফসীরাবিল থেকে বলিত আছেন, যরণ ও জীবন
দুইটি শরীরী সৃষ্টি।^১ যরণ একটি জেডার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে
বিদ্যমান আছে। বাহাত একটি সহীহ্ হাদীসের সাথে সূর বিলিয়ে এই উত্তি করা হয়েছে।
হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন ব্যথন জামাতীরী জামাতে এবং জাহাঙ্গীরী জাহাঙ্গামে
দাখিল হয়ে যাবে, তখন যত্নকে একটি জেডার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুনর্সি-
কাতের সরিকভূত ব্যবাহ করে ঝোঁপো করা হবে।^২ এখন যে যে অবস্থার আছে অবস্থাসমূহ
সেই অবস্থাই থাকবে। এখন থেকে কারও যত্নু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে
দুনিয়াতে যত্নুর শরীরী হওয়া জরুরী হবে না, বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক
অবস্থা ও কৰ্ম বেগেন কিমামতের দিন শরীরী ও জীবন হবে যাবে, যা অনেক সহীহ্ হাদীস
কান্দা প্রয়োগিত, বৈজ্ঞানি যাবুলুমের যত্নুরূপী অবস্থাও কিমামতে শরীরী হস্ত জেডার আকার
ধারণ করবে এবং তাকে দেবাই করা হবে।— (কুরআনী)

তফসীরে যায়হারীতে বলা হয়েছে, যত্ন নাস্তি হলেও নিরেট নাস্তি নয়; বরং এখন
বস্তুর নাস্তি, যা কোন স মন্ত্র অস্তি লাভ করবে। এ খবরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার

অতি অস্তিত্ব মাঝের পূর্বে ‘আলমে যিছামে’ (সাদৃশ্য জগতে) বিদ্যমান থাকে। শ্রুতিলোকে ‘আ’য়ানে সাবেতা’ তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুমিতব্য বলা হয়। এসব আকারের কলারে এন্ডলোর অস্তিত্ব মাঝের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তৎসৌরে মাঘহরীতে ‘আলমে যিছাম’ সপ্তর্মাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

मरण ओऱ जीवनेर विडिज तुऱ : तक्कसौरे मायहारीते आहे, आज्ञाह् ता'आला खीर अपार शक्ति ओ प्रत्ता दारा स्टिटके विडिज तापे विडक्त करै प्रत्येकके एक शक्तार जीवन दान करूहेन। सर्वाधिक परिपूर्ण ओ अमृतसमृद्ध जीवन आवाके दान करा छारेहे। एते एकटि विशेष सौम्या पर्यंत आज्ञाह् ता'आलार सत्ता ओ उपायवीरी परिचय लाभ करार योग्यातो निहित रोखेहेन। एই परिचयाई घानुवाके आज्ञाह् आदेश-निझेधेन अधीन करार डिंडि एवं एই परिचयाई सेइ आवानंतरे उकडार, या वहम करते आळाप, पुथिवी ओ पर्वतमाला अक्कमठा प्रकाश करै एवं मानव आज्ञाह् अदृष्ट योग्यातार काऱ्याते वहम करते सक्कर हय। एই जीवनेर विगरीते आसे सेइ मृत्यु, यावऱ उरेख कोरआन पाकेन्न निस्मेनातुक आज्ञाते रायेहे।

—**أَنْمَنْ كَانْ مُهْتَاجًا حَوْيِنَا**—অর্থাৎ কাফিরকে মৃত্যু এবং মুমিনকে জীবিত আঁধা দেওয়া হয়েছে। কারণ, কাফির তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছে। স্টিলের কেন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই ক্ষেত্রেই, কিন্তু চেতনা ও গভীরতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উপরেখ নিশ্চান্ত আয়াতে আছে :

—كُنْتُمْ أَصْوَاتًا فَاخْتَلَعَ كُمْ ثُمَّ يُهْبِتُكُمْ ثُمَّ يُعْوِيْكُم
—কন্তম আচোতা ফাখ্তলেক কুম থম যুহেটকম থম যুউইকম
অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেব হয়ে যাওয়া। কেোন কোন স্টিউডিয়ামধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল বৃক্ষ পাওয়াৰ ঘোগাতা আছে,। যেমন সাধাৰণ বৃক্ষ ও উডিদ ই ধৰনেৰ জীবনেৰ অধিকাৰী। এই জীবনেৰ বিপৰীতে আসে সেই মৃত্যু, যাৱ উল্লেখ আৰু পুঁজি আৱাতে আছে। এই তিন প্ৰকাৰ জীবন ধৰনৰ, জন-জনোৱার ও উডিদেৱ মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যক্তীত অন্য কোন বৃক্ষৰ মধ্যে এই প্ৰকাৰ জীবন নেই। তাই আলাদ তা'আলা প্ৰত্ৰ নিমিত প্ৰতিমা সম্পর্কে বলেছেন :

—**أَمْوَاتُ غَيْرِ أَحْيَا**—**বিজ্ঞ এতসাহেও কাতু পদার্থের মধ্যেও আঢ়ির জন্য অপরি-
হার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কোরআন পাকে
বাস্তু হয়ে :**

—وَانْ مِنْ نَبِيٍّ أَلَا يَعْبُدُهُ—আর্থিক একান ক্ষেপন বৰু ইনহে, শা আজাহ্

তা'আলার প্রশংসা-কৌর্তন করে না। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আরাতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মুলত মৃত্যুই অগ্রে। অভিজ্ঞ লাভ করে—এমন প্রভাব বহুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। এ কথাও বলা যাব যে,

পরবর্তী **لِيَهُوكِمْ أَكْمَنْ حَسْنَ صَلَّى** আরাতে মরণ ও জীবন শপিট করার

কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ধার করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেবলমা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপরিভ্যু তান করবে, সে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম শ্রবণ আরাহতা'আলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উৎসুক করে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনে সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা) বলিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **كُفْيْ بِالْمَوْتِ وَإِمْطَا وَكُفْيْ بِالْمَقْبِنِ عَلَى** অর্থাৎ মৃত্যু-উপদেশের জন্য এবং বিচ্ছাসই ধনাড়াতার জন্য যথেষ্ট।—(তিবরানী) উদ্দেশ্য এই যে, বক্তু-বাক্য ও অজনসের মৃত্যু প্রতিক্রিয়াপ সংবচাইতে বড় উপদেশমাত্তা। শারীর এই দশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোন কিছু ঘট্টো তাদের প্রভাবান্বিত হওয়া সুন্দরপরাহত। আরাহত যাকে ঈশ্বার ও বিচ্ছাসরূপী ধর দান করেছেন, তার সম্মুত্যা কোন ধনাড়া ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আনাস (র) বলেন : মৃত্যু মানুষকে সংয়ারের সাথে সম্পর্কহান করা ও গৱেষণারের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্য যথেষ্ট।

এখানে জৰুরীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আরাহত তা'আলা বলেন : আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কার কর্ম তাঁ। একথা বলেন নিয়ে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোধা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আরাহতের কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়, বরং কর্মটি তাঁ, মিহ্রুল ও অক্বুল হওয়াই হৰ্তুর। এ কারণেই কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম পশ্চাত্তা করা হবে না, বরং ওজন করা হবে। এতে কোন কোন এক কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে।

তাঁর কর্ম কি ? হযরত ইবনে ওয়াই (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (রা) এই আরাহত তিলাওয়াত করে **لِيَهُوكِمْ أَكْمَنْ حَسْنَ صَلَّى** পর্যন্ত পৌছে বলেছেন : সেই ব্যক্তি তাঁর কর্ম, যে আরাহত হারাম্বৃত বিষয়ালি থেকে সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আরাহত আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বসা উন্মুখ হয়ে থাকে।—(কুরতুবী)

فَارْجِعِ الْمَصْرِ مِنْ فِلَوْرِ—এ আরাহত থেকে বাহাত জামা যাব

যে, সুনিবার যানুষ আকাশকে ঢোকে দেখতে পারে এবং উপরে যে মৌলাত শুন্যমণ্ডল পরিমৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। বরং এটা সত্ত্বপর যে, আকাশ আরও অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নৈমাত্ত রঙ দেখা যায়, এটা বাস্তু শুন্য মণ্ডলের রঙ। দীর্ঘনিকগণ তাই বলে ধারকেন। কিন্তু এ থেকে এটাও জরুরী হয় না যে, আকাশ যানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সত্ত্বপর যে, এই নৌলাত শুন্যমণ্ডল কাঁচের মত শুক্ষ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অস্তরায় নির্মাণ হয়ে এ কথা প্রমাণিত হবে যাবে, শুধুবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে ঢোকে দেখা হতে পারে না, তবে এই আরাতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা।—(বরানুল কৌরজান)

وَلَقَدْ رَيَّنَا السَّمَاءَ الَّذِي نَهَا بِهِمَا بِعُمَّ وَجَعَلْنَا هَا وَجْهًا مَالِلَشِيَّا طِينٍ

৩৩০ বলে নকুররাজি বোঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নকুররাজি দ্বারা সুশোভিত করার জন্য এটা জরুরী নয় যে, নকুররাজি আকাশের পারে অথবা তার উপরে সংস্কৃত থাকবে, বরং নকুররাজি আকাশের বহু বিশ্বে যাহাশুভ্যে থাকা অবস্থায়ও এই আরোকসজ্ঞা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নকুররাজিকে শয়তান বিভাড়িত করার জন্য অস্তরে করে দেওয়ার অর্থ এরপ হতে পারে যে, নকুররাজি থেকে কোন আঘের উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নকুররাজি অ-স্থানেই থেকে থাকে। সাধারণ সর্বকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নকুরের মাঝ গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবীতে **نَفَّا فِي الْكُوْبِ** করে দেওয়া হয়।—(কুরতুবী)

এ থেকে আরও জানা গেল যে, এলী সংবাদাদি তুরি করার জন্য শয়তানরা যখন উৎসর্গ গগনে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নকুররাজির নীচেই বিভাড়িত করে দেওয়া হয়।—(কুরতুবী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আজাহ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বাণিত হয়েছে। অর্থের **وَلَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ**

থেকে সাত আরাত পর্যন্ত কাফিরদের শক্তি ও অনুগত যুদ্ধিনদের সত্ত্বাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পুনরাবৃত্ত জাম ও শক্তির বর্ণনা আছে।

وَلَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ أَرْضَ رَضَنْ فِي لَوْلِ

অনুগত। যে জন্ত আরোহণের সময় ঔজ্জ্বল প্রদর্শন করে না, তাকে **لَوْلِ** বলা হয়। যে জন্ত আরোহণের সময় ঔজ্জ্বল প্রদর্শন করে না, তাকে **لَوْلِ** বলা হয়। এর অর্থ কৃষ্ণ। যে কোন জন্তুর কৃষ্ণ আরোহণের স্থান নয়, বরং কোথার অথবা কোড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্ত আরোহণের জন্য নির্জের কৃষ্ণ ও পেশ করে দেয়, তে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভৃত হচ্ছে থাকে। তাই যেজন্ত হয়েছে, আমি স্ফুর্তকে তোমাদের জন্য এমন বশীভৃত করে দিবেছি

যে, তোমরা তার কাঁধে চড়ে অবাধে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা তৃপ্তিকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির মাঝ তরঙ্গ নয় এবং কুটি ও কর্দমের মাঝ চাপ সহজেই নৌচও নেমে যাব না। তৃপ্তি এরপ হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবগ্রহ হত না। এমনিভাবে তৃপ্তিকে জোহ ও প্রস্তরের মাঝ শক্তি ও করা হয়নি। এরপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কৃপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুটক আঞ্চলিকার ডিঙি ছাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তৃপ্তিকে ছিরতা দান করেছেন, সাতে এর উপর দালান-কোঠা ছির থাকে এবং চলাচলকারীরা হাঁচট না ধার।

سُوْكُلُوا مِنْ رِزْقٍ وَاللَّهُ النَّشُورُ
আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে তৃপ্তির

আবাচে-কানাচে বিচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন : আল্লাহ্ প্রদত্ত রিহিক আছার কর। এতে ইঙিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দ্রবণ এবং পণ্যপ্রয়োর আবাদী-কৃতানী আল্লাহ্ প্রদত্ত রিহিক হাসিল করার দরজা। **النَّشُورُ** বাকে বলা হয়েছে যে, তৃপ্তি থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকুরিতা মাড় করার অনুমতি আছে, কিন্তু যত্ত্ব ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যেমনো না, পরিপামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। তৃপ্তি থাকা অবস্থায় পরকালের প্রতিতিতে লেগে থাক। পরবর্তী আল্লাতে হিসিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহ্ আবাব আসতে পারে। ইরণাদ হয়েছে :

أَمْنِتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ أَرْضَ فَاذَا هِيَ تَمُورُ

তোমরা কি এ বিশয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ডুর্গতি বিশ্লোচন করে দেবেন এবং তৃপ্তি তোমাদেরকে গিলে কেলবে ? অর্থাৎ যদিও আল্লাহ্ তা'আলা তৃপ্তিকে এমন সুষম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরপও করে দিতে সক্ষম যে, এই তৃপ্তিই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে শ্বাস করে কেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আবাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

أَمْنِتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ لَرِسْ عَلَيْكُمْ حَا صِبَا فَسْتَعْلَمُونَ كَيْفَ ذَلِيلٌ

অর্থাৎ তোমরা কি এ বিশয়ে নিশ্চিত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর আক্ষণ থেকে প্রতির ব্যবল করবেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করে দেবেন ? তখন তোমরা এই সতর্কবানীর পরিস্থিতি জানতে পারবে। কিন্তু তথ্য জ্ঞান নিষ্কল হবে। আর সুর ও নিরাপদ অবস্থার এ বিশয়ে চিন্তা কর। এরপর দুলিয়াতে আবাবপ্রাপ্ত জাতির সম্মুখের ঘটনাবস্থার দিকে ইঙিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিপতি থেকে লিঙ্কা ছাইগ

আঞ্চলিক পুরাণে আবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে :
 ওَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نَكَهَفَ كَانَ نَكُورٌ ।

— أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الظُّفَرِ — آخوند ڈارا کی پہنچیں گے مادھیوں کو ٹپکر دے دے
نہ، ہمارا کھنڈ و پاکہ بیٹھا رکھے اور ۱۰۰ کھنڈ و سندھنیت کر لے । اسے رہا گا اور ٹیکا
کر لے، جس کا ڈاری دے ہی بیٹھتے ۔ سادھاران پن نیز ماسٹے ڈاری بست ٹپکرے ہو ڈا ہمے تو یادیتے
پڑے ہاویا ٹھیک ۔ باہم سادھاران پن کا ڈاری آٹکاتے گا رہے ۔ کیونکہ آجلا ہڈ ڈاری
پہنچیں گے ہاویا ماسٹے ہیں گا اس کا مدد کر لے ٹھیک ۔ کہا ہے ۔ باہم سے ڈر دے دے ہاویا
اور ۱۰۰ ڈارے سانچرائی کر لے بیچرائی کر لے جس کا آجلا ہڈ ڈاری ڈارے کا گا رہے ۔ باہم سے ہاویا
کو ۱۰۰ ڈارے سانچرائی کر لے بیچرائی کر لے جس کا آجلا ہڈ ڈاری ڈارے کا گا رہے ۔ باہم سے ہاویا
مدد کر لے ۔ اسی ہی طبقہ پر ہاویا ماسٹے ہیں گا اس کا مدد کر لے ٹھیک ۔

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଜିତର ହାଜ-ଅବସ୍ଥା ନିଯମ ଚିତ୍ତ-ଭାବନାର ମାଧ୍ୟମେ ଆଜ୍ଞାହୀନ ଅନ୍ତିମ, ତୁଳ୍ୟହୀନ ଏବଂ ନଜୀରିବିହୀନ ଭାବମୁଣ୍ଡ ପରିଷ୍ଠାରେ ପରିମାପାଦି ସମ୍ବିବେଶିତ କରା ହୋଇଛେ । ସେ ବାଟି ଏଥମେ ନିଯମ ସାମାନ୍ୟ ଚିତ୍ତ-ଭାବନା କରେ, ତାର ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଵାଗତ ହାତ୍ତୀ ଗତ୍ୟକୁ ଧାରିବା ନା । ଅତଃ ପର ସୁରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ତିର ଓ ପାପିଚାରୀଦେଇରକେ ଆଜ୍ଞାହୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କେ ସତର୍କ କରା ହୋଇଛେ । ପ୍ରଥମେ ହୈପିଯାର କରା ହୋଇଛେ ଯେ, ଯାନି ଆଜ୍ଞାହୀନ ତା'ଆଜା କୋନ ସମସ୍ତଦେଇର ଉପର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରାତେ ଚାନ, ତବେ ପୃଥିବୀର କୋନ ଶକ୍ତି ତାର ଗତିରୋଧ କରାତେ ପାରେ ନା । ତୋମାଦେଇ ସେନାବାହିନୀ, ସିପାଇ-ସାନ୍ତ୍ରୀ ତୋମାଦେଇକେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧେବେ ବର୍ଣ୍ଣା କରାତେ ପାରିବେ ନା । ଇରନ୍ଦାଦ ହୁଅ :

آمَنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جَنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ نَوْنَ الرَّحْمَنِ أَنْ

—الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرْرٍ—এমন সতর্ক করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে ব্রহ্মিক বর্ষণ
এবং ভূমি থেকে দস্তা ও উজিন উৎসর্গ করার মাধ্যমে তোমরা আশাহ তাঁরামার যে
মিথিক পাশ্চ, এটা ত্যাগদের ব্যক্তিগত জাহাজীর নয়; বরং আশাহর দান ও বর্ষণিস।

لَمْ يَعْنِ هَذَا الَّذِي يَرِزُقُكُمْ أَنْ أَمْسِكُ رَزْقَكُمْ

আয়াতুর উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর কান্তিমন্দের জন্ম পরিত্যাপ করা হয়েছে। যারা নিজেরাও

আলাহুর নির্দেশাবলী সমর্কে চিঠা করে না এবং বর্ণনাকরণীয় বর্ণনাও করে না।

بِلْ لَجْوَافِي عَنْ وَفْلُور — অর্থাৎ তারা অবাধাতা ও সত্যবিমুক্তায় বেড়েই চলেছে।

অতঃপর কিঞ্চামতের মাঠে কাফির ও মুমিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিঞ্চামতের মাঠে কাফিররা উপুড় হয়ে যাবকের উপর তর দিয়ে চলবে। বুধাবী ও মুসলিমের রেও-যাজ্ঞতে আছে যে, সাহাবারে কিঞ্চাম জিজ্ঞাসা করলেন—কাফিররা যুদ্ধে তর দিয়ে কিঞ্চাপে চলবে? রসুলুল্লাহ (সা) বললেন: যে আলাহুর তাদেরকে পায়ে তর দিয়ে চাঁচনা করেছেন, তিনি কি মুক্তমুক্ত ও যাবকের উপর তর দিয়ে চাঁচনে সক্ষম নন? বিশ্বাস্ত আবাতে তাই বলা হয়েছে:

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكْهَا عَلَىٰ وَجْهَةِ آهَدِيْ أَمْنِ يَمْشِي سَوْيَا عَلَىٰ صَرَاطٍ

سَتَقْبِيلَم — অর্থাৎ যে যাজি মুখমণ্ডে তর দিয়ে চলে, সে কেবী হিদায়তপ্রাপ্ত, না যে সোজা চলে। বেঙ্গাত্ত বাজিই মুমিন: সে-ই হিদায়ত পেতে পারে। অতঃপর আবার মানব হাস্তিতে আলাহুর তা'আলার শক্তি ও তাবের কঠিপর বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ فَإِلَهٌ لَا

شَرِيكٌ — অর্থাৎ আপনি বলুন, আলাহুর তা'আলাই তোমাদেরকে হাস্তি করেছেন এবং তোমাদের কর্ম, চক্ষু ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃততত্ত্ব প্রকাশ কর না।

কর্ম, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য: আবাতে মানুষের অবসম্যহের মধ্যে ক্ষিনতি অবস্থায় করা হয়েছে। এগুলোর উপর জ্ঞান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ তান ও অনুভূতির পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চাহ্নিয়া বলা হয়। এগুলো হচ্ছে প্রবণ, দর্শন, ছ্বাপ, আবাদন ও স্পর্শ। ঘোণের জন্য নাক আবাদনের জন্য জিহবা তৈরী করা হয়েছে এবং স্পর্শলভি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আলাহুর তা'আলা প্রবণ করার জন্য কর্ম এবং দেখার জন্য চক্ষু হাস্তি করেছেন। এখানে আলাহুর তা'আলা পক্ষ ইসলামের মধ্যে থেকে সাত্তি দু'টি উল্লেখ করেছেন—কর্ম ও চক্ষু। কর্ম এই হে, ছ্বাপ, আবাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব ক্ষম বিষয়ের জ্ঞান, মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জ্ঞান বিষয়সম্বূহের বিবরাট অংশ প্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সৌমিত্র। এতদুভয়ের মধ্যেও প্রবণকে অঙ্গে আনা হয়েছে। চিঠা করার দেশা হাতে হে, আবুই সারাজীবনে সেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তদ্বার্ধে শোনা বিষয়সম্বূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সম্বূহের তুলনায় বহুগুণ বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জ্ঞান বিষয় এই দুই পথে অজিজ্ঞ হয় বিষয় এখানে

এক ইতিহাস থেকে মাঝ দুটি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বন্ত অঙ্গর হচ্ছে আসল ডিপ্টি ও ভানের কেজ। কানে শোনা ও চোবে দেখা বিষয়সমূহের জ্ঞানও অঙ্গরের উপর নির্ভরশীল। অঙ্গর হে ভানের কেজ। এই নামে কৌরআন পাকের অনেক আরাত সাক্ষা দেয়। এর বিস্তীর্ণে সার্বনিকগণ মিলিতে ভাসের কেজ মনে করেন।

এইসব আবার কাবিয়াদের প্রতি ইশিবারী ও শৃঙ্খলাগী বিপিত হয়েছে। সুরার উপসংহারে বলা হয়েছে : : তোমরা আরা পৃথিবীতে বসবাস কর, কৃপ্তিকে ধনন করে কৃপ তৈরী কর এবং সেই পানি দ্বারা নিষেধের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ কর, তোমরা জুজে দেরো না যে, এভাবে তোমাদের বাসিস্ত জীবনীর নয়, আরাহুর দান। তিনিই পানি বর্ষণ করছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাথে পরিষেত করে পঁচন রোখ করার জন্য সর্বত্ত্বে রেখে দিয়েছেন। অঙ্গর এই বরফকে আত্ম আত্ম গঁজার পর্বতের শিরা-গোলিরাত্ম সাথে কৃত্যের অঙ্গাত্মের আমিজে দিয়েছেন। এইসব কোন পাইপলাইনের সাহায্য যাবতোকে সেই পানিকে সর্বত্ত্ব হাতিয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা কেবল ইচ্ছা আট ধনন করে পানি দের করতে পার। তিনি এই পানি শৃঙ্খলার উপরের কুরেই রেখে দিয়েছেন আ করেক কুট মাটি ধনন করেই দের করা আর। এটা অল্পাত্ম দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিয়েন করে তোমাদের মাসজের বাইরে বেতে পারেন।

قُلْ أَرَايْتُمْ إِنْ أَمْبَعَ مَاءً كَمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِهَا مَعْنَىٰ

অর্থাৎ তুম্বা কেবল দেশুক ভাঙা করে পানি কুরের মাধ্যে অবাসাসে দের করে পান করলে, তুম্বার কুসর্তের গভীরে ঢেলে থাক, তবে কোনুপক্ষে পানিকে এই শ্রেতাহারাটকে ছিদ্রিয়ে আনতে পারবেন, তাহীরে আছে, এই আরাত ডিলাইকাত করার পর বলা উচিত। **بِالْهِ**
অর্থাৎ বিষ পানকর্তা আরাহু তাঁজাহাই পুরুষ এই পানি আনতে পারেন—
আপনার পাতি নেই।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَوَاللَّهِمَ مَا يُسْتَطِعُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِسْعَةٍ رَّبِّكَ بِمَا هُنَّ ۝ وَإِنَّ
رَّبَّكَ لَا يَجِدُ لَكَ مَنْفَوْنِي ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ كُلِّ خَلْقٍ عَظِيمٌ ۝ فَتَشْبِهُ
وَتَبَصِّرُونَ ۝ إِنَّكَ مَوْلَانَا ۝ إِنَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ ۝ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
سَلَّمَ ۝ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ كَلَّا لِتُطِيرَ النَّفَّارِيِّينَ ۝ وَدُعَا لَهُ
شَدَّدُنَّ كَيْلَهُنَّ ۝ وَلَمْ يُؤْمِنْ كُلُّ حَلَّابٍ كَعِينٍ ۝ هَمَّازَ رَكَّابٍ
بِكَبِيرٍ ۝ مَتَّعَ الْكَافِرِ مُعْتَدِلَ أَثِيرٍ ۝ لَعْنَلَ بَغْدَ دَرَكَ رَبِّيْمَ ۝
أَنْ كَانَ ذَا قَالِبِيْنَ ۝ رَدَّا لَعْنَهُ عَلَيْهِ وَإِيْتَنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَفْلَامِ ۝
سَكِيمَةٌ عَلَىٰ الْخَرْطُومِ ۝ إِنَّمَا يَلْوَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
إِذْ أَهْمَمُوا لِيَضْرِبُهُمْ مَعْصِيَّنِيْنَ ۝ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۝ فَطَافَ عَلَيْهَا طَلَيفٌ
مِنْ رَبِّكَ ۝ وَهُمْ غَارِبُونَ ۝ فَأَضَبَّتْ كَالصَّرِينِيْمَ ۝ فَتَنَادَوْا
مَصْبِحِيْنَ ۝ أَنَّ اغْدُوا عَلَىٰ حَزْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝
فَأَنْطَلَقُوْلَهُمْ يَتَخَافَّوْنَ ۝ أَنَّ لَمْ يَسْتَدْخِلُهُمْ أَيْمَنُكُمْ قَمْسِكِيْنَ ۝
وَكَدَّوْا عَلَىٰ حَزْبِيْرِيْلَهُمْ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَهَا لَوْنَ ۝ مَهَلَّ
نَعْنُ مَبْخُرُهُمْ مُؤْنَفَ ۝ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَنَّهُ أَكْلَنَ لَكُمْ كُوْلَاتِيْهُنَّ

قَالُوا سَيْحُنَ رَبِّنَا إِنَّا طَلَبْنَا فَقَاتِلْ بَشَرَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 يَتَكَلَّدُونَ وَمُؤْتَهُ ۝ قَالُوا يَوْمَنَا إِنَّا كُلُّا طَغِيَنَ ۝ فَكُنْهُ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّي
 لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبُّنَا مُطْبُونَ ۝ كَذَلِكَ الْعِذَابُ
 وَلَعِذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَدُ مِنْهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ الْمُمْتَقِنِينَ وَنَدَّ
 رَبِّهِمْ جَهَنَّمَ النَّعِيْرُ ۝ أَفَنَهْمَلُ السُّلْطَنِيْنَ كَالْسُبْرُورِ وَذَنَّ
 مَا الْكُوْنُسَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْعُونَ ۝ إِنَّ لَهُمْ
 غَيْرَهُ لَمَّا تَعْلَمُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ حُكْمُ الْيَمَانِ عَلَيْنَا بِالْفَلَقَةِ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْقِرْبَةُ
 إِنَّ لَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ ۝ سَلْهُمْ كَيْفُرُ بِذَلِكَ زَعِيمُ الْمُنْكَرِ
 شَرِكَاهُ ۝ فَلَيْسَ أَنَّهُ شَرٌ كَلَّاهُمْ إِنْ كَانُوا صَدَقِينَ ۝ يَنْهَا يُنْكِفُ
 عَنْ سَارِقٍ وَيُدْعُونَ إِلَيْهِ الشَّجُورِ فَلَمْ يَسْتَوْهُمْ حَوْلَهُ ۝ خَائِشَةً
 أَبْصَارُهُمْ شَرِهِمْ ذَلِكَهُ ۝ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَيْهِ الشَّجُورِ وَهُمْ
 سَلِيْسُونَ ۝ فَذَلِكَهُ وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا الْعَدْنِيْشِ سَنَسْتَدِيْهُمْ
 وَمَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدَهُيْ مَرْتَيْنَ ۝ أَمْ لَكُمْ
 أَبْغَانَهُمْ قَنْ مَفَرَمْ تَشَقَّلُونَ ۝ أَمْ عِنْدَهُمْ لَقَنِيْبٌ فَهُمْ يَتَبَيَّنُونَ ۝
 قَاصِدُهُمْ لَهُمْ رَبِّكَ وَلَا يَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ مَرَادُنَادَهُ وَهُوَ
 مَنْ لَظَمَهُ ۝ كَوَّلَهُ أَنْ تَذَرَّكَهُ لَهُنَّهُ قَنْ رَبِّهِ لَهُنَّهُ بِالْمَرَاءِ وَهُوَ
 لَهُنَّهُ ۝ قَاجِيْهُ رَبِّهِ فَعَصَلَهُ مِنَ الْمُضْلِعِيْنَ ۝ وَلَمَّا يَكَادُ الْأَيْنَ
 لَقَرْفَا الْأَنْدَوْرَكَ بِأَصْبَارِهِمْ لَهُ سَوْغُوا الْدَكَرَ وَيَقُولُونَ إِلَيْهِ

٤٠٢ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلصَّابِرِينَ

সবসম কর্তৃপক্ষের ও জনীন দরাতু আলেক্সেন্দ্র মধ্যে পড়ু

- (১) সুম—সবসম কর্তৃপক্ষের এবং জেই বিশেষে, যা তারা লিখিবক করে, (২) আগন্তুর পাইনকর্তাৰ অনুযায়ৈ আগমি উপরাম মন। (৩) আক্ষন্তু জন্ম অবশাই গুরুত্ব অশেষ সুরক্ষার। (৪) আগমি অবশাই যাহান চক্ৰবৰ্জন অধিকারী। (৫) সম্ভূই আগমি মৰ্মে দেবেৰ এবং তাৰাও দেৱে লেৱে। (৬) কে তোমদেৱ যথো বিবেচিত কৰে। (৭) আগন্তুর পাইনকর্তা সম্মান আহনেন কে তাঁৰ পথ কৰে কিছুত হাজেৱ এবং তিনি আহনেন যাবা সহ পঞ্চাশ্চত। (৮) অক্ষয়, আগমি হিন্দুজোপবিহুজো আলুগুণ্ঠা কৰ্তৃপক্ষে না। (৯) তাৰা তাৰ যদি আগমি নমনীয় হৈন, তবে তাৰও নমনীয় হৈব। (১০) যে অধিক পৰম কৰে, যে জানিত, আগমি তাৰ আলুগুণ্ঠা কৰ্তৃপক্ষে না। (১১) যে সম্পত্তি নিষ্ঠা কৰে একেৰ কথা অপৰেৱ কাহে জানিয়ে ফিরে, (১২) যে তোম কৰ্তৃপক্ষ বাজী দেৱ, যে সীমান্তঃসন্ধি কৰে, যে পাখিত, (১৩) কৰ্তৃপক্ষ তাৰায়, তসুসতি সুখীত, (১৪) এ কাৰোবেঁচে সে ধন-সম্পদ ও সত্ত্বান-সত্ত্বিৰ অধিকারী। (১৫) তাৰ কৰ্তৃপক্ষে আমাৰ অজ্ঞত পাঠ কৰা হৈলে সে বাবে : দেৱকদেৱ উপকথা। (১৬) আমি তাৰ মালিকী জানিয়ে দেৱ। (১৭) আমি তাৰদেৱক পৰীক্ষা কৰেছি, যেযৰ পৰীক্ষা কৰেছি উদানওয়ালাদেৱকে, যদে তাৰা পৰম কৰেছিল যে, সকালে বাণানেৰ কল আহৰণ কৰিবে, (১৮) “ইমোজোজো” না-বলেন (১৯) জাহুঃগৱে আগন্তুর পাইনকর্তাৰ পক্ষ থোক বাণান এবং বিস্ম এসে পাতিত হুকু। বছন তাৰা নিষ্ঠিত হিল। (২০) কলে সকাল পৰ্বত হৈলে দেৱ হিন্দুবিহুৰ ঝুঁকদাম। (২১) সকালে তাৰা একে অপৰকে ডেকে বলল, (২২) তোমৰা যদি কল আহৰণ কৰেত তোও, তবে কৰাল সকাল কেলেত তো। (২৩) অতঃসং তাৰা তলুল কিসার্তিৰ কৰে কথা বলাটে কৰাটে, (২৪) আমা কৈম কোন মিস্কৌম বাতি তোমদেৱ কাহে অপৰে প্ৰক্ৰিয় কৰাট না পাবো। (২৫) তাৰা সকালে জানিয়ে জানিয়ে সকোৱে ঝুঁকদাম হৈল। (২৬) অতঃপৰ বছন তাৰা বাণান দেৱল, তুম্বন বলল : আহৰণ তো পক্ষ তুমে দেছি। (২৭) বছন আহৰণ তো কলালগোপু। (২৮) তাৰে উত্তম বাতি বলল : আমি কি তোমদেৱকে বাতিবি ? এবনও তৌমৰা আলুহুৰ পৰিষ্কার পৰ্বতী কৰাই না কৈন ? (২৯) তাৰা বলল : আহৰণ আহনেৰ পাইনকর্তাৰ পৰিষ্কার ঘোষণা কৰেছি, বিশিষ্টতই আহৰণ সীমান্তঃসন্ধি কৰিলাম। (৩০) অতঃপৰ তাৰা একে অপৰকে তৎ সনা কৰাটে জানিলু। (৩১) তাৰা বলল : হার ! সুজীল আহনেৰ, জ্ঞানীয়া হিলায় সীমান্তিক্ষেত্ৰকাৰী। (৩২) সুভৰত আহনেৰ পাইনকর্তাৰ পৰিষ্কারত এৰ দাহিলে উক্তপৰ বাণান আহনেৰকে দেৱোম। আহৰণ আহনেৰ পাইনকর্তাৰ কাহে আহনোদী। (৩৩) পাতি একাবেটী ভাসে এবং সুরক্ষাদেৱ সাতি আৱত কৰাটৰ, যদি তাৰো আনত ? (৩৪) যুত্তীকৰিত প্ৰাণ-তাৰেৰ পাইনকর্তাৰ কাহে কৰেছে বিশিষ্টতেৰ আনত ? (৩৫) আমি কি আলুহুৰ দেৱকে অপৰাধীদেৱ মাঝে গৰ্ভ কৰিব ? (৩৬) তোমদেৱকি হিল ? তোমৰা দেৱৰ সিংহাসন নিষ্ঠ ? (৩৭) তোমদেৱ কি কোন বিভাগ আহৰণ, যা তোমৰা পাঠ কৰ ? (৩৮) তাৰে তোমৰা যা পছন্দ কৰ, তাৰ পাঠ ? (৩৯) যা তোমৰা অনিয় কৰাই দেকে

বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের সময় মিলেছে বে, কোথার তাই পাবে যা জ্ঞানের সিদ্ধান্ত
করবে ? (৪০) আপনি ভাসেরকে বিজ্ঞান করবে—ভাসের কে এ বিজ্ঞেন মাঝিক্ষণীয় ? (৪১)
মা ভাসের কেন্দ্র পরীক্ষ উপরে আছে ? অবশ্যে ভাসের পরীক্ষ উপরে মাঝিক্ষণীয় ?
করতে হলি ভাসা সম্ভাসনী হচ্ছে। (৪২) মোহূ পর্যবেক্ষণের কথা সম্ভাগ করে,
জেনিস ভাসেরকে বিজ্ঞান করতে আছে কামে জানানো হচ্ছে, ক্ষেত্রগত ভাসা সম্ভাগ হচ্ছে না।
(৪৩) ভাসের মূল্যটি করবে কামে, ভাসা বাস্তুমূল্যটি হচ্ছে, অথবা অধুন ভাসা সৃষ্টি ও
বাস্তুবিক অবস্থার হিসেব, তখন ভাসেরকে বিজ্ঞান করতে আছে কামে জানানো হচ্ছে। (৪৪)
অতঙ্গের কামা এই কামাকে বিদ্যা করে, ভাসেরকে জানার হাতে হৃষ্ট দিন, আমি এরে
ধীরে ধীরে ভাসেরকে জানাবারের মিকে মিলে আব বে, ভাসা জানতে পারবে না। (৪৫)
আপনি ভাসেরকে সহজে মিলি। মিলে ভাসার কৌশল সজ্ঞুভু। (৪৬) আপনি কি ভাসের
কাছে পরিচয়িক ঢাব ? কদে ভাসের উপর অবিচ্ছিন্ন মোকা পড়েছে ? (৪৭) মা ভাসের
কাছে পরিচয়ের ব্যবহার আছে ? অতঙ্গের ভাসা তা লিপিবদ্ধ করে। (৪৮) আপনি আপনার
পরিচয়কর্ত্তার ভাসেরের অপেক্ষার সহজ করুন এবং মাঝওয়ালা ইউনিসের অভ হবেন না,
বরবেন যে দৃঢ়বাকুল অন আরবন করেছিল। (৪৯) বলি ভাসা পাইনকর্ত্তার অনুগ্রহ ভাসে
জানান বা মিল, তবে সে মিলিত অবস্থার অবশ্যম প্রাপ্তির নিশ্চিপ্ত হচ্ছে। (৫০) অতঙ্গের
ভাসা পাইনকর্ত্তা ভাসে অনুমোদিত করবেন এবং তাকে সহকর্মীদের অভভূত করে নিলেন।
(৫১) অবিচ্ছিন্ন অভ কোরালান করে, তখন ভাসা ভাসের মূল্যটি ভাসা হেন আপনাকে
জাহাজ মিলে যেতে কৈবল্য মিলে এবং ভাসা করে : সে তো একজন পাখজ। (৫২) অথবা এই
বেকারান যো বিজ্ঞানের অন্য উপদেশ হৈ নয়।

সুতরাং আর-সংকেত

সুত—(এর অর্থ আজাহ্ ভা'আজাই জানেন)। শপথ কঢ়ায়ের (অস্তারী জাওহে মাহ্যুরে
সুমিটের ভাগ মিথা হয়েছে) এবং (শপথ) ভাসের (কেরেলভাসের) লিখার [ভাসা আমলনামা
লিখে—হস্তরত ইবনে আবুকাস (রা) এ তকসীরই করেছেন], আপনার পাইনকর্ত্তার কৃপাগ
আপনি উচ্চাস যথ (বেয়ন কাফিজুরো ভাই বলে)। উচ্চেদ্য এই ক্ষেত্রে, আপনি সভ্য নবী। এই
ধীরীর পকে শপথগুলো খুবই উৎসুক্ত। কেননা, কোরালান অবগতরণে ভাসাজিপির অংশ-
বিশেব। সুতরাং আজাতে ইলিত আছে বে, আপনার নবুত আজাহ্ ভাসে পূর্ব খেকেই
অবগতিরিত। বাজেই এটা মিলিত সভ্য। ভাসা এই সভ্যকে সৌকার করে এবং ভাসা
অবীকার করে, ভাসের আমলনামা কেরেলভাসা লিপিবদ্ধ করেছে। সুতরাং অবীকারের
কালাদে সাম্ভি হবে। এই পাণ্ডিকে ভুল করে ইমান আনা গুরুজিব।)। মিলেই আপনার
অন্য (এই প্রাচুর্যকর্ত্তের অন্য) স্বার্থে অন্যের পুরুকার। (এতেও নবুতের উপর জোর
মিলে স্বার্থের বিজ্ঞপ্তি উপরে করতে বোঝ হয়েছে এবং সোম্বনা দেওয়া হয়েছে বে, কিন্তু কাল
অবগত করুন, এর পরিপাল মহাগুরুকার কাছটি)। আপনি আবশ্যাই যহান চরিত্রের অধিকারী
(আপনার প্রাচুর্যকর্ত্ত কাজ সম্ভালে উপরিকৃত এবং যহান আজাহ্ সম্ভিটমণ্ডিত। উচ্চাস
ব্যক্তি কি পূর্ব চরিত্রের অধিকারী হচ্ছে পারে ? এটাও পূর্বোক্ত দোকানোপের জওরাব।

অন্তঃপর সালতানা দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ তারা যে করে প্রাপ্তবেশিক করে আগনি এবং মুখ করবেন না। (কেবল) স্বতরই আগনি দেখে নেবেন অথবা তারাও দেখে নেবে না, কে (সভিকার) পাপল হিসেবে (অর্থাৎ জানবুজি সোপ পাঞ্চাই পাপবুজির বরাবর)। জানবুজির জন্য হচ্ছে ভাষ্ট-বোকসান অনুধাবন করা এবং তিনিই বোকসানই প্রকৃত বোকসান। সুতরাং বিশ্বাসাতে তারাতু অবিস্ত পারবে না, সতের অনুগতীরাই বৃক্ষিযান হিসেবে আর এই লাভ-জৰ্জন করেছে পরন্তু তারাই পাপল হিসেবে আর এই লাভ ধৈরে বকিত ধৈরে তিনিই জোকু-সানকে বরাব করে নিয়েছে।) আগনির পাঞ্চকর্তা সংযোগ আমেন কে ঢাঁচ পথ থেকে বিদ্যুত হচ্ছে এবং তিনি আবেদ আরা সহ পথচারী। (তাই প্রাণকরকে উপসূচ প্রতিসন্দেশ ও পর্যবেক্ষণে। প্রতিদীন ও শাস্তির বৌদ্ধিকর্তা তখন তারাত বুঝে নেবে অথবা বৃক্ষিযান ও পথচার কে শুরু প্রকাশ হচ্ছে পড়বে। অথবা আগনি সতের উপর ও তারা বিশ্বাস উপর আছে, তখন) আগনির বিশ্বাসোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (আমর এ পর্যবেক্ষণ করেন নি। প্রথমে আরাতে ভাসের আনুগত্যের বিবরণটুকু আমা আছে। অর্থাৎ) তারা তার অধি আগনি (নাউবুবিশ্বাস চীর কর্তৃব্য করে অর্থাৎ ধর্ম প্রচারে) নমনীয় হয় তবে তারাও নমনীয় হবে। [সুলুজাহ্ (সা)-র নমনীয় হওয়ার অর্থ প্রতিমাঙ্গুলির নিচা না করা এবং স্বতন্ত্র নমনীয় হওয়ার অর্থ ইসলামের বিশ্বাসাত্মক না করা। হৃষক ইবনে আবুআস (রা) এই তকসীরই বর্ণনা করেছেন]। আগনি (বিশ্বেষণাত্মক) একাপ বাজিক আনুগত্য করবেন না, সে করার কথার অপর্যাপ্ত করে, (উদেশ্য মিথ্যা অপর্যাপ্তকারী) এবং অনিষ্ট, (অঙ্গের বাধা দেওয়ার ঘন্টা) হে বিষ্ট-কারী, এবং একের কথা আগরের কাছে মালিকের কাছে, হে তাজ কাজে বাধা দিন করে, হে (সম্ভাব্য) সীমান্তের করে, এ পাপিষ্ঠ, কাঠোর বন্ধার এবং তদুপরি কুর্খাত। [অর্থাৎ আরাজ সংস্থান। সারকথা এই হে, প্রথমত বিশ্বাসোপকারীদের, অন্তঃপর বিশ্বেষণাত্মকে মিথ্যারোপকারী হিসি উপরোক্ত বন্ধ বিশ্বেষণে বিশ্বেষণিত হচ্ছে, তবে ভাসের আনুগত্য করবেন না। সুলুজাহ্ (সা)-র বাজিক ঝখন মিথ্যারোপকারী একলাই হিসেবে এবং উপরোক্ত নমনীয়তার প্রতীক বরং এর উদ্বোধা হিসেবে।] যেটুকুখা, আগনি ভাসের আনুগত্য করবেন না এবং তাও কেবল] এ করার পথে, সে ধনসম্পদ ও সভাব-সংস্থার অধিকারী। (অর্থাৎ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী)। তাঁর আনুগত্য করাতে মিথ্যে করার কারণ (এই হে, তার আবাস হচ্ছে) ঝখন আমার আবাসসহ তার কাছে পাঠ করা হচ্ছে, তখন সে মুসে ও সেকেরের উপর আগনি। (অর্থাৎ আবাসসহের প্রতি মিথ্যারোপ করে) অন্তের ছিপামলোগ করাই হিসেব করার আসন করিপু। তবে এই মিথ্যেষণাত্মকে হোকুমার করার জন্য আরও কঠিপুর বসন্তার উপর করা হচ্ছে। অন্তের একাপ বাজিক পাপিষ্ঠ বর্ণনা করা হচ্ছে।) আমি নাসিকা সালিশে দেব (অর্থাৎ কিলামতের মিন-ভাসু মুখকান ও নাকের উপর কুর্মের কারখে আগনিও ও পরিচরের আরোহণ সালিশে দেব)। কজে হে মুৰ মালিষ্ট হচ্ছে। হাদীসে ভাই বৰিষ্ঠ হচ্ছে।) অন্তঃপর মকার বোকসামুক-একটি কাহিনী উনিশে শাস্তির কর দেখানো হচ্ছে। আমি (য়ার জোকসেরকে বোধসামুকে দেখেছি, বদরুম ভাসের স্বীকার আছে। এতে করে আমি) ভাসেরকে প্রোক্তা করেছি, (যে, তারা মিয়ামতের শোকন করে ইয়ান আবে, না অবৃত্ত হয়ে কুমুর করে) আমন (ভাসের

কুর্বিনোমত দিলে)। পরীকা করেছিলাম বাগানওয়াগানেরকে [হহরত ইবনে আব্রাহাম (রা) বলেন, এই বাগান আবিসিনিসুর ছিল, সয়োদ-ইবনে সুবায়ের (র) বলেন, ইবনে মনে ছিল। মজিবাল্লাহের অন্তে এই ঘটনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। এই বাগানের মালিকদের পিতা তার আমলে বাগানের আমদানীর বিংশতাঃপঞ্চাম পরীক-বিসকীনদের জন্য বাস্ত করত। তার সুন্দর পর হেমেরা বলল : আমাদের পিতা নির্ভোধ ছিল। তাই আমদানীর বিশাট অংশ মিসকীনকে সুন্দ করে দিত। সম্পূর্ণ আমদানী আমদানের হাতে খাকে সুখ-বাল্লাসের অভ থাকবে না । সেমতে আমাতে তাদের ঘটনা বিস্তৃত হয়েছে । এই ঘটনা তখন সংঘটিত হয়েছিল) অধন তারা (অর্থাৎ অধিকাংশ অথবা কতক হেমন **أَلْسَطْمُون** বলা হয়েছে)

প্রদৰ্শনে দশখন করেছিল হে; তার্ত অবশ্যই সকালে বাগানের কল আহরণ করবে এবং (এতদূর আমা হিল হে) তারা ইন্সাজালাহ-ও বলল না। অতঃপর আগনার পাইনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানের উপর এক বিপদ এসে পতিত হল (সেটা ছিল এক অগ্নি-নির্জেজাল অথবা বাহু শিক্রিত) এবং তারা ছিল নিষিট। কলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল হেমন কডিত ছেত। (অর্থাৎ ফসল থেকে সম্পূর্ণ খালি । কিন্তু তারা এই বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানত না)। অতঃপর সকালে (দুম থেকে উঠে) তারা একে অপরকে ডেকে বলল : তোমরা খালি কল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল কেতে চো । (কেতে ঝপক অর্থে বলা হয়েছে, অথবা তাতে কাণ্ডালীন উডিদ মেমৰ আঙুলুইজালিও ছিল, অথবা বাগানের সংজ্ঞাকে কেওড়ও ছিল)। অতঃপর তারা পরাম্পরে চুপসারে কথা বলতে বুঝতে চাল হে, অদৃ হেন কোন বিসকীন বাত্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা (অজ্ঞানে) নিজেদেরকে না দিতে সক্ষম মনে করে আল্লা করল (যে সব কল বাত্তীতে নিয়ে আসবে এবং কাউকে দেবে না)। অতঃপর অধন তারা (সেখানে পৌছল এবং), বাগানকে (তুলবৰায়) দেখল তখন বলল : নিশ্চয় আমরা পথ কুঁজে গেছি (এবং অন্যান্য চো এসেছি ; কারণ এখনে তো বাগান বলতে কিছু নেই)। এরপর অধন তারা চতুর্সীয়া দেখে বিসাস করল হে, এষাই সেই জায়গা, তখন বলল : আমরা পথ কুলিনি,) বরং আমরা কপালপোতা (তাই বাগানের এই দলা হয়েছে)। তাদের অধ্যে হে (কিছুটা) তাজ জোক ছিল, সে বলল : আমি তো পুরৈই বজেছিলাম (হে, এরাপ নিষিট করো না । মিসকীনদেরকে দিলে বরকত হয় । এরাপ কথা বলার কারণেই আঙুল তা'জাতা তাকে 'তাজ জোক' বলেছেন । কিন্তু কার্যক্রমে সে-ও মনে মনে এষা অপছন্দ করা সত্ত্বেও সবার সাথে শুরীক হিল । তাই আমি 'কিছুটা' শব্দটি মোগ করে দিয়েছি । অতঃপর প্রথম কথা শব্দে করিয়ে জোকটি বলল :) এখনও তোমরা আঙুল পরিষ্কার বর্ণনা করছ না কেন ? (হাতে পাপ আর্জন করা হব এবং আরও বেশী বিপদ না আসে)। তারা (তুলবৰাপ) বলল : আমাদের পাইনকর্তা পৰিষ্কাৰ । (এষা তুলবৰাহ)। নিষিটই আমরা দোষী । (এষা ইজেগফার)। অতঃপর তারা একে অপরকে ডাঁসনা করতে আগল । (কাজ নষ্ট হলে অধিকাংশ মোকের আজ্ঞাস এই হে, তারা একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করে । অতঃপর তারা সৰাই একমত হয়ে) বলল : নিষিটই আমরা (সৰাই) সৌমালংঘনকারী ছিলাম । (একা কমাত দোষ হিল না । করেই একে অপরকে দোষালোপ কর্যা অনৰ্জন । সৰাই মিলে তুওৰা কল্প দৱকার)। সংবত (তুলবৰাহ বরকত) আমাদের পাইনকর্তা পৰিষ্কার এবং তাইত

উভয় বাগান আবাদেরকে প্রবেশ। (এখন) আহরা আবাদের পাইনকর্তার মিকে-কিন্তুই [অর্থাৎ তওরা করছি]। পরিবর্তে উভয় বাগান দুনিয়াতেও হচ্ছে পারে, পরকলেও হচ্ছে পারে। বাহাত বৌরা যাব যে, বাগানের যালিকরা মু'যিন পোনাহ্গার হিস। এই বাগানের বিনিয়নে দুনিয়াতে তারা কেন বাগান পেতেছিল-কিনা, তা নির্ভরযোগ্য সূত্র দেখে জানা সাজ্ঞিনি। তবে রাজল মা'আন্দীতে হৃষক ইকনে মস্তুদ (রা)-এর অসমিষ্টিত উত্তি লিখিত আছে যে, তাদেরকে তদনেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান দান করা হয়েছিল। অতঃপর কাহিনীর নির্মাণ বর্ণনা করা হয়েছে :) শাস্তি একাবেই আসে। (অর্থাৎ হে মজাবাদীয়া, তোমরাও একপ বরং এর চাইতে বেশী শাস্তির ঘোঘ। কেবল এই শাস্তি হিসে পোনাহের কারণে আর তোমরা কেবল সোনাহ্গার নও—কাফিরও) পরকালের শাস্তি আরও উচ্চতর। যদি তারা জানত (তবে ঈমান আনত)। অতঃপর কাহিনীদের শিখা ধারণা খনন করা হয়েছে। তারা বলত : لَمْ رَجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي أَنْ لَمْ يَعْلَمْ^۱ ۸ ۱۴۵۳۱

আরাহ ভৌরুদের জন্য তাদের পাইনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জাহাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। আমি কি আভাবহৃদেরকে অবাধাদের ন্যায় পেন করব ? (অর্থাৎ কাফিররা মুক্তি পেনে বাধা ও অবাধাদের যথে কি পার্থক্য বাকী ধারবে, যশ্চারা বাধাদের প্রেতজ প্রমাণিত হবে ?

أَمْ نَجِعْلُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَلِفْسِدٍ^۱ ۸ ۱۴۵۳۲

তোমাদের কি হল, তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিল ? তোমাদের কাছে কি কোন (ঝৰ্ণী) কিন্তু আছে, যাতে তোমরা পাঠ কর যে, তোমরা যা পছন্দ কর, তাই তোমরা পাবে ? (অর্থাৎ সেই কিন্তুবে লিখিত আছে যে, তোমরা পরকালে নিয়ামত পাবে) ? না আমার দায়িত্বে তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ লিখিত আছে (যার বিষয়বস্ত এই) যে, তোমরা তাই পাবে, যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে ? (অর্থাৎ সওয়াব ও জাহাত) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এ বিষয়ে কে তাদের দায়িত্বশীল ? যা তাদের কেন শরীর উপাসনেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সভ্যবাদী হয় (যোটকথা, এই বিষয়বস্ত কেন ঝৰ্ণী কিন্তুবে নেই এবং অন্যান্য পছাবও আমার শপথের অনুরূপ কোন ওয়াদা নেই, এমতাৰ তারা কেউ অথবা তাদের কেন শরীর উপাসা এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারেনা)। অতএব কিসের ভিত্তিতে দাবী করা হয় ? অতঃপর কিয়ামতে তাদের লাল্হনার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই দিন স্মরণীয়) সেদিন পোছার জ্যোতি প্রকাশ করা হবে এবং সিজদা করতে আহ বান করা হবে। (বুধাবী ও মুসলিমের হাদীসে এর ঘটনা একপ বর্ণিত আছে : কিয়ামতের মাঠে আরাহ তা'জালা দ্বীয় গোছা প্রকাশ করবেন। এটা আরাহের বিশেষ কোন শুণ, যাকে কোন মিজের কারণে গোছা বলা হয়েছে। কেবলআনে এর অনুরূপ আরাহের হাতের কথা আছে। এওমোকে তাহাত মিজদা রাগে অভিহিত করা হয়। এই হাদীসেই আছে, এই তাজালী দেখে মু'যিন নম-নামী সিজদার পড়ে আবে। কিন্তু যে কাফি দুনিয়াতে তোম দেখানো সিজদা করত, তার কোনো উক্তার স্বায় সোজা থেকে থাবে—সে সি জন্ম করতে সক্ষম হবে না।

এখানে সিজদা করতে আহ্বান জানানোর অর্থ সিজদার আদেশ করা নয়, এবং এই তাজারীর প্রক্রিয়া সকলেই বাধ্য হয়ে সিজদা করতে চাইবে। তাদের মধ্যে মুনিয়াত তা করতে অক্ষম হবে এবং জোক দেখানো ইবাদতকারীরা ও কপট বিশ্বাসীরা সক্ষম হবে না। সুতৰাং কাফি-রাখা হবে সক্ষম হবে না, তা বলাই বাছলা। কাফিররাও সিজদা করতে চাইবে। অঙ্গপর তারা সক্ষম হবে না। তাদের দুষ্টি (জাজ্বাবশত) অবনত থাকবে এবং তারা জাগ্জনাশ্রম হবে। (এর কারণ এই ষে) তারা (দুনিয়াতে) যখন সহী সাজায়তে ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হত। [অর্থাৎ ঈয়ান এনে ইবাদত করতে বলা হত। ঈয়ান ও ইবাদত ইচ্ছাধীন কাজ। দুনিয়াতে এই আদেশ পাইন না করার কারণে আজ কিয়াটে তাদের এই জাগ্জনা হয়েছে। অন্য আয়াতে দুষ্টি উপরে উপরে থাকবে এবং যাবে যাবে অজ্ঞার অতিশয়ে দুষ্টি অবনত থাকবে।] আয়াবে বিশ্বাসের আতিশয়ে দুষ্টি উপরে থাকবে এবং যাবে যাবে অজ্ঞার অতিশয়ে দুষ্টি অবনত থাকবে। অঙ্গপর তাদের এই ধূরণ অনুন করা হয়েছে। এবং এ প্রসঙ্গে রসুজ্জাহ (সা)-কে সাঙ্গনাও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উপরের আয়াত থেকে যখন জানা গেল যে, তারা আয়াবের [বোগ, তখন] যারা এই কামাক্ষেক মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (অর্থাৎ আয়াবের বিলু দেখে আপনি দুষ্টিত হবেন না)। আমি কৈমে কৈমে তাদেরকে (জাহাজামের দিকে) নিয়ে যাবিল, তারা টেরও পায় না। আমি (দুনিয়াতে তাদেরকে আয়াব না দিয়ে) তাদেরকে সময় দিই। নিষ্ঠচর আয়ার কৌশল বলিষ্ঠ। (অঙ্গপর তারা ষে নবৃত্যত অর্জীকার করে, সেজন্ম বিশ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে) আপনি কি তাদের কাছে কোন পরিপ্রেক্ষিক চান? কিন্তু তাদের উপর অর্জীয়ার বোঝা চেপেছে (তাই আপনার আনুগত্য করতে চাইছে না)। না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে, অঙ্গপর তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জন্ম) লিপিবদ্ধ করছে? (অর্থাৎ তারা কি আজাহ্র আদেশ-নিষেধ অন্য কোন পছাড় জেনে নেয়, বাদুরুন পরগুর-রের মুখাপেক্ষী নয়)। যারা বাছলা উভয় বিষয় নেই। এমতোবছার নবৃত্যত অর্জীকার করা বিশ্বাসকর কাপুর। অঙ্গপর রসুজ্জাহকে সাঙ্গনা দেওয়া হয়েছে। যখন জানা গেল যে, তারা কাফির, আয়াবের যোগ এবং তিমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সময় দেওয়া হচ্ছে। প্রতিশ্রূত সময়ে অবশ্যই আয়াব হবে, তখন) আপনি আপনার পাইনকর্ত্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং (বিষয় মনে) যাওয়ালা (ইউনুস পরগুর)-এর মত হবেন না [যে আয়াব নায়িল না হওয়ার কারণে বিষয় মনে কোথাও চলে গিয়েছিল। একাধিক জাহাগীর এই ষটনা আশিকজ্ঞাবে বৃলিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ইউনুস (আ)-এর সাথে তুনায় বিহুবলু শেষ হয়েছে। এখন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কসূচক কিছু ষটনা বর্ণনা করা হচ্ছে: সেই সময়টি স্মরণীয়] যখন ইউনুস (আ) দৃঢ়াকুম মনে দোঁয়া করেছিল। [এই দৃঢ় ছিল একাধিক দৃঢ়ের সমষ্টি—এক, সম্প্রদামের ঈয়ান না আনার, দৃঢ় আয়াব টলে যাওয়ার, তিন, আজাহ্ তা'আজার প্রকাশ অনুমতি বাতিলেক জ্বানাত্তের গমন করার, এবং চার, মাছের পেটে আবক্ষ হওয়ার। দোঁয়া ছিল এই:]

وَاللَّهُ أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَنِّي

—**كُفْتَ مِنَ الْقَلْمَنْ**— ৬৮ উদ্দেশ্য কিন করা ও কাটক বনা। প্রক্রিয়া শাখা

করা। সে মতে আজাহুর অনুগ্রহে ইউনিস (আ) মাছের পেট থেকে মৃত্তিশাল করেন। এ সমস্যের বলা হয়েছে :) অদি তার পাইকানকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাজ না দিত, তবে সে (যে প্রকারে আছের পেট নিষিদ্ধ হয়েছিল, সেই) অনশ্বন্য প্রকারে নিষিদ্ধ অবস্থায় নিষিদ্ধ হত। (সামাজ মেডিয়ার অর্থ কওবা করুন করা এবং নিষিদ্ধ অবস্থার অর্থ তার ইজতিহাসী ভূমের ব্যবরণে আজাহুর পক্ষ থেকে সে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এই আয়ত এবং সুরী সাফকাতের অভিযন্তের সামরণ্য এই যে, তওবা করুন না হলো আছের পেট থেকে মৃত্তি সংগ্রহপর হিল না। অদি তওবা করত এবং আজাহুর তা'আজা করুন না করতেন, তবে তওবার পাইকান ব্যবকর্ত্তারপ আছের পেট থেকে মৃত্তি তো হয়ে যেত, কিন্তু প্রাকারে যে তারে পূর্বে নিষিদ্ধ হয়েছিল, মৃত্তির পরও স্বতন্ত্র নিষিদ্ধ হত এবং তা নিষিদ্ধ অবস্থার হত। কিন্তু এখন নিষিদ্ধ অবস্থায় নিষিদ্ধ হয়েনি। কারণ তওবা করুনের পর জোরের কারণে নিষ্পা করা হয় না।) অতএবের তা'র পাইকানকর্তা তাকে (আরও বেলি) মনোনীত করেন এবং তাকে (কথিক) সংক্ষেপের প্রত্যুষ করে নিজেন। [পূর্ণ ইউনো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সংস্কৃত এই যে, ইজতিহাস অনুযায়ী কাজ করার কারণে ইউনিসের জড়ি হয়েছে এবং আজাহুর উপর করারা করার কারণে উপকার হয়েছে। অতএব, আধারের ব্যাপারে আপনিও নিজের মনোনীতের তাজাহাত করবেন না, বরং আজাহুর উপর জড়ি করুন। এর পরিপাম কাজ হবে। কাফিররা তসুমাহ (সা)-কে পাখন করত। সুরার উকাত এক উদ্বিত্তে তা খেন করা হয়েছে। এখন তিনি জিজিতে তা খেন করা হচ্ছে :] কাফিররা যখন কোর-আন প্রদেশ ভৱন (করুতার আতিথ্যে) এখন মন হয় দেন আপনাকে আচার্য সিয়ে ক্ষেত্রে দেবে (এটা একটা বিশেষ বাক্প্রক্রিয়া, যেমন বলা হয় : অযুক্ত ব্যক্তি এখন সুষ্ঠিতে দেখে দেন কেবল নিয়ে যাবে। ক্ষেত্র যা'অভিযন্তে আছে : নির্দেশ যান কিন্তু মুদ্দ উলি ও কিন :]

ପ୍ରକାଶ ଏହି ସେ, ଜ୍ଞାନେର ଆତିଥ୍ୟେ ତାରା ମୁକୁରାହ (ସା)-କେ ଅନିଷ୍ଟର ମୁଲିଷ୍ଟିତ ଦେଖେ ଖ୍ୟାତ (ଶର୍ତ୍ତାବନ୍ଧ ତୀର ସମ୍ପର୍କ) ତାରା ବଜେ : ଦେ ତୋ ଏକବିନ ପାଗଳ (ମାଟ୍ଟାବିନାହ) ଅଥବା ଏହି କୋରାଜାନ ତୋ (ଯା ଆପଣି ପାଠ କରନ) ବିରଜଗତେର ଜନା ଉପଦେଶ ବୈ ନମ୍ବ । (ପାଗଳ ବାନ୍ଧି ଏମନ ବାଧକ ଉପଦେଶେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଲାତେ ପାରେ ମା । ଏତେ ତାଦେର ମୋହାରୋ-ପେର ଜୁଡ଼ାଯ କରେ ଗେହେ । ଶର୍ତ୍ତାବନ୍ଧ ବଜେ ଏ କଥାଟି ମୁଣ୍ଡ ହୁଏଇ କାରେଣେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ, ତାଦେର ମୋହାରୋପେର ତିତି ଦୂରତି । କେନନା, ଶର୍ତ୍ତାର ଆତିଥ୍ୟେ ଯେ କଥା ବଜା ଇହ, ତା ଜୁକେପୋଗା ନାହ ।

आन्ध्रप्रदेश कालखण्ड विषय

সুন্ম মুখকে হাতট অগতের চাকুর অভিজ্ঞা থেকে আলাহ তা'আলার অঙ্গিষ্ঠ, তওহীদ, তান ও অভিজ্ঞ প্রয়াশদি বিহৃত হয়েছে। সুন্ম কলমে রসুলুল্লাহ (সা)-র অভি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তাদ্বা

আলাহুর প্রেরিত সূর্য বৃক্ষসম, পূর্ণ আলী এবং সর্বত্ত্বে উপস্থিত কসুমকে (সুস্মুদ্বিজাহ) উচ্চাসন ও পথগতি বরণ। এর কর্ম হচ্ছে এই হিসে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে অবজীব ও জীবের সবচেয়ে তার প্রতিক্রিয়া রসুলুজাহ (সা)-র পরিপূর্ণ অবস্থা রূপে উচ্চিত। এরপর তিনি ওহী থেকে প্রিপ্ত আলাহুর সূর্য পাঠ করে দেশমাটেম। এই পেটের কাথারটি কাফিজুমের জানও অসুস্থিতির উর্দ্ধে হিসে। তাই তারা একে গমধূমি আল্যা বিদ। না হচ্ছে এই কর্মখ হিসে এই যে, তিনি বজাণি ও সারা বিশ্বে বিস্ময়ন থারীর বিবাদের বিস্মুতে এই সাবী করেন যে, আলাখনার মোগ্য আলাহু ব্যাপ্তি কেউ নেই। তারা সেসব ব্যতীতে নিমিত প্রতিমাকে ধোলা অনে করত, সেভলো যে জান ও চেতনা থেকে যুক্ত এবং কর্মও উৎকর্ম বা কৃতি করতে অক্ষম, একথা তিনি প্রকল্পে বর্ণন করেন। এই মহুম পর্ববিজাসে রসুলুজাহ (সা)-এর কোন সাবী হিসে না। তিনি একাই এই সাবী নিয়ে আবক্ষার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম হাতাহাতি সারা বিশ্বের মুকবিলার মাড়িতে থাব। বাহ্য সর্বৈদেশের মুক্তিতে এই উদ্বেশ্যে সাক্ষাৎ আক্ত করার কোন স্বত্ত্বাবনা হিসে না। তাই ইলাপ সাবী নিয়ে সড়ামান হওয়াকে পাগলামী ঘূরে করা হয়েছে। এছাড়া দোষারোপের উদ্বেশ্যেও তো দোষারোপ হতে পারে। এমতা-ব্যবহার কোন কারণ ছাড়াই কাফিজুরো রসুলুজাহ (সা)-কে পথগতি বরণ। সুরার প্রথম আলাহু-সমূহে তাদের এই রাষ্ট্র ধরিণা পথগতি সহকারে ধনুন করা হয়েছে।

القلم وما يحيطون به أنت بمنتهى رقيٍّ

একটি খণ্ড বর্ণ। ফেরেশত আকরণের অন্তর্ক সুরার প্রারম্ভে এ খণ্ডনের খণ্ড বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। আলাহু ও রসুল ব্যাপ্তি এভজের অর্থ কারণ জানা নেই। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসরান করতে উল্লেখ্য নিম্নে করা হয়েছে।

কর্মের অর্থ এবং কর্মের ক্ষীণত : এখানে কর্মের অর্থ সাধারণ কর্মও হতে পারে। এতে আগ্রাজিতির কর্ম এবং ফেরেশতা ও মানবের বেধায় কর্ম সাধিত আছে। এখানে বিশেষভ কাগজিতির কর্মও বোঝানো হচ্ছে পারে। দ্বিতীয় ইবনে আব্বাস (রা)-এর উচ্চি তাই। এই বিশেষ কর্ম সম্পর্কে হস্তরত ওবাদা ইবনে সামেন (রা)-এর রেওয়া-মেতে রসুলুজাহ (সা) বলেন। সর্বপ্রথম আলাহু তা'আলা কর্ম হস্তি করেন এবং তাকে জেখার আদেশ করেন। কর্ম আরম্ভ করল : কি জিখব ? তখন আলাহুর তকসীর নিমিত্বে কর্মে আরম্ভ করা হচ্ছ। কর্মে আরম্ভ অনুসৰী অনুকরণ পর্যন্ত সজ্ঞা সকল ঘটবা ও অবস্থা বিশে দিল। সুবীহ সুসজিয়ে দ্বরূপত আবসুলাহ ইবনে ওমর (রা)-এর রেও-মামেতে রসুলুজাহ (সা) বলেন : আলাহু তা'আলা সমগ্য হস্তির তকসীর আকাশ ও পৃথিবী হস্তির পরাম হাজার বছর সূর্যে বিশে সিমেছিলেন।

হস্তরত কাতালাহ (র) বলেন : কর্ম আলাহু প্রদত্ত একটি ব্যতি নিয়ামত। কেউ দেখি বলেছেন : আলাহু তা'আলা সর্বপ্রথম তকসীরের কর্ম হস্তি করেছেন। এই কর্ম সমগ্য হস্তি অগ্র ও হস্তির তকসীর নিমিত্বে করেছে। এরপর বিতীর কর্ম হস্তি করেছেন। এই কর্মে সুরাহে পৃথিবীর অধিবাসীরা লেখে এবং জেবের। সুরা ইবনলাজ আলাতে এই কর্মের উজ্জ্বল আল্য।

অন্তিমত কথম যাতে বাদি সর্বশাস্ত্র সুলিল তৎসীরের কথম উদ্বেগ্য হয়, তবে এর মাহচেয়া ও প্রাচীন বর্ণনাগ্রহেক নয়। কাইছেই এর শপথ ফরাস উপন্থু হাতাহ। প্রকাশের অলি তৎসীরের কথম, কেবলমাত্রের কথম ও মানুষের জীবনের সাধারণ কথার উদ্বেগ্য হয়, তবে এর শপথ কারূজ কারুখ এই যে, দুনিয়াতে বড় বড় কাজ করারের মাধ্যমেই সাধন হয়। সেখ বিজয়ে তৎবালির ঢাইতে কথম যে অধিক কার্যকর হাতিয়ার, এ কথা সর্বজন-বিসিত। আবু হাতেম বক্তৌ (র) এই বিষয়বস্তুই দৃষ্টি বিবিতার ব্যক্ত করেছেন।

اَذَا قُسْمًا لِّبَطَالٍ يُوْسِفُهُمْ
وَعَدْوَةً مَا يَكْسِبُ الْمَجْدُ وَالْكَرْمُ
كَفَىْ قَلْمَانِ الْكَلَابِ مَزَا وَرَفْعَةً
مَدِيْ الدَّهْرِ اِنَّ اللَّهَ اَقْسَمْ بِالْقَلْمَ

অর্থাৎ বাদি বীর পুরুষরা কোনদিন তাদের তৎবালির শপথ করে এবং একে সম্মান ও সৌরাবের কারণ মনে করে, তবে জৈবক্ষেত্রের কথম ও তাদের সম্মান ও প্রাচীন চিরতরে হৃকি ফরাস জন্য মাধ্যমে। কেমনো, কর্ম আলাহ্ তা'আলা কথামের শপথ করেছেন।

সর্বিকথা, আরাতে কথম এবং কথম বারা শা কিছু জোর হয়, তার সুস্থ করে আলাহ্ তা'আলা কাফিরদের দোষাবৃপ্ত খণ্ডন করে যানেছেন : **مَا أَفْتَ بِلِعْنَةِ رَبِّكَ**

بِمَكْفُونَ অর্থাৎ আপমি আগন্তুর পাইনকর্তার অনুপ্রব ও কৃপার কথমও পাগল নন।

وَلَا مِنْ **بِلِعْنَةِ رَبِّكَ** যোগ করে দাবীর বক্ষের পরীক্ষ দেওয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আলাহ্ তা'আলা অনুপ্রব ও কৃপা থাকে, সে কিম্বাপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

অবিভিন্ন বক্তেন। কেবলাজান থাকে আলাহ্ তা'আলা যে বক্তর শপথ করেন, তা লগ্নের বিষয়বস্তুর পকে সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। এখানে **بِلِعْنَةِ رَبِّكَ** করে বিষ-ইতিহাসের শা কিছু জোর হয়েছে এবং জোর হলে, তাহলে সাক্ষাৎকারপে উপরিত কথা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিষ-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এখন যাহান চিরত ও কর্মের অধিকারী যাত্তি পাগল হতে পারে কি? এরাপ ব্যাপ্তি তো অগন্তের তাম-বুজির সংক্ষেপে হয়ে থাকে। অতঃপর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর স্থার্থনে বলা হয়েছে।

— اِنَّ لَكَ لِاجْرٍ غَيْرِ مَكْفُونَ

উদ্বেশ্য ছাই হে, আগমনির বে কাজকে তামার সামলাওড়ি বলছে, সেটা আজাহ্ তা-আজার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর অন্য আগমনিকে পুরুষত্ব করা হবে। পুরুষাগামী এমন, যা কথমও নিষ্ঠেশ হচ্ছে, যা—চিরস্ত। প্রিয়স্য করি, কেবল পাশবকে তার কর্মের জন্য পুরুষত্ব করা হয় কিটি অঙ্গের আয়োকষি বাক্য দ্বারা এই বিষয়বস্তুর আরও সঞ্চারণ করা হচ্ছে :

وَأَنْتَ عَلَىٰ خُلُقٍ صَفِيفٍ—এতে রসূলে করীয় (সা)-র উভয় চরিত্র সম্পর্কে

চিন্তা-ভাবনা করায় নির্দেশ ক্রমান করা হচ্ছে। অৱা বলেন : আনসারীয়া, যেমন্তো একটা চিন্তা করে দেখ, মুনিয়াতে দ্বারা পাশব উৎসাল, তাদের চরিত্র ও কৰ্ম কি এখান হয়ে থাকে?

রসূলুল্লাহ (সা)-র অহং চরিত্র : হস্তরত ইবনে আবুআস (রা) বলেন : অহং চরিত্রের অর্থ মহৎ ধৰ্ম। কেবলমা, আজাহ্ তা-আজার কাজে ইসলাম ধৰ্ম অসেকা অধিক প্রিয় কোন ধৰ্ম নেই। হস্তরত আবেশা (রা) বলেন : অহং কোরআন রসূলে করীয় (সা)-এর অহং চরিত্র অর্থাৎ কোরআন পৌর বেসব উভয় কৰ্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। হস্তরত আলী (রা) বলেন-ও অহং চরিত্র বজে কোরআনের শিল্পাচার বোবানো হচ্ছে অর্থাৎ বেসব শিল্পাচার কোরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উর্ভুর সারমর্ম প্রাপ্ত এক। রসূলে করীয় (সা)-এর সতৃত আজাহ্ তা-আজার আবেশা উভয় চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা সরিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন : **عَلَىٰ مَكَانٍ مُّقَدَّسٍ أَنْتَ** অর্থাৎ আমার উভয় চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার অন্যান্য জোরিত হচ্ছে।—(আবু হাইয়ান)

হস্তরত আবাস (রা) বলেন : আমি সুনীর্ধ দখ বাহুরকোশ রসূলুল্লাহ (সা)-র খিলমত করেছি। এই সুনীর্ধ সময়ের মধ্যে আমি বেসবের কাজ করেছি, সে সম্পর্কে তিনি কথমও বলেন নি বৈ, কাজাটি এভাবে কেম করলে, অমুক কাজাটি করলে না কেম? অথচ দল বহুর সময়ের মধ্যে অনেক কাজ তীব্র ঝাঁটি বিরোধ ও হয়ে থাকবে।—(বুধারী, মুসলিম)

হস্তরত আবাস (রা) আরও বলেন : তাঁর উভয় চরিত্রের কথা কি বলব, মদীনার কোন বাসীও তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।—(বুধারী, মুসলিম)

হস্তরত আবেশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (সা)-কথনও ক্রহণে ক্ষমতাকে প্রহার করেন নি। তবে জিহাদের মুদ্দানে কাফিরদেরকে আঘাত করা ও হত্যা করা প্রয়োগিত আছে। এছাড়া তিনি কোন আদিমকে অধৰ্মী কৌতুকে প্রহার করেন নি। তাদের মধ্যে কোরও কোন জুলজাতি হলে তিনি প্রতিশোধ প্রাপ্ত করেন নি। তবে কেউ আজাহ্ তা-আবেশ লাভন করলে তাকে পরীরতসম্মত শান্তি দিয়েছেন।—(মুসলিম)

হস্তরত আবেশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (সা) কোন সওদাগের জওয়াবে কথনও ‘না’ বলেন নি। —(বুধারী, মুসলিম)

হস্তরত আবেশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (সা) আজীলতাবী ছিলেন না এবং আজীলতার ধৰ্মে ক্রান্ত হচ্ছেও যেতেন না। তিনি বাজারে হষ্টেসোল করতেন না এবং যদ্য ব্যবহারের জওয়াবে যদ্য আবেশ করতেন না, বরং ক্ষমা ও বার্জন্স করে দিতেন। হস্তরত ফাতেমাবাদা (রা) বলেন : রসূলে করীয় (সা)-এর উভি এই যে, আমজেয় মৌড়ি-পালায় উভয় চরিত্রের সমান

কোম আবশ্যক উচ্চন হবে যা । আজাহ্ তা'আজা পাজিসামাজিকারী অসভাবী আভিজ্ঞ
পদ্ধন করেন না ।

ইবাদত আবেদনের বাঠিনিক রেওয়াজেতে ইসলামাহ্ (সা) বলেন : সুসমাজের উচ্চ
সচিপিত্তার কথা আরাই সেই বাতিল মনুষী জাত করে, যে সারা জাত ইবাদতে আগ্রহ ধারক
এবং সামাজিন দ্রোণী জাবে ।—(আবু দাউদ)

ইবাদত মাঝায (রা) বলেন : (আমাকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করার
অবক্ষেত্রে) জোড়ায় জিনের সাথে সহজে জোহার আঁটিতে অধন আবি এক গোপ্যসম্মত তরফ
ইসলামাহ্ (সা) আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দিবে বলেন :

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْلَى لِلّهِ
—(আজাহ্, আবেদনের জিপি সচিপিত্তা
পদ্ধনি বর্ণনে) —(আজেক)

এসব রেওয়াজেত তক্ষণীরে মাঝাহী থেকে উন্নত করা হল ।

لَتَهْمِرُ وَلَيَمْرُونَ بِإِيمَانِ الْمُفْتَوْنِ—শীতুই আগমিত দেখে নেবেন এবং
কাফিরুরাও দেখে নেবে যে, কে বিকারণ্ত—
মৃত্যুর অর্থ ও হজে বিকারণ্ত—
পাসব। পুরুষলীঁ আকাতসমূহে ইসলামাহ্ (সা)-র জাতি পাসব যজে দোষান্তের করারীদের
উক্তি প্রয়াসাদি আরা খতন করা হচ্ছেছিল। এই আকাতে ভবিষ্যতাবী করা হচ্ছে যে,
অসুস্থ ভবিষ্যতেই এ তুষ্য কুস হয়ে যাবে যে, ইসলামাহ্ (সা) পাসব হিসেবে, না আর তাঁকে
পাসব বলতে, তারাই পাগল হিজ। সেয়েতে আজসিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সত্তা হয়ে
বিষয়বাসীর চোখের সামনে এসে যাবে এবং পাগল আশ্বাসানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার
হাজার জোক ইসলামে দৈক্ষিত হয়ে, বল্লজে কসীয (সা)-এর অনুসরণ ও যুক্ত্যবৃক্ষে
সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে উত্তীর্ণ থেকে বাকিত আবেক হতভাঙ্গা
দুনিয়াতেও জাহিত ও অগমানিত হয়ে যাব।

لَا تُطِعِ الْكُفَّارَ - وَلَا تُوْلِدْ حَلْقَةً فَهُدْ هَذِهِ—আর্হাহ আগমি বিষয়া-
রোগকারীদের কথা যাবেন না। তারা তো চাই যে, আগমি প্রচারকার্ত্তে নিযুক্ত নহনোর
হজে এবং শিরক ও প্রতিমাপুজার তাদেরকে বাখা না দিবে, তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং
আগমার প্রতি ধিরূপ, দোষান্তে প্রতি নির্বাতন তাস করবে। —(কুরআনী)

আস' আজা ৩ এই আবাজ প্রক্রিয়ে আনা গেজ যে, 'আমরা তোমাদেরকে কিন্তু বজাব না,
তোমরাও আমাদেরকে কিন্তু বলো না'-কাফির ও পাগাঢ়ারীদের সাথে এই যন্মে কোন দুঃখ
কর্ম দীনের ব্যাপারে শৈথিলোক নামাত্তর ও হাজার।—(মাঝাহী) অর্হাহ বেগাতিক না হজে
এসাপ চৃতি না-আবেব।

وَلَا تُلْعِنْ كُلَّ حَلْقَةٍ مَهْمَنْ حَمَارَ مَهْمَنْ بَعْلِمْ مَهْمَنْ دَمَنْ دَمَنْ
—

مَلِلْ بِعْدَ ذَلِكَ فَهُمْ —আপনি আনুগত্য করবেন না এবং বাতিল, যে কথার কথার পশ্চাৎ করে, আছিত, যে দেশাদেশ করে, যে পশ্চাতে বিশ্ব করে, যে এস্তের কথা অস্তের কাছে জাগায়, যে সহ কাহে বাধাদাম করে, যে সৌম্যাঙ্গ্য করে, যে অভাবিক পার্শ্বের করে, যে অন্তের বজায় এবং তনুগতি কুণ্ডাত। (৩৭) শব্দের অর্থ পিতৃ-শিল্পীদেরীন —অবজ্ঞ। আরাতে যে বাতিল এসব বিশেষ মণিত হয়েছে, সে আরজই হিল।

প্রথম আরাতে সাধারণ ব্যক্তিদের আনুগত্য না করার এবং ধর্মের বাস্তুর কোণ-জাগ নমনীয়তা অবগতন না করায় ব্যাপক আসেল হিল। এই আরাতে ধর্মের কাহে দৃষ্টিমণ্ডি কাহিক উদীয় ইবনে-সুগোমার কুণ্ডাত বর্ণনা করে তার দিক থেকে যুব ক্ষেত্রে নেওয়ার ও তার আনুগত্য না করার বিশেষ আসেল দেওয়া হয়েছে। এর পরও করেক আরাতে এই বাতিল বক্তৃতার ও অবাধ্যতা উভয় করার পর বর্ণ হয়েছে : **صَفْسَهَةَ مَلِلِي**

الظَّرِطُومُ অর্থাৎ আমি কিয়ালতের দিন তার নামিকা দাগিয়ে দেব। করে পূর্ববর্তী সব জোকের জামনে তার জাপনা কুট উভেবে ! **ظَرِطُوم** সমষ্টি বিশেষভাবে হাতী অধ্যা দৃশ্যের কুড়ের অর্থে ব্যবহৃত হব। কিন্তু এখানে উদীয়ের নামিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে শব্দের মাধ্যমে বাস্ত করা হচ্ছে।

فَبِلَوْنِي هُمْ كَمَا يَلْبِرُونَ أَهْمَانِي الْجَنَاحِ —অর্থাৎ আমি মজাবাজীদেরকে পরীকার করলেছিলাম। পূর্বের আরাত-সবুজেরসুজাহ (স) এ অতি অজ্ঞাবাসী-ব্যক্তিদের সুমারোদিসের জাহাজ হিল। আরাতে আজাহ-তা'আলা বিগত-ব্যোগের একটি অটীনা বর্ণনা করে মজাবাজীদেরকে সর্বত্র করেছেন। মজাবাজীদেরকে পরীকার কেজার অর্থ একস হচ্ছে পারে এবং পরিষেবা কর্তৃতীয়ের উদামের আলিকলেয়ের যেমন অজ্ঞাহ তা'আলা সীর নিয়ামতজ্ঞানি ধারা কৃতি নথেরিয়েন, তারা কৃতজ্ঞ করেছিল। ফলে তাদের উপর আবাব পক্ষিত হয়েছিল এবং নিয়ামত ক্ষিতির নেওয়া হয়েছিল; তেমনি অজ্ঞাহ অস্ত্রালা মজাবাজীদেরকেও নিয়ামতজ্ঞানি পাসঃকরেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নিয়ামত-জ্ঞা এই যে, রসুজাহ (স) কে, তাদের করেই পরমা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাসিজে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে দ্বাচল্লাশীল করেছেন। এসব নিয়ামত মজাবাজীদের জন্ম পরীকারকল। অজ্ঞাহ দেখতে ঢান দে, তারা প্রত্যেক নিয়ামতের কৃতজ্ঞ অস্ত্র কিন্তু এবং আজাহ ও রসুজাহ প্রতি বিজ্ঞাস প্রাপন করে কি না। যদি তারা কৃকৃষ ও অবাধ্যতার অটীন থাকে, তবে উদামের আলিকদের কর্মসূলি থেকে তাদের নিয়ম প্রত্যেক করা উচিত। এই আজাহ-তজাহেক মজাব: অবতীর্ণ অবে করা হচ্ছে এই উক্তব্যান: সঠিক। কিন্তু অস্তেক উক্তব্যানিল এই আজাহ-তজাহেক

যদৌনাম অবগুর্ণ হনে করেন এবং আরাতে বণিত পরীক্ষার অর্থ করেন দুভিক্ষের আবাদ, যা রাসুলুল্লাহ (সা)-র বদ-দোহার কলে মজাবাসীর উপর আপত্তি হয়েছিল। এই দুভিক্ষের সময় তারা কৃধার অফনার মৃত জন্ম ও বৃক্ষের পাতা তক্ষণ করতে বাধা হয়েছিল। এটা হিজরাতের পরবর্তী ঘটনা।

উদ্যানের মালিকদের কাহিনী : ইবনে আব্বাস প্রযুক্তের ভাষা অনুবাদী এই উদান ইবানে অবস্থিত ছিল। হযরত যারেদ ইবনে শুবারু-এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইবানের রাজধানী ও প্রসিঙ্গ শহর 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদান অবস্থিত ছিল। কারও কারও অতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল—(ইবনে কাসীর) উদ্যানের মালিকরা ছিল আহজে-কিতাব। ঈসা (আ)-র আকাশে উপিত হওয়ার কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে।—(কুরআন)

আজোটু আরাতে তাদেরকে 'আসহাবুল-আরাত' তথা উদ্যানওয়ালা নামে অভিহিত করা হচ্ছে। কিন্তু আরাতের বিষয়বস্তু থেকে জানা যাবে যে, তাদের মালিকানাধীন কেবল উদ্যানই ছিল না, চাঞ্চাবাদের ক্ষেত্রও ছিল। তবে উদ্যানের প্রসিঙ্গের কারপে উদ্যানওয়ালা কলে উল্লেখ করা হয়েছে। যোহোশ্যাদ ইবনে যাকওয়ানের বাচনিক ইবরত আবসুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বণিত এই ঘটনা নিম্নরূপ :

ইবানের 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে 'হিলওয়ান' নামক একটি উদ্যান ছিল। একজমি সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তি এই উদ্যানটি ক্ষেত্রী করেছিলেন। তিবি-ক্ষসজ কাটার সময় কিছু ফসল কক্ষীর মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে প্রদানস্ব আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এবনিভাবে ফসল বাড়ানোর সময় যেসব দানা কৃতির মধ্যে থেকে খেত, সেগুলোও কক্ষীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এই নির্ময় অনুবাদী উদ্যানের হৃক থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব কল নিচে পড়ে যেত, সেগুলোও কক্ষীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিশুল সংখ্যাক কক্ষীর-মিসকীন সেবামে সংবেদ হত। এই সাথু কক্ষীর মৃত্যু পর তার ডিম পুরু উদ্যান ও ক্ষেত্রের উত্তোধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করত : 'আমাদের পরিবার-পরিজন হেতে গেছে! সেই ভুলনার ফসলের উৎপাদন কর। তাই এখন কক্ষীর মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেওয়ার সাথে আয়দের নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুরুষ উচ্চস্থল শুবকদের ন্যায় বলে : আমাদের পিতা বেওকুফ ছিল। তাই বিশুল পরিমাপে ধানস্ব ও ফল মিসকীনদের জন্য রেখে দিত। অঙ্গুষ্ঠ আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বজায় রেখে রেখে।' অতঃপর তাদের কাহিনী দ্বারা কোরআনের তারার নিম্নরূপ :

۱۳—فَصَوِّرْ مِنْهُ مِمْبَانٍ وَلَا يَسْتَلِونَ

প্রস্তুত হচ্ছে বর্ণনা করে আরাত আমরা সবাজ-সবাজই জন্মে জেতের ফসল কেটে আনব, যাতে কক্ষীর-মিসকীনরা তের আ পাই এবং পোকেন পেছনে না চলে। এই পরিবর্তনার

अति तादेह अतुट्कु नृह जीवा हिंसे ये, 'इनशाआलाह' बलारिओ प्रयोजन अनें करल ना। आगामीकालेव बोन काज कलार कथा बलार समझ 'इनशाआलाह' आगामीकाल ए काज करव' बला सुष्ठुत। तारा एই सुन्नतेव पराग्वा करल ना। बोन बोन तक्सीरविद
نَسْتَقْبِلُونَ—एव एराप अर्थ कर्रहेहन ये, आवरा सम्पूर्ण वादालसा ओ कल निरे आसब एवं
कक्षीर-मिसकीनदेह अध्य वाद देब ना।—(माझहारी)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَافَتْ مِنْ زَكَرٍ—अतःपर आगनार पातनकर्त्तार पक्ष थेके
एই क्रेते ओ उद्याने एक विपद हाना दिल। बोन बोन रेवारेते आजे ये, एकत्त
अरि एसे सम्भव तैरी कसलके आलिरे भस्म करे दिल। وَقُمْ نَائِمُونَ—अर्थात्
एই आवाय रात्रिवेलार तथन अवतीर्ण हर्रहिल, वधन तारा सवाइ निष्टामर।

كَلْصِرْمُ—का लस्त्रिम—एव अर्थ
कर्तित। उद्देश्य एই ये, कसल क्रेते मेव्हार पर क्रेते येमन साफ मरादान हर्रे याय,
अरि एसे क्रेतके सेहरप करे दिल। لَمْ—एव अर्थ कालो रात्रिओ हय। एই
अर्थेर दिक दिये उद्देश्य एই ये, कसल ओ कालो रात्रिर नाय कालो भस्म हर्रे गेल।
—(माझहारी)

فَتَنَارَ وَأَمْبَيْتَنَ—अर्थात् तारा अति प्रह्लादेह एके अपराके डेके बलाते
जागेह : अदि कसल काटते चाओ, तबे सकाल सकालह क्रेते चल। وَقُمْ يَتَكَبَّرُونَ قَفْنُونَ
अर्थात् बाढ़ी थेके बेर इत्तरार समर तारा चुपिसारे कथारात्ता बलहिल, वाते कक्षीर-
मिसकीनरा टेर पेसर साथे ना चले।

حَرْدُوَغَدُوا عَلَى حَرْدُوَقَادِرِينَ—शदेर अर्थ निवेद करा ओ रागा,
गोसा देखानो। उद्देश्य एই ये, तारा कक्षीर-मिसकीनके किल ना दिते सक्तम, एराप
धारणा निरे रुवाना हज। अदि बोन कक्षीर एसेओ याय, तबे ताके हृतिरे देबे।

فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّا لَهَا لُؤْنٌ—अथन गडवायले दौजे क्रेत-बागान

কিছুই সংবল পেল না, তখন প্রথমে বলল : আমরা পথ ভুলে আলায় এসে আছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী হান ও আলায়তে দেখে ভুলতে পারল হে, প্রভুর মেহেই এসেছে; কিন্তু কেতে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে। তখন তারা বলল : **بَلْ نَعْلَمُ مِنْهُ وَمِنْ**—আমরা এই কথগুলি থেকে বিক্ষিত হয়ে আছি।

قَالَ أَوْ سَطِّعْهُمْ أَلْمَ اقْلِ لَكُمْ لَوْلَا تَسْبِقُونَ—তাদের বধে যে মাঝারি বাতি
হিল, অর্থাৎ পিণ্ডার মাঝে সৎকর্মপরায়ণ এবং আলায়ুর পথে বায় করে আনল তাঙ্ককারী
হিল, সে যাইল। আমি কি পুর্বেই তোমদেরকে বাজিমি হে, আলায়ুর পরিষ্কার ঘোষণা
করলাম কেন? অর্থাৎ তোমরা মনে কর বুল, কর্কীর-মিসকীনকে ধন-সংসদ দিয়ে দিজো
আলায়ু তা'আলা এর পরিবর্তে ধন-সংসদ দেবেন না, অথচ আলায়ু তা'আলা এ বিষয়ে
পবিত্র। আরা তার পথে বায় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আলঙ্ক বেলী দিয়ে
দেন।—(মাঝারী)

قَالَ لَوْلَا سَبَقَنِ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا طَائِلِينَ—তখন এই বাতির কথা কেউ না
করলেও এখন সবাই ঝীকার করল যে, আলায়ু তা'আলা সকল জুটি ও অভাব থেকে
পবিত্র এবং তারা নিজেরাই আশিয়। কারণ, তারা কর্কীর-মিসকীনের আংশও হজয
করতে চেরেছিল।

এই যথাপক্ষী বাতি সত্য কথা বলেছিল এবং সে আনন্দের ঠেরে ঢাক ছিল। কিন্তু
লেৰ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই যতানুসারে কাজ করতে সম্ভব হয়ে গিয়ে
ছিল। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল। এ থেকে বোধা আয় হে, যে বাতি আনা-
দেরকে পাপ কাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিকাড না হতে দেখে নিজেও তাদের
সাথে শরীক হয়ে আর, সেও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে
বাঁচিয়ে রাখা।

فَقَبِيلْ بِعْثَمْ عَلَى بَعْضِ يَتَّلَ وَمَوْنَ—অর্থাৎ তারা নিজেদের অপরাধ ঝীকার
করার পরও একে অসরকে সৌবাধ্যোপ করতে জাপল যে, তুই-ই প্রথমে তাঙ্ক পথ দেবিয়েছিলি,
অন্দরুন এই আবাব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না, বরং সবাই অথবা
অধিকাংশ অপরাধে শরীক ছিল।

আজকাল এই বিগদাটি ব্যাপকাকারে দেখা আছে। অনেকগুলো দলের সমিলিতগত
কর্মের ফলে কোন ব্যার্থতা অথবা বিগদ জাসলে একে অপরকে সৌবাহী করে সময় নষ্ট করাও
একটি বিগদ হয়ে দেখা দের।

قَاتُوا يَا وَيْلَنَا أَنْ كُنَّا طَاغِينَ—অর্থাৎ প্রথমে একে অপরকে সোবাই সাবাই
করার পর অবশ্য তারা চিন্তা করত, তখন সবাই এক বাবে ঝীকার করত হে, আমরা সবাই
আবাধ ও শোভাহুগ্রাম। তাদের এই অনুভূতি ঝীকারেজি তওবার সুষাঙ্গিজি ছিল।
এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল না, আরাহু তাঁরাই তাদেরকে আরও উত্তম
উদান পান করবেন।

ইয়াম বগুজীর রেওয়ারেতে হৃষির আশুলোহ ইবনে আসউদ বলেন : আমি থবর
পেরেছিলুম, তাদের খাণ্ডি তওবার বদোজতে আরাহু তাঁরাই তাদেরকে আরও উত্তম
বাসান দান করেছিলুম। সেই বাগানের এক-একটি আফুর-ভুজ এক ঘনত্বের বোকা
হয়ে ছেত।—(আবহাসী)

كَذَلِكَ الْعَذَابُ—মুক্তাবাসীদের উপর সুষ্ঠিকরণপী আবাবের সংক্ষিপ্ত এবং
উদান আলিকদের কেত হলে আওয়ার বিভাগিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা
হয়েছে, অবশ্য আরাহুর আবাব আসে, তখন এয়নিজাবেই আসে। দুনিয়ার এই আবাব
আসার পরও তাদের পরবর্তীর আবাব দূর হয়ে আয় না, বরং পরবর্তীর আবাব কিম
এবং তাদেরকা কঠোর হয়ে থাকে।

পরবর্তী আরাহতসমূহে প্রথমে সহ আরাহুকদের প্রতিদ্বন্দ্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং
পরে মুক্তাবাসীদের একটি যিখ্যা সাবী ধর্ম করা হয়েছে। মুক্তাবাসী সাবী করত
হে, প্রথমত কিম্বাত হবে না এবং মুনুরজীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের কাহিনী উপকথা
ছাঢ়া আর কিছু নয়। হিতোরত হসি এসাগ হয়েও থাক, তবে সেখানেও আমরা দুনিয়ার
ন্যায় নিয়ন্ত্রণ ও অসাধ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হব। কয়েক আবাবে এই সাবীর আওয়াব দেওয়া
হয়েছে। বলা হয়েছে : আরাহু তাঁরাই সহ অপরাধীদেরকে সহান করে দেবেন—এ
কেমন উচ্ছিত ও অভিনব সিদ্ধান্ত। এর পকে না আছে কোন প্রকার আধা, না আছে কোন ক্ষেত্রে
সহান সাক্ষ। এবং না আছে আরাহুর পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা। এমতোবস্থার কেমন করে
একে সাবী করা হয় ?

বিকারতের একটি বৃত্তি : আলোতা আরাহতসমূহ থেকে প্রয়াপিত হয় যে, কিম্বা-
মত সংস্কৃতি হওয়া, হিসাব-নিকাশ হওয়া এবং সহ-অসতের প্রতিদ্বন্দ্ব ও শাস্তি হওয়া
সুষ্ঠিগতভাবে অবশ্যাবী। কেমনো, এটা প্রত্যক্ষ ও অববীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে সাধা-
রণত যারা পাপাচারী, কুকুরী, চোর-তাকাত, তারাই সুখে থাকে এবং যারা গুটি। একজন
চোর ও তাকাত যাকে যাকে এক রাত্তিতে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ উপর্যুক্ত করে নেয়, যা
একজন কর্তৃ ও সাধু বাড়ি সারা জীবনেও উপর্যুক্ত করতে পারে না। তদুপরি সে আরাহু
ও পরবর্তীর কর্তৃ কাকে বলে, আনে না এবং কোন জঙ্গ-স্বর্গের বাধাও মানে না ; যে-
কাব্যে ইহু ঘনের ক্ষমনা-বাসনা পূর্ণ করে আয়। ক্ষমাতারে সহ ও ক্ষম বাড়ি প্রথমত
আরাহুকে কর করে, হসি ভাও না থাকে, তবে সামাজিক লজ্জা ও শরমের চাপে দমিত

হয়ে থাকে। সারাংশথা এই যে, দুনিয়ার কারখানায় দুর্কাহী ও বদমাল্লেশেরা সফল এবং সৎ ও ভজ্জি ব্যক্তি ব্যর্থ অনোরুধ সৃষ্টিপোচক হয়। এখন সাধনেও মদি এমন সময় না আসে যাতে সৎ ব্যক্তি উভয় পুরুষার পায় এবং অসাধু ব্যক্তি শাস্তি লাভ করে, তবে প্রথমত কোন মন্দকে মদ এবং গোমাহকে গোমাহ বলা অর্থহীন হয়ে যাব। কারণ এতে একজন মানুষকে অহেতুক তার কামনা থেকে বিরত রাখা হয়, বিভৌরত নাম ও সুবিচারের কোন অর্থ থাকে না। যারা আজ্ঞাহ্র অভিষ্ঠে বিজ্ঞাসী, তারা এই প্রেরণ কি জওয়াব দেবে যে, আজ্ঞাহ্র ইনসাফ কোথায় দেল ?

দুনিয়াতে শায়েই অপরাধী ধরা পড়ে, জারিত হয় গ্রেট সাঙ্গ ডোগ করে। এতে করে সৎ লোকের আতঙ্গ দুনিয়াতেই ফুটে উঠে। রাস্তার আইম-কানুনের মাধ্যমে ন্যায় ও সুবিধার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং কিয়ামতের প্রয়োজন কি ? উপরোক্ত বক্তব্যে এ ধরনের প্রয় তোমা অবাকতর। কেননা, প্রথমত সর্বজ ও সর্ববস্তুর রাস্তার দেখা কুনা সন্তুষ্পন্ন হয়। যেখানে অপরাধী ধরা পড়ে, সেখানেও আদালতে প্রহপরোগ্য প্রমাণাদি সর্বজ সংগৃহীত হয় না। কর্তৃ অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধী বেকসুর আলাস পেয়ে যায়। প্রহপরোগ্য প্রমাণাদি পোওয়া গেজেও শুর, সুপারিশ ও চাপ সৃষ্টির অনেক চোর দরজা দিয়ে অপরাধী নাগাদেয় বাইরে চলে যায়। বর্তমান শুশে প্রচলিত আইন-আদালতের অপরাধ ও শাস্তি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এ শুশে কেবল সেসব বেওকুফ, নির্বাধ ও অসহায় বাস্তি-গায়, যারা ঢাকাকী করে কোন চোর দরজা বের করতে পারে না এবং যার কাছে ঘুষের টাকা নেই বা কোন বড় লোক সুপারিশকারী নেই অথবা যে নির্বুদ্ধিতার কারণে এখনোকে বাব-হার করতে পারে না। এ ছাড়া সব অপরাধীই আধীন ও মুক্ত পরিবেশে বিচরণ করে।

কোরআন পাকের أَفْنِجَعُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمَجْرِيِّ

কুলেছে যে, শুক্রিগতভাবে এরপে সময় আসা জরুরী হেখানে সবার হিসাব-নিকাশ হবে, যেখানে অপরাধীদের জন্য কোন চোর-দরজা থাকবে না, যেখানে ইনসাফ ইনসাফ হবে এবং সৎ ও জসতের পার্দক দিয়ালোকের ন্যায় ফুটে উঠবে। এটা না হলে দুনিয়াতে কোন অস্ত ক্ষম নয়, কোন অপরাধ অপরাধ নয় এবং আজ্ঞাহ্র নাম বিচারে ও ইনসাফের কোন অর্থ থাকে না।

যখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের আগমন ও ক্রিয়া কর্তৃর ঝড়িদান ও ধৰ্মী নিশ্চিত, তখন অতঃপর কিয়ামতের কিছু ক্ষয়াবহ অবস্থা ও অপরাধীদের শাস্তি উরেখ করা হয়েছে। এতে কিয়ামতের দিন প্রাপ্ত অর্ধাং গোহা উচ্চমাটিত করার কথা বাণিত হয়েছে। এর অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

—**فَدِرِيٌّ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْعَدْيِثِ**

অবিজ্ঞাস করে, আগনি ভাসেরকে আয়ার হাতে ছেঁড়ে দিন। এরপর দেখুন আমি কি করি। এখানে ‘ছেঁড়ে দিন’ কথাটি একটি বাক পঞ্জিতির অনুসরণে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আজ্ঞাহ্র

উপর ভৱসা করা। এর সারমর্জ এই যে, কাফিরদের পক্ষ-থেকে বারবার এই দাবীও পেল করা হত, বলি আমরা বাস্তবিকই আল্লাহর কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আল্লাহ্ আমা-দেরকে আবাব দিতে সম্মত হন, তবে এই মুহূর্তেই আমাদেরকে আবাব দেন না কেন? তাদের এসব বেছেনাদাক্ষ দাবীর কারণে কখনও কখনও ইসলামুজ্জাহ্ (সা)-র মনেও এই ধারণা স্থিত হয়ে থাকবে এবং অভিবৃত তিনি কোন সময় দেওয়াও করে থাকবেন নে, এদের উপর এই মুহূর্তেই আবাব এসে গোল অবশিষ্ট জোকদের সংশোধনের পথ হয়ত সুগম হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে: আমার রহস্য আমিই তাল আমি। আমি তাদেরকে একটি সৌয়া পর্বত: সময় মিই, তাহকালি আবাব প্রেরণ করি না। এতে করে তাদের পরীক্ষাও হব এবং ঈমান আন্তর জন্য অবকাশও হব। পরিশেষে হয়রত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে ইসলামুজ্জাহ্ (সা)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আ) কাফিরদের দাবীতে অভিষ্ঠ হয়ে আবাবের দেওয়া করেছিলেন। আবাবের আলামত সামনেও এসে পিয়েছিল এবং ইউনুস (আ) আবাবের জায়গা থেকে অন্যান্য সর্বেও পিয়েছিলেন, কিন্তু এরপর সমস্ত সংশ্রদায় কালুতি-মিমতি ও আন্তরিক্তা সহকারে তওবা করেছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে আবাব রহিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর ইউনুস (আ) সংশ্রদায়ের কাছে যিখ্যাবাদী প্রতিপক্ষ হওয়ার ভয়ে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য অনুমতি বাতিলেরকে সংশ্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন না করার পথ বেছে নেন। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হ'শিয়ার করার জন্য সামুদ্রিক ভ্রমণে মাছের পেটে চলে মাওয়ার ঘটনা ঘটান। অতঃপর ইউনুস (আ) হ'শিয়ার হয়ে আল্লাহ্ র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাঁর প্রতিনিষ্ঠামত ও অনুপ্রহের দরজা খুলে দেন। সুরা ইউনুস ও অন্যান্য সূরায় এই ঘটনা বিবিত হয়েছে। এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে ইসলামুজ্জাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের দাবীর কাছে নত হবেন না এবং তাদের প্রতি প্রত্যক্ষ আবাব প্রেরণের জাফাগত্তাও করবেন না। আমার নিশ্চিত রহস্য এবং বিবৰাসীর পথার্থ উপরোগিতা আমিই সংযুক্ত জানি। আমার উপর ভৱসা করুন।

مَا حَبْ حَوْتٍ وَلَا تَكُنْ كَمَّا حِبَ الْحُوْتِ
‘মাছওয়ালা’ বলা হয়েছে। কেননা, তিনি কিলুকাল মাছের পেটে ছিলেন।

لَقْوَنْ لَقْوَنْ - وَإِنْ يَكُادُ الدِّينَ كَفِرَوا لَهُزْ لِقْوَنْ بِاَبْمَارِهِمْ
‘লেকে উজ্জুল’ থেকে উক্ত। এর অর্থ হচ্ছে দেওয়া, জুপাতিত করা।—(রামিব)

উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা আপনাকে ঝুঁক ও তির্যক দুষ্টিতে দেখে এবং আপনাকে বুঝান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ কালাম প্রবণ করার সময় তাদের এই অবস্থা হয়। তারা বলে: এ তো পাগল। **وَمَا هُوَ إِلَّا ذُرَرٌ لِلْعَالَمِينَ**—অথচ এই সমস্যাম বিবৰাসীদের জন্য উপদেশ এবং তাদের সংশোধন ও সাক্ষাৎ প্রতিশুত। এরপ

কামাখের অধিকারী ব্যক্তি কখনও পাগল হতে পারে কি ? সুরার শরতে কাফিরদের যে দেশাবেগপ্রের জগতীয় দেওয়া হচ্ছেছিল, উপসংহারে অন্য ভৱিতে তারই জগতীয় দেওয়া হচ্ছে।

ইমাম বগতী প্রমুখ তফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যতোর জনেক ব্যক্তি নবর জাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উচ্চ ইত্তাদি জন্ম-জানোয়ারকে নবর জাগানে তৎক্ষণাতে সোচি যাবে ব্রহ্ম। যতোর কাফিলরা মসলুজ্জাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্ম সর্বপ্রথমে চেষ্টা করত। তারা মসলুজ্জাহ (সা)-কে নবর জাগানোর উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নবর জাগানোর চেষ্টা করল; কিন্তু আজ্ঞাহ তা'আমা ক্ষীর পদাগভরের দ্বিকাহাত করলেন। কিন্তু তাঁর কোন ক্ষতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আজোট্য আরোত্সমূহ অবরীপ হচ্ছে এবং

لَهُزْ لَقُونَكَ بِاَبْمَارِ رَهْمٍ

আয়াতে এই নবর জাগার কথাই ব্যক্ত হচ্ছে। বলা বাহ্য, নবর জাগা একটি বাস্তব সত্তা। সহীহ হাদীসসমূহে এর সতীতা সমর্থিত হচ্ছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

وَإِنْ يُكَانْ كَفِرًا

হয়রাত হাসান বসরী (র) বলেন : নবর জাগা ব্যক্তির পারে

أَيْنَ لَيْنَ كَفْرَا

থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ঝুঁটিলে নবর জাগার অন্ত প্রতিক্রিয়া দৃঢ় হচ্ছে আর।—(মাহহারী)

سورة العنكبوت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মঙ্গল অবগুর্ণ, ৫২ আসাম, ২ জুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَنكُوبَةُ مَا الْعَنكُوبَةُ وَمَا أَذْرِكَ مَا الْعَنكُوبَةُ كَذَبَتْ شَهْوَدُ
 وَعَادَ بِالْقَارِعَاتِ فَمَا شَهْوَدَ فَأَهْلُكُوا بِالظَّاغِنَاتِ وَمَا أَنَا عَادُ
 فَأَهْلَكُوا بِرِجْسِ صَرْصِرِ عَاتِيَاتِهِ سَهْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعُ لَيَالٍ وَثَلَاثَيْنَ
 أَيَّامٍ حُسْنَمَا فَتَرَكَ الْقَوْمُ فِيهَا ضَرْبَةٌ كَانُوكُمْ أَغْبَازٌ تَحْيلُ
 خَارِقَاتٍ قَهَّلَتْ لَهُنْفَرْتَنْ يَأْتِيَتِهِنْ وَجَاهَهُ فَرْعَوْنُ وَمَنْ كَبِلَهُ
 وَالْمُؤْتَفِكَتُ بِالْغَاطِشَةِ فَعَضَّهُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْذَهُمْ أَخْذَهُ
 زَرَبَةٌ إِنَّا أَتَيْنَا أَنْطَانَا النَّاسَ حَمَلْتُمْ فِي الْجَارِيَاتِ لِنَجْعَلَهُمْ كَمْ
 تَذَكِّرُهُ وَلَوْيَهَا أَذْنُ وَأَعْيَةٌ كَيْدَأَنْفَهُ فِي الصُّورِ نَعْنَعَهُ وَأَوْدَهُ
 وَحُمْلَتِ الْأَرْضُ وَالْجَيْلُ فَدَحْتَنَادِكَهُ وَاجْدَأَتْ فِي مَوْبِدِهِ
 وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَالشَّقَقُ الشَّمَاءُ وَفَرَّهُ يَوْمَيْنِ تَوَاهِيَهُ لِلْمَلَكِ
 عَلَى أَرْجَائِهَا وَلَيَغْوِلُ عَزْشَنَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيْنِ شَمْنَيْهُ
 يَوْمَيْنِ لَتَغْرِيَهُنَّ لَا تَخْفِيَهُنَّ حَافِيَهُ فَمَا مَنْ أَذْقَى كَتْبَهُ
 بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَامَهُ افْرُهُ وَأَكْثَيَهُ إِنِّي كَلَّتْ أَنِّي مُلِيقٌ
 حَسَابِيَهُ فَهُوَ فِي هِنْشَهُ رَاضِيَهُ فِي جَنَّتَهُ عَالِيَهُ فَلَحْوَهُهَا

دَارِنِيَّةُ ۝ كُلُّوا وَأْشَرِبُوا هَيْنِيَّا بِمَا أَنْكَفْتُمْ فَوَالْأَيَّامِ الْخَالِيَّةِ ۝
 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَشَاءُ لِهُ فَيَقُولُ يَلِيَّتِي لَمْ أُوتِ
 كِتَابِيَّةً ۝ وَلَمْ أَذِرْ مَا حَسَابِيَّهُ يَلِيَّتِهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّةُ ۝
 مَا أَغْنَهُ عَنِي مَا لِيَهُ ۝ هَلْكَ عَيْنُ سُلْطَنِيَّةٍ ۝ خُذُوهُ فَعَلُوَّهُ ۝
 تُمُّ الْجَحِيْمَ صَلُوَّهُ ۝ فَمُمْ فِي سُلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ فَرَاعَاهَا
 فَاسْلَكُوهُ ۝ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِا شُو الْعَظِيْمُ ۝ وَلَا يَعْصُ
 عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِيْنِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُمْ نَاجِيَّهُ ۝ وَلَا طَعَامٌ
 إِلَّا مِنْ غَسْلِيْنِ ۝ كُلُّ أَكْلٍ إِلَّا عَاطِلُونَ ۝ غَلَّا أَوْسُمُ بِمَا تَبِعُهُ فَوْنَ ۝
 وَمَالًا تُبْهِرُ فَقَ ۝ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقُولٍ
 شَاعِرٍ فَلَيْسَ مَا تَوْمِنُونَ ۝ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ فَلَيْسَ مَا
 تَدَكُّرُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا
 بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ كُلُّ أَخْذَنَا بِمِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ فَمُمْ لَعْنَتَنَا
 بِمِنْهُ الْوَرَتَنِ ۝ فَلَيْسَ مِنْكُمْ أَفْنَ أَحَدٍ عَنْهُ خَيْرَنِ ۝ وَإِنَّهُ
 لَكَلَّ دِكْرٌ لِلْمُسْتَقْرِنِ ۝ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُمْكُلُوْبِيْنِ ۝
 وَإِنَّهُ لَصَرَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ ۝ وَإِنَّهُ لَعْنُ الْيَقِيْنِ ۝ فَسَتَّهُ
 يَاسِمَ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

পরবর্তী কানুনীয়াবদ ও জাতীয় সংস্কৃতি আজ্ঞাদ্বার নথিয়ে প্রক্রিয়া

- (১) সুনিশ্চিত বিষয়। (২) সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৩) আপনি কি কিছু জোনেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৪) 'আদ' ও 'সামুদ্র' পোর বহামুল্লাহকে মিথ্যা! বলাইলে।
- (৫) অভিগ্রহ সামুদ্র লোককে ধর্ম কর্তা - দরেছিল এবং অন্তর্ভুক্ত বিশ্঵াস করা

- (৬) এবং আম গোষ্ঠকে খৎস করা হয়েছিল এক প্রচল আজ্ঞাবান্ত করা, (৭) যাতিনি প্রাণহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাতি ও আট দিবস পর্যন্ত জীবিত রয়ে। আপনি তাদেরকে দেখতেন বৈ, তারা জ্ঞান অঙ্গুর কাণ্ডের ন্যায় কৃপাত্তি হয়ে রয়েছে। (৮) আপিন তাদের কোন অভিজ্ঞ দেখতে পান কি? (৯) কিরাটীন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উন্টে আওয়া বড়িবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল। (১০) তারা তাদের পাতনকর্তাৰ রস্তাকে আয়োজ করেছিল। কলে তিনি তাদেরকে কঠোৱ হতে পাকড়াও কৰাবেন। (১১) যখন অমোচ্ছাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলত নৌকানে আরোহণ কৰিবেছিলাম, (১২) আতে এ ঘটনা তোমাদের জন্য সম্ভূতিৰ বিষয় এবং কান এটকে উপদেশ প্রদত্তের উপযোগী কাপে শহুণ কৰে। (১৩) যখন লিংগায় শুৎকার দেওয়া হবে—একটি যাত্র শুৎকার (১৪) এবং পৃথিবী ও পৰ্বতযাঁৰ উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-চূর্ণ কৰে দেওয়া হবে, (১৫) সেই দিন কিরায়ত সংঘাতিত হবে। (১৬) সে দিন আকাশ বিদীর্ঘ হবে ও বিচিত্র হবে (১৭) এবং কেরেশতামল আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন কেরেশতা আগনার পাতনকর্তাৰ আৱশ্যকে তাদের উধৰ্ব বহন কৰবে। (১৮) সেই দিন তোমাদেরকে উপবিষ্ট কৰা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (১৯) অতঃপর আৱ আয়নায় তান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ মাও তোমৰাও আয়নায় পতে দেখ। (২০) আমি আনতায় বৈ, আয়াকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (২১) অতঃপর সে সুধী জীবন বাসন কৰবে, (২২) সুউচ্চ আৱাজে। (২৩) তাৰ কলসমূহ অবনমিত থাকবে। (২৪) বিষ্ণু লিনে তোমৰা বা প্ৰেৱণ কৰেছিলে, তাৰ প্ৰতিমানে তোমৰা থাও এবং পান কৰ তুল্পিত সহকাৰে। (২৫) যাব আগলন্নায় তাৰ বায হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ ছাই। আমার বাদি আমার আয়নায় দেওয়া না হতো। (২৬) আমি বাদি না আনতায় আমার হিসাব। (২৭) হায়, আমার হৃত্যাই বাদি শেষ হত। (২৮) আমার ধনসমস আমার কোচ-উপকাৰে আসল মা। (২৯) আমার কলমতাও বৰবাদ হয়ে দেম। (৩০) কেৱেশতা-দেৱকে বলা হবে ও ধৰ একে, পৰার বেঢ়ো পৰিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর বিজেগ কৰ আহা-যাবে। (৩২) অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কৰ সতৰ গজ দীৰ্ঘ এক পিকেজ। (৩৩) মিষ্টি সে অহান আৱাহতে বিয়সী ছিল মা। (৩৪) এবং যিকোনিকে আহাৰ দিতে উৎসাহিত কৰত না। (৩৫) জৰত এবং আজকেৰ লিন এখানে তাৰ কোম সুহান নেই। (৩৬) এবং বেলন থায় বেই কল-মিশন্সক শুৰু ব্যৱীজ। (৩৭) দেনাহৃদায় স্বাতীত কলকাত-এজেন্সী আৰে নো। (৩৮) তোমৰা যা দেখ, আমি তাৰ সপুত্ৰ কৰাই (৩৯) অৱয়ো তোমৰা দেখ মা, তাৰ—(৪০) মিষ্টিৰাই এই কেৱলজন ওৱেজন অল্পানিষ্ট কলুচে ধূমীজ। (৪১) এবং এটা কেৱল আতীতিক্রমান্বীৰ কথা নহয়, তোমৰা কৰাই অনুধাবন কৰ। (৪২) এটা বিজ্ঞপ্তান-কল্পনাৰ কাছ থকে অবকীৰ্ণ। (৪৩) সে বাদি আমার নামে কোম কথা কৰাব কৰত, (৪৪) কৰে আমি তাৰ মকিয হত ধৰে কেলতাৰ, (৪৫) অতঃপর কেট লিঙ্গ তাৰ গীৱী। (৪৬) তোমাদেৰ কেট আঢ়ক কলাত পারত নো। (৪৭) এটা আমাহৃতীন্দৰৰ কথা আবশ্যই একটি উপদেশ। (৪৮) আমি আমি বৈ, তোমাদেৰ নামা কেট মিখাবোপ

করছে। (১০) নিচের এটা বাকিসদের জন্য অনুযায়ী কারণ। (১১) নিচের এটা নিশ্চিত সত্ত। (১২) অঙ্গের আপনি আগমন আহান পাইনকর্তার নামের পরিষ্ঠার বর্ণনা করছে।

তফসীরের সার-সংজ্ঞেশ

সুনিশ্চিত বিষয়। সুনিশ্চিত বিষয় কি? আপনি কি কিছু আনন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (এই বাকের উদ্দেশ্য কিছীমতের শুরুত ও কর্তব্যতা বর্ণনা করা) সামুদ্র ও 'আদ সংক্ষিপ্ত' এই অট্টাল শব্দকারী (মহাপ্রলয়)-কে মিথ্যা বলেছে। অঙ্গের সামুদ্রকে তো প্রচণ্ড শব্দে ঘৃণ করা হচ্ছে এবং আদকে এক বৃক্ষবায়ু দ্বারা নিমৃত্ত করা হচ্ছে, যাকে আজাহ্ তা'আজা তাদের উপর সংত সাজি ও অল্প দিবস অবিরাম ঢাঁও করে রাখেন। অঙ্গের (হে সর্বোধিত বাতি) তুমি (তখন সেখানে উপস্থিত থাকলে) তাদেরকে দেখতে বৈ, তারা অঙ্গসারশূন্য ঝুর্ন'-র কাণের ন্যায় কৃগাতিত হয়ে রয়েছে (কারণ, তারা অঙ্গ দীর্ঘসেই ছিল)। তুমি তাদের কোন অভিষ্ঠ দেখতে পাও কি? (অর্থাৎ তাদের কেউ বেঁচে নেই! অন্য আজাতে আছে: **قُلْ تُحَسِّنُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ لَسْمِعْ لِهِمْ وَرِكْزَا** এমনিভাবে) কিলাউম; তা'র পূর্ববর্তীরা (কওয়ে নৃহ, 'আদ ও সামুদ সবাই এড়ে দাখিল আছে)। এবং (জুত সংক্ষিপ্তদারের) সৎস্য বিস্তারীরা শুরুতর পাপ করেছিল (অর্থাৎ কুকুর ও শিশুক করেছিল)। তাদের কাছে রাসুল প্রেরণ করা হয়েছিল) তারা তাদের পাইন-কর্তার সন্তুষ্টকে অবান্ন করেছিল (কুকুর ও শিশুক থেকে বিরুদ্ধ না হয়ে কিছীমতকে মিথ্যা করেছিল)। কলে আজাহ্ তা'আজা তাদেরকে কর্তৃত হয়ে পাকড়াও করেছিলেন। (তখনে 'আদ' ও সামুদের কাহিনী তো এইমাত্র বিহুত হল। কওয়ে জুত ও কিলাউমের পরিণতি অনেক আবাতে পূর্বে বিখিত হয়েছে এবং কওয়ে নৃহের সাজি পরে বিখিত হচ্ছে)। বধন (নৃহের আমলে)। আজোক্তাস হয়েছিল, তখন আধি-তোয়াদেরকে (অর্থাৎ তোয়াদের পূর্ব-পুরুষ মুঝিনদেরকে, কানুণ তাদের জুতি তোয়াদের অভিষ্ঠের কারণ হয়েছে) নৌবানে আর্দ্রোহণ অবস্থারে হিলায় এবং অবনিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম) আচ্ছে এই বাতোমাত্রে আধি-তোয়াদের অন্য স্মৃতি করে দিই এবং কান একে স্মরণ করাবে। (বধন স্মরণ করাখে—কথাটি কলমকাত্তে-করা হচ্ছে)। (সামুদক্ষা, এই কাটো স্মরণ রেখে দেন-সাজিক কানুণ থেকে-কর্তৃত থাকবে) অঙ্গসর বিস্তারকের কর্তব্যতা বিলিপ্ত হচ্ছে।) তখন সিংগোয় একবার ঝুঁক্কার দেওয়া হকে (অর্থাৎ ঝুঁক্ক'ক) এবং লুবিলী ও পর্যবেক্ষণা (বাহাম-থেকে) উত্তোলিত হবে এবং একেবারে চূর্ণ-বিদ্রূণ করে দেওয়া হবে, সেইদিন কিছীমতা সংস্কৃতি হবে থাবে। (আকাশ-বিদ্রূণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে (অর্থাৎ এখন আকাশ মন্তব্য ও কাটো-বিদ্রূণ হচ্ছে) সেদিন কেবল ধাকবে না, বরং তা দুর্বল ও বিদীর্ঘ হবে থাবে)। এবং হেকেন্দ্রপথের যাই আকাশে হঠিয়ে আছে, বধন আকাশ হাটাতে ধাকবে, তখন (তামাহ) আকাশের প্রাণদেশে ধাকবে। (এ থেকে আসা হাস্য, আকাশ অধ্যাহত থেকে বিসীর হবে ঢাঁড়িকে সংকুচিত হবে। তাই কেরেশভাগণও মধ্যস্থল থেকে প্রান্তদেশে চলে যাবে।

এসব অটোর প্রথম কৃৎকার্যের সময়কার। (জিতীর কৃৎকার্যের সময়কার অটোর এই বে) সেপিন আটজন কেরেশভা আগন্তুর পাঞ্জবকর্তার আরূপকে তাদের উপরে বহন করবে। (হাসীসে আছে, বর্তমানে চারজন কেরেশভা আরূপকে বহন করবে।) কিম্বামতের সিন আটজনে বহন করবে। সারুকথা, আটজন কেরেশভা আরূপকে বহন করে কিম্বামতের মরণানন্দ আনবে এবং হিসাব-নিকাশ করবে। অতঃপর তাই বলিত হচ্ছে :) সেইদিন তোমদেরকে (হিসাব-নিকাশের জন্য আলাহুর সামনে) উপরিত কর্ম হবে। তোমদের কোন কিছু (আলাহুর সামন) ধোগন আববে না। অতঃপর (আমলনামা উপরে হাতে দেওয়া হবে, তখন) যার আমলনামা তাও হাতে দেওয়া হবে, সে (আমলের আতিথে আলিশালের গোক্রদেরকে) বলবে : মাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আবি (পূর্ব থেকেই) আমতাম বে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (অর্থাৎ আবি কিম্বামত ও হিসাব-নিকাশে বিশাসী হিলায়। আবি ঈয়ানলার হিলায়। এর বর্তনতে আলাহু আমাকে পুরুষত করবেন)। সে সুবী জীবনযাপন করবে অর্থাৎ সুউচ্চ বেহেলতে থাকবে, যার কলসমূহ (এতকুকু) অবনমিত থাকবে (বে, বেঙাবে ইন্দু আহরণ করতে পারবে। আদেশ হবে :) বিগত সিনে (অর্থাৎ সুনিয়ার খাকাকচে) তোমরা বেসব কাজ-কর্ম করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তুলিত সহকারে। যার আমল-নামা বাম হাতে দেওয়া হবে, সে (নিমারূপ অনুত্তাপ সহকারে) বলবে : হার, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হত, আবি যদি আমার হিসাব না আমতাম ! হার, আমার ঘৃত্যাই যদি শেষ হত (এবং পুনরুজ্জীবিত না হতাম) আমাক ধনসম্পদ আমার কোন উপরকারে আসব না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিগতি সব নিষ্ক্রিয় হল। এরাপ ব্যক্তির অন্য কেরেশভাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে :) ধর একে এবং পরায় বেড়ো পরিয়ে দাও। অতঃপর নিকেপ কর আহারামে এবং পুরুষিত কর সতর্ক-ধৰ্ম পৌর্য এক শিকলে। (এই পজ কতকুকু, তা আলাহু তোমারাই জানেন। কেননা, এটা পরম্পরাতের গজ। অতঃপর এই আহারের-করণে বলা হচ্ছে :) সে যত্নেন আলাহুতে বিশাসী হিল না (অর্থাৎ পরম্পরাজনের শিকানুযায়ী করুন ঈমান অবলম্বন করেনি) এবং (নিজে দেওয়া তোম দূরের কথা,) যিসকীনকে আহার দিতে (অপরকে) উৎসাহিত করত না। (সুরুকথা এই বে, আলাহুর হক ও বাসায় হক সম্পর্কিত ঈবামতের মূল কথা হচ্ছে আলাহুর যাহাত্যা ও হস্তিত প্রতি দয়া ! এই ব্যক্তি উত্তরণি বর্জন ও অবীকার করেছিল বিশাসী তার এই আহার হয়েছে।) অর্থাৎ আজ এখানে তার কোন সুহাল নেই এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষতধীত পানি ব্যাতীত, (উদ্দেশ্য সুখাল পাবে না)। যা পোনাহ গার ব্যাতীত কেড়ে থাবে না। (অতঃপর কোরজানের সত্ত্বা বর্ণনা করা হচ্ছে; যার মধ্যে কিম্বামতের প্রতিদাম ও ব্যক্তি বলিত হয়েছে। কোরজানকে কিম্বামত করাই উত্তি-ধিত আহারের কারণ !) অতঃপর তোমরা তা দেখ এবং যা দেখ না, আবি তার পদ্ধত করাহি, (কেননা কোন কোন হস্তিট কার্বত অথবা ক্ষমতাপ্রতিভাবে দেখাক লভি রাখে এবং কোন কোন হস্তিট এই শক্তি রাখে না। উদ্দেশ্যের সাথে এই পদ্ধতের বিলেব সম্পর্ক এই বে, কোরজান পাক মিরে আগমনকারী কেরেশভা তাদের সুলিষ্ঠণোচন হত না এবং যার কলে কোরজান অবতীর্য হত, তিনি সুলিষ্ঠণেচন হতেন। অর্থাৎ এখানে ক্ষমতা প্রতিভা

শপথ বোঝানো হয়েছে)। নিশ্চর এই কোরআন একজন সম্মানিত ক্ষেত্রে জোর আনীত (আজাহ্ৰ) কালায় (অতএব যার প্রতি এই কালায় অবস্থার হয়েছে, তিনি আবশ্যাই রসূল) এটা কোন ক্ষমির রচনা নয় [কমিস্কুলুর রসূলুল্লাহ (সা)-কে কবি বলত, : কিন্তু] তোমরা করিছী বিশ্বাস কর। (এখানে 'কর' বলে মান্তি বোঝানো হয়েছে) এবং এটা কোন অভীজ্ঞয়-বাসীর কথা নয় (কোন কোন কাহিনির ওরাগ বলত, : কিন্তু) তোমরা করিছী অনুধাবন কর (এখানেও 'কর' বলে মান্তি বোঝানো হয়েছে)। সারকথা, কোরআন ক্ষবিত্তাও নয়— অভীজ্ঞয়বাসীও নয়, বরং এটা বিশ্বগুরুনকর্তার পক্ষ থেকে অবস্থার্থ। (অতঃপর এর সত্ত্বাত একটি শুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে) যদি সে (অর্থাৎ পরমপরা) আবার নামে কোম (বিধ্যা) কথা রচনা করত (অর্থাৎ যা আবার কালায় নয়, তাকে আবার কালায় বলত এবং মিথ্যা নিবৃত্ত দাবী করত) তবে আবি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অভৃতের তার কাঠলিয়া কেটে দিতাম এবং তোমাদের কেউ তাকে রক্ত করতে পারত না। (কাঠলিয়া কেটে দিলে যানুর যাহা দায়। তাই অর্থ হত্যা করা)। এই কোরআন আজাহ্-তৌরের জন্ম উপনেশ। (অতঃপর মিথ্যারোপকারীদের প্রতি শাস্তির বাণী উচ্চালিত হয়েছে যে) আবি জাবি হৈ, তোমাদের যাকে মিথ্যারোপকারীও রয়েছে। (অমি তাদেরকে শাস্তি দেব। এ দিক দিয়ে) এই কোরআন কাহিনিরদের জন্ম অনুশোচনার কারণ। (কেননা, মিথ্যারোপের কারণে এটা তাদের আবাবের কারণ)। এই কোরআন নিশ্চিত সত্য। অতএব (এই কোরআন যার কালায়) আপনি আপনার (সেই) যাহান পাশবকর্তার পরিষ্কৃতা (ও প্রশংসা) বর্ণনা করুন।

আনুবাদিক অন্তর্ভুক্ত বিষয়

এই সুরার কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী, কাহিনির ও পাগাঢ়ারীদের শাস্তি এবং মুরিন আজাহ্-তৌরের প্রতিমান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকে কিয়ামতক্রম হাক্কল, কারিয়া, ওয়াকিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১. পদের এক অর্থ সত্য এবং দ্বিতীয় অর্থ অপরাপর বিষয়কে সত্য প্রতিপন্থ-কালী। কিয়ামতের জন্ম এই সম্পূর্ণ উভয় অর্থে থাটে। কেননা, কিয়ামত নিজেও সত্য, এবং কালুবত্তা প্রযোগিত ও নিশ্চিত এবং কিয়ামত মুমিনদের জন্ম আবাত, এবং মুক্তিমুদের জন্ম আহমায় প্রতিপন্থ করে। এখানে কিয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে আবুরাব, প্রথ কুরু মুহিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত সকল প্রকার অনুমানের উপরে এবং বিশ্বব্রহ্মকরণে উরারহ।

২. উক্তদের অর্থ এটুটি শব্দকারী। কিয়ামত হেবেলু সহ যানুবাদক আবির ও যাকুল করে দেবে এবং সমগ্র আকাশে পৃথিবীকে হিয়াবিহিয়ার করে দেবে, তাই একে উক্ত উচ্চতা বলা হয়েছে।

৩. উক্ত উ শব্দটি ন হাতে থেকে উক্ত। এর অর্থ সীমান্তবন্ধন করা। উক্তে এখন কিন্তু ন শব্দ; যা আবা মুমিনার পক্ষসমূহের সীমায় বাইরে ন হোলী। যানুবাদ জন

ও অস্তিক এই শব্দ বরদাপত্র করতে পারে না। সামুদ গোঁড়ের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই আবাব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের বজানিমাদ ও সারা বিশ্বের শব্দসমূহের সমষ্টি সরিবেশিত হিল। কিন্তু তাদের জাদপিণ্ড কেবল পিয়েছিল।

رَبِيعٌ صَرِيفٌ—এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচণ্ড ঝাতাস।

صَبَقَعَ لَهَا لِ وَنَمَّ نَيَّأَ أَبْيَمْ—এক রেওয়ারেতে বলিত আছে, বুধবারের সকা঳ থেকে এই ঝঞ্চাবুর আবাব কুকু হয়ে পরবর্তী বুধবার সকা঳ পর্যন্ত অব্যাহত হিল। এভাবে দিন আটাটি ও রাত্রি সাতাটি অব্যাহত হয়েছিল।

حَسْوَةٌ شَبَقَتِ حَاسِمٌ—এর অর্থ মুসোৎপাটন করে দেওয়া।

এর অর্থ গৱস্পরে মিলিত ও যিলিত। ইফরাত জুত (আ)-এর সংপ্রদায়ের বাস্তিসমূহকে মু ত্বকাতে বলা হয়েছে। এর এক কারণ এই যে, তাদের বাস্তিঙ্গো পৱস্পরে মিলিত হিল। বিভৌর কারণ এই যে, আবাব আসার পর তাদের বাস্তিঙ্গো তচ্ছন্দ হয়ে মিলিত হয়ে পিয়েছিল।

فَإِذَا نَفَخْتُ فِي الصُّورِ نَفَخَةً وَاحِدَةً—তিরিয়ীতে ইফরাত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াবের রেওয়ারেতে আছে শি-এর আকারের কোন বস্তুকে বলা হয়। কিমামতের দিন এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। এর অর্থ হঠাৎ একবোগে এই শিৎপার আওয়াজ কুকু হবে এবং সবার মৃত্যু পর্যন্ত একটোম আওয়াজ অব্যাহত থাকবে। কোরআন ও হাদীস বারা কিমামতে শিৎপার মুইটি ফুৎকার প্রয়োগিত আছে। প্রথম ফুৎকারকে ত্বকে নিফখ বলা হয়। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে:

فَصَبَقَعَ مَنْ فِي

الْسَّمَا وَاتِّ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ—অর্থাৎ এই ফুৎকারের ক্ষেত্রে আকাশের অধিবাসী ক্ষেরেশতা ও পৃথিবীতে বসবাসকারী মানব, জিন ও সমস্ত জীব-জন্ম অভাব হয়ে যাবে। (অতঃপর এই অভাব অবস্থার সবার মৃত্যু ঘটবে)। বিভৌর ফুৎকারকে **نَفَخَةً بَعْدَ نَفَخَةٍ** বলা হয়। **شَفِعٌ** শব্দের অর্থ উঠা। এই ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাঢ়িয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে:

كُلُّ نَفَخَةٍ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قَبَّا م

نَظَرُونَ—অর্থাৎ পুনরায় সিংগোর ফুৎকার দেওয়া হবে। কলে অক্ষয়াৎ সব শৃঙ্খলায় জীবিত হয়ে পাইয়ে থাবে এবং দেখতে থাকবে।

কোন কোন রেওয়ারেতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে ভূতীর একটি ফুৎকারের উপরে আছে। এর নাম **عَزِيزٌ** কিন্তু রেওয়ারেতের সম্পর্কিতে চিহ্ন করালে আমা থার যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। তাহলে একে **عَزِيزٌ** বলা হচ্ছে এবং পরিধামে এটাই **عَزِيزٌ** হয়ে থাবে।—(মায়হারী)

وَيَحْمِلُ مَرْسَرِبْ قَوْقَمْ يَوْمَئِذِ تَمَاهِيْ—অর্থাৎ কিমামতের দিন আটজন কেরেশতা আঝার তা'জালার আরশকে বহন করবে। কোন কোন রেওয়ারেতে আছে যে, কিমামতের পূর্বে চারজন কেরেশতা এই দারিদ্রে নিরোজিত রয়েছে। কিমামতের দিন তাদের সাথে আরও চারজন মিলিত হবে।

আঝার আরশ কি? এর প্রাপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? কেরেশতাৱা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রবেশের সম্বাদ আনন্দের ভানুবুঝি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিহ্ন ভাবনা করা কিংবা প্রাপ উপাগম করার অনুমতি নেই। এ ধরনের আবণ্ডীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহায্য ও ভাবেরীদের সর্বসম্মত সিঙ্গান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আঝার উদ্দেশ্য সত্ত্ব এবং প্রাপ অভাব বলে বিবাদ করতে হবে।

يَوْمَئِذِ تَعْرِضُونَ لَا تَخْفِي مِنْكُمْ خَافِيْ—অর্থাৎ সে দিন সবাই পাইন-কর্তাৰ সামনে উপস্থিত হবে। কোন আবাসোগনকারী আবাসোগন কৰতে পারবে না। আঝার তা'জালার ভান ও সৃষ্টি থেকে আজি দুনিয়াতেও কেউ আবাসোগন কৰতে পারে না। সেই দিনের বিশেষ সত্ত্বত এই যে, হাশেরের অবসন্নে সম্পত্তি পুনৰ্পুষ্ট একটি সহতন কেবলে পরিলিপ্ত হবে। গৰ্ত, পাহাড়, ঘৰবাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি আঝাল বলতে কিছুই থাকবে না। সুনি-যাতে এসব বস্তুর পক্ষতাতে আবাসোগনকারীরা আবাসোগন কৰে। কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। কলে কেউ আবাসোগন কৰার জায়গা পাবে না।

يَوْمَ أَقْرَبُهُمْ وَأَكْتَبُهُمْ— শব্দের অর্থ না। উদ্দেশ্য এই যে, যার আমলনামা তান হাতে আসবে, সে আহলাদে আউধানা হয়ে আশেপাশের বেকাজনকে বলবে নাও, আমাৰ আমলনামা পাঠ কৰে দেখ।

سُلْطَانَ هَلَكَ عَنِ سُلْطَانَ— হলক উনি সুলতান— এসব শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও আধিগত্য। তাই রাষ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনারকে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে অনাদের উপর

আমার অস্তা ও আবিগত্য হিস। আমি সবার বক্ত এবং জন। আজ মেই রাজহ ও
শাশ্বত কোন কাজে আসব না। **سَلَامٌ**—এর অপর অর্থ প্রণাম, সমস্ত হতে পারে।
তখন অর্থ হবে, হার। আজ আমার থেকে রক্ত পাওয়ার অন্য আমার হাতে কোন সন্দেহ
নেই।

وَدْ وَدْ وَ فَطْلُون—**وَدْ**—অর্থাৎ কেবলভাবেরকে আদেশ করা হবে; এই অপ-
রাধীকে ধরে এবং তার গোর বেঢ়ী পরিয়ে দাও। কোন কোন রেওয়ায়েতে ভাই হে,
এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব পাঠীর ইত্যাদি সব বক্ত তাকে ধরার জন্য দোষ দেবে।

فِي سَلَسلَةِ ذِرَّاتِ مَا سَلَكْتُ—অতঃপর তাকে সতর
গজ দীর্ঘ এক শিকলে প্রাপ্তি করে দাও। সুখারিত করার অর্থও জাপকাণ্ডে দেওয়া আয়।
বিষ এর আকরিক অর্থ হচ্ছে যেটি অথবা উসবীহুর মানা প্রাপ্তি করার মাঝে শিকল দেহে
বিষ করে অপর দিক থেকে বের করে দেওয়া। কোন কোন হালীসে এই আকরিক অর্থেরও
সমর্থন আছে।—(মাইহারী)

مَلِحَسْ لَهُ أَلْوَمْ هَذِهِمْ وَلَعْنَامْ أَلَّا مِنْ شَلَائِقِ—এর অর্থ
সুহাদ। **شَلَائِقِ** সেই পারি, বন্ধুরা আহারামীদের ক্ষতের পুঁজি ইত্যাদি খোত করা
হবে। আরাতের অর্থ এই হে, আজ তার কোন সুহাদ তাকে কোনরূপ সাহাজ করতে পরবে
না এবং আমার থেকে রক্ত করতে পারবে না। তার খাদ্য আহারামীদের ক্ষত খোত নোংরা
পানি ধাতীত কিছু হবে না। ‘কিছু হবে না’ এর অর্থ তফসীরের সার-সংজ্ঞে এই বলা
হয়েছে হে, কোন সুখাদ্য হবে না। ক্ষত খোত পানির অনুরূপ অন্য কোন নোংরা খাদ্য হতে
পারবে, হেমন অন্য আহারামীদের খাদ্য আঙুম উরেখ করা হয়েছে। অতএব
ক্ষতের আরাতে কোন বৈপরিত্য নাই।

فَلَا قُسْمٌ بِمَا تَبِرُونَ وَمَا لَا تَبِرُونَ—অর্থাৎ সে সব বস্তুর শপথ হা-
তোয়রা দেখ অথবা দেখতে পার এবং বা তোয়রা দেখ না ও দেখতে পার না। এতে সম্পূর্ণ
গৃহিণী এসে দেহে। কেউ কেউ বলেন: ‘বা দেখ না’ বলে আলাহুর সত্তা ও উপায়োগো বোকানো
হয়েছে। কেউ কেউ বলেন: ‘বা দেখ বলে পুনৰাবৃত্ত সমস্য এবং ‘বা দেখ না’ বলে পর-
কালের বিবরসমূহ বোকানো হয়েছে।—(মাইহারী)

وَتَبَنِيَ الْمَدَارِ—**تَقُول**—শবের অর্থ কথা রচনা করা।
থেকে নির্মাণ সেই শিলাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আমা মানবদেহে বিজ্ঞার জাত করে। এই
শিল্প কেউ দিয়ে স্বাক্ষরিক মৃত্যু হবে আর।

কাফিরদের কেউ রসূলুল্লাহ (সা)-কে কবি এবং তাঁর কালাইকে কবিতা, কেউ তাঁকে অভিজ্ঞতাবাদী এবং তাঁর কালাইকে অভিজ্ঞযোগ্য বলত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের এসব অনর্থক ধারণা খণ্ডন করা হয়েছিল। ৫৩। ৫ শর্থ অভিজ্ঞযোগ্য এখন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সর্বানন্দের কাছ থেকে কিছু সংবাদ পেয়ে এবং কিছু নকলবিদ্যার যথোচিতে জেনে নিয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে আনুযানিক কথাবার্তা বলে। রসূলুল্লাহ (সা)-কে কালায় কবি অথবা অভিজ্ঞযোগ্য বলত, তাদের দোষাবোপের সামর্থ্য ছিল এই যে, তিনি যে কালায় শুনান, তা আল্লাহ'র কালায় নন। তিনি নিজের কজন অথবা অভিজ্ঞযোগ্যদের ন্যায় শর্তানন্দের কাছ থেকে কিছু কথাবার্তা সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে আল্লাহ'র কালায় বলে প্রচার করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই প্রাপ্ত ধারণা আবা এক পছন্দ অঙ্গে জোরেসোরে খণ্ডন করেছেন যে, যদি রসূল আয়াত নামে যিথ্যা কথা রচনা করত, তবে আবি কি তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতাম এবং তাঁকে আনবজাতিকে পথচার্ট করার সুযোগ দিতাম? কোন বৃক্ষিয়ান ব্যক্তি ও কবি বিশ্বাস করতে পারে না। তাই আয়াতে আস্তরকে সত্য ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে: যদি এই রসূল একটি কথাও আয়ার নামে যিথ্যা রচনা করত, তবে আবি তার ডান হাত ধরে তার আপনিকা কেটে দিতাম। এরপর আয়ার শাস্তির কবল থেকে তাকে কেউ রক্ত করতে পারত না। এখানে এই কঠোর জরুরি মূর্খ কাফিরদেরকে শুনানোর জন্য আস্তরকে সত্য ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে। ডান হাত ধরার কথা বলাকে কারণ সত্যবত এই যে, কোন অপরাধীকে হত্যা করার সময় হত্যাকারী ডান বিপরীতে দণ্ডযোগ্য হয়। ফলে হত্যাকারীর বাম হাতের বিপরীতে থাকে অপরাধীর ডান হাত। হত্যাকারী নিজের বাম হাত দিয়ে অপরাধীর ডান হাত ধরে নিজের ডান হাত ধরা তাকে হামলা করে।

এ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ না করন, রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা'আলার নামে কোন যিথ্যা কথা প্রচার করলে তাঁর সাথে একাপ ব্যবহার করা হত। এখানে কোন সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়নি যে, যে ব্যক্তিই যিথ্যা নবৃত্ত দাবী করবে, তাকে সর্বদা খৎসই করা হবে। এ কাগেই দুনিয়াতে অনেকেই যিথ্যা নবৃত্ত দাবী করেছে; কিন্তু তাদের উপর এরাগ কোন আয়ার আসেন।

فَسَبِّحْ بِإِسْمِ رَبِّ الْعَظِيمِ—এর আগের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে,

রসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না। তিনি আল্লাহ'র কালায়ই বলেন। এই কালায় আল্লাহ'জীবদের জন্য উপদেশ। কিন্তু আবি এ কথাও আবি যে, এসব অকাটা ও নিশ্চিত বিহুলি জোনা সঙ্গেও অনেক জোক যিথ্যারোগ করতে পাকবে। এর পরিপ্রেক্ষ হবে পরবর্তী তাদের অনুশোচনা ও সার্বজনিক আয়ার। অবশেষে বলা হয়েছে:

وَإِنَّ لَهُ حِلْقَانٌ—অর্থাৎ এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সম্বেদ ও

সংশেষের অবকাশ নেই। সবশেষে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সংৰোধে করে বলা হয়েছে:

فَسَبِّعْ بِإِسْمِ رَبِّ الْعَظِيمِ—এতে ইমিত আছে যে, আপনি এই হঠকারী কাফিরদের কথার দিকে ঝুঁকেপ করবেন না এবং সুযোগিতাও হবেন না বরং আপনার মহান পালনকর্তার পরিষ্কার ও প্রশংসনীয় পোষাক নিজেকে নিয়োজিত করবেন। এটাই সব দৃঢ় থেকে শুক্রির উপর। অন্য এক আয়াতে এর অনুরাগ বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَفْهُمُ مَدْرُكًا بِمَا يَقُوْلُونَ فَسَبِّعْ بِإِسْمِ رَبِّ وَكِنْ

مِنَ السَّاجِدِينَ—অর্থাৎ আমি আপনি কাফিরদের অর্থহীন কথাবার্তায় যনঃকূল হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসনীয় অশুভ হয়ে আম এবং সিজদাকারীদের দলভূত হয়ে থাম। কাফিরদের কথার দিকে ঝুঁকেপ করবেন না।

فَسَبِّعْ بِإِسْمِ

رَبِّ الْعَظِيمِ—আয়ু দাউদে হৃষরত ও কবা ইবমে আমের খুছানী বর্ণনা করেন, অথবা

سَبِّعْ اِسْمَ رَبِّ الْأَعْلَى—আয়ু আয়ুত্থানি নাহিল হয়, তখন রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : একে তোমাদের রূপকৃতে রাখ। অতঃপর অধ্যন

তখন ডিলি বলেন : একে তোমাদের সিজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রূপকৃত ও সিজদার এই দুটি উসবীহ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের অত্যে এগুলো ডিনবার পাঠ করা সুন্মত। কেউ কেউ উয়াজিবও বলেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَابِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِكُفَّارِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ فَمَنْ
إِنَّهُ ذَيِّ الْمَعَارِجِ ۝ تَغْرِبُهُ الْمَلِكَةُ وَالرُّؤْمُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ
كَيْانَ مِقْدَارَهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَيْلَانًا ۝
إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعْيَدًا ۝ وَنَرْسَهُ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ تَكُونُ الشَّمَاءُ
كَالْمُهْلَكِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيرٌ حَمِيرًا ۝
بَيْصَرُونَهُمْ ۝ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْلَا يَفْتَدِيُ مِنْ عَذَابٍ يَغْمِيْدِ بَيْنَيْدِ
وَصَاحِبَتِهِ وَأَخْيَهِ ۝ وَفَصِيلَاتِهِ الَّتِي تُؤْيِدُهُ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
جَيْلَانًا ۝ شَرَّ بِيْخِيَّهُ ۝ كَلَّا لِإِنْهَا كَلِظَّ ۝ تَزَاعَةً لِلشَّوَّءِ ۝ تَدْعُوا
مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَّ ۝ وَجَمِيعَ قَائِمَةَ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلْوَعًا ۝
إِذَا مَسَهُ الشَّرُّ جَرْوَعًا ۝ قَدْ أَمْسَهَهُ أَخْيَرُ مَنْوَعًا ۝ إِلَّا الْمُصْلِينَ ۝
الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ ۝ وَ
الَّذِينَ هُمْ قِنْ عَذَابٍ رَتِيمٌ مُشْفِقُونَ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَتِيمٍ غَيْرُ
مَأْمُونٍ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حُفْظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ

أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْوُمِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَ
 وَرَاءَ ذَلِكَ قَاتِلِكَ هُمُ الْعُذُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهِمْ وَ
 عَفْدًا هُمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدُونَ قَاتِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ
 هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يَعْاْفِظُونَ ۝ أُولَئِكَ فِي جَهَنَّمْ مُكْرَهُونَ ۝
 فَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتَمِمُونَ ۝ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
 الشِّمَاءِ عَزِيزُنَّ ۝ أَيْضًا كُلُّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخِلَ جَهَنَّمَ نَعِيْبُونَ ۝
 كَلَمَرَا تَحْلَقُهُمْ قِبَلَتَهَا يَعْلَمُونَ ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ السَّمَاءِ
 وَالسَّعْدِ بِإِلَّا الْقَدِيرُونَ ۝ عَلَىٰ أَنْ يُبَيِّنَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَخْنُ
 بِمَسْبُوقِينَ ۝ فَذَرْهُمْ يَخْوُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقَوْا يَوْمَهُمْ
 الَّذِي يُوعَدُونَ ۝ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَرَاعِيْ كَانُوهُمْ إِلَىٰ
 نُصُبٍ يُؤْفِضُونَ ۝ حَاسِنَةٌ أَنْصَارُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذُلْلَهُ ذَلِكَ
 الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

পরম কর্তৃপাত্র ও জনসীম দস্তাবান আলাহ্‌র মাঝে পড়ো।

- (১) একবাতি চাইল, সেই আবাব সংষ্টিত হোক যা অবধারিত—(২) কাফিরদের জন্য, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৩) তা আসবে আলাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি সম্মুত মর্ত্যার অধিকারী। (৪) ফেরেশতাগাম এবং কাহ আলাহ্‌র দিকে উর্ধগামী হয় এহম একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (৫) অতএব আগনি উত্তম সবর করুন। (৬) তারা এই আবাবকে সুদূরপ্রাহৃত মনে করে, (৭) আর আরি একে আসুন দেখছি। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার অত। (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রাখিন পলাবের অত। (১০) বলু বজ্রুর ঘৰন নিবে না। (১১) যদিও একে অপনাকে দেখতে পাবে। সেদিন হোনাহ্‌গার যাতি মুক্তিপেশকালে দিতে চাইবে তার সভান-সভাতিকে, (১২) তার প্রাকে, তার প্রাতাকে, (১৩) তার গোচর্তীকে, যারা তাকে আপ্নৰ দিত। (১৪) এবং পৃথিবীর সব-কিছুকে, অঙ্গপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। (১৫) কখনই নহ। যিন্তু এটা জেলিহান

অংশ, (১৬) যা চামড়া তুলে দিবে। (১৭) সে সেই বাতিকে ডাকবে, যে সত্ত্বের প্রতি গৃহ্ণণদর্শন করেছিল ও বিশুধ হয়েছিল, (১৮) সমসদ পুজীভূত করেছিল, অতএব আপগিলে রেখেছিল। (১৯) আমুন তো সুজিত হয়েছে ভৌরুমাপে। (২০) বখন তাকে অবিলম্বে স্মর্ণ করে, তখন সে হাঙ্গতাশ করে। (২১) আর বখন কলাপপ্রাপ্ত হয়, তখন হৃপথ হয়ে থার। (২২) তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামাব আদায়কারী। (২৩) যারা তাদের নামাবে সার্বজ্ঞানিক কারোম থাকে (২৪) এবং যাদের ধর্মসম্পদে নির্ধারিত হক আছে (২৫) যাত্জ্ঞাকারী ও বর্ধিতের (২৬) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। (২৭) এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্ভার্ক ভৌত-কল্পিত। (২৮) নিম্নচর তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশর্ক থাকা যাব না (২৯) এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গে সংযত রাবে, (৩০) কিন্তু তাদের শ্রী অংশবা যালিকানাকুস্ত সামৈদের বেলার তিরকৃত হবে না, (৩১) অতএব যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সৌমালংঘনকারী (৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে (৩৩) এবং যারা তাদের সাক্ষাদানে সরম—নিষ্ঠাবান (৩৪) এবং যারা তাদের নামাবে অস্তরাব, (৩৫) তারাই জাগ্রাতে সম্মানিত। (৩৬) অতএব কাফিরদের কি হল যে, তারা আগনার দিকে উর্ধ্বাসে ঝুঁটে আসছে (৩৭) তাম ও বায দিক থেকে দলে দলে। (৩৮) তাদের প্রতোকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জাগ্রাতে দাখিল করা হবে? (৩৯) কথমই নয়, আমি তাদেরকে এমন বন্ধু যারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অভ্যাচনসমূহের পালনকর্তার। নিম্নচরই আমি সক্ষম (৪১) তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর আমুন সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধারণ অতীত নয়। (৪২) অতএব আপনি তাদেরকে ছেঁড়ে দিন, তারা বাকবিতও ও ঝৌড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাধে করা হচ্ছে। সেদিন তারা কবর থেকে প্রত্বেগে বের হবে—যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ঝুঁটে যাবে। (৪৪) তাদের দুষ্টি থাকবে অবনমিত, তারা হবে হীনতাপ্রস্তু। এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত।

তিক্ষণীর সার-সংক্ষেপ

এক ব্যক্তি (অঙ্গীকারের হজে) চায় সেই আয়াব সংঘটিত হোক, যা কাফিরদের জন্য অবধারিত (এবং) যার কোন প্রতিরোধকারী নেই (এবং) যা আঙ্গীহ্র পক্ষ থেকে হবে, যিনি সিঁড়িসমূহের (অর্থাৎ আকাশসমূহের) যালিক। (যেসব সিঁড়ি বেয়ে) কেরেশতাগণ এবং (ইমানদারদের) রাহ তাঁর কাছে উর্ধ্বারোহন করে। (তাঁর কাছে অর্থ উর্ধ্ব জগত, যা তাদের উর্ধ্ব পদ্মনের শেষ সৌমা। এই উর্ধ্ব পদ্মনের পথ আকাশ, তাই আকাশকে সিঁড়ি বলা হয়েছে। সেই আয়াব) এমন একদিনে হবে, যার পরিমাণ (পাখিল) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (উদ্দেশ্য, কিয়ামতের দিন কিছুটা আসল পরিয়াগের কারণে এবং কিছুটা উয়াবহতাৰ কারণে দিমন্তি কাফিরদের কাছে এত দীর্ঘ যানে হবে। কুকুর ও অবাধ্যতাৰ পার্থক্য হেতু এই দিনেৰ ভয়াবহতা ও দৈর্ঘ বিভিন্নতাপ হবে—কারণ জন্ম অনেক বেশী এবং কারণ জন্ম কম। তাই এক আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এটা কেবল কাফিরদের জন্মাই। হাদীসে আছে,

যু' বিনদের জন্য দিমাটি এক ক্ষমতা নামায় পড়ার সমান ছাঁটি খনে হবে)। অতএব (আবাব শব্দে
আসবেই) আপনি (তাদের বিভোধিতার মুখে) সবর করুন, এমন ছবির, যাতে অভিযোগ
নেই। (অর্থাৎ তাদের কুকুরের কারণে এমন যন্ত্রণা হবেন না যে, মুখে অভিযোগ উচ্চারিত
হয়ে থাক, বরং তাদের শাস্তি হবে—এই মনে করে সহ্য করে থাক। তাদের অশীক্ষার কর্তৃর
কারণ এই যে) তারা (কিয়ামতে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে) এই আশাকে (অর্থাৎ এর
বাস্তবতাকে) সুনুর পরাহত মনে করে, আর আমি (এর বাস্তবতা নিশ্চিতরাগে জানি বলে)
একে আসম দেখছি। (এই আবাব সেদিন সংঘটিত হবে) যেদিন আকাশ (১২-এ) তেজের
তলানীর মত হবে (অন্য এক আয়তে **ক্ষেত্র** অর্থাৎ জাল চামড়ার ন্যায় বলা
হয়েছে। জাল গাঢ় হওয়ার কারণেও কামো মত রং হয়ে থাক। সুতরাং জাল ও কামো উভয়টিই
শুক্ষ। অথবা প্রথমে এক রং হবে, অতঃপর তা পরিবর্তিত হবে অন্য রং হবে। কোন কোন
তক্ষসৌরবিদের মাঝ মনি এর তক্ষসৌরেও যায়তুনের তলানী বলা হয়, তবে উভয়ের অর্থ এক
হয়ে থাকে। সারকথা, আকাশ কুকুরণ ধারণ করবে এবং কিসীর হয়ে থাকে) এবং পর্বত-

সমৃহ হয়ে ঘৰে ঝঙ্গি (ধূন করা) পশ্চে ন্যায় (থেবন অন্ব আয়াতে) **کی تھوڑی**

المنفوش **বলা** হয়েছে অর্থাৎ উচ্চতে ধাক্কা। পর্বতও বিজিম রঁ-এর হয়ে থাকে।

তাই মণি বলা হচ্ছে। অন্য আলোতে আছে :

وَمِنْ الْجَبَلِ جَدَدْ بَهْرَمْ

9-3 9-4-19-3 14-3 -A 8 933 6

એવું (સેદિન) વાજુ બચ્કુનું ખવરું નિબે ના

() যেমন অন্য আয়াতে আছে ﴿ لَيَتَسْأَمُ لَوْنَ ﴾) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে

ଅର୍ଥାଏ (ଏକେ ଅଗରକେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣେ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହବେ ମା । ସୁରା ସିଙ୍ଗ-ଫାତେ ପରମ୍ପରାରେ ଜିଭାସାଧାଦେର କଥା ମହାନୈକୋର ଛଲେ ଆଛେ, ସହାନୁଭୂତିର ଛଲେ ନନ୍ଦ । ତାଇ ଏହି ଆଯାତ ମେହି ଆଯାତେର ପରିପାତୀ ନନ୍ଦ । ସେଦିନ) ଅଗରାଧୀ (ଅର୍ଥାଏ କାହିଁର) ମୁକ୍ତିପଣ-ଅରାପ ଦିତେ ଚାଇବେ ତାର ସନ୍ତାନ-ସନ୍ତତିକେ, ଭୀକେ, ଭ୍ରାତାକେ, ପୋତୀକେ, ଯାଦେର ଅଧ୍ୟେ କେ ଥାକୁତ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବକ୍ଷିଳୁକେ । ଅତ୍ୟଗର ନିଜେକେ (ଆଯାବ ଥେବେ) ରଙ୍ଗା କରାତେ ଚାଇବେ । (ଅର୍ଥାଏ ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକିହି ନିଜେର ଚିନ୍ତାଯି ସାନ୍ତ ଥାକୁବେ । କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଯାର ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ସମ୍ପ କରାତ, ଆଜ ତାକେ ନିଜେର ଜୀବେ ଆଯାବେ ସୋଗର୍ କରେ ଦିତେ ପ୍ରତ୍ୟତ ହବେ କିନ୍ତୁ) ଏଣ୍ଠା କଥନେ ହବେ ମା । (ଅର୍ଥାଏ କିନ୍ତୁତେଇ ଆଯାବ ଥେକେ ରଙ୍ଗା ପାବେ ନା ବରଂ) ଏଣ୍ଠା ଜୈମିହାନ ଅଣି, ଯା ଚାମଡ଼ା (ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଡୁମେ ଦିବେ । ତେ (ନିଜେ) ସେଇ ବାଜିକେ ତାକବେ, ଯେ (ମୁନିନ୍ଦାତେ ସତ୍ୱରେ ପ୍ରତି) ପଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଲା ଏବଂ (ଇବାଦତେ) ଯିମ୍ବଥ ହରେଇଲା ଏବଂ

(অগরের প্রাপ্তি আস্তান করে অথবা জানসাবশত) সম্পদ পুঁজীভূত করেছিল, অতঃপর তা আগজিয়ে রেখেছিল। (উদ্দেশ্য এই যে, আজাহ্র হক ও বাস্তার হক নষ্ট করেছিল অথবা বিশ্বাস ও চরিত্র ভুল্টার দিকে ইলিত কর্ত্ত হয়েছে । তাকা আকরিক অর্থেও হতে পারে । অতঃপর আস্তাবের কারণ হয়, এরপ অন্যান্য মন্ত্র ব্যাপৰ ; তা থেকে মুমিনদের ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রকল ঔরোধ করা হয়েছে অর্থাৎ) মানুষ ভৌক সুজিত হয়েছে । (মানুষ বলে এখানে কাফির মানুষ বোঝানো হয়েছে । সুজিত হওয়ার অর্থ এরাপ নয় যে, প্রথম সুষ্ঠির সময় থেকেই সে এরাপ বরং অর্থ এই যে, তার ব্যাপৰে এমন উপকরণ রাখা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়ক হওয়ার পর সে এসব অন্ত ব্যাপৰে অচ্ছান্ত হয়ে যাবে । সুতরাং ব্যাপৰগত ভৌকতা নয় বরং ভৌকতার ইচ্ছাধীন মন্ত্র প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে । অতঃপর এসব প্রতিক্রিয়া বিষিত হয়েছে অর্থাৎ) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে (বৈধ সৌমার বাইরে) হাতাত করতে থাকে । আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন (জরুরী হক আদারে) কৃপণ হয়ে থাক । (এ হচ্ছে **مَنْ أَدْبَرْ** থেকে বিষিত আস্তাবের কারণসমূহের পরিপিণ্ডি) ।

কিন্তু নামাবী (অর্থাৎ মুমিন আস্তাবের কারণসমূহের ব্যতিক্রম কুকু) যে তার নামাবের প্রতি ধ্যান রাখে (অর্থাৎ নামাবে বাহিক ও আকরিকভাবে অন্য দিকে ধ্যান দেয় না) । এবং যার ধনসম্পদে যাচ্ছাকারী ও বক্ষিতের হক আছে এবং যে প্রতিক্রিয়া দিবাসে বিশ্বাস করে এবং যে তার পাইনকর্তার শাস্তি সঙ্গেকে ভৌত থাকে । নিচেই তার পাইনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশব্দ থাকা যায়না । এবং যে তার যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে কিন্তু তার জ্ঞান ও মালিকানাভূত দাসীদের বেজায় (সংযত রাখে না), কেননা তাদের বেজায় এতে কোন দোষ নেই । অতএব শারীর এদের ছাঢ়া (অন্য জাগুগায় যৌনবাসন চরিতার্থ করতে) চায়, তারাই (শরীরাতের) সৌমালংঘনকারী । এবং যে তার আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যে তার সাক্ষাদামে সরল—নির্ণাবান । (তাতে কমবেশী করে না) । এবং যে তার (ফরয) নামাবে যক্ষবান । তারাই জাগ্রাতে সম্মানিত । (অতঃপর কাফিরদের আশ্চর্যজনক অবস্থা এবং কিম্বামতের অন্তীকার্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ যখন প্রবিক্ষারণাপে সংশয় হয়েছে, তখন) কাফিরদের কি হল যে, (এসব বিষয়বস্তুর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য) তারা আগনার দিকে উর্ধ্বস্থাসে ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে ছুটে আসছে । (অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তুর সত্যামূল করার উচিত ছিল কিন্তু তারা তা না করে সংবৰ্ধ হয়ে এগুলোর প্রতি মিথ্যারোপ ও ডাক্টাবিপ্রু করার উদ্দেশ্যে আগনার কাছে আসে । সেমতে নবৃত্যাতের খবর মনে কুনে তারা এ উদ্দেশ্যেই আগমন করত এবং ইসলামকে মিথ্যা ও নিজেদের সজ্ঞপন্থী মনে করত । এর ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে জাগ্রাতের ঘোগ্য পাইও মনে করত, যেমন বলত :

وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيْ إِنْ لَّيْ عِنْدَهُ لِلْحُسْنِي

তাই এ বিষয়টি অঙ্গীকারের হলে বলা হচ্ছে ।) তাদের প্রতিকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জীবনাতে দাখিল কর্ত্ত হবে? কফনাই মর । (কেননা জীবনামতে কারণাদিনের উপর্যুক্তিতে তারা জাগ্রাত কিম্বাপে পেতে পারে? কাফিররা এ প্রসঙ্গে কিম্বামতকেও অঙ্গীকার করত ও অস্তিত্ব মনে করত । অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তাদের এই অস্তিত্ব মনে করা নির্দুর্ভিতা

ছাড়া কিছুই নয়। কেননা) আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা স্থিতি করেছি, যা তারাও জানে। (অর্থাৎ তারা জানে যে, বীর্য থেকে মানব হজিত হয়েছে। বলা বাহ্যিক, নিজীব বীর্য ও সঙ্গীব মানবের ঘতকৃত ব্যবধান ঘৃতের অংশ ও পুনরুজ্জীবিত মানবের মধ্যে ঘটকৃত ব্যবধান নেই। কেননা, ঘৃতের অংশ পূর্বে-একবার সঙ্গীব হিল। সুতরাং কিম্বা-মতকে অসম্ভব মান করা নির্ভুজিত। অতঃপর অন্যান্যাবে কিম্বামতের অসম্ভাব্যতা দূর কর্মার জন্য বলা হচ্ছেঃ) আমি শপথ করছি পুর্বাচল ও অস্ত্রাচলসমূহের পালনকর্তার (শগথের জওয়াব এইঃ) নিশ্চয়ই আমি তাদের পরিবর্তে (দুরিয়াতেই) উৎকৃষ্টতর মানব স্থিতি করতে সক্ষম এবং এটা আমার সাধ্যের অভীত নয়। (সুতরাং অধিকরণের শুভসম্পদ নতুন মানব স্থিতি করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনরায় স্থিতি করা কঠিন হবে কেন? সত্য সুস্পষ্টরূপে সপ্রয়াগ হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা বিরত হয় না, তখন) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতওঁ ও ক্রৌঢ়কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন ইঙ্গো পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়। সেদিন তারা ক্ষয় থেকে দ্রুতবেগে বের হবে যেন কোন এক উপাসনালয়ের দিকে ঝুঁটে যাবে। তাদের দৃষ্টিং ধ্বনিবে (লজ্জার) অবনয়িত এবং তারা হবে হীনতাপ্রস্ত। এটাই সেই দিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত। (এখন তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে)।

আনুবাদিক ভাষ্টব্য বিষয়

* * * * *

শব্দটি কখনও তথ্যানুসরান্বের অর্থে আসে। তখন আরবী

ভাষায় এর সাথে **مَنْ** অবাব ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আবেদন ও কোন কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আঞ্জাতে এই অর্থে আসার কালোপে এর সাথে **كَ** অবাব ব্যবহৃত হয়েছে। কমজোর বাকের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি আবাব চাইল। নাসারীতে হস্তরত ইবনে জব্বাস (রা) থেকে বলিত আছে যে, নমর ইবনে হারেস এই আবাব চেয়েছিল। সে কোরআন ও রসুল-জুমাই (সা)-র প্রতি মিথ্যারোপ করতে হেয়ে খুল্টভাসহকারে বলেছিল : **إِنَّمَا هُوَ الْعَقْدُ مِنْ مَنْ نَعْلَمْ فَإِنَّمَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّمَا هُوَ الْأَمْبُو** হিন্দু হে আজাহ। যদি এই কোরআনই আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তুর বর্ষণ করুন অস্ত্র অন্য কোন মাত্রগোদায়ীক আবাব প্রেরণ করুন। (মায়হারী) আজাহ তা'আজা তাকে বদর মুছে মুসজিমানদের হাতে শাস্তি দেন। (মায়হারী) সে আজাহের কাছে যে আবাব চেয়েছিল, অতঃপর তার কিছু আরূপ বলিত হয়েছে যে, এই আবাব কাফিয়দের জন্য দুরিয়াতে কিংবা পর্মকামে কিংবা উক্তম জোহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাথে কালও নেই। এটা আজাহের পক্ষ থেকে, যিনি সৃষ্টি মর্ত্যবাস অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রয়োগ। কারণ, যে আবাব মহান আজাহের পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা কালও পক্ষে সম্ভবগ্রহ নয়।

تَرْجُعُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ—অর্থাৎ উগৱে নিচে উঠে সরে সাজানো এই
অর্থবাসমূহের মধ্যে ক্ষেত্ৰেশত্বাগ্রহ ও ‘কলহ আমীন’ অর্থাৎ জিবৰাইল আরোহণ কৰেন
জিবৰাইল ক্ষেত্ৰেশত্বাগ্রহেই একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্মানের কারণে তাঁৰ পৃথক নাম
উদ্দেশ্য কৰা হচ্ছে।

—**فِي لَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةً**—অর্থাৎ উল্লিখিত আবাব
সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। এয়রত আবু সাইদ
খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিস্রাম রসূলুল্লাহ (সা)-কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সংজ্ঞাকে
জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমার প্রাণ যে সত্ত্বার করায়ত, তাঁর শপথ করে বলছি
—এই দিনটি মু'মিনের জন্য একটি ফরয নামায গড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে।
—(মাঝারী)

يکون على المؤرخ آنون داکھلدا رکھکے نیشنال ہائیکورس ونیٹ آئه : — میلین کمقدار ما بیوں الظہر والعصر
و آجھدریں مثیل وڈی سامانیزی ملے ہوئے ۔ (آیا ہاؤں)

এসব হালীস থেকে জ্ঞান পেল বৈ, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক বায়োগান অর্থাৎ কাফিরদের জন্ম এতটুকু সৌর্য এবং ম'মিনদের জন্ম এতটুকু খাট হবে।

କିମ୍ବାମତ ଦିବସେର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ ହାଜାର ବର୍ଷ, ନା ପକ୍ଷାଶ ହାଜାର ବର୍ଷ? ଆମୋଡ଼ ଆମାତେ କିମ୍ବାମତ ଦିବସେର ପରିମାଣ ପକ୍ଷାଶ ହାଜାର ବର୍ଷ ଏବଂ ସୁରା ତାନୟୀଲେର ଆମାତେ ଏକ ହାଜାର ବର୍ଷ ବଳୀ ହସ୍ତେଛେ। ଆମାତିଟି ଏହି :

অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। আহত উভয় আঘাতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোক্ত হাদীস মূলে এবং জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দিনের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফিরদের অন্য পক্ষাল হাজার বছর এবং মুমিনদের অন্য এক নামা-দের শুরাজের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাফিরদের বিভিন্ন দর থাকবে। সঞ্চত কেবল কোন দিনের অন্য এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখরাজদের সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। অস্থিরতা ও কল্পের এক ঘণ্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী অনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়।

যে আঘাতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আঘাতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তৎসীরে মাঝারীতে বলা হয়েছে, এই আঘাতে পার্থিব একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরা-ইল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে মাতাজাত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষে অতিক্রম করে এক হাজার বছর লাগত। কেবল সহীহ হাদীসে বলিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচশ বছরের ব্যবধান আছে। অতএব পাঁচশ বছর নিচে আসার এবং পাঁচশ বছর উর্ধ্ব গমনের ক্ষেত্রে যৌটি এক হাজার বছর মানুষের গতির দিকে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দূরত খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সুরা তানহীজের আঘাতে পার্থিব হিসাবেই ‘একদিন’ বলিত হয়েছে এবং সুরা-মাঝারিজে কিয়ামতের দিন বিখ্যুত হয়েছে, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন জোকের অন্য তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরাগ অনুভূত হবে।

نَهْمٌ هُرْوَنْ بِعِدَّا وَفَرَأَةٌ قَرِيبًا

—এখানে স্থান ও কানের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবতিতা বোঝানো হয়েছে। আঘাতের অর্থ এই যে, তারা কিয়ামতের বাস্তবতা—বরং সম্ভাব্যতাকেও সুস্থৱ গর্বাহত মনে করে আর আবি দেখছি যে, এটা মিলিত।

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يَبْصِرُ وَنَهْمٌ

শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও অক্ষতিম বক্ষ। কিয়ামতের দিন কোন বক্ষ বক্ষকে জিজাসা করবে না—সাহায্য করা তো দূরের কথা। জিজাসা না করার কারণ সামনে না থাকা নয় বরং আঘাতের ক্ষেত্রে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যক্ত থাকবে যে, কেউ অপরের কল্প ও সুখের প্রতি ঝুঁকেগ করতে পারবে না।

أَنْهَا لَظِيٌ نِزَاعَةٌ لَشْوِيٌ

—এর ব্যবচ্ছেন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। অর্থাৎ

জাহাজামের অধি একটি প্রস্তাবিত অশ্বিনিধি হবে, যা মস্তিষ্ক অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেজাবে।

—نَدْعُوا مِنْ أَدْبَرِهِ تَوْلِي وَجْهٍ فَأَوْعِي—
এই অধি নিজে সেই ব্যক্তিকে

ডাকবে, যে সতোর প্রতি পৃষ্ঠপুর্ণ করে, বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পুঁজীভূত করে এবং তা আগলিয়ে রাখে। পুঁজীভূত করার অর্থ আবেধ পছাড় পুঁজীভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ করব ও উন্নাজিব হক আদায় মা করা। সহীহ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

—إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلْوَعًا—
এর শাবিদিক অর্থ লোভী, অধৈর্য,

তৌর ব্যক্তি। হঘরত ইবনে আব্দুস (রা) বলেন : এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধনসম্পদের মোত্ত করে। সারীদ ইবনে মুবারক (রা) বলেন : এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাডিজ বলেন : এর অর্থ সংকীর্ণযন্ত্রণাধৈর্যহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। যতৎ কোরআনের ভাষায় **هَلْوَعٌ** শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রথম যে, যখন তাকে স্তুতিটৈ করা হয়েছে দোষহৃত অবস্থার, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয় ? জওয়াব এই যে, এখানে মানব-বৃত্তাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আলাহ তা'আলা মানব-বৃত্তাবে সৎ কাজের প্রতিভাও নিহিত রয়েছেন, তাকে ভান-গরিমাও দান করেছেন। কিন্তু এবং রসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক ভাজ-মন্দ কাজের পরিপন্থিত বলে দিয়েছেন। মানুষ দ্বেষ্হার মন্দ উপকরণ অবলম্বন করে এবং দ্বেষ্হার মন্দ কর্মের কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। জন্মলগ্নে পচ্ছিত মন্দ উপকরণের কারণে অপরাধী হয় না। **هَلْوَعٌ** শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআন পাক দ্বেষ্হাদীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে :

—إِنَّ مَسَةَ الشَّرِّ جُزٌّ وَإِنَّ مَسَةً التَّحِيرِ مِنْهَا—
অর্থাৎ মানুষ এত

তৌর ও বে-সবর যে, যখন সে কোন দুঃখ-কল্পের সত্যুর্ধীন হয়, তখন হাহতাশ করে করে দেখে। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শাস্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে শরীরাতের সীমার বাইরে হাহতাশ বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে করব ও উন্নাজিব কর্তব্য পালনে স্তুতি বোঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ অভ্যাস থেকে সৎকর্মী মু'মিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে তাদের সৎ ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম **مُكَفَّلُونَ** । থেকে করে করে

পর্যবেক্ষণ বলিত হয়েছে। এখানে **مُكَفَّلُونَ** শব্দ বলে সুবিধের ইলিত করা হয়েছে যে, নামাব মু'মিনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। বারা নামাবী, তারাই মু'মিন বলার ফোগা

হতে পারে। অতঃপর তাদের শুনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **أَلَذِينَ قُمْ عَلَىٰ**

مَلَأَتْهُمْ بِالْمُؤْنَ —অর্থাৎ যে নামায়ী তার সমষ্টি নামায়ে নামায়ের দিকেই মনোযোগ নিবন্ধ রাখে, এদিক-সেদিক তাকায় না। ইমাম বগাড়ী (র) বলিত হেওয়ায়েতে আবুল ধারর বলেন : আমি সাহাবী হয়রত ওক্বুরা ইবনে আয়ের (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই বে, যারা সর্বকগ নামায পড়ে? তিনি বললেন : না, এই অর্থ নয় বরং উদ্দেশ্য এই বে, যে বাস্তি কর থেকে শেষ পর্যট নামায়ের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং তানে-বামে ও আগেপিছে তাকায় না। অতঃপর **وَالَّذِينَ قُمْ عَلَىٰ مَلَأَتْهُمْ حَنْ**

فَلَعْنَاقَ نَظَرُونَ বাক্যে নামায ও নামাযের আদবসমূহের প্রতি ঘৃণ্বান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরুজ্জি নেই। এর পরে উল্লিখিত শুমিনদের শুণাবলী প্রায় তাটি, বা সুরা মু'মিনুনে বলিত হয়েছে।

যাকাতের পরিমাণ আঞ্চাহুর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তা হ্যাসরাতি করার ক্ষমতা আরও নেই : **وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَنْ مَعْلُومٌ** —এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যাকাতের পরিমাণ আঞ্চাহুর তা'আজার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছ থেকে সহীহ হাদীসসমূহে বলিত আছে। তাই যাকাতের বেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আঞ্চাহু তা'আজার পক্ষ থেকে ছিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذِكْرِ فَإِذَا رَأَى هُنَّ الْعَادُونَ —এর পূর্বের আয়াতে যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা ভৌ ও যাজিকানাধীন বাঁদী উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হস্তমেধুন করা হারায় : অধিকাংল কিবাহিদ হস্তমেধুনকেও উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত করে হারায় সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জুরায়জ বলেন : আমি হয়রত আতাকে ও সল্পকে প্রত করলে তিনি শক্রাহ বললেন। তিনি আরও বললেন : আমি শুনেছি, হাশেরের মহাদানে কিছু এমন জোক আসবে, যাদের হাত গর্জবতী হবে। আমার মনে হচ্ছ এরাই হস্তমেধুনকারী। হয়রত সাফীদ ইবনে মুবায়ির (রা) বলেন : আঞ্চাহু তা'আজা এমন এক সংস্কারের উপর আয়াব নাথিল করেছেন, যারা হস্তমেধুনে জিপ্ত ছিল।

এক হাসৌসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : مَلِعُونٌ مِنْ نَكْحٍ بِدَهْ—অর্থাৎ সেই বাত্তি
অভিশপ্ত, যে হাতকে বিবাহ করে। এই হাসৌসের সবদ অশ্বাহ।—(মাঝহারী)

وَالَّذِينَ هُمْ :
সব আল্লাহর হক ও সব বাস্তার হক আয়াতের অঙ্গত্ব :

مَا نَأْتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَأْمُونَ—এই আয়তে আয়াতে শব্দটি বহুচনে ব্যবহার করা
হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও তন্মুপ করা হয়েছে। আয়াতটি এই : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
করা হয়েছে যে, আয়াতে বহুচন ব্যবহার করে ইঞ্জিত

করা হয়েছে যে, আয়াতে কেবল সেই অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপান
করে বরং যেসব ওয়াজিব হক আদায় করা আপনার দায়িত্বে করুন, সেগুলো সবই আয়া-
ত। এগুলোতে ভুক্তি করা খিয়ানত। এতে নামায, রোধা, হজ্র, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহর
হকক দাখিল আছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক আপনার উপর ওয়াজিব
করা হয়েছে অথবা কোন মেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে আপনি যেসব হক নিজের উপর
ওয়াজিব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় করা ফরয় এবং এতে
ভুক্তি করা খিয়ানতের অঙ্গত্ব।—(মাঝহারী)

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ—এখানেও শাহাদত শব্দটিকে বহুচন
আনার কারণে ইঞ্জিত পাওয়া যায় যে, 'শাহাদত' তথা সাজ্জোর অনেক প্রকার আছে এবং
প্রত্যেক প্রকার সাজ্জ্য কার্যের রাখা ওয়াজিব। এতে ঈমান, তওহীদ ও রিসালতের সাজ্জ্য ও
দাখিল এবং রমবানের চাঁদ, শরীয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক মেনদেনের সাজ্জ্য ও
দাখিল আছে। এসব সাজ্জ্য গোপন করা ও এতে কমবেশী করা হারায়। বিশুদ্ধভাবে
এগুলোকে কার্য করা আয়াত দৃষ্টে করুন।—(মাঝহারী)

سورة نوح

সূত্র সূত্র

মঙ্গল অবগীর্ষ : ২৮ আশাত, ২ জুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمٍ أَنْ أَنذِرْنِي قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
 حَذَابُ الْيَمِينِ ۝ قَالَ يَسْأَلُونَهُ أَنِّي لَكُمْ بَشِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَنِّي أَغْبَلُوكُمْ
 وَأَنْقُوهُمْ وَأَطْبِعُونِي ۝ يَعْرِفُنِي لَكُمْ مِّنْ دُولَتِكُمْ وَيُؤْخِرُوكُمْ إِلَى أَجَلٍ
 مُّسَمًّى ۝ إِنَّمَا أَنِّي أَنذِرُكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ قَالَ
 رَبِّي إِنِّي دَعَوْتُ فَوْجًا لِيَلْأَوْهَا إِلَيَّ ۝ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤِي إِلَّا
 فَرَأَرُوا ۝ وَلَمَّا كُلِّيَّ دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي
 أَذْانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا شَيَّابَهُمْ وَأَصْرَفُوا وَاسْتَكَبَرُوا اسْتَكَبَرَانِي ۝ ثُمَّ رَأَيْتُ
 دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ أَخْلَقْتُهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝
 فَشَلَّتْ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ۝ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ۝ يُرِيدُ اللَّهُمَّ عَلَيْنِكُمْ
 مِّنْ دَارَادًا ۝ وَمِنْ دَكْرِ يَأْمُوَالِ ۝ وَبَزَيْنَ ۝ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَثَثَتْ وَيَجْعَلُ
 لَكُمْ أَنْهَرَاتْ مَا الْكُمْ لَا تَرْجُونَ ۝ لَيْلَةَ وَقَارَاءَةَ ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝
 أَفَلَا تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَابًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي سَمَاءٍ
 نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝ وَاللَّهُ أَنْهَى كُلَّ هُنْدَنَ الْأَرْضِ بَيْانًا ۝ ثُمَّ

**يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِحْرَاجًاٌ ۚ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
بِسَاطًاٗ لِتَسْكُنُوا مِنْهَا سُبْلًا فِي جَاجَاتٍ ۚ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ
عَصُونِي وَإِنَّهُمْ مِنْ لَئِنْ يَرِدُهُ مَالُهُ وَوَلْدُهُ إِلَّا خَسَارًاٗ ۚ
وَمَكْرُؤُ امْكَرًا كَبَارًاٗ وَقَالُوا لَا تَدْرُنَ الْفَتَحَكُمْ وَلَا تَدْرُنَ
وَدًا وَلَا سَوَاعَةً وَلَا يَغُوثَ وَيَعْوَثَ وَنَشَرًاٗ وَقَدْ أَضَلُّوا
كَثِيرًاٗ وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًاٗ مِنَّا حَطَّيْتُهُمْ
أَغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًاٗ فَلَمَّا يَعْدُوا لَهُمْ قُنْ دُونِ اللَّهِ
أَنْصَارًاٗ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَدْرُنَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفَّارِينَ
دَيَارًاٗ إِنَّكَ إِنْ تَدْرُهُمْ بِعِصْلَوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا
فَإِحْرَارًا كَفَارًاٗ رَبِّ اغْفِرْنِي لِوَالدَّى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًاٗ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَأً ۖ**

পরম কর্মান্বয় ও আসীম মস্জিদাবান আলাহুর নামে শুভ্র

- (১) আমি মুহূকে প্রেরণ করেছিলাম তার সংপ্রদায়ের প্রতি একথা বলে : আমি তোমার সংপ্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি যর্মন্দুস শান্তি আসার আশে ; (২) সে বলে : হে আমার সংপ্রদায় ! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ক করো। (৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আলাহুর ইবাদত কর, তাকে তর কর এবং আমার আনুসত্ত কর। (৪) আলাহু তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং বিদিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। বিন্দুয় আলাহুর বিদিষ্টকাল যখন উপর্যুক্ত হবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে ! (৫) সে বলে : হে আমার পাইলনকর্তা ! আমি আমার সংপ্রদায়কে দিবারাত্তি দাওয়াত দিয়েছি ; (৬) কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পরামর্শকেই ঝুঁকি করেছে। (৭) আমি ঘটবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তার্য কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখ্যঙ্গে ব্যাহৃত করেছে, জেন করেছে এবং থুব উচ্ছতা প্রদর্শন করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকালে দাওয়াত দিয়েছি, (৯) অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিয়ারে বলেছি। (১০) অতঃপর বলেছি : তোমরা তোমাদের পাইলনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অভ্যন্ত ক্ষমাশীল। (১১) তিনি

তোমাদের উপর আজপ্রকল্পিতধারা হচ্ছে মিবেন।' (১২) তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্তি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রক্রিয়াজ করবেন। (১৩) তোমাদেরকে কি হল যে, তোমরা আজ্ঞাহ্র প্রেরণ আশা করছ না। (১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি কক্ষ কর না যে, আজ্ঞাহ্র কিভাবে সম্পত্তি আকাশ ভারে ভারে সৃষ্টি করেছেন (১৬) এবং সেখানে চতুরে রেখেছেন আলোরপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে (১৭) আজ্ঞাহ্র তোমাদেরকে ঘৃতিকা থেকে উৎপন্ন করেছেন। (১৮) অতএগর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুৎপন্ন করবেন। (১৯) আজ্ঞাহ্র তোমাদের জন্য ঘৃতিকে করেছেন বিছানা (২০) যাতে তোমরা চোকেরা কর প্রশংসন পথে। (২১) নৃহ বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়ের আমাকে আমান করেছে আর অনুসরণ করছে এমন মৌককে, আর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্তি কেবল তার ক্ষতিই হচ্ছি করছে। (২২) আর তারা ভয়ানক চৰকৃত করছে। (২৩) তারা বলল : তোমরা তোমাদের উপাসনাদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াওছ, ইয়াউক ও বসরাকে। (২৪) অথচ এরা আনেককে পথঙ্গলট করেছে। অতএব আপনি জালিয়দের পথঙ্গলটাই বাঢ়িয়ে দিন। (২৫) তাদের মোনাহ সমৃহের দরজন তাদেরকে নিয়জিত করা হয়েছে, অতএগর দাখিল করা হয়েছে জাহাজারে। অতএগর তারা আজ্ঞাহ্র ব্রাতৌত কাউকে সাহায্যকারী পারিনি। (২৬) নৃহ আরও বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাহিনির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (২৭) যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বাস্তাদেরকে গঠঙ্গলট করবে এবং জন্ম দিতে আকরে কেবল পাপাচারী, কাহিন। (২৮) হে আমার পালনকর্তা ! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, আরা মু'মিন হয়ে আমার পৃহে প্রবেশ করে —তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালিয়দের কেবল ধৰ্মসই হচ্ছি করুন।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নৃহ (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি (পম্পম্পর করে) প্রেরণ করেছিলাম একব্যাবলে : তুমি তোমার সম্প্রদায়কে (কুফরের শাস্তি থেকে) সতর্ক কর তাদের প্রতি মর্মঙ্গল শাস্তি আসার আগে (অর্থাৎ তাদেরকে বলল : আজ্ঞাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে মর্মঙ্গল শাস্তি তোগ করতে হবে—দুনিয়াতে যাহাপ্রাবন কিংবা পর্বকালে জাহাজাম) সে (তার সম্প্রদায়কে) বলল : হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ক-কারী। (আমি বলি :) তোমরা আজ্ঞাহ্র ইবাদত কর (অর্থাৎ তওহীদ অবস্থন কর), তাঁকে ক্ষম কর এবং আমার কথা মান্য কর। তিনি তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে নিদিলট (অর্থাৎ হাতুর) সময় পর্যন্ত (বিনা শাস্তিতে) অবকাশ দিবেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন না করলে হাতুর পূর্বে যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়, বিশ্বাস স্থাপন করলে তা আসবে না। এছাড়া হাতুর তো) আজ্ঞাহ্র নির্ধারিত সময় (আছে) মধ্যে (তা) আসবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ হাতুর আগমন সর্বাবস্থায় জরুরী—ইমান অবস্থায়ও,

কুকুর অবস্থায়ও। কিন্তু উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক অবস্থায় পরবর্তীর আয়ার ছাড়া দুরিয়াতেও আয়ার হবে এবং এক অবস্থার উভয় জাহানে আয়ার হেকে নিরাপদ থাকবে। ধূম চমৎকার হত যদি তোমরা (এসব বিষয়) বুঝতে। (মধ্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এসব উপদেশ সম্প্রদায়ের উপর কেবল প্রভাব বিস্তার করতে পারল মা, শখন) মৃহ (আ) দোকা কলজেন : হে আয়ার পাইনকণ্ঠ। আমি আয়ার সম্প্রদায়কে সিনরায়ি (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আয়ার দাওয়াত তাদের পক্ষায়নকেই রাখি করোছে। (পক্ষায়ন এভাবে করেছে) আমি হতবারই তাদেরকে (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি, যাতে (ইয়ানের কানাপে) আগমি তাদেরকে কঢ়া করেন, ততবারই তোরা কানে অনুলিপি দিয়েছে (যাতে সত্য কথা কানে প্রবেশও না করে; এটা চরম ঘৃণা)। মুগ্ধমণ্ড বজ্রাহৃত করেছে যাতে সত্য ভাবপ্রদাতা দেখাও না যাই এবং সে-ও তাদেরকে না দেখে (তোরা কুকুরে) জেদ করেছে এবং (আয়ার আনুগত্যের প্রতি চরম উজ্জ্বল প্রদর্শন করেছে)। অতঃ-পর (এই উজ্জ্বল সন্তোষ আমি বিভিন্নভাবে উপদেশ দিতে থাকি। সেবতে) আমি তাদেরকে উচ্চকল্পে দাওয়াত দিয়েছি (অর্থাৎ সাধারণ বজ্রতা ও গুরাব করেছি, যাতে বজ্রাবতই আগুনাজ উচ্চ হয়ে থার)। অতঃপর আমি তাদেরকে (বিশেষ সংজ্ঞানসংরক্ষণ) দৌৰণ-সহকারে বুঝিয়েছি এবং গোপনে তুপিসারে বলেছি। (অর্থাৎ সঞ্চাল সব পক্ষায়ই বুঝিয়েছি। এ বাপারে) আমি বলেছি : তোমরা তোমাদের পাইনকণ্ঠার কঢ়া প্রার্থনা কর (অর্থাৎ ঈয়াম আন, যাতে গোনাহ করা হয়)। তিনি অভ্যন্ত কঢ়াপীজ। (তোমরা ঈয়াম আবশে পাইনকৌবিক নিয়ামত কঢ়া ছাড়া তিনি ঈহমৌকিক নিয়ামতও দান করবেন। সেবতে) তিনি তোমাদের উপর জজ্ঞ স্থিতিধারা প্রেরণ করবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান ছাগন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালী প্রবাহিত করবেন। (অধিকাংশ যন মগন ও প্রতি নিয়ামত অধিক তরব করে, তাই এসব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। হয়রত কাতারাহ (রা) বলেন : তোরা সংসারের প্রতি তোড়ি ছিল, তাই এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাদেরকে আরও বলেছি :) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আজ্ঞাহৰ মাছাঙ্গো বিছাসী হচ্ছ না। অথচ (প্রেরণে বিছাসী হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে। তা এই যে) তিনি তোমাদেরকে আমাভাবে স্থিত করেছেন। উপাদান-চতুর্ভুজ দ্বারা তোমাদের খাদ্য, খাদ্য থেকে বীর্য, বীর্য থেকে জ্যাট রস্তা, মাংসপিণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় অভিক্রম করে তোমরা পরিপূর্ণ মামুব হয়েছে। এটা মানবসন্তোষ প্রয়াপ, অতঃপর বিপ্রচরাচরের প্রয়াপ বাধিত হচ্ছে ; তোমরা কি জক্ষ কর না বৈ, আজ্ঞাহ তা'আলা কিভাবে সম্পত্ত আকাশ করে করে স্থিত করেছেন এবং তথায় চজ্ঞকে রেখেছেন আলোরাপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরাপে? আজ্ঞাহ তা'আলা তোমাদের স্থিতিকা থেকে উন্মুক্ত করেছেন। (হয় এভাবে যে, হয়রত আদম [আ] স্থিতিকা থেকে স্থিত হয়েছে, বীর্য খাদ্য থেকে, খাদ্য উপাদান-চতুর্ভুজ থেকে এবং উপাদান-চতুর্ভুজের মধ্যে স্থিতিকা এবল)। অতঃপর তাতে (মৃত্যুর পর) কিরিয়ে নিবেন এবং (কিয়ামতে) আবার (স্থিতিকা থেকে) পুনরুপিত করবেন। আজ্ঞাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তৃষ্ণিকে বিছানা (সদৃশ) করেছেন, যাতে তোমরা তার প্রশংস্ত পথে চলাক্ষেত্র কর। (এসব কথা মৃহ [আ] আজ্ঞাহ তা'আলার কাছে

করিয়াদ করে বলাজেন। অবশ্যে) নৃহ (আ) বলজেন : হে আমার পাইনকর্তা, তারা আমাকে আমান্য করছে আর এমন দোকনের অনুসরণ করছে, শাদের ধনসম্পদ ও সত্ত্বান সত্ত্বতি কেবল তাদের ক্ষতিই হবি করছে, (এখানে সত্ত্বারের অনুসৃত সরদারবর্গ বোধানো হয়েছে। এই সরদারদের ধনসম্পদ ও সত্ত্বান-সত্ত্বতি তাদের অবাধ্যতার ক্ষরণ ছিল। ক্ষতি করা এই অর্থেই বলা হয়েছে। তাদের অনুসৃত সরদারব্রাহ্মণ যারা (সত্ত্বাকে গিট্ট-নোর কাজে) ডফানক চক্রাঞ্চ করেছে। তারা (অনুসারীদেরকে) বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাসনদেরকে কখনও ত্যাগ করো না এবং (বিশেষভাবে) ত্যাগ করোনা গুরুদ, সুয়া, ইয়াগু, ইয়াউক ও নসরকে (সমাধিক প্রসিদ্ধির কারণে এসব দেবদেবীর মাঝ বিশেষভাবে উৎসুখ করা হয়েছে)। এরা অনেককে পৃথিবীর করেছে। (এই পথচর্চট করাই ছিল ডফানক চক্রাঞ্চ।

আপনার বক্তব্য নৃহ মুক্তি আর মুক্তি থেকে আমার বুঝতে বাকী
নেই যে, এরা ঈমান আনবে না। তাই দোষা করি) আপনি এই জালিমদের পথচর্চটা আরও বাড়িয়ে দিন, (যাতে ওরা খৎস হওয়ার হোগ পান্ত হয়ে যায়। এ থেকে আনা গেল যে, দোষার উদ্দেশ্য অধিক পথচর্চটা নয় বরং খৎসের যোগ্য পান্ত হওয়ারই দোষা করা হয়েছে। ওদের শেষ পরিপতি এই হয় (যে) ওদের এসব গোনাহ্র কারণেই তাদেরকে নিয়জিত করা হয়েছে, অতঃপর (অর্থাৎ নিয়জিত করার পর) জাহারামে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা আজাহ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পারানি। নৃহ (আ) আরও বলজেন : হে আমার পাইনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাহিন পৃথিবীকে রেহাই দিবেন না, (বরং সবাইকে খৎস করে দিন। অতঃপর এর কারণ বণিত আছে) আপনি যদি ওদেরকে রেহাই দেন, তবে (—নৃহ—বক্তব্য অনুযায়ী) তারা আপনার বাসা-
দেরকে পথচর্চট করবে এবং (পরেও) তাদের কেবল পাপাচারী ও কাহিন সত্ত্বানই জন্মগ্রহণ করবে। (কাহিনদের জন্য বদদোয়া করার পর মু'মিনদের জন্য নেক দোষা করজেন :) হে আমার পাইনকর্তা ! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, শারা মু'মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাদেরকে (অর্থাৎ ত্রু ও পুরু কেনান ব্যতীত পরিবার-পরিজনকে) এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন। (এখানে উদ্দেশ্য যেহেতু কাহিন-দের জন্য বদদোয়া ছিল, তাই পরিশেষে আবার বদদোয়াই করা হচ্ছে) এবং জালিম-দের খৎস আরও বাড়িয়ে দিন। [অর্থাৎ ওদের উচ্চারের যেন কোন উপায় না আকে এবং খৎসই যেন প্রাপ্ত হব। এই দোষার আসল উদ্দেশ্য এটাই ছিল। বাহ্যত জানা যায় যে, নৃহ (আ)-র পিতামাতা মু'মিন হিলেন। এর বিপরীত প্রমাণিত হলে দুরবর্তী পিতৃ ও মাতৃপুরুষ বুঝানো হবে]।

আনুবাদিক ভাব্য বিষয়

—يَغْفِرُ لَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ— অবাস্থাতি আরশ কলক অর্থ তাপম করার

জন্য ব্যবহার হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কর্তৃক গোনাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর হক সম্পর্কিত গোনাহ্ যাক হয়ে যাবে। কেননা, বাস্তুর হক যাক হওয়ার জন্য ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে, যেমন আধিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা যাক নিতে হবে, যেমন যুখে কিংবা হাতে কাউকে কল্প দেওয়া।

হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আনলে পূর্ববর্তী সব গোনাহ্ যাক হয়ে যাব। এতেও বাস্তুর হক আদায় করা অথবা যাক নেওয়া শর্ত। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আয়াতে ১৩০ অব্যাক্তি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ্ যাক হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে উল্লিখিত শর্তটি অপরিহার্য।

وَإِنْ خَرَّمَ إِلَى أَجْلٍ مُسْمِيٍ—أَجْلٌ مُسْمِيٍ—

এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ বয়সের নিদিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোন পার্থিব আয়াবে ধ্বংস করবেন না। এর সারামর্ম এই দাঁড়ায় যে, ঈমান না আনলে নিদিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমাদেরকে আয়াবে ধ্বংস করে দেওয়ারও আশীর্বাদ আছে। বয়সের নিদিষ্ট মেয়াদের আগে যাবে এবং শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণগত তার বয়স আশি বছর হবে এবং না করলে যাটি বছর বয়সেই মৃত্যুযুগে পতিত হবে। এমনিভাবে অক্তৃত্ততার কাজে বয়স হ্রাস পাওয়া এবং ক্রতৃত্ততার কাজে বয়স বৃদ্ধি পাওয়াও সম্ভবপর। পিতা মাতার আনুগত্য ও সেবা-যত্ত্বের ফলে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

আনুবোর বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত জালাইচনীঃ তফসীরে যায়হারীতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ তকদীর দুই প্রকার—১. চূড়ান্ত অকাট্য এবং ২. শর্তযুক্ত। অর্থাৎ জওহে আহ্কুমে এভাবে লিখা হয়ে যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণগত যাটি বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পক্ষাশ বছর বয়সে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। বিভীষণ প্রকার তকদীরে শর্তের অনুপস্থিতিতে পরিবর্তন হতে পারে।

উভয় প্রকার তকদীর কোরআন পাকের এই আয়াতে উল্লিখিত আছে।

وَمَنْ يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَمَنْ يَعْلَمُ فَأُمُّ الْكِتَابِ—

আহ্কুমে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে থাকেন এবং তাঁর কাছে রয়েছে আসল কিত্তাব। ‘আসল কিত্তাব’ বলে সেই কিত্তাব বুবানো হয়েছে, যাতে অকাট্য তকদীরে লিখিত আছে। কেননা, শর্তযুক্ত তকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্ত পূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তকদীরে অকাট্য ফসলালা লিখা হয়।

হয়রত সালমান ফারসীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

— لَا يُرِدُ الْقَضَايَا لَا الْمَعْلُوفَ فِي الْعُمُرِ لَا الْبَرِ

ব্যতীত কোন কিন্তু আল্লাহর ক্ষমসামা রোধ করতে পারে না এবং পিতৃস্মানক বাধ্যতা ব্যতীত কোন কিন্তু বয়স রুক্ষ করতে পারে না। এই হাদীসের অঙ্গের এটাই হে, শর্তবৃক্ত তকদীরে এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সার কথা, আয়াতে বিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়াকে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে শর্তবৃক্ত তকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ, তা'আলা হয়ত নৃহ (আ)-কে এ সম্পর্কে তান মান করে থাকবেন। এ কারণে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আমলে আল্লাহ, তা'আলা তোমাদের জন্য যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আল্লাহর আয়াব তোমাদেরকে খৎস করে দিবে। এমতাবস্থার পরকালের আয়াব ভিত্তি হবে। অতঃগর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও চিরতরে যৃত্য থেকে রক্ষা পাবে না বরং অকাট্য তকদীরে তোমাদের যে বয়স নির্ধিত আছে, সেই বয়সে যৃত্য আসা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ, তা'আলা আইয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চর্যাচরকে চিরস্থায়ী করেন নি এখানকার প্রত্যেক বস্তু অবশ্যই খৎসপ্রাপ্ত হবে। এ তে ঈমান ও আনুগত্য এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোন পার্থক্য হয় না।

أَنْ أَجَلَ اللَّهُ أَذْلَى جَاهَلَ لَا يُؤْتُ خَرْ

অতঃগর স্বজাতির সংশোধন ও ঈমানের জন্য নৃহ (আ)-র বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিরামহীন-ভাবে নিম্নোক্ত থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করার বিজ্ঞারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সম্প্র জাতির নিমজ্জিত হওয়ার কথা বলিত হয়েছে।

হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বলিত আছে: নৃহ (আ) চরিষ বছর বয়সে নবুঘত লাঙ্ক করেন এবং কোরআনের বর্ণনা অনুৰোধী তাঁর বয়স পঞ্চাশ কয় এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুন্দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও চেল্টায় ক্ষান্ত হননি এবং কোন দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধি নির্বাচনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সকল করেন।

হাস্থাক হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন: তাঁর সম্প্রদায়ের প্রাহ-রের চেতে তিনি অচেতন হয়ে থাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কবলে জড়িয়ে গৃহে রেখে দেত। তারা মনে করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন শখন চেতনা ক্ষেত্রে আসত, তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন এবং প্রচারকার্যে আগ্নিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবাইদ ইবনে আস-রেলী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর পলা টিপে দিত; কলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন। পুনরাক চেতনা ক্ষেত্রে এসে তিনি এই দোষা করতেন: أَغْفَرْ لِقَوْمٍ أَنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ—১৩—

পাশবকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। কারণ, ওরা অবৃত। তাদের এক পুরুষের ইমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি বিভীষ পুরুষের ইমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। বিভীষ পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্য-পালনে অশঙ্খ থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুকূলিক বয়স হয়রত নূহ (আ)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। তিনি মো'জেরা হিসেবে দীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অভিজ্ঞান হতে থাকে এবং প্রত্যেক উভয়েও পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দৃষ্টিমতি প্রয়োগ পেশ করলেন এবং কথন : আমি ওদেরকে দিবা-রাত্রি দলবক্তব্যে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশে ও সংপোগে—সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আমার চেষ্টা করেছি। কখনও আয়াবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও আমাতের নিয়ামতরাজির মৌজ দেখিয়েছি। আরও বলেছি—ইমান ও সৎ কর্মের বরকতে আজাহ্ তা'আলা তোমদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও আচ্ছন্ন দান করবেন এবং কখনও আজাহ্ কুদরতের নির্দশনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করল না। অপর দিকে আজাহ্ তা'আলা হয়রত নূহ (আ)-কে বলে দিলেন : আপনার সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ইমান ছিলেন, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ইমান আনবে না।

اَنْ لَمْ يُرِيْ مِنْ قُوْمٍ اَمْ مِنْ قَوْمٍ كَمْ اَمْ مِنْ قَدْ أَمْنَى
আয়াতের মতনৰ তাই। এমনি নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌছে হয়রত নূহ (আ)-র মুখে বদদোয়া উচ্চারিত হল। কলে সমগ্র সম্প্রদায় নিয়জিত ও ধৰ্মস্প্রাপ্ত হল। তবে মু'যিনগপ রক্ত পেল। তাদেরকে একটি জনহানে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে নূহ (আ) তাদেরকে আজাহ্ তা'আলার কাছে ইস্তেগফার অর্থাৎ ইমান এনে বিপত্তি গোনাহের জন্য ক্ষমা আর্থনার মাওয়াত দেন এবং এর পাথির উপকার এই বর্ণনা করেন যে,

رَسِّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَدَّارًا وَبِعْدَ دِكْمٍ بِإِسْوَالٍ وَبَدْنَى—এথেকে

অধিকাংশ আলিম বলেন যে, গোনাহ থেকে তওবা ও ইস্তেগফার করলে আজাহ্ তা'আলা যথাস্থানে হাতিট বর্ষণ করেন, দুভিক্ষ হতে দেন না এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্তানিতে বরকত হয়। কোথাও কোন ক্ষমস্যের কারণে বিলাঙ্গণ হয় কিন্তু তওবা ইস্তেগফারের কলে পাথির বিপদাপদ দূর হয়ে সাওয়াই সাধারণ যানুয়ের জেতে আজাহ্ প্রচলিত রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

—اَلَّمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاً وَأَتْ طَبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا

এই আয়াতে তওবাদ ও কুদরতের প্রয়াগাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সংত আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চতুর আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কথা বাস্ত করা হয়েছে।

এতে **فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا** বজায় রাখ্যাত হোমা থাক যে, চক্র আকাশগাত্রে অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক পরেষপা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এর বিপরীতে জামা যায় যে, চক্র আকাশের অনেক নিচে যথাদূরে অবস্থিত। এ সম্পর্কে সুরা কোরআনের **جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا** আঙ্গাতের তক্ষসীরে বিভিন্নিত আলোচনা করা হয়েছে।

সত্ত্বদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সিয়ে নৃহ (আ) আরও বলেন :

وَمَكْرُوا مَكْرُوا رَا—অর্থাৎ তারা তরানক বড়মত্ত করেছে। তারা নিজেরাতো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের শুঙ্গ ও দৃষ্টি মোকদ্দেরকেও নৃহ (আ)-র পিছনে লেগিয়ে দিত। তারা পরম্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, **لَا تَنْدَرْنَ وَدَلَا وَلَا سُوْعَادَا**

وَنَسْرَا—অর্থাৎ আমরা আমাদের দেবদেবী বিশেষত এই পাঁচজনের উপাসনা পরিভ্যাগ করব না। আঙ্গাতে উল্লিখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইহায় বগাড়ী বর্ণনা করেন, এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আঞ্চাহ্ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বাস্তা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হয়ন্ত আদম ও নৃহ (আ)-র আয়ের ঘোরাঘৰি। তাদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাদের ওকাতের পর ভক্তরা সুনীর্থকাল পর্যন্ত তাদেরই পদাক অনুসরণ করে আঞ্চাহ্ ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিন্তুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল : তোমরা যে সব যথাপুরুষের পদাক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের শৃতি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাঙ্গতা অঙ্গিত হবে। তারা শয়তানের ধোকা বুঝতে না পেরে যথাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনাজনের স্থান করল এবং তাদের স্মৃতি জাগান্ত করে ইবাদতে বিশেষ পুজুক অনুভূত করতে জাগল। এমতোবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুমিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ মন্তুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাই : তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোলা ও উপাস্য শৃতি ইই ছিল। তারা এই শৃতিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিহাপজ্ঞার সুচনা হয়ে গেল। উপরোক্ত পাঁচটি মৃতির মাহাত্ম্য তাদের অভৱে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারম্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَزِدُ النَّفَّالَ لِمَنِ اٰتَيْتُكُمْ — অর্থাৎ এই জাতিমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাঢ়িয়ে দিন। এখানে প্রয়োগ যে, জাতিকে সহ পথ প্রদর্শন করা গয়গজুরগণের কর্তব্য। নৃহ (আ) তাদের পথভ্রষ্টতার দোয়া করলেন কিভাবে? অওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নৃহ (আ)-কে আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের অধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। সে মতে পথভ্রষ্টতা ও কুকৰের উপর তাদের যুত্ত্বাবরণ নিশ্চিত ছিল। নৃহ (আ) তাদের পথভ্রষ্টতা বাঢ়িয়ে দেওয়ার দোয়া করলেন, যাতে সন্তরই তারা ধৰ্মস্পাপ্ত হয়।

مَنْ كَطَبِيَّا تَهِمُ اُغْرِقُوا وَ اُدْخُلُوا نَارًا — অর্থাৎ তারা তাদের গোমাহ অর্থাৎ কুকৰ ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহাত পরম্পর বিরোধী আঘাত হলেও আজ্ঞাহর কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলা বাহ্যিক, এখানে জাহানামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে কিয়ামতের হিসাব-নিকালের পর প্রবেশ করবে বরং এটা বরষ্ণনী অগ্নি। কোরআন পাই এই বরষ্ণনী অগ্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে।

কর্মের আঘাত কোরআন কারা প্রমাণিতঃ এই আঘাত থেকে জানা গেল যে, বরষ্ণন জগতে অর্থাৎ কর্মে বাস করার সময়ও যুতদের আঘাত হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, কর্মে যখন কু-কমীর আঘাত হবে, তখন সৎকর্মীরাও কর্মে সুখ ও নিয়ামত-প্রাপ্ত হবে। সহীহ ও মুতাওয়াতিয় হাদীসসমূহে কর্ম অভ্যন্তরে আঘাত ও সওয়াব হওয়ার বর্ণনা এত অধিক ও স্পষ্টতাবে উল্লিখিত আছে যে, অবীকার করার উপায় নেই। তাই এ বিষয়ে উচ্চতের ইঙ্গিমা হয়েছে এবং এটা স্বীকার করা আহজে সুষ্ঠত ওয়াগ জাহ্য-আতের আজ্ঞামত।

سورة الجن

সূরা জিন

মঙ্গল অবজীর্ণ: ২৮ আগস্ট, ২ ক্লক্স

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَوْسِي إِلَيْنَا أَنَّهُ أَسْمَمْ نَفْرَقَنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَيَغْنَاهُ قَزْانًا
 عَجَبًا ۝ يَهْدِي أَلَّا الرُّشْدِ قَامَتَا بِهِ ۝ وَلَنْ تُفْرِكَهُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝
 وَأَكَهُ تَعْلُلَ جَدَ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً ۝ وَلَا وَلَدًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ
 يَقُولُ سَيَغْنَاهُ عَلَيْهِ شَطَاطًا ۝ وَأَنَّا ظَنَنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ
 وَالْجِنُ عَلَيْهِ كَذِبًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْوِذُونَ
 بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا ۝ وَأَنَّهُمْ كَثُرُوا كَمَا ظَنَنَشُمْ أَنْ لَنْ
 يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝ وَأَنَّا لَمْ نَسْنَا الشَّيْءَ فَوَجَدْنَاهُ مُلْتَثَ حَرَسًا شَدِيدًا
 وَشَهِبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَّمْعِ ، فَمَنْ يَسْتَهِمْ
 الْأَنْ يَعْذِلَهُ شَهَابًا رَصَدًا ۝ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرْبَدٍ بِمَنْ فِي
 الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَوْبَرًا رَشَدًا ۝ وَأَنَّا مِنَ الظَّالِمُونَ وَمِنَ
 دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَابِقَ قَدَدًا ۝ وَأَنَّا ظَلَّنَا أَنْ لَنْ تَعْجِزَ اللَّهُ فِي
 الْأَرْضِ وَلَنْ تَعْجِزَهُ هَرَبًا ۝ كُوْ أَنَّا لَقَاسِمُنَا الْهُدَى أَمْتَابِهِ دَفَنَ
 يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا ۝ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ
 وَمِنَ الْقَسِطُونَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَعْرَفُوا رَشَدًا ۝ وَأَنَّا

الْقَسِطُونَ فَكَانُوا إِلَّا جَهَنَّمَ حَبَّابًا ۝ وَأَنَّ لَوْا سَقَامُوا عَلَى الظَّرِيقَةِ
 لَا سَقَيْنَاهُمْ مَا كُلُّهُ غَدَقًا ۝ لِتَفْتَهُمْ فِيهِ، وَمَنْ يَعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ
 يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَدَقًا ۝ وَأَنَّ الْمَسْجَدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
 أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ لَتَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بِدُعَوَةِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝
 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَا
 أَمْلِكُ لَكُمْ ضِئْلًا وَلَا رَشِيدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَكُنْ يُحِبِّنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُهُ
 وَلَكُنْ أَجَدَ مِنْ دُوِينَهِ مُلْتَحَدًا ۝ إِلَّا بَلْغًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ،
 وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ لَهُ نَارٌ جَهَنَّمُ خَلِيلُنَّ فِيهَا أَبْدَأَهُ
 حَقِّي إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفَ نَاسِرًا وَأَقْلَ
 عَدَدًا ۝ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبَ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَعْجَلُ لَهُ
 رَبِّي أَمَدًا ۝ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْنِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ
 ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
 خَلْفِهِ رَصِيدًا ۝ لَيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسْلَتَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطُ
بِهَا الدِّينُونَ وَأَخْصُونَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

সরল বর্ণনাপত্র ও অসীম সরাবাল আলাহুর নামে গুরু

- (১) বাতুন : আমার প্রতি উহী নাথিল করা যাবেছে বে, জিনেসের একটি সুল কোরআন প্রবল করেছে, অতঃপর তারা বলেছে : আমরা বিশ্বস্তকর কোরআন প্রবল করেছি, (২) যা সহ পথ প্রদর্শন করে। কলে আবরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আবরা কখনও আমাদের পোজনকর্তার সাথে কাটিকে শরীর করব না (৩) এবং আরও বিশ্বাস করি বে, আমাদের পোজনকর্তার যাহান অর্হাদী সবার উত্তোরে। তিনি কোন গৱী প্রশ়ল করেন নি এবং তার কোন সজ্ঞান নেই। (৪) আমাদের যথে বিবোধেরা আলাহু সম্মার্ক বাঢ়াবাপ্তির কথারাত্তি বলত। (৫) অথবা আবরা অন করতায়, মানুষ ও জিন কথমও আলাহু সম্মার্ক মিথ্যা

বলতে পারেন না। (৬) অনেক মানুষ অনেক জিন্ন-এর আশ্রয় নিত, করে তারা জিন্ন দের আস্তরিতা বাঢ়িয়ে দিত। (৭) তারা ধারণা করত, যেহেন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, শুভূর পর আজাহ্ কখনও কাউকে পুনরুপ্তি করবেন না। (৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতএব দেখতে পেরেছি যে, কর্তার প্রহরী ও উচ্চকাপিশ তারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন স্থানে সংবাদ প্রবাহণে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে কখনও উচ্চকাপিশকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। (১০) আমরা জানি না পৃথিবী-আসীদের অমর সাধন করা আজিল্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মরণ সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। (১১) আমাদের কেউ কেউ সং কর্ম পরামর্শ এবং কেউ কেউ এরপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিড়ত। (১২) আমরা বুকতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আজাহ্কে পরামু করতে পারব না এবং পরামুন করেও তাকে অগ্রারক করতে পারব না। (১৩) আমরা ব্যবহৃত নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিখ্যাস স্থাপন করবায়। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিখ্যাস স্থাপন করে, সে জোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করে না। (১৪) আমাদের কিছুসংখ্যক আজাহ্ এবং কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। শারা আজাহ্ হয়, তারা সহপথ বেছে নিয়েছে। (১৫) আর শারা অন্যায়কারী, তারা তো আহামামের ইচ্ছন। (১৬) আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা সদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিস্ত করতাম। (১৭) বাতে এ বাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে দেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আবাবে পরিচালিত করবেন। (১৮) এবং এই শুভাও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আজাহ্কে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আজাহ্ সাথে কাউকে ডেকোনা। (১৯) আর ব্যবহৃত আজাহ্ বাস্তা তাকে ডাকার জন্য দস্তায়মান হল, তখন অনেক জিন্ন তার কাছে ডিত জাগাই। (২০) বলুনঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনন্দন করার মালিক নই। (২১) বলুনঃ আজাহ্ করবল থেকে আমাকে কেউ রক্ত করতে পারবে না এবং তিনি ব্যাতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (২২) কিন্তু আজাহ্ র বালী গৌচুনো ও তার পরামাণ প্রচার করাই আবাবে কাজ। যে আজাহ্ ও তার রসূলকে অযান্ত করে, তার জন্য রয়েছে আহামামের অংশ। তথাক তারা চিরকাল থাকবে। (২৩) এখন কি ব্যবহৃত তারা প্রতিশূল শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্য-কারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম। (২৪) বলুনঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশূল বিষয় আসব না আবাবে পালনকর্তা এর জন্য কোন যোগাদ ছির করে রেখেছেন। (২৫) তিনি অদৃশের জানী। পরস্ত তিনি আদৃশ্য বিষয়ে কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। (২৬) তার মনো-ব্যাত রসূল ব্যাতীত। তখন তিনি তার অশ্র ও পশ্চাতে প্রহরী নিশুভ্র করবেন, (২৭) বাতে আজাহ্ জেনে নেন যে, রসূলপথ তাদের পালনকর্তার পয়সাচ গৌচুন্নেছেন কি না। রসূল-পথের কাছে যা আছে, তা তার জানপোচর। তিনি সবকিছুর সংযোগ হিসাব রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে মুহুজ : আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে কয়েকটি ঘটনা জানা দরকার। প্রথম ঘটনা এই : রসুলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত জাতের পূর্বে শয়তানরা আকাশে পৌছে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনত। রসুলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত জাতের পর উচ্চাপিণ্ডের যাধ্যামে তাদের পতিতোধ করা হল। এই অভিবিত ঘটনার কারণ অনুসঙ্গান করতে যেমন একদল জিন, রসুলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছেছিল। সুরা আহকাফে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় ঘটনা এই : মূর্খতা যুগে মানুষ সফরে থাকা অবস্থায় যখন কোন জন্মে অথবা বিজন প্রাতেরে অবস্থান করত, তখন জিন্দের সরদারের হিকায়ত পাওয়ার বিশ্বাস নিয়ে এই কথাখলো উচ্চারণ করত :

— ﴿مَنْ بَعْزِيزُهُ الْوَالِيٌّ مِنْ شَرِّ سُفَهَا﴾ قو مع

প্রান্তরের সরদারের আশ্রয় গ্রহণ করছি তার সম্প্রদায়ের নির্বোধ দুর্গতিদের থেকে। তৃতীয় ঘটনা এই : রসুলুল্লাহ (সা)-র বদোয়ার ফলে মুক্তায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চতুর্থ ঘটনা : রসুলুল্লাহ (সা) ইসলামের দাও-রাত শুরু করলে বিশেষ কাহিনীর তাঁর বিরুক্তে উর্ত পড়ে গেগে যায়। প্রথমোত্তম দুটি ঘটনা তফসীরে দুরুরে মনসুর থেকে এবং শেষোত্তম দুটি ঘটনা তফসীরে ইবনে কাসীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

আগমি (তাদেরকে) বলুন : আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিন্দের একটি দল কোরআন প্রবল করেছে, অতঃপর (অজাতির কাছে ক্রিএ পিয়ে) তারা বলেছে : আমরা এক বিষয়কর কোরআন প্রবল করেছি যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (বিষয়বস্তু দেখে কোরআন প্রতিপন্থ হয়েছে এবং মানব রচিত কালাম-সদৃশ নয় দেখে বিষয়কর প্রতিপন্থ হয়েছে)। আমরা (এখন থেকে) কখনও আবাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। (এটা 'বিশ্বাসস্থাপন করেছি' কথারই ব্যাখ্যা)। এবং (তারা নিম্নান্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরম্পরে আলাপ-আলোচনা করল) : আরও বিশ্বাস করিয়ে, আবাদের পালনকর্তার শান উর্ধে। তিনি কোন পর্যী প্রাই করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। (কেননা এটা শুভিপ্রতিভাবে অসম্ভব। এটা 'শরীক করব না' কথার ব্যাখ্যা)। আবাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা আজ্ঞাহ সম্পর্কে বাড়াবাঢ়ির কথাবার্তা নেন। (অর্থাৎ স্তু ও সন্তান-সন্ততি থাকা ইত্যাদি কথাবার্তা)। অর্থে আবাদ পূর্বে মনে করতাম মানুষ ও জিন্দের কখনও আজ্ঞাহ সম্পর্কে যিথ্যা কথা বলবে না। (কেননা, এটা চৰম ধৃষ্টিটা)। এতে তারা তাদের মূল্যবিকল্প ক্ষেত্রে অবস্থান করেছে। অর্থাৎ অধিকাঙ্গ জিন্দের মানব শিরক করত। এতে আবাদ মনে করলাম যে, আজ্ঞাহ সম্পর্কে এর অধিক শোক যিথ্যা বলবে না। সে অতে আবাদ সে পথ অবলম্বন করলাম। অর্থে যে কোন মানবগোষ্ঠীর ঝুকমত্য সত্যতার প্রমাণ নয় এবং প্রত্যেক ঝুকমত্যের অনুসরণ ওয়ার হতে পারে না। উপরোক্ত শিরক ছিল অভিয় ও ব্যাপক। এছাড়া কিছু সংখ্যক মানুষের একটি বিশেষ শিরক ছিল, যার ফলে জিন্দের কুকুর ও ঔর্জত্য বেড়ে যায়। তা এই যে,) অনেক মানুষ অনেক জিন্দের আব্যাহনিতা আরও

বাঢ়িয়ে দিত । (তারা এই অহমিকায় লিপ্ত হত যে, আমরা জিম্বের সর্দার তো পূর্ব থেকেই ছিনাম, এখন মানুষও আমাদেরকে বড় মনে করে । এতে তাদের আগ্রান্তিতা চরমে পৌছে এবং কৃফর ও হঠকাগরিতায় আরও বাঢ়াবাঢ়ি করু করে । এপর্যন্ত তওঁদীন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বাণিত হয়েছে । অতঃপর রিসামত সম্পর্কে বলা হচ্ছে : অর্থাৎ জিম্বুরা পরস্পরে আলোচনা করুন) আমরা (পূর্ব অভাস অনুযায়ী) আকাশ পর্যবেক্ষণ করাই, অতঃ-পর দেখতে পেরেছি যে, কঠোর প্রহরী (অর্থাৎ প্রহরার ক্ষেত্রেশতা) ও উচ্চকাপিশ দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ । (অর্থাৎ এখন প্রহরা বসেছে, যাতে জিম্বু ঔপী সংবাদ নিয়ে যেতে না পারে এবং কেউ গেমে উল্কাপিশ দ্বারা বিতাড়িত করা হয় । ইতিপূর্বে) আমরা আকা-শের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ প্রবন্ধনে বসতাম । (এসব ঘাঁটি আকাশগাঁথে কিংবা বায়ু-মণ্ডলে কিংবা ঘাণাশূন্যে হতে পারে । জিম্বু অতিশয় সূক্ষ্ম এবং তাদের কোন উজ্জ্বল নেই । তাই তারা এসব ঘাঁটিতে অবস্থান করতে সক্ষম, যেমন কৃতক পক্ষী বায়ুমণ্ডলে চলতে চলতে নিশ্চল হয়ে অবস্থান করতে পারে । এখন কেউ শুনতে চাইলে সে জ্ঞান উচ্চকাপিশকে ওঁ' গেতে থাকতে দেখে । [উচ্চকাপিশ সম্পর্কে সুরা হিজয়ের বিভীষণ ক্ষুভ্যে চলতে নিশ্চল অভিযান আলোচনা করা হয়েছে । রিসামত সম্পর্কিত এই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এই যে, আলাহ, তা'আলা যোহাম্মদ (সা)-কে রিসামত দান করেছেন এবং বিজ্ঞান দূর করার জন্য অভিযানের সময়সূচী করার জন্য আলোচনা করে দিয়েছেন । সংবাদ দুরি বজ হওয়ার কারণেই এই জিম্বু রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে পৌছেছিল । প্রথম ঘটনা তাই বলিত হয়েছে । অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তু সহৃদের পরিসিদ্ধ বর্ণনা করা হচ্ছে :] আমরা জানি না (এই নতুন পরগনার প্রেরণ দ্বারা) পৃথিবীবাসীদের অঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পাইনকর্তা তাদেরকে হিদায়ত করার ইচ্ছা রাখেন ? (অর্থাৎ পরগনার প্রেরণের স্থিতিগত উদ্দেশ্য জানা নেই । কারণ রাসূলের অনুসরণ করলে সঠিক দিক নির্দেশ পাওয়া যায় এবং বিরোধিতা করলে ক্ষতি ও শাস্তি ভোগ করতে হয় । ভবিষ্যতে অনুসরণ হবে, না বিরোধিতা হবে তা আমাদের জানা নেই । কলে পরগনার প্রেরণ করে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য, না হিদায়ত করা উদ্দেশ্য, তা আমরা জানি না । একথা বলার কারণ সংক্ষিপ্ত এই যে, তাদের অনু-যান ছিল তাদের সম্পূর্ণায়ে মু'হিম কম হবে । কাজেই অধিকাংশ মোক শাস্তির হোগা হবে । এছাড়া জিম্বু অনুস্যোর খবর জানে না বলে তওঁদীনের বিষয়বস্তু জোরাদার করা হয়েছে । কিন্তু সংখ্যাক মোকের বিবাস এই যে, জিম্বু অনুস্যোর জান রাখে ।) আমাদের কেউ কেউ (পূর্ব থেকেই) সৎ কর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরাগ নয় । (সার কথা) আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত । (এমনিভাবে এই পরগনারের খবর শনে এখনও আমাদের মধ্যে উভয় প্রকার মোক আছে । আমাদের পথ এই যে,) আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে থেঁয়ে) আলাহকে পরাক্র করতে পারব না এবং (অনা কোথাও) পরায়ন করেও তাকে পরাজুত করতে পারব না । (প্রায় কর্মার অর্থ পৃথিবী ছাড়া আকাশে চলে যাওয়া । এটা فِي أَرْضٍ এর বিপরীত হিসাবে বোঝা যাবে ।

مَا أَنْتُمْ مُعْجِزُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
অন্য এক আয়াতে তন্ম বলা হয়েছে : **مَا أَنْتُمْ مُعْجِزُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي**

السَّمَاءِ—এর উদ্দেশ্যও সজ্ঞবত সতর্ক করাযে, আমরা কৃষ্ণরী করলে আজ্ঞাহ্র আয়াব থেকে রক্ত পাব না। তাদের বিভিন্ন পথ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সজ্ঞবত এই যে, সত্য সুস্পষ্টট ইওয়া সন্ত্বেও কারণ কারণ ইমান না আনা সত্য যে সত্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ হচ্ছিট করতে পারে না। (কেননা, এটা চিরস্তম রীতি)। আমরা ষাখন সুপথের বিশেষ শনমাম ষাখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবায়। অতএব যে (আমাদের মত) তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, যে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করবে না। (লোকসান হল কোন সৎকার্ত অধিক্ষিত থেকে যাওয়া এবং জোর-জবর হল যে গোনাহ করা হয়নি, তা মিথিত হওয়া)। উৎসাহ প্রদানই সজ্ঞবত এ কথার উদ্দেশ্য। আমাদের কিছু সংখ্যক (গ্রস্ব জীবি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের বিষয়বস্তু বোঝে) আজ্ঞাবহ (হয়ে গেছে) এবং কিছু সংখ্যক (পূর্বের ন্যায়) বিপথগামী (হয়ে গেছে)। যারা আজ্ঞাবহ হয়েছে, তারা সৎপথ বৈছে নিয়েছে। (কলে তারা সওয়াবের অধিকারী হবে)। আর যারা বিপথগামী, তারা জাহাজামের ইচ্ছন। (এ পর্যন্ত জিম্মের কথাবার্তা সমাপ্ত হল)। অতঃপর ওহীর আরও বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আমাকে আরও ওহী করা হয়েছে যে তারা (অর্থাৎ মুক্তাবাসীরা) যদি সত্যপথে কার্যম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিদ্ধ করতাম। যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি (যে, বিস্তায়ের ক্রতৃত্বতা চীকার করে, না অক্রত্ব হয়)। উদ্দেশ্য এই যে, মুক্তাবাসীরা যদি উপরে জিম্মের উচ্চিতে নিষিদ্ধ শিরক না করত, তবে তৃতীয় ঘটনার বিষিত দুর্ভিক্ষ তাদের উপর দেশে বসত না। কিন্তু তারা ইমান আনার পরিবর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। কুররের শাস্তি মুক্তাবাসীদের জন্মাই বিশেষভাবে নয়, বরং (যে বাস্তি তার পালনকর্তার শমরণ (অর্থাৎ ইমান ও আনুগত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আজ্ঞাহ তা'আমা তাকে কঠোর আয়াবে দাখিল করে)। এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, সব সিজদা আজ্ঞাহ্র হক। (অর্থাৎ কোন সিজদা আজ্ঞাহ্রকে করা এবং কোন সিজদা অপরকে করা জায়েব নয়, যেমন মুশরিকরা করত)। অতএব তোমরা আজ্ঞাহ্র সাথে কারণও ইবাদত করো না। (এতেও উপরোক্তিত তওহীদ সপ্রয়াপ করা হয়েছে)। এবং ওহীর এক বিষয়বস্তু এই যে, ষাখন আজ্ঞাহ্র বাদ্দা অর্থাৎ রসুমুজ্জাহ (সা) তার ইবাদতের জন্য দণ্ডযোন হয়, তখন তারা (অর্থাৎ কাফিররা) তার কাছে ডিড করার জন্য সমবেত হয় (অর্থাৎ বিশ্ময় ও শত্রুতা হেতু প্রত্যেকেই এতাবে দেখে যেন এখনই জড়ো হয়ে হামলা করে বসবে)। এটাও তওহীদের পরিলিপ্ত। কেননা, এতে মুশরিকদের নিষ্পত্তি করা হয়েছে, তারা তওহীদকে ধূঢ়া করে। অতঃপর এই বিশ্ময় ও শত্রুতার জওহাব লিপ্তে গিয়ে বলা হচ্ছে)। আপনি (তাদেরকে) বলুন : আমি তো কেবল আয়াব পালনকর্তার ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করিনা। (অতএব এটা কোন বিশ্ময় ও শত্রুতার বিষয় নয়। অতঃপর নিসামত সম্পর্কিত আশোচনা করা হচ্ছে)। আপনি

(আৱও) বলুন : আমি তোমাদেৱ ক্ষতি সাধন কৰাৱ ও সুপথে আনাৱ মাজিক নই। (অৰ্থাৎ তোমৰা যে আমাকে আয়াৰ আনাৱ কৰমারেশ কৰ, এৱ জওয়াব এই যে, আমাৱ এৱাপ ক্ষয়তা নেই। এমনিভাবে কেউ কেউ বলে যে, আপনি তওহীদ ও কোৱাঞ্চানে কিছু পৰিবৰ্তন কৰলৈ আমৰা আপনাকে যেনে নিব। এৱ জওয়াবে) আপনি বলুন : (আজ্ঞাহ্ না কৰন, আমি এৱাপ কৰলৈ) আজ্ঞাহ্ৰ কৰল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা কৰতে পাৱবে না এবং তিনি ব্যাতীত আমি কোন আগ্রহস্থল পাৰ না। (উদ্দেশ্য এই যে, কেউ অতঃপ্ৰণোদিত হয়ে আমাকে রক্ষা কৰবে না এবং আমি খুঁজে কোন রক্ষাকাৰী পাৰ না)। কিন্তু আজ্ঞাহ্ৰ বাণী পৌছোৱা ও তাৰ পঞ্জাম প্ৰচাৰ কৰাই আমাৱ কাজ। (অতঃপৰ তওহীদ ও রিসাগত উভয় বিষয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে) ঘাৱা আজ্ঞাহ্ ও তাৰ রসূলকে অসম্ম কৰে, তাদেৱ জন্য রয়েছে আহাম্মায়েৱ অধি। তথায় তাৰা চিৰকাল থাকবে। (কিন্তু কাফিৰৱা এসব বিষয়বস্তু ঘাৱা প্ৰজাৰ্বণিত হৰ না। এবং উল্টা মুসলিমানদেৱকে ঘৃণিত মনে কৰে। তাৰা এই মূৰ্খতা থেকে বিৱত হবে না) এমন কি, যখন তাৰা প্ৰতিশুত শান্তি দেখতে পাৰে, তখন তাৰা জানতে পাৱবে কাৰ সহায়কাৰী দুৰ্বল এবং কাৰ দৱ কম। (অৰ্থাৎ কাফিৰৱাই দুৰ্বল ও কম হবে। অতঃপৰ কিয়াৱত সম্পর্কে আমোচনা কৰা হয়েছে। কাফিৰৱা অঙ্গীকাৰেৱ ছলে কিয়ামত কৰে হবে জিজ্ঞাসা কৰে। জওয়াবে) আপনি (তাদেৱকে) বলুন : আমি জানি না তোমাদেৱ প্ৰতিশুত বিষয় আসম, না আমাৱ পালনকৰ্তা এৱ জন্য বেশম মেষাদ নিদিষ্ট কৰেছেন। (কিন্তু সৰ্বাবহুয় সেটা সংঘতিত হবে। নিদিষ্ট সময় এটা অদৃশ্য বিষয়)। অদৃশ্যেৱ জানী তিনিই। পৰত অদৃশ্যেৱ বিষয় তিনি কাৰণও কাছে প্ৰকাশ কৰেন না, তাৰ মনোনীত রসূল ব্যাতীত। (অৰ্থাৎ কিয়ামতেৱ সময় নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কিত জ্ঞান নবুয়তেৱ সাথে সংপৰ্শিত নহয়। তবে নবুয়ত সপ্রয়াগকাৰী জ্ঞান হথা ডিবিয়া-ঢাণী অথবা নবুয়তেৱ শাথা-প্ৰশাথা সম্পৰ্কিত জ্ঞান যথা বিধি-বিধানেৱ জ্ঞান এগুলো প্ৰকাশ কৰাৱ সময়) তিনি তাৰ অংশে ও পশ্চাতে প্ৰহৰী ফেৰেশতা প্ৰেৱণ কৰেন, [হাতে শৱতান সেখানে পৌছতে না পাৱে এবং ফেৰেশতাদেৱ কাছে উনে কাৰণ কাছে বলতে না পাৱে। দেমতে রসূলজ্ঞ (সা)-ৰ জন্য এৱাপ পাহাৰাদাৰ ফেৰেশতা চাৰজন ছিল। এ ব্যবহাৰ এজন্য কৰা হয়,] হাতে আজ্ঞাহ্ (বাহাত) জনে নেন যে, ফেৰেশতাৰা তাদেৱ পালনকৰ্তাৰ পঞ্জাম (রসূল পৰ্বত) পৌছিয়োছে কি না। আজ্ঞাহ্ তা'আজা তাদেৱ (অৰ্থাৎ প্ৰহৰী ফেৰেশতাদেৱ) সব অবস্থা জানেন (তাই এ কাজে দক্ষ ফেৰেশতা নিয়ুক্ত কৰেছেন)। তিনি সব কিছুৰ পঞ্জাম জানেন (সূতৰাং ওহীৱ এক একটি অংশ তাৰ জ্ঞান আছে এবং তিনি সবগুলো সংৱেচ্ছণ কৰেন। সামৰকথা এই যে, কিয়ামতেৱ নিদিষ্ট সময় সম্পৰ্কিত জ্ঞান নবুয়তেৱ জ্ঞান নহয়। তাই কিয়ামতেৱ নিদিষ্ট সহয় না জ্ঞান নবুয়তেৱ পৰিপন্থী নহয়। তবে নবুয়তেৱ জ্ঞান আজ্ঞাহ্ৰ পক্ষ থেকে দান কৰা হয় এবং এতে কোন ভূলজ্ঞানিৰ আশংকা থাকে না। অতএব তোমৰা এসব জ্ঞান অৰ্জনে ভুতী হও এবং ব্যাপ্তি বিষয়েৱ পিছনে পড়ো না)।

আমুহমিক জাতৰ্য বিষয়

نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ

আছে যে, আস্তাতে আলোচিত জিন্দের সংখ্যা নয় হিল। তারা হিল নছীবাইনের অধিবাসী।

জিন্দের ঘৰণ : জিন্দ আলাহ্ তা'আলাৰ একপ্রকার শৰীৱী, আত্মাধৰী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টিজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিপোচৰ নয়। একাগ্রেণই তাদেরকে জিন্দ বলা হয়। জিন্দ-এর শাব্দিক অর্থ শৃঙ্খল। মানবসৃষ্টিৰ প্রধান উপকৰণ হৈমন যৃতিকা, তেমনি জিন্দ সৃষ্টিৰ প্রধান উপকৰণ অধি। এই আতিৰ মধ্যেও মানুষের ন্যায় মৰ ও মৰী আছে এবং সন্তান প্রজননেৰ ধাৰা বিদ্যমান আছে। কোৱাৰআন পাকে মাদেৱকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যত তাৰাও জিন্দেৰ দৃষ্টি শ্ৰেণীৰ মাঝ। জিন্দ ও ফেরেশতাদেৱ অভিযোগ কোৱাৰআন ও সুম্ভাৰ অকাট্য বৰ্ণনা দ্বাৰা প্ৰমাণিত। এটা অস্তীকৰণ কৰা কুকুৰ।—(মাযহারী)

لَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْيَ——থেকে জামা পেল যে, এখনে বলিষ্ঠ ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)

জিন্দেৱকে আচক্ষে দেখেননি। আলাহ্ তা'আলা ওহীৰ মাধ্যমে তাঁকে অবহিত কৰেছেন।

সুৱা জিন্দ অৰতৰনেৱ বিস্তাৰিত ঘটনা : সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী ইত্যাদি কিতাবে হৰয়ৱত ইবনে আকাস (রা) বৰ্ণনা কৰেন, এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) জিন্দেৱকে ইচ্ছাকৃতভাৱে কোৱাৰআন শোনাননি এবং তিনি তাদেৱকে দৰ্শনও কৰেননি। এই ঘটনা তখনকৰি, যখন শয়তানদেৱকে আকাশেৰ খবৰ শোনা থেকে উক্তকাপিশেৱ মাধ্যমে প্ৰতিহত কৰা হয়েছিল। এ সময়ে জিন্দুৱা পৰস্পৰে পৰাযৰ্থ কৰল যে, আকাশেৰ খবৰাদি শোনাৰ ব্যাপারে বাধাদানেৱ এই ব্যাপারটি কোন আকৃতিক ঘটনা মনে হয় না। পুথিৰীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপৰ তাৰা স্থিৰ কৰল যে, পুথিৰীৰ পূৰ্ব-পশ্চিমে ও আনাতে-কানাতে জিন্দেৱ প্ৰতিনিধিদল প্ৰেৱণ কৰতে হবে। যথাযথ খোজাখুজি কৰে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হেজান্নে প্ৰেৱিত তাদেৱ প্ৰতিনিধিদল যখন ‘নাখজা’ নামক স্থানে উপৰ্যুক্ত হজ, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজৱেৱ নাম্বাৰ পড়ছিলেন।

জিন্দেৱ এই প্ৰতিনিধিদল মাঝায়ে কোৱাৰআন পাঠ শুনে পৰস্পৰে শপথ কৰে বমতে জাগল : এই কাজায়ই আয়াদেৱ ও আকাশেৰ খবৰাদিৰ মধ্যে অঙ্গৱায় হয়েছে। তাৰা সেখান থেকে প্ৰত্যাবৰ্তন কৰে স্থানতিৰ কাছে ঘটনা বিৱুত কৰল এবং বলল : **نَاسَعَنَا** !

فَرَأَ تَابِعًا **فَرَأَ تَابِعًا** আলাহ্ তা'আলা এসব আস্তাতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাৰ রসূলকে অবহিত কৰেছেন।

আবু তালেবেৰ ওহাত ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-ৰ তালেহ গয়ন : অধিকাৎশ তফসীর-বিদ বলেন : আবু তালেবেৰ মৃত্যুৰ পৰ রসূলুল্লাহ্ (সা) যুক্তায় অসহায় ও অভিভাবকহীন হৱে পড়েন। তখন তিনি স্বাগতেৰ অত্যাচাৰ ও নিপীড়নেৰ মুকাবিলায় তালেহেৰ সকীক্ষ পোত্তৰে সাহায্য কৰেৱ উদ্দেশ্যে একাকীই তালেহেৰ গমন কৰাবেন। যুহাত্মদ ইবনে ইসহাক

(ৰ) বৰ্ণনা কৰেন, রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদেকে পৌছে সকীফ গোঁজের সমদার ও সজ্ঞান্ত ভাতৃত্বয়ের কাছে গেলেন। এই ভাতৃত্বয় ছিল ওমারের পুত্র আবদে ইয়াজীল, সংউদ ও হামবৈ। তাদের শুহে একজন কুরাইশ মহিলা ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং অগোঁজের নিপীড়নের কাহিনী বৰ্ণনা করে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু জওয়াবে প্রাতৃত্বয় অশোভন আচরণ করে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে।

সকীফ গোঁজের গণ্যমান্য তিনি ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাশ হরে রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না-ই করেন, তবে কমপক্ষে আমার আগমনের কথা কুরাইশদের কাছে প্রকাশ করবেন না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কুরাইশরা জানতে পারলে অতোচারের মাঝা আরও বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু তারা একথাও মানল না বরং গোঁজের দৃষ্টি মোকদ্দেরকে তাঁর উপর দেখিয়ে দিল। তারা তাঁকে গালিগালাজ করল ও তাঁর পিছু পিছু হাত্তিগোলের স্তুপ করতে থাকল। রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদের উৎপাত থেকে আশ্চর্যকার উদ্দেশ্যে একটি আঙুর বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের মালিক ওতৰা শায়বা বাগানে উপস্থিত ছিল। তখন দুষ্টরা তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেল। রসুলুল্লাহ্ (সা) আঙুর বুক্কের ছায়ায় বসে গেলেন। ওতৰা ও শায়বা ভাতৃত্বয় তাঁকে দেখছিল। তারা আরও লক্ষ্য করছিল যে, গোত্রের দৃষ্টি মোকদ্দের হাতে তিনি উৎপৌড়িত হয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই কুরাইশী মহিলাও বাগানে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাঙ্কান্ত করল। তিনি মহিলার কাছে তাঁর খন্দালয়ের মোকদ্দের ম্বল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন।

এই বাগানে বসে রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন কিছুটা স্বত্তি লাভ করলেন, তখন আজ্ঞাহ্র দরবারে দুই ছাত তুলে দোয়া করতে জাগলেন। এরাগ অভিনব আমার দোয়া তিনি আর কখনও করেছেন বলে বিশ্বিত নেই। দোয়াটি এই :

اَللّٰهُمَّ اشْكُوُ الْهُوكَ فَعْفُ قُوَّتِي وَ قَلَةُ حِلْمِتِي وَ هُوَافِي عَلَى النَّاسِ
وَ انْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَ اَنْتَ وَبِي الْمُسْتَفْعِفُونَ فَانْتَ رَبِّي اَلِي مِنْ
تَكْفِي اِلَى بَعْدِ يَتَجَهِّمِي اَوْ اِلَى مَدِيْدِي اَمْكِنَةٌ اَمْرِي اِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخْطَا
عَلَى فَلَّا اَبَالِي وَلَكَنْ عَافِتَكَ هَيْ اَوْسَعُ لَيْ اَعُوذُ بِفُورٍ وَ جَهَنَّمَ الَّذِي
اَشْرَقَتْ لَهُ الظَّلَمَاتُ وَ مَلَعَ عَلَيْهَا اَمْرَ الدِّنِهَا وَ الْآخِرَةِ مِنْ اَنْ تَنْزَلَ بِي
غَضِيبَ لَكَ الْعَقْبَى حَتَّى تَرْفَى وَ لَا حُولَ وَ لَا قُوَّةَ اَلِّا بِكَ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আপনার কাছে আমি আমার শক্তির দুর্বলতার, কৌশলের ব্যতীত এবং মোকদ্দের হেয়তার অভিযোগ করছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং আপনি দুর্বলদের সহায়, আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করেন—গরের কাছে ? যে আমাকে আকুমল করে, না কোন শব্দুর কাছে, যাকে আমার মালিক করে দিয়েছেন (করে থা ইচ্ছা, তাই করবে?) আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমি কোন কিছুয়াই গুরুত্ব করি না। আপনার নিরাপত্তা আমার জন্য প্রের্ত আবশ্য ! (আমি তা চাই।)

আমি আপনার নূরের আঙ্গুল প্রহ্ল করি, মশ্বারা সমস্ত অঙ্গকার আলোকেজ্জুল হয়ে যায় এবং ইহকাল ও পরকালের সব কাজ সঠিক হয়ে যায়। আঙ্গুল প্রহ্ল করি আপনার গম্বো পতিত হওয়া থেকে। আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের কাজ। আমরা কোন অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারি মা এবং কোন পুণ্য অর্জন করতে পারি না আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে।—(মাঝ-হারী)

ওতো ও শায়বা ভূত্তুর এই অবস্থা দেখে দয়াপ্রণ হল এবং ‘আদ্দাস’ নামক তাদের এক খৃঢ়টান গোলামকে ডেকে বলল : একবুজ আজুর একটি পাত্রে রেখে তৈ বাত্তির কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে তা ধোতে বল। গোলাম তাই করল। সে আসুরের পার রসুলুজ্জাহ (সা)-র সামনে রেখে দিল। তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে পাত্রের দিকে হাত বাঢ়ালেন। ‘আদ্দাস’ এই দৃশ্য দেখে বলল : আজ্জাহ্ কসম, বিসমিল্লাহির রহমানিয়-রাহিম বাক্সাটি তো এই শহরের অধিবাসীরা বলে না। অতঃপর রসুলুজ্জাহ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আদ্দাস, তুমি কোন শহরের অধিবাসী ? তোমার ধর্ম কি ? আদ্দাস বলল : আমি খৃঢ়টান এবং আমার অঞ্চলের ‘নামনুয়া’ শহরে। রসুলুজ্জাহ (সা) বললেন : তাম কথা। তাহলে তুমি আজ্জাহ্ সহবাস্না ইউনুস ইবনে মাত্তা’ (আ)–র শহরের অধিবাসী। সে বলল : আপনি ইউনুস ইবনে মাত্তাকে চিনেন কিমনে ? রসুলুজ্জাহ (সা) বললেন, তিনি তো আমার তাই। কেননা, তিনি বেমন আজ্জাহ্ নবী, তেমনি আমিও আজ্জাহ্ নবী।

একথা শুনে আদ্দাস রসুলুজ্জাহ (সা)-র পদতলে ঝুঁটিয়ে পড়ল এবং তাঁর মস্তক ও হস্তগদ চুম্বন করল। ওতো ও শায়বা দুর্য থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। তাদের একজন অপরাজিতক বলল : জোকটি তো আমাদের গোলামকে মণ্ড করে দিল। অতঃপর আদ্দাস তাদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল : আদ্দাস, তুমি জোকটির হস্তগদ চুম্বন করলে কেন ? সে বলল : আমার প্রভুগণ, এসবের পৃথিবীর বুকে তাঁর চেমে উত্তম কোন যানুষ নেই। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন, যা নবী ব্যাতীত কারণে বলার সাধ্য নেই। তারা বলল : আরে পাজী, জোকটি তোমাকে ধর্মচূড়ান্ত মা করে দেবানি তো। তোমার ধর্ম তো সর্বা-বস্তার তার ধর্মের চেমে তাল।

এরপর তামেকবাসীদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে রসুলুজ্জাহ (সা) মজ্জাতিয়ুথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি ‘নাখলা’ নামক ছানে অবস্থান করে শেষরাত্তে তাহ-জুদের নামায শুন্ন করেন। ইয়ামেনের নহীবাইন শহরের জিষ্যদের এই প্রতিনিধিদলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কোরআন পাঠ শুনল এবং শুনে বিশ্বাস হাপন করল। অতঃপর তারা জ্বানির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আজ্জাহ্ তা’আজা তারই আলোচনা করেছেন।—(মাঝহারী)

জনেক সাহাবী জিজ্ঞ-এর ঘটনা : ইবনে জওয়া (র) ‘আজ-হফতওয়া’ থেকে হয়রত সহজ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জাহাগীয় জনেক বৃক্ষ জিজ্ঞকে বায়তুজ্জাহির দিকে যুখ করে নামায পড়তে দেখেন। সে পশ্চের জোক্কা পরিহিত ছিল। হয়রত সহজ (রা) বলেন : নামায সমাপনাতে আমি তাকে সামাম করলে সে জওয়াব দিল ও বলল : তুমি এই জোক্কার চাকচিক দেখে বিস্মিত হচ্ছ ? জোক্কাটি সাতশ বছর

ধরে আমার গারে আছে। এই জোক্রা পরিধান করেই আমি হযরত ইস্রাইল (আ)-র সাথে সাক্ষাৎ করেছি। অতএব এই জোক্রা গারেই আমি মুহাম্মদ (সা)-এর দর্শন লাভ করেছি। হেসব জিম সম্পর্কে ‘সুরা জিম’ অবগৃহ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।—(মাঝহারী)

হাদীসে বলিত লায়নাতুর-জিম-এর ঘটনার আবদুল্লাহ্ ইবনে অসউদ (রা)-কে সাথে নিজে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-র ইচ্ছাকৃতভাবে জিম্দের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মকাবীর অদূরে জলে বাঁওয়া এবং কোরআন শেনানো উপরিধিত আছে। এটা বাহ্যিত সুরার বলিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আল্লামা খাফকফায়ি বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস বাঁওয়া প্রমাণিত আছে যে, জিম্দের প্রতিনিধিদল রাসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একবার দু'বার নয়—হয় বার আগমন করেছিল। অতএব সুরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোন বিপরীত নেই।

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدْ رَبِّنَا—**جَد**—শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলামের জন্য বলা হয় **تَعَالَى جَدْ**—অর্থাৎ আল্লাহ্ শান উর্ধ্বে। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে

رَب—শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যাত্র। এতে শান উর্ধ্বে হওয়ার প্রয়োগও এসে গেছে। কেননা, যিনি সৃষ্টির প্রাণনকর্তা, তাঁর শান যে উর্ধ্বে, তা বলাই বাহ্য।

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَا ظَفَنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ شَطَطًا—**أَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذَبَا**—শব্দের অর্থ অবাস্তুর কথা, অন্যান্য ও জুনুম। উদ্দেশ্য এই যে, যুমিন জিম্রা এ পর্যন্ত কুকুর ও পি঱াকে লিঙ্গ থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে: আমাদের সম্পূর্ণামের নির্বোধ কোকেন্দা আল্লাহ্ শানে অবাস্তুর কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না যে, কোন মানব অথবা জিম্ আল্লাহ্ সম্পর্কে যিষ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুকুর ও পি঱াকে লিঙ্গ ছিলাম। এখন কোরআন কৈন আমাদের চক্ষু খুলেছে।

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْسِ يَعْوِذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوا رِهْقًا—এই আয়তে যুমিন জিম্রা বলেছে: মুর্খতা যুগে মানুষ যখন কোন বিজন প্রাস্তরে অবস্থান করত, তখন প্রাস্তরের জিম্দের আভয় প্রাপ্ত করত। এতে জিম্রা মনে করে বসল, আমরা মানবের চেয়ে প্রের্ত। মানবও আমাদের আভয় প্রাপ্ত করে। এতে জিম্দের পথপ্রস্তুতা আরও বেড়ে যায়।

জিম্দের প্রেরণার হযরত রাকে ইবনে উমাইয়া (রা)-এর ইসলাম প্রাপ্তি: তফসীরে—মাঝহারীতে আছে ‘হাওয়াতিকুল-জিম্’ কিভাবে হযরত রাকে ইবনে উমাইয়া (রা) সাহাবীরু

ইসলাম শহপের অনাত্ম ক্ষমতাখ বিদিত আছে। তিনি বলেন : এক গ্রাহিতে আমি যতক্ষণতে সক্ষম করবিলাম। হঠাতে নিম্নাভিক্ষুত হয়ে আমি উট থেকে নেয়ে পেলাম এবং জুমিরে গড়লাম। ঘুমের পূর্বে আমি অগোত্তের অভাস অনুযায়ী এই বাক্য উচ্চারণ করলাম : ﴿فَإِذْ أَوْنَادَنِي الْوَادِي مُظْلِمٌ﴾ অর্থাৎ আমি এই প্রাতেরের জিজ্ঞাসুদারের আত্মপ্রশ্ন করছি। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক বাত্তির হাতে একটি অস্ত। সে আমার উটের বুকে তস্বারা আঘাত করতে চায়। আমি ঝুঁক্ত হয়ে উঠে গড়লাম এবং তানে-বামে দুঃটিপাত করে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে মনে বললাম : মনে মনে বললাম :

এটা শুভতানী কুমুকপা, আসল কুপ নয়। অতঃপর নিম্নার বিত্তোর হয়ে গেজায়। পুনরাবৃত্তে সেই কুপ দেখে উঠে গড়লাম। এবারও উটের চতুর্লাখের কিছুই দেখলাম না কিন্তু উটটি কেন জানি থরথর করে কঁপছিল। আমি আবার নিষ্পিত হয়ে সেই একই কুপ দেখলাম। জাত্ত হয়ে দেখি, আমার উটটি ছটকট করছে এবং একজন শুবক বর্ণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি স্বপ্নে যে শুবককে দেখেছিলাম, সে সেই শুবক। সাথে সাথে দেখলাম, জনৈক রুক্ষ শুবকের হাত ধরে রেখেছে এবং উটকে আঘাত হানতে নিষেধ করছে। ইতি-মধ্যে তিনটি বনা পর্মত সামনে এসে পেলে রুক্ষ শুবককে বললে : এই তিনটির মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয়, নিয়ে যাও এবং এই জোকটির উট ছেড়ে দাও। শুবক একটি বনা পর্মত নিয়ে চলে গেল। অতঃপর রুক্ষ আমাকে বললে : হে বোকা মানব! ভূমি কোন প্রাতেরে অবস্থান করে যদি জিজ্ঞাসের উপন্থ আশঁকা কর, তবে এ কথা বলো :

أَعُوذُ بِاللهِ رَبِّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

অর্থাৎ আমি এই প্রাতেরের ভয় ও অবিষ্ট থেকে মুহাম্মদের পাশনকর্তা আল্লাহর আত্মপ্রাৰ্থনা করি। এরপর কোন জিজ্ঞাসা প্রশ্ন করো না। কেননা, সেদিন গত হয়ে গেছে, যখন মানুষ জিজ্ঞাসের আত্মপ্রশ্ন করত। আমি রুক্ষকে জিজ্ঞাসা করলাম : মুহাম্মদ কে? সে বললে : ইনি আরব মৰী—গাতোরও নন, প্রতীগোরও নন। তিনি সোমবারে প্রেরিত হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কোথায় থাকেন? সে বললে : ইনি খর্জুর-বাতি ইয়াসিন্বে (মদীনার) থাকেন। অতঃপর প্রত্যুষেই আমি মদীনার পথ ধরলাম। চুক্ত উট হাঁকিয়ে অৱৰ সময়ের মধ্যে মদীনায় পৌছে পেলাম। রসূলে করীয় (সা) আমাকে দেখে আমার আদোপাত্ত ঘটনা বলে দিলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি যুসলিমান হয়ে পেলাম। সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন : আমাদের মতে এই ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাকে

وَأَنَّ رِجَالَ مِنْ أُلُّفِسِ يَعْوِذُونَ

ও আঘাতখানি মায়িল হয়েছে।

وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلْئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشَهِيدًا

আরবী অঙ্গীকৰণ প্রয়োগ করে আকাশ, তেয়ানি মেঘমাজা অর্থেও এর বাবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যত এই অর্থই বোকানো হয়েছে।

জিহ্বা আকাশের সংবাদ শোনার অন্য মেঘমালা পর্যন্ত পহল করতো—আকাশ পর্যন্ত নয় : জিম্ ও শফতানরা আকাশের সংবাদ শোনার অন্য আকাশ পর্যন্ত ঘাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত ঘাওয়া । এর প্রথাখ বুধারীতে বণিত হয়রত আয়েশা (রা)-র এই হাদীস :

قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلِيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزَلُ فِي الْعِنَانِ وَهُوَ السَّمَاءُ بِفَتْحِهِ فَتَنْزَلُ كُلُّ الْأَمْرِ الَّذِي قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرُقُ الشَّهَاطِلُونَ السَّمْعَ فَتَسْمِعُهُ فَتَقْتُلُهُ جَهَةَ الْكَهَانِ فَيُكَذِّبُونَ مَعْهَا مَا أَنْذَبَهُ اللَّهُ بَعْدَ مَا أَنْذَبَهُ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ -

হয়রত আয়েশা (রা) কর্ণেৎ : আমি রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি—ফেরেশ-ভারা ‘ইনান’ অর্থাৎ মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে : সেখানে তারা আজ্ঞাহৃত সিঙ্গারসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে । শফতানরা এখান থেকে এড়লো চুরি করে অতী-মিল্লিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয় ।—(যায়হারী)

বুধারীতেই আবু হুরায়রা (রা)-র এবং যুসলিমে হয়রত ইবনে আব্দুস (রা)-এর রেওয়াতে থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে । আজ্ঞাহৃত তাঁরাজা যখন আকাশে বেয়েন হকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয় । এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে । অবরচতোর শফতানরা এই আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীমিল্লিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয় ।

এই বিষয়বন্ত হয়রত আয়েশা (রা)-র হাদীসের পরিপন্থী নয় । কেননা, এ থেকে প্রয়োগিত হয় না যে, শফতানরা আসল আকাশে পৌছে থবর চুরি করে । বরং এটা সত্ত্বপূর্ব যে, এসব থবর পর্যায়ক্রমে আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে । এখান থেকে শফতানরা তা চুরি করে । পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে ।—(যায়হারী)

সারলক্ষ্মা, রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মন্তব্যত কাত্তের পূর্বে আকাশের থবর চুরির ধারা বিনা বাধার অব্যাহত ছিল । শফতানরা নিরিয়ে মেঘমালা পর্যন্ত পৌছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত । কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মন্তব্যত কাত্তের সময় তাঁর ওহীর হিঙ্গাহ-তের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বজ করে দেওয়া হয় এবং কোন শফতান থবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লজ্জা করে জলাত উল্লক্ষিত নিষিদ্ধ হতে পারে । তোর বিলাতুমের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শফতান ও জিহ্বা চিহ্নিত হয়ে কায়ল অনুসরানের জন্য পৃথিবীর কোথে কোথে সজ্ঞানকারী দল প্রেরণ করেছিল । অতঃপর ‘নাখলা’ নামক স্থানে একদল জিম্ রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কোরআন শুনে ইসলাম প্রচল করেছিল, যা আলোচ্য সুরায় বণিত হয়েছে ।

উক্কাপিশ পূর্বেও ছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ् (সা)-র আয়ত থেকে একে শর্তান্বিতভাবে কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে : প্রচলিত ভাষায় **شَهِيْدْ بِنْ قَبْشَةَ** বলা হয় তারকা বিচ্ছিন্নিকে। আরবীতে এরজন নাম **الْكُوْبَةِ** ! শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচ্ছিন্নির ধারা প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়ত থেকে জানা যায় যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জওয়াব এই যে, উক্কাপিশের অন্তিম পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সমস্কর্মে বৈজ্ঞানিকদের ভাষা এই যে, ডুপ্রষ্ঠ থেকে কিছু আপ্তের পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌছে এবং এক সময়ে তা প্রস্তুতি হয়ে যাব। এটা ও সম্বৰপের যে, কেন তারকা অথবা প্রহ থেকে এই আপ্তের পদার্থ বির্গত হয়। যাই হোক না কেন, অগতের আদিকাল থেকেই এর অন্তিম বিদ্যমান। তবে এই আপ্তের পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দৃষ্ট সব উক্কাপিশকে একাজে ব্যবহার করাও জরুরী নয়। সুরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

—أَنَا لَنْدِ رِيْ أَشْرَا وِيدِ بِهِنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِنْ وِهِنْ وِشَدًا—

অর্থাৎ খবর চুরি বক্ষ করার কারণ দিবিধ হতে পারে—১. পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেওয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, ২. তাদের হিদায়তের ব্যবস্থা করা, যাতে জিম্ব ও শর্তান আঞ্চাহ্র ওহীতে কোনৱাপ দিয়ে স্থিত করতে না পারে।

—فَمَنْ يُغْرِي مِنْ بِرٍّ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا هَقَا—

প্রাপ্ত অপেক্ষা কর দেওয়া এবং **عَنْ** (শব্দের অর্থে মাঝনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনের প্রতিদান কর দেওয়া হবে না এবং পরকালে তার কোন মাঝনা হবে না।

—سَبْدٌ سَبْدٌ مَسَا جَدٌ—وَأَنْ الْمَسَاجِدَ لَنْدَ اللَّهِ فَلَانْدَ عُوْا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا—

এর বহবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়তের অর্থ এই যে, মসজিদ-সমূহ কেবল আঞ্চাহ্র ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে। অতএব তোমরা মসজিদে যেরে আঞ্চাহ্র ব্যাতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকোনা, যেমন ইহুদী ও খ্রিস্টানরা তাদের উপাসনালয়সমূহে এধরনের পিরুক্তি করে থাকে। সুতরাং আয়তের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে প্রাণ বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া **স্বত্ত্ব** এখানে **৫৪০** (৫৪০) হয়ে সিজদার অর্থেও হতে পারে। এমন্তব্যাত্মক আয়তের অর্থ এই হবে যে, সকল সিজদা আঞ্চাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আঞ্চাহ্র ব্যাতীত অপরকে সাহায্যের জন্য ডাকে, সে যেমন তাকে সিজদা করে। অতএব অপরকে সিজদা করা থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

উক্ততের ইজয়া তথা ঐক্যত্বে আঞ্চাহ্র ব্যাতীত অপরকে সিজদা করা হারাম এবং কোন কোন আলিমের মতে কুফর।

—قُلْ إِنَّ أَذْرِيْ أَقْرَبُ مَا تُوْمِدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْ أَمْدًا—এখানে

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলকে আদেশ করেছেন, যে সব অবিশ্বাসী আপনাকে কিম্বামতের মিদিল্ট দিন তারিখ বলে দেওয়ার জন্য পৌত্রাপৌত্রি করে, তাদেরকে বলে দিন : কিম্বামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিষিদ্ধ কিন্তু তার মিদিল্ট দিন তারিখ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কিম্বামতের দিন আসব না আমার পাইন-কর্তা এর জন্য দীর্ঘ যেতাদ মিদিল্ট করে দিবেন। বিভীর আয়াতে এর দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে, سَأَلْمُ الْغَيْبَ فَلَا يُفْلِحُ عَلَى غَوْبَةٍ أَ حَدَّ—অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আজেমুজ-গারেব' নই বরং আজেমুজ গারেব বিশেষণটি একবার আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ ওগ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রথম দেখা দিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন গায়ের বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি রসূল হলেন কিরাপে ? কেননা, রসূলের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা হাজারো গায়েবের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রসূল হতে পারে না। এই প্রথের জওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য পরবর্তী আয়াতে বাতিল্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

لَا مِنْ أَنْفُسِنِ مِنْ رَسُولٍ نَّافِذٌ —

—بِسْلَكْ مِنْ كُنْ بَلْ بَلْ وَ مِنْ خَلْفَهُ رَصَدًا—উপরোক্ত বোকাসুলত প্রথের জওয়াব এই বাতিল্কের সারমর্ম। অর্থাৎ রসূল গায়েব জানেন না—এ কথার অর্থ যে, কোন গায়েব জানেন না নয়। বরং রিসালতের জন্য যে পরিমাণ গায়েবের অবস্থা ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কেবল রসূলকে দেওয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়েবের অবস্থা ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে এবং তা খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রসূলের প্রতি আল্লাহ্ পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শর্বতান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়েবের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরীরাত ও বিধি বিধানের জ্ঞান এবং সংয়োগযোগী গায়েবের অবস্থা। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনি-মিল্ট করা হয়েছে যে, এ সব অবস্থা ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার চতুর্পার্শে অন্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এ থেকে বোঝা গেজ যে, এই বাতিল্কের মাধ্যমে নবী ও রসূলের রিসালতের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়েব সপ্রযোগ করা হয়েছে।

আতএব পরিভাস্ত এই বাতিল্ককে أَسْتَفْلَفَا = منقطع বলা হবে। অর্থাৎ যে গায়েব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ বাতীত কেউ জানে না, বাতিল্কের মাধ্যমে সেই

পায়ের প্রশান্থ করা হয়নি বরং বিশেষ ধরনের ‘ইলমে-গারেব’ প্রশান্থ করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে একে **أَنْبَاءُ الْغَهْبِ** পরে অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে : **تَلَكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَهْبِ نُوْحِيَ إِلَيْكَ**

কোন কোন জাত কোক পায়ের ও গায়েরের থবরের মধ্যে পার্থক্য বুঝে না। তারা পরামর্শদাতাদের জন্য বিশেষত শেষ নবী (সা)-এর জন্য সর্বপ্রকার ইলমে-গারেব সপ্তমাদ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আলাহ্ তা'আলার অনুরূপ আলেমুল-গারেব তথা স্টিটর অভিহিত অবৃ-প্রয়োগ সম্পর্কে কানকান মনে করে। এটা পরিকার প্রিয়ক এবং রসূলকে আলাহ্ আসনে আসীন করার অপ্রয়াস হৈ নহ।—(নাউবিলাহ্) এমি কোন কাহি তার দোপন কেন তার বকুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ আলেমুল-গারেব আখ্যা দিতে পারে না। এমনিতাবে সরামর্শদাতকে ওহৌর শাখায়ে হাজারো পায়েরের বিষয় বলে দেওয়ার হবলে তাঁর আলেমুল-গারেব হবে সাবেন না। অভিহিত উচ্চজগৎ বুঝে নেওয়া দরকারী।

এক ক্রেতীয় সাধারণ মানুষ এতদৃঢ়রের মধ্যে পার্থক্য করে না। কলে তাদের কাছে বলন বলা হয় রসূলাহ্ (সা) ‘আলেমুল-গারেব’ নহ, তবু তারা এই অর্থ বুঝে যে, নাউবিলাহ্ রসূলাহ্ (সা) কোন সায়েবের থবর রাখেন না। অবশ্য দুনিয়াতে কেউ এর প্রয়োগ নহ এবং হতে পারে না। কেন না, এরাগ হজে খোদ নবুরাত ও রিসাততই অভিহীন হয়ে পড়ে। তাই কেন সুবিলের পক্ষেই এরাগ বিবাস করা সম্ভবপর নহ।

سُرَّاًكُمْ عَلَىٰ مَا تَرَىٰ — وَلَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ عَلَىٰ ۚ— অর্থাৎ প্রাচীক
বলতে পরিসংখ্যান আলাহ্ তা'আলারই সোজোভূত। প্রাচীকের অভিজ্ঞের কি পরিমাণ অপু-
নুরাজ্য রাখে, সমস্ত বিশেষ জীবিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ জীবিস আছে, এভেক
ব্লিটিতে কত সংখাক স্টেট অবিহত হয় এবং সমস্ত জাহানের হকসমূহের প্রতির সঠিক
পরিসংখ্যান তৈরি কোন আয়োজন আছে। সবচেয়ে ইলমে-গারেব যে আলাহ্ তা'আলারই বিশেষ পুর,
আয়াতে একথা আবার সুবিলের তেজের হয়েছে, যদে উপরোক্ত বর্ণিতৰ মধ্যে কৃত বেকা-
বুকিতে অভিত না হয়।

قُلْ لَا يَعْلَمُ ইলমে-গারেবের অর্থ ও তাৰ বিজ্ঞানিত বিধি বিখ্যান সুয়া নজরের

مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَآخْرَ فِي الْفَهْبِ আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা
হয়েছে।

سورة المزمل

سورة المزمل

মঙ্গল অবস্থাৰ : ২০ আগস্ট, ২০১৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ ۝ قُلِ الْيَوْمُ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نَصْفَهُ أَوْ أَنْقُصُّ مِنْهُ
قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَسَأَتِلُ الْقُرْآنَ تَرْقِيَّلًا ۝ إِنَّمَا سَنُلِقُّ عَلَيْكَ
قَوْلًا تَرْقِيَّلًا ۝ إِنَّ نَاسِشَةَ الْيَوْمِ هِيَ أَشَدُّ وَطًا ۝ وَأَقْوَمُ قَيْلًا ۝
إِنَّكَ فِي النَّهَارِ سَبِعًا طَوْنِيَّلًا ۝ وَإِذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَثِّلْ أَلْيَهِ
تَبَثِّيَّلًا ۝ رَبُّ الْشَّرِيقِ وَالْمَغْرِبِ لَكَ الْهُدَىٰ إِلَّا هُوَ فَانْجِذُهُ دَكِيلًا ۝
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝ وَذَرْنِي وَ
الْمَكْنِيَّبِينَ أُولَى التَّعْمَةِ وَمَقْلَمُهُمْ قَلِيلًا ۝ إِنَّ لَدِينَنَا أَنْكَالًا وَبَحِيمًا
۝ وَطَعَامًا ذَا غُصْنَةٍ وَغَذَابًا إِلَيْمًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ
الْجَمَالُ وَكَانَتِ الْجَبَالُ كَثِيرًا مَهْيَلًا ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ
رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى
فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخْذَنَاهُ أَخْذًا وَبِيَّلًا ۝ فَلِكَيفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرُ
تُّهُرُّ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوَلَدَانَ شَيْبَيَّا ۝ السَّمَاءُ مُنْقَطِطٌ بِهِ ۝ كَانَ
وَعْدَهُ مَفْعُولًا ۝ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ
سَيِّئَكَ ۝ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُقِ الْيَوْمِ وَنَصْفَهُ

وَثُلْثَةٌ وَطَالِيفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الرِّيلَ وَالنَّهَارَ
 عَلِمَ أَن لَن تُحْصِنُهُ كِتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضٌ وَآخَرُونَ يَعْضُرُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوِهُ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْدِمُوا لِنُفْسِكُمْ قُنْ خَيْرٌ تَجْدُودُهُ عِنْدَ
 اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

গৱাম করুণাময় ও আসীম দয়াজু আলাহুর নামে শুন

- (১) হে ব্রহ্মত, (২) রাজিতে ইবাদতে দণ্ডালয়ান হোন কিন্তু অংশ বাস দিয়ে;
- (৩) অর্থ রাখি অথবা তদপেক্ষা কিন্তু কম (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আহতি করুন সুবিনাশ্চত্বাবে ও স্পষ্টচত্বাবে। (৫) আমি আপনার প্রতি অবক্ষোর করছি শুনুন্তরপূর্ণ বাণী। (৬) বিশ্ব ইবাদতের জন্য রাজিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭) বিশ্ব দিবাতাপে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যৱস্থা। (৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একান্তভাবে তাতে মগ্ন হোন। (৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাকেই প্রাহ্ল করুন কর্মবিধায়করাপে। (১০) কাফিররা যা বলে, তজন্ম আপনি সবর করুন এবং সুলতানাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) বিশ্ব-বৈতাবের অধিকারী মিথ্যারোপ-কারৌদেরকে আহার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিন্তু অবকাশ দিন। (১২) বিশ্ব আহার কাছে আছে শিকল ও অর্যকৃত, (১৩) গুলশন হয়ে থার এমন আদা এবং সন্তুষ্যাদায়ক পাপি। (১৪) বেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকল্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে থাবে বহুমান বাস্তুকৃতুপ। (১৫) আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্য সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, বেদিন প্রেরণ করেছিলাম ফিরোজানের কাছে একজন রসূল। (১৬) অতএব কিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, যানে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (১৭) অতএব, তোমরা কিরাপে আসুনকু। করবে যদি তোমরা সে দিনকে অবীকার কর, বেদিন বালককে করে দিবে রক্ত? (১৮) সে দিন আকাশ বিদীর্ঘ হবে। তার প্রতিশুভ্রতি আবশ্যাই বাস্তবায়িত হবে। (১৯) এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার

দিকে পথ অবলম্বন করুক। (২০) আগমনির পালনকর্তা জানেন আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডারয়ান হন রাষ্ট্রিয়াৎশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আগমনির সরবরাহের একটি দলও দণ্ডারয়ান হয়। আজাহু দিবা ও রাতি পরিমাণ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব করতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপ্রয়োগ হয়েছেন। কাজেই কোরআনের অতটুকু তোমাদের জন্য সহজ অতটুকু আহতি কর। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আসুন হবে, কেউ কেউ আজাহুর অনুগ্রহ সরবরাহে মেধে-বিসেসে আবে এবং কেউ কেউ আজাহুর পথে জিহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের অতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, অতটুকু আহতি কর। তোমরা নামায করেন কর, অকাত সাও এবং আজাহুকে উভয় কথ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য শা কিছু অন্তে পাঠাবে, তা আজাহুর কাছে উভয় আকারে এবং পূরকার হিসেবে বর্ধিতকরণে পাবে। তোমরা আজাহুর কাছে কোন প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আজাহু ক্ষমাশৌল, দয়াজু।

তৃতীয়ের সার-সংক্ষেপ

হে বন্দুকুড়, [এভাবে সহোধন করার কারণ এই যে, নবৃত্তের প্রথমভাগে কোরা-ইশাৱা তাদের ‘দারুলমদওয়া’ তথা পুরামৰ্শ পূর্বে উকুলিত হয়ে রসূলুজ্জাহ (সা)-এর উপযুক্ত ও সর্বসম্মত খেতাব সম্পর্কে পুরামৰ্শ করে। কেউ বলল : তিনি অতীচ্ছিঙ্গবাদী। অন্যেরা তাতে সায় দিল না। কেউ বলল : তিনি উল্লাস। এটাও অপ্রাপ্ত হয়ে গেল। আবার কেউ বলল : তিনি শাদুকর। এই প্রত্যাবও প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল। বিস্ত অনেকেই এর কারণ বর্ণনা করল যে, তিনি বজুকে বজু থেকে পৃথক করে দেন। শাদুকর খেতাবই তাঁর জন্য উপযুক্ত। রসূলুজ্জাহ (সা) এই সংবাদ পেয়ে খুবই দুঃখিত অবস্থার বন্দুকুড় হয়ে পেলেন। প্রায়ই দুঃখ ও বিবাদের সময় মানুষ এরাপ করে থাকে। তাই তাঁকে প্রফুল্ল করার জন্য ও কৃপা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এভাবে সহোধন করা হয়েছে; যেমন হাদীসে আছে যে, রসূলুজ্জাহ (সা) একবার হস্তরত আলী (রা)-কে আবু তোরাব বলে সহোধন করেছিলেন। সারুকথা, রসূলুজ্জাহ (সা)-কে সহোধন করা হয়েছে, এ সব বিবরণের কারণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং আজাহু তা ‘আলার দিকে আরও বেশী মনোনিবেশ করুন, এভাবে যে] রাষ্ট্রিতে (নামাযে) দণ্ডারয়ান জ্ঞান কিছু অংশ বাদ দিয়ে অর্ধাংশ অর্ধ রাষ্ট্রি (এতে বিশ্বাম প্রাহণ করুন) অথবা তদপেক্ষা কম। দণ্ডারয়ান হোন এবং অর্ধেকের বেশি সময় আরাম করুন অথবা অর্ধেকের তেজে কিছু বেশী (দণ্ডারয়ান হোন এবং অর্ধেকের তেজে কম সহযোগ বিভাগ করুন)। সারুকথা, রাষ্ট্রিতে নামাযে দণ্ডারয়ান হওয়া তো ক্ষয় হল কিন্তু সহযোগ পরিযাপ করটুকু হবে তা ইচ্ছার উপর হেতু দেওয়া হয়েছে—তিনটির মধ্য থেকে যে কেন একটি—অর্ধ রাষ্ট্রি, দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রি, এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রি) এবং (এই দণ্ডারয়ান অবস্থার) কোরআন স্মল্লভাবে পাঠ করুন (অর্ধাংশ প্রতিক অকর পৃথক পৃথক উচ্চারিত হওয়া চাই)। নামাযের বাইরেও এভাবে পাঠ করার আদেশ আছে। অতঃপর এই আদেশের কারণ ও উপযোগিতা বর্ণনা করা হয়েছে) আমি আগমনির প্রতি এক তারী কসরাম অবতীর্ণ করুব

[অর্থাৎ কোরআন মজীদ, যা অবতরণের সময় তাঁর অবস্থা পরিবর্তন করে দিত। হাদীসে আছে, একবার ওহী মায়িল হওয়ার সময় রসুলুল্লাহ্ (সা)-র উরু ঘাসেদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরুতে রাখা ছিল। কলে ঘাসেদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরু ফেটে হাওয়ার উপরে হচ্ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা) উন্নীল উপর সওয়ার অবস্থায় ওহী নায়িল হলে উন্নী বোকার ভারে ঝাঁকে পড়ত এবং নড়াচড়া করতে পারতেন। কলকনে শীতের মধ্যে ওহী নায়িল হলেও তাঁর সর্বাঙ্গ ধর্মাঙ্গ হয়ে দেহে। ওহীতা কোরআনকে সম্মতিত রাখা ও অপরের কাছে পৌছানোও কল্পিতসাধা ছিল। ক্ষেত্র কারণে 'ভারী কাজান' বলা হয়েছে। উক্ষেত্র এই যে, রাঞ্জিতে দশায়মান হওয়াকে কঠিন মনে করবেন না। আমি তো আরও ভারী কাজ আপনাকে সোগ্রহ করব। আপনাকে সাধনায় অভ্যন্ত করার জন্যই এই আদেশ করা হয়েছে। যে ভারী কাজান আপনার প্রতি নায়িল করব, তাঁর জন্য শক্তিশালী যোগাতা দরকার। অতঃপর বিতোর-কারণ বর্ণনা করা হয়েছে] নিচের ইবাদতের জন্য রাঞ্জিতে উঠা প্রবৃত্তিদমনে খুব সহায়ক এবং (দোয়া হোক কিংবা ক্ষেত্রান্তরাত) স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (অবসর যুহুর্ত হওয়ার কারণে দোয়া ও ক্ষেত্রান্তের ভাঙ্গা ধীর ও শাস্তিতে উচ্চারিত হয় এবং একাগ্রচিত্ততাও হাসিল হয়। অতঃপর তৃতীয় একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, এতে রাঞ্জির বৈশিষ্ট্যাও বলিত হয়েছে—) নিচের দিবাভাগে আপনার দীর্ঘ কর্মবাস্তু রয়েছে (সাংসারিক—যেমন গৃহস্থালীর কাজকর্ম এবং ধর্মীয় যেমন প্রচার কাজ)। তাই রাঞ্জিকে নিদিষ্ট করা হয়েছে। রাঞ্জি হাত্তা জন্মায় সময়েও আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁতে মপ্প হোন অর্থাৎ স্মরণ ও যথতা সার্বক্ষণিক ফরয়। একাগ্রচিত্ততার অর্থ আজ্ঞাহৰ সম্পর্ক সরবরিক্ষুর উপর প্রবল হওয়া। অতঃপর ততোদিসহ এ বিষয়ের তাকীদ করা হয়েছে) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি বাতৌত কোন উপস্থি নেই। অতঃব তাঁকেই কর্মবিধা-য়করণে শহুৎ করুন। কাফিরয়া যা বলে, তজ্জন্মে সবর করুন এবং সুস্মরণতে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। [অর্থাৎ তাদের সাথে কেবল সম্পর্ক রাখবেন না। 'সুস্মরণতা'রে এই যে, তাদের বিকলে অভিযোগ ও প্রতিশোধের চিহ্ন করবেন না। অতঃপর তাদের আবাবের সংবাদ দিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা:)-কে সাম্প্রস্না দেওয়া হয়েছে] বিভিন্নভাবের অধিকারী যিথারোপকারীদেরকে (বর্তমান অবস্থায়) আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে আরও কিছু দিন অবকাশ দিন। (অর্থাৎ আরও কিছু দিন সবর করুন। সহজই তাদের শাস্তি হবে। কেম না) আমার কাছে আছে শিকল, অঁঁ, গুণগ্রহ হয়ে থায় প্রয়ন আদ্য এবং মর্মস্তুদ শাস্তি। (সুতরাং তাদেরকে এসব বশ দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে এবং তা সেদিন হবে,) যেদিন সৃথিবী ও পর্বতঘাসা প্রকল্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ (চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে) বহুমান বাজুকা-জুপ হয়ে থাকবে (এবং উড়তে থাকবে। অতঃপর যিথারোপকারীদেরকে সরাসরি সঙ্গোধন করা হয়েছে এবং রিসামত ও শাস্তি সংগ্রামণ করা হয়েছে) নিচের আশি তোমাদের কাছে এমন একজন রসুল প্রেরণ করেছি, যিনি (ক্ষিয়ামতের দিন তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষি দিবেন যে, ধর্ম প্রচারের পর তোমরা কি ব্যবহার করেছে), যেমন ক্ষিরাউনের কাছে একজন রসুল প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর ক্ষিরাউন সেই রসুলকে অবান্ন করল। কলে আমি তাঁকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। অতঃব তোমরা যদি (রসুল জ্ঞেরণের পর নাফ্ররমানী ও) কুকুরী

কর, তবে (এমনিভাবে তোমাদেরকেও একদিন সুর্জেগ পোহাতে হবে। সেই সুর্জেগের দিন সীরনে আছে। অতএব তোমরা) সেই দিন (অর্থাৎ সেই দিনের বিপদ) থেকে কিরাপে আশ্রয়কা করবে, যা (উয়াবহতা দৈর্ঘ্যের কারণে) বাস্তবকে করে দিবে বৃঞ্জ ! সেদিন আকাশ বিদীর্ঘ হবে। নিচের তাঁর প্রতিশুভ্রতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (এটা উল্লে ষাওয়ার সন্তা-বন্মা নেই)। এটা (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়বস্তু) একটা (সারঙ্গত) উপদেশ। অতএব ফরাইচ্ছ !, সে তার পালনকর্তার দিকে রাস্তা অবলম্বন করুক। (অর্থাৎ তাঁর কাছে পৌছাব জন্য ধর্মের পথ অবলম্বন করুক। অতঃপর সুরার শুরুতে বণিত রাঙ্গির ইবাদত ফরয হওয়ার আদেশ প্রদিত হলো হচ্ছে :) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবং আপনার কর্তৃক সহচর (কখনও) রাঙ্গির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, (কখনও) আধাংশ এবং (কখনও) এক-তৃতীয়াংশ (বাসায়ে) সম্ভারযান হন। দিবা ও রাত্রির পূর্ণ পরিমাপ আঞ্চাহ তা'আলাই করতে পারেন। তিনি আনেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। (ফলে তোমরা খুবই কষ্ট তোল করু। কেননা, অনুমান করলে কম হওয়া সন্দেহ থাকে এবং অনুমানের চেয়ে বেশী করলে সারাবাসি বায়িত হয়ে যাব। উভয় বিষয়ে আল্লিক ও দৈহিক কষ্ট আছে) অতএব (এসব কারণে) তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং পূর্ববর্তী আদেশ রাখি করে দিয়েছেন। কাজেই (এখন) কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুঁ: পাঠ কর। (এখানে কোরআন পাঠ করার অর্থ তাহাজ্জুদ পড়া। কারণ, এতে কোরআন পাঠ করা হয়। এই আদেশ মোস্তাহাব বিধান প্রয়াণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদ পড়া আর কর্ম নয়। এই আদেশ প্রদিত। এখন যতক্ষণ পার মোস্তাহাব হিসাবে হচ্ছা করলে পড়ে

নাও। রহিত হওয়ার আসল কারণ কল্প। ৪ تَحْصُّل علم أَنْ থেকে তা বোধ যায়।
 পূর্ববত বিষয়বস্ত এর ভূমিকা। অতঃপর রহিত করারের দ্বিতীয় কারণ বলিত হচ্ছে :) তিনি (আরও) জ্ঞানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ জীবিকা অহেষণে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আঞ্চল্য পথে জিহাদ করবে। (এসব অবস্থাম নিয়মিত তাহজুদ পড়া কঠিন। তাই আদেশ রহিত করা হয়েছে। কাজেই এ কারণেও অনুমতি আছে যে) কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ কর। (তাহজুদ রহিত হলে গেজেও এই আদেশ এখনও বহাল আছে যে) তোমরা (করয) নামায কার্যে কর, শাকান্ত দাও এবং আঞ্চল্যকে উত্তম (অর্থাৎ আঙুরিক্তাপূর্ণ) খণ্ডাও। তোমরা যে সহ কর্ত নিজেদের জন্য জ্ঞানে (সরকারের পুঁজি করে) পাঠাবে, তা আঞ্চল্য কাছে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ধারকবে এবং পুরুষার হিসাবে বিষিন্দুরূপে পাবে। (অর্থাৎ সাংসারিক কাজে ব্যয় করলে যে প্রতিদান ও উপকার পাওয়া যায়, সহ কাজে ব্যয় করলে তা রচে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে)। তোমরা আঞ্চল্য কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আঞ্চল্য ক্ষমাশীল, পরম দয়াল। (ক্ষমা প্রার্থনা করাও বহাল নির্দেশাবলীর অন্যতম)।

सामाजिक शोधवा विषय

ଶବ୍ଦମେର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ଯା ଆହୁମାତି ସୁନ୍ନାମ ବାବହାତ ଏବଂ ପରାବତୀ

প্রায় এক অর্ধাংশ বস্তাবৃত । উভয় সূরায় রসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ শুণ দ্বারা সংজ্ঞান করা হয়েছে । কারণ; তখন রসূলুল্লাহ (সা) ভৌষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্তাবৃত হয়েছিলেন । সহীহ বুঝানী ও মূসলিমে হস্তরত আবের (রা)-এর নেওয়ায়েতক্রমে বণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরিশহার রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে ফেরেশতা জিবরাইল আগমন করে ইক্রা সুরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শেনান । ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল । ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । রসূলুল্লাহ (সা) হস্তরত খানিজা (রা)-র নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন : **رَمْلُونِيْ رَمْلُونِيْ** অর্থাৎ 'আমাকে বস্তাবৃত করে দাও, আমাকে বস্তাবৃত করে দাও ।' এর পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ওহীর অগমন থক থাকে । বিরতির এই সময়কালকে 'ফতরাতুল-ওহী' বলা হয় । রসূলুল্লাহ (সা) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন : একদিন আমি দুর্ঘট চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিশহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবেশনে একস্থানে একটি বুলুষ্ট চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন । তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ডয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়িমাম । আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং পুরে মোকজনকে বললাম : আমাকে বস্তাবৃত করে দাও । এই ঘটনার

أَبْعَدَهَا مِنْ مَرْأَتِيْ

কথাই বলা হয়েছে । এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য **أَبْعَدَهَا مِنْ مَرْأَتِيْ** বলেও সংজ্ঞান করা হয়েছে । তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনামূল্যাঙ্গী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে । এভাবে সংজ্ঞান করার মধ্যে বিশেষ এক কক্ষণা ও অনুগ্রহ আছে । নিছক কক্ষণা প্রকাশার্থে রেহ ও তামবাসায় আশ্মুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারা ও কাউকে সংজ্ঞান করা হয়ে থাকে ।--(রাহম মা'আনী) এই বিশেষ উচ্চিতে সংজ্ঞান করে রসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহাজুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে ।

তাহাজুদ নামাবের বিধানবর্জনী : **مَذْكُورٌ وَمَزْعُولٌ** শব্দসম্বন্ধ থেকেই বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কোরআন অবতরণের প্রাথমিক শুণে অবতীর্ণ হয়েছে । তখন পর্যন্ত পাঞ্জেগানা নামায ফরয় ছিল না । পাঞ্জেগানা নামাবে মে'রাজের বাসিতে কর্ম হয়েছিল ।

হস্তরত আরেশা (রা) প্রমুখের হাদীসদলের ইমাম বগভী (র) বলেন : এই আয়াতের আলোকে তাহাজুদ অর্ধাংশ রাত্তির নামায রসূলুল্লাহ (সা) ও সমগ্র উল্লাতের উপর ফরয় ছিল । এটা পাঞ্জেগানা নামায ফরয় হওয়ার পূর্বের কথা ।

এই আয়াতে তাহাজুদের নামায কেবল ফরয়ই করা হয়নি বরং তাতে রাত্তির কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ মশুশ থাকাও ফরয় করা হয়েছে । কারণ আয়াতের মূল আদেশ

হলেই কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্তি নামায়ে মশগুল থাকতা। কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইয়াম বগতী (র) বলেন : - এই আদেশ পালনার্থে রসুলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম অধিকাংশ রাত্তি তাহাজুদের নামাযে বায় করতেন। কলে তাঁদের পদবৰ মুলে যাই এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সুরার শেষাংশ **فَقُرْءُوا**

مَا تُنْسِرُ مِنْهُ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে সওয়ারযান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে বাস্তু করা হয় যে, যতক্ষণ নামায় গড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায় গড়াই তাহাজুদের জন্ম ঘটেন্ট। এই বিষয়বল আবু দাউদ ও নাসায়াতে ইয়রত আয়েশা (রা) থেকে বলিত আছে। ইয়রত ইবনে আবুসাইদ (রা) বলেন : মেরাজের রাত্তিতে পাজেগানা নামায় করয় হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজুদ সুন্ত থেকে যাব। কারণ, রসুলুল্লাহ (সা) ও অধিকাংশ সাহাবারে কিরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজুদের নামায় গড়তেন। —(মায়ারী)

اللَّهُلَّا لَا قُلْلَهُ — قُلْ اللَّهُلَّا لَا قُلْلَهُ শব্দের সাথে আলিঙ্গ ও জাম সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্তি নামাযে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ আপনি সমস্ত রাত্তি নামাযে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে : **فَصَفَّ أَوْ انْقَصَ مِنْهُ**

قَلِيلًاً وَزِدْ عَلَيْهِ অর্থাৎ এখন আপনি অর্থরাত্তি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন। এটা **قَلِيلًاً**। বাতিক্রমের বর্ণনা : তাই গ্রন্থ হয় যে, অর্থেক রাত্তি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাত্তির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও ইশাৰ নামায় ইত্যাদিতে অভিবাহিতই হয়ে যাব। এখন অর্থেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্তির অর্থেক। সেটা সারা রাত্তির তুলনায় কিছু অংশ। আঘাতে অর্থরাত্তির কমেরও অন্যমতি আছে, বেশীরও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ রাত্তির চেয়ে কিছু বেশী নামাযে মশগুল থাকা করয়।

قُرْتَهْلِ قِرَان এর অর্থ : **قُرْتَهْلِ** এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে, বাক্য উচ্চারণ করা। —(মুফস্সাদাত) আঘাতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রতি কোরআন তিজাওয়াত কল্পবেন না বরং সহজভাবে এবং অন্তিমিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে উচ্চারণ করবেন। —(কুরতুবী) **رَتْلِ** বলে রাত্তির নামাযে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

এথেকে জানা গেল যে, তাহাঙ্কুদের নামায কেরাওত, তসবীহ, ঝুঁকু, সিজদা ইত্যাদির সংস্কারে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কোরআন পাঠ। একারণেই সহীহ হাদীস সাক্ষা দেয় যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) তাহাঙ্কুদের নামায অনেক সম্ভা করে আসার করতেন। সাহাবী ও তাবেরীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল কোরআন পাঠই কাম নয় বরং তরতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম। রসুলুল্লাহ্ (সা) এভাবেই পাঠ করতেন। রাত্তির নামাযে তিনি কিরাপে কোরআন তিলাওয়াত করতেন, এই প্রয়ের জওয়াবে হস্তরত উদ্দেশ্য সামনা (রা) রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর কিরাওত অনুকরণ করে শোনান তাতে প্রত্যোক্তি হয়েক সম্পর্ক ছিল।—(মাঘারী)

বাহি সম্ভব সুলভিত করে তিলাওয়াত করাও তরতীলের অন্তর্ভূত। হস্তরত আবু ইরামনা (রা)-র বাণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে যবী সপ্তমে সুলভিত করে তিলাওয়াত করেন, তাঁর কিরা'আতের অত অন্য কারণে কিরা'আত আলাহ্ তা'আলা করেন না।—(মাঘারী)

হস্তরত আলকামা (রা) এক বাতিকে সুযধুর করে তিলাওয়াত করতে দেখে বললেন :
لَقَدْ وَتَلَ الْقُرْآنَ فِي هَذِهِ أَبْيَانٍ
অর্থাৎ সে কোরআন তরতীল করেছে, আমার পিতামাতা তারজন্য উৎসর্গ হোন।—(কুরতুবী)

তবে পরিকার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তনিহিত অর্থ চিন্তা করে তপ্তারা প্রজ্ঞাবান্বিত হওয়াই আসল তরতীল। হস্তরত হাসান বসনী (রা) থেকে বাণিত আছে। রসুলুল্লাহ্ (সা) এক বাতিকে কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে ক্রসন করতে দেখে বলেছিলেন :
আলাহ্ তা'আলা
وَتَلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
আয়াতে যে তরতীলের আদেশ করেছেন, এটাই সেই তরতীল।—(কুরতুবী)

قَوْلُ نَقِيلٍ—إِنَّا سَنُلْقِنِي عَلَيْكَ قُوَّلَ نَقِيلٍ—(তাবী কামায) বলে কোরআন পার্ক বোঝাবো হয়েছে। কেবল, কোরআন বণিত হাজার, হারায, জায়েয ও নাজামেয়ের সৌন্দর্য স্বারীভাবে মেনে ঢলা আভাবত তাবী ও কঠিন। তবে যার অন্য আলাহ্ তা'আলা সহজ করে দেন, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। কোরআনকে তাবী বলার আরেক কারণ এই যে, কোরআন নাযিল হওয়ার সহিত রসুলুল্লাহ্ (সা) বিশেষ উজ্জ্বল ও জীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচণ্ড শীতেও তাঁর মস্তক হর্ষাকৃ হয়ে দেখ। তিনি তখন কোন উটের উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারপে উট নুড়ে পক্ষত।—(মুখারী)

এই আয়াতে ইরিত পাওয়া যাবে যে, মানবকে কঠিত অভ্যন্ত করার জন্য তাহাঙ্কুদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। রাত্তিকালে নিম্নার প্রাবল্য এবং মানসিক সুবের বিরুদ্ধে এটা একটা জিহাদ। এর মাধ্যমে উবিশাতে কোরআন অবস্থীর্ণ কর্তৃসাধ্য ও তাবী বিধি বিধান সহ কল্পনা সহজ হয়ে যাবে।

اللَّهُمَّ إِنَّ نَا شَفَاعَةَ الْأَئِمَّةِ

মামায়ের হওয়া। হস্তরত আয়েশা (রা) বলেন : এর অর্থ রাত্তির নামায়ের জন্য পাঠোধান কর্য। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ, এর ধারিক অর্থও রাত্তির নিষ্ঠার পর উচ্চে নামায পড়। ইবনে কাসান (রা) বলেন : শেষরাতে পাঠোধান করাকে না شَفَاعَةَ الْأَئِمَّةِ ০ বলা হয়। ইবনে আয়েদ (রা) বলেন : রাত্তির যে অংশতে কোন নামায পড়া হয়, তা **نَا شَفَاعَةَ الْأَئِمَّةِ** এর অর্থজুড়। ইবনে আবী মুলায়েব (রা) এক প্রের জওয়াবে হস্তরত ইবনে আকবাস ও ইবনে মুবারেব (রা) ও তাই বলেছেন ।— (মাযহারী)

এসব উকির মধ্যে কোন ক্ষিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাত্তির যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষত ইশ্বার পর যে নামায পড়া হয়, তাই **قَهَّامُ الْأَلْوَلِ** ও **نَا شَفَاعَةَ الْأَئِمَّةِ**-এর অধ্যে সাধিল, যেমন হাসান বসরী (র) বলেছেন। কিন্তু সুন্নতাহ (সা), সাহাবায়ে কিরায়, তাবেরীন ও বুর্গুজখ সর্বদাই এই নামায নিষ্ঠার পর শেষরাতে জাপ্ত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উচ্চ ও অধিক বরকাতের কারণ। তবে ইশ্বার নামাযের পর যে কোন নকল নামায পড়া থাক, তাতে তাহাজ্জুদের সুজ্ঞত আদায় হয়ে যায়।

وَ طَهِّي أَشَدُ وَ طَهِّي - শব্দে মুরক্ম কিরা'আত আছে। প্রসিদ্ধ কিরা'আতে ওয়াও

এর উপর হস্তর এবং ছোরা সাক্ষিন করে অর্থ দাঙন করা, পিলট করা। আবাতের অর্থ এই যে, রাত্তির নামায প্রবৃত্তি দখনে খুবই সহায়ক অর্থাৎ এতে করে প্রহ্লিদকে বশে রাখা এবং অবেশ হাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া থাক। তফসৌরের সার-সংক্ষেপে এই কিরা'আত অবলম্বন করা হয়েছে। বিভীষণ কিরা'আত হচ্ছে ০ ৪-

এমতাবস্থায় এটা অনুকূল হওয়ার অর্থ থাকু। **لَهُو أَطْبُوا عَدْلًا مَحْرَمٌ**

আবাতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হস্তরত ইবনে আকবাস ও ইবনে আয়েদ (রা) থেকে এই অর্থই বলিত আছে। ইবনে যায়েদ (রা) বলেন : উদ্দেশ্য এই যে, রাত্তির নামাযের জন্য পাঠোধান করা অস্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাত্তো সুস্থিতে খুবই কার্যকর।

إِنَّ نَا شَفَاعَةَ الْأَئِمَّةِ ।-এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অস্তরের অধ্যে তখন অধিকতর একাত্তো থাকে। কারণ, রাত্তিরেলায় সাধারণত কাজকর্ম ও হস্তগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা থানে ও অস্তরও উপস্থিত থাকে।

أَقْوَمُ - শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ রাত্তিরেলায় কোরআন ডিজাওয়াত

অধিক শুভতা ও হিততা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধরনি ও হট্টপোল কারা অন্তর ও অঙ্গিক ব্যাকুল হয় না।

পূর্ববর্তী আয়াতের নাম এই আয়াতেও তাহাজ্জুদের রহস্য বলিত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী **أَنْ سَلْقٌ عَلَيْكَ حُلْكٌ فَوْلَانْقِهَا** আয়াতে বলিত রহস্যটি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র নিজ সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এই আয়াতে বলিত ও রহস্যটি সমস্ত উচ্চাতের অন্য ব্যাপক।

سَبِعٌ—إِنْ لَكَ فِي النَّهَا رِسْبَحًا طَوِيلًا শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সৌতার কাটাকেও **سَبِعٌ** ও **سَبِعَة** বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যাকুলতা, শিক্ষা দেওয়া, প্রচার করা, আনবজ্জাতির সংশোধনের নিয়মিত অথবা নিজের জীবিকার অন্বেষণে ঘোরাফেরা করা ইত্যাদি সবই এতে দাখিল।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য ও উপরোগিতা বলিত হয়েছে। এটাও সবার অন্য ব্যাপক। রহস্য : এই যে, দিবাতাপে রসুলুল্লাহ্ (সা) ও অন্য সবাইকে অনেক কর্মব্যাকুলতার থাকতে হয়। কলে একাণ্ঠিতে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাতি একাজের অন্য ধোকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিম্না ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের ইবাদতও হয়ে যাব।

• তাত্ত্ব্যঃ ফিকাহবিদগণ বলেনঃ যে সব আজিম ও আশায়ের জনগণের শিক্ষাদৌক্ষ ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাতাপে সীমিত রেখে রাখিতে আলাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত ও ইবাদতে যশস্বি হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণের কর্মপক্ষতি এর পক্ষে সাক্ষা দেয়। তবে যদি কোন সময় রাতিবেজায়ও উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা তিন কথা। একেরে প্রয়োজন মাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর সাক্ষা ও অনেক আজিম ও ফিকাহবিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়।

تَبَتَّلَ—وَإِذْ كُرِّا سَمَّ وَبِكَ وَتَبَتَّلَ اللَّهُ تَبَتَّلَ-এর শাব্দিক অর্থ যানুষ থেকে বিছিন হয়ে আলাহ্ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায়ের আদেশ দেওয়ার পর এই আয়াতে এখন এক ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা রাতি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আলাহকে স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আলাহকে স্মরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, একথা করানোও করা যাব না যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) কেবল সময় আলাহকে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে।—(যায়হানী)

আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে দিবারাতি সর্বক্ষণ আলাহকে স্মরণ করার

নির্মল দেওয়া হয়েছে, এতে কোন সময় অবহেলা ও অনবধানভাবে প্রবর দেওয়া উচিত নয়। এটা তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক বেঙ্গল হয় অর্থাৎ মুখে অথবা অস্থা অস-প্রতিজ্ঞকে আলাহ্‌র আদেশ পালনে ব্যগ্নত হেবে ইত্যাদি যে কোন প্রকারে স্মরণ করা। এক হাসীসে হয়রত আয়েলা (রা) বলেন : ﴿كَرِبْلَةُ عَلَىٰ كُلِّ حَمْرَةٍ﴾ অর্থাৎ মসজুদাহ (সা) সর্বকথ আলাহ্‌কে স্মরণ করাতেন। এটাও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে কৃত হতে পারে। কেননা, প্রত্যাব-পাইখানার সময় তিনি যে মুখে আলাহ্‌কে স্মরণ করাতেন না, একথা হাসীস কোরা প্রমাণিত আছে। তবে আন্তরিক স্মরণ সর্বাবস্থায় হতে পারে। আন্তরিক স্মরণ দুই প্রকার—১. শব্দ করান করে স্মরণ করা এবং ২. আলাহ্‌র শুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।—(মাওলানা ধানভী)

وَتَبَّقَّلَ إِلَهُ تَبَّقَّلَ — অর্থাৎ আপনি

সমস্ত সুষ্ঠিট থেকে সুষ্ঠিট কিরিয়ে নিয়ে কেবল আলাহ্‌র সুষ্ঠিট বিধানে ও ইবাদতে যথ হোন। এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শিরক না করাও সাধিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসার, চলাফেরার মুষ্টিট ও ভরসা আলাহ্‌র প্রতি নিবক্ষ রাখা এবং অপরকে মাঝ-জোকাসান ও বিগদাপদ থেকে উঠার কারী মনে না করাও দাবিল। হয়রত ইবনে শায়েদ (রা) বলেন : ﴿تَهْلِيلٌ - تَهْلِيلٌ﴾—এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিভাগ কর এবং আলাহ্‌র কাছে যা আছে, তৎপ্রতি অনোনিবেশ করা।—(মায়হারী) কিন্তু এই তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহৃদে সেই رَهْبَانِيَّةِ তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআনে যার নিম্ন কল্প হয়েছে এবং হাসীসে ﴿إِلَّا صَلَامٌ فِي إِلَّا رَهْبَانِيَّةٍ﴾ যে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীরতের পরিভাষায় ﴿رَهْبَانِيَّةٌ﴾—এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহৃদে করা এবং তোম সামঞ্জী ও হাজাজ বন্ধসমূহকে ইবাদতের নিয়ন্তে পরিভাগ করা। অর্থাৎ এরপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হাজাজ বন্ধ পরিভাগ করা বাতৌত আলাহ্‌র সুষ্ঠিট অজিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে তুঁটি করে কার্যত সম্পর্কহৃদ করা। আর এখানে হে সম্পর্কহৃদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আলাহ্‌র সম্পর্কের উপর কোন সুষ্ঠিট সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেওয়া। এ ধরনের সম্পর্ক-হৃদে বিবাহ, আঁশীরতার সম্পর্ক ইত্যাদি শাব্দভীর সাংসারিক কাজ-কারিবারের পরিপন্থী নয়, বরং এভোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পরমগতরপনের সুরক্ষ, বিশেষত পরমস্বরকুল শিরোয়লি মুহাম্মদ মোহাম্মদ (সা)-র সম্প্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ দের। আলাদে ন করা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বৃহুর্গানে দীনের ভাষার এইই অপর নাম ‘ইন্দ্রাস’।—(মায়হারী)

আন্তর্জ্ঞ : অধিক পরিভাগে আলাহ্‌কে স্মরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করায় কেবল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুরু বৃহুর্গগ স্বার্থ অপলো হিসেবে। তাঁরা বলেন :

وَتَبَّقَّلْ وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ إِلَيْهِ تَبَّقَّلْ ۝ ۱۷۸

এখানে আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ সার্বজীবিকভাবে স্মরণ করা, যাতে কর্মনুষ্ঠান ও শৈথিল্য দেখা না দেয়। এই ক্রয়কেই সুকী-বুহুর্গণের পরিভাষায় **رسول الله** আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা বলা হয়। এভাবে প্রথম থাকে শেষ কর এবং শেষ থাকে প্রথম কর উল্লিখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সত্ত্বত এই যে, ধিতীয় কর্মই আল্লাহর পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর শুরুত ও শেষেই যত্ন করার জন্য আভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেষ সাদী (র) উপরোক্ত দৃষ্টি কর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন :

تعلق حجای است و بــ حاصلی — چو پوند ها بــ بگسلی و اصلی

ইসমে শাকের বিকার অর্থাৎ বাস্তবার ‘আঁশাহ’ ‘আঁশাহ’ কলাও ইচ্ছাত : আঁশাহে
ইসম শব্দ উল্লেখ করে **وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ** যথা হয়েছে এবং **وَأَذْكُرْ رَبَّكَ** যথা
হয়নি। এতে ইঞ্জিত পাওয়া যায় যে, ইসমে অর্থাৎ আঁশাহ বাস্তবার উচ্চারণ করাও আদিত্যট
বিষয় ও কাম্য।—(মাঘাহানী) কোন কোন আলিম একে বিদ্যা আও বলেছেন। আঁশাহ খেকে
আনা গল যে, ভাদের এই উচ্চি টিক নয়।

—رَبُّ الْمَشْرَقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنْ تَتَعَذَّّلُ وَكَيْلًا

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ سَوْلَنْجَانْ كَوْلُونْ كَوْلُونْ سَوْلَنْجَانْ مَدْنَهْ دَهْ كَوْلُونْ دَهْ كَوْلُونْ سَوْلَنْجَانْ

বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই পথিকুল সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পাশন-কর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার বিশ্বাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াকুল ও ডরসা করার হোগ্য হতে পারেন এবং তার উপর যে ব্যক্তি ডরসা করবে, সে কখনও বকিত হবে না। কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে : **وَمَنْ يُقْوِلْ عَلَىٰ**

فَهُوَ حَسْبَهُ ॥
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ'র উপর ডরসা করে, তার যাবতীয় প্রয়োজনাদি ও বিপদাপদের জন্য আল্লাহ'ই সফ্ফেট।

তাওয়াকুলের পরিচয়সমূহ অর্থ : আল্লাহ'র উপর তাওয়াকুল করার অর্থ এরাগ নয় যে, জীবিকা উপার্জন ও আবেক্ষণ্য যেসব উপকরণ ও হাতিয়ার আল্লাহ' তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোকে নিশ্চিয় করে আল্লাহ'র উপর ডরসা করতে হবে। বরং তাওয়াকুলের দ্বারা এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ' প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষম্যিক উপকরণাদিতে অভিযানায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্মত করার পর ক্ষমাফণ আল্লাহ'র কাছে সোপন্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাও।

তাওয়াকুলের এই অর্থ ব্রহ্ম রসুলুল্লাহ' (সা) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগভী ও বায়হাকী (র) বলিত এক হাদীসে তিনি বলেন :

أَنْفَسَلِنْ تَمُوتْ حَتَّىٰ تَسْتَكِنْ رِزْقَهَا إِلَّا فَإِنْ قَوَىَ اللَّهُ وَاجْلُوا
فِي الظَّلَابِ
অর্থাৎ কোম ব্যক্তি তখন পর্যন্ত যুক্ত্যুক্তে পতিত হবে না, যে পর্যন্ত সে তার অবধারিত ও নিশ্চিত পুরোপুরি হাসিল না করে। কাজেই তোমরা আল্লাহ'কে ডর কর এবং স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে এন্ডুর মগ্ন হয়ো না যে, অন্তরের সমস্ত অভিনিবেশ বৈষম্যিক উপকরণাদির অধোই সীমিত থেকে যাব এবং তোমরা আল্লাহ'র উপর ডরসা করো— (যাবহারী) তিরিয়াতে আবু ব্যর গিফারী (রা) হতে বলিত আছে, রসুলুল্লাহ' (সা) বলেন : দুনিয়া ত্যাগ এর নাম নয় যে, তোমরা হালাজুত বস্তসমূহকে নিজেদের জন্য হারাব করে নেবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ অবধা উঞ্চিয়ে দেবে; বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহ'র কাছে যা আছে তার উপর তোমাদের ডরসা বেশী হবে।— (যাবহারী)

وَأَصْهَرْ عَلَىٰ مَا يَقْرُونَ ॥—ইমাম কারখী (র)-র উত্তিমতে এটা রসুলুল্লাহ' (সা)-কে প্রদত্ত অর্থ মির্দেশ। অর্থাৎ মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহ'র পথের পথিকুল সর্বশ্রেষ্ঠ কর। উদ্দেশ্য এই যে, সাদের উভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে, প্রতিদানে তাদের সকল থেকেই নির্বাতন ও গালিগালাজে তনে উভয় সবর করবে এবং প্রতিশোধ প্রাপণের

করানোও করবে না। সুকীপথের পরিভাষার এই সর্বোচ্চ উচ্চ নিজেকে সম্পূর্ণরাসে বিজীব
করা বাতীত অঙ্গিত হবে না।

وَأَنْجِرْ قُلْمَنْ جَعْلَةً — وَأَنْجِرْ قُلْمَنْ جَعْلَةً—এর শাস্তির অর্থ বিষম ও দুঃখিত মনে
কোন কিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ যিখ্যারোপকারী কাফিররা আপনাকে দেশের পৌত্রাদলক
কর্তব্যার্থ বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নেবেন না তিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও
রোধবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় যানুবের অভ্যাস এই হে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ
করা হবে, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে
হেয়ে **وَأَنْجِرْ قُلْمَنْ جَعْلَةً** শব্দ হোগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার উচ্চ পদবীয়া-
দার খাতিরে আপনি কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং মুখেও তাদেরকে
মন্দ বলবেন না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : পরবর্তীতে অবতীর্ণ জিহাদের আদেশ সঞ্চিত
আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রাখিত হবে গেছে। কিন্তু চিন্তা করলে এরপ বলার
প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের উৎপৌত্রনের কারণে সবর ও
সম্পর্ক ত্যাগ নিষ্কা দেওয়া হয়েছে। এটা হয়কি, শাস্তি ও জিহাদের পরিপন্থী নহ। এই
আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবহায় প্রযোজ্য এবং জিহাদে যে শাস্তির হয়কি আছে
তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সবরে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামী জিহাদ কোন প্রতিশোধ
স্পৃহা ও ঝোঁধবশত করা হবে না, যা সবর ও উচ্চ সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থী হবে। বরং
জিহাদ বিশেষ আয়াতুল্লাহ্ আদেশ প্রতিপাদন যাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগও
হত্যানি। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সাঙ্গনার জন্য কাফিরদের পরাকরামীর আয়াত কর্তব্য
করা হয়েছে। উক্ষেত্রে এই হে, কণহামী অভ্যাচার-অবিচারের কারণে আপনি দুঃখিত
হবেন না। আয়াত তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন। তবে বিশেষ রহস্যের তাত্ত্বিদে
তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত **ذَرْفِي وَالْمَكْذِبِينَ**

أوْلَى النَّعْمَةِ وَمَهِلْمَهْ قَلِيلًا — أَوْلَى النَّعْمَةِ نَعْمَةً—এর মর্ম তাই। এতে কাফিরদেরকে
বলা হয়েছে। শব্দের অর্থ ডোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সংকৃতির আপৃত্তি।
এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সংকৃতি ও ডোগ-বিলাসে অত হয়ে যাওয়া
পরাকাল অবিবাসীরই কাজ হতে পারে। যু'মিনও যাবে যাবে একেবা প্রাপ্ত হবে, কিন্তু সে
তাতে অত হয়ে পঢ়ে না। দুনিয়ার আয়াত-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরাকাল চিন্তা
থেকে মুক্ত হবে না।

অতঃপর পরবর্তী অবিবাসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে **كَلِيلٌ** ! শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থ আটকেবছা ও শিকস। এরপর জাহানামের উজ্জ্বল করে জাহানামীদের ভয়াবহ খাদোর কথা আছে— **لَبْسٌ مُّكَبِّرٌ**—এর অর্থ গুণগত খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গুণার এ অন্তর্ভুক্ত আটকে থাকে যে, গুণধূকরণও করা যাব না এবং উৎপোরণও করা যায় না। জাহানামীদের খাদ্য ঘৰী ও যাকুমের অবস্থা তাই হবে।

হয়রত ইবনে আবুস রা) বলেন : তাতে আভনের কোটা থাকবে, যা গুণার আটকে থাবে।—(**মাউন্দুরিল্লাহ্ হিনহ**) শেষে বলা হয়েছে : **أَنْدَلْبَرْ**—মিসিন্ট আবাব উজ্জ্বল কর্মার পর একথা বলে এর আবাব অধিক কঠোরতা ও অকর্মনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী শুধুমাত্রের পরাকাল কৌতু : ইয়াম আহমদ, ইবনে আবী দাউদ, ইবনে আদী ও বাবুহাকী (র) বর্ণনা করেন, এক বাতি কোরআন পাবেন এই আলাত তখন তারে অভ্যান হয়ে পড়ে। হয়রত হাসান বসরী (র) একদিন রোধা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় সম্মুখে খাদ্য নৌত হলে অন্তরে এই আয়াতের কবজ্ঞা জেগে উঠে। তিনি খাদ্য প্রহণ করতে পারলেন না। বিভীষণ দিন সজ্জায় আবাব এই ঘটনা ঘটে। তিনি আবাব খাদ্য ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন তিনি খাদ্য প্রহণ করলেন না, তখন তাঁর পুরু হয়রত সাবেত বাবানী, ইয়াবীদ ঘৰী ও ইয়াহুইল্লা বাক্সা (র)-র কাছে যেরে পিতার অবস্থা জানলেন। তাঁরা এসে বহ পৌত্রগৌড়ির পর তাঁকে সামান্য খাদ্য প্রহণে সক্ষমত করলেন।—(**রাহল আ'আনী**)

অভিঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বাণিজ হয়েছে : **مُّتَرْجِفُ الْأَرْضِ**

وَأَنْجَبَ—এরপর কাফিলদের ফিলাউন ও হয়রত মুসার বাহিনী শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফিলাউন পরাগবর মুসা (আ)-কে মিথ্যারোপ করে আয়াবে প্রেক্ষতার হয়েছে, তোমরা যিথ্যারোপ অব্যাহত রাখে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এয়ানি খরানের আবাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরাপ আবাব না আসলেও কিয়ামতের সেই দিনের আয়াবকে ঠেকাতে পারবে না, হেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বাজুককে ঝাঁকে পরিষ্কত করে দেবে। বাহ্যত এতে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিধৃত হয়েছে। সেদিন এয়ান-কৌতু ও রাস দেখা দেবে যে, বালকগু বৃক্ষ হয়ে থাবে। কেউ কেউ একে উপরা হালেছেন এবং কারও মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনান্তি এত দীর্ঘ হবে যে, বালকগু বৃক্ষ হবসে পৌছে থাবে।—(**কুরআনুবী, রাহল আ'আনী**)

قُمُ الْأَلْهَلِ—বলে **রসুলুল্লাহ্ (স)** ও

সকল মুসলিমানের উপর তাহজুদ ফরয় করা হয়েছিল এবং এই নামায অর্থরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয় ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রিতে অধিকাংশ সময় নামাযে অভিবাহিত করে এই ফরয় আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই ইবাদত এবং দিনের বেশোর দীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি বাস্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুর্বল ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই যেহেনত যজ্ঞরী অথবা বাবসা-বাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামায আদায় করতে করতে রসুলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রবৃত্তি ফুলে যায়। তাঁদের এই কল্প ও শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর জাবে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিব্রম ও যেহেন-তের ইবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিপ্রম ও সাধনায় অভাস হয়ে যান। এর প্রতি

إِنَّمَا سُنْنَةَ عَلَيْكُمْ قَوْلًا تَقُولُونَ

ও উরুবুর্পর্ণ বাণী কোরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কল্প ও পরিব্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সামাজিক আনন্দ-সুখের পথে এই সাধনা ও পরিব্রমে অভাস করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহজুদের ফরয় রাহিত করে দেওয়া হল। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচা আয়াত ভারা কেবল দীর্ঘ নামায রাহিত হয়েছে এবং আসল তাহজুদের নামায পূর্ববৎ ফরয় রয়ে গেছে। অতঃপর মি'রাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জেগামা নামায ফরয় করা হল, তখন তাহজুদের নামায আর ফরয় রাইল না।

বাহাত রসুলুল্লাহ্ (সা) ও সমস্ত উম্মত থেকে এই রহিত ফরয় হয়ে গেছে। তবে তাহজুদের নামায মোস্তাহাব এবং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়—এই বিধান এখনও বাকী আছে। এখন এই নামাযে কোন সময়সীমা এবং কোরআন পাঠের কোন বাধা-ধরা পরিমাণ রাখা হয়নি। প্রতোকেই নিজ নিজ শক্তি ও ফুরসত অনুযায়ী পড়তে পারে এবং অতুল্য সত্ত্ব কোরআন পাঠ করতে পারে।

শ্রীরামের বিধান রাহিত হওয়ার কারণ : বিষের বিভিন্ন রাস্তা ও প্রতিটান বিভিন্ন সময়ের তাদের আইন-কানুন পরিবর্তন ও রাহিত করে থাকে। তবে এর বেশীর ভাগ কারণ, অভিজ্ঞতার পর নতুন পরিস্থিতির উভয় হয়ে থাকে, যা পূর্বে জানা থাকে না। নতুন পরিস্থিতির সাথে যিনি রেখে প্রথম আইন রাহিত করে অন্য আইন জারি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলীতে কেবল কর্মাও করা যায় না। কেবলমা, কোন নতুন বিধান জারি করার পর যানুষের কি অবস্থা দাঢ়াবে, কেমন পরিস্থিতি স্থিত হবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। তাঁর সর্ব যাপী ও চিরতন জ্ঞানের বাইরে কোথা কিছু নেই। কিন্তু উপর্যোগিতার তাগিদে কোন কোন বিধান আল্লাহর ভাবে নির্দিষ্ট যেসামের জ্ঞান জারি করা হয় এবং তা কারণ কাছে প্রকাশ করা হয় না। ফলে যানুষ মনে করে যে, এই বিধান চিরকালের জ্ঞান ছাপী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোরান উত্তীর্ণ-হজুরুল্লাহ-পর ব্রহ্ম বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়, তখন যানুষের দৃষ্টিতে তা রাহিতকরণ বলে প্রতিভাব হয়। অথচ

প্রকৃতপক্ষে তা' সুরা মানুষের কাছে একথা বর্ণনা করা ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে, বিধানটি চিহ্নকামের জন্য নয়, বরং এই মেয়াদের জন্যই জারি করা হয়েছিল। এখন মেয়াদ শেষ হয়ে হাওয়ার কারণে বিধানও শেষ হয়ে গেছে।

কোরআন পাকের অনেক আয়াত রহিত হতে দেখে সাধারণতাবে যে সমের উপাগম করা হয়, উপরোক্ত বক্তব্যে তা'র জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এই আয়াত নামিল হওয়ার পরেও বিশেষভাবে রসুলুল্লাহ् (সা)-র জন্য তাহাজুদের নামায করব হিল। তাঁরা সুরা বনী ইসরাইলের **وَمِنَ الْلَّهِ فَتَبَعَّدُ بَلْ نَأْفَلَ لَكَ** আয়াত-খানি এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। এতে বিশেষভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র দায়িত্বে তাহাজুদের নামাযকে একটি অতিরিক্ত করয় হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। কেননা, **نَأْفَلَ** শব্দের আতিথানিক অর্থ অতিরিক্ত ; মানে অতিরিক্ত করয়। কিন্তু অধিকাংশের মতে এই নামায এখন কারও উপর করয় নয়। তবে মোসাহাব সবার জন্যই। আরাতে **بَلْ نَأْفَلَ لَكَ** বলে পারিভাষিক নকল বোঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আলোচনা সুরা বনী ইসরাইলের তফসীরে দেখুন।

فَأَقْرَعْ رَبِيعاً مَا تَسْرِي صَفَرٌ

পর্যন্ত আয়াতখানি সুরার শুরুভাগের আয়াতগুলো নামিল হওয়ার এক বছর অথবা আট মাস পর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব পূর্ণ এক বছর পর করয় তাহাজুদ রহিত হয়েছে। যদিনদে আহয়দ, মুসিলিম, আবু দাউদ, ইবনে খাজা ও নাসারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বলিত আছে, আজ্ঞাহ্ তা'আলা এই সুরার কর্তৃতে তাহাজুদের নামায করয় করেছিলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এক বছর পর্যন্ত এই আদেশ পালন করতে থাকেন। সুরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আকাশে আটকে রাখা হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার পর শেষ অংশ অবতীর্ণ হয় এবং তাতে করয় তাহাজুদ রহিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাহাজুদের নামায নিছক নকল ও মোসাহাব থেকে যায়।—(রাহল মা'আনী)

عَلِمَ أَنْ لَنْ تَحْصُو

—**مَاه**১ শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। কোম কোম তফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজুদের নামাযে আজ্ঞাহ্ তা'আলা রাখিল এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এই নামাযে মশওল থাকা অবস্থায় রাত্তি-টুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন হিল। কেননা, তখনকার দিনে সময় জানার সত্ত্ব ঘড়ি ইত্যাদি হিল না। থাকলেও নামাযে মশওল হয়ে বারবার ঘড়ির দিকে তাকাবো তাঁদের অবস্থা ও

শুন্দ-শুন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে
عَمَاءٌ । শব্দের অর্থ দৌর্য সময় এবং নিচৰার সময়ে প্রত্যাহ যথাস্থানি নামাম পড়তে সঙ্গম
না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ
সম্পর্কে বলা হয়েছে : **أَنَّمَا دُخْلَ الْجَنَّةَ مَنْ أَنْهَىٰ بِهِ مِنْ أَرْثَانِهِ** অর্থাৎ মের বাসিন্দি আল্লাহর নামসমূহকে
কর্মের ভেতর দিয়ে পুরোপুরি কুণ্ঠিতে তোলে সে জাগাতে সাধিত হবে। সুন্না ইবনাবুমের
তফসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

فَتَابَ عَلَيْكُمْ توبَةً— শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তও-
বাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে।
এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফরয তাহাঙ্গুদের আদেশ
প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছে : **فَإِنَّمَا تَوَسِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ**

—অর্থাৎ তাহাঙ্গুদের নামাম, যা এখন ফরযের পরিবর্তে বোঝাহাব অথবা সুজ্ঞত করে
পেছে, তাতে যে বহুটুকু কোরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্য নিমিষট
কোন পরিমাণ নেই।

وَأَقْتُلُوا الصَّلْوَةَ— এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ফরয নামাম বোঝানো
হয়েছে। বলা বাহ্য, ফরয নামাম পাঁচটি যা মি'রাজের যাত্রিতে ফরয হয়েছে। এ থেকে
জ্ঞান যায় যে, তাহাঙ্গুদের নামাম এক বছর পর্যন্ত ফরয থাকাকালেই মি'রাজের ঘটনা
সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোত্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরয তাহাঙ্গুদ গ্রহিত হয়েছে।
أَقْتُلُوا الصَّلْوَةَ আয়াতে পাজেগানা ফরয নামাম বোঝানো যেতে
পারে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, বাহ্রে মুহীত)

وَأَتُوا الزِّكْرَ— বাকে ফরয যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু
প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এবং এই আয়াত মকাব অবতীর্ণ
হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ
বলেছেন। কিন্তু ইবনে কাসীর বলেনঃ যাকাত মকাব ইসলামের প্রাথমিক বুগেই ফরয
হয়েছিল, কিন্তু তার বেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দিতীয়
বর্ষে বণিত হয়েছে। এমতোবছায় আয়াত যাকাত অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো
যেতে পারে।—রহম-যা'আনৌও তাই বলেছে।

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قُرْصًا حَسَنًا— আল্লাহর পথে বাস্তুকরাকে এমনভাবে বাস্তু করা

হয়েছে যেন ব্যক্তারী আজ্ঞাহকে ঝপ দিছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইলিত আছে যে, আজ্ঞাহ তা'আলা ধনীদের সেরা ধনী, তাকে দেওয়া ঝপ কখনও মারা যাবে না—অবশ্যই পরিপোষিত হবে। করয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বিলিত হয়েছে। তাই এখানে নকল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে, যেমন আজীব-জজন ও প্রিয়জনকে কিছু দেওয়া, মেহমানদের জন্য ব্যয় করা, আলিম ও সাধু পুরুষদের সেবায় করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিরেহেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আধিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে, যেমন গিড়ায়াতা, শ্রী ও সর্বান-সজ্ঞিতর তরল-গোষ্ঠৈ ইত্যাদি। কাজেই **اللَّهُ فِرْصُوا مِنْ خَيْرٍ** বাকো এসব ওয়াজিব পাওনা আসার ক্ষেত্র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَمَا تَقْدِمُ مِنْ لَا نَفْسَكُمْ مِنْ خَيْرٍ—অর্থাৎ তোমরা জীবদ্ধশায় যে যে কাজ

সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের ওসীয়াত করে শাওয়ার চেয়ে উচ্চম। কারণ, মৃত্যুর পর ওয়ারিশের আধীন, তারা ওসীয়াত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আধিক-ইবাদত, সদকা-খয়রাতসহ নামাম-রোমা ইত্যাদিও পারিব।

হাসীসে আছে রসুলুল্লাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে প্রতি কর্মজেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কि, যে নিজের ধনসম্পদের তুলনায় ওয়ারিশের ধনসম্পদকে বেশী ভাগবাসে? সাহাবায়ে কিরাম আরয় কর্মজেনঃ নিজের ধনের চেয়ে ওয়ারিশের ধনকে কেবলী ভাগবাসে এরাপ বাক্সি আয়দের মধ্যে নেই। রসুলুল্লাহ্ (সা) বলজেনঃ খুব শুরোগনে উড়ি দাও। সাহাবায়ে কিরাম বলজেনঃ এই উড়ির ছাড়া আয়দের অন্য কোন উড়ির জানা নেই। তিনি বলজেনঃ (আজ্ঞা, তা হলে বুঝে নাও) তোমার ধন তাই, যা তুমি অহতে আজ্ঞাহর পথে ব্যয় করবে। তোমার মৃত্যুর পর যে ধন থেকে যাবে, তা তোমার ধন নয়—তোমার ওয়ারিশের ধন। —(ইবনে কাসীর)

سورة المدثر

سُورَةُ الْمَدْثُرِ

মঙ্গল অবস্থার্তা, ৩৬ আশাত, ২ করুণা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الْمُدْثِرُ ۝ قُمْ فَإِنْذِرْ ۝ وَرَبُّكَ فَكِيرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ ۝
 وَالرُّجْزَ فَاهْجِرْ ۝ وَلَا تَمْنَعْ شَتَّكِيرْ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝ فَإِذَا نَفَرَ
 فِي النَّاقُورْ ۝ فَذَلِكَ يَوْمَ عِيْدِيْرْ ۝ عَلَى الْكُفَّارِينَ عَيْدُ
 يَسِيرْ ۝ ذَرْنِيْرْ ۝ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدَنْ ۝ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَنْدُودَا
 وَبَيْنَ شَهُودًا ۝ وَمَهَدْتُ لَهُ تَهْيِدَا ۝ ثُمَّ يَظْلِمُ أَنْ آزِيدَنْ
 كَلَاءَ إِثْنَةَ كَانَ لِأَيْتَنَا عَنِيدَا ۝ سَانِهَقَةَ صَعُودَا ۝ إِثْنَةَ
 فَكَرَ وَقَدَرَ ۝ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ۝ لَمْ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ۝ ثُمَّ نَظَرَ
 ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝ ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْكَنَرَ ۝ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا بَخْرُ
 يَوْمَشِرَ ۝ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝ سَاصِلِيْنِهِ سَقَرَ ۝ وَمَا
 أَذْرِكَ مَا سَقَرُ ۝ لَا تَبْقِي وَلَا تَدْرُ ۝ لَوْاحَةً لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا
 تِسْعَةَ عَشَرَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ الْأَمْلِكَةَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا
 عَدَّتْهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۝ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَبَ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ أَمْنَوْا إِيمَانًا ۝ وَلَا يَرْثَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ
 وَالْمُؤْمِنُونَ ۝ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۝ وَالْكُفَّارُونَ مَا ذَادُ

أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذِيلَكَ يُعْصِي اللَّهَ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ
 لِلْبَشَرِ كُلُّا وَالْقَسْرِ وَالْيَلِ إِذَا أَدْبَرَهُ وَالضَّيْعَ إِذَا أَسْفَرَهُ إِنَّهَا
 لِذَنْدِيَ الْكَبِيرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقدَّمَ
 أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي جَهَنَّمِ
 شَيْءَ سَاءَ لَوْنَ عَنِ النَّجِيرِ مِنْ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرِ قَالُوا
 لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّيِنَ وَلَمْ نَكُنْ نُطِيعُ الْمُسْكِنِينَ وَكُنَّا نَحْوَنُ
 مَعَ الظَّاهِرِيِّينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَنَا
 الْيَقِينَ فَمَا تَنَعَّمُهُ شَفَاعَةُ الشَّفَعِيِّينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ
 الشَّذِيرَةِ مُغَرِّبِيِّينَ كَأَهْمِ حُورٍ مُسْتَنْفِرَةٍ فَرَأَتْ مِنْ قَسْوَةِ
 يُرِيدُ كُلُّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَؤْتِي صُحْفًا مُنَشَّرَةً كُلَّا بَلْ لَا
 يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَارِئَةٌ تَذَكِّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا
 يَذَكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَةِ وَأَهْلُ الْمَغْوِرَةِ

পরম করুণাময় ও আসীম দয়ালু জাহান্তর নামে শুল্ক

- (১) হে চাসরাহত, (২) উর্তুন, সতর্ক করুন, (৩) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য হোষণা করুন (৪) আগন পোশাক পরিষ্ঠ করুন (৫) এবং অপবিহৃত থেকে দূরে থাকুন। (৬) জাধিক প্রতিদানের আশার অনাকে কিছু দেবেন না। (৭) এবং আগনার পালন-কর্তার উদ্দেশ্যে সবর করুন। (৮) যেদিন খিংগার ঝুক দেওয়া হবে; (৯) সেদিন হবে কঠিন দিন, (১০) কাকিরসের জন্য একটি সহজ নয়। (১১) যাকে আমি অবনা করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আশা হাতে ছেড়ে দিন। (১২) আমি তাকে বিপুর ধনসম্পদ দিয়েছি (১৩) এবং সদাসংগী পুরুষ দিয়েছি, (১৪) এবং তাকে শুব সজ্জলতা দিয়েছি। (১৫) এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দিই (১৬) কখনই নয়। সে আশা নিদর্শনসমূহের বিস্তৃতরণকারী। (১৭) আমি সফরেই তাকে শান্তির পাহাড়ে আরোহণ

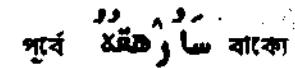
করাব। (১৮) সে তিনি করেছে এবং অনশ্চির করেছে, (১৯) এবং হোক সে, কিরণে সে অনশ্চির করেছে। (২০) সে আবার ধৃষ্টিপাত করেছে, (২১) অতঃপর সে ক্ষুভুক্ত করেছে ও যুধ বিকৃত করেছে, (২২) অতঃপর পৃষ্ঠাপন্থ করেছে ও অহংকার করেছে, (২৩) এরপর করেছে : এ তো মোক পরম্পরার আপ্ত বাদু বৈ নয়, (২৪) এ তো মানুষের উত্তি বৈ নয়। (২৫) আমি তাকে সংবিধি করব অপ্রিতে। (২৬) আপনি কি বুঝানেন আমি কি ? (২৭) এটা অক্ষত গ্রাথবে না এবং ছাঢ়বেও না (২৮) মানুষকে দণ্ড করবে। (২৯) এর উপর নিলো-বিলোত আছে উনিশজন কেরেশ্বর। (৩০) আমি জাহাজামের তন্ত্রাবধারক কেরেশ্বরতাই কেখেছি। আমি কানিস্বদেরকে পরীক্ষা করার অন্তর্ভুক্ত তাদের এই সংখ্যা করেছি—গাতে কিংতুবীরা সৃষ্টি বিদ্যাসী হয়, মু'মিনদের ইচ্ছান রুজি পার এবং কিংতুবীরা ও মু'মিনগণ সম্মেহ পোষণ না কর এবং গাতে ঘাসের অভ্যন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কানিস্বরা বলে যে, আজাহ্ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেরেছেন। এমনিভাবে আজাহ্ বাকে ইচ্ছা পথচার্য করেন এবং মাকে ইচ্ছা সৎ গবে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (৩১) কথনই নয়। চতুর শপথ, (৩২) শপথ রাত্তির বখন তার অবসান হয়, (৩৩) শপথ প্রজাতকানের, বখন তা আজো-কোকাসিত হয়, (৩৪) বিশ্চর জাহাজাম উচ্চতর বিপদসমূহের অন্যতম, (৩৫) মানুষের জন্য সতর্ককারী (৩৬) তোমাদের যথে সামনে অগ্নসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৩৭) প্রত্যোক বাণি তার ক্ষতকর্মের জন্য দাঢ়ী ; (৩৮) কিন্তু তামদিকঙ্কুরা, (৩৯) তারা আকবে জাপাতে এবং পরম্পরারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (৪০) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪১) বলবে : তোমাদেরকে কিসে জাহাজামে যৌত করেছে ? (৪২) তারা বলবে : আমরা নামায পত্তায না, (৪৩) অডাবপ্রস্তুতকে আহার্য দিতায না, (৪৪) আমরা সমাজোচকদের সাথে সমাজোচনা করাযাম (৪৫) এবং আমরা প্রতিক্রিয়া দিবসকে অঙ্গীকার করাযাম (৪৬) আমাদের হৃষ্ট পর্যন্ত। (৪৭) অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কেনে উপকারে আসবে না। (৪৮) তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে যুধ কিরিয়ে নেয় ? (৪৯) যেন তারা ইত্তেজ বিচ্ছিন্ন গর্ভত (৫০) হাত্তিগোমের কারণে গলায়নগর। (৫১) বরং তাদের প্রত্যোকেই চার তাদের প্রত্যোককে উপস্থুত প্রস্তুত দেওয়া হোক। (৫২) কথনও না বরং তারা পরকালকে কর করে না। (৫৩) কথনও না, এটা তো উপদেশ যাত। (৫৪) অতএব মার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। (৫৫) তারা স্মরণ করবে না কিন্তু যদি আজাহ্ চান। তিনিই করের রোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ব্রাহ্মাদিত, উর্তুম (অর্ধাং শ্রীর জাহপা থেকে উর্তুম অথবা প্রস্তুত হোন) অতঃপর (কানিস্বদেরকে) সতর্ক করন, (যা নবুয়তের দায়িত্ব)। এখানে 'সুসংবাদ প্রদান করুন' বলা হয়নি। কারণ, আয়াতটি একেবারেই নবুয়তের প্রথম দিকের। তখন দু-একজন ছাড়া কেউ মুসলিমান হিল না। কর্তৃ সতর্ক করাই অধিক সমীচীন হিল।)। আপন পালনকর্তার

মাজাহত্য হোক্তা করাম, (কেননা, তওহীদই তবজীগের প্রধান বিষয়বস্তু। অতঃপর নিজেরও কাড়িগর জরুরী পালনীয় কর্ম, বিশ্বাস ও চরিত্রের শিক্ষা রয়েছে। কারণ, যে তবজীগ করবে, তারও আশ্চর্যসংশোধন প্রয়োজন)। আগন গোশাক পবিত্র ধারুন (এটা কর্ম সম্পর্কিত বিষয়। তবজীগে মামার করায ছিল না, তাই মামারের আদেশ করা হয়নি। বিউর এই ঘে) এবং প্রতিবা থেকে সুরে ধারুন [বেয়ন এ পর্যন্ত আছেন। এটা বিশ্বাসগত বিষয়। উচ্চেশ্ব এই ঘে, পূর্বের মার তওহীদে অউল ধারুন। রসুজুলাহ্ (সা) শিখকে শিস্ত হবেন এরাপ আশুকা ছিল না। তবুও তওহীদের কুফত ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁকে এই আদেশ করা হয়েছে]। প্রতিদিনে অধিক পাওয়ার জঙ্গাশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। [এটা চারিত্বিক বিষয়। পরপরের বাতীত অপরের জন্য এ কাজ জারীয হলেও অনুভূতি। সুরা ঝোমের আরাত ۴۰۰۰ مِنْ رِسْلِهِ وَ مَا أَنْتَ مِنْ رِّبٍِّ] এর তত্ত্বাত্মক থেকে একথা জানা যাব। রসুজুলাহ্ (সা)-র

শান ও অর্বাচা স্বাক্ষর উর্ধ্বে, তাই এটা তাঁর জন্য হারায করে দেওয়া হয়েছে। এবং (সতর্ককরানের কাজে নির্বাতনের সম্মুখীন হলে তজ্জন্ম) আগনাক্র পালনকর্তার (স্বত্ত্বিত্ব) উচ্চেশ্বে সবর করান। (এটা তবজীগ সম্পর্কিত বিশেষ নৈতিকতা। সুতরাং উর্ভিত্ব আরাতসমূহে নিজের ও অপরের চরিত্র এবং কর্ম সংশোধনের বিভিন্ন ধারা ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর সতর্ক করার পরও ধারা ঈশ্বান আনে না, আদের জন্য এই শাস্তিবাণী রয়েছে ঘে) সেদিন শিংগার কুক দেওয়া হবে, সেদিন কাফিরদের জন্য এক ডরাবহ দিন হবে, যা কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না। (অতঃপর কাড়িগর বিশেষ কাফির সম্পর্কে হজা হয়ে) যাকে আমি (সতান ও ধন সম্পদ থেকে রিভত) একক সৃষ্টি করেছি (জয়ের সময় কারও ধনসম্পদ ও সত্ত্বান-সত্ত্বতি ধাক্কে না। এখানে ওলৌদ ইবনে মুগীরাকে বৈবানো হয়েছে)। তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (আমিই তাকে বুঝে দেব)। আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি ও সদাসংগী পুরুষগ দিয়েছি এবং তাকে ধূৰ সম্ভাজী দিয়েছি। এরপরও (সে ঈশ্বান এনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি বরং কুকুর ও অমর্বাদার উপরে এই বিপুল ধনসম্পদকে সামান্য মনে করে) সে আশা করে ঘে, আমি তাকে আরও বেশী দিই। কথমও (সে বেশী দেওয়ার যোগা) ঘে, (কেননা,) সে আমার আরাতসমূহের বিরক্ষাচরণকারী। (বিরক্ষাচরণের সাথে যোগাতা কিনাপে ধাক্কতে পারে। তবে তিনা দেওয়ার উচ্চেশ্বে বেশী সিজে সেটা কিন কথা। আরাত নামিয হওয়ার পর থেকে এই বাতিল উর্বাতি বাহ্যত বর হবে যাব। সে অতে এরপর তার কোন সত্তান হয়নি এবং ধনসম্পদও বাঢ়েনি। এ শাস্তি দুনিয়াতে আর পরকালে) তাকে সহজেই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) আহামামের পাহাড়ে আরোহণ করাব। (তিন্মিহীর হাদীসে আছে আহামামে একটি পাহাড়ের নাম ‘সেউদ’। সতর বছরে এর শুল্ক পৌছুবে, এরপর সেখান থেকে নিচে পড়ে যাবে। এরপর সর্বদাই এমনিত্বাবে আরোহণ করবে এবং নিচে পতিত হবে। উর্ভিত্ব হঠকারিতাই এই শাস্তির কারণ। অতঃপর এর আরও কিছু বিবরণ দেওয়া হচ্ছে) সে চিন্তা করেছে (যে কেৱল আন সম্পর্কে কি বলা যাব) অতঃপর (চিন্তা করে) মনস্তির করেছে (পরে তা বর্ণিত হবে)। ধৰ্মস হোক সে, কিনাপে সে (এ বিষয়ে) মনস্তির করেছে। আবার ধৰ্মস হোক সে, কিনাপে সে (এ বিষয়ে) মনস্তির করেছে। (তীব্র নিষ্পা আগনার্থে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করা

হয়েছে)। অঙ্গপর সে (উপরিত লোকজনের প্রতি) দৃষ্টিগত করেছে (যাতে হিলৈকুন্ত কথাটি তাদের কাছে বলে) অঙ্গপর সে আকৃতিত করেছে এবং মুখ বিহৃত করেছে, অঙ্গ-পর শৃঙ্খলার্থে করেছে ও অর্থকার করেছে। (আপত্তির বিষয়ে সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মুখ বিহৃত করে ছুলা প্রকল্প করাই সাধারণ অভ্যাস)। এরপর বলেছেন এতো লোক পরম্পরার প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়, এ তো যানুবের উত্তি বৈ নয়। (উপরোক্ত মনবিহৃত করার বিষয়বস্তু এটাই)। উদ্দেশ্য এই যে, এই কোরআন আলাহ'র কাজায় নয় বরং যানুবের কাজায়, যা তিনি কোন যাদুকরের কাছ-থেকে বর্ণনা করেন অথবা তিনি নিজেই এর চাহিদা। তবে বিষয়বস্তু তাদের কাছ থেকে বর্ণিত, যারা পূর্বে নবুরাত দাবী করত। অঙ্গপর এই হঠকারিতার বিস্তারিত শাস্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্বে  তাকে তা সংজ্ঞাপে উল্লিখিত হয়েছিল। আমি সহজেই তাকে জাহাজামে দাখিল করব। আপনি কি বুঝলেন জাহাজাম কি? এটা (এমন যে, প্রবিল্ল বাতিল কোন কিছু দণ্ড করতে) বাকী রাখবে না এবং (কোন কাফিরকে তিতের না নিয়ে) ছাড়বে না। যানুবকে দণ্ড করবে। এর উপর নিয়োজিত থাকবে উনিশ জন ফেরেশতা। তাদের একজনের নাম যান্দেক। তারা কাফিরদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেবে। শতিশাশ্বী একজন ফেরেশতাই জাহাজামীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদস্বেতু উনিশ জনকে নিয়োগ করা থেকে বোঝা যাব যে, শাস্তি দানের কাজটি খুবই শুরুত সহজের সম্পাদন করা হবে। উনিশ সংখ্যার গৃহ তত্ত্ব আলাহ' তা'আলাই জানেন। এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উত্তির অধ্যে অভিজনের কাছে যা অধিক প্রস্তুত হয়েছেগোগা, তা এই যে, আসলে সত্য বিশ্বাস-সমূহের বিস্তোধিতার কারণে কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কর্ম সম্পর্কিত নয় এখন অকাণ্ঠা বিশ্বাস নয়টি ১. আলাহ'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. জগতের নতুনতে বিশ্বাস করা, ৩. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ৪. সহস্ত্র ঐশী প্রহ্লে বিশ্বাস রাখা, ৫. গরগন্ধরগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা, ৬. তক্কীরে বিশ্বাস করা, ৭. কিলামতে বিশ্বাস করা। ৮. জামাত ও ৯. দোয়াখে বিশ্বাস করা। অন্যসব বিশ্বাস এন্ডোর শীখা-প্রশাখা। কর্ম সম্পর্কিত অকাণ্ঠা বিশ্বাস দশটি—পাঁচটি করণীয় অর্থাৎ এগুলো করা যে ওয়াজিব, তা বিশ্বাস করা জরুরী। যথা, ১. কালেমা উচ্চারণ করা, ২. নামায কার্যে করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. রম্যানের রোমা রাখা এবং ৫. বায়তুল্লাহ'র হস্ত করা। আর পাঁচটি বর্জনীয় অর্থাৎ এগুলো করা হারায় এরাগ বিশ্বাস রাখা জরুরী। যথা, ১. দুরি করা, ২. বাতিচার করা, ৩. হত্যা করা, বিশেষত সন্ধান হত্যা করা, ৪. অপবাদ আরোপ করা, ৫. সৎ কাজে অবাধ্যতা করা, এতে গীরত, জুলুম, অন্যায়তা বেই ইস্তামদের মাজ ডক্ষে করা ইত্যাদি দাখিল আছে। এখন সব বিশ্বাসের সমষ্টিটি হল উনিশ। সক্রিয়ত এক এক বিশ্বাসের শাস্তি দেওয়ার জন্য এক একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। তওঁদের বিশ্বাসটি সর্ববৃহৎ বিধায় তার জন্য একজন বড় ফেরেশতা মালেককে নিষ্পত্ত করা হচ্ছে। এই আলাতের বিষয়বস্তু শুনে কাফিররা উপহাস করেছিল। (তাই পরবর্তী বিষয়বস্তু মাঝে হব অর্থাৎ) আমি জাহাজামের তত্ত্বাবধারক (যানুব নর) ফেবল ফেরেশতা নিষ্পত্ত করেছি। (তাদের অধ্যে এক একজন ফেরেশতা সমষ্ট জিন ও যানবের সমান শক্তিশর)।

আমি তাদের সংখ্যা (বৰ্ণনার) এরপ (অর্থাৎ উনিশ): রেখেছি কেবল কাফিলাদের পরীক্ষার জন্য আতে কিভাবীরা (বৰ্ণনার সাথে সাথে) সৃষ্টি বিষয়াসী হয়, মু'মিনদের ঈমান হেতু যাই এবং কিভাবীবিগণ ও মু'মিনগণ সলেহ পোষণ না করে এবং আতে সামের অভাবে (সলেহের) রোগ আছে তারা এবং কাফিলাদের ধারে যে, আজাহ্ এই আশ্চর্য বিষয়বস্তু ধারা কি হোকাতে চেরেছেন? (কিভাবীদের বিষয়াসী হওয়ার কথা বলার দৃষ্টি কাপুণ সত্ত্বপর—১. তাদের কিভাবীবৈও এই সংখ্যা খীরিত আছে। অতএব লোক প্রাপ্তই মেমে হৈবে। তাদের কিভাবে এবং এই সংখ্যা উলিখিত না থাকলে সত্ত্বত বিকৃতির কারণে ঘটে হাত। ২. তাদের কিভাবে যদি এই সংখ্যা না থাকে, তবে তারা কেরেশতাগণের অভিধারণ শক্তিশালী বিষয়াসী হিল। আজাহ্ তা'আজাহ্ বর্ণনা ব্যাতীত জানার উপায় নেই; এমন অনেক বিষয় তাদের কিভাবে বিদ্যায় হিল। সুতরাং সেগুলোর ন্যায় এই সংখ্যার বিষয়কে অবীকার করার কোন ডিতি তাদের কাছে হিল না। অতএব আরাতে বিষয়ের অর্থ হবে অবীকার ও উপহাস না করা। এই দু'ষ্টি কারণের মধ্য থেকে প্রথম কারণটি স্বল্প। মু'মিনদের ঈমান হৃকি পাওয়ারও দু'ষ্টি কারণ হতে পারে—১. কিভাবীদের বিষয় দেখে তাদের ঈমান উৎপত্তি শক্তিশালী হবে। কাপুণ, সুতুজাহ্ (সা) কিভাবীদের সাথে যোগাযোগ না করা সত্ত্বেও তাদের গুহীর অনুযাপ করব দেন। অতএব তিনি অবশ্যই সত্তা মনী। ২. নতুন কোন বিষয়বস্তু অস্তিত্ব হলেই মু'মিনগণ শৃঙ্খলি ঈয়াম আনত। সুতুজাহ্ সংখ্যা সলিলিত বিষয়বস্তু নাবিল হওয়ার কালে তাদের ঈমানের পরিমাপ হেতু পেল। এরপ সলেহ পোষণ না করার কথাটি তাকীদার্থে সংস্কৃত করা হয়েছে। রোগ কি, এ ব্যাপারেও দুরবক্ষ সত্ত্ববন্ধ আছে—৩. সলেহ, কেমনো, সত্তা প্রকাশিত হলে কেউ কেউ তা'আজাহ্ করে এবং কেউ তা' হেনে নিতে ইন্দৃষ্ট করেও মুক্তিশাস্ত্রের মধ্যেও এমন লোক থাকা বিচিত্র হয়। ২. নিকাক তথ্য কপটতা। এমতাবস্থার আয়াতে তবিষ্যতাগী আছে যে, মদীনার কপট বিষয়াসী থাকবে এবং তাদের এই বস্তুর হবে। মু'মিন ও কিভাবীদের বিষয় ও সলেহ পোষণ না করার বিষয়টি আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যরপ, কিভাবীদের বিষয় ও সলেহ পোষণ না করা হল আভিধানিক অর্থে এবং মু'মিনদের শরীরতের পরিভ্রান্ত উভয় নদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, আজাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে মু'মিনগণকে যেহেন বিশেষ হিদায়ত দান করেছেন এবং কাফিলাদেরকে বিশেষ পথপ্রস্তুত করেছেন, এয়মিভাবে আজাহ্ যাকে ঈচ্ছা পথপ্রস্তুত করেন এবং যাকে ঈচ্ছা হিদায়ত দান করেন; (অতঃপর পূর্বের বিষয়বস্তুর পরিপিল্ট বণিত হয়েছে যে, জাহানামের তত্ত্বাবধায়ক কেরেশতাদের সংখ্যা উনিশ বিশেষ রহস্যের ডিতিতে রাখা হয়েছে। নতুনা), আপনার পাইনকর্তার (এসব) বাহিনী (অর্থাৎ কেরেশতাদের সংখ্যা এত প্রচুর যে, তাদের) সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (তিনি ঈচ্ছা করলে অগণিত কেরেশতাকে তত্ত্বাবধায়ক নিষ্পত্তি করতে পারতেন। এখনও তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা উনিশ হজার তাদের সহকারী ও সাহায্যকারী অনেক। মুসলিমের হানীসে আছে, জাহানামকে এমতাবস্থায় উপরিত করা হবে যে, তা'র সত্ত্ব হাজার বজ্গা থাকবে এবং প্রত্যেক বজ্গা সত্ত্ব হাজার কেরেশতা থারণ করে রাখবে। জাহানামের অবস্থা বর্ণনা করার যা আসল উদ্দেশ্য, তা সংখ্যাজড়া অথবা সংখ্যাধিক্য অথবা উনিশ সংখ্যার রহস্য উল্মোচন করা অথবা না করার উপর নির্ভরশীল নহ এবং সেই আসল

উদ্দেশ্য এই বে) এটা (অর্থাৎ জাহাজামের অবস্থা কর্ত্ত্বা) যানুবৰ্ষের জন্য উপদেশ হৈ বল
 (হাতে তারা আবাবের কথা বলে সতর্ক হয় এবং ইমান আনে)। এই উদ্দেশ্য কোন বিশেষ
 বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নহ। সুতরাং আসল উদ্দেশ্যকে অক্ষে জ্ঞেয় এসব ধারণা
 বিবরণের পেছনে না গড়াই সুভিস্মত। অতঃপর জাহাজামের পাতির কিলুটা কর্ত্ত্বা আছে,
 যা যানুবৰ্ষের জন্য উপদেশ হওয়ার পিকচিকে ফুটিয়ে তোলে। ইরশাদ হচ্ছে :) চর্জের
 শপথ, শপথ রাখিব ব্যবন তার অবসান হয়, শপথ প্রত্যক্ষকালের ব্যবন তা আলোকেজাসিত
 হয়, নিশ্চর জাহাজাম শুরুতর বিগদসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়, যানুবৰ্ষের জন্য সতর্ককারী—
 তোমাদের মধ্যে বে, (সৎ কাজের দিকে) আগলী হয়, তার জন্য অথবা বে (সৎ কাজ থেকে)
 সশ্চর্তু থাকে, তার জন্মাও। (অর্থাৎ সবার জন্য সতর্ককারী)। এই সতর্ককারণের ফলাফল
 কিম্বাগতে প্রকাশ পাবে, তাই কিম্বাগতের সাথে সামগ্রেজীল বিবরসমূহের শপথ কর্ত্ত্বা
 হচ্ছে। সেমতে চর্জের হালি ও ট্রাস ও জপতের উজ্জ্বল ও অবক্ষেত্রের নবুন্না। চর্জে বেয়েন
 এক সরঁরে তার আলো হালিয়ে কেলে, তেমনি জগতে নিরেট অভিহাসী হয়ে থাবে। এবিনি-
 ক্ষাবে দিবা ও রাত্তির পারম্পরিক সম্পর্কের অনুরূপ সভাসভ্যের পোপনীরতা ও বাহিঃপ্রকল্পের
 ক্ষেত্রে বিশ্বাসগত ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং বিশ্বাসগতের বিজুলিত রাখিব-
 অবসানের মত এবং পর্যবেক্ষণের প্রকাশ প্রভাতকালীন উজ্জ্বলা সমূল। অতঃপর দুবিজ্ঞা
 ও দুনিরাবাসীদের কিছু অবস্থা কর্ত্ত্বা হচ্ছে :) প্রত্যেক বাস্তি তার (কুকুরী) ক্রস্ত-
 কর্মের বিনিয়নে (জাহাজামে) আটক থাকবে কিন্তু ডানদিকহয় (অর্থাৎ মু'মিনগণ, তাঁদের
 বিবরণ সুন্না ওয়াকিয়ায় বণিত হচ্ছে। বৈকটালীসম্বন্ধে তাঁদের অক্ষর্তৃত্ব। তাঁরা আহা-
 জামে আটক থাকবে না) তাঁরা থাকবে জাহাজে (এবং) অগ্রাধী কাফিলদের অবস্থা
 (তাঁদের ক্ষেত্রে) জিজ্ঞাসা করবে। (জাহাজাম ও জাহাজের মধ্যে অনেক ব্যবধান
 থাকা সত্ত্বেও পারম্পরিক বাক্যালাপ কিন্তু হবে, এসম্পর্কে সুন্না আ'নাকের তক্ষসীরে
 কর্ত্ত্বা কর্ত্ত্বা হচ্ছে। শাসনের জন্য এই জিজ্ঞাসা কর্ত্ত্বা হবে। মু'মিনগণ কাফিলদেরকে
 জিজ্ঞাসা করবে) তোমাদেরকে জাহাজামে কিম্বে দাখিল করল ? তাঁরা বলবে : আমরা
 মাঝে গড়তাম না, অভাবপ্রাপ্তকে (ওয়াজির) আহার্য দিতাম না এবং আরা (সভা ধর্মের
 বিপক্ষে) সমালোচনাবৃথর ছিল, আমরাও তাঁদের সাথে ছিলে (ধর্মের বিপক্ষে) আলোচনা
 করতাম এবং প্রতিক্রিয়া দিবসকে অঙ্গীকার করতাম আলোচনার মূল পর্যবেক্ষণ। (অর্থাৎ
 মাফরণানীর উপরই আলোচনা জীবনবসান হয়)। কলে আমরা জাহাজামে চলে এসেছি।
 এ থেকে জরুরী হয় না বে, কাফিলহয় নামায, রোয়া ইত্যাদি ব্যাপারে আদিষ্ট। কেবলমা,
 জাহাজামে দৃষ্টি বিষয় থাকবে—এক আবাব ও সুই, আবাবের তৌতুতা। সুতরাং উজ্জিলিত
 কর্মসমূহের সমষ্টি আবাব ও আবাবের তৌতুতা এই দুই-একে কারণ হতে পারে, এভাবে
 যে, কুকুর ও শিরক কারণ হবে আবাবের এবং নামায ইত্যাদির তুরক কারণ হবে
 আবাবের তৌতুতার। কাফিলহয় নামায-রোয়া ইত্যাদির ব্যাপারে আদিষ্ট মজ—এর অর্থ
 এই মেওয়া হবে যে, নামায-রোয়ার কারণে তাঁদের আসল আবাব হবে না এবং মূল
 ঈয়ানের সাথে ঘোহেতু নামায-রোয়াও প্রসঙ্গ ক্ষেত্রে এসে থাক, তাই নামায-রোয়া তুরক
 কর্মানীর কারণে আবাবের তৌতুতা হতে পারে)। অতএব (উজ্জিলিত অবস্থার) সুপারিশ-
 কারীদের সুপারিশ তাঁদের ক্ষেত্রে উপকারে আসবে না। (অর্থাৎ কেউ তাঁদের জন্ম সুপারিশই

—فَمَا لَنَا مِنْ شَاءْ فَعَلْنَا—
কৃত-

রের কারণে যখন তাদের এই দুর্গতি হবে, তখন) তাদের কি হল যে, তারা (কোরআনের এই) উপদেশ থেকে কিরিয়ে নেয় যেন তারা ইতস্তত বিশ্বিষ্ট গর্ড, সিংহ থেকে পলায়নপর। (এই ভুলমায় কয়েকটি বিশ্বায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত গর্ড বোকামি ও নির্বুকিতায় সুবিদিত। বিতীর্ণত তাকে বন্য ধরা হয়েছে, যে তায় করার নয়, এমন জিনিসকেও আহেতুক ডয় করে এবং পালিয়ে ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত সিংহকে ডয় করার কথা বলা হয়েছে। কলে তার পলায়ন যে চরম পর্যায়ের হবে, তা বলাই বাহ্য। এই পলায়নের অন্যতম কারণ এই যে, কাফিররা কোরআনকে তাদের ধারণায় যথেষ্ট দলীল মনে করে না) বরং তাদের প্রত্যেকেই তার যে, তাকে উচ্চুক্ত (ছৰী) কিতাব দেওয়া হোক।—[দুর্ঘারে-মনসুরে কাতাদাহ (রা) থেকে বলিত আছে যে, কতক কাফির রসূলুল্লাহ (সা) -কে বলল : আপনি যদি আমাদের অনুসরণ করামন করেন, তবে বিশেষভাবে আমাদের নামে আকাশ থেকে এমন কিতাব আসতে হবে, যাতে আপনাকে অনুসরণ করার আদেশ থাকবে। অন্য এক আয়াতে যেহেন আছে :

وَتَنْزَلَ عَلَيْنَا حَتَّىٰ تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا بِّا نَقْرَءُهُ
উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোমার জন্য মন্ত্র (উচ্চুক্ত)

শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ সাধারণ পত্র হোগন খোলা হয় ও পঠিত হয়, তেমনি পত্র আমাদের নামে আসা চাই। অতঃপর এই বাজে দাবী খণ্ডন করা হয়েছে :] কখনই না, (এর প্রয়োজন নেই এবং এর যোগায়তে তাদের মধ্যে নেই। বিশেষত অনুসরণের নিয়তে এই দাবী করা ছয়নি)। বরং (কারণ এই যে,) তারা পরকালকে (অর্থাৎ পরকালের আয়াতকে) ডয় করে না। তাই (সত্যালৈক্ষণ নেই। কেবল হঠকারিতাবশতই এসব দাবী করা হয়, যদি কদাচ

এসব দাবী পূরণও করা হয় তবে তার অনুসরণ করবে না। অন্য আয়াতে আছে :

وَتَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابًا بِّا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمْسُوْهُ بِا يَدِهِمْ لَقَالَ اللَّهُ هُنَّ
অতঃপর থণ্ডন ও শাসানোর ডরিতে বলা হচ্ছে,
অতঃপর থণ্ডন ও শাসানোর ডরিতে বলা হচ্ছে,

যখন প্রয়াণিত হল যে, তোমাদের দাবী অনর্থক, তখন এটা) কখনও (হতে পারে) না ; (বরং) এটাই (অর্থাৎ বোরআনই) যথেষ্ট উপদেশ, অন্য সহীফার প্রয়োজন নেই। অতএব আর ইচ্ছা, সে এ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করক এবং যার ইচ্ছা, সে জাহানামে যাক। আমার তাতে পরাওয়া নেই। কোরআন দ্বারা কিছু কিছু মানুষের হিদায়ত হয় না ঠিক, কিন্তু এতে কোরআনের কোন ভূষ্টি নেই। কোরআন স্বস্থানে হিদায়ত, কিন্তু) আলাহ্ র ইচ্ছা বাতিলেকে তারা উপদেশ প্রাপ্ত করবে না। (আলাহ্ র ইচ্ছা না হওয়ার পিছনে অনেক রহস্য আছে। কিন্তু কোরআন অবশ্যই উপদেশ। অতএব এ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত কর এবং আলাহ্ র অনুগত্য কর। কেননা) তিনিই (অর্থাৎ তার আয়াতই ভয়ের যোগ) এবং তিনিই

اَنْ رَبُّكَ لَسْرِيعٌ
وَأَنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

আনুষঙ্গিক জাতৰা বিষয়

সুরা মুদ্দাস্সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্থুগে অবতীর্ণ সুরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সুরাও বলেছেন। সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সুরা ইকবার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কোরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বক্ষ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসুলুল্লাহ् (সা) যাজ্ঞোৎসব উপর দিক থেকে কিছু আওয়ায় শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে সৃষ্টি মিকেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা পিরিওহায় আগমনকারী ফেরেশতা শূন্য অঙ্গে একটি কুলত চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতায়হায় দেখে হেরা পিরিওহায় অনুসারে তিনি আবার ভীত ও আতংকপ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কল্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বলেন : **ز ملوفى ز ملوفى** আমাকে বস্ত্রাঞ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাঞ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে গেলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নায়িল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে **إِلَيْهَا الْمَدْفُرُ** ‘হে বস্ত্রাবৃত’ বলে সম্মোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি **ثُر** থেকে উত্তৃত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আভরঞ্জার জন্য সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অভিব্রূত বস্ত। **ص** শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রাহম মা'আনীতে জাবের ইবনে যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি 'বণিত আছে যে, সুরা মুদ্দাস্সির সুরা মুহ্যাঞ্চিমের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আবুস (রা) থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন কিন্তু উপরে বলিত বোধারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সুরা মুদ্দাস্সির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ওই বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সুরা অবতীর্ণ হয়। যদি সুরা মুহ্যাঞ্চিম এর আগে অবতীর্ণ হত, তবে হাদৌসের বর্ণনাকারী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) তা বর্ণনা করতেন বলা যাহল যে, মুহ্যাঞ্চিম ও মুদ্দাস্সির শব্দ দুটি প্রায় সমার্থবোধক। হচ্ছে পারে যে, একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সুরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই ঘটনা হচ্ছে জিবরাইল (আ)-কে আকাশের নৌচে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখা, যা উপরে বণিত হয়েছে। এ থেকে কম-পক্ষে একটুকু প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সুরা মুহ্যাঞ্চিম ও মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াত-সমূহ ওইর বিরতির পর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে। তবে সুরা ইকবার প্রাথমিক আয়াতসমূহ যে সর্বাগ্রে নায়িল হয়েছে, একথা সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। উভয় সুরা যদিও কাছাকাছি সময়ে একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ

হয়েছে, তবুও উড়য়ের অধ্য পার্ষক্য। এই যে, সুরা মুহাম্মদের শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাস্তিগত সংশোধন সম্পর্কিত বিধানাবলী রয়েছে এবং সুরা মুদ্দাস্সিরের শুরুতে দাওয়াত, তবলোগ ও জমতুজ্জি সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রদত্ত হয়েছে।

قُمْ فَأَنْذِرْ সুরা মুদ্দাস্সিরের রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই :

অর্থাৎ উত্তুন। এর আঙ্গরিক অর্থ ‘দৌড়ান’ও হাতে পারে। অর্থাৎ আপনি বজ্রাঞ্চাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডয়ান হোন। এখানে কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেওয়াও অবাক্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনি সাহস করে জনতন্ত্রের দায়িত্ব পালনে ভৱী হোন।

فَانْذِرْ شَكْرِيٍّ وَنَذِرْ থেকে উত্তুন। অর্থ সতর্ক করা,। কিন্তু এখন সতর্ক করা, যা রেহ ও ভাস্তবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ বিছু ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পয়গঘৰগণ এয়াপই করে থাকেন। তাই তাঁরা **نَذِرْ وَنَذِيرْ** উপাধিতে ভূষিত হন। **نَذِيرْ** এর অর্থ রেহ ও সময়বিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ক-কারী এবং **نَذِيرْ** এর অর্থ সুসংবাদমাতা। রসূলুল্লাহ্ (সা)-রও এই উভয় উপাধি কোর-আনের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ স্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মুমিন মুসলমান শুণাশুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই ছিল অবিদ্যাসী কাফির, যারা সুসংবাদের নয়—সতর্ক করারই সৌজ্ঞ্য পাইয়া ছিল।

بَكْ فَكِيرْ বিতীয় নির্দেশ এই :

অর্থাৎ শুধু আপন পালনকর্তার মহসু বর্ণনা করুন কথার ও কাজে। এখানে **بَكْ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি সারাজাহনের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহসু বর্ণনার যোগ্য। তকবীরের শাব্দিক অর্থ তাজাহ আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে মামাবের তকবীরে তাহরীমাসহ অন্যান্য তাজাবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে মামাবের তকবীরে তাহরী-মার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোরআনের ডাষ্টায় কোন ইঙ্গিত নেই।

ثُو بِ شَكْرِيٍّ وَثِيَابٌ فَطَهِرْ তৃতীয় নির্দেশ এই :

এর আসল ও আঙ্গরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও বলা হয়। মানব দেহকেও বলা ব্যক্ত করা হয়, যার সীক্ষা কোরআন ও আরবী বাক্য পজ্জতিতে প্রদূর পাওয়া যায়। আলোচা আয়তে তফসীরবিদগণ থেকে উপরোক্ত সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহ্যত এতে কোন বৈগ্রহিত্ব নেই। এমতোবহুর নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিষ্ঠতা থেকে পুরোজাখুন এবং অঙ্গ ও মনকে ছান্ন বিরোচ ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিষ্টতা থেকে

মুক্ত রাখুন। পায়জামা অথবা লুঙ্গি পায়ের পিংটের নীচ পর্যন্ত পরিধান করার নিষেধাজ্ঞাও এ থেকে বোঝা যায়। কেননা, পিংটের নীচ পর্যন্ত পরিহিত বস্ত্র মাপাক হয়ে যাওয়ার সম্ম অমুক্ত থাকে। অন্তর্ভুক্ত কাপড় পরিধান করে যেন নাপাকী থেকে দূরে থাকে। হারায় অর্থ দ্বারা পোশাক তৈরী না করা এবং নিমিজ্জ কাটিসাটো তৈরী না করাও এই আদেশের মধ্যে সর্বিজল আছে। পোশাক পরিষ্কার রাখার এই আদেশ বিশেষভাবে নামায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তাই ফিকহবিদগণ বলেন : নামায ছাড়া অন্য অবস্থায়ও বিনা প্রয়োজনে শরীরকে নাপাক রাখা অথবা নাপাক কাপড় পরিধান করে থাকা অথবা নাপাক জাপায় বসে থাকা জায়েস নয়। তবে প্রয়োজনের মুহূর্তগুলো ব্যতিক্রমভূত।—(মাহারী)

أَنْ لِلّٰهِ الْحُكْمُ وَإِنْ يُحِبَّ الظَّاهِرُونَ ।

الْتَّوْاْنَ دِيْعَبْ الْمُقْتَهِرِينَ ।—হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে।

তাই মুসলিমানকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে অভ্যন্তরীণ অন্তিম থেকে পরিষ্কার রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে।

وَالْرُّجْزَ فَى الْجُنُرِ ।—তফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকবারা কাতা-

দাহ, মুহর্রা, ইবনে যামেদ প্রযুক্ত এ হলে **رُجْز**-এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিমা। ইবনে আবুস রো (রা) এক রেওয়ায়েতে এর অর্থ নিয়েছেন গোনাহ। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা কোনাহ পরিণতাগ করুন। রসুলুল্লাহ (সা) তো পূর্ব থেকেই ঐ সবের ধারে কাছে ছিলেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, উবিষাতেও এসব বিষয় থেকে দূরে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অতিশয় গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে রসুলকেই সংজোধন করে আদেশটি দেওয়া হয়েছে। এতে উচ্চত বৃক্ষতে পারবে যে, আদেশটি খুবই গুরুত্ববহ। তাই নিষ্পাপ রসুলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ ।—অর্থাৎ বেশী পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারাও

প্রতি অনুপ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশী দেবে, এই আশায় কাউকে উপচৌকন দেওয়া নিষ্পন্নীয় ও যাকরাহ। কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্য এর বৈধতা জানা গেলেও এটা সাধারণ ভূম্তার পরিপন্থী। বিশেষত রসুলুল্লাহ (সা)-র জন্য এটা ছারায়।

وَلِرِبِّ فَى صَهْرِ ।-এর শাব্দিক অর্থ প্রহতিকে বাধা দেওয়া ও-

অশ রাখা। তাই আরাহু তা'আলার বিধি বিধান প্রতিপাদনে প্রহতিকে কামেশ রাখা, আরাহুর

হারায়কৃত বন্ধসমূহ থেকে প্রত্যঙ্গিকে বিরুত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হাতোশ করা থেকে বেঁচে থাকাও সবরের মধ্যে সাধিত। সুতরাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ, যা গোটা সৌন্মকে পরিব্রাঞ্চ করে। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞাবে এই নির্দেশ দানের কারণ সন্তুষ্ট এই যে, পূর্বের আয়তসমূহে দানের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুকুরকে বাধা দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বলা বাছলা, এর ফলশূন্তি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রসূলুল্লাহ (সা)-র বিরোধিতা ও শপুত্রায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিষ্ট সাধনে উদ্বাত হবে। তাই সবর ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তাঁর জন্য সমীচীন। রসূলুল্লাহ (সা)-কে এই কর্মকাণ্ড নির্দেশ দেওয়ার পর কিয়ামত ও তাঁর উয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে।

فَ قُوْرَنَ شَدِّيর

অর্থ শিংগা এবং **نَفْر** বলে শিংগায় ঝঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কিয়ামত দিবস সকল কাফিরের জন্যই কঠিন হবে—এ কথা বর্ণনা করার পর জনেক দুষ্টমতি কাফিরের অবস্থাও তাঁর কঠোর শাস্তি বণিত হয়েছে।

ওলৌদ ইবনে মুগীরার বার্ষিক জার ছিল এক কোটি লিনি; এই কাফিরের নাম ওলৌদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধনেবৰ্ষ ও সজ্জান-সন্তুষ্টির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ভাষায় তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মুক্ত থেকে তারেফ পর্যন্ত বিবৃত ছিল। সওরী বলেন: তার বাষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আয়দানী সারা বছর তথা শীত ও প্রীষ সব খতুতে অব্যাহত থাকত। তাই বোরআন পাকে বলা হয়েছে: **وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَمْدُودٌ** তাকে আরবের সরদার গগা করা হত। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর উপাধি ‘রায়হানা কেবারায়শ’ খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশত নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলত। তার দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সে তাঁর পিতা মুগীরা অবিতীয়।—(কুরুতুবী) কিন্তু এই পার্পিট আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কোরআনকে আল্লাহর কানাম মেনে নেওয়া সম্মের যথ্য রচনা করে। সে কোরআনকে যাদু এবং রসূলুল্লাহ (সা)-কে শাদুকর বলে প্রচার করে। তফসীরে কুরুতুবীতে তাঁর ঘটনা নিশ্চল্লিপ বণিত হয়েছে:

اَلْيَعِيْدَ حَمْ قَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ
রসূলে করীয় (সা) একদিন

المصْبِر পর্যন্ত আয়তসমূহ তিলাওয়াত করেছিলেন। ওলৌদ ইবনে মুগীরা এই তিলা-ওয়াত শুনে এক আল্লাহর কানাম যেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধা হয় যে:

وَاللهِ لَقَدْ سَعِتْ مَذْكُورًا مَا هُوَ مِنْ كِلَامٍ إِلَّا نَسْ وَلَا مِنْ كِلَامِ
الْجِنِّ وَإِنْ لَهُ لِحَلَاوَةٍ وَإِنْ عَلَيْهِ لِحَلَاوَةٍ وَإِنْ أَعْلَاهُ لِمَثْمُرٍ وَإِنْ اسْغَلَهُ

لَمْ فَرَقْ وَأَنَّهُ لَيَعْلُوْ وَلَا يَعْلِي عَلَيْهِ وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ

—“আজ্ঞাহৰ শপথ, আমি তাৰ মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন মানুষেৱ কালাম হতে পাৰে না এবং কোন জিনেৱ হতে পাৰে না। এতে রয়েছে এক অপূৰ্ব মাধুৰ্য এবং এৱ এৱ বিনাসে রয়েছে বিশেষ চাকচিক্য। এৱ বাহ্যিক আবৱণ হাদয়গুহাণী এবং অভ্যন্তৰভাগে অব্যাহিত রয়েছে এক সিংখ ফুলশুধাৰা। এটা নিশ্চিতই সবাৱ উৰ্ধে থাকবে এবং এৱ এৱ উপৱ কেউ প্ৰৱৰ্ত হতে পাৱবে না। এটা মানুষেৱ কালাম নহ।”

আৱৰেৱ সৰ্বহৃৎ ঐশ্বৰ্ষাঙ্গী সৱদারেৱ মুখে একথা উচ্চারিত হওয়া আছ'ই কোৱাইল-দেৱ মধ্যে জাগৱণেৱ সাড়া পড়ে গেল। তাৱা সবাই ইসলাম ও ঈমানেৱ দিকে ঝুকতে লাগল। অপৱাসিকে কাফিৰ কোৱাইল সৱদারৱা চিঞ্চান্বিত হয়ে পড়ল। তাৱা পৱায়ৰ্ম সভায় একমিত হল। আবু জাহল বলল : চিঞ্চাৱ কোন কামল নেই। আমি এখনি যাচ্ছি, তাকে ঠিক কৱে আসব।

আবু জাহল ও ওলীদেৱ কথোপকথন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-ৱ সভাতাও মিঠকা : আবু জাহল মুহাম্মদে কৃতিম বিষণ্ণতা ফুটিয়ে ওলীদেৱ কাছে পৌছল (এবং ইচ্ছাকৃত-তাৰেই এমন কথা বলল, যাতে সে রাগান্বিত হয়)। ওলীদ বলল : ব্যাপৱ কি, তুমি এমন বিষণ্ণ কেন ? আবু জাহল বলল : বিষণ্ণ না হয়ে উপায় কি, তাৱা সবাই ঠাঁদা সংগ্ৰহ কৱেৱ তোমাকে অৰ্থকৃতি দেয়। কাৱলে, তুমি এখন বুড়ো হয়ে গেছ, তোমাকে সাহায্য কৱা দৱকৰি। কিন্তু এখন তাৱা আনতে পেৱেছ যে, তুমি মুহাম্মদ ও ইবনে আবী কোহাফা অৰ্থাৎ আবু বকৱেৱ কাছে যাতায়াত কৱ, যাতে তাৱা তোমাকে কিছু আহাৰ দেয়। তুমি খোশায়োদেৱ ছলে তাদেৱ কালাম শুনে বাহুৰ দাও এবং উচ্ছুসিত প্ৰশংসা কৱ। [বাহাত ঠাঁদা কৱে ওলীদকে অৰ্থকৃতি দেওয়াৱ বিষয়টিও যিথ্যা ছিল, যা কেবল তাকে রাগান্বিত কৱাৱ জন্মাই বলা হয়েছিল। এৱপৱ রসূলুল্লাহ (সা)-ৱ কাছ থেকে আহাৰ প্ৰহণেৱ ব্যাপৱাটি তো যিথ্যা ছিলই]। একথা শুনে ওলীদ ডেলে-বেগনে ঝলে উঠল এবং অহংকাৱে পাগলপারা হয়ে বলতে লাগল : একি বললো, আমি মুহাম্মদ ও তাৰ সপৌদেৱ রুটিৱ টুকৱাৰ মুখাপেক্ষী ? তুমি কি আমাৱ ধন-দণ্ডনতেৱ প্ৰার্থ সম্পৰ্কে জান না ? লাত ও ওষয়াৱ শপথ, আমি কখনও তাদেৱ মুখাপেক্ষী নই। তবে তোমৱা যে মুহাম্মদকে উন্মাদ বল, একথা যিথ্যা। এটা কেউ বিশ্বাস কৱবৈ না। তোমাদেৱ কেউ তাকে কোন পাগলসূলত কাও কৱতে দেখেছ কি ? আবু জাহল স্বীকাৱ কৱে বলল : না, আমৱা তা দেখিনি। ওলীদ বলল : তোমৱা তাকে কবি বল। জিঞ্চাসা কৱি, তাকে কি কখনও কবিতা আৰুতি কৱতে শুনেছ ? আবু জাহল বলল : না, শুনিনি। ওলীদ বলল : তোমৱা তাকে যিথ্যাবাদী বল। বল তো দেখি, এ পৰ্যন্ত তাৱ কোন কথা যিথ্যা পেয়েছ কি ? এৱ জওয়াবেও আবু জাহলকে ৪৫, ৪ (না, আজ্ঞাহৰ শপথ) বলতে হল। ওলীদ আৱড় বলল : তোমৱা তাকে অতীস্ত্ৰিয়বাদী বল। তোমৱা কি কখনও তাৱ এমন অবস্থা ও কথাবাৰ্তা দেখেছ বা শুনেছ, যা অতী-স্ত্ৰিয়বাদীদেৱ হয়ে থাকে ? আমি অতীস্ত্ৰিয়বাদীদেৱ কথাবাৰ্তা ভালুকপেই চিনি। তাৱ

কালাম অতীজ্ঞিয়বাদের সাথে সাঝাজ্ঞাশীল নয়। এ ক্ষেত্রেও আবু জাহলকে ۴۱, ۴
বলতে হল। ৰসুলুল্লাহ (সা) সমগ্র কোরাইশ গোত্রের মধ্যে ‘আম-আমীম’ উপাধিতে থাকত
ছিলেন। ওলীদের শুভিপূর্ণ কথাবার্তার আবু জাহল হার মানতে বাধা হল এবং উপরোক্ত
কুৎসা স্টোনার অসারতা মর্যে মর্যে উপজামিদ করল। কিন্তু পরঙ্গেই চিন্তা করতে জাগল
থে, তাহলে কি কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখা যায়! তাই সে ওলীদকেই
সংহাধন করে বলল : তা হলে তুমই বল মুহাম্মদকে কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ মনে
মনে চিন্তা করল। অতঃপর আবু জাহলের দিকে ঢোক তুলে তাঙ্গিয়ে প্রকাশার্থে মুখ ডে-
চাল। অবশেষে বলল : মুহাম্মদকে উঠান, কবি, অতীজ্ঞিয়বাদী বা যিদ্ধাবাদী বলা
যাবে না। ৰীা, তাকে যাদুকর বললে তা শুন্সই হবে। এ হতভাগা শুনে জামত যে, তিনি
যাদুকরও নন এবং তাঁর কালামে যাদুকরদের কালামও বলা যাবে না। কিন্তু সে এভাবে
তার কথাকে দাঁড় করাল যে, তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও যাদুকরদের যাদুর প্রতিক্রিয়ার
ন্যায় হয়ে থাকে। যাদুকররা তাদের যাদু বলে যামী-কী ও ভাই-ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ
স্থিত করে মিষ্ট। নাউবিজ্ঞাহ। তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও তপ্তুগ। যে-ই ঈমান আনে,
সে-ই তাঁর কফির পিতায়াতা ও আমৌয়া-জজনের প্রতি বীত্বৰ্বক হয়ে যায়। ওলীদের এই
হট্টনার শেষাংশই কোরআন পাক নিষ্ঠনোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছে :

أَنْفُرْ وَقَدْ رَفَقْتُلْ كَيْفَ قَدْ رَلْمَ قَتْلَ كَيْفَ قَدْ رَلْمَ نَظْرُثِمْ عِبَسْ
وَبَرْثِمْ أَدْبَرْ وَسْتَكْبَرْ فَقَالَ أَنْ هَذَا ۚ ۚ لَا سِعْرِيْوْثَرْ أَنْ هَذَا ۚ ۚ لَا قَوْلْ

البشر

এখানে ۴۱ শব্দটি ৫۳ শব্দে থেকে উত্তৃত। অর্থ প্রস্তাব করা। উদ্দেশ্য এই যে,
এই হতভাগা ৰসুলুল্লাহ (সা)-র মুসলিমদের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ ও
প্রতিহিংসার বশবতী হয়ে বিরক্ষাচরণ করাই সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অপরানের ভয়ে পরিকার
যিথাং বলা থেকে বিরত রইল। তাই অনেক চিন্তাবন্ধনের পর প্রস্তাব করল, তাঁকে উপ-
নোক্ত শুভিল ভিত্তিতে যাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণা প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ তা'আলা
কোরআনে ۴۱, ۵۳ শব্দে ফَقَلْ كَيْفَ قَدْ رَلْمَ قَتْلَ كَيْفَ قَدْ رَلْمَ বলে ওর প্রতি পুনঃ পুনঃ অতি-
সম্পাদ করেছেন।

কাফিররা যিথাং ভাবলে বিরত থাকত : চিন্তা করল, সব কোরাইশ সরদারই কাফির
পাপাচারী এবং নানা রকম গোনাহ ও অলীল কার্যের সাথে জড়িত থাকত কিন্তু যিথাং ভাবণ
এমন একটি দোষ, যা থেকে কাফিররা পলাইন করত। ইসলাম-পূর্বকালে রোম সম্বাদের
দুরবারে আবু সুফিয়ানের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কাফিররা ৰসুলে করীম (সা)-এর

বিরোধিতায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু মিথ্যা বলায় প্রস্তুত ছিল না। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান বিপরীতমূখী উপরিক্রম মুগে এই দোষটি যেন দোষই নয়, বরং সবচাইতে বড় নৈপুণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু কাফির পাপিচ্ছাই নয়, সৎ ও ধার্মিক মুসলমানদের মন থেকেও এর প্রতি ঘৃণা দ্রু হয়ে গেছে। তারা অনর্গত মিথ্যা বলা ও অপরকে বলতে বাধা করাকে গবেষের সাথে বর্ণনা করে।—(নাউয়াবিলাই)

সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নিয়ামত : ওশীদ ইবনে মুগীরাকে আল্লাহ তা'আলা
হেসব নিয়ামত দাম কঠরছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি
কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন
নিয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপর্যুক্ত থাকাত আল্লাহ তা'আলার একটি বড়
নিয়ামত। তারা পিতামাতার চক্র শীতল করে এবং অন্তরেক শান্ত রাখে। তাদের উপর্যুক্তির
দ্বারা পিতা-মাতার সেবায়েজ ও কাজকারবারে সাহায্য পাওয়া আর একটি অতিরিক্ত নিয়ামত।
বর্তমান বিপ্রারীত্যবৃক্ষী উপর্যুক্ত কেবল সোনাক্ষেপ মুদ্রা ও কাগজী নোটের নাম রেখেছে আরাম-
আরেগ, যার জন্য পিতামাতা অত্যন্ত গবেষ সাথে সন্তান-সন্ততিকে বিদেশে নিঙেপ করে দেয়।
তারা এতই আস্ত্রপ্রসাদ লাভ করে যে, বছরের পর বছর সন্তানের মুখ না দেখলেও সন্তানের
যোষ্টা অংকের বেতন ও অগাধ আয়দানীর খবর তাদের কানে পৌছতে থাকে। তারা এই
খবরের জাধ্যমে জাতি-গোষ্ঠীর কাছে নিজেদের প্রের্ণক প্রয়াণিত করার প্রয়াস পায়। যদেন
হয়, তারা সুখ ও আরামের অর্থ সম্পর্কেই বেখবর হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলাকে বিস্মৃত
হওয়ার পরিণতি এটাই হওয়া আভাবিক যে, তার নিজেদেরকে অর্ধাৎ নিজেদের প্রতি সুখ ও
আরামকেও বিস্মৃত হয়ে থাবে। কোরআন বলে : **فَسُوْلُ اللّٰهِ فَا نَسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ**

—وَمَا يَعْلَمُ جَنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ^{۱۰۰}—তফসীরবিদ মুকাতিল বলেনঃ এটা আবৃ-
জাহনের উক্তির অওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য কুনম যে, জাহানায়ের তত্ত্ব-
বধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কোরাইশ শুবকবদেরকে সম্মোধন করে বলল : মুহা-
ম্মদের সচতৰ তো মাঝ উনিশ জন। অতএব তার সম্পর্কে তোয়াদের চিন্তা করার দরকার
নেই। সুন্দী বলেনঃ উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাখিল হলে পর জমেক মগণ্য কোরাইশ কাফির
বলে উর্তুলঃ হে কোরাইশ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্য আযি ওকাই
মথেষ্ট। আযি তাম বাহ ভারা দশজনকে এবং বায বাহ ভারা অয়জনকে দুর্গ করে দিয়ে
উনিশের ক্ষিস্মা দৃকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচা আয়াত অবতীর্ণ হল এবং বলা
হয়ঃ আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমত, ফেরেশতা একজনও তোমা-
দের সবার জন্য মথেষ্ট। এখানে যে উনিশজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই
প্রধান ও মায়িছশীল ফেরেশতা। তাদের প্রতোকের অধীনে কর্তব্য পাইল ও কাফিরদেরকে
আয়াব দেওয়ার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আজাহ
ব্রাতীত কেড়ে জানে না। অতঃ পর কিয়াজত ও তার ভূমাবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। যাজা-

হয়েছে : كَبْرٌ—أَنَّهَا لَا حُدَىٰ كَبْرٌ এর অর্থ ক্ষেত্রে এই যে, তাদেরকে থে জাহাজামে সাধিল করা হবে, সেটি সাক্ষাত উক্তর বিগদ । এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো মানা রূপক আয়োব ।

—لِمَ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقدِّمْ أَوْ يَتَأْخِرْ—এখানে অপে আওয়ার অর্থ ঈমান

ও আনুগত্যের দিকে অণ্ণী হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা । উদ্দেশ্য এই যে, জাহাজামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব আনুষের জন্য ব্যাপক । অতঃপর, এই সতর্কবাণী কৈন কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অণ্ণী হয় এবং কোন কোন হতভাগী এরপরও পশ্চাতে থেকে আস ।

—رَهِينَةٌ—كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتِ رَهِينَةٌ إِلَّا اصْحَابُ الْوَمَيْنِ—এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া । খপের পরিবর্তে বন্দীকী স্বর্ব যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে—আলিঙ্ক তাকে কোন কাজে জাগাতে পারে না, তেমনি বিজ্ঞানের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে । কিন্তু, ‘আস্থাবুল ইয়ামীন’ তৎপূর্বে সত্ত্ব তানদিকের সত্ত্ব রোকণণ এ থেকে মুক্ত থাকবে ।

এখানে জাহাজামে বন্দী থাকাও অর্থ হতে পারে । তফসীরের সার-সংজ্ঞণে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে । এমতাবস্থার আয়াতের অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক বাতি পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য, জাহাজামে বন্দী থাকবে । কিন্তু ‘আস্থাবুল ইয়ামীন’ বন্দী থাকবে না । এই বর্ণনা থেকে আরও জানা গেল যে, আস্থাবুল ইয়ামীন তারা, যারা আগ পরিশোধ করেছে এবং কর্তৃ ও কর্তৃব্য সব আদান করেছে । অতএব তাদের বন্দী থাকার কোন কারণ নেই । এই তফসীর বাহ্যত নির্মল ও সহজবোধ্য । পক্ষান্তরে যদি আটক থাকার অর্থ হিসাব-নিকাশ ও জারাত এবং দোয়াখে প্রবেশ করার পূর্বে কোন স্থানে আটক থাকবে নেওয়া হয়, তবে এর সারমর্য এই হবে যে, সব লোক হিসাব-নিকাশের জন্য আটক থাকবে এবং হিসাব না হওয়া পর্যন্ত কেউ বেয়োও যেতে পারবে না । এমতাবস্থায় আস্থাবুল ইয়ামীন তারা হতে পারে, যাদের হিসাব-নিকাশ নেই এবং নিষ্কাপ । যেমন অপ্রাপ্ত বম্বক বাজক-বাজিকা । এটা হয়রত আলীর উচ্চি । অথবা তারা হতে পারে, যাদের সংশর্কে হাদীসে আছে : এই উচ্চমতের অনেক লোককে হিসাব থেকে মৃত্যি দিয়ে বিনা হিসাবে জারাতে দাখিল করা হবে । সুরা ওয়াকিয়ায় হাশের উপরিত লোকদের তিন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে—১. অপ্রাপ্ত ও নৈকট্যশীল, ২. তানদিকস্থ লোক ও ৩. বাম দিকস্থ লোক । এই সুরায় নৈকট্যশীল-গণকে তান দিকস্থ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে শুধু ‘আস্থাবুল ইয়ামীন’ উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু এই অর্থের দিক দিয়ে সকল আস্থাবুল ইয়ামীন হিসাব থেকে মুক্ত থাকবে—একথা কোন আয়াত অথবা হাদীস বারা প্রমাণিত নেই । তাই এ আয়াতের তফসীর জাহাজামে আটক থাকা গ্রহণ করলে সেটাই অধিকতর শুভিষ্ঠুত হবে বলে মনে হয় ।

فَهَا تَذَعَّهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ—এখানে ^{۱۰۷} সর্বনাম হারা সেসব অপরাধীকে বোকানো হয়েছে, পূর্বের আকাতে হারা তাদের চারাতি অপরাধ অঙ্গীকার করেছে—১. হারা নামায পড়ত না, ২. তারা কেবল আভায়স্ত ফকীরকে আহার দিত না অর্থাৎ দরিদ্রদের প্রয়োজনে বায় করত না, ৩. তাক জেটকেরা ইসলাম ও ঈস্যানের বিন্দুকে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোমাহ ও অরীজ কাজে জিভত হত, তাঙ্গুড় তাদের সাথে তাতে জিভত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, ৪. তারা কিয়ামত অঙ্গীকার করত।

এই আকাতে হারা প্রয়াপিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোমাহ করে এবং কিয়ামত অঙ্গীকার করার মত কুকুরী করে, তাদের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফির। কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। কেউ করলে শাহীঝ হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জোরেসেরে সুপারিশ করে, তাতেও উপকার হবে না। এদিকে ইলিত করার জন্য **شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ** বলা হয়েছে।

কাফিরের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না, পুরিমের জন্য হবে : এই আকাত থেকে আরও বোকা যাব যে, মুসলিমান গোমাহগুর হলেও তার জন্য সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ হাদীসে প্রয়াপিত আছে যে, নবীপে, উলোগপ, সৎকর্মপরামর্শপ—এমনকি সাধারণ মুহিমগণও অপরের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তা কবুল হবে।

হয়রত আবদুল্লাহ **ইবনে মসউদ** বলেন : পরকালে আল্লাহর ক্ষেরেশতাগণ, পরাগ-হৃরগণ, শহীদগণ ও 'সৎকর্মপরামর্শ' ব্যক্তিগণ পাপীদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাদের সুপারিশের কারণে পাপীরা জাহান্য থেকে মুক্তি পাবে। তবে উপরেরিলিখিত চার প্রকার জোক মুক্তি পাবে না ; অর্থাৎ হারা নামায ও আকাত শর্করক করে, কাফিরদের ইসলাম থিয়োধী কথাবার্তায় শরীক থাকে এবং কিয়ামত অঙ্গীকার করে। এ থেকে জানা যায় যে, বেনোয়ায়ী ও আকাত তরুককারীর জন্য সুপারিশ কবুল হবে না। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে এ কথাই শুন্দ মনে হয় যে, হারা কিয়ামত অঙ্গীকার সহ উপরোক্ত চারাতি অপরাধ করবে, তাদের জন্য সুপারিশ কবুল হবে না। আর হারা কিয়ামত অঙ্গীকার ব্যতীত আলাদা আলাদা অন্যান্য অপরাধ করবে, তাদের জন্য এই শাক্তি জরুরী নয়। কিন্তু কতক হাদীসে বিশেষ বিশেষ গোমাহগুর সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তারা সুপারিশ থেকে বক্ষিত হবে। এক হাদীসে আছে, যে বাক্তি সুপারিশ বা নবী-রস্মলগুণের পাক্ষাত্ত্বাত সত্য বলে বিশ্বাস করে না অথবা হাউয়ে কাওসারের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, সুপারিশ এবং হাউয়ে কাওসারে তার কোন অংশ নেই।

فَذَكِّرُوهُمْ مِنَ الْقُدُّورِ ۖ—এখানে ^{۱۰۸} তথা উপদেশ বলে কোর-আন মজীদ বোকানো হয়েছে।—কেননা, এর শাক্তিক অর্থ স্মারক। কোরআন পাক আলাহ **তা'আলার** শুনাবলী, রহমত, গমব, সওজাব ও আয়াবের অবিতীয় স্মারক। শেষে বলা

হয়েছে ﴿لَا إِنَّمَا تُنذَّرُ بِهِ﴾—অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে কোরআন উপরে, যা তোমরা বর্জন করে রেখেছে। ﴿فَسَوْرَةُ الْقُصْرِ﴾ এর অর্থ সিংহে এবং তীরপাঞ্চ শিকারী। এ হলে সাহাবারে কিন্তু আম থেকে উভয় অর্থ বণিত আছে।

﴿أَهْلُ تَقْوَىٰ هُوَ هُلُّ التَّقْوَىٰ وَ هُلُّ الْمَغْفِرَةِ﴾—আজাহ তা'আজা এই অর্থে যে, একমাত্র তিনিই তার কর্মান্বয় ও তাঁর নামকরণান্বয় থেকে বেঁচে থাকার সৌভাগ্য। ﴿هُلْ مَغْفِرَةٌ﴾ হত্তার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় বড় অগ্রাধী ও গোনাহুগারের অপরাধ ও পোনাহু অধ্যন ইচ্ছা করা করে দেন। অন্য কেউ এরাপ উচ্চমনা হতে পারে না।

سورة القهـمة
بـِسْمِ اللـَّهِ الرـَّحـْمـَنِ الرـَّحـِيمِ

মকাম অবতীর্ণ, ৪০ আশ্বাত, ২ ক্লক্ট.

بـِسْمِ اللـَّهِ الرـَّحـْمـَنِ الرـَّحـِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝ وَلَا أُقْسِمُ بِالثَّقْفِ الْكَوَافِرِ ۝ أَيَحْسَبُ
إِلَّا إِنَّهُمْ عَظَامَةٌ ۝ بَلْ قَدِيرُونَ عَلَىٰ أَنْ تُشَوَّىَ بَنَائَهُ ۝
بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَانَةً ۝ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ فَإِذَا بَرَقَ
الْبَصَرُ ۝ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجُومَ الشَّمْسُ ۝ وَالْقَمَرُ ۝ يَقُولُ الْإِنْسَانُ
يَوْمَيْدٌ أَيْنَ الْمَقْرَبُ ۝ كَلَّا لَا وَرَزَةٌ ۝ إِلَرَبِّكَ يَوْمَيْدٌ ۝ الْمُسْتَقْرَبُ
يَنْبَوِيُ الْإِنْسَانُ يَوْمَيْدٌ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ ۝ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
بَصِيرَةٌ ۝ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيَرَةً ۝ لَا تُعْرِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ إِنَّ
عَلَيْنَا جَمْعَةٌ وَقَرَانَةٌ ۝ فَإِذَا قَرَانَهُ فَاتِئْمَ قَرَانَهُ ۝ شُرَقٌ إِنَّ عَلَيْنَا
بَيْانَهُ ۝ كَلَّا بَلْ شَهْبُونَ الْعَاجِلَةُ ۝ وَتَذَوُّنَ الْآخِرَةُ ۝ وَجُودَةُ يَوْمَيْدٍ
نَاضِرَةٌ ۝ إِلَيْهَا نَاظِرَةٌ ۝ وَجُودَةُ يَوْمَيْدٍ بَاسِرَةٌ ۝ تَظُنُّ
أَنْ يَفْعَلُ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقَ ۝ وَقِيلَ مَنْ
رَاقٌ ۝ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفَرَاقُ ۝ وَالشَّفَقَتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ قَدْ أَلَّ
رَبِّكَ يَوْمَيْدٌ ۝ الْمَسَاقُ ۝ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۝ وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّ ۝
ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَقْطَنُ ۝ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝ ثُرَّأَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝ أَيَحْسَبُ

الْإِنْسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدًّا مِنْ أَنْفَكَ نُطْفَةٍ مِنْ مَنْيِّ تِفْرِّقَ كَانَ
 عَلَقَةً فَعَلَقَ فَسَوْءَةً فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الدُّكَرَ وَالْأَنْثَى
 الَّذِينَ ذَلِكَ يُقْرِبُونَ عَلَى أَنْ يُبَيِّنَ الْمَوْتُ

পরম কর্মান্বয় ও জীব মোক্ষ আলাহুর নামে গুরু

- (১) আমি শগথ করি কিয়ামত দিবসের, (২) আরও শগথ করি সেই মনের, যে বিশেষ ধৰ্মাবল দের—(৩) আমুর কি মনে করে যে, আমি তার অঙ্গসমূহ একত্রিত করব না ? (৪) গরু আমি তার অঞ্চলীভূতো পর্যন্ত সঠিকভাবে সংযোগিত করতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার ডিবিকাত জীবনেও খুল্টতা করতে চাই ; (৬) সে প্রর করে—কিয়ামত দিবস করবে ? (৭) যখন সৃষ্টি চমকে থাবে, (৮) তৎ জ্যোতিহীন হয়ে থাবে (৯) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে—(১০) সেই দিন মানুষ বলবে : পোরানের আলগা কোথায় ? (১১) না, কোথাও আপোরাল নেই। (১২) আগমার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে অবাহিত করা হবে সে বা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। (১৪) বরং মানুষ নিজেই তার বিজের সম্পর্কে চক্রান, (১৫) বাদিও সে তার কাজুহাত পেল করতে চাইবে। (১৬) তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি শুভ ও হীন কাহুণ্ডি করবেন না। (১৭) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। (১৮) অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। (২০) কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস (২১) এবং পরাকালকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক মুখ্যমন্ত্র উজ্জ্বল হবে। (২৩) তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর অনেক মুখ্যমন্ত্র সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর—তাত্ত্ব আচরণ করা হবে। (২৬) কখনও না, যখন প্রাণ কঢ়াস্ত হবে (২৭) এবং বলা হবে, কে বাঢ়বে (২৮) এবং সে মনে করবে যে, বিসায়ের কল এসে পেছে (২৯) এবং মোছা মোছার সাথে অঙ্গিত হয়ে থাবে। (৩০) সেদিন আগমার পালনকর্তার নিকট সর্বক্ষেত্রে বীত হবে। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামাব পড়েনি ; (৩২) গরু মিথ্যারোগ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (৩৩) অতঃপর সে মন্তব্যে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে পিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ ! (৩৫) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এখনি ছেড়ে দেওয়া হবে ? (৩৭) সে কি শক্তিত বীর্য ছিল না ? (৩৮) অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আলাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিনাশ করেছেন। (৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন মুগল—মর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই আলাহ যতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন ?

তফসীরে সার-সংকেত

আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের। আরও শপথ করি সেই মনের যে নিজেকে ধিক্কার দের (অর্থাৎ সহ কাজ করে বলে) ; আমি কি করেছি। আমার কাজে ঔদ্ধরিত কুল না, এতে অধুক দোষ ছিল। আর যদি গোনাহ হয়ে যাব, তবে খুব অনুভাপ করে।— (সুরার মনসুর) এই অর্থের দিক দিয়ে নক্ষে শৃঙ্গমায়িগ্নি তথা প্রশান্ত ঘনত্ব ও এতে দাখিল আছে। শপথের জগত্তার উচ্চ আছে, অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। উত্তর শপথ স্থানোপযোগী। কেননা, কিয়ামত হচ্ছে পুনরুত্থানের স্থান। আর ধিক্কারকারী ঘন কার্যত কিয়ামত বিশ্বাস করে। অতঃপর যারা পুনরুত্থান অঙ্গীকার করে, তাদেরকে ঘণ্টন করা হয়েছে।) যানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্তিসমূহ একত্রিত করব না? (এখানে যানুষ মানে কাফির। অঙ্গীই দেহের আসল ঘূটি, তাই বিশেষভাবে অঙ্গীর কথা বলা হয়েছে। অতঃপর এর জগত্তার দেওয়া হয়েছে যে, আমি অবশ্যই একত্রিত করব এবং এই একত্রিত করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কেননা) আমি তার অংশগুলো সর্বস্ত সঠিকভাবে সংযোগিত করতে সক্ষম। (দুই কারণে অংশগুলী উন্নেত করা হয়েছে) এক, অংশগুলী দেহের অংশ এবং প্রত্যেক বৃত্ত তার অংশ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের বাকি-পক্ষত্তিতেও এরাপ স্থলে বলা হয়; আমার অংশে অংশে; অর্থাৎ সমস্ত দেহে ব্যথা। দুই, অংশগুলী ছোট হলেও তাতে শিখ নৈপুণ্য অধিক এবং স্বত্ত্বাত কঠিন। সুতরাং যে একে সুবিনাশ করতে সক্ষম হবে, সে সহজ কাজ আরও বেশী পারবে। কিন্তু কতক লোক আজাহুর কুসরুত সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে না।) বরং যানুষ (কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়ে) উবিষাহ জীবনেও (নিবিদাদে) পাপাচার করতে চায়। তাই (অঙ্গীকারের হলে) সে প্রয় করে কিয়ামত দিবস করবে? (অর্থাৎ সে সারা জীবন গোনাহ ও কুর্মার্জিতে অতিবাহিত করবে বলে হির করে নিয়েছে। তাই সে সত্যাক্ষেপণের চিন্তাই করে না যে, কিয়ামত হবে বলে বিশ্বাস করবে। কলে উপর্যুক্তি অঙ্গীকারই করে)। অঙ্গের শখন (বিশময়াতিশয়ো) চক্র হির হয়ে যাবে, (এই বিশ্ময়ের কারণ হবে এই যে, যেসব বিষয়কে সে যিথ্যা মনে করত, সেগুলো হঠাতে চোখের সামনে মৃত্যুমান হয়ে দেখা দেবে)। এবং চক্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে (গুরু চক্রই কেন, বরং) সূর্য ও চক্র (উত্তরাই) এক রুক্ময় (অর্থাৎ জ্যোতিহীন) হয়ে যাবে, (চক্রকে পৃথক বর্ণনা করার কারণ সন্দেহ এই যে, চক্র হিসাব রূপার কারণে আরবরা এর অস্ত্রণা অধিক গুরুত্ব সহকারে নিরীক্ষণ করত)। সেদিন যানুষ বলবেং; এখন পলামবের জীবন কোথায়? (ইরশাদ হচ্ছে) কখনই (পলায়ন সম্ভবপর) নয়। (কেননা) কোথাও আশ্রমহল নেই। সেদিন আপনার পালনকর্তার কাছেই ঠাঁই হবে। (ওরপর হয় জীরাতে যাবে, না হয় জাহাজামে। পালনকর্তার সামনে যাওয়ার পর) সেদিন যানুষকে অবহিত করা হবে যা সে অঞ্চলে প্রেরণ করেছে এবং যা পশ্চাতে রেখেছে। (যানুষের নিজ কর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া অবহিত করার উপরাই মির্জানীম নয়) বরং যানুষ নিজেই নিজের কর্ম সম্পর্কে (আপনা আপনি আজ্ঞানামান হওয়ার কারণে) চক্রান হবে যদিও (স্বত্ত্বাবদোষে তখনও) তার অজ্ঞাত (বাহানা) পেশ করতে চাইবে। (কাফিয়ার বলবেং) —**وَاللَّهِ وَبِنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ**—কিন্তু মনে যাবে জানবে যে, তারা যিথ্যারাদী।

অতএব অবহিত করার জন্য অবহিত করা হবে না । বরং হিলিয়ার ও নিরক্ষর করার জন্য হবে)। হে পয়গঘর, (بَلْ أُنْسَىٰ وَ نَبْتَوْ) থেকে দুটি বিষয় জানা যাব—এক,

আলাহ তা'আলা সব বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত । দুই আলাহ তা'আলা উপরোগিতার তাপিদে অনেক অদ্য বিষয়ের ভাব মানুষের চিন্তার উপরিত করে দেন যদিও তা সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত হয় । কিয়ামতের দিন এরাপ কর্ম হবে । সুতরাং আগনি ওই অবতীর্ণ হওয়ার সময় কিন্তু বিবরণ করে যাবেন—এই আশংকায় এত কল্প কেন শীকার করবেন যে, একাধারে ওইও কুনবেন, তা পাঠও করবেন এবং জড়ও রাখবেন ; বেছন ও পর্যট এই কল্প শীকার করে এসেছেন । কেননা, আমি যখন আগনাকে পয়গঘর করেছি এবং আগনাকে তবজীবের দাস্তিত দিয়েছি, তখন উপরোগিতার তাপিদ এটাই হৈ, এতদসংক্রান্ত বিবরণ আগনার চিন্তার উপরিত রাখতে হবে । আমি হৈ এই উপরিত রাখতে সক্ষম, তা বলাই বাছল্য । অতএব, এখন থেকে আগনি আর এ কল্প শীকার করবেন না এবং যখন ওই অবতীর্ণ হয়, তখন (আগনি (ওই শেষ হওয়ার পূর্বে) ক্ষমত কোরান আহুতি করবেন না, যাতে আগনি তা তাড়াতাড়ি শিরে দেন । (কেননা) আগনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং (আগনার মুখে) তা পাঠ করানো আয়ার দায়িত্ব । অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি (অর্থাৎ আমার ক্ষেরণতা পাঠ করে) তখন আগনি (সর্বান্তকরণে) সেই পাঠের অনুসরণ করুন (অর্থাৎ সেদিকেই যানোনিবেশ করুন এবং আরজিতে যশঙ্গল হবেন না । অন্য আয়াতে আছে :

(وَ لَا تَعْجِلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى الْهُكْمُ وَ حَوْلَ) অতঃপর (আগনার

মুখে মানুষের সামনে) এর বিষদ বর্ণনাও আয়ার দায়িত্ব । (অর্থাৎ আগনাকে মুখযুক্ত করানো, আগনার মুখে উচ্চারিত করা এবং তবজীবের সময়েও মনে রাখা ও মানুষের সামনে পাঠ করিয়ে দেওয়া, এসব আয়ার দায়িত্ব । এই বিষয়বল্ত প্রসঙ্গক্ষে বণিত হৈ । অতঃপর আবার কাফিরদেরকে সংহোধন করা হয়েছে —) অবিশাসীরা, (কিয়ামতে অবশ্যই মানুষকে অগ্নিপাতারে কর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে । তোমরা তো যদে কর কিয়ামত হবে না,) কথনও এরূপ নয় । (তোমাদের কাছে এর না হওয়ার কোন প্রমাণ নেই) । বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং (এতে যথ হয়ে) পরকালকে (গাফেল হয়ে) উপেক্ষা কর । (সুতরাং যার ভিত্তিতে তোমরা কিয়ামত অশীকার কর, তা প্রাপ্ত । অতএব, কিয়ামত হবে এবং প্রত্যেকেই তার কর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে উপরুক্ত প্রতিদান পাবে, যার বিবরণ এই :) অনেক মুখ্যশুল সেদিন উজ্জ্বল হবে । তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে । আর অনেক মুখ্যশুল সেদিন উদার হয়ে পড়বে । তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর ভাঙা আচরণ করা হবে । (অর্থাৎ কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে । অতঃপর সামান্য হচ্ছে যে, তোমরা যে পার্থিব জীবনকে প্রিয় এবং পরকালকে বর্জনীয় মনে করছ,) কথনও এরূপ নয় । (কেননা, সুনিয়ার সাথে একদিন বিজেদ হবেই এবং সর্বশেষে পরকালে ঘোর হবে । যথম প্রাপ কঠাগত হয় এবং (যুব পরিত্যাগ সহকারে) বলা হয় (অর্থাৎ শুভ্রূঢ়া-কারী কল :) কোন শাস্তিকুরকারী আছে কি ? (উদ্দেশ্য যে কোন চিকিৎসক । আবে

কাটকুকের গঠন বেশী ছিল বলে ত্রুটি বলে বাক্স করা হয়েছে) এবং তথম সে (যরগো-
মুখ বাক্স) বিশ্বাস করে যে, (দুনিয়া থেকে) বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। এবং (তীব্র
মৃত্যু যত্নোপর কারণে) গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে আসে। (অর্থাৎ মৃত্যু যত্নোপ
চিহ্ন ফুটে উঠে)। সুষ্টোভুজপুর গোছার কথা বলা হয়েছে। (এমতোবছায়) সেদিন তোমার
পালনকর্তার নিকট নীত হবে। (এমতোবছায় দুনিয়াপ্রতি ও পরকাল ঘর্জন খুবই মুর্দা)।
আল্লাহর কাছে পৌছার পর মনিসে কাফির হয়, তবে তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে।
কেননা,) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায় পড়েনি, কিন্তু (আল্লাহ ও রসূলকে) যিখ্যারোপ
করেছে এবং (বিধানবাবী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (তুম্পরি সত্ত্বের প্রতি আহবান-
কারীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উঞ্জনা) সন্তুষ্টের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে।
(উদ্দেশ্য এই যে, কৃত্তর এবং অবাধ্যতা করে তজন্ম অনুভাগও করেনি, বরং উল্টা গর্ব
করত এবং চাকর-নওকর ও পরিবার-পরিজনের কাছে যেমেন আরও বেশী অহকারী হয়ে
যেত। এরপ ব্যাপ্তিকে বলা হবে :) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ (আবার শোন)
তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (এক বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় অধিক পরিবাপ্ত জানা
গেল এবং বহু বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় শুণের আধিক্য জানা গেল। যানুবের আদিষ্ট হওয়া
ও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার উপর উপরোক্ত প্রতিমান নির্জনশীল। তাই অতঃপর এই দৃষ্টি
বিষয়বস্তু বলিত হয়েছে)। যানুব কি মনে করে যে, তাকে এমনি হেতু দেওয়া হবে ?
(বিধানবাবী আরোপ করা হবে না এবং তার হিসাব নিকাশও হবে না ! বরং উল্লেখ বিষয়
নিশ্চিত। পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব মনে করাও তার নির্বুদ্ধিতা)। সে কি (প্রথমে নিষ্ক
আবের গভৰ্ণমে) স্থলিত বীর্জ ছিল না ? অতঃপর সে সন্তুষ্টিত হয়েছে, অতঃপর আল্লাহ
তাকে (যানুবরাপে) স্থলিত করেছেন ও অঙ্গ-প্রত্যক্ষ সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে
স্থলিত করেছেন মুগল—মরও মারী। (অতএব, যে আল্লাহ প্রথমে ঝীঝী কৃদরত করা এসব
করেছেন,) সেই আল্লাহ কি যুক্তদেরকে ঝীঝীত করতে সক্ষম নন ? (অথচ পুনরাবৃত্ত স্থলিত
করা প্রথমবার স্থলিত করা অপেক্ষা সহজতর)।

আনুমতিক জাতীয় বিষয়

لِنَفْسِ الْمُوَمَّدَةِ وَلَا قِسْمٌ بِالْقِيَمَةِ—এখানে لَا অবাধ্যতি
অতিরিক্ত। কারও বিরোধী অনোভাব ধন্দন করার জন্য শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতি-
রিক্ত ॥ ব্যবহার হয়। আরো বাক্স-পক্ষতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমদের
তাৰায়ও যাবে যাবে তাকীদৰোগা বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় 'না', এৰপৰ ঝীঝী
উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সুৱায় কিম্বামত ও পরকার অবিশাসীদেরকে ছেলিয়ার ও তাদের
সদেহ-সংয়মের জওয়াব দান কৰুৱা হয়েছে। প্রথমে কিম্বামত দিবস পৱে 'নফসে-লাওয়ায়া'
শথা ধিকারকারী মনের ধপথ করে সুৱা কৰে করা হয়েছে। শপথের জওয়াব হামদের
ইঙিতে উহু আছে; অর্থাৎ কিম্বামত অবশ্যাবী। কিম্বামতের ধপথ যে স্থানোপযোগী

হয়েছে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। ‘এখনিডাবে নক্সে-জাগুয়ামার শপথেও তার মাহাত্ম্য এবং আজ্ঞাহীন’ কাছে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে প্রকা঳ করা হয়েছে। ‘নক্স’ শব্দের অর্থ প্রাচ ও আশা সুবিসিত। ৫০।^{৩০} পদার্থ পুর থেকে উত্তৃত। অর্থ তিরকার ও ধিঙার দেওয়া। ‘নক্সে-জাগুয়ামা’ বলে এমন নক্স বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিঙার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ অথবা গুজ্জিব কর্মে ছুটির কারণে নিজেকে তৎসন্তা করে যে, তুই এমন কর্ম কৈন? সৎ কর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরকার করে রে, আরও বেশী সৎ কাজ সম্পাদন করে উচ্চ যৌবাদা খালি করানো না কৈন? সারকথা, কাখিল মুঘিন বাতি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্য নিজেকে তিরকারই করে। গোনাহ অথবা গুজ্জিব কর্মে ছুটির কারণে তিরকার করার হেতু বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সৎ কাজে তিরকার করার কারণ এই বে, নক্স ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎ কাজ করতে পারত। সে বেশী সৎ কাজ করল না কৈন? এই তফসীর হয়েরত ইবনে আকাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ থেকে বলিত আছে।—(ইবনে কাসীর) এই অর্থের ভিত্তিতেই হয়েরত হাসান বসরী (র) নক্সে লাওয়ামার তফসীর করেছেন ‘নক্স-মুঘিনা’। তিনি বলেছেনঃ ‘আজ্ঞাহীন কসম, মুঘিন তো সর্বদা সর্বাবহার নিজেকে ধিঙারই দেয়। সৎ কর্ম-সমূহেও সে আজ্ঞাহীন শানের মুক্তিবিলাস আগম কর্ম অভাব ও ছুটি অনুভব করে।’ কেননা, আজ্ঞাহীন হক পুরোপুরি আদার করা সাধারণত বাপার। কলে তার দৃষ্টিতে ছুটি থাকে এবং তজ্জ্বল্য নিজেকে ধিঙার দেয়।

হয়েরত ইবনে আকাস (র) হাসান বসরী (র) প্রমুখের এই তফসীর অনুযায়ী নক্সে লাওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্য আজ্ঞাহ তা‘আজ্ঞার পক্ষ থেকে মুঘিন বাতিদের সম্মান ও সত্য প্রকা঳ করা, যারা নিজেদের কাজ কর্ম হিসাব করে ছুটির জন্য অনুভূত হয় ও নিজেদেরকে তিরকার করে।

নক্সে লাওয়ামার এই তফসীরে ‘নক্সে মুতমারিয়াও’ দাখিল আছে। এগুলো ‘নক্সে মুতাকীরই’ উপাধি।

নক্সে আজ্ঞারা, লাওয়ামা ও মুতমারিয়াঃ সুকী বুমুর্গল বলেনঃ নক্স মজাগত ও আজ্ঞাবগতভাবে ৪০।^{৩১} পুর সে আনুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎ কর্ম ও সাধনার বলে সে নক্সে লাওয়ামা হয়ে থাকে এবং মন্দ কাজ ও ছুটির কারণে অনুভূত হতে কুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎ কর্মে উচ্চতি ও আজ্ঞাহীন নৈকট্য খালি দেশ্টো করতে করতে যথন শরীরতের আদেশ-নিষেধ প্রতিপাদন তার মজাগত বাপার হয়ে থাকে এবং শরীরত-বিরোধী কাজের প্রতি ব্রজাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নক্সই মুতমারিয়া উপাধি প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কিলাম্বত-অবিজ্ঞাসীদের একটি সাধারণ প্রবেশ জগতের আছে। অর এইঘৰে,

মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার অহিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্রিপ্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একজ করে কিনাপে জীবিত করা হবে? অওয়াবে বলা হয়েছে : **بَلٌ قَدْ رُفِنَ عَلَىٰ أَنْ نَصُوئَ بَنَانَ** ——এর সারবর্থ এই যে,

চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিক্রিপ্ত অহিসমূহকে একজ করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা বিস্মিত হচ্ছ ; অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রভাক করেছ যে, দুনিয়াতে পালিত ও বাধিত প্রত্যেক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও ক্ষণ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে ক্ষমতাশালী সঙ্গ প্রথমবার সারা বিশ্বে বিক্রিপ্ত কণাসমূহকে একজন মানুষের অভিষ্ঠে একজ করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একক্ষিত করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে? তিনি পূর্বে যেমন তাঁর কাঠামোতে আস্তা রেখে তাঁকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরাপ করলে তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন?

দেহ পুনরুজ্জনে কুসরাতের জড়াবনীর কর্ত ; চিন্তার বিহুর ঝটা যে, একজন মানুষ যে দেহাবস্থ ও আকার-আকৃতিতে প্রথমে সৃজিত হয়েছিল, আজাহুর কুসরাত পুনর্জন্ম ও তার অভিষ্ঠে সে সব বিহুর দুল পরিমাণ পার্শ্বক্য ব্যতিরেকে সরিবেশিত করে দেবেন। অথচ সৃষ্টির আদিকাল থেকে কিম্বাহত পর্যন্ত কত বিচির আকার-আকৃতির মানুষ পৃথিবীতে জন্মান্ত করেছে ও মৃত্যুবুধে পতিত হয়েছে। কার সাধা যে, তাদের সবার আকার-আকৃতি ও দৈহিক পর্যন্তের উপাঞ্চল আজাদা আজাদাঙ্গাবে স্মরণে রাখতে পারে—পুনরায় তন্ত্র প্রস্তুত করা তো দুরের কথা। কিন্তু আজাহ তা'আলা এই আস্তাতে বাজেছেন যে, আমি কেবল মৃত বাস্তির বক্ত ও প্রধান প্রধান আক-প্রত্যাক্ষেই পূর্ববৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম নই বরং মানব অভিষ্ঠের ক্ষমতম অংকেও সম্পূর্ণ পূর্বের ন্যায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আস্তাতে বিশেষভাবে অংগুলীয় অগ্রভাগ উজ্জ্বল করা হয়েছে। এটাই মানুষের ক্ষমতম অক্ষ ! এই ছোট অঙ্গের পুনঃ সৃষ্টি-তেই যখন কোন পার্থক্য হবে না, তখন হাত পা ইত্যাদি বক্ত বক্ত অঙ্গের তো কথাই নেই।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বিশেষভাবে অংগুলীয় অগ্রভাগ উজ্জ্বল করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আজাহ তা'আলা এক মানুষকে অন্য মানুষ থেকে পৃথিবী করার জন্ম তার সর্বাঙ্গেই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এসর বৈশিষ্ট্য দ্বারা নে আজাদাঙ্গাবে পরিচিত হয়। বিশেষত মানুষের যে মুখমণ্ডল কয়েক বর্গ ইকিন বেশী নয়, তার মধ্যে আজাহ তা'আলা এমন সব জাতক্ষণ রেখেছেন, যার ফলে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একের মুখমণ্ডল অপরের সাথে সম্পূর্ণরাপে মিল থায় না। মানুষের জিহ্বা ও কর্ণনালী সম্পূর্ণ একই রূপ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে অন্তর্ভুক্ত। ফলে, বালক, মৃক এবং মারী ও পুরুষের কর্তৃত্বের আজাদা-আজাদাঙ্গাবে চিনা যায় এবং প্রত্যেক মানুষের কর্তৃত্বের মুখক্রমাপে প্রতিভাত হয়। আরও যেৰী বিগময়কর বন্ধ হচ্ছে মানুষের বৃক্ষাঙ্গুলি ও অংগুলীয় অগ্রভাগ। অঙ্গুলোর উপর যে সব রেখা ও কাঁকুকার্যের জাল বিস্তৃত আছে, তা কখনও একে অপরের সাথে মিলে না। অথচ যাত্র অধি ইকিন পারিসরের মধ্যে এসব পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিহীন জাতক্ষণ মিহিত আছে। প্রাচীন ও আধুনিক প্রতি শুগে বৃক্ষাঙ্গুলির তিপকে একটি জাতক্ষণমূলক বন্ধুরাপে গণ্য করে এর ভিত্তিতেই আদালতের ফলস্বীকৃত হয়ে থাকে। বৈকানিক পৰেবলার ফলে আনা গেছে যে, এটা কেবল বৃক্ষাঙ্গুলিরই বৈশিষ্ট্য নহ, অত্যেক অংগুলীয় অগ্রভাগের রেখাও এমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত।

একথা যুক্তে নেওয়ার পর বিশেষজ্ঞের অঙ্গভাগ উল্লেখ করার কারণ আপনা-আপনি হস্তক্ষেপ হচ্ছে থার। উচ্চল্য এই যে, তোমরা তো এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর যে, এই যানুব পুনরাবৃত্তিতে জীবিত হবে। আরও সামান্য অঙ্গসমূহ হচ্ছে চিঠা কর যে, কেবল জীবিতই হবে না বরং তার পূর্বের আকার-আকৃতিও প্রতোক্ত আতঙ্কামুক্ত বৈশিষ্ট্য সহকারে জীবিত হবে। এমনকি, পূর্বের স্থিতিতে তার রূপালুণি ও অঙ্গুলীসমূহের রেখা যেতাবে ছিল, পনঃ স্থিতিতেও তার সহী ধার্কণবে।

—لیفچر امامہ شمسیہ اور گلمبڑھ و ڈیکھنڈ۔ آسامیڈیہ اور ہے ای

যে, কানিংহাম ও পার্সিল মানুষ আজাহ্ তা'আজাহ্ কুদরতের এসব চাঞ্চল্য বিষয়ে নিম্নে চিজ্ঞাবনা করে না, যাতে অভৌতের অরীকারের দরকান অনুভূত হয়ে ভবিষ্যত শিক্ষক করে নিষ্ঠে পারে বয়ঃ ভবিষ্যতেও সে কুকুর, শিশুক, অরীকার ও যিথ্যারোপে আটল ধাকতে চায়।

-فَإِذَا بَرَقَ الْهُصُورُ خَلَفَ الْقَمَرُ وَجَمَعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ-

માને ર પરિસ્થિતિ વર્ણના કરાય હશે। **بُرْج** અર્થ ચક્કાતે ધીંધા લેગે ગેજ એવા દેખાતે
પાબળ ના। કિંદોમાને દિન સવાર સુલિટે ધીંધા લેગે શાબે। ફલે ચક્ક છીર કોમ વણ
દેખાતે સાંચાયે ના। **خُسْف** ખાટી ખૂફ થેકે ઉણું। અર્થાં ચક્ક જોગિહૌન
હશે શાબે। **شَمْسٌ وَالْقَمَرُ**—એઠે બલા હશે યે, તુધુ ચક્કાઈ જોગિહૌન હવે
ના એવાં સુર્યેન મધ્યાઓ તાઈ હવે। બિડાનીરા વલેન યે, આસલ આલો સુર્યેન મધ્યે નિહિત।
ચક્કાઓ સુર્યેન કિરાખ થેકે આલો કાઢ કરને। આણાં તો ‘આલો વલેન : કિંદોમાને દિન
સૃષ્ટિ ઓ ચક્કાએ એવાં અબજાર એવાં કરાય હશે એવાં ઉત્તમેઈ જોગિ હારિયે ફેલાયે।
કેટો કેટો વલેન, ચક્ક ઓ સુર્યાકે એવાં કરાર અર્થ એવી યે, સેદિન ઉત્તમેઈ એવાં ઉદ્ઘાતક
થેકે ઉદ્ઘિત હાયે। કોન કોન બ્રિંજાયાલે તાટી બંગિ આછે।

—بِنْيَمُ الْأَنْسَانُ يَوْمَ مُذْبَمًا قَدْمًا وَأَهْرَافًا—

THE BOSTONIAN, OR, THE NEW-ENGLAND JOURNAL OF LITERATURE AND SCIENCE.

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মস্তুল ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : যানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎ কাজ করে নেয়, তা সে অপ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও ক্ষমা এবন হেতু যাই, যা তার মৃত্যুর পর যানুষ বাস্তবান্বিত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে (এর সওয়াব-অথবা শাস্তি সে গেতে থাকবে)। হয়রত কাতাদাহ (রা) বলেন : **مَا قَدْم** বলে এবন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা যানুষ জীবন্দশায় করে নেয় এবং **مَا خَرِ** বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত কিন্তু করেনি এবং সহ্য নল্লট করে দিয়েছে।

بَصِيرَةٌ وَّ بَصِيرٌ—بَلْ أَلْأَنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ وَّ لَوْ أَقْرَى مَعَاذِيرَةٌ
 এর অর্থ চক্ষুন। এর অপর অর্থ প্রমাণও হয়ে থাকে। কোরআনে আছে :
 —لَقَدْ جَاءَكُمْ بِمَا تُرْسِلُونَ—এখানে সমষ্টি ৪৩৭ এর বহুবচন।
 অর্থ প্রমাণ। আয়াতের অর্থ এই যে, বিদিও মারিবিচারের বিধি অনুসৰী মানুষকে তার প্রতোক্ষটি কর্ম সম্পর্কে হালনার মাটে
 অবহিত করা হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেমনা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে
 খুব জাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। এছাড়া হালনার মাটে প্রতোকে তার সং-
 অসৎ কর্ম আচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে :
 وَرَجَدْ وَأَمَّا مَهْلُوا نَحْنَا ضِرَوا
 অর্থাৎ মুনিকাতে আনুষ আ করেছে হালনার মাটে তাকে উপরিত পদবে এবং আচক্ষে প্রত্যক্ষ
 করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুনাম বলার অর্থ তাই।

পঞ্চাশতে ৪৩৭—এর অর্থ, প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ
 নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্থাপ হবে। সে অর্থীকরণ করলেও তার অর-প্রত্যাস স্বীকার
 করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও ভূট-ধিচ্ছাতি জানা সত্ত্বেও বাহানাবাজি তাপ করবে
 না। সে তার কৃতকর্মের অভ্যাত পেশ করতেই থাকবে। **وَلَوْ أَقْرَى مَعَاذِيرَةٌ**
 বাক্যের অর্থ তাই।

এ সর্বস্ত কিলামতের পরিহিতি ও ভৱাবহত্তা আঘোষিত হচ্ছে। পরেও এই আলোচনা
 আসবে। যাবাখানে চার আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে একটি জিমেল নির্মেশ দেওয়া হচ্ছে, যা
 ওহী নাযিন হওয়ার সময় অবস্থার আঘাতগুলো সম্পর্কিত। নির্মেশ এই যে, বর্ধন জিমেলাইল
 (আ) কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগবন্ধ করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রসুলুল্লাহ
 (সা) বিবিধ চিহ্নসমূহ জড়িত হয়ে পড়তেন। এক কোথাও এক প্রবণ ও তদনুসৰী প্রাপ্তে কোন
 পার্থক্য না হয়ে যায়। দুই কোথাও এর কোন অঙ্গ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে
 যায়। এই চিহ্নার কারণে যথমে জিমেলাইল (আ) কোন আঘাত শৈনাতেন, তখন রসুলুল্লাহ
 (সা) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেতে শুন্ত আবৃত্তি করতেন, যাতে বাক্যাবরণ পড়ে
 তা মুখ্য করে নেন। রসুলুল্লাহ (সা)-র এই পরিভ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য
 চার আয়াতে আঘাত তা'আলা কেনারআর বিষয়ে পাঠ করাবে। মুখ্য করাবো ও মুসলিমানসের
 কাছে হ-বহু তা সেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই প্রাপ্ত করেছেন এবং রসুলুল্লাহ (সা)-কে হলে
 নিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে শুন্ত নাড়া দেওয়ার কষ্ট করবেন না।
وَلَا تَتَعَرَّكْ بِهِ لَسَانَكَ لِتَعْجِلَ بِهِ
 ৫।

‘فَرَأَنَّهُ مُلْكًا أَنْهَىٰ كِبَارَ سَمَوَاتِهِ’^{۱۷} অর্থাৎ ক্ষমাত্সমুহকে আপনার অভয়ে সংযুক্ত করা এবং ইহার আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর কলা হয়েছে : ‘فَإِنَّ فِي قُرْآنٍ فِي قُرْآنٍ فِي قُرْآنٍ’—এখানে কোরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ এই যে, যখন আমি অর্থাত্ আমার পক্ষ থেকে কিম্বালিঙ (আ) কেন্দ্রজান পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না বরং তুপ করে শোনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন অনুসরণ করার মানে তুপ করে কিম্বালিঙের পাঠ করণ করা। সরল উচ্চলীলাবিদই এতে একমত।

ইমামের পিছনে মুক্তদীর কিম্বাল না করাত্ত একটি প্রমাণ : ‘সহীহ হাদীসে আছে অনুসরণ ও অনুসরণের অন্যান্য নামাবে ইয়াম নিঃসৃত হয়। অতএব, মুক্তদীদের উচিত ইয়ামের অনুসরণ করা। যখন সে কল্পু’ করে, তখন সব মুক্তদী কল্পু’ করবে এবং যখন সিজদা করে তখন সবাই সিজদা করবে। মুসলিমের স্বেওয়ারেতে তৎসমে আরও বলা হয়েছে—‘যখন ইয়াম কিম্বা’আলত করে, তখন তোমরা তুপ করে ভবণ কর।’—‘إِذَا قَرَأَ فِي قُرْآنٍ فَلْتَعْلِمُوا’^{۱۸} এ থেকেও দেখা যায় যে, ইমামের অনুসরণ উচ্চেশ্বা। কল্পু’ ও সিজদা ইয়ামের অনুসরণ এই যে, তার সাথে সাথে কল্পু’ ও সিজদা আদীয় করবে কিন্তু সাথে সাথে কিম্বা’আলত করা কিম্বা’আলতের অনুসরণ নয় বরং কিম্বা’আলতের অনুসরণ এই যে, ইয়াম যখন কিম্বা’আলত করবে, তখন তোমরা তুপ করে ভবণ কর। ইয়ামের পিছনে মুক্তদীদের কিম্বা’আলত করা উচিত নয়—এই যাস’আলায় ইয়াম আবু হানীফা (র) ও অপর কয়েকজন ইয়ামের এটোই মজীল।

অবশেষে বলা হয়েছে : ‘فَإِنْ فِي قُرْآنٍ فِي قُرْآنٍ فِي قُرْآنٍ’। অর্থাৎ আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবশ্যীর্ণ আকার্ডসমুহের সামুক ধর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেওয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উচ্চেশ্বা আপনার কাছে সুষ্ঠীরে ভুলব। এই চার আলতাতে কোরআন ও তার তিজাত্তাত সম্বন্ধিত বিধানাবলী কর্তব্য করার পর আমার কিম্বালতের পরিষিদ্ধি ও তত্ত্বাবস্থারই অবশিষ্ট আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে প্রথ হয় যে, এই চার আলতাতের পূর্বে সম্পর্ক কি? তত্ত্বাবলীর আর-সংজ্ঞে বলিত সম্পর্ক এই যে, ইতিখূর্বে কিম্বামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, আকার্ড বীর অসৌম কুদরতের বলে প্রতোক মানুষকে পূর্বে আকার্ড-আকৃতিতে স্থিত করেছিলেন, সেই আকারে পুনর্বার স্থিত করবেন। এমনকি, তার অংকোর আলতাপ এবং তাতে অংকৃত হেথা ও চিহ্নসমূহকেও অবহ পূর্বের ন্যায় করে দেবেন। এতে কেশাণ পরিমাপ পূর্বক হবে না। এটা তখনই হচ্ছে পারে, যখন আকার্ড তা’আলার ভানও অসৌম হয়, এবং তত্ত্বাবলী সংযুক্তপর পক্ষত্বও অধিক্ষীয় হয়। এর সাথে যিন রেখে রসূলুল্লাহ (সা)-কে এই চার আলতে সাক্ষনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তো খুবও খেতে পারেন এবং বর্ণনার কুল করারও আশকা আছে কিন্তু আকার্ড তা’আলা’ প্রসব বিবরণের উপরে। এসব বিবরণের পরামিতি মিহেই প্রহল করেছেন। তাই আপনি

কোরআনের বাক্যাবলী সংযোগিত রাখা অথবা এগুলোর অর্থ বোঝার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কল্প ছেড়ে দিন। এসব কাজ আলাহ্ তা'আলাই সম্ভব করবেন। অড়পর কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বাধা হয়েছে :

وَجْهُكُلِّ مَلَكٍ فَنَفِرَةُ الْيَوْمِ نَارٌ ظَرْوَةٌ—অর্থাৎ সেদিন কিছু মুখ্যশুল্ক হাসি-

ধূশি ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্ত্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রয়াণিক্ত হয় যে, পরুকালে জাত্যাতিগণ চর্যচক্রে আলাহ্ তা'আলার দীনার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নত-ওয়াজ-জয়াআতের সকল আলিম ও কিছু হিন্দি এ বিষয়ে একমত। কেবল মুত্তাজিজা ও খারেজী সম্মুদ্দায় এটা বীকার করেন।। তাদের অঙ্গীকারের কারণে দার্শনিক সন্দেহ। তাদের ভাষা এই যে, চর্যচক্রে দেখার জন্য দর্শক এবং যাকে দেখা হয় উভয়ের মধ্যবর্তী দৃবছের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, সেগুলো স্থিতি ও অস্তিত্ব যথো অনুগতিত। আহলে সুন্নত-ওয়াজ-জয়াআতের বক্তব্য এই যে, পরুকালে আলাহ্ দীনার ও পাক্ষাং এসব শর্তের উর্ধ্বে থাকবে। না কোন দিক ও পার্শ্বের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে এবং না কোন বিশেষ আকার-আকৃতির সাথে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রয়াণিত আছে। তবে এই দীনার ও সাক্ষাতে জাত্যাতিগণের বিভিন্ন ত্বর থাকবে। কেউ স্পষ্টভাবে একবার অর্থাৎ শুক্রবারে এই সাক্ষাতে লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাঙ্গণ সাক্ষাতেই থাকবে।—(মাহবারী)

لَا إِنَّ بِلْغَتِ النَّفَرِ قِيَ وَقْتُ مِنْ رَاغِ وَظَنِ أَنَّ الْغَرَأَ—পূর্ববর্তী আলাত-

সমুহে কিয়ামতের হিসাব-নিকাল এবং জাত্যাতী ও জাহাজামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আলাতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দুলভি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরুকালে মুক্তি পাওয়ার অন্য ইয়ান ও সৎ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। আলাতে মৃত্যুর চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে পাঞ্জিয় মানুষ যখন বিশ্বাসির অন্তে তাকিয়ে থাকে, তখন তার আশার উপর যত্ন এসে দণ্ডয়ান হয় এবং আব্দা কাঠমালীতে এসে ঠেকে। শুভ্রাকারীরা চিকিৎসার ব্যর্থ হলে যাড়কুঁকুকালীদেরকে খুঁজতে থাকে এবং পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে থাকে। এটাই আলাহ্ কাহে যাওয়ার সরঁজ। এ সময়ে কোন তওর ক্ষুণ্ণ হয় না এবং কোন আয়মণ্ড করা থাকে না। কাজেই বৃক্ষান্তের উচিত এবং আপেই সংশোধনের চেষ্টা করা।

سَعْيٌ—এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা।

গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন আহিন্দার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আভিশয়ে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

হৃষুক্ত ইবনে আবুস (আ) বলেন : এখানে মুই গোছা বলে মুই অপ্রত্যক্ষ—ইহকাল ও পরুকাল বোঝানো হয়েছে। আলাতের উদ্দেশ্য এই যে, তখন হবে ইহকালের দেশ দিন এবং

পরকালের শথম দিনের সম্মতি। তাই মানুষ ইহলালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি
হবে না হবে তার চিনার প্রক্ষেত্র পৌরুষে।

وَلِلّٰهِ أَولىٰ لَكَ فَلَا وَلِيٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَلَا وَلِيٰ—এর

অপ্রত্যঙ্গ। অর্থ আংস, সুর্জোগ। যে বাতি কৃষ্ণর ও যিধ্যারোগকেই আঁকড়ে থাকে এবং
সুনিঘার ধনসম্পদে মত থাকে ও তদব্যাহৃত্যাকা যাত্র, তার জন্য এখানে চারবার পাঁচ তথা
সুর্জোগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সূর্জুর সময়, সূর্জুর পর ক্ষণে, হাতের সময়েত
হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহাজামে প্রবেশের সময় বিগবর্জ ও সুর্জোগই তোমার প্রাপ্তি।

أَنَسٌ ذِي بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَعْلَمِ الْعَوْنَىٰ—অর্থাৎ জীবন যত্নাঙ্গ

সারা বিশ্ব যে সত্ত্বার কর্তৃতরণত, তিনি কি যুভদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?
রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে বাতি সুরা কিন্দাখতের এই আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত
بَلِي وَإِنَّا عَلَىٰ ذِلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ—অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْعِلَامِينَ

পাঠ করার সময়ও একথা বলার লিঙ্কা দেওয়া হয়েছে। এই হাতীসে আরও বলা

হয়েছে : যে বাতি সুরা সুরসালাতের আয়াত পাঠ

أَمْنًا بِاللَّهِ

سورة الدبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মনোবাস ক্ষেত্রগ়, ৭১ জাহান, ২ রুপো

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَلَ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ قِمَ الدَّهْرِ لَتَرَيْكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ۝
 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَأْهُ وَبَتَّلِيهُ بَعْدَهُ سَمِيعًا
 بَعْيَمًا ۝ إِنَّا هَدَيْنَاهُ الشَّيْئَلِ إِنَّا شَاهِدُوا فَلَمَّا كَفَرُوا ۝ إِنَّا أَعْتَدْنَا
 لِلْكُفَّارِ سَلِسْلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝ إِنَّ الْأَنْبَارَ يَشْرِبُونَ مِنْ كَالِسِ
 كَانَ مِنَ زَجْهَنَّا كَافُرًا إِنَّا يَشْرِبُونَ بِهَا عَبَادُ اللَّهِ يُغَنِّرُونَهَا تَغْنِيَرًا
 ۝ يُوْفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخْفَفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝ وَ
 يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُسْنِهِ مُسْكِنًا وَيَتَمِّنُّا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّهَا
 نُظْعَمَكُرْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا ۝ إِنَّهَا نَحْنُ
 مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَوْسًا قَمْطَرِيرًا ۝ فَوَقَمْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذِلْكَ الْيَوْمِ
 وَلَقَمْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝ وَجَزِّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝
 مُشْكِنَنَّ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِكِ، لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا
 ۝ وَدَارِيَةً عَلَيْهِمْ ظَلَّلُهَا وَذَلِيلَتْ قُطُونُهَا تَذْلِيلًا ۝ وَيَطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِإِنْيَةٍ مِنْ فِضْلِهِ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝ قَوَارِيرًا
 مِنْ فِضْلِهِ قَدْرُهَا تَقْدِيرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِنَاجَهَا

رَأَيْنِي لَا عَنْتَلَفِينِي أَسْتَشِي سَلْسِيلَادَ دَيْطُونِي عَلَيْهِمْ وَلِدَانُ
مَخْلُدُونَ، إِذَا رَأَيْتَهُ حَسِبَتْهُمْ لَوْلَوْا مَنْتُورَاً وَلَذَا رَأَيْتَ
ثُمَّ رَأَيْتَهُ عَيْنَمَا وَمُلْكَانَا كَبِيرَاً عَلَيْهِمْ شِيَابُ سُنْدُسْ خَضْرُ
وَلِاسْتَبِرَقُ وَحَلَوْا أَسَاوَرَ مِنْ فَضْلَةٍ وَسَقَهُمْ رَبِّهِمْ شَرَابًا طَهُورَاً
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُفْرَ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيَكُمْ مَشْكُورَاً إِنَّا نَعْنُ نَزَلْنَا
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَغْزِيلَاً فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ
أَنَّهَا أَنْوَكَفُورَاً وَإِذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَجْنِيلَاً وَمِنَ الْيَلِ
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلَا طَوِيلَاً إِنَّهُ لَا يُجْبِونَ
الْعَاجِلَةَ وَ يَدْرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلَاً نَعْنُ خَلْقَهُمْ
وَشَدَّعْنَا أَسْرَهُمْ وَلَذَا يَشْنَنَا بَدَلَنَا أَمْشَالَهُمْ تَبَدِيلِي لَا إِنَّ
هُنْ تَذَكَّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلَاً وَمَا
شَاءَوْنَ إِلَّا إِنَّ يَشَاءَ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمْ حَرَكِيَّاً
يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَ لَهُمْ

عَذَابُ الْيَمَنِ

प्रत्यक्ष विद्युतीयता और अन्तर्राष्ट्रीय आवाहन नामक उत्तर

- (१) मानवों द्वारा उपर एवं किन्तु समर अतिबाहित होने वाले घटनाएँ सें उल्लेखनीय किन्तु हिस्से ना। (२) आमि मानवोंके सुनिक्षिप्त करने वाले यिन्हे शुद्ध क्रियाविद् थे—एड्डाबे ये, ताके परीक्षा करनव। अंडापर ताके कामे दिये गए उपर्युक्त औ दृष्टिशक्ति सम्पन्न। (३) आमि ताके पथ देखिये दिये गए। ऐसन सें हम बहुत हाय, ना हम अबहुत हाय। (४) आमि अविज्ञानीयोंके जना प्रश्नात देखेहि शिक्षा, वैज्ञानिक औ प्रकृतिज्ञत अधिक। (५) निष्ठराइ सं कर्म-पौत्रों पान करनवे काक्षय विश्वित पानगार। (६) एटा अरवाना, या थेके आराहत वास्तविकगत

পান করবে—তারা একে প্রবাহিত করবে। (৭) তারা আব্দত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে উভ করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। (৮) তারা আজাহুর প্রেমে অকাবগত, এতোই ও বর্ষীকে আজাহুর মান করে। (৯) তারা বলে : কেবল আজাহুর সন্তুষ্টির জন্য আজাহুর তোমাদেরকে আজাহুর মান করি এবং তোমাদের কাছে কেবল প্রতিমান ও ক্ষতিগত কামনা করিব না। (১০) আহরা আমাদের প্রজনকর্তার তরফ থেকে এক বৌদ্ধিষ্ঠ তরঁকর দিনের কর্তৃ হাবি। (১১) অতঃপর আজাহু তাদেরকে সে দিনের অমিষ্ট থেকে সংক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেম সঙ্গীবচ্চ ও আনন্দ। (১২) এবং তাদের সরবরার প্রতিমানে তাদেরকে মিরিন আজাহুত ও রোপ্যী পোশাক। (১৩) তারা সেখানে সিংহাসনে ছেলান লিয়ে বসব। তারা সেখানে ঝোঁট ও শৈত্য অনুভব করবে না। (১৪) তার হাতছারা তাদের উপর দু'কি ধাকবে এবং তার কানসমূহ তাদের আবাধীম ঝোঁটা হবে। (১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে কপাল পাতা—এবং স্বর্ণকের মত পামপাত (১৬) আপালী স্বত্ত্বিক পাতে—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাত্র করে পূর্ণ করবে। (১৭) তাদেরকে সেখানে সান করানো হবে ‘আনসারীল’ মিলিত পামপাত। (১৮) এটা আজাহুতহৃত ‘সালসারীল’ নামক একটি ঝোপ। (১৯) আদের কাছে ঘোরাফেরা করবে তির কিশোরশথ। আগনি তাদেরকে দেখে অনে করবেন বেন বিক্ষিপ্ত অধিমুক্ত। (২০) আগনি অধন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামত-রাজি ও বিশাল রাজা দেখতে পাবেন। (২১) তাদের আকরণ হবে ঢিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধাম করানো হবে ঝোপ নিমিত্ত কুৎকন এবং তাদের পাঞ্চবকর্তা তাদেরকে পান করাবেন ‘শরাবান-তহরা’। (২২) এটা তোমাদের প্রতিমান। তোমাদের প্রচেষ্টা চীফতি জাত করেছে। (২৩) আবি আপনাকে প্রতি পর্যায়-কর্তৃ চুক্তিরান নাবিল করেছি। (২৪) অতঃব আগনি আপনার প্রাণবকর্তার আদেশের অন্ত ধৈর্য সুহকারে আপেক্ষ করবে এবং উদের আধেকার কোম পালিষ্ট ও কাফিয়ের আনন্দাত্ম করবেন না। (২৫) এবং সকাল-সকাল আপন পাঞ্চবকর্তার নাম সমরণ করবে। (২৬) তাত্ত্বিক কিছু অংশে তার উদ্দেশে সিজদা করব এবং রাত্তির দৌর্য সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবেন। (২৭) নিষ্ঠৱ এরা পাখির জীবনকে তালবাসে এবং এক কণ্ঠির দিবসকে পঞ্চাতে ফেলে রাখে। (২৮) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং যজ্ঞবৃত্ত করেছি তাদের পর্তন। আমি অধুন ইচ্ছা করিব, তামন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ মোক্ষ আনব। (২৯) এটা উপদেশ, অতঃব যার ইচ্ছা করিব, তামন তাদের পাঞ্চবকর্তা অনুরূপ মোক্ষ আনব। (৩০) আজাহুর অভিপ্রায় বাজিরকে তোমরা অন্যকোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আজাহু সর্বত, প্রজাপতি। (৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা করিব রহমতে দাখিল করবেন। আর আলিমদের অন্য তো প্রস্তুত-রাজেছেন অর্ঘনুস শাস্তি।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

নিষ্ঠৱ আনন্দের উপর এমন এক সময় অভিবাহিত হয়েছে, যখন সে উপর্যুক্ত কিছু ছিল না। (অর্থাৎ সে আনন্দ ছিল না—বীর্য ছিল, এর আগে খোদ্য এবং এর আগে উপাদান-চতুর্ষয়ের অংশ ছিল)। আমি তাকে যির বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। (অর্থাৎ

মন ও মাঝী উভয়ের বীর্য থেকে। কেননা, নাকীর বীর্যও তিভরে তার সঙ্গীশয়ে স্থানিত হয়। এরপর কখনও গর্জাশয়ের শুধু দিয়ে নির্গত হয়ে বিনষ্ট হয়ে আর এবং কখনও তিভরে থেকে থায়। যিনি বীর্যের আরেক অর্থ এই যে, এই বীর্য বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয়ে থাকে এবং এটা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সার কথা, আমি তাকে বীর্য থেকে স্থলিত করেছি। এতাবে যে, তাকে আদিল্লিত করব। অতঃপর (এ কারণে) তাকে ক্রবণ ও সুচিত্রত্বিসম্পন্ন (সমবাদায়) করে দিয়েছি। (বাক্পক্ষভিত্তে সমবাদায় বুজিয়ামাসকেই বিশেষভাবে শ্রোতা ও চক্ষুর্ধাম বলা হয়। তাই আদিল্লিত হওয়ার যে তিতি সমবাদায় হওয়া, তা এখামে উল্লিখিত না হয়েও বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যানুষকে আদিল্লিত হওয়ার উপায়গীসহ স্থলিত করেছি। এরপর যখন শরীরাতের বিধানাবলী দ্বারা আদিল্লিত হওয়ার সময় আসল, তখন আমি তাকে (ভালম্বন ভাত করে) পথবিদ্রোহ করেছি (অর্থাৎ বিধানাবলী পালন করতে অগ্রেছি। অতঃপর) হয় সে ক্রতৃত (ও মুরিন) হয়েছে, না হয় অক্রতৃত (ও কাকিন) হয়েছে। অর্থাৎ যে পথে চলতে বলেছিমাম, সে সেই পথে চলেছে, সে মুরিন হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সেই পথ সম্পূর্ণ বর্জন করেছে, সে কাকিন হয়েছে। অতঃপর উভয় মনের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে: আমি কাকিনদের জন্য প্রকৃত রেখেছি পিবল, বেঢ়ী ও জেমিহান অংশ। (আর) বীরা সংকর্মশীল তাঁরা এমন পানপান্ত (অর্থাৎ পানপান থেকে লয়াব) পান করবে যাত্র মিশ্রণ হবে কান্দুর অথবা এমন ঘরনা থেকে (পান করবে) যা থেকে আজ্ঞাহ্র বিশেষ বাস্পাগণ পান করবে এবং যাকে (তাঁরা যথা ইচ্ছা) প্রবাহিত করবে। (আজ্ঞাতের ব্যবহারসমূহ জামাতীদের অনুগামী হবে এটা তাদের এক কার্যালয়। দুরুরে যমসূলে বাণিজ আছে যে, জামাতীদের হাতে শুশের ছাড়ি থাকবে। তাঁরা এসব ছাড়ি থারা যে দিকে ইশ্বারা করবে, সে দিকে বরনা প্রবাহিত হবে। জামাতের কান্দুর শুশের শুল্ক, শীতলতা, চিত্তবিনোদন ও বজৰীর বর্ধনে অভূলনীয় হবে। শরাবে বিশেষ শুল্ক স্থলিত করার জন্য ক্রতৃক উপযুক্ত বস্তু বিভিত্ত করার নিয়ম আছে। সে মতে জামাতের শরাবে কান্দুর মিশ্রিত করা হবে। নৈকট্যশীল বাস্পাদের জন্য নিদিল্লিত ঘরনা থেকে শরাবের পাত্র গূর্ণ করা হবে।) অতএব এটা উৎকৃষ্টতর হবে, তা বলাই কাহলা। এতে করে সংকর্মশীলদের সুসংবাদ আরও জোরাদার হয়ে থায়। যদি **إِنْ** । ও **إِنْ** । **أَوْ** । **بِلَّا** । বলে একই প্রণীর লোক বোঝানো হয়ে থাকে, তবে সুই আক্রমণ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক। এক আক্রমণ বিভিন্ন বর্ণনা কর্ত্তা উদ্দেশ্য এবং বিভীত আক্রমণ করার আধিক্য ও আয়তাধীন হওয়ার কথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। কেননা বিজাস সামগ্রীর আধিক্য ও আয়তাধীন হওয়া ভোগ-বিজাসের আনন্দকে আরও জড়িত করে। অতঃপর সংকর্মশীলদের উপর করা হয়েছে: ৩) তাঁরা আনন্দ পূর্ণ করে (আক্রমিকতা সহকারে, কেননা) তাঁরা এমন দিনকে করে যাবে যাবাদের পাত্র করা হয়েছে। এখানে কিন্তু মতের দিন বোঝানো হয়েছে। তাঁর এমন আক্রমিক যে, আধিক ইবাদতেও, যাতে প্রায়শ আক্রমিকতা কর থাকে—তাঁরা আক্রমিক। (সমতে) তাঁরা আজ্ঞাহ্র প্রেমে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীক্ষে আহার করে। (বন্দী মজবুত হলে তাঁর সাহায্য করার যে ক্ষত ক্ষাত, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। পক্ষান্তরে-অগ্রাধি করে বলী হলে অধিক প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য

সেওয়াও উক্তকথ। তারা-আহাৰ দিয়ে মুখে আথবা অন্তৰে বলে ।) কেবল আলাহুর স্ব-পিটিৰ ক্ষমতা আমোদৱকে আহাৰ দেই এবং তোমদেৱ কাছে কোন (কাৰ্বণ্ড) প্ৰতিদান ও (মৌলিক) কৃতজ্ঞতা কৰিব না । (কেননা) আমোদ-আমদেৱ পালনকৰ্ত্তাৰ ভৱান্ধে থেকে এক কৃতক্ষেত্র ও তিক্ত দিনেৱ আশৎকাৰণি । (তাই আশা কৰিবে, এসব আত্মিক কৰ্মেৰ সমীক্ষতে সেদিনেৱ তিক্ষ্ণতা ও কঠোৱতা থেকে বিৱাপস থাকব । এ থেকে জানা গো যে, পৰিকাশেৱ ক্ষেত্ৰে কোন কাজ কৰা আকৃতিৰকতা ও আলাহুৰ সন্তুষ্টি কৰাবলৈ পৰিপন্থী বল ।) অৰ্থাত এগৰ আলাহু তাদেৱকে (এই আনুগত্য ও আত্মিকতাৰ বৰকতে) সে দিনেৱ অনিষ্ট থেকে বজা কৰিবল এবং তাদেৱকে দিবেন সৰীৰতা ও আনন্দ । (অৰ্থাৎ সুশ্ৰুতে সৰীৰতা ও অন্তৰে আনন্দ দান কৰিবেন) এবং তাদেৱ সুভূতিৰ অভিদানে তাদেৱকে দিবেন আমাত ও রেশমী পোশাক । তাৰা তথাক (অৰ্থাৎ আমাতে) আমাহচৰমারাজ (আমায়ে ও সমস্যানে) মহান দিয়ে বসবে । তাৰা তথাক মৌনত্বাদি ও শৈত্য অনুভব কৰিবে না (বৰং আনন্দদাতৰ ও শীতাতপ নিৱাচিত পৰিবেশ হবে) । সেখানকৰ (অৰ্থাৎ আমাতেৰ), বৃক্ষ-ছায়া তাদেৱ উপৰ বুঁকে থাকবে (অৰ্থাৎ নিষ্কটে থাকবে) । ছায়া অন্তৰ বিলাস উপকৰণ । আমাতে চৰ-সূৰ্য নেই । অতএব, ছায়াৰ মাবে কি ? অওয়াব, এই যে, সন্তুষ্ট অন্যান্য জোড়িত্বেৰ বৰ্ণ মিচেজ আমাতেকই ছায়া বলা হয়েছে । অবস্থাৰ পৰিবৰ্তন সাধন কৰিবাই চোখ কৰ ছায়াৰ উপকৰণতা । কেননা, এক অবস্থা অতই আমায়ন্ত্ৰ হোক না কেন, অহ-থেকে তা থেকে অন কৰে থাক ।) এবং আমাতেৰ কলমুজ তাদেৱ আমাতীন রাখা হবে । (ফলে সৰ্বক্ষণ সৰ্বজ্ঞতাৰে অনাক্ষয়ে তা প্ৰাহ কৰিবল পান্নাবে) তাদেৱ কাছে (পানাহোৱেৰ বৰ্ণ শ্ৰীহাতোৱ জন্ম) জাপান পান্ন পৰিবেশন কৰা হবে এবং স্ফটিকেৰ পদ্মপত্র । এটা হবে কৃপালী স্ফটিক—পৰিবেশনকাৰীৱা তা পৰিযাপ কৰলো পূৰ্ণ কৰিবে । (অৰ্থাৎ এন্ন পৰিযাপ কৰলো ততি কৰা হবে যে, আজুপিত না থাকে) এবং উভ্যতও না হৰ । কৰাগ, উত্তোৱ অধোই বিহুকা জন্মেছে । জাপালী স্ফটিকেৰ অৰ্থ এই যে, জাপান যত কৰলো এবং স্ফটিকেৰ মত হচ্ছ । পান্নিব জাপা বছ নয় এবং স্ফটিক শুন্ত নয় । সুজৰাঁ এটা এক অজুপৰ্যব বৰ্ণ হবে । তথাক তাদেৱকে (উলিখিত কাফুৰ মিঞ্চিত শৰাব বাতীত আৱণ) এন্ন পান-পান পান কৰানো হবে, যাতে ধানজাবীৱেৰ মিশ্রণ থাকবে । (উলেজনা সৃষ্টি ও মুখেৰ ছাদ পৰিবৰ্তনেৰ জন্য শৰাবে এৱ মিশ্রণ কৰাবও নিয়ম আছে । অৰ্থাৎ) এমন কৰনা থেকে (তাদেৱকে পান কৰানো হবে) শার নাম (সেখানে) সাজসাৰীজ (প্ৰসিঙ্ক) হবে । (অৰ্থাৎ গুৰোৱিলিত ধৰনৰ শৰাবে কাফুৰেৰ এবং এই আমাতে বৰ্ধিত ধৰনৰ শৰাবে ধান-জাবীৱেৰ মিশ্রণ থাকবে । এবং রহস্য আলাহু তা'আজাই আনেন) । তাদেৱ কঠে (এসব বৰ্ণ নিয়ে) চিম কিমোৱ ধানকুজা ঘোৱাকেৱা কৰিবে (তাৰা এমন সুন্দী যে) হে পাঠক, তুমি তাদেৱকে দেখে মনে কৰিবে যেন বিক্ষিপ্ত মণিমুক্ত । (পৰিযাপহীতা ও চাকচিকে তাদেৱকে মুক্তিৰ সাথে কূজনা কৰা হয়েছে এবং চলাকেৱাৰ দিক দিয়ে বিক্ষিপ্ত বিশেষণ কৰাগ কৰা হয়েছে । লিটসদেহে এটা উত্তোৱেৰ তুলনা । কেবল উলিখিত বিলাস-সামগ্ৰীই নয় বৰং সেখানে আলাহু সৰ্বজ্ঞকাৰ বিলাসহৰ্ব্ব এত অধিক ও উচ্চমানেৰ শৰীকবে যে) হে পাঠক, যদি ভূমি সেই জ্ঞানতি দেখ, তবে ভূমি অগাধ নিয়ামত গুণ বিশাল সামাজিক দ্বেষতে পাৰবে । তাদেৱ (অৰ্থাৎ আমাতীদেৱ) আকৰণ হৰে চৰিকৰণ সৰুজ রেশমী বৰ্ণ ও

মেটা রেশীয়ী বজা (কেননা প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে স্থান আমল রয়েছে)। তাদেরকে পারিশাল করানো হবে রৌপ্য নিমিত্ত করুন। [এই সুরার তিন জায়গার রূপার আসবাব-পর্যন্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য আরাতে স্বর্ণের আসবাবপত্রের বর্ণনা আছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন বৈপর্যতা নেই। কেননা, উভয় প্রকার আসবাবপত্র খাববে। এর রহস্য বিজ্ঞাসনে বৈচিত্র্য স্থিতি করা এবং বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার প্রতি অবস্থা রাখা। পূর্বের অন্য অসংকার দৃশ্যীর মধ্যে প্রতি তোলা ঠিক নয়। কেননা, দুনিয়াতে যা দৃশ্যীর, পরিবর্তনেও তা দৃশ্যীর হবে—এটা জরুরী নয়।] তাদের পালনকর্তা (তাদেরকে উপরের বর্ণনা অনুসারী যে শরাব পান করতে দিবেন; তা দুনিয়ার শরাবের ন্যায় অপরিষ্কৃত বিজোপকারী ও নেশাত্মক হবে না এবং আরাত্ তাঁরা) তাদেরকে শরাবান-জহুর (পরিষ্কৃত শরাব) আন করবেন। এতে মাগারী ও ময়লা থাববে না, যেহেন অন্য আরাতে আছে : **وَيُنْزِفُ مِنْهَا وَلِبْنَزِفُونَ** সুরার তিন জায়গার শরাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক জায়গার উদ্দেশ্য ডিজ ডিম। প্রথম জায়গায় **سَقَمْرٌ شَرْبُونَ** দ্বিতীয় জায়গায় **سَقَمْرٌ شَرْبُونَ** এবং তৃতীয় জায়গায় **سَقَمْرٌ شَرْبُونَ** এবং তৃতীয় জায়গায় সাধারণভাবে পান এবং তৃতীয় জায়গায় চূড়ান্ত সম্মানের সাথে পান করা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং এইই বিষয়-বন্ধনের বাবের উল্লেখ হয়েছি। এসব নিয়ামত দিয়ে আবিষ্কৃত সুধ স্থানে করার অন্য আরাতী-গুলকে বজা হবে ; এটা তোমাদের প্রতিদান এবং (দুনিয়াতে কৃত) তোমাদের প্রচেষ্টা সকল হয়েছে। [অঙ্গের রসজুলাহ্ (সা)-কে সাল্লাম দেওয়া হচ্ছে যে, শর্দুলের সাথি আগনি কুলেন। অতএব, এ শর্দুল ও বিরোধিতার অন্য দৃশ্য করবেন না এবং ইবাদত ও জ্ঞানেরকার্যে অশঙ্খ থাকুন। এটা যেহেন ইবাদত, তেমনি অতরকেও শক্তিশালী করে। ইবাদতের বর্ণনা এই :] আমি আগনার প্রতি অর অর করে কোরআন মাঝিল করেছি (যাতে অর অর করে যানুষের কাছে পৌছাতে থাকেন এবং তারা সহজে উপরুক্ত হতে পারে), যেহেন সুরা ইসরার সেবে বজা হয়েছে : **وَقَرَانًا فَرْقَانًا** (অঙ্গের আগনি আপনার পালনকর্তার, তুরীয়সেহ) আদেশের উপর অটুর থাকুন এবং তাদের মধ্যে কোন পাপিষ্ঠ ও কাকিতের আনুগত্য করবেন না। [অর্থাৎ তারা যে উভয়ীগ করতে নিষেধ করে, তা যানবেন না। এখনে উদ্দেশ্য ভরত প্রকাশ করা। নতুন রসজুলাহ্ (সা) তাদের কথা যেনে চলবেন—এরাপ সজ্ঞাবনাই ছিল না।] এবং সকল-সজ্ঞায় আগন পালনকর্তার মাঝ স্বরূপ করুন। রাত্তির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করুন (অর্থাৎ কল্প নামায় পড়ুন) এবং রাত্তির দীর্ঘ সময়ে তাঁর পুবিষ্ঠা বর্ণনা করুন। (অর্থাৎ তাহাজুন পড়ুন। অঙ্গের সাল্লামানের উদ্দেশ্যে আরও একটি বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কাকিদের বিষ্ণাও রয়েছে : অর্থাৎ কাকিদের বিরোধিতার আসল কারণ এই কথা) তারা পাকিদ জীবনকে তোজবাসে এবং তবিকাতে আগবনকারী এক অংশে দিবেসকে প্রচারতে একেবারে নাথে। (সুতরাং দুনিয়াগ্রাহী তাদেরকে অর করে দেবেছে। তাই তারা সত্ত্বে

দুশ্মন হয়ে গেছে। অতঃপর কঠিন দিবসের অসম্ভাব্যতা নিরসন করার জন্য বমা হয়েছে :) আবিহী তাদেরকে স্থিত করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের পঠন। (অতএব, উকুল বিষয় থেকে আজ্ঞাহীর কুদরত প্রকাশ পায়। কাজেই মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করাই আর বেশী কি কঠিন যে, এটা করার কুদরত হবে না। অতঃপর উজ্জিহত যাবতীয় বিষয়বস্তুর নির্ধাস বর্ণনা করা হচ্ছে যে) এটা (অর্থাৎ যা উজ্জিহত করা হল) উপদেশ। অতএব, যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (এরাগ সম্মেহ করা : উচিত নয় যে, কেউকেউ তো কেোরাজ্যান থেকে হিদায়ত পায় না। আসল আগামুর এই যে, কেোরাজ্য আছানে উপদেশ ও যথেষ্ট হিদায়ত, কিন্তু) আজ্ঞাহীর অভিপ্রায় ব্যতীত তোমরা অভিপ্রায় পোষণ করতে পার না। (কৃতক কোকের জন্য আজ্ঞাহীর অভিপ্রায় না হওয়ার প্রচারণা রহস্য আছে। কেন না) আজ্ঞাহী সর্বত, প্রতিবন্ধ। তিনি যাকে ইচ্ছা দ্বারা রহস্য দাখিল করেন। এবং (যাকে ইচ্ছা, কুকুর ও পাপাচারে ডুবিয়ে রাখেন)। তিনি জালিয়দের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যর্মতদ শাস্তি।

আনুবাদিক ভাষ্য বিষয় :

সুরা মাহুরের অপর নাম সুরা ‘ইন্সাম’ ও সুরা ‘আবরার’ ।—(কাহল যা ‘আনী) এতে যানব স্থিতির আদি-অঙ্গ, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কিয়ামত, জীবন্ত ও জাহাজামের বিষয়ে বিসেষ অবস্থার উপর বিশেষ ও সাবলীল ভঙিতে আলোকণ্ঠ করা হয়েছে।

هَلْ أَنِّي عَلَى الْأَنْسَابِ حَتَّىٰ مِنَ الدُّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَهَا مَذْكُورًا

অবাস্তি আসলে প্রজ্বোধকরাণে ব্যবহৃত হয়। যাকে মাঝে কোন জীবজ্ঞান ও জ্ঞান বিষয়কে প্রের আকারে ব্যক্ত করা যায়, আতে তার প্রকাশনা আরও জোরাবলী হয়ে যাব। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এই উকুলই দেবে, অপর কোন সত্ত্বাবলাই নেই। উদাহরণত কেউ দুপুরের সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করে—এখন কি দিন নয় ? এটা সুন্দর প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যে একেবারে চৰ্য জীবজ্ঞান, তাৰাই বৈগ্নে। তাই এ ধরনের ক্ষানে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, ৫৩ অবাস্তি এখানে ৫৪ (বাতিবিদ নিষ্ঠচলতার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, আজ্ঞাতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অভিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমনকি, আলো-চনা পর্যবেক্ষণ না। ৫৪—ন্যূন-সহ উজ্জিহত করে সময়ের দীর্ঘতার দ্বিকে ইচ্ছিত করা হয়েছে। আয়াতে বিনিত যে দীর্ঘ সময় মানুষের উপর অভিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোন না পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা অপরিহার। মৃত্যু মানুষের উপর অভিবাহিত হয়েছে—একথা বলা দুর্বল হয় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ যামের পেঁচে গর্ত সঞ্চারের কর থেকে জীবজ্ঞান পর্যবেক্ষণ সময়, যাৎ সাধারণত নয় যাস হবে খাকে। এতে যামের স্থিতির অঙ্গ কর অভিবাহিত হব—এই থেকে দেখ, অবস্থাটা,

আগ সকার ইত্যাদি সব দাখিল আছে। এই সম্পূর্ণ সময়ে এক পর্যায়ে তার অঙ্গিক প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সে ছেলে, না ঘেয়ে তা কেউ জানে না। এ সবয়ে তার কোন নাম থাকে না এবং কোন আকার-আকৃতিও কেউ জানে না। কলে কৌথাও তার কোন আলো-চনা পর্যন্ত হয় না। আঝাতে বলিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত অর্থ দেওয়া হতে পারে। যে বীর্য থেকে আমর সৃষ্টির সূচনা, সেই বীর্যও আদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই আদ্য এবং আদোর পূর্ববর্তী উপকরণ কোন না কোন আকারে দূনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও শামিল করলে আঝাতে বর্ণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সার কথা, এই আঝাতে আঝাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টি এক নিগৃহ তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি সামান্য ভানবুজ্জিরও অধিকারী হয় এবং এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের ব্রহ্ম তার কাছে উদ্ঘাতিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে সৃষ্টির অঙ্গিক, আম ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা হাড়া তার গত্যকার থাকবে না। যদি একজন সত্ত্ব বছর বয়স বাড়ি ধ্যান করে যে, এখন থেকে একাত্তর বছর পূর্বে তার কোন নাথ-নিধান ছিল না, কোন উন্নিতেই কেউ তার সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে পারত না, পিতামাতা ও দাদা-দাদীর মনেও তার বিশেষ অঙ্গিতের ক্ষেত্রে আশঁকা পর্যন্ত ছিল না, তখন কি বস্তু তার আবিষ্কার ও সৃষ্টির কারণ হয়েছে এবং কোন বিস্ময়কর অপার শক্তি সারা বিবে বিস্তৃত কণাসমূহকে তার অঙ্গিতে একজিত করে তাকে একজন হিন্দুর, ভানী, প্রোতা ও চক্রবান মানুষে রাগাঞ্জিরিত করেছে, তবে সে ব্রহ্মস্ফুর্তিভাবে একথা বলতে বাধ্য হবে যে,

مَا نَبُوْدِ يَمْ وَ تَغْفِلَ مَا نَبُوْدِ — لَطْفٌ تُوْ نَاكْفَتَهْ مَا مِنْ شَنْوَرْ

إِنْ خَلَقْنَا أَلْفَسَانْ ।

شَنْوَرْ —অর্থাৎ আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। **أَلْفَسَانْ** —অর্থাৎ আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। অথবা বাহমা, এখানে নর ও মারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এখানে **أَلْفَسَانْ** বলে রূপ, রেখা, অঙ্গ, পিতৃ—এই শারীরিক উপাদান চতুর্ভুব বোঝানো হচ্ছে। এগুলো দিয়ে বীর্য গঠিত হয়।

অতোক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা শামিল আছে : চিন্তা করলে দেখা যাব উপরোক্ত শারীরিক উপাদান চতুর্ভুবও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অঙ্গিত হয়। অতোক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও দেখা যাব এতে দূর-দূরাত্ম দেশ ও কৃত্তিগুরু উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে শামিল হয়। এভাবে একজন মানুষের বর্ণনার শরীর বিবেচন করলে, জন্ম আবে যে, এটা এম উপাদান ও কণসমূহের সমস্ত, যা বিহুর আমাচে-কামাচে বিক্রিপ্ত ছিল। সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে

বিস্ময়করভাবে তার সন্নীয়ে একটিত হয়েছে। **لَعْنَهُ!**-এর এই শেষোভ অর্থ অনুযায়ী এর আরা কিম্বায়ত-অবিষ্কারদের সর্বত্ত্বে সন্দেহের জবগানও হয়ে যায়। কেননা, এই নিরীয়বাদীদের মতে কিম্বায়ত সংঘটিত হওয়া এবং মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে সর্বত্ত্বে অকর্তৃ ছটাই যে, মানুষ মরে মৃত্যুকাষ পরিগত হয়, এরপর তা ধূমিকণা হয়ে বিষয়ের ছড়িয়ে গড়ে। এসব কথাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং তাতে প্রাণ সঞ্চাল করা তাদের মতে যেন একেবারে অসম্ভব।

لَعْنَهُ!-এর তফসীরে তাদের এই সন্দেহের সুস্পষ্ট জওয়াব রয়েছে। কারণ, মানুষের প্রথম স্থিতিতেও তো সারা বিশ্বের উপাদান ও কথাসংগৃহ শামিল হিসে। এই প্রথম স্থিতি আর জন্ম কঠিন হয় না, পুনর্বার স্থিতি তার জন্ম কঠিন হবে কেন?

فَتَلَوَّهُ——এটা = **لَعْنَهُ!** থেকে উত্তৃত। অর্থ গরীবা করা। এই বাবে মানব স্থিতির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিখ্যুত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে ও তাবে স্থিতি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা, গরের আঘাতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমি পরাগব্রহ্ম ও এশী শ্রেষ্ঠের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জাগ্রাতের দিকে এবং এই পথ জাহাজামের দিকে যাব। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি, যে কোন পথ অবলম্বন করার। সে মতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। **أَمَا شَكِرًا وَأَمَا كَافُورًا**—অর্থাৎ ক্রকমাজ তো তাদের শ্রল্পা ও নিরায়নভদ্রাকে চিনে তাঁর ক্রতৃত্ব বৌকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস ছাপন করেছে কিন্তু অপরদল অকৃত্ব হয়ে কাফির হয়ে গেছে। অতঃপর উভয়-দলের প্রতিক্রিয়া ও পরিপোষ উভেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য রয়েছে শিক্ষণ, বেঁচো ও জাহাজাম। আর ইমান ও ইবাদত পালনকারীদের জন্য রয়েছে অঙ্গুলুষ নিরায়ত। সর্ব প্রথম পানীয় বন্দর উভেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাই দেওয়া হবে, যাতে কাফুরের মিশ্রণ ফীকবে। কোন কোন তফসীরকারুক বর্ণন : কাফুর জাগ্রাতের একটি বাসনার নাম। এই শরাবের আদ ও গুরু বুরু করার জন্য তাতে এই বাসনার পানি মিলানো হবে। যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ মেওয়া হয়, তবে জরুরী নয় যে, জাগ্রাতের কাফুর মুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অখাদা হবে। বরং সেই কাফুরের বৈশিষ্ট্য তিম হবে।

كَافُورًا عَيْنًا——**لَعْنَهُ!**—এর ব্যাখ্যা এবং হতে পারে। এমতোবহুয়া এটা নির্দিষ্ট যে, আঘাতে কাফুর বলে জাগ্রাতের বারনাই বোঝানো হয়েছে। **عَيْنًا**—বলে আঘাতের সে সব নেক বাসাকেই বোঝানো হয়েছে, ইতিপূর্বে যাদেরকে অন্য বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি **عَيْنًا** শব্দটি **مِنْ كُلِّ بَدْل**-এর হয়, তবে এটা অন্য কোন বারনা ও সানিয়ে বর্ণনা হবে। এমতোবহুয়া **عَيْنًا**-এর অর্থ হবে **بِلِلَّهِ**—থেকে মিম্বন্দরের অন্য কোন দল।

—**અને વિશુદ્ધ હતો હે યે, જી કર્મનીલ બાળાગભક્ત એસવ**

ନିଯାମତ କିମ୍ବର ଡିଜିଟେ ଦେଓଇବା ହେବ । ଝର୍ଣ୍ଣାଂ ତାରା ଆଜ୍ଞାହୀର ଓହାକେ ସେ କାଜେର ମାନତ
କରେ, ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ । ୧୯-୯୯ ଶାଖିକ ଅର୍ଥ ନିଜେର ଜନ୍ୟ ଏମନ କେବଳ କାଜ ଓହାଜିବ କରେ
ଦେଇବା, ଯା ଶରୀରରେ ତରକ ଥେବେ ତାର ଦାରିହେ ଓହାଜିବ ନାହିଁ । ଏକଥିବ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ଶରୀର-
ତେର ଆଇନ ଓ ଓହାଜିବ । ଏଇ ବିବରଣ ପରେ ବାଣିତ ହେବ । ଏଥାନେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାକେ ଜୀବା-
ତୀଦେର ଯଥାନ ପ୍ରତିଦାନ ଓ ଅଫ୍ଫୁରଣ ନିଯାମତ ଲାଭେର କାରାପେ ସାବ୍ୟତ କରା ହେବେ । ଏତେ
ଇହିତ ରହେଇ ଯେ, ତାରା ଯଥନ ନିଜେଦେର ଓହାଜିବ କରା ବିଷୟ ପାଇନେ ଯହିବାନ, ତଥବ ସେ ସବ
କର୍ମ-ଓହାଜିବ କର୍ମ ଆଜ୍ଞାହୀର ପକ୍ଷ ଥେବେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଅପରିହାର୍ମ କରେ ଦେଇବା ହେବେ, ସେଥିଲୋ
ପାଇବେ ଜାରିଓ ଉତ୍ସମରାପେ ଯହିବାନ ହେବ । ଏତେବେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାର ମଧ୍ୟେ କେବଳ ଓହାଜିବ ଓ
କର୍ମ କର୍ମ ପାଇବେ ବିଷୟ ଶାଖି ହେବେ ଗେହେ । କଲେ ଜୀବାତେର ନିଯାମତସମ୍ମହ ଲାଭେର ପୂର୍ଣ୍ଣ
କାରାପ ହେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ-ଓହାଜିବ କର୍ମସମ୍ମହ ସମ୍ପାଦନ । ତବେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା
ଯେ ଓହାଜିବ ଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ଏହି ବାକ୍ୟ ଦାରୀ ପ୍ରଯାପିତ ହେବେ ।

ଆମ'ଜୀବୀ : କାରେକଟି ପର୍ତ୍ତନାଗେହେ ଯାନତ ହରେ ଥାକେ ୧. ସେ କାଜେର ଯାନତ କନ୍ଦା ହର, ତା ଜାରେଯ ଓ ହାଲାଙ୍କ ହୁଏଇ ଚାଇ ଏବଂ ପୋନାହୁ ନା ହୁଏଇ ଚାଇ । କେତେ କୋନ ନାଜାରେଯ କାଜେର ଯାନତ କରିଲେ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା କର୍ନା ଓରାଜିବ । ଏଯତୋବନ୍ଧୁ କର୍ମ ଉ଱ କରେ ତାର କାନ୍ଦକାରୀ ଆଦାୟ କରିଲେ ହରେ । ୨. କାଜଟି ଆଜାହୁ ପରି ଥେବେ ଓରାଜିବ ନା ହୁଏଇ ଚାଇ । ସେବତେ କୋନ କାତି ଫର୍ମିଯ ନାମାବ ଅଖ୍ୟାତ ଓରାଜିବ ସେତେମେହେ ଯାନତ କରିଲେ ତା ଯାନତ ହରେ ନା ।

ইতিম আহম আবু হানীকা (র)-র মতে আরও একটি পর্ত এই যে, যেসব ইবাদত
শরীরতে ওজনিব করা হচ্ছে, সেই জাতীয় কাজের মানত কর্তৃত হবে, যেমন নামায-
সেৱা, সদকা, কোরআনী ইত্যাদি। যে জাতীয় কাজের কোন ইবাদত শরীরতে উদ্বিষ্ট
নয়, সেই জাতীয় কোন মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরী হয় না, যেমন কোন রূপ
কাজিকে দেখতে যাওয়া অথবা জানাবার প্রচারণ ইত্যাদি। প্রত্যেক ইবাদত হলেও
উদ্বিষ্ট ইবাদত নয়।

—وَيُطْهِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبَّةٍ مِسْكُونَا وَلَتَّهَا وَأَسْلَرَا—**अर्थात् आज्ञा-**
तौदेव एसब नियमत एकान्नगेड ये, ताजा दूनियाते अडावथ्स, ईशातीम ओ बन्धीदेवके
आहार्य दान करत। **—प्रयः अर्थात् एहि ये, ताजा उधु निजेदेव श्रोजनेन**
अडिरिज्ज आहार्य दरिघदेवके दान करते ना वर्ग निजेदेव श्रोजन-संख्येत दान
करते। परिष्ठ ओ ईशातीमेवके आहार्य देवांशा ये ईवादत, ता वर्गामासोपेक्ष मग्य। वन्धी
वाजे एवम वन्धी दोवानो इलाहे, वाके शरीरातेव वौति अनुयाई वन्धी करा इलाहे—
से काफिक्क होक अथवा यसलाभान अपग्राधी। वन्धीके थांगानो ईस्लामी झाटेव दाखिल।

কেউ বন্দীকে আহার দিলে সে যেন সরকার ও বাস্তুল মালকে সাহায্য করে। তাই বন্দী কাফির হলেও তাকে ধাওয়ানো সওয়াবের কাজ। ইসলামের প্রাথমিক মুগে বন্দীদেরকে ধাওয়ানো ও তাদের হিকায়তের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর ব্যক্তি করে অঙ্গ করা হত। বদর শুজের বন্দীদের বেলায় তাই করা হয়েছিল।

فَوَأْرِيزْ مِنْ فَتْحٍ—**দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র ঘাঢ় মোটা হয়ে থাকে—আমানার**

মত সচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নিয়িত পাত্র রৌপ্যের মত শুভ হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপর্যাত্তি আছে। কিন্তু জামাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আমানার মত সচ্ছ হবে। হয়রাত ইবনে আবাস (রা) বলেনঃ জামাতের সব বস্তর মর্মীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নিয়িত ঘাস ও পাত্র জামাতের পাত্রের ন্যায় সচ্ছ নয়।

وَزِنْجِبِيلٍ—وَيُسْقَوْنَ فِهَا كَاسَانَ مِزَاجًا جَهَارَ زِنْجِبِيلًا—এর প্রসিক অর্থ
শুর্ট। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জামাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ জামাতের বস্ত ও দুনিয়ার বস্ত নামেই কেবল অভিয়। বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার শুর্টের আমোকে জামাতের শুর্টকে বোঝান উপায় নেই।

سَوْأَرْ سَادَر—وَخُلُواً أَسَادَرِ مِنْ فَتْحٍ—এর বহুবচন। অর্থ কংকন,
যা হাতে পরিধান করার অসৎকারবিশেষ। এই আমাতে রাগার কংকন এবং অন্য এক
আমাতে অর্পের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেবলনা, কোন
সময় রূপার এবং কোন সময় অর্পের কংকন ব্যবহৃত হতে পারে অথবা কেউ রাগার এবং
কেউ অর্পের ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখানে কথা থাকে এই যে, কংকন নামাদের
ব্যবহারের অসৎকার। পুরুষদের অন্য একগ অসৎকার পরিধান করা সাধারণত দৃশ্যীয়।
জওয়াব এই যে, কোন অসৎকার নামাদের অন্য নিদিষ্ট হওয়া এবং পুরুষদের অন্য দৃশ্য-
ণীয় হওয়া—এটা সর্বাতোভাবে প্রচলন ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন দেশে
অথবা জাতিতে যে জিনিস দৃশ্যীয়, অন্য জাতিতে তাই পছন্দনীয় হয়ে থাকে। পারস্য
সঞ্চারিত হাতে কংকন পরিধান ক্ষমতেন এবং বুকে ও মুকুটে অসৎকারাদি ব্যবহার করতেন।
এটা তাদের বৈশিষ্ট্য ও সভ্যান্বয়ে গণ্য হত। পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর
সঞ্চারিত যে ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাতে রাজকীয় কংকনও ছিল।
দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সাম্যান্য ভৌগোলিক ও জাতিগত উপাত্তের কারণে ইথন একগ হতে
পারে, তখন জামাতকে দুনিয়ার আমোকে দেখান কোন মানে থাকতে পারে না। জামাতে
অসৎকারাদি পুরুষদের অন্যও উভয় বিবেচিত হবে।

أَنْ هَذَا كَمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْهُكُمْ مُشْكُرًا—অর্থাৎ জামাতীয়া ব্যবন
জামাতে পৌছে থাবে, তখন আল্লাহ'র তরফ থেকে বলা হবেঃ জামাতের এসব বিক্রমকর

অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টাও আলাহ-র কাছে আবৃত্তি পেয়েছে। এসব বাক্য মোবারিকবাদ হিসাবে বলা হবে। আশেক ও প্রেমিকদেরকে জিতেস করে দেখুন, জাগ্রাতের সব বিজ্ঞামত একদিকে এবং রকুল আলামীনের এই উক্তি একদিকে, নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় বিজ্ঞামত। কারণ, এতে আলাহ তাঁরামাত্তাঁর সত্ত্বপিট্টির সবস বিতরণ করছেন। সাধারণ জাগ্রাতীদের বিজ্ঞামত-সমূহ উরেখ করার পর অন্তঃপর রসুলুজ্জাহ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ বিজ্ঞামতসমূহের আজোচনী করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ বিজ্ঞামত হচ্ছে কোরআন অবতরণ। এই যথান বিজ্ঞামত উরেখ করার পর প্রথমে রসুলুজ্জাহ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধী কাফিররা যে অবীকার, হর্তকারিতা ও নানাভাবে আপনাকে হয়েরানি করে, তজজ্ঞ আপনি সবর করুন। এছাড়া দিবারাত্রি আলাহ-র ইবাদতে মশুল থাকুন। এর সাথ্যেই কাফিরদের হয়রানিরও অবসান হবে।

পরিলেখে কাফিরদের হর্তকারিতার এই করণ ব্যতী করা হয়েছে যে, এই মুর্দরা পার্থিব খাংসলী তেগে-বিজাসে যত হয়ে পরিগোষ্য অর্থাৎ পরকাল বিস্মৃত হয়ে থাসেছে। অথচ আব্দি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অস্তিত্বে এখন উপকরণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। যথা হয়েছে :

نَعْنَ

—**خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ**—অর্থাৎ আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন প্রকৃতি মজবুত ও সুদৃঢ় করেছি।

আমরদেহের প্রতিতে কুলতের অপূর্ব জীবা : এই আয়াতে ইঙিত করা হয়েছে যে, মানুষ তার এক এক প্রতি সম্পর্কে ভেবে দেখুক। উপরোগিতা ও আরামের খাতিরে দৃশ্যত একলো নরম ও নাজুক মনে হয় এবং নরম নরম মাংসপেশী কারা পরস্পরে সংযুক্ত আছে। কলে স্বত্ত্বাবত এক-দুই বছরেই প্রতির এই বন্ধন ও মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল; বিশেষত যখন একলো সারীকল নড়াচড়া এবং বাঁকানো হোড়ানোর অধৈই থাকে। এভাবে দিবারাত্রি নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে তো মোহার স্প্রিংও এক-দুই বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেজে থাক। কিন্তু এসব নরম ও নাজুক মাংসপেশী বিভাবে দেহের প্রতিসমূহকে বৈধে রেখেছে। একলো না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেজে থাক। হাতের অংশলীর প্রতিসমূহই দেখুন এবং হিসাব করুন, সারা জীবনে এরা কর্তব্য নড়াচড়া করেছে এবং কেমন কেমন জোর ও চাপ এদের উপর পড়েছে। ইস্লাতের তৈরী হলেও এত দিনে ক্ষয় হয়ে যাবে। কিন্তু সতর-আশি বছর চালু থাকব পরাও একলো সংগৰ্বে অক্ষত আছে।

سورة المرسلات

সূরা মুল্লাজ

মকাব অবজোর : ৫০ আয়াত, ২ করু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلِتُ عَزِيزًا ۝ فَالْغَيْثَ عَصْفًا ۝ وَالْبَشْرُ نَهَرًا ۝
فَالْفِرْقَةُ فَرْقًا ۝ فَالْمُلْقَيْتُ ذَكْرًا ۝ عَذَرًا ۝ فَذَرَا ۝
إِنَّمَا تُعْدُونَ لَوْاقيْعًا ۝ فَإِذَا النَّجُومُ طَوَسَتْ ۝ وَإِذَا الشَّمَاءُ
فِرَحَتْ ۝ وَإِذَا الْجَبَالُ تُسْفَتْ ۝ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقْتَتْ ۝ لَا يَتَّيَمِّمُ
أُعْلَمَتْ ۝ لِيَوْمِ الْفَضْلِ ۝ وَمَا أَذْرَكَ مَا يَوْمُ الْفَضْلِ ۝
وَيَلٌ يَوْمَئِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ الَّذِينَ نَهَلُوكَ الْأَوْلَيْنَ ۝ ثُمَّ نُتَبَعِّهُمُ
الْآخِرِينَ ۝ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝ وَيَلٌ يَوْمَئِيدٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي
قَرَارِمِكِينٍ ۝ إِلَى قَدِيرٍ مَعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا ۝ فَنَعِيمَ الْقَدِيرُونَ ۝
وَيَلٌ يَوْمَئِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَائِيًّا ۝
أَخِيَاءً وَأَمْوَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَيْخِيَّتٍ وَأَسْقِينَاكُمْ مَاءً
فَرَاتًا ۝ وَيَلٌ يَوْمَئِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ إِنْطَلَقُوا إِلَى مَا كَنْتُمْ
بِهِ تَكَذِّبُونَ ۝ إِنْطَلَقُوا إِلَى ظَلٍّ ذِي ثَلَاثَ شَعَبٍ ۝ لَا ظَلِيلٌ
وَلَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ ۝ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّهِ كَالْقُصْرِ ۝

كَانَهُ جَلَّتْ صُفْرَةٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۝ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ قِعْدَةٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ هَذَا يَوْمٌ الْفَضْلٌ ۝ جَمِيعُكُمْ وَالْأَقْلَى ۝ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فِيْكِيدُونَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ إِنَّ الْمُتَقْبِينَ فِيْظِلْلٌ وَعِيُونٌ ۝ وَفَوَّا كَمَّا يَشَاءُونَ ۝ كُلُوا وَاشْرُبُوا هَذِئِنَّا بِسَاكِنَتِمْ تَعْلَمُونَ ۝ إِنَّا كَذَلِكَ تَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ كُلُوا وَتَمْشِعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ فَيَأْتِيَنَّ حَدِيثُكُمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আজ্ঞাহৃত নামে শুক্র

- (১) কল্যাণের জন্য প্রেরিত বাস্তুর শপথ, (২) সঙ্গেরে প্রবাহিত অভিকার শপথ,
- (৩) যেব বিজ্ঞতকারী বাস্তুর শপথ, (৪) মেষপুঁজি বিতরণকারী বাস্তুর শপথ এবং (৫)
- ওই নিম্নে অবস্থানকারী ক্ষেত্ৰেত্তাগ্নের শপথ—(৬) উহৱ-আগতিৰ অবকাশ না রাখার
- জন্য আখ্যা সতর্ক কৰার জন্য (৭) নিষ্ঠচৰাই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তুবাস্তুত হৰে।
- (৮) অতঃপৰ বৰ্ধন বক্ষসমূহ নির্বাপিত হৰে, (৯) বৰ্ধন আকাশ ছিদ্ৰযুক্ত হৰে, (১০)
- বৰ্ধন পৰ্বতমালাকে উঠিয়ে দেওয়া হৰে এবং (১১) বৰ্ধন রসূলগ্নের একজিত হওয়ার
- সময় নিৰূপিত হৰে, (১২) এসব বিদ্যৱ কেৱল দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হৰেছে? (১৩)
- বিচার দিবসের জন্য (১৪) আপনি জানেন বিচার দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যারোপ-
- কারীদের দুর্ভোগ হৰে। (১৬) আমি কি পূৰ্ববৰ্তীদেৱকে ধৰ্ম কৰিনি? (১৭) অতঃপৰ
- তাদেৱ পশ্চাতে প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰিবৰ্তীদেৱকে। (১৮) অপৰাধীদেৱ সাথে আমি এৱেপই
- কৰে থাকি। (১৯) সেদিন মিথ্যারোপকাৰীদেৱ দুর্ভোগ হৰে। (২০) আমি কি তোমা-
- দেৱকে তুলু পানি থেকে সৃষ্টি কৰিনি? (২১) অতঃপৰ আমি তা রেখেছি এক সংৱজিত
- আধাৰে, (২২) এক বিদিষ্টকাল পৰ্যট, (২৩) অতঃপৰ আমি পৱিষ্ঠিত আকাৰে সৃষ্টি
- কৰেছি, আমি কত সকল ছৱটা? (২৪) সেদিন মিথ্যারোপকাৰীদেৱ দুর্ভোগ হৰে।

- (୨୫) ଆମି କି ପୃଥିବୀକେ ସ୍ତରିତ କରିବି ଧାରଣକାରିଗୀରାପେ, (୨୬) ଜୀବିତ ଓ ମୃତ୍ୟୁରକେ ?
 (୨୭) ଆମି ତାତେ ହ୍ରାଗନ କରାଇ ଅର୍ଜୁନ ସୁଉଚ୍ଛ ପର୍ଵତଯାତ୍ରା ଏବଂ ପାନ କରିଯେଇ ତୋମାଦେରକେ କୃତା ବିବାହପକାରୀ ଶୁଗେର ପାନି । (୨୮) ସେଦିନ ଯିଥ୍ୟାରୋଗକାରୀଦେର ଦୂର୍ଭୋଗ ହବେ ।
 (୨୯) ତାମ ତୋମରା ତାରାଇ ଦିକେ, ଯାକେ ତୋମରା ଯିଥା ବଜାତେ । (୩୦) ତାମ ତୋମରା ତିବି କୁଣ୍ଡଳୀବିନିଶ୍ଚାନ୍ତ ଛାଇର ଦିକେ, (୩୧) ସେ ଛାଇ ସୁନିଖିତ ନର ଏବଂ ଅନ୍ତର ଉତ୍ତାପ ଥେବେ କରିବା କରେ ନା । (୩୨) ଏଠା ଅଟ୍ଟାଲିକା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହି କ୍ଷକୁଲିଂଗ ନିକ୍ଷେପ କରାବେ (୩୩) ବେଳ ମେ ପୀତବର୍ଷ ଉତ୍ସୁକ୍ରେଣୀ । (୩୪) ସେଦିନ ଯିଥ୍ୟାରୋଗକାରୀଦେର ଦୂର୍ଭୋଗ ହବେ । (୩୫) ଏଠା ଏଥନ ମିନ, ସେଦିନ କେଟେ କଥା ବଜାବେ ନା (୩୬) ଏବଂ କାଟୁକେ ତତ୍ତ୍ଵା କରାର ଅନୁଯାତ ଦେଖିବା ହବେ ନା । (୩୭) ସେଦିନ ଯିଥ୍ୟାରୋଗକାରୀଦେର ଦୂର୍ଭୋଗ ହବେ । (୩୮) ଏଠା ବିଚାର ଦିବସ, ଆମି ତୋମାଦେରକେ ଏବଂ ତୋମାଦେର ପୂର୍ବବତ୍ତୀଦେରକେ ଏକବି କରେଇ । (୩୯) ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୋମାଦେର କୋନ ଅପକୌଣସ ଥାକିଲେ ତା ପରୋପ କର ଆମାର କାହେ । (୪୦) ସେଦିନ ଯିଥ୍ୟାରୋଗକାରୀଦେର ଦୂର୍ଭୋଗ ହବେ । (୪୧) ବିଶ୍ଵତ ଆଜ୍ଞାହୁ ତୌରେ ଥାକିବେ ଛାଇର ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଦସମ୍ବୁଦ୍ଧ—(୪୨) ଏବଂ ତାଦେର ବାହୁଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟେ । (୪୩) ବଜା ହବେ । ତୋମରା ଯା କରାତେ ତାର ବିନିଯାହେ କୃତିତର ସାଥେ ପାନାହାର କର । (୪୪) ଏତାବେଇ ଆମି ସଂକରମୌଳଦେରକେ ପୁରୁଷ୍କର କରେ ଥାକି । (୪୫) ସେଦିନ ଯିଥ୍ୟାରୋଗକାରୀଦେର ଦୂର୍ଭୋଗ ହବେ । (୪୬) କାକିରମଥ, ତୋମରା କିଛିଦିନ ଥେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୋଗ କରଇ ନାହିଁ । ତୋମରା ତୋ ଅପରାଧୀ । (୪୭) ସେଦିନ ଯିଥ୍ୟାରୋଗକାରୀଦେର ଦୂର୍ଭୋଗ ହବେ । (୪୮) ସବୁ ତାଦେରକେ ବଜା ହର, ନତ ହତ, ତଥବ ତାରୀ ନତ ହର ନା । (୪୯) ସେଦିନ ଯିଥ୍ୟାରୋଗକାରୀଦେର ଦୂର୍ଭୋଗ ହବେ । (୫୦) ଏଥନ କୋନ୍ କଥାର ତାରା ଏରପର ବିବାସ ହ୍ରାଗନ କରାବେ ?

ତକ୍ଷସୌରେ ସାର-ସଂକ୍ଷେପ

କଳ୍ପାଣେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ବାସୁର ଶପଥ, ଯଜୋରେ ପ୍ରବାହିତ ଆଟିକାର ଶପଥ, (ଯାତେ ବିପଦା-ଶକ୍ତିକା ଥାକେ) ଯେଥ ବିନ୍ଦୁତକାରୀ ବାୟୁର ଶପଥ (ଯାର ପରେ ରହିତ ଆରାତ ହୁଏ) ଯେଥିପୁଣ୍ୟକେ ବିଜିତକାରୀ ବାସୁର ଶପଥ (ରହିତର ପର ଏରାପ ହେବ ଥାକେ) ଏବଂ ଦେଇ ବାୟୁର ଶପଥ ଯେ, (ଅନ୍ତରେ) ଆଜ୍ଞାହୁ ଶମରପ ଅର୍ଥାତ୍ (ତତ୍ତ୍ଵା ଅଥବା ସତ୍ତକବାଣୀ) ଆଗମ୍ବିତ କରେ । (ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରୋକ୍ତ ବାୟୁସମୁହ ଆଜ୍ଞାହୁ ଅପାର କୁଦରତ ଭାଗନ କରାରେ ଆଜ୍ଞାହୁ ଦିକେ ମନୋହୋଗୀ ହେଉଥାର କାରଣ ହେବେ ଥାକେ । ଏହି ମନୋହୋଗ ବିବିଧ ହେବେ ଥାକେ—(୧) ଏ ସବ ବାସୁ ଭୌତିକ୍ରମ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ଵ ସହକାରେ ଏବଂ (୨) ତତ୍ତ୍ଵା ଓସରଖାହୀ ସହକାରେ । ଏଠା ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଆଶା ଉତ୍ସବ ଅବହାତେ ହାତେ ପାରେ । ବାସୁ କଳ୍ପାଣେରାହୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞାହୁ ନିର୍ମାଣ ଶମରପ କରେ ତୋର କୁତୁତା ପ୍ରକାଶ କରା ହୁଏ ଏବଂ ନିଜ ଭୂତିର ଜନ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ହେବେ । ପକ୍ଷାକ୍ଷରେ ବାସୁ ଭୟାବହ ହେଲେ ଆଜ୍ଞାହୁ ଆୟାବକେ ତତ୍ତ୍ଵ କରେ ପୋନାହେର ଜନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵା କରା ହେବ । ଅତଃପର ଶପଥେର ଅବସାବ ବାଣିତ ହେଯେହେ) ତୋମାଦେରକେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଓରାଦା ଅବଶ୍ୟା ବାନ୍ଧବାନ୍ଧିତ ହବେ । (ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ବାଯାତ ସଂଘାତିତ ହବେ । ଏଥବ ଶପଥ କିମ୍ବାଯାତରେ ଖୁବି ଉପମୁକ୍ତ । କେନନା, ପ୍ରଥମବାର ଶିଙ୍ଗାମ କୁର୍କ ଦେଖିଯାଇ ନାହିଁ ବିବାହକାରୀ କୁର୍କ ଦେଖିଯାଇ ପରବତୀ ସଟନାବଜୀବନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେଶର ପୁରୁଷଜୀବିତ ହେଉଳା ଇତ୍ୟାଦି କଳ୍ପାଣେରାହୀ ବାସୁର

সাথে সামঞ্জস্যশীল, যশোরা হাল্টিট এবং হাল্টি ঘারা উত্তিদের মধ্যে জীবন সঞ্চালিত হয়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা সম্পর্কে বলা হয়েছে :) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নিষ্পত্তি হয়ে থাবে, যখন আকাশ বিদীর্ঘ হবে, যখন পর্বতমালা উড়তে থাকবে এবং যখন রসূলগণকে নিদিষ্ট সময়ে একত্র করা হবে, (তখন সবার বিচার হবে। অতঃপর সেই দিবসের ডৱাৰবত্তা উভেষ করা হয়েছে যে, কিছু জানা আছে কি) পরগন্ধরগণের ব্যাপার কোন্ম দিবসের জন্য সুগিত রাখা হয়েছে। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, কাফিৰুরা সবসময়ই রসূলগণকে মিথ্যারোপ করছে। এখনও তারা রসূলজাহ (সা)-কে মিথ্যারোপ করছে। তাদেরকে এ বিষয়ে পরবর্তীদের জন্য প্রদর্শন করা হচ্ছে তারা পরবর্তীদেরকেও অঙ্গীকার করে। এই মিথ্যারোপের ব্যাপারটি অনতিবিলম্বেই তুকিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কাবুল, একে সুগিত রাখার ফলে কাফিৰুরা আরও অঙ্গীকার ও মিথ্যারোপের সুযোগ পায়। মুসলিমান-রাও এবাপোরটি দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার বাসনা পোষণ করে। সুতরাং আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে আজাহ তা'আজা এন্টে সুগিত রেখেছেন কিন্তু একদিন না একদিন আবশাই এই বিচার সংঘাতিত হবে। আপনি জানেন সেই বিচারের দিবস কেমন ? (অর্থাৎ খুবই কঠিন। যারা এর বাস্তবতাকে অঙ্গীকার করে, তাদের যৌথা উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর অভিত ইতিহাসের মাধ্যমে বর্তমান মোকদ্দেরকে সতর্ক করা হয়েছে)। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে (আয়াব ঘারা) খৎস করিনি ? অতঃপর তাদের পশ্চাতে পরবর্তীদেরকেও (আয়াবে) একত্র করব। (অর্থাৎ আগন্তুর উক্ত্যতের কাফিৰদের উপরও খৎসের শাস্তি নাইল করব। বদর, ওহদ ইত্যাদি যুক্ত তাই হয়েছে। অপরাধীদের সাথে আমি একপথ করে থাকি। অর্থাৎ কুফরের শাস্তি দেই—উত্তর জাহানে কিংবা পরকালে। যারা কুফরের কারণে আয়াবের যোগ্য হওয়াকে মিথ্যা মনে করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপ-কারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা ও যৃতদের পুনরুজ্জীবনকে আরও ক্রটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (অর্থাৎ বৌর্য) থেকে স্বচ্ছ করিনি ? (অর্থাৎ প্রথমে তোমার বৌর্য ছিলে)। অতঃপর আমি তা এক নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখেছি সংরক্ষিত আধারে (অর্থাৎ নারীর গর্ভাশয়ে)। অতঃপর আমি (এ সব কাজের) এক পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। আমি কত উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী ! (এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আজাহ যৃতদেরকে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম। সুতরাং যারা এই সত্যকে অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতাকে মিথ্যারোপ করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আনুপত্য ও ঈয়ানে উৎসাহিত করার জন্য কক্ষক নিরামত বর্ণনা করা হয়েছে) আমি কি ভূমিকে জীবিত ও যৃতদেরকে ধারণকারী-রাপে স্বচ্ছ করিনি ? (জীবন এর উপরই অতিৰিক্ত হয়। যতুর পর দাক্ষন, নিয়জিত ও প্রজ্ঞিত হওয়ার পথে অবশেষে মানুষ মাটির সাথেই যিশে যাব। যতুর পরও তুমি নিয়ামিত। কেননা, যতুর মাটি না হয়ে গেলে জীবিতদের জীবন দুবিষ্঵াহ হয়ে যেত, তাহা পৃথিবীতে বসবাস এমনকি, চোকেরা করার জায়গা পেত না)। আমি তাতে (অর্থাৎ তুমিদে) স্থাপন করেছি সুজ্ঞত পর্বতমালা (যশোরা অনেক উকপার সাধিত হয়)। এবং

তোমাদেরকে মিঠা পানি পান করিয়েছি। (একে স্তুতি নিয়ামতও বলা যাব এবং স্তুতি সম্পর্কিত নিয়ামতও বলা যাব। কেননা, পানির ক্ষেত্রে জুমিই। এসব নিয়ামত তওহী-দকে জুরুরী করে। সুতরাং যারা এই সত্ত্ব বিশ্বকে অর্থাৎ তওহীদ জুরুরী হওয়াকে যথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন যিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের ক্ষতক শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে;) তোমরা সেই আগামের দিকে চল, যাকে তোমরা যিথ্যা বলতে। (এর এক শাস্তি এই নির্দেশের মধ্যে আছে—) চল, তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে—যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং উত্তাপ থেকে রক্তাও করে না। [এখানে জাহাজায় থেকে নির্ভৰ্ত একটি ধূত্রকুণ্ডলী বোঝানো হয়েছে। আধিকোর কারণে এটা উপরে উঠে বিদীর্ঘ হয়ে যাবে এবং তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে।—(তাবারী) হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কাফিররা এই ধূত্রকুণ্ডলীর নিচে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে নেক বাদাগণ আরশের ছায়া-তলে অবস্থান করবে। অতঃপর এই ধূত্রকুণ্ডলীর আরও কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।] এটা আট্রালিকা সদৃশ পীতবর্ণ উক্ত শ্রেণীর ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। [নিয়ম এই যে, অঞ্চল থেকে স্ফুলিঙ্গ উপরিত হওয়ার সময় বিরাট আকারে উপরিত হয়, এরপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে মাটিতে পতিত হয়। সুতরাং প্রথম তুলনাটি প্রথম অবস্থার দিক দিয়ে এবং দ্বিতীয় তুলনাটি শেষ অবস্থার দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে।—(রাহম মা'আনী) অতঃপর যারা এই সত্ত্ব ঘটনাকে যিথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে,] সেদিন যিথ্যা-রোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের আরও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।) এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কোন কথা বলবে না এবং কাউকেও ওষর পেশ করবার অনুমতি দেওয়া হবে না। (কারণ, বাস্তবে কোন সঙ্গত ওষর থাকবেই না। যারা এই সত্ত্ব ঘটনাকেও যিথ্যারোপ করছে, তারা বুঝে নিক যে,) সেদিন যিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর তাদেরকে বলা হবে;) এটা বিচার দিবস, (যাকে তোমরা যিথ্যা বলতে) আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে (বিচারের জন্য) একত্র করেছি। অতএব অদ্যকার ফজাফজ ও বিচার থেকে আশ্চর্যস্থান কোন অপকৌশল তোমাদের কাছে থাকলে তা আমার কাছে প্রয়োগ কর। (কাফিররা এই সত্ত্ব ঘটনাকেও যিথ্যারোপ করে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন যিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের মুক্তবিজায় মু'মিনদের পুরুক্ত হয়েছে।) আজ্ঞাহৃতীরূপগ থাকবে ছায়ায়, প্রস্রবণসমূহে এবং তাদের বাস্তিত ফজলুলসমূহে। (তাদেরকে বলা হবে;)। আগম (সং) কর্মের বিনিময়ে খুব তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। আমি সত্ত্বমুক্তদেরকে এভাবেই পুরুষ্যত করে থাকি। (কাফিররা জাহাতের নিয়ামতসমূহকেও যিথ্যা বলে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন যিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আবার কাফিরদেরকে হঁশিয়ার করা হয়েছে। কাফিররা) তোমরা (দুনিয়াতে) কিছুদিন থেকে নাও এবং ভোগ করে নাও (সত্ত্বেই দুর্ভোগ আসবে। কেননা) তোমরা নিষিদ্ধতই অপরাধী। (অপরাধীদের অবস্থা তাই হবে। যারা অপরাধের শাস্তিকে যিথ্যারোপ করে, তারা বুঝে নিক যে) সেদিন যিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কাফিররা এমন অপরাধী যে) অধন তাদেরকে বলা হয়; নত হও, (অর্থাৎ ইহান ও দাসত্ব অবলম্বন কর) তখন তারা নত হব না। (এর

ତେଣେ ବଡ଼ ଅଗ୍ରାଧ ଆବଶ୍ୟକ ହେବେ । ତାରା ଏହି ଅଗ୍ରାଧକେବେ ମିଥ୍ୟା ମନେ କରେ । ଅତିଏବ ତାରା
ବୁଝେ ନିକଟେ) ସେମିନ ବିଦ୍ୟାନୋପକାରୀମେର ମୁର୍ଦ୍ଦୋପ ହେବେ । (କୋରାଜାନେର ଏସବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୋଭା-
ଯାହାଇ ତେଣେ ଈମାନ ଆନା ଉଠିଲ ହିଲ । ଏହା ପରାମରଶ ସବୁ ନା, ତଥାମା)
ଏବଂପରି (ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନତାରୀ, ସତର୍କକାରୀ କୋରାଜାନେର ପର) ତାରା କୌଣ୍ଠ କଥାମା ବିବାହ
ହୃଦୟମାନ କରିବେ ? (ଏତେ କାହିଁରୁଦେବାକେ ଶାସନୋ ହରେହେ ଏବଂ ତାଦେର ଈମାନେର ବ୍ୟାପାରେ ରୁଷୁ-
ଆହ (ସା)-କେ ନିର୍ଯ୍ୟାମ କରା ହେବେ ।)

ଆନ୍ତରିକ ପାଇଁ ବିଷୟ

সহীহ বুধারীর রেওয়ায়েতে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ইসাউদ (আ) বলেন : আমরা মিনার এক শুভায় রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে সুরা মুরসালাত অবতীর্ণ হল। রসূলুল্লাহ (সা) সুরাটি আবৃত্তি করতেন আর আমি তা শুনে শুনে মুখ্য কল্পতাম। সুরার মিল্টতায় তাঁর মুখমণ্ডল সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর আক্রমণেদ্যত হলে রসূলুল্লাহ (সা) তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। আমরা সর্পের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কিন্তু সে পাখিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা হেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রয়েছ, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে পোছে।—(ইবনে কাসীর)

এই সুরায় আল্লাহু তা'আলা কয়েকটি বন্ধুর শপথ করে কিন্তু মতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বন্ধুগুলোর নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়েন। তাবে সেগুলোর **صَفَّاتُ مَرْسَلَاتِ الرَّبِّ** মেরুদণ্ডের মতে এই পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে:

-**ନାରକା-ତ-** -କିମ୍ବା ଏକମୋ କାହା ବିଶେଷଥ, କୋଣ ହାଦୀମେ ତା ପୁନ୍ନେ-
ପୁନ୍ନ ନିଦିଲ୍ଲଟ କରା ହୟନି । ତାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ସାହାବୀ ଓ ତାବେଶୀଗଙ୍ଗ ଥିକେ ବିଭିନ୍ନରାଗ ତତ୍କାଳୀନ
ବାଣିଜ ଆହେ ।

କାରାଓ କାରାଓ ମତେ ଏଣ୍ଟିଲୋ ସବ ଫେରେଖତୋଗପେର ବିଶେଷଥ । ସନ୍ତବତ ଫେରେଖତୋଗପେର ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଏସବ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଥିଲେ ବିଶେଷଥିଲେ ବିଶେଷିତ । କେଉ କେଉ ଏଣ୍ଟିଲୋକେ ବାୟୁର ବିଶେଷଥ ଜାହ୍ୟତ୍ୱ କରେଛେନ । କାରାଗ, ବାୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓ ଶପେର ହୟେ ଥାକେ । କଲେ ବାୟୁର ଏସବ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷ ହତେ ପାରେ । କେଉ କେଉ କ୍ରମୀ ମନ୍ଦଗରୀରଗପକେ ଏସବ ବିଶେଷଥିଲେ ବିଶେଷିତ କରେଛେନ । ଏକାରଦେଇ ଈବନେ ଜରୀର ଏ ଯାପାରେ ନିଶ୍ଚିପ ଥାକାକେ ଅଧିକତର ନିରାପଦ ଘୋଷଣା କରେ ବଲେଛେନ : ସବଇ ହତେ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଆହାର କୋନକିମ୍ବ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କରି ନା ।

এতে সম্মেহ নেই বৈ, এখানে উরিধিত পাঁচটি বিশেষণের মধ্যে কয়েকটি ফেরেশতা-গণের সাথেই অধিক ধাপ ধায় এবং তাদের জন্যই উপযুক্ত। এগুলোকে বাস্তুর বিশেষণ করা হলে টানা-ছেঁড়া ও সদর্থের আক্রম নেওয়া হাড়া গতি নেই। পক্ষাত্মে কর্তৃক বিশেষণ প্রয়োজন বৈ, এগুলো বাস্তুর সাথেই অধিক ধাপ ধায়। এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে সদর্থ করা হাড়া শুভ হয় না। তাই এ ক্ষেত্রে ইবনে কাসীরের করসালাই উত্তম

ମନେ ହସ୍ତ । ତିମି ବଲେଛେନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୋଜନ ଡିଲାଟି ଥାରୁର ବିଶେଷତ । ଏଣ୍ଟିଲୋଡେ ବାରୁର ଶଗଥ କରା ହସ୍ତେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଣ୍ଡ ଫେରେଖତାଗପେର ବିଶେଷତ । ଏଣ୍ଟିଲୋଡେ ଫେରେଖତାଗପେର ଶଗଥ କରା ହସ୍ତେ ।

বাস্তুর বিশেষণ করা হলে শেষোভ্য সুই বিশেষণে যে সদর্থ করা হয়, তা আগমি
তক্ষসীরের সার-সংকলনে দেখেছেন। কেননা, এতে এই যত অবজ্ঞন করেই তক্ষসীর করা
হয়েছে। এমনিজাবে এঙ্গলোকে কেরেশতাগপের বিশেষণ করা হলে প্রথমোভ তিনটি বিশেষণ
না শৃঙ্খলা - কে কেরেশতাগপের সাথে থাপ ধাওয়ারা জনা
এমনি ধরনের সদর্থের আভ্যন্তর নিতে হয়েছে। ইবনে কাসীরের যতানুযায়ী আয়াতসমূহের
অর্থ এই: প্রেরিত বাস্তুসমূহের কসম। **عَرْفًا** - এর অর্থ কলাপের জন্য। বলা বাহ্যিক,
হৃষিট নিয়ে আগমনকার্যী বাস্তু কলাপের জন্যাই হয়ে থাকে। **صَرْفًا** - এর অপর অর্থ একের
পর একও হয়ে থাকে। অর্থাৎ সব বাস্তু মেষ ও হৃষিট নিয়ে একের পর এক অব্যাহতভাবে
প্রবাহিত হয়। **سَمَاتِ صَفَقَ** - সমাতি প্রবাহিত হতে। অর্থ সজোরে বাস্তু প্রবাহিত
হওয়া। উদ্দেশ্য ঝাঁঠিকা ও ঝাঁঝুরাবাস্তু, যা মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়। **نَافِرَات** - কলে
এমন বাস্তু বোঝানো হয়েছে যা হৃষিটের পর মেঘমালাকে বিছিন্ন করে দেয়। **فَارِقات**
— এটা কেরেশতাগপের বিশেষণ। অর্থাৎ রাস্তা ও হৌই নামিল করে সত্তা ও যিথার পার্থক্য
সূচিতে ভোগে। **مُلْقَبَاتُ الْذِكْر** - এটাও কেরেশতাগপের বিশেষণ। **ذِكْر** - এর অর্থ
কোরআন অখ্বা ওহী। উদ্দেশ্য এই যে, সে সব কেরেশতার সপথ যারা ওহীর যাধ্যতে সত্তা ও
যিথার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে এবং সে সব কেরেশতার শপথ, যারা পক্ষগুরুগণের নিকট
ওহী ও কোরআন নামিল করে। এভাবে কোন বিশেষণে সদর্থ ও টানা-হেঁচড়ার প্রয়োজন
হয় না।

এখন প্রথম দেখা দেয় যে, এই তকসীরের ভিত্তিতে প্রথমে বায়ুর ও পরে ফেরেশতা-গদের শপথ করা হয়েছে। এতদৃষ্টিনির্মল কি? জওহার এই যে, আলাহুর কাজামের রহস্য কেউ পুর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম নয়। তথাপি এরাপ যিন আবশ্যে পারে যে, বায়ুর দুই প্রকার উচ্চেশ্বর করা হয়েছে—এক. হলিটিবাহী ও কল্যাণকর এবং অপরটি ঘটিকা ও অকল্যাপ-কর। এগুলো ইতিয়ত্বাত্মক বিষয়। প্রত্যেকেই এগুলোকে বুঝে ও ঠিনে। প্রথমে চিন্তা-ভাবনার জন্য এগুলোকে মানুষের সামনে আনা হয়েছে। এরপর ফেরেশতা ও ওহী উপরিভূত করা হয়েছে, যা ইতিয়ত্বাত্মক নয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে এগুলোর বিশ্বাস জাড় করা যায়।

বাহু, কেরেশতা অথবা উভয়ের শস্থ করে আরাহ বলেছেন : ۱۷۰۵

لَوَّا قِعْ অর্থাৎ তোমদেরকে পরগঞ্জগণের মাধ্যমে কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতি-

দান ও শান্তির যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তের ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিষীন হয়ে যাবে, সব নিচিহ্ন হয়ে যাবে অথবা জ্যোতিষীন অবস্থার বিদ্যমান থাকবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব গভীর অঙ্ককানে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। বিতোয় অবস্থা এই যে, আকাশ বিনীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুষারের ন্যায় উভয়ে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এই :

أَقْتَتْ وَأَذْلَرُّ أَقْتَتْ খন্দট তু ফুট থেকে উত্তুত। এর আসল

অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আজ্ঞামা যমর্থশরী বলেন : এর অর্থ কোন সময় নির্দিষ্ট সময়ে পৌছাও হবে আকে। এখানে এই অর্থই উপস্থুত। আজ্ঞাতের অর্থ এই যে, পরগঞ্জগণের জন্য উত্তমতের বাপারে সাক্ষা-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নির্মাপিত হয়েছিল, তাঁরা যখন সে সময়ে পৌছে যাবেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মেরাম এসে যাবে। তাই তফসীরের সার-সংজ্ঞে এর অর্থ করা হয়েছে যখন পরগঞ্জগণকে একত্র করা হবে।

وَإِلَيْهِ مُنْذَلَ لِكَذِبِيْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন খুবই

ভয়াবহ হবে। কারণ, এটা বিচার দিবস। এতে কাফির ও মিথ্যারোগকারীদের জন্য ধৰ্মস ও বিপর্যয় ছাড়া কিছু হবে না। **لِلْ**, শব্দের অর্থ ধৰ্মস, দুর্ভাগ। হাদীসে আছে **لِلْ**, জাহাজামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহাজামীদের ক্ষতিহ্রাসের পুঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোগকারীদের বাসস্থান। অতঃপর বর্তমান লোকদেরকে অতীত

أَلَمْ نُهِلِّكِ أَلَا وَلِيْنَ অর্থাৎ

আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে তাদের কুকরের কানাখে ধৰ্মস করিনি? এখানে আদ, সামুদ, কওমে লুত, কওমে কিরাইন ইত্যাদির দিকে ইস্তিত করা হয়েছে। **ثُمَّ تَقْبِعُهُمْ أَلَا خَرِيْنَ**

এক কিরাজ্বত অনুযায়ী অর্থ এই যে, আমি কি পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদেরকেও তাদের পশ্চাতে ধৰ্মস করিনি? এমতাবস্থায় পরবর্তী মানে পূর্ববর্তীদেরই পরবর্তী লোকেরা, যারা কোরআন অবতরণের পূর্বেই ধৰ্মস্থাপিত হয়েছে। অপর কিরাজ্বত অনুযায়ী এটা আমাদা থাক্কা এবং পরবর্তী মানে উল্লিঙ্কৃত মুহাজ্মদীর কাফির। উদ্দেশ্য, পরবর্তী লোকদের ধৰ্মসের ধ্বনি দিয়ে বর্তমান কাফিরদেরকে ভবিষ্যাত আয়াবের ধ্বনি দেওয়া। এই আয়াব বদর, ওহুদ প্রভৃতি মুছে তাদের উপর পতিত হয়েছে।

ପାର୍ବତୀ ଏହିଯେ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତିଦେଶର ଉପର ଆସିଥାନ୍ତି ଆଶାବ ମାଧ୍ୟମ ହତ, ଶାତେ ସମ୍ପଦ ଜନଗନ୍ତ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରିପତ ହତ ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ କାକିରୁଦେଶର ଉପର ରୁଷଲୁହାହ୍ (ସା)–ର ସଂମାନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଶାବ ଆସେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନଦେଶର ତରବାହିର ମାଧ୍ୟମେ ତାଦେଶର ଆଶାବ ଆସେ । ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ୟକୁ ହସ୍ତ ହସ୍ତ ନା—କେବଳ ପ୍ରଧାନ ଅପରାଧୀରାଇ ନିହତ ହସ୍ତ ।

—**أَلَمْ نَجْعَلْ لِلْأُرْضَ كَفَّاً** تَأْخِهَ وَأَصْوَاتَأْنَا

জীবিত ও যুত মানুষদের জন্য ক্ষেত্র ক্ষেত্র শব্দটি ক্ষেত্র থেকে উত্তৃত এবং অর্থ মিলানো। ক্ষেত্র সেই বস্তু, যে অনেক কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ভূমি ও জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল যুতকে তার পেছে ধারণ করে।

— قصر — اَنْهَا تَرْمِي بَشَرَّاً كَا لَقْصَرِيَّةً جَمَائِتُ مُغْرِبٍ — اے جے آرڈنیٹیکا !

ପ୍ରତିକାଳୀନ ଉଚ୍ଚକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହା ହସ୍ତ ଏବଂ ଫର୍ମ ଶକ୍ତି ଫର୍ମ ।—ଏହା ବହବଚନ ଅର୍ଥ ପୌତର୍ବର୍ଷ । ଆମାତେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ଆହାରାମେର ଅପି ବିଶ୍ଵାକାମ କ୍ଷଫୁଲିଙ୍ଗ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ଯା ବିରାଟ ଅଣ୍ଟାଲିକାର ନ୍ୟାର ଅନେ ହବେ । ଅତଃପର ତା ବିଚିତ୍ର ହରେ ଛେଟି ଛୋଟ ଅଣ୍ଡ ବିଭଜନ ହବେ ଏବଂ ଖତାମୋ ପୌତର୍ବର୍ଷ ଉତ୍ସୁ ଶ୍ରେଣୀର ସମାନ ମନେ ହବେ । କେତେ କେତେ ଏଥାନେ ଫର୍ମ ।—ଏହା ଅନୁବାଦ କରିବାରେ କୁକୁରବର୍ଗ । କେନାନା, ପୌତର୍ବର୍ଷ ଉଟ କୁକୁରାଙ୍କ ହରେ ଥାକେ—(ରାମ ମା'ଆନୀ)

—هذا يوم لا ينطقون ولا يُرذل لهم فِي عِنْدِ رُونَ —**آیہ ۱۶** سعدیں کے لئے

কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওয়ার পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। অন্যান্য আঘাতে কাস্টিলদের কথা বলা এবং ওয়ার পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থ নহ। কেননা, হাশেরের ময়দানে বিভিন্ন ছান আসবে। কোম ছানে ওয়ার পেশ করা নিষিক্ষ থাকবে এবং কোম ছানে অনুমতি দেওয়া হবে—(রাখল মা'জানী)

—**كُلُوا وَتَمْتَعُوا قَلِيلًا أَنْكُمْ مُجْرِمُونَ**—**অর্থাৎ কিছুদিন খেস-দেস**

ନାଓ ଏବଂ ଆରାମ କରେ ନାଓ । ତୋମରୀ ତୋ ଅପରୀଧି , ଅବଶେଷ କଠୋର ଆଯାବ ଡେଗ
କରିଲେ ହେଁ । ପରଗରପଥେ ମାଧ୍ୟମେ ଏକଥା ଦୁନିଆତେ ଯିଥ୍ୟାରୋପକାରୀଦେଇରୁକେ ବଳା ହେଁଛେ ।
ଉଦେଶ୍ୟ ଏହି ସେ , କମର୍ଜ୍ୟାରୀ ଆରାମ-ଆରୋଶେର ପର ତୋମାଦେଇ କପାଳେ ଆଯାବାଇ ଆଯାବ ରଖେଛେ ।
—(ଆବ ହାଇରାନ)

—وَإِذَا قُتِلَ لَهُمْ أَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ—এখানে অধিকাংশ লক্ষণগুলিমের অঙ্গ

କୁରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ନତ ହେଉଥାବାକାନୋ ହଜେହେ । ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଏହି ସେ, ମୁନିରାତେ ଯଥିନ ତାଦେଶରକେ ଆଶାହର ବିଧାନ ବିଜୀ ଯେମେ ଚଢାତେ ବଳା ହଣ୍ଡ, ତଥାନ ଭାବା ଯେମେ ଚଢାଇ ନା । କେବେ

কেউ কর্কুর পারিভাষিক অর্থও নিমজ্জনে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, শখন তাদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা নামায গঢ়ত না। কাজেই আয়াতে কর্কুর মদে পুরো নামায বোঝানো হয়েছে।—(যাইল মা'আমী)

فَإِنْ كَانَتْ رَغْبَةً لِّلَّهِ فَلَا يُرْكِزُ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ

অপূর্ব, অজংকারপূর্ব, তত্পূর্ব ও সুল্লাচ্ছ গ্রামাদিয়ভিত্তি কিভাবে বিশ্বাস হাপন করল না, তখন ওপর আর কোনু কথার বিশ্বাস হাপন করবে? এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈশ্বানের ক্ষাপারে নৈকাশা ব্যক্ত করা। হাস্তীনে আছে শখন এই সুরা তিঙাওয়াত কারী এই আয়াত পাঠ করে তখন তার **ঐ পুঁটি** বলা উচিত। অর্থাৎ আমরা আজ্ঞাহীন হতি বিশ্বাস হাপন করলাম। নামাযের বাইরেও নকল নামাযের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। ফরম ও সুরত নামাযে এ থেকে বিরুদ্ধ ধারণা হাস্তীস ধারা প্রযোগিত আছে।

صوڑا النبی
سُلْطَانِیہ

مکالمہ جدیدیں : ۸۰ آگسٹ، ۲۰۱۴ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَصِيمِ الَّذِي لَمْ يَرِدْ مُخْتَلِفُونَ فَلَمْ
يَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ الْمُرْجَعِ الْأَرْضَ مُحَمَّداً وَالْمِسْبَالَ أَوْتَادَاهُ
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَائِاً وَجَعَلْنَا الشَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا
النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَيْنَا قَوْمًا سَبَعَادِيْشَادَا دَا وَجَعَلْنَا لِيَرَاجًا وَهَلْجَا دَا وَانْزَلْنَا
مِنَ الْمُعْوَرِتِ مَا وَرَجَاجَا لِنُخُرُجَرَبَهُ حَيَا وَبَيْنَالَ وَجَبَتِ الْفَافَا دَا إِنْ يَوْمَ
الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتَا دَا يَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ قَاتُونَ أَفْوَاجَا دَا وَفَتَحَتِ الشَّمَاءَ دَا
فَكَانَتْ أَبْوَابَا دَا وَسِيرَتِ الْجَبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا دَا إِنْ جَوْهُمْ كَانَتْ مِرْصَادَا دَا
لِلْقَاطِعِينَ مَابَا دَا لِيَشِينَ فِيهَا الْحَقَابَا دَا لَدِيْنَهُ قُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَدَ شَرَابَا دَا
الْأَحْمَيَا وَعَسَاقَا دَا جَزَاءً وَفَاقَا دَا إِنْهُمْ كَانُوا الْأَيْرُجُونَ حِسَابَا دَا وَكَذِبُوا
يَا يَتَسَاءَلُونَ دَا وَكُلَّ شَيْ وَأَحْصَيْنَهُ كِتَابَا دَا فَذُقُوا فَلَكَ تِيزِيدَ كَمْ الْأَعْنَابَا دَا
إِنَّ الْمُتَقْبِينَ مَفَازُهُ حَدَابِقَ وَأَغْنَابَا دَا وَكَوَاعِبَ أَثْرَابَا دَا وَكَاسَادَهَا قَابَا دَا
لَا يَمْعِنُ فِيهَا الْغَوَّا وَلَا كَنْبَا دَا بَجزَاءٍ قَنْتَهُ عَطَاءٌ حِسَابَا دَا قَنْ السَّمُوتِ الْأَرْضِ فَمَا
يَتَسَاءَلُهُمُ الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خَطَابَهُ يَوْمَ يَرْقُومُ الرُّوحُ الْمُلْكَهُ صَفَاهُ لَا يَتَكَلَّمُونَ
إِلَّا مَنْ لِذِنِ اللَّٰهِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ حَوَابَا دَا ذِلْكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذَ إِلَيْرَتِهِ

مَبِأْتُ اِنَّا لَنَا مِنْ عَذَابٍ فَيُبَشِّرُ الْمُرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَقُولُ الْكُفَّارُ

لَيَئِنْتَنِي كُنْتُ تُرْبَىً

পরম কর্তৃপাত্রের ও অসীম দয়ালু আত্মার নামে পুরু

(১) তারা পরম্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ? (২) মহাসংবাদ সম্পর্কে, (৩) যে সম্পর্কে তারা অতানেক্য করে। (৪) না, সফরই তারা আনতে পারবে, (৫) অতৎপর না, সফর তারা আনতে পারবে। (৬) আমি কি করিনি দৃশ্যকে বিছানা (৭) এবং পর্বতমালাকে পেরেক ? (৮) আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সুলিট করেছি, (৯) তোমাদের নিষ্ঠাকে করেছি জাতিদুরকারী, (১০) ঝাঁকিকে করেছি আবরণ, (১১) দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, (১২) মৰ্মাণ করেছি তোমাদের আধাৰ উপর মজবুত সম্মত আকাশ, (১৩) এবং একটি উচ্চল প্রদীপ সুলিট করেছি। (১৪) আমি জলধর মেঘমালা থেকে তচুর হলিটপাত করি, (১৫) যাতে তচুরা উৎসৱ করি শস্য, উভিদ (১৬) ও পাতাজন উদ্যান। (১৭) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) বেদিন লিংগার ঝুঁক দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমীগত হবে, (১৯) আকাশ বিদীর্প হয়ে তাতে বছ দৱজা সুলিট হবে (২০) এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মৰীচিকা হয়ে থাবে। (২১) নিশ্চয় জাহাজাম প্রতীক্ষায় থাকবে, (২২) সৌমালংঘনকারীদের আগ্রহসন্ত্রয়ে। (২৩) তারা তথাক্ষণ প্রতাঙ্গীর পর প্রতাঙ্গী আবস্থান করবে। (২৪) তথাক্ষণ তারা কোন শীতল অন্ত এবং পানীয় আবাদন করবে না, (২৫) কিন্তু ফুটক পানি ও পুঁজ পাবে। (২৬) পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হিসেবে। (২৭) নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না। (২৮) এবং আমার আরোত্সমূহতে পুরোগুরি মিখারোপ করত। (২৯) আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। (৩০) অতএব তোমরা আবাদন কর, আমি কেবল তোমাদের পাইছিই রাখি করব। (৩১) পরহেষপারদের জন্য রয়েছে সাফল্য। (৩২) উদ্যান, আচুর (৩৩) সববয়স্তা, পুরুষৌরন্য তরুণী (৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত। (৩৫) তারা তথাক্ষণ আসার ও যিখ্যা বাক কুনবে না। (৩৬) এষ্টা আপনার পালনকর্তার তরঙ্গ থেকে স্বৈরিতিত দান, (৩৭) যিনি নক্ষামগুল, কৃষ্ণগুল ও এতদৃঢ়য়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তার সাথে কথার অধিকারী হবে না। (৩৮) বেদিন রাত্ৰি ও ক্রিয়েশ্বত্তপথ সারিবজ্র-তাবে সাঁড়াবে। দয়াময় আত্মাহৃতাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যক্তিত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। (৩৯) এই দিবস সত্য। অতৎপর আর ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে আসম শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করামায়, বেদিন আনুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামন প্রেরণ করেছে এবং কাফির বলবে : হার, আফসোস—আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম !

অক্ষয়ীরের সার-সংকেত

তারা (কিম্বামত অঙ্গীকারকারীরা) কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ? তারা সেই

মহা ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে, যে বিষয়ে তারা (সত্যপর্দাদের সাথে) মতবিরোধ করে। (অর্থাৎ কিছামত সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করার অর্থ অঙ্গীকারের ছাবে জিজ্ঞাসা করা। এই প্রথ ও জড়যাবের উদ্দেশ্য বিশ্বাসির দিকে মনোহোগ আকৃষ্ণ করা এবং শুরুত প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অস্পষ্ট রেখে পরে তফসীর করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তাদের এই মতবিরোধ ভাস্ত। তারা যে মনে করে—কিছামত আসবে না) কখনও এরাপ নয় (বরং কিছামত আসবে এবং) তারা সফরই জানতে পারবে। (অর্থাৎ সুনিশ্চ থেকে বিদার নেওয়ার পর যখন তারা আয়াবে পতিত হবে, তখন প্রকৃত সত্য এবং কিসামতের সত্যতা তাদের কাছে উন্মাদিত হয়ে যাবে। আবি পুনর্শ বরেছি তারা যে মনে করে—কিছামত আসবে না) কখনও এরাপ নয় (বরং আসবে এবং) সফরই তারা জানতে পারবে। (কাফিররা যেহেতু কিছামতকে অস্তুব মনে করে, তাই অতঃপর তার সজ্ঞাবাত্তা ও বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, একে অস্তুব মনে করলে আমার কুদরত ও শক্তি-সামর্থ্যের অঙ্গীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে। আমার কুদরতকে অঙ্গীকার করা বিশ্বাসকর বটে। কেননা) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে (ভূমির) পেরেক ? (অর্থাৎ পেরেকের মত করেছি। কোন কিছুতে পেরেক যেরে দিলে যেমন তা হ্যানচুত হয় না, তেমনি ভূমিকে পর্বতমালার মাধ্যমে হিতিশীল করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমি কুদরতের আরও নিদর্শন প্রকাশ করেছি। সেমতে) আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (অর্থাৎ নয় ও মারী) স্থাপিত করেছি। তোমাদের নিম্নাকে করেছি বিশ্রামের বন্ত। আমিই রাস্তিকে আবরণ করেছি। আমিই দিবসকে জীবিকার সময় করেছি। আমিই তোমাদের উর্ধ্বে মজবুত স্পন্দ আকাশ নির্মাণ করেছি। আবিই (আকাশে) এক উজ্জ্বল প্রদীপ স্থাপিত করেছি (অর্থাৎ সূর্য)। অন্য আয়াতের আছে **وَجْعَلَ النَّمْسَ سِرَاجًا** (আবিই জলধর মুহাম্মদ থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করি, যাতে তম্বারা শস্য, উজ্জিদ, পাতাঘন উদ্যান উৎপন্ন করি। (এগুলো থেকে আমার অপার শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশ পায়। অতএব, কিছামতের ব্যাপারে আমার শক্তিকে কেন অঙ্গীকার করা হয় ? অতঃপর কিছামতের বাস্তবতা বাধিত হচ্ছে;) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত আছে। (অর্থাৎ) যখন লিংগায় ঝুঁক দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে (অর্থাৎ প্রত্যেক উচ্চতের পৃথক পৃথক দল হবে। এরপর মু'মিন, কাফির, সহ কর্মপরায়ণ, অসহ কর্মপরায়ণ সবাই পৃথক পৃথক দলে কিছামতের মহাদানে উপস্থিত হবে)। আকাশ বিদৌল হয়ে তাতে অনেক দরজা হয়ে আবে (অর্থাৎ অনেক দরজা খুলে দিলে যেমন অনেক জাগুগা খুলে আয়, তেমনি আকাশের অনেক জাগুগা খুল যাবে। সুতরাং কথাটি তুলনা হিসেবে বলা হয়েছে। বন্ত দরজা তো আকাশে এখনও আছে—একস্থা বলে আর আপত্তি তোলা যাবে না। এই খোজা করে-

شَفَقَ السَّمَا করে বাস্তু তফসীরে অবতরণের জন্য হবে। সুরা কোরকানে একেই **كَثُبَ** বলা হয়েছে। এবং সর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে আবে (যেমন অন্য আয়াতে করা হয়েছে)। এবং সর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে আবে (যেমন অন্য আয়াতে **كَثُبَ** বলা হয়েছে। এসব উচ্চতা হিতীয়বার ঝুঁক দেওয়ার সময় সংবঠিত

হবে। তবে পর্বতমালা চাঁচনার ঘটনাটি যে আগমাম বর্ণিত হয়েছে, সবধানেই উপরিকৃতি সংক্ষেপে রয়েছে—বিড়ীয় ধার ঝুক দেওয়ার পরেও হতে পারে এবং প্রথমবার ঝুক দেওয়ার পরেও হতে পারে। বিড়ীয় ঝুকের পর দুনিয়ার সবকিছু পুনরায় নিজের অঙ্গুতি ধারণ করবে। হিসাবের সময় হলে পর্বতমালাকে তুমির সমান করে দেওয়া হবে, যাতে তুমির উপর কোন আঁচাই না থাকে এবং একই সমতল তুমি সৃষ্টিপোত্র হব। প্রথম ঝুকের মূল উৎসেই সবকিছু ধূংস করা। প্রথম ঝুক থেকে বিড়ীয় ঝুক পর্বত সংযোগে একই দিন ধরে নিরে সেই দিনকে সব ঘটনার সময় বলা হয়েছে। অতঃপর এই বিচার দিবসের বিজ্ঞার বর্ণনা করা হয়েছে) নিশ্চয় আহাম প্রভীকার থাকবে (অর্থাৎ আহাবের ক্ষেত্ৰে প্রভী ও প্রভুত্ব ধোঁড়ে থাকবে যে, কৰ্ত্তির আসলেই তাকে ধরে আহাব-দেওয়া কুকুর করবে। এটা) অবাধদের আন্দোলন। তারা তথার অনেককাল পর্বত আবহান করবে। তারা তথার কেবল শীতজনক (অর্থাৎ আহামদারক বল) এবং পানীর আহাসন করবে না (কলে তুমা নিরাপিত হবে না) কিন্তু কুটুম্ব পানি ও পুঁজি পাবে। এটা (তাদের) পুরোগুরি প্রতিকূল। (যেসব কাজের এটা প্রতিকূল তা এই যে) তারা (কিম্বামতের) হিসাবন্ধিকাল আশা করত না এবং (হিসাবন্ধিকাল ও অন্যান্য সত্তা বিবরণ সংজ্ঞিত) আমার আজ্ঞাতসমূহতে মিথ্যারূপ করত। আবি (তাদের পর্বতসমূহের মধ্যে) সবকিছুই (আমলমাধ্যম) জিপিবজ করে সংরক্ষিত করেছি। অতএব (এসব কৰ্ম: সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে বলা হবে) এখন এসব কর্মের জ্বাস আহাসন কর, আবি কেবল তোহাদের সাহিতেই রাখি করব। (অতঃপর তুমিনদের ফরাসালা উরেখ করা হয়েছে)। নিশ্চয় আজ্ঞাহ্তীকৃতদের জন্য রয়েছে সাক্ষা অর্থাৎ (আহার ও উমখের জন্য) উদ্যান (তাতেও নামাকৃত্য ফজলুজ থাকবে), আজুর (গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে এর উরেখ করা হয়েছে) অনোরজনের জন্য) সম্বৰকা পূর্ণ বৌবান। তুমগু এবং (পান করার জন্য) পরিপূর্ণ পানপাত্র। তারা তথার অসাম ও মিথ্যা বাক্য করবে না। (কেবল তথার একমো ধোকাবে না)। এটা প্রতিদান, যা আগনীর পালনকর্তার পক্ষ থেকে আবেষ্ট পুরুষকার—বিনি নতোপগুল, কুমুদ ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক, (বিনি) সমাজ। কেউ (বেছাই) তাঁর সাথে কথা বলার অধিকারী হবে না। বেদিন সকল জাহাজী ও ক্ষেত্ৰেশক্তা (আজ্ঞাহ্ত সামনে) সারিবজ্জ্বালে দীঢ়াবে, (সেদিন) দয়া-মূল আজ্ঞাহ্ত থাকে (কথা বলার) অনুমতি দিবেন, সে ব্যক্তিতে কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে ঠিক কথা বলবে। (ঠিক কথার অর্থ যে, যে কথার অনুমতি দেওয়া হবে, তাই বলবে অর্থাৎ কথা বলাতে সীমিত হবে—যা ইচ্ছা, তা বলতে পারবে না)। অতঃপর উপরিকৃতি সব বিষয়-বস্তুর সারাংশ বলা হয়েছে। এ দিবস নিশ্চিত। অতএব ধার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার কাছে (নিজের) ঠিকানা তৈরী করক (অর্থাৎ তাঁর ঠিকানা পেতে হলে তাঁর কাজ করক)। জোকসকজ (জুমি তোহাদেরকে আসল শাস্তি সম্পর্কে সজৰ্জ করলাম)। (এই শাস্তি এমন মিনে সংঘটিত হবে) বেদিন প্রতোক মানুষ তার কৃতকর্ম (সামনে উপস্থিত) দেখে নিবে এবং কৰ্ত্তির (পরিত্বাপ করে) বলবে হার, আবি হাদি মাটি হয়ে থেকায়। (তাহলে আহাব থেকে বেঁচে থেকায়)। চতুলদ জন্মদেরকে অনে মৃত্যুকাম পরিপন্থ করে দেওয়া হবে, তখন কৰ্ত্তিয়া একথা বলবে)।

আল্লামিক জাতের বিষয়—

—عَمْ يَنْسَعُ لَوْن—অর্থাৎ তারা কি বিষয়ে পরম্পরারে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অতঃপর

আরাহ্ম নিজেই উত্তর দিচ্ছেন :—**نَبِيٌّ عَنِ النَّبِيِّمِ الْعَظِيمِ**—নবীর জন্য যথা থবৰ।

এখানে যথা থবৰ বলে কিয়াগত বোঝানো হচ্ছে। আরাতের অর্থ এই যে, যজ্ঞাবাসী কাফিররা কিয়ামত সম্পর্কে সওয়াল-জওয়াব করছে, যে সম্পর্কে তাদের অধ্যে সত্ত্বেন আছে।

হথরত ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বিশিষ্ট আছে, কোরআনের অব্দুর্রাম উর হজে মাঝার কাফিররা তাদের বৈষ্ণকে বসে ও সম্পর্কে অভায়ত বাস্ত করত। কোরআনে কিয়া-অতের আজোচনিক অভিধিক উরছ দেওয়া হচ্ছে। অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণে আজোচন চলত। বেল্ট একে সর্ব মনে করত এবং কেউ অবীকার করত। তাই আজোচন সূচার সুরাতে কাফিরদের অবস্থা উরেখ করে কিয়ামতের সংস্কার আজোচন করা হচ্ছে। কিয়ামত সম্পর্কে কাফিররা হেসব ঘটকা ও আপত্তি উপাপন করত, সেন্টজোর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন তফসীর-কারীক যদেন যে, কাফিরদের এই সওয়াল ও জওয়াব তথ্যানুসংজ্ঞানের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঠার্টার্বিট্যুস করার উদ্দেশ্য ছিল। কোরআন পাক এর জওয়াবে একই বাক্যকে তাকৌদের অন্য

দুবার উরেখ করেছে—**لَمْ كَلَّ سَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّ سَعْلَمُونَ**—অর্থাৎ কিয়ামতের

বিষয়টি সওয়াল-জওয়াব, আজোচন ও গবেষণার মাধ্যমে জাদুয়ায় হবে না বরং এটা বখন সাময়িকে উপরিত হবে, তখনই এর স্বাপ জানা যাবে। এর নিশ্চিত বিষয়ে রিতৰ্ক, প্রতি ও অবীকারের অবকাল নেই। অতিসম্ভব অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরাপ্রতের বন্ধসমূহ সৃষ্টিতে তেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী সৃষ্টিপোচর হবে যাবে। তখন কিয়ামতের স্বাপ শুনে যাবে। এরপর আরাহ্ম তা'আলা সীর অপার শক্তি, প্রতা ও কারিগরির করেকাণ্ড দৃশ্য উরেখ করেছেন, স্বত্বারা প্রয়ালিত হয় যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একবার খৎস করে পুনরায় তৈর পুর্ণ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে জুমি ও পর্বতযাগা সৃষ্টি এবং নর ও নারীর মুগ্ধের আকৃষ্ণে মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর যানুষের সুখ, যাস্ত ও কাজ-কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা উরেখ করেছেন। এ বাপারে একটি বাক্য এই হে—**جَعَلَنَا**

—**فَوْ مَكْمُ سَبَاتًا**— থেকে উরুত। এর অর্থ কিমানো, কর্তন করা। নিজে মানুষের চিকাঙ্গাবনকে কর্তন করে তার অক্ষর ও মন্ত্রকে এমন স্বত্তি ও শক্তি

দান করে, আর বিকল পুনিরায় কোন শাস্তি হতে পারে না। একাগ্রেই কেউ কেউ পুনিরায় অর্থ করেছেন সুখ, আরাম।

নিষ্ঠা শুব বড় নিয়ামত ! এখানে আজাহ্ তা'আলা মানুষকে সুগঢ়াকারে সুলিট করার কথা উল্লেখ করার পর তার আরামের সব উপকরণের মধ্য থেকে বিশেষভাবে নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। চিন্তা করলে বোধ আর এটি এক বিশাই নিয়ামত। নিষ্ঠাই মানুষের সব সুখের ভিত্তি। এই নিয়ামতটি আজাহ্ তা'আলা সমগ্র সুলিটের জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন। অবশে ধর্ম-সংযোগ, পার্ডিন-মূর্খ, রাজন্যপ্রস্তাৱ সবাই এই ধন সংযোগে একই সময়ে ঝাপ্ত হয় বৱেং বিবেৰ পরিয়তি পৰ্বালোচনা কৰলে দেখা যায় যে, পৰীৰ ও প্ৰজীবী মানুষ এই নিয়ামত হে পৰিয়ালে লাভ কৰে, ধৰণাটা ও প্ৰকৰণশালীদেৱ ভাগো তা ঘটে না। তাদেৱ কাছে সুখেৰ সামগ্ৰী, সুখেৰ বাসপৃষ্ঠ, শীতাত্প নিয়ন্ত্ৰিত কৰে, মৰম তোষক, মৰম বালিশ ইত্যাদি সবই ধাকে, শা দৱিপ্ৰয়া কদাচ চোখেও দেখে না কিন্তু নিষ্ঠা এসব তোষক, বালিশ অথবা প্ৰাসাদ-বাইলোৱ অনুগামী নহ। এষ্টো তো আজাহ্ তা'আলার এইন এক নিয়ামত, শা সৱাসৱি তাৰ কাছ থেকেই আসে। যাৰে যাৰে নিঃস্ত জন্মজীৱন ব্যাপ্তিকে কোন শব্দা-বালিশ ছাড়াই উন্মুক্ত আকাশেৰ নিটে এই নিয়ামত প্ৰচৰ পৰিয়ালে দান কৰা হয় এবং যাৰে যাৰে সম্পদশালীদেৱকে দান কৰা হয় না। তাৰা নিষ্ঠার বাটিকা সেৱন কৰে এই নিয়ামত এই যে, এই নিষ্ঠা কেবল বিনা মূলো ও বিনা পৰিস্তম্ভেই বাসুষ, জন্ম নিবিলেহে সবাইকে দাম কৰা হয়নি বৱেং আজাহ্ তা'আলা দীৰ্ঘ অপোৱ অনুপ্রাণে এই নিয়ামতটি বাধ্যতামূলক কৰে দিয়েছেন। মানুষ যাৰে যাৰে কাজেৰ আধিক্যেৰ দক্ষন সারাবোৰি জেপে কৰিব কৰিবলৈ চায় কিন্তু আজাহ্ অনুপ্রাণ তাৰ উপৰ জোৱেজৰে নিষ্ঠা চাপিয়ে দেন, আত্ম সারা দিনেৰ ঝালি দুৱ হয়ে থাক এবং সে আকৃত অধিক কাজেৰ শক্তি অৰ্জন কৰে। অতএপৰ এই নিষ্ঠাকাৰী যথা অবস্থাৰ সংগ্ৰিষ্টে

বৰ্ণনা কৰা হয়েছে যে, جعلنا الليل لبنا شا — অৰ্থাৎ আমি রাত্রিকে কৰেছি আবিৰণ।

এতে ইলিত কৰা হয়েছে যে, বৰ্ডাবত মানুষেৰ নিষ্ঠা তখন আসে, যখন আজো আধিক না থাকে, চতুর্দিকে মৌৰবৰ্তু বিৱাজ কৰে এবং দ্বন্দ্বপোজ মা থাকে। আজাহ্ তা'আলা রাত্রিকে আবিৰণ বলে আশাৰা কৰছেন যে, তিনি তোমাদেৱকে কেবল নিষ্ঠাই দেননি বৱেং সারা বিশে নিষ্ঠার উন্মুক্ত পৰিবেশত সুলিট কৰেছেন। প্ৰথমে রাত্রিৰ অজ্ঞকাৰ সুলিট কৰেছেন, অতপৰ সমত মানুষ ও জন্ম-জনোৱারাকে একই সময়ে নিষ্ঠা দিয়েছেন। বলা বাহ্য, সবাই এক-ৰোপে নিষ্ঠা দেজেই চায়দিকে পূৰ্ব নিষ্ঠাবৰ্ধতাৰ বিভাজ কৰিবে। নতুৰা অমান্য কাজেৰ ন্যায় নিষ্ঠার সমস্ত বৰ্দি বিজিম্ব মানুষেৰ জন্য বিভিন্নৱাপ হত, তবে কেউ পূৰ্ব শাৰিতে নিষ্ঠা যেতে পাৰত না।

এৱপৰ বলা হয়েছে جعلنا النها و معا شا — মানুষেৰ সুখ ও শাস্তিৰ জন্য

জ্ঞয়োজনীয় আৰুৰ্ব প্ৰবাদিয়ি সৱবৰাহণ নিষ্ঠাবৰ্ধতাৰ জন্য। নতুৰা নিষ্ঠা সাকাহ্ যুত্ত হয়ে

আবে। এবিং সারীকথ রাখিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিষ্ঠাই হৈত, তবে এসব প্রবা কিরাপে অঙ্গিত হত। এর জন্য তেলটা, পরিভ্রম ও দোঁড়ানৌড়ি জরুরী, আর আলোকেজ্জন পরিবেশে সহজপর। তাই বলা হয়েছে: তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি কেবল রাখি ও তাত্ত্ব অকার সৃষ্টি করিনি বরং একটি আলোকেজ্জন দিনও দিয়েছি, যাতে তোমরা কাজ-করিবার ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উন্নেধ করা হয়েছে, আর আকাশের সাথে সম্পর্কসূচ। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারী বল হচ্ছে সুর্যের আলো। বলা হয়েছে: **وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهُوَ جَأْ**—অর্থাৎ আমি একটি শ্রোজন প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। এর পর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নিচে অঙ্গিত বশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমাজার কথা উন্নেধ করা হয়েছে।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَبِّعًا جَأْ—অর্থাৎ আমি

এর অর্থে জলে পরিপূর্ণ মেঘমাজা। এ থেকে জন্ম গেল বে, মেঘমাজা থেকে বৃষ্টি বৰ্ষিত হয়। কোন কোন আলাতে আকাশ থেকে বৰ্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাঁতে আকাশের অর্থ আকাশের শূন্যমণ্ডল। এই অর্থে **سِمَاء** শব্দের ব্যবহার কোরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া একধাও বজা আয় বে, কোন সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বৰ্ষিত হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এসব কারিগরি ও নিয়ন্ত্রিত উন্নেধ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কিরামতের প্রসঙ্গ অন্বনা হয়েছে।

أَنْ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا—অর্থাৎ বিচারের দিন মানে কিরামত নিদিষ্ট সময়ে

আসবে। তখন এই বিষয় বিস্তৃত হবে থাবে এবং শিংগায় ফুঁই কার দেওয়া হবে। অন্যান্য আলাত থেকে জানা আবাবে, দুইবার শিংগায় ফুঁই কার দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁই কারের সাথে সাথে সময় বিষয় ধৰ্মস্প্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁই কারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। এসময় বিষের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আলাহ্ম সকালে উপস্থিত হবে। হয়রত আবু আব মিকারী (রা)-র রেওগান্নাতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন: কিরামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল উদরপৃতি ও পোশাক পরিহিত অবস্থার সওদাবীতে সওদার হয়ে হাশেরের ময়দানে আসবে। দ্বিতীয় দল পারে হাত্তে আগমন করবে এবং তৃতীয় দলকে উপুক্ত অবস্থার পায়ে থেকে তেনে হাশেরের ময়দানে আনা হবে।—(মাইহারী) কোইইকান্ব রেওগান্নাতে আলাতের তক্ষসৌরে দল দল হবে যাব। হয়েছে। কেউ কেউ বলেন: নিজ নিজ কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের দল হবে অসংখ্য। এসব উভিজ মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

وَسِيرَتِ الْجِبَابُ لِنَكَافَتْ سَرَّاً—অর্থাৎ বে পাহাড়কে আজ আটন ও

অন্ত হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টিকরূপ পেশ করা হয়, সেই পাহাড় পাহান থেকে বিহ্বাত

হয়ে পুনরায় নাম উক্ততে থাকবে। —**সুরাপ**—এর শাস্তি ক্ষমতা চলে আওয়া। **অশুভিন্দু** যে
বাজু কৌশলপূর্ণ থেকে পানির নাম বালমণি করতে থাকে, তাকেও **সুরাপ**—এ কানাখে কলা
হয় যে, কানে গেজেই হাঁ অদৃশ্য হয়ে আস।—(সেহাই, রাধিব)

— جہلم کی نئت مریاں اُنے ہمیں بسے کارروائی دے دیا۔

অপেক্ষা করা হয়, তাকে ১০ টি মুল বলা হয়। এখানে জাহাজামের অর্থ জাহাজামের পুণ তথ্য পুনরিগত। সওড়াবদ্ধতা ও শাস্তিদ্বাতা উভয় প্রকার ক্ষেরেশতা এখানে অপেক্ষা করবে। জাহাজামীদেরকে শাস্তিদ্বাতা ক্ষেরেশতাৱা পীকড়াও করবে এবং জাহাজামীদেরকে সওড়াবদ্ধতা ক্ষেরেশতাৱা ভাদেৱ গভৰ্ণ ক্ষানে নিৰে আবে। (মাঝহারী)

ହେଉଥି ହସାନ ବସରୀ (ର) ବଲେନ୍ : ଜାହାଙ୍ଗମେର ପୁଲେର ଉପର ପରିଦର୍ଶକ କେରେଳ ତାଙ୍ଗପେନ୍-
ଟୋକି ଥାକବେ । ଶାର କାହେ ଜାହାଙ୍ଗର ଛାନ୍ତପତ୍ର ଥାକବେ, ତାକେ ଆଖେ ଲେତେ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ
ଯାର କାହେ ଏହି ଛାନ୍ତପତ୍ର ଥାକବେ ନା ତାକେ ଆଟକିରେ ରାଖା ହବେ ।— (କୃତ୍ତବ୍ୟ)

۱۔ جہنم کا نئی مر صادا اتھ۔ لطفاً غمیں مایا

لا يخرج أحدكم من النار حتى يمكث فيها أحقاً بها والتعقب بضع
وثلاثون سنة كل سنة ثلاثمائة وبستون يوماً مما تدعون -

তফসীদের শাকে গোবীহর সাজার জাহাজায়ে নিকেপ করা হবে, তাকে করেক হক্বা জাহাজায়ে অবস্থান না করা পর্যবেক্ষণ হবে না। এক হক্বা আপি বছরের কিছু বেশী এবং এক বছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুমোদি ৩৬০ দিনের হবে।—(মাঝহারী)

এই হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের না হওয়েও এতে **حَقَّا بِ** শব্দের অর্থ বলিত আছে। অপরদিকে করেকজন সাহাবী থেকে এ সমস্কে অভ্যেক দিন এক হাজার বছরের বলিত আছে। আবি ইটাও রসুলুল্লাহ (সা)-রই উক্তি হল, তবে এর অর্থ এই যে, হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধ আসা অবস্থায় কোন এক অর্থ নিশ্চিতভাবে নেওয়া যাবে না। তবে উভয় হাদীসের অভিপ্র বিবরণ এই যে, হক্বা অভ্যন্তরীণ সময়কে বলা হয়। একারণেই ইস্যম রামজাতী **مُوْرًا مُتَّابَعًا**-এর অর্থ করাজন **حَقَّا بِ** অর্থাৎ উপর্যুক্তি বহু বছর।

আহারায়ে চিরকাল কল্পনা সমস্কে আগতি ও অতুলাধি ও হক্বার পরিমাণ হত দীর্ঘই হোক, তা সীমিত, অনন্ত নহ। এথেকে বোধা হার যে, এই সুবীর্য সময়ের পর কাফির জাহাজামীরা ও জাহাজায় থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ এটা কোরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী। যে সব আয়াতে **خَالِدٌ يَنْفَعُهَا أَبْدًا** বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উভয়ের ইজ্মা হয়েছে যে, জাহাজায় কখনও ধুঃস হবে না এবং কাফিররা কখনও জাহাজায় থেকে বের হবে না।

সুবী হৰুত মুররা ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেনঃ আবি জাহাজামী-দেরকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, জাহাজায়ে তাদের অবস্থান সৌরা বিরের কঁকরের সমান হবে, তবে এতেও তারা আনন্দিত হবে। কামল, কঁকরের সংখ্যা অগণিত হওয়ে জৈমিঙ্গ কলে একদিন না জ্ঞানদিন আবাহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। আবি একই সংবাদ জাহাজাতী-দেরকে দেওয়া হয়, তবে তারা দুঃখিত হবে। কেননা, কঁকরের সমান মেরাদ অত দীর্ঘই হোক না কেন, সেই মেরাদের পর তারা জায়াত থেকে বহিগৃহ হবে।—(মাঝহারী)

সার কথা, আলোচ্য আয়াতের **بِ** **حَقَّا**। শব্দ থেকে বোধা যায় যে, করেক হক্বা অভিবাহিত হলে পরে জাহাজামীরা জাহাজায় থেকে বেঁক হয়ে আসবে। এই অর্থ আমা সব আয়াত, হাদীস ও ইজ্মার পরিপন্থী হওয়ার কারণে ধর্তু নহ। কেবল, এই আয়াতে করেক হক্বা পরে কি হবে, তাৰ বর্ণনা নেই। এতে শুধু উল্লেখ আছে যে, তারা করেক হক্বা জাহাজায়ে থাকবে। এথেকে জনকরী হয় না কে, করেক হক্বাৰ পর জাহাজায় থাকবে না। অথবা তাদেরকে জাহাজায় থেকে বের করে আনা হবে। এ কালেই হৰুত হাসান (রা) এই আয়াতের তফসীর বলেনঃ আয়াতে আজাহ, তা'জাহ, জাহাজামীদের অল্প কোন সময় ও মেরাদ নিদিষ্ট করেননি, বশ্বারা তাদের জাহাজায় থেকে বের হওয়া বোধা হেতে পারে বৰং উদেলা এই যে, অধুন সময়ের এক অংশে অভিবাহিত হয়ে আবে, তখন অন্য অংশ শুরু হয়ে আবে। এমনিষ্ঠাবে তৃতীয় চতুর্থ অংশ করে অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহিত থাকবে। সায়দ ইবনে জুবায়ের (র) কাতালাহ থেকেও এই তফসীরই

বর্ণনা করেছেন যে, حَقَّا بِالْمُؤْمِنِ الْجَارِ অর্থাৎ এক হক্কৰাই দের হলে তিনিইয়ে
হক্কৰা শুরু হবে এবং এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।—(ইবনে কাসির)

ইবনে কাসীর এখানে و يَعْتَصِمْ বলে আরও একটি সন্তাবনা বর্ণনা করেছেন।
তা এই যে، طَلَّ عَلَىٰ—এর অর্থ কাফির না নেওয়া বরং মুসলমানদের এমন দণ্ড বোধানো,
আর্থাৎ আতিকাফির কানেকে পথচারে সজ বজে গথা হব। হাদীসবিদগুলের পরিকল্পনার
ভাবেরকে প্রতিষ্ঠানী বলা হব। এমতোবছার আয়তের সীমার্থ হবে এই যে, যে সব কানেকা
উচ্চারণকারী তওঁহীদ পছী মোকাবিতে আতিকাফির কানেক কারপে কুকুরের সৌখ্য পর্যন্ত
পৌঁছে পিছে কিন্তু প্রকাশ্য কাফির নয়, তারা কানেক হক্কৰাই পর্যন্ত জাহাজারে থাকার
পর অবশ্যে কানেকার বরকতে জাহাজার থেকে চুক্তি পাবে। কুরতুবী এই ব্যাখ্যাকে
সন্তুষ্পর আর্থাৎ দিয়েছেন এবং মোহাম্মদ ঈহ ব্যাখ্যাই পজুন করেছেন। তিনি এর সমর্থনে
মসনদে বাবুনাৰ বিগত আবদুজ্জাহ ইবনে ওমর (রা)-এর পূর্বোন্নথিত হাদীসও পেশ করেছেন,
যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, কয়েক হক্কৰা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহাজার
থেকে নিষ্ক্রিয় পাবে।

فِيمَا كَانُوا مُبَرِّجَوْنَ
—কিন্তু আবু হাইজান বলেন যে, সরবতী আয়ত
طَلَّ عَلَىٰ—এই সন্তাবনাকে নাকচ করে দেন যে,
—কুন্ডা বুা বুা বুা কুন্ডা কুন্ডা

এর অর্থ এখামে তওঁহীদ পছী জ্ঞানুরূপ হবে। কেননা, এই আয়তে কিয়ামত অঙ্গীকার
এবং আয়তসমূহকে বিদ্যারূপ করার কথা পরিকল্পনা বিগত আছে। এমনিষ্টাবে আবু
হাইজান মুকাফিলের এই উচ্চিত্ব প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এই আয়তটি মনসৃথ ব্যাখ্যিত।

একদল তফসীরকারিক আরোচ্য আয়তের তফসীর প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি সন্তাবনা
বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, এই আয়তের পরবর্তী
—وَقُونَ فَهَا بِرَدًا وَ
—শুরা বাই লাহুমা ও গসা তা
আয়তটি থেকে জাহাজার ক্ষতিহন প্রসঙ্গে আয়তটি আয়তের অর্থ আয়তের অর্থ।

জাহাজার অর্থ এই হবে যে, সুনীর্ধকাল পর্যন্ত তারা কোম শীতজ্ঞত্ব ও পানীয় আক্ষয়ন
করবে না কুটুম্ব পানি ও পুঁজি ব্যতোত। এরপর সুনীর্ধকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের এই
হুরবছার পরিবর্তনহতে পোরে এবং কোম প্রকার আবাব হতে পারে।
—فَمَنْ كُوْتَبَ
পানি, কু মুখের কাছে আনা হলে সেগুলো কাজে আবে এবং পেটে পেটে তিনিরের নাড়ীকুণ্ডি
চিহ্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আবে।
—আহাজামীদের ক্ষতিহন থেকে নির্গত রক্ত, দুঃখ
ইত্যাদি।

—أَعْلَمُ
অর্থাৎ জাহাজামে তাদেরকে যে শক্তি দেওয়া হবে, তা নাক

গু ইবসাকের সুলিলতে তাদের প্রতিজ্ঞ বিজ্ঞাস ও কু-কর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাঢ়াবাঢ়ি হবে না।

فَدُّقْوَنْ نَزِيْدَ كِمْ اِلَّا هَذَا بَا—অর্থাৎ তোমরা সুনিষ্ঠাতে বেমন কুকুর

ও আর্দ্ধীকরণে হকবল বেড়েই চলো—বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলেও কোরও বেড়েই চলতে, তেমনিজাবে আজ আজাহ্ তা'আলা তৈয়াদের আর্দ্ধাব কেবল কুচিই কলবেন। অতঃপর কাফিকরদের বিগ্নীতে ঘুমিন মুত্তাকৌদের সঙ্গীব ও জামাতের নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

جَزِيْرَةً رِبْعَةَ حَسَابًا—অর্থাৎ আজাতের এসব নিয়ামত সু'মিনদের

প্রতিদীন এবং আপনার পাইনকস্তাৰ পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখনে আজাতের নিয়ামত সমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদীন ও পরে আজাহ্ র দান বলা হয়েছে। শাহীত উভয়ের যথে বৈপর্যীত আছে। কেননা, কোন কিছুর বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তাকে প্রতিদীন এবং বিনিময় হাজাই পুরুষারবুর্যাগ যা দেওয়া হয়, তাকে দান বলা হয়। কৌরুআন পাক উভয় শব্দকে একত্র করে ইলিত করেছেন যে, আজাতে প্রবেশাধিকার এবং আজাতের নিয়ামত-সমূহ কেবল আকার ও বাহ্যিক দিক দিয়েই আজাতৌমুক্ত কর্মের প্রতিদীন—প্রত্যুত্ত প্রত্যুত্ত এবং প্রত্যুত্ত আজাতৌমুক্ত দান। কেননা, মানুষের কাজকর্ম তো সেসব নিয়ামতেরই প্রতিদীন হচ্ছে দীরে না, ক্ষেত্রে তাকে সুনিষ্ঠাতে দান করা হয়। পক্ষকালীন নিয়ামত আজান তো কথু আজাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ, কৃপা ও দান বৈ নয়। এক হাদীসে বস্তুজ্ঞাহ্ (সা) বলেন : কোন বাস্তি কথু তাৰ কর্মের জোৱে জামাতে বেঁজে পাইৱ মা বৈ পর্যন্ত আজাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ না হয়। সাহাবাঙ্গে কিমীয় আরুব করলেন : জাপনিত কি? উত্তর হয় : হ্যা, আধিত আমীর কর্মের জোৱে জামাতে বেঁজে পাইব না। ৫ শব্দে অর্থ বিবিধ হতে পারে — এক, এখন দান যা সংরিষ্ট বাস্তিক সমস্ত প্রয়োজনের জন্য বাধেল্প ও পর্যাপ্ত হয়। এই অর্থ মিজ্জাতু ব্যবহার থেকেনওয়া হয়েছে—
أَحْسَبْتَ لِلْفَلْأَيْ أَيْ | مَطْلُوبَ مَكْفُوْلَ حَتَّىْ قَالَ حَسَبِيْ |

অর্থাৎ আজি জাকে এতটুকু দিয়াম, যা তার প্রয়োজনের জন্য বাধেল্প ; এমনকি, সে বলে উঠল, বাস, এতটুকু আমীর জন্য বাধেল্প। তফসীরবিদগণের কেউ কেউ ক্ষম অর্থ এবং কেউ কেউ বিভিন্ন অর্থ নিরূপণ করেন। ইবরত বুজাহিদ (র) বিভিন্ন অর্থ নির্মে আজাতের অর্থ করেছেন— এই দান আজাতৌদেরকে তাদের আমলের হিসাব দেওয়া হবে। আজরিকতা ও কুর্ম সৌ-দর্শের হিসাবে এই দানের ক্ষম নির্ধারিত হবে। উদাহরণত সহাই হাদীসমূহে উচ্চতের কর্মের মুকাবিলায় সাহাবাঙ্গে কিমীমের কর্মের এই অর্ধাদা নির্মাপিত হয়েছে যে, সাহাবী আজাহ্ র পথে একমুদ (প্রায় এক সেৱ) ব্যাব কৰলে তা অন্তের উৎস পর্বত স্থান ব্যাবেরও অধিক অর্ধাদালীজ হবে।

جَزِّاً مِّنْ رِبِّكَ مُنْهَى خَطَا بِـ۔—এই বাক্য পূর্বের মন্তব্যের সাথেও
সমর্থনুভূত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আলাহু তা'আলা থাকে জেরাম সওয়ার দান করবেন,
তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না বে, অনুকরণে কর্ম এবং অনুকরণে বেশি কেন দেওয়া
হবে? যদি একে আলাদা বাক্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই হে, হাশেরের অনু-
দানে আলাহুর অনুমতি বাতিলেরকে কারও জ্ঞানপ দেওয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোন
কোন ছানে হবে এবং কোন কোম ছানে হবে না।

وَيَوْمَ يُنْظَرُ الْمُرْءُ مَا قَدْ سَعَىٰ ۚ—কোন কোম তফসীরকারের অত্যে
'রহ' বলে প্রাণে জিবরাইল (আ)-কে বোকানো হয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার
সাথের উদ্দেশ্যে ফেরেলতাগপের পূর্বে তাঁর কথা উজ্জ্বল করা হয়েছে। কোন কোম রেও-
বারেতে আছে, যাহু আলাহু তা'আলাৰ এক বিনাটি বাহিনী, বারা ফেরেলতা নবু তাদের আঙো
ও যত্পর আছে। এই তফসীর অনুসারী পৃষ্ঠা সারি হবে—একটি রহের ও অপরটি ফেরে-
পুত্রগপের।

وَيَوْمَ يُنْظَرُ الْمُرْءُ مَا قَدْ سَعَىٰ ۚ—বামাত এই দিন হচ্ছে কিঞ্চামতের দিন।
হাশের প্রত্যেকই তার কাজকর্ম বাচকে দেখতে পাবে—হয়ে আবেলনায় থাতে আসার
ক্ষেত্রে দেখবে, নাক্ষয় কাজকর্ম সব সপ্তরীয়া হয়ে সাময়ে এসে আসব। হকাম হেনুন হাসীস
কার্য ও কথা প্রয়োগিত আছে। এ দিন মৃত্যুর মিনও হতে পারে। এমন্তাবস্থায় কীরু কাজকর্ম
দেখা করতে ও বরবর্ষে হতে পারে।—(আবহাবী)

وَيَوْمَ لِلْقَاءِ كُلِّيٍّ كُلُّتُ تُرَابًا ۖ—এবগত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)
থেকে বলিত আছে, কিঞ্চামতের মিন সবাই কৃগৃষ্ঠ এক সমতল ঝুঁটিয়ে থাবে। এতে
যাইব, ছিন, পৃথগাগিত জন্ম ও বন্য জন্ম সবাইকে একত্র করা হবে। অন্তদের অধৈতে কেউ
দুর্বিলাতে অবস্থা অন্তর উপর ঝুলুব করে, থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশেষ নেওয়া হবে।
ওমরকি কোন শিখবিলিষ্ট ছাগল কোন শিখবিহীন ছাগলকে যেরে থাকলে সে দিন তারও
প্রতিশেষ নেওয়া হবে। এই কর্ম সম্পূর্ণ হলে সব অন্যকে আবেশ করা হবে। মাটি হয়ে
গাত। তখন সব মাটি হয়ে থাবে। এই সুন্দা দেখে কফিসুন্দা আকাশকা করবে—হার।
ফামরাও যদি মাটি হয়ে থেকো ম। একেপ হলে আসুন হিসাব-নিরীশ ও আহামামের আজোক
থেকে বেঁচে থেকো ম।

سورة النازعات

সুরা নাজিম

শকার অবগুর্ণ, ৪৬ আজাত, ২ ফেব্রুয়ারি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالثِّرْغُتْ غَرْقًا وَالشَّطْرَتْ نَشْطَا وَالشِّيْخَتْ سَجْنًا فَالسِّقْتَ
سَبْقًا قَالَ ثُلَّتْ بِرْتَ أَمْرًا لِيَوْمَ تَرْجِعُتْ التَّرْجِفَةُ تَبْعَهَا الرَّأْدَى لَهُ
قُلُوبٌ يَوْمَيْدٌ وَاجْفَةٌ أَبْصَارُهَا خَائِشَةٌ يَقُولُونَ عَلَيْنَا الْمَرْدُ
وَدُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عَظَامًا نَخْرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَزَّةٌ خَاسِرَةٌ
قَاعِمَاهُيَّ رَجْرَةٌ وَاحْدَةٌ فَيَا هُمْ بِالْتَّاهِرَةِ هَلْ أَشْكَ حَدِيثَ مُؤْلِهِ
إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَلَدِ الْمُقْدَسِ طَوَّبَهُ لَذْهَبُ الْمِرْفَعُونَ لَنَهُ طَغَى
فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ شَرَكَ وَاهْدِيَكَ إِلَى رَتِيكَ فَتَخْشِيَ فَكَارَهُ الْأَيَّةُ
الْكُبْرَى فَلَدَبَ وَعَصَمَ ثُرَّأْدِبَ يَسْعَى فَحَسْرَفَنَادِي فَقَالَ أَنَا
رَكِيمُ الْأَغْلَى فَأَخْذَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْخَرَقَ وَالْأَوْلَى إِنِّي فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ
لِمَنْ يَخْشِي إِنَّمَّا أَشْكَلَ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بِنَهَا فَرَقَعَ سَكَّهَا
قَسْوَهَا وَأَضْلَشَ يَلِهَا وَأَخْرَجَ ضَعْهَا وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَهَا أَخْرَجَ
مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا وَالْجَمَالَ أَرْسَهَا لِمَتَّاعِ الْكُنْدُرَ لَا نَعَايَكُمْ فَوَلَّا
جَاءَتِ الْقَاطَنَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ تَذَكَّرُ الْأَنْسَانُ مَاسِعٌ وَتَرْزَتِ الْجَحِيرُ
لِمَنْ يَرَى فَأَقْتَمَ مَنْ طَغَى وَأَشْرَكَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيرَمَ هُنَّ الْمَأْوَى

وَلَمَّا مَنَ حَافَ مَقَابِرَهُمْ وَنَفَى النَّفَسُ عَنِ الْمَوْى فَلَمَّا قَاتَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُأْذِنَةُ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ هُوَ سَلْفُكَ فَيَوْمَ أَنْتَ مِنْ وَحْشَهَا إِلَى رَبِّكَ
مُمْتَهِنًا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذُرٌ مَنْ يَعْشَهَا كَانُوهُ يَوْمَ يُرَوَّنُهَا لَمْ يَلْبِسُوا

الْأَعْيُنُ أَوْ صُنْهَارًا

পরম বিজ্ঞানের ও ইসলাম পরমাণু আজ্ঞাহর মাঝে উন্নত

- (১) শগথ সেই কেন্দ্রস্থানদের, যারা ডুব দিয়ে আস্তা উৎপাটন করে, (২) শগথ তাদের, যারা আস্তা বাধন খুলে দেয় মৃদুতাবে; (৩) শগথ তাদের, যারা সক্রিয় করে চক্ষপতিতে, (৪) শগথ তাদের, যারা চক্ষপতিতে অপ্রসর হয় এবং (৫) শগথ তাদের, যারা সক্রিয় কর্য নির্বাহ করে—কিন্তু অবশ্যই হবে। (৬) যেদিন প্রকল্পিত করবে প্রকল্পিতকারী, (৭) অতঃপর প্রচারে আসবে পশ্চাত্পায়ী, (৮) সেদিন জনেক হাদয় তীক্ষ্ণবিহুল হবে। (৯) তাদের দৃষ্টিট নষ্ট হবে। (১০) তর্তো বলে : আমিরা কি উচ্চতো পারে প্রত্যাবর্তিত হবো—(১১) গণিত অঙ্গ হয়ে যাওয়ার পরও ? (১২) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্ববাসা হবে ! (১৩) অতএব এটা তো কেবল এক যাহা-নাম, (১৪) তবেনই তোরা অরমান আবিষ্ট হবে। (১৫) যুগের হাতাত আগনীর কাছে পৌঁছেছে কি ? (১৬) যখন তীর পালনকর্তা তাঁকে পরিষ্কার তুরা উপত্যকারীর আহশান করেছিলেন, (১৭) কিন্তু তুরা কাছে আও, নিচের মে সীমান্তবন্ধন করেছে। (১৮) অতঃপর বল : তোমার পরিষ হওয়ার আঘাত আছে কি ? (১৯) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার লিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে কষ করু। (২০) অতঃপর মে তাকে যাহা-নিষ্পর্ণ দেখাব। (২১) কিন্তু মে যিখারোগ করল এবং অস্তান্য করল। (২২) অতঃপর মে প্রতিকর্তার চেল্টায় প্রাহ্ন করল। (২৩) মে সকাকে সমবেত করল এবং সজোরে আহশান করল। (২৪) এবং বলল : আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। (২৫) অতঃপর আজ্ঞাহ তাকে পরবর্তীয়ের ও ইন্দ্রকান্তের সাথি দিলেন। (২৬) বে কুর করে তার জন্য অবশ্যই এতে লিঙ্গ পুরোহৃত। (২৭) তোমাদের সুলিষ্ঠ অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন ? (২৮) তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্দুত করেছেন। (২৯) তিনি এর রাত্তিকে করেছেন অস্তকান্তাজ্ঞ এবং এর সুবীমোক প্রকাশ করেছেন। (৩০) পৃথিবীকে এর পরে বিদ্যুত করেছেন। (৩১) তিনি এর স্থায় থেকে এর পানি ও শায় নির্মাণ করেছেন (৩২) পর্বতকে তিনি পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের চতুর্সুস অনুদের উপকরণে। (৩৪) অতঃপর যখন যাহাসংকেষ এসে আবে (৩৫) অর্থাৎ যেদিন আমুর তার হৃতকর্ম স্থায় করবে (৩৬) এবং সর্পকদের জন্য জাহাজায় প্রকাশ করা হবে, (৩৭) তখন বে যাত্তি সীমান্তবন্ধন করেছে (৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে অপ্রাপ্যিকার দিয়েছে, (৩৯) তার কিকানা হবে আহারাম। (৪০) পক্ষাকরে বে বাতি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডাদ্যান

হতেক কর করেছে এবং ধৰণান-পুনী থেকে নির্ভুল হয়েছে, (৪১) তার তিকানা হবে আজাত ? (৪২) তারা জাস্তিকে লিঙ্গ করে, কিন্তু কখন হবে ? (৪৩) এর অর্থনাত সাথে আপনার কি সত্ত্ব ? (৪৪) এর চেয়ে তান আপনার পাঞ্চবৰ্তীর করছে। (৪৫) যে একে কর করে, আপনি তো কেবল তাকেই সত্ত্ব করুন। (৪৬), যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন আনে হবে কেন তারা মুনিয়াতে রাতে এক সত্ত্ব অথবা এক স্বীকৃত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সেই কেরেলতাগপের-আরা (কালিনদের) প্রাণ নির্ভয়ভাবে বের করে। শপথ তাদের, আরা (মুসলিমদের আজ্ঞা মুন্ডাবে বের করে যুন) বাধন ঘুঁজে দেব। শপথ তাদের, আরা (আজ্ঞাকে নিরে পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে প্রস্তুতিতে ধাবমান হয় যেন) সজুলগ করে। অতঃপর (যখন আজ্ঞাকে নিরে পৌছে তখন আজ্ঞা সম্পর্কে আজ্ঞাত্বের আদেশ পাইনার্থে) ছুট আগসর হয়, অতঃপর (এই আজ্ঞা সম্পর্কে সওজাবের আদেশ হোক অথবা আজ্ঞাবের উত্তর) কার্য মির্বাহ করে। (এসব শপথ করে বলেন যে) কিমায়ত অবশাই হবে, যেদিন শক্তিপিত করবে একসিদ্ধকারী (অর্থাৎ শিংগার প্রথম ঝুঁক)। অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাংগামী (অর্থাৎ শিংগার বিতোষ ঝুঁক)। অনেক হাদুর সেদিন ভীত-বিহৃত হবে, তাদের মুল্লিট (অনুভাবের ভাবে) নত হবে। (কিন্তু তারা এখন কিমায়ত অঙ্গীকার করে এবং) বলেঃ আমরা কি পূর্ববর্ণ্য প্রত্যাবিত্তি হব ? (অর্থাৎ মুক্তির পর আবার পুনরাবৃত্তি হবে কি ? উদ্দেশ্য, এটা কিম্বাপে হতে পারে ?) গভীর অঙ্গ হয়ে ঝাওয়ার পরও কি ? (উদ্দেশ্য, এটা শুধুই কঠিন। যদি এরপ হয়) তবে তো এ প্রত্যাকৃতি (আমাদের জন্য) সর্বনাশ হবে। (কারণ, অবিজ্ঞ তো এর অন্য কোন প্রস্তুতি প্রাপ্ত করিবি। উদ্দেশ্য মুসলিমদের বিশ্বাসের প্রতি বিপুল করা হয়, তাদের বিশ্বাস অনুরূপী আমাদের বিশ্বাস কঠি হবে। উদ্দেশ্যত একজন অন্যজনকে প্রতিজ্ঞার বশবত্তী হয়ে সত্ত্ব করে বলেঃ এ পথে ঝোঁো না, সিংহ আছে। অতঃপর সেই বাজি অঙ্গীকারের ছেলে কাউকে বলেঃ তাই, সে দিকে ঝোঁো না, সিংহ থেকে কেবলবে। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে সিংহ বলতে কিছুই নেই। অতঃপর খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা কিমায়তকে অসন্তুষ্ট ও কঠিন মনে করে) অতএব, (তারা বুঝে নিক হয়, আমার পক্ষে এটা মোটেই কঠিন নয় : বরং) এটা তো কেবল এক মহানাদ হবে, আর কলে তার্য তৎক্ষণাত মহানানে অভিষ্ঠৃত হবে। [অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)-কে সাম্মান দেওয়ার অন্য মুসা (আ) ও ফিরাউনের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছেঃ] আপনার কাছে মুসা (আ)-র বৃত্তান্ত পৌছেছে কি ? যখন তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পবিত্র তুরা উপত্যকায় আহ্বান করেন যে, তুমি ফিরাউনের কাছে যাও ! বিশ্বাস সীমান্তেন করেছে। তার কাছে থেবে বলঃ তেমার পবিত্র হওয়ার আশাই আছে কি ? (তেমার সংশোধনের নিয়ন্ত) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার (সত্তা ও উপায়ীর) দিকে পত্র দেখাব, আতে (তুরা সত্তা ও উপায়ী তুনে) তুমি তাঁকে ভুল কর। [এই অন্তরের ফলশুভিতে তেমার সংশোধন হয়ে আবে। এই আদেশ তাঁর মুসা (আ) তার কাছে পেজেন এবং গুরুত্ব পৌছাইনে] অতঃপর (সে যখন নবুয়াতের নিদর্শন

চাইল, ক্ষম) তিনি তাকে মহানিদর্শন (মনুষ্যতের) সেখানে (অর্থাৎ মাত্তি যথবা জাটিও সৃজন হাত)। কিন্তু সে (অর্থাৎ ক্ষিতিগুণ) বিখ্যাতোপ করল ও অমান্য করল। অতঃপর [মুসা (আ)-র কাছ থেকে] প্রস্তাব করল এবং (ভূমি যিনিকে) চেষ্টা করল। সে(সকলকে) সববেত করল এবং (তাদের সামনে) সজোরে ঘোষণা করল ও বলল : আমিই তোমাদের সেরা পাইলন কর্তা। ('সেরা' কথাটি এয়মিডেই প্রশংসনোর্ধে হোগ করল হয়েছে)। এতে প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য নয় যে, অন্য আরও পীজনকর্তা আছে। অতঃপর আল্লাহ তাকে পরুকানের ও ইহকানের শাস্তি দিলেন (ইহকানের শাস্তি নিমজ্জিত করা এবং পরুকানের শাস্তি জাহাজামে : প্রস্তুত করা)। নিষ্ঠ এতে আরা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। (অতঃপর বিহু-মতকে অস্তুব ও কঠিন মনে করার সুভিগত জগতীব দেওয়া হয়েছে)। তোমাদের (পুনর্বার) সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের ? (এটা অনেক দিক দিয়ে বলা হয়েছে)। নতুন আল্লাহর পক্ষে সব সৃষ্টিই সমান। বলা বাহ্য, আকাশের সৃষ্টিই অধিক কঠিন। এই কঠিনতর সৃষ্টিই স্থন তিনি সম্পন্ন করেছেন, তখন তোমাদের সৃষ্টি আর কি কঠিন হবে। অতঃপর আকাশ সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে)। আল্লাহ একে নির্মাণ করেছেন, এর ছাদ উচ্চ করেছেন এবং সুবিনাশ করেছেন, (সাতে এর মধ্যে ফাটল, ছিপ ও জোড়া তালি না থাকে)। তিনি এর রাস্তাকে অঙ্ককারীছে করেছেন এবং এর সুর্যামোক শ্রকাশ করেছেন। (আকাশের রাস্তি ও আকাশের সুর্যামোক বলার কারণ এই যে, সূর্যের উদয় ও অন্ত দুর্গাদিবারাস্তি হয়। সূর্য আকাশের সাথে সম্পৃক্ষ)। এর পক্ষে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং (বিস্তৃত করে) এর মধ্য থেকে এ পানি ও ঘাস নির্মত করেছেন। তিনি পর্বতকে (এর উপর) প্রতিষ্ঠিত করেছেন—তোমাদের ও তোমাদের চতুর্পাদ জন্মদের উপকারীর্থে। (আসজ প্রয়োগ হিল আকাশ সৃষ্টি কিন্তু পৃথিবী সর্বদা সৃষ্টির সামনে থাকে বলে সত্ত্বত এর উরেখ করা হয়েছে)। এছাড়া আকাশের সমান না হলেও মানব সৃষ্টির চেয়ে পৃথিবী সৃষ্টি কঠিনতর। সুতরাং প্রমাণের সারাশর্ম এই যে, এমন এমন বস্তু স্থন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন ? অতঃপর পুনর্বারের পর দান প্রতিদানের বস্তু স্থন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন ? ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে)। অতঃপর স্থন মহাসংকট এসে আবে অর্থাৎ যানুষ হেদিন তার ক্ষতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্য জাহাজাম শ্রকাশ করা হবে, তখন যে বাস্তি সৌম্যালঘন করেছে এবং (পরুকানে জীবিষাসী হয়ে) পাথির, জীবনকে অচান্তিকান দিমেছে, তার ঠিকানা হবে জাহাজাম। পক্ষান্তরে যে বাস্তি (দুনিয়াতে আকাশে) তার পাইলনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ভয় করেছে (কলে কিয়ামত, পরকাল ও হিসাব-নিকাশ পুরোপুরি বিশ্বাস ছাপন করেছে) এবং খেয়াল-খূলী থেকে নিজেকে নিষ্পত্ত রেখেছে, (অর্থাৎ বিস্তৃত বিশ্বাসহ সৎ কর্মও সম্পাদন করেছে) তার ঠিকানা হবে জাহাজ। (সৎ কর্ম জাহাজের পথ)। এর উপর জাহাজ নির্ভরশীল নয়। কাফিররা অবৃকারের জন্যে কিয়ামতের সময় জিজ্ঞাসা করত, তাই অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে)। তারা আগনকে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কখন হবে ? এর বর্ণনার সাথে আগনার কি সম্পর্ক ? (কেননা, জারা আকাশেই বর্ণনা করা হায়)। অথচ আমি এর নিদিষ্ট সময় কাউকে বলিনি, বরং এর চরম জান তখু আগনার পাইলকর্তার কাছেই রয়েছে। আগনি তো কেবল

(সংক্ষিপ্ত স্ববর্ণের ভিত্তিতে) এমন বাক্তিকে সতর্ক করেম, যে একে ডুঁফ করে (এবং ডুঁফ করে দৈবীর আনে। আরা কিছামতের বাপারে ডিউচি করাহে, তাদের বুকে নেওয়া উচিত নে...) দ্বিদিন তারী একে দেখবে সেদিন (তাদের) মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে আজ্ঞাকলনিয়ের শেষাংশ অথবা এক দিনের প্রথমাংশ অবহান করাহে। (অর্থাৎ দুনিয়ার দীর্ঘজীবন ধাটো মনে হবে। তারা মনে করবে আজ্ঞাব বড় তাজ্জাতিছ এসে গোছে। সার কথা এই যে, ডিউচি কর কেন? যথন আসবে, তথন মনে করবে যে, দ্রুত এসে গোছে। তোমরা এখন আকে বিলম্ব মনে করাহ, তখন কিন্তু তা বিলম্ব মনে হবে না)।

আনুমতিক আন্তর্ব বিষয়

فَإِذْ عَاهَتْ وَالنَّازِعَ مَيْرَقٌ-শব্দটি উক্ত। অর্থকোন কিছুকে

উৎপাটন করা। —**أَغْرِاقُ وَغَرْقٌ**-এর অর্থ কোন কাজ নির্মাণে করা। বাক-পক্ষভিত্তিতে বরা হয় : —**أَغْرِقَ النَّازِعَ فِي الْقُرْسِ**— অর্থাৎ তৌর নিয়ে পক্ষকী ধনুকে খুঁজ শক্তি প্রয়োগ করাহে। সুরার উক্ততে ফেরেশতাগণের কতিপয় শুণ ও অবহা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। শপথের জওয়াব উচ্চ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কিছামত ও হাস্তর-মশর অবশ্যই হবে। ফেরেশত গণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও শৃঙ্খলা বিশ্বানে নিরোজিত রয়েছে কিন্তু কিছামতের দিন যথন বশনিষ্ঠ কার্যপাদি নিশ্চিয় হয়ে আবে এবং অসাধারণ পরিচ্ছিতির উচ্চব হবে, তখন ফেরেশতাগণই স্বাবজীম কর্ম নির্বাহ করবে। এই সম্বর্কের কারণে সুরায় তাদের শপথ করা হয়েছে।

এছলে ফেরেশতাগণের পৌঁচাটি বিশেষণ বলিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য, কিছামতের সত্ত্বাত বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু আরা এই বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। কেবলা, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্ম আধিক কিছামত হয়ে থাকে। কিছামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ। প্রথম বিশেষণ **وَالنَّازِعُ مَيْرَقٌ**

—অর্থাৎ নির্মাণে টেনে আৰা নির্গতকাৰী। এখনে আজ্ঞাবের সে সব ফেরেশতী বোঝানো হয়েছে, আরা কাফিৰের আজ্ঞা নির্মাণে বের করে। হেহেতু এই নির্মাণ আধিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জরুরী নহ। এ কারণেই কাফিৰদের আজ্ঞা প্রাপ্তী সহজে বের হতে দেখা আৰ কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মধ্যেই। তাৰ আজ্ঞার উপর যে নির্ময় কাণ্ড সংঘটিত হয়, তা কে দেখতে পাৰে। এটো তো আজ্ঞাই উচ্চ থেকেই জানা আৰ। তাই আলোচ্য আজ্ঞাতে অবৰ দেওয়া হয়েছে যে, কাফিৰদের আজ্ঞা টেনে টেনে নির্মাণে বের করা হয়।

وَالنَّشَاطُ مَنْشَطٌ-শব্দটি ন্য৷ থেকে উক্ত। অর্থ বীধন শুল্ক দেওয়া। কোন কিছুতে পানি আধবা আন্তাস প্রতি থাকল আদি তাৰ বীধন শুল্ক দেওয়া

হয়, তবে সেই গানি বা বাণিজ সহজে বের হয়ে আস। এতে মুমিনের আস্থা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, যে ক্ষেত্রেও মুমিনের রাহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অসামান্য রাহ কবজ করে—কর্তৃতা করে না। এখানেও বিষয়টি আধিক বিধার কোন মুসলিমান বরং সব কর্মপরামণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আস্থা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যাব না বে, তার প্রতি নির্ময়তা করা হচ্ছে—যদিও শারীরিকভাবে নির্ময়তা পরিদৃষ্ট হয়। অঙ্গত করার এই ক্ষেত্রে আস্থা বের করার সময় থেকেই বরুজের আস্থা সামনে এসে আস। এতে তার আস্থা অস্থির হয়ে দেহে আস্থাগোপন করতে চায়। ক্ষেত্রেও জোরে-জবরে টানা-কেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মুমিনের রাহের সামনে বরুজের সওয়াব নিয়ামত ও সুসংবোধ ক্ষেত্রে উঠে। ক্ষেত্রে সে প্রতিবেগে সে দিকে চুরতে চান্ত।

তৃতীয় বিশেষণ — سُبْحَانَ رَبِّ الْأَنْعَامِ — এর আভিধানিক অর্থ সত্ত্বরণ করা।

এখানে উদ্দেশ্য প্রতিবেগে চলা। নদীগথে কোন বাধা-বিল থাকে না। সত্ত্বরণকারী বাস্তি অথবা মৌকারোহী সোজা গভৰ্য আমের দিকে ধারিত হয়। এই সত্ত্বরণকারী বিশেষণ-টি ও মৃত্যুর ক্ষেত্রেও সাথে সঙ্গরযুক্ত। মানুষের রাহ কবজ করার পর তারা মৃত্যু পতিতে আকাশের দিকে নিয়ে আস।

চতুর্থ বিশেষণ — فَالسَّابِعُ مِنْ سَبْقَا — উদ্দেশ্য এই যে, যে আস্থা ক্ষেত্রেও সাথের হস্তগত হয়, তাকে ডাল অথবা মদ ঠিকানায় পৌছানোর কাজে তারা মৃত্যুর একে অগ্রকে ডিলিখে আস। তারা মুমিনের আস্থাকে জাহাতের আবহাওয়ার ও নিয়ামতের জাহাগীর এবং কাক্ষিকের আস্থাকে জাহাগীরের আবহাওয়ার ও আস্থাবের জাহাগীর পৌছিয়ে দেয়।

পঞ্চম বিশেষণ — فَالْمَدْبُرَاتِ أَمْرًا — মৃত্যুর ক্ষেত্রেও সর্বশেষ কাজ এই

যে, যে আস্থাকে সওয়াব ও আরোহ দেওয়ার আদেশ হয়, তারা তার জন্য সওয়াব ও আরোহের ব্যবস্থা করে এবং তাকে আস্থাব উ কল্পে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্য আস্থাব ও কল্পের ব্যবস্থা করে।

কবরে সওয়াব ও আস্থাব : উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কোনো-শক্তাগণ মানুষের মৃত্যুর সময় আগমন করে রাহ কবজ করে আকাশের দিকে নিয়ে আস, ডাল অথবা মদ ঠিকানায় প্রতিবেগে পৌছিয়ে দেয় ও সেখানে সওয়াব আস্থাব আস্থাব এবং কল্প অথবা সুখের ব্যবস্থা করে। এই আস্থাব ও সওয়াব কবরে অর্থাৎ বরুজে হবে। হাশেরের আস্থাব ও সওয়াব এর পরে হবে। সহীহ হাদীসসমূহে এর বিশেষ বিবরণ নিপিয়েছে আছে। মসনদে আহমদের ব্যাপ্ত দিয়ে মেশকাতে এন্দসচ্ছাক্তি হয়ত বারা ইবনে ঝাইবে (রা)-এর একটি দৌর্য হাদীস বলিত আছে।

নক্স ও রাহ সম্বর্কে কাবী সানাতুরাহ (র)-র উপাদের বক্তব্য : ডক্সৌরে আব-হায়ীর বরাত দিয়ে নক্স ও রাহের অরূপ সম্বর্কে কিছু আলোচনা সুরা হিজরের আস্থাতে

উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কাবী সানাউজেহ্ পানিপথী (র) এ হলো জিপিবজ্জ্বল করেছেন। এসব তথ্যের মধ্যে অনেক অন্ধের সমাধান পাওয়া যায়। নিচের তা
টুকুত করা হলো :

হস্তরত দ্বারা ইবনে আবেব (র)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের নক্স
উপাদান চতুর্ভুজ দ্বারা গঠিত একটি সূর্য দেহ, যা তার জড় দেহে নির্দিত আছে। দার্শনিক ও
চিকিৎসাবিদগণ একেই রাহু বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের রাহু একটি অশ্রীরী
আঙ্গাহুর নৈপুণ্য, যা নক্সের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং নক্সের জীবন এর উপরই নির্ভর-
শীল। ফলে এটা বেন রাহের রাহু। কারণ, দেহের জীবন নক্সের উপর এবং নক্সের জীবন
এর উপর নির্ভরশীল। নক্সের সাথে এই রাহের বৈ সম্পর্ক, তার অরূপ প্রস্তাৱ ব্যাতীত কেউ
জানে না। নক্সকে আঙ্গাহু ডাঁ'আলা বীৱৰ কুদুরত দ্বারা এখন একটি আয়না সদৃশ করেছেন,
যাকে সুর্যের বিপরীতে বৈথে দেওয়া হয়েছে। সুর্যের আলো তাতে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে
সে বিজেও সুর্যের ন্যায় আলো বিকিৰণ করে। মানুষের নক্স বাদি ও হৌর শিক্ষা অনুযায়ী
সাধারণ পরিপ্রেক্ষণ করে তবে সে বিজেও আলোকিত হয়ে যায়। নতুনা সে জড় দেহের বিরূপ
প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এই সূর্য দেহ তথ্য নক্সকেই প্রেরণতাগত উপরে নিয়ে
যায়। অতঃপর সম্মান সহকারে নিচে অনেক দিন সে আলোকিত হয়ে থাকে। নতুনা তার জন্য
আকাশের দ্বারা খুলে না এবং উপর থেকেই নিচে সজোরে নিচেক করা হয়। এই সূর্য দেহ
সম্পর্কেই উপরোক্ত হাদীসে আছে যে, আমি একে পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, এতেই
কিরিয়ে আমব এবং পুনরায় এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি কৰিব। এই সূর্য দেহই সহ কর্ম সম্পাদ-
নের মাধ্যমে আলোকিত ও সুগঞ্জন্য হয়ে যায় এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে দুর্গঞ্জন্য হয়ে
যাব। জড় দেহের সাথে অশ্রীরী রাহের সম্পর্ক সূর্য দেহ অর্থাৎ নক্সের মাধ্যমে ছাপিত
হয়। অশ্রীরী রাহু মূল্যের অঙ্গুত্বাত্মক পড়ে না। কবরের আধ্যাব এবং সওয়াবও নক্সের সাথে
জড়িত থাকে। কবরের সাথে এ নক্সেরই সম্পর্ক থাকে এবং অশ্রীরী রাহু ইঞ্জিয়োনে অবস্থান
করে পরোক্ষভাবে নক্সের সওয়াব এবং আধ্যাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। এভাবে রাহু কবরে
থাকে কথাটি নক্স কবরে থাকে আর্থে বিশুল এবং নক্স রাহু জগতের অথবা ইঞ্জিয়োনে থাকে
কথাটি রাহু থাকে আর্থে নির্ভুল। এর ফলে বিভিন্ন রেওয়াজেতের অসামাজিক দূর্বল হয়ে যাব।
অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা, এতে প্রথম রাহুকার দ্বারা সমষ্টি বিশের ধৰণসম্পত্তি, কিডীয়
কুর্দাকার দ্বারা সমষ্টি বিশের পুনৰ্ষ সৃষ্টি এবং এ সম্পর্কে কাঙ্ক্রিয়দের আপত্তি ও তার জওয়াব

উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্যে বলা হয়েছে : **سَاهِرٌ — فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ**

অর্থ সমতল যথাদান। কিয়ামতে পুনরায় যে কুপৃষ্ঠ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে
কুর্দা-লিপি, আহাত-পর্বত, টিলা ইত্যাদি, কিছুই থাকবে না। একেই **سَاهِرٌ** বলা হয়েছে।
অতঃপর কিয়ামত অবিস্মাদের হঠকারিতা ও শৰ্কুতার ফলে রসুমুজাহ (সা) যে মর্মপীঢ়া
অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে হস্তরত মুসা (আ) ও কিয়ামতের ঘটনা উল্লেখ করা
হয়েছে এবং ইমিত করা হচ্ছে যে, শৰ্কুতা কেবল আগনাকেই কল্প দেয়নি, পূর্ববর্তী

পরমপরাগণও শব্দের পক্ষ থেকে দারুল মর্মগীড়া অনুভব করেছেন। তাঁরা সবর করেছেন। অতএব, আপনারও সবর করা উচিত।

نَالَ — فَأَخْذَهُ اللَّهُ نَكَلَ إِلَّا لِخَرَةٍ وَإِلَّا لِنِي

শাস্তি, যা দেখে অন্যাও আজিত হয়ে আয়। ۴ خَرَةٍ — نَالَ — دরিয়ার নিমজ্জিত হওয়ার আবাব। অতঃপর মনে মাটিতে পরিষ্কত হয়ে থাওয়ার পর পুনরজীবন করাপে হবে। কাফিরদের এই বিশ্ময়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এতে নড়োমঙ্গল, ভূমগ্ন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহের উজ্জ্বল করে অনবধান আনুষকে হাঁপিয়ার করা হয়েছে, বে মহান সজা কোনরূপ উপকরণ ও হাতি-য়ার বাতিলেকেই এসব অহাসৃষ্টিকে প্রথমবার অঙ্গিত সান করেছেন, তিনি এবিধি এন্ডোর ধর্মসপ্রাপ্তির পর পুনরাবৃ সৃষ্টি করে দেন, তবে এতে বিশ্ময়ের কি আছে? এরপর আবার কিয়ামত দিবসের কঠোরতা, প্রত্যক্ষের আয়নামা সামনে আসা এবং জাগ্রাতী ও জাহানামী-দের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে জাহানামী ও জাগ্রাতীদের বিশেষ বিশেষ আলাদত উপরিষিত হয়েছে, বাস্তুরা একজন মানুষ দুনিয়াতেই কয়সাজা করতে পারে যে, ‘আইনের দৃষ্টিতে’ তাঁর ঠিকানা জাগ্রাত, না জাহানাম। আইনের দৃষ্টিতে বলার কারণ এই যে, অনেক আঘাত ও হাস্তীস থেকে জানা আয় বে, কারও সুগারিলে অথবা সরাসরি জালাহ্র রাহতে কোন কোন জাহানামীকে জীব্বাতে পৌঁছানো হবে। কারও বেশায় এরাগ হলে সেটা হবে ব্যক্তিক্রমযৌ আদেশ। জাগ্রাতে অথবা জাহানামে থাওয়ার অসম বিধি তাই, যা এসব আঘাতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমে জাহানামীদের দুটি বিশেষ আলাদত বর্ণিত হয়েছে।

فَمَا مِنْ طَفْلٍ

— وَأَنْرَى الْعَوْنَى الدَّنَاهَا — এক. আজাহ তাঁজামা ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করা।

দুই. পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অপ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ যে কাজ অবশ্যই করলে দুনিয়াতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া আয় কিন্তু পরকালে তাঁর জন্য আবাব নির্দিষ্ট আছে, সে ক্ষেত্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অপ্রাধিকার দেওয়া। দুনিয়াতে বে ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি আলাদত পাওয়া আয়, তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে: فَإِنْ

— الْجَنِّيْمَ هِيَ الْمَادِيْ — অর্থাৎ জাহানামই তাঁর ঠিকানা। এরপর জাগ্রাতীদেরও দুটি

বিশেষ আলাদত বর্ণনা করা হয়েছে: وَمَا مِنْ خَاقَ سَقَامَ رَبَّهُ وَنَهَى

النَّفْسُ مَنِيٌّ؛ لَهُوَ يٰ—এক. দুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সময় এবাপ করা হে, একদিন
আল্লাহ তা'আলার সামনে উপহিত হরে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। দুটি অবেদ খেয়াল-
খূশী চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত রাখা। হে বাতিল দুনিয়াতে এই দুটি শুণ আর্জন
করতে সক্ষম হয়, কোরআন পাক তাকে সুসংবোধ দেয় : **فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى**
অর্থাৎ জীবনাতেই তার প্রতিকান্ত।

খেয়াল-খূশীর বিরোধিতার তিনি তরঙ্গ : আলোচ্য আল্লাতে আল্লাত তিকানা হওয়ার
দুটি শর্ত বাতিল করা হচ্ছে। চিন্তা করলে দেখা আয় হে, ফলাফলের দিক দিয়ে এভাবে একই
শর্ত। কারণ, প্রথম শর্ত হচ্ছে আল্লাহ'র সামনে জবাবদিহির তরঙ্গ এবং বিভীষণ শর্ত নিজেকে
খেয়াল-খূশী থেকে বিরত রাখা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ'র তরঙ্গই মানুষকে খেয়াল-খূশীর অনুসরণ
থেকে বিরত রাখে। কাহী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) কফসীরে যাইছানীতে খেয়াল-খূশীর
বিরোধিতার তিনটি তরঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

প্রথম তরঙ্গ এই হে, যেসব প্রাণ আকীদা ও বিশ্বাস কোরআন, হাদীস এবং ইজমার
বিপরীত, সেগুলো থেকে আল্লারকা করা। কেউ এই তরঙ্গে পেঁচালেই সে সুন্মুসলিমান
কথিত হওয়ার ঘোষণা হয়।

মধ্যম তরঙ্গ এই হে, কোন গোনাহ করার সময় আল্লাহ'র সামনে জবাবদিহির কথা চিন্তা
করে গোনাহ থেকে বিরত থাকা। সন্দেহজনক কাজ থেকেও বিরত থাকা এবং কোন আজের
কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে কোন নাজায়ের কাজে লিপ্ত হওয়ার অশিক্ষা দেখা দিলে সেই
জায়ের কাজ থেকে বিরত থাকাও এই মধ্যম তরঙ্গের পরিপন্থ। হবরত নোবান ইবনে
বনীর (রা)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : হে বাতিল সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত
হর, সে তার আবক্ষ ও ধর্মকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে হে বাতিল সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত
হর, সে পরিলেখে হারায় কাজে লিপ্ত হরে আবে। হে কাজে আয়ের ও নাজায়ের উভয়বিষয়ে
সন্তোষনা থাকে তাকেই সন্দেহজনক কাজ বলা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বাতিল মনে সন্দেহ
দেখা দেয় হে, কাজটি তার অন্য জায়ের না নাজায়ের। উদাহরণস্বরূপ জনৈক কুলু বাতিল অনু
করতে সক্ষম কিন্তু অনু করা তার অন্য ক্ষতিকরই হবে এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস নেই। এভাবে-
বস্তায় তায়াচ্ছ্যম করা জায়ের কিনা, তা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে এক বাতিল
দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে কিন্তু শুধু বেশী কষ্ট হয়। এমনিবস্তায় বসে নামাজ গড়া জায়ের
কিনা তা সন্দিধ হয়ে গেল। এবাপ ক্ষেত্রে সন্দিধ কাজ পরিভ্যাগ করে নিশ্চিত জায়ের কাজ
করা তাকওয়া এবং খেয়াল-খূশীর বিরোধিতার মধ্যম তরঙ্গ।

অক্ষয়ের তৃতীয় : যেসব বিষয়ের প্রকাশ গোনাহ, যেসব বিষয়ে খেয়াল-খূশীর বিরোধিতা
করার চেষ্টা করলে হে কেউ নিজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিন্তু কিন্তু
খেয়াল-খূশী এয়নও রয়েছে, যেগুলো ইবাদত ও সৎ কর্ম শামিল হয়ে থাকে। নিয়া, মাম-হল,
আক্ষণ্যাতি এমন সূক্ষ্ম গোনাহ ও খেয়াল-খূশী, যাতে মানুষ প্রাপ্তব্যই ধোকা থেকে নিজের কর্মকে

সাঠিক ও বিপুল অনে করতে থাকে। বলা যাইলো, এই খেলাল-খুলীর বিরোধিতা করাই সর্ব-প্রথম ও সর্ববিক জরুরী। কিন্তু এ থেকে আশুরকা করার একটি মাঝ অব্যর্থ ও অমৌখ ব্যবহার আছে। তা এই হে, এমন শাস্তি-কামের তীব্রাপ করে তাঁর কাছে আসাসম্পর্গ করে তাঁর প্রয়াত্ম অনুসারী কাজ করতে হবে, যিনি কোন সুদৃঢ় শাস্তির সৎসর্গে থেকে সাধনা করেছেন এবং নকসের দোষজ্ঞতি ও তাঁর প্রতিকার সম্বর্কে গভীর ভাবে আর্জন করেছেন।

শীর্ষ-ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেনঃ আমি প্রথম বয়সে কাঠমিত্রী ছিলাম। আমি নিজের সঙ্গে এক প্রকার শৈশিণ ও জনকার অনুভব করে বয়েকদিন রোমা রাখার ইচ্ছা করলাম, আত্মে এই জনকার ও শৈশিণ সুর হবে আমি। ঘটনাক্রমে এই রোমা রাখা অবস্থায় আমি একদিন শাস্তি-কামের ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র)-র খিদমতে উপর্যুক্ত হয়েছি। তিনি যেই মানদের জন্ম সৃহ থেকে আহোম আনন্দেন এবং আমাকেও খাওয়ার আদেশ দিলেন। অতএব পর বলেনঃ হে কাজি নিজের খেলাল-খুলীর বাস্তা, সে অতুল যদ্য বাস্তা। এই খেলাল-খুলী তাকে পথচার্চ করে ছাড়ে। তিনি আরও বলেনঃ খেলাল-খুলীর অনুসারী হয়ে থে রোমা রাখা হয়, তাঁর চেরে খানা খেয়ে নেওয়াই উচ্চতম। এসব কথাবার্তা শুনে আমি উপর্যুক্ত করতে পারলাম যে, আমি আশুরপ্রীতির শিকার হচ্ছিলাম এবং শীয়ত তা ধরে ফেলেছেন। তবুন আশুর বুকাতে বাকী রইল না যে, হিক্র-আশুর ও নকশ ইবাদতে কোন শাস্তি-কামের অনুভতি ও নির্মল সরকার। কেননা, শাস্তি-কামের নকশের চক্রান্ত আনন্দ, শুরুব। হে নকশ ইবাদতে নকশের চক্রান্ত থাকবে, তিনি তা করতে নিষেধ করবেন। আমি শাস্তি-কামের নিকট আরোহ করলাম, হহরত, পরিভাষার স্বাক্ষেক ফানাফিলাহ ও বাকাবিলাহ বলা হয়, এরপ শারীর পাওয়া না গেলে কি করতে হবে? শীয়ত বলেনঃ এরাগ পরিষিতির সম্মুখীন হলে প্রত্যেক ওয়াকের নামায়ের পর বিশ্বার করে দৈনিক একশ বার ইতেগকার করা উচিত। কেননা, রসূলে করীম (স) বলেনঃ আমি মাঝে মাঝে অন্তরে মজিনতা অনুভব করি। তবুন আমি প্রত্যাহ একশ বার ইতেগকার অর্থাৎ তা'আলার কাছে কয় আর্থনা করি।

খেলাল-খুলীর বিরোধিতার তৃতীয় প্রক এই হে, অধিক হিক্র, অধ্যবসায় ও সাধনার যাধ্যায়ে নকশকে এমন পরিষ্ক করা, যাতে খেলাল-খুলীর চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট না থাকে। এটা বিশেষ ওজনীয়ের প্রক এবং তা সেই বাতিলই হাসিল হয়, যাকে সুকী বুরুর্গগণের পরিভাষার ফানাফিলাহ ও বাকাবিলাহ বলা হয়। এই প্রোগীর ওজনগণের সম্বর্কেই কোরআনে শফতানকে সর্বোধম করে বলা হয়েছেঃ

أَنْ عِبَادٍ فِي لَهُسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
—অর্থাৎ আমার বিশেষ বাস্তাদের

উপর তোর কোন ক্ষতিতা চলাবে না। এক হানীসেও তাঁদের সম্বর্কে বলা হয়েছেঃ ॥
—أَحدَمْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ ذَوَّا لِمَا جَنَّتْ ۚ —অর্থাৎ কোন বাতিল ততক্ষণ
কামের মুরিম হতে পারে না, অন্তক্ষণ তাঁর খেলাল-খুলী আমার শিক্ষার অনুসারী না হয়ে থাক।

কাফিলরা রসূলীয় (সা)-ক কিরামতের নিদিষ্ট দিন-তারিখ ও সময় বলে দেওয়ার জন্য পৌঁছাপীড়ি করত। সুরার উপসংহারে তাদের এই হঠকারিতার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। জওয়াবের সারমর্য এই যে, আজ্ঞাহ্ তা'আজা স্থীর অপার রহস্য বলে এ বিষয়ের জ্ঞান নিজের অনাই নিদিষ্ট রেখেছেন। এই সংবাদ কোন ফেরেশতো অথবা রসূল (সা)-কে তিনি দেন নি। কাজেই এ স্থায়ী অসার।

سورة عبس

সূরা আবস

মঙ্গল অবস্থা : ৪২ আয়াত, ১ রক্ত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبْسٌ وَتَوْلَىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَغْنَىٰ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعْلَهُ يَرْسِكُ ۝ أَوْيَنْ كُوْ
 فَتَنَفَعُهُ التَّكْرِيْتُ ۝ أَمَا مَنْ اسْتَغْفَىٰ ۝ فَإِنَّ لَهُ تَصْدِيْرَهُ ۝ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا
 يَرْسِكُ ۝ وَأَنَّا مَنْ جَاءَهُ كُوْسِكُ ۝ وَهُوَ يَكْسِيْهُ ۝ فَإِنَّ عَنْهُ تَلْهِيْنَ ۝ كَلَّا إِنَّهَا
 تَذَكِرَةٌ ۝ فَإِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۝ فِي صُنْفِ تَكْرِيْمَتِهِ ۝ حَرْفُوْعَةٌ مَطْفَوْتَهُ ۝ يَا يَدِيْ
 سَفَرَتِهِ ۝ كَمَا يَرْبَرَقُ ۝ قُتِلَ إِلَّا سَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝
 مِنْ نُطْفَةٍ، خَلْقَةٍ فَقَدَرَهُ ۝ ثُرَّ الشَّيْئِلَ يَتَرَهُ ۝ ثُرَّ آيَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝ ثُرَّ
 إِذَا شَاءَ أَشْرَهُ ۝ كَلَّا لَتَأْتِيَنَّ مَا أَمْرَهُ ۝ فَلَيَنْظُرُ إِلَيْنَا إِلَى طَعَامِهِ ۝
 أَلَا صَبَبَنَا اللَّهُ صَبَبَنَا ۝ ثُرَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّاً ۝ فَأَبْتَثَنَا فِيهَا حَيَاةً ۝ وَعَنْهَا
 وَقَضَيَا ۝ وَزَيَّنَنَا وَنَخْلَا ۝ وَحَدَّ أَبْقَى عَلِيَاً ۝ وَقَرَاهَهُ وَأَيْمَانَ
 لَكْحَرَ وَلَا تَعْلَمُكُمْ ۝ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ ۝ يَوْمَ يَغْرِيُ الْمَرْءَ مِنْ أَخْيَاهُ
 فَأُولَئِكَهُ وَالْيُونِيْهُ وَصَاحِبَتِهِ وَرَبِّيْنِهِ ۝ لِكُلِّ أُمْرٍ يَقْتَلُهُمْ يَوْمَيْنِ شَانْ
 يُغْزِيْنِهِ ۝ دُجُوْهَ يَوْمَيْنِ مُسْفَرَةٌ ۝ ضَاحِكَهُ مُسْتَبِشَرَةٌ ۝ دُوْجُوْهَ
 يَوْمَيْلِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝ أَوْلَيْكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

পরম করুণাময় ও জনীব সম্মুখুল আলোহুর নামে শুরু

(১) তিনি ঝুক্তিষ্ঠিত করমেন এবং যুধ কিরিয়ে বিলেন। (২) কারণ, তার কাছে এক অঙ্গ আগমন করল। (৩) আগনি কি জানেন, সে হলো পরিষত্ব হত, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত। (৫) নরস্ত যে বেশেরোঁ, (৬) আগনি তার চিন্তায় মলতল। (৭) সে শুচ না হলে আগনার কোন দোষ নেই। (৮) সে আগনার কাছে দোড়ে আসলো (৯) এমতোবহুত যে, সে কর করে, (১০) আগনি তাকে জবতা করলেন। (১১) কথমও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। (১২) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে কবুল করবে। (১৩—১৪) এটা লিখিত কাছে সম্মানিত, উচ্চ, পরিষত্ব পরমস্মৃহ, (১৫) লিপিকারের হতে, (১৬) শারীর অহত, পৃথঃ চরিত। (১৭) আনুষ খৎস হোক, সে কত অহুতত্ত্ব। (১৮) তিনি তাকে কি বন্ধ থেকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) কত থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুপরিমিত করেছেন তাকে (২০) অতঃপর তার পথ অবস্থ করেছেন, (২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও ক্ষৰণ করেন তাকে। (২২) এতপৰ মধ্যে ইচ্ছা করবেন, তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) সে কথমও ক্ষতিত যাবিলি, তিনি তাকে যা আবশ্য করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। (২৪) আনুষ তার আচেতন প্রতি জন্ম করতে। (২৫) আমি আশৰ্য্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। (২৬) এতপৰ জাবি কৃতিক কিনীর করেছি। (২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) আবৃত, ধাক-অবরুদ্ধ, (২৯) অভ্যন্তর, অভ্যন্তর, (৩০) সব উদ্যান, (৩১) ফল এবং ঘাস (৩২) তোমাদের ও তোমাদের চতুর্বাহু জন্মের উপকারার্থে। (৩৩) অতঃপর যেদিন কর্মবিদারুক নাম আসবে, (৩৪) যেদিন পরাজয় করবে আনুষ তার জাতার কাছ থেকে, (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার গৃহী ও তার সত্তানদের কাছ থেকে। (৩৭) যেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিঠা আসবে, যা তাকে বাতিলাত্ত করে রাখবে। (৩৮) অনেক শুধুমাত্র যেদিন হবে পৃথিবী, (৩৯) অহাস্য ও প্রকুপ। (৪০) এবং অনেক শুধুমাত্র যেদিন হবে ধূলি ধূস্তিত। (৪১) তাদেরকে কমিয়া আচম্ব করে রাখবে। (৪২) তারাই কাফির প্রাপ্তিতের সম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে-নুলুল : এসব আয়োত অবতরণের কাহিনী এই যে, একবার রসুলুল্লাহ (সা) মুজিসে বসে কিছু মূল্যবিক সরদারকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের এই নামও বর্ণিত আছে—আবু জাহান ইবনে হিসাম, শুভবা ইবনে কুবীয়া, ঈশ্বাই ইবনে খলফ, উগাইয়া ইবনে খলফ। ঈতিহাসে অঙ্গ সাহাবী আবসুল্লাহ ইবনে ঈলেয় অকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রসুলুল্লাহ (সা)-কে কিছু বিত্তের করেন। এই বাক্য বিবরণিতে তিনি বিবরণিবোধ করলেন এবং তার দিকে তাকাইলেন না। তাঁর চোখে-যুথে বিমুক্তির দেখা কুটে উঠল। কখন তিনি মজলিস জাপ করে শুনে কওয়ানা হলেন, তখন প্রাচীর লক্ষণাদি কুটে উঠল এবং আলোচা আশ্বাসস্মৃহ করতোৰ্ব হল। এই ঘটনার পর অধ্যনই এই অঙ্গ সাহাবী রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে আসতে, অধ্যনই তিনি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।—(দুরারে মনসুর) আবারে এই ঘটনা সম্ভবে বলা যাবে।

পদসম্মত (সা) জনুকিত করলেন এবং তাকাজেন না। কারণ, তাঁর কাছে এক অজ্ঞ আগমন করল। (এখানে অনুপস্থিত পদবাটো বলা হচ্ছে। এতে বজ্ঞান চরম দর্শা ও অনুকূল্যা এবং প্রতিগক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে। কারণ, এতে প্রতিগক্ষে মুখোযুধি দোষারোগ করা হয়নি। অতঃপর বিমুক্তির সদেহ দূরীকরণার্থে উপস্থিত পদবাটো বলা হচ্ছে :) আগনি কি জানেন সে (অর্থাৎ অজ্ঞ সাহাবী আগমনার শিক্ষা দ্বারা) হয়তো (পুরোগুরি) শুন্দ হত অথবা (কমগতে কোন বিশেষ ব্যাপারে) উপদেশ ঘটপ করত এবং উপদেশে তাঁর (কিছু না কিছু) উপর্যুক্ত হত। পরত হে বাজি (ধর্ম থেকে) বেপরোয়া আগনি তাঁর চিহ্নার ম্যান্ডল হন। অথচ সে শুন্দ না হলে আগমনার কোন দোষ নেই। (তাঁর বেপরোয়া ভাব উভেধ করে তাঁর প্রতি বেশী মনোযোগী না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)। যে বাজি আগমনার কাছে (দৌনের আগ্রহে) দৌড়ে আসে এবং সে আজাহকে করে করে, আগনি তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। [এসব আজাহে রসুলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর ইজতিহাদী ঝাঁপি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এই ইজতিহাদের উৎস হিস এই যে, শুরুতপূর্ণ কাজ আগে সম্পাদন করাই সর্বজনোকৃত। রসুলুল্লাহ (সা) কুকুরের তীব্রতাকে শুরুতের কারণ হবে, ব্যথন উভয় রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী হয়। কিন্তু শুরুতর রোগী হনি চিকিৎসা প্রত্যাশী না হয় বরং চিকিৎসার বিয়োধিতা করে, তবে যে রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী সে-ই অপ্রাধিকার পাবে হনি তাঁর রোগ খুব হারকা হয়। অতঃপর মুশরিকদের প্রতি এত বেশী মনোযোগী না হওয়ার কথা বলা হচ্ছে : আগনি ভবিষ্যতে] কখনও এন্দুর করবেন না। (কেননা) কোরআন (নিষ্ক একটি) উপদেশবাণী। (আগমনার দায়িত্ব কেবল প্রচার করা)। অতঃপর, যে ইচ্ছা করবে সে একে কল্পন করবে। (যে কল্পন করবেন না, তাঁর কারণে আগমনার কোন ক্ষতি হবে না। এইত্ব-ব্যয় আগনি এত শুরুত দিচ্ছেন কেন? অতঃপর কোরআনের উপাদানী বর্ণনা করা হয়েছে যে) এটা (অর্থাৎ কোরআন জওহে মাহ্কুমের) সম্মানিত, (অর্থাৎ গৃহসন্মুক্ত ও মকবুল) উচ্চ অর্ধাদাসম্পর (কেননা, জওহে মাহ্কুম আরশের নিচে অবস্থিত) পবিত্র সহীফাসমূহে লিখিত আছে (দুর্ভিতি শর্যান সেখানে দৌচিতে পারে না। আজাহ বলেন : ৩৫০২ ।

৩৫০২। মহৎ ও পৃথক চরিত্র মিশিকারদের (অর্থাৎ ফেরেশতাগণের) হত্তে।

[এসব উগ জাপন করে যে, কোরআন আজাহৰ কিতাব। জওহে-মাহ্কুমে একই বস্ত। কিন্তু এর অশেসমুহকে সুহক (সহীফাসমুহ) বলে বাস্ত করা হয়েছে। ফেরেশতাগণকে লিপিকার বলা হয়েছে। কারণ, তাঁরা আজাহৰ আদেশে জওহে মাহ্কুম থেকে লিপিবদ্ধ করে। আজাহসমূহের সারমর্ম এই যে, কোরআন আজাহৰ পক্ষ থেকে উপদেশবাণী। আগনি উপদেশ স্তুনিরে দায়িত্বযুক্ত হয়ে আবেন—কেউ ঈমান আনুক বা না আনুক। সুতরাং এ ধরনের

অপ্রাপ্তিকার দেওয়ার কোন প্রমোজন নেই। অতঃপর কাফিরদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে বে] মানুষ (অর্থাৎ কাফির মানুষ, আরা এবেন উপদেশবাণী আরা উপরূপ হয় না, বেমন আবু জাহাজ প্রযুক্ত। তারা) খেংস হোক। সে কত অকৃতত ! (সে দেখে না বে) আজাহাজ তাকে কি বন্ধ থেকে স্তিষ্ঠ করেছেন, (অর্থাৎ তুচ্ছ বস্তু) শুরু থেকে তাকে স্তিষ্ঠ করেছেন, অতঃপর (তার অর-প্রতিজ্ঞাকে) সুগরিমিত করেছেন, অতঃপর তার (বের হওয়ার) পথ সহজ করেছেন। (সেমতে এমন অপ্রশংস্য জাঙ্গা দিয়ে এমন সৃষ্টাম শিখের বিবিজে বের হবে আসা আজাহাজ ক্ষমতা ও শক্তিমত্তাই ভাগন করে)। অতঃপর (বহস দেশ হলো) তার পুরুষ ঘটান এবং কবরহ করেন। এরপর স্বধন আজাহাজ ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (উদ্দেশ এটি যে, আজাহাজ এসব কর্ম প্রমাণ করে থে. মানুষ আজাহাজ তাঁ'আলার কুদরতের অধীন এবং তাঁ'র নিয়মামত ভোগ করে। সুতরাং তাঁ'র আনুগত্য করা ও তাঁ'র প্রতি ঈশ্বান আমাঃ জরুরী ছিল। কিন্ত) সে কখনও কৃতত হবানি এবং তিনি বে আদেশ করেছিলেন, তা পূর্ণ করেনি। অতএব, মানুষ (তার স্তিষ্ঠের প্রাথমিক অবস্থার প্রতি জোড়া করার পর বেঁচে থাকা ও আরাম-আবেশ করার উপকরণাদির প্রতি জোড়া করুক। উপা-হরণত সে) তার খাদ্যের প্রতি জোড়া করুক, (যাতে তা কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ও ঈশ্বান আমার কারণ হয়। অতঃপর জোড়া করার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে থে) আবি আশচর্ত উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর ভূমিকে বিদীর্ঘ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙুর, শাক-সবজি, বয়লুন, ধৰ্জুর, ঘন ঝুন্দান, ফল ও ঘাস। (কিন্তু) তোমাদেরও (কিন্তু) তোমাদের চতুর্লাদ জন্মদের উপকারীর্থে। (এগুলো নিয়মামত ও কুদরতের প্রয়োগ। এ-ভূমির জ্যোতিকাটি কৃতজ্ঞতা ও ঈশ্বান দাবী করে, অতঃপর উপদেশ করুণ মা করার শক্তি ও করুণ করার সওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ এখন তো তারা অকৃতজ্ঞতা ও কুকুর করে) অতঃপর সেদিন কর্ণবিদ্যুরক মাদ আসবে, (অর্থাৎ কিয়ামত শুরু হবে, স্বধন সব অকৃতজ্ঞতার মজা টের পেবে আবে। অতঃপর সেদিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে থে) সেদিন (উপরে বিনিত) মানুষ পক্ষাফন করবে তার ছাতা, মাতা, পিতা, জ্ঞানী ও সন্তানদের কাছ থেকে। (অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি দরদ দেখাবে না, বেমন অন্য আঁচাতে আছে

مَيْسِنْ حَمْمَمْ حَمْمَمْ —— কারণ) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, বা তাকে অপর থেকে নিলিপ্ত রাখবে। (অতঃপর মু'মিনদের ও কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) অনেক মুখ্যগুল সেদিন (ঈধীনের কারণে) উচ্ছব, সহস্য ও প্রকৃত হবে এবং অনেক মুখ্যগুল সেদিন কুকুরের কারণে, ধূলি ধূসরিত হবে। তাদেরকে কালিমা আচ্ছাদ করে রাখবে। তাজাই কাফির, পাপাচাকীর দল। (কাফির বলে তাজ বিশাসী এবং পাপাচাকী বলে ত্রাস্ত কর্মী হওয়ার প্রতি ইসিন্দ করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে ন্যুনে বলিত অবশ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উল্লে-মকতুব (রা)-এর ঘটনার ইয়াম বগভৌ (র) আরও রেওয়ারেত করেন থে, হয়েত আবদুল্লাহ (রা) অব হওয়ার কারণে একথা আনতে পারেন নি থে, অসুলুলুহ (সা) অন্যের সাথে অভোচনারত আছেন।

তিনি মজলিসে প্রাবেল করেই রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে আগুন্তোষ দিতে কৃত করেন এবং বায়বায় আওয়াব দেন।—(মাসহারী) ইবনে কাসীরের এক রেওয়ায়েতে আরও জাহে হে, তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পৌঢ়াপৌঢ়ি করেন। রসুলুল্লাহ্ (সা) তখন কাফির নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশশুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতৰা ইবনে রবীয়া, আবু জাহান ইবনে হিশাম এবং রসুলুল্লাহ্ (সা)-র পিতৃব্য অক্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হন নি। এসপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উল্লে মকতুম (রা)-র একাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভায়ায় তিক করা যায়লী প্রথ রেখে তাহফিল জওয়াবের জন্য পৌঢ়াপৌঢ়ি করা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বিরাজিত রেখে। এই বিরাজিত অধান কারণ ছিল এই হে, আবদুল্লাহ্ (রা) পাকা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রথ অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তার এই জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। এর বিপরীত কোরানেশ নেতৃবর্গ সব সময় মজলিসে আগমন করতো না এবং যে কোন সময় তাদের কাছে তবলীগও করা হত না। এসময়ে তারা মনেন্দিবেশ সহকারে উপদেশ প্ররূপ করতাছিল। ক্ষেত্রে তাদের ঈমান আন্য আশাভীত ছিল না। তাদের কথাবার্তা কেটে দিতে ঈমানের আশাই সুন্দরপরাহত ছিল। এ ধরনের পরিচ্ছিতির কারণে রসুলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উল্লে মকতুম (রা)-কে আমল দেন নি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিরাজি প্রকাশ করেন। তিনি কাফির নেতৃবর্গের সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর মজলিস সমাপ্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাবিল হয় এবং রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কর্ম-পক্ষতির বিপ্র সহায়োচনা করে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রসুলুল্লাহ্ (সা)-র এই কর্মপক্ষতি নিজের ইজতিহাদের উপর ডিজিশীল ছিল। তিনি কেবেছিলেন, যে মুসলমান কথাবার্তায় মজলিসের রৌতিনীতির বিরুদ্ধ পছ্যা অবলম্বন করে, তাকে কিছু ইশিয়ার করা দরকার, খাতে সে ভবিষ্যতে মজলিসের রৌতিনীতির প্রতি জরু রাখে। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উল্লে মকতুম (রা)-কে নিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এছাড়া কুফর ও শিরক বাহ্যত সর্বরাহত গোমাহ। এর অবসানের চিহ্ন আগে হওয়া উচিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে উল্লে মকতুম (রা) তো ধর্মের একটি শাখাগত বিষয়ের শিক্ষালভি করতে চেয়েছিলেন যাহা কিন্তু আলাহ্ তা'আলা তাঁর এই ইজতিহাদকে সঠিক অধ্যা দেন নি এবং ইশিয়ার করে দিয়েছিল। এখামে লক্ষণীয় বিষয় এই হয়, যে বাড়ি ধর্মীয় শিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে প্রথ করেছিল, তার জওয়াবের উপকারিতা নিশ্চিত, আর যে বিরুদ্ধবাদী, কথা ক্ষনতেও নাকার, তার সাথে কথা বলার উপকারিতা অনিশ্চিত। অতএব অবিশ্চিততে নিশ্চিতের উপর কিনাপে অগ্রাধিকার দেওয়া হায়? এটা সত্যি হে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উল্লে মকতুম (রা)

—^১ অঞ্চল ব্যবহার
মজলিসের রৌতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন কিন্তু কোরআন
করে তাঁর ওহর বর্ণনা করে দিয়েছে বে, তিনি অজ্ঞ ছিলেন। তাই দেখতে সক্ষম ছিলেন
না যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) এখন কি কাজে মশশুল আছেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে।
সুতরাং তিনি অক্ষমাহ ছিলেন এবং বিমুখতা প্রদর্শনের পাই ছিলেন না। এ থেকে আন্য শাক

বে, কোন অপারক ব্যক্তির দ্বারা অভ্যন্তরীনে মজলিসের হৌতিনৌতির বিরচকাটরণ হয়ে সেগুলো
তা নিষ্পার্শ হবে না।

۱۰۷—مَوْسَى وَتَوْتِي—প্রথম শব্দের অর্থ কল্পটতা অবস্থান করা এবং চোখে-মুখে

বিরচি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে দেওয়া। এটা মুখেমুখি সহৈধন
করে উপরিত পদবাট্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কোরআন
পাক অনুপস্থিত পদবাট্য অবস্থান করেছে। এতে ডর্সনার হুমেও রসূলুল্লাহ (সা)-র
সম্মানের প্রতি অক্ষয় রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, কাজটি থেম অন্য কেউ
করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী

وَمَا دُبُّرِيَ—(আপনি কি জানেন ?) বাকে রসূলুল্লাহ (সা)-র ওহরের দিকে

ইলিত করে বলা হয়েছে, আপনার ঘনোঙ্গোপ এদিকে বিবজ্ঞ হয়নি যে, সাহাবীর জিভা-
সিত বিহুরের উগকারিতা নিশ্চিত এবং কাফিরদের সাথে অংশোচনার উপকারিতা অনি�-
শিত। এ বাকে অনুপস্থিত পদবাট্যের পরিবর্তে উপরিত পদবাট্য অবস্থান করার মধ্যেও
রসূলুল্লাহ (সা)-র সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা, এদি কোথাও উপরিত পদ-
বাট্য ব্যবহার করা না হত, তবে সন্দেহ হতে পারত বে, এই কর্মপক্ষতি অপছন্দ করার
কারণেই মুখেমুখি সহৈধন বর্জন করা হয়েছে। এটা রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্য অসহনীয়
কল্পের করণ হত। সুতরাং প্রথম বাকে অনুপস্থিত পদবাট্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয়
বাকে উপস্থিত পদবাট্য ব্যবহার করা—উভয়টির মধ্যে রসূলুল্লাহ (সা)-র সম্মান ও
মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَعْلَةٌ يَزِّ كَيْ أَوْيَدْ كَرْ فَتَنْفِعَهُ الدَّكْرِي—অর্থাৎ আপনি কি জানেন, এই

সাহাবী বা জিভাসা করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তশ্বারা পরিশুল্ক হতে পারত
কিংবা কর্মক্ষেত্রে আঝাহুকে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। **دَكْرِي**
শব্দের অর্থ আঝাহুকে বছর পরিমাণে স্মরণ করা।—(সিলাহ)

এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—**يَزِّ كَيْ** ও **أَوْيَدْ كَرْ**—প্রথমটির অর্থ পাক-পবিত্র
হওয়া এবং দ্বিতীয়টির অর্থ উপদেশ লাভ করা। প্রথমটি সৎকর্মপরামর্শ আঝাহুকীরদের
ক্ষেত্র। দ্বিতীয়টি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বশক্তির নোংরায় থেকে পাক-সাফ করে
নেব। এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের পথে চলার প্রথম স্তর। কারণ, যে আঝাহুর মাহাত্ম্য ও ক্ষয় তার
মনে উপস্থিতি থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সাহাবীকে শিক্ষা দিলে তাকে এক না এক
উপকার হতই—প্রথমটি, না হয় দ্বিতীয়টি। উভয় প্রকার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।
—(মাহবুরী)

ক্ষতার ও দিক্ষার একটি উচ্চতপূর্ব কোরআনী মুসলিমি : একেরে রসুলুল্লাহ (সা)-র সামনে একই সময়ে দুটি কাজ উপরিত হয়—১. একজন মুসলমানকে শিক্ষা দান ও তাঁর মনস্তুচ্ছি বিধান এবং ২. অমুসলমানদের হিদায়তের দিকে মনোযোগ। কোরআন পাকের ইরান একথা সুন্দরে ভূলোহে থে, প্রথম কাজটি বিজীব্র কাজের অপ্রয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রথম কাজের কারণে প্রথম কাজে বিলম্ব করা অথবা ছুটি করা যৈথে নহ। এথেকে আবান গেজ থে, মুসলমানদের শিক্ষা ও সংশোধনের চিকিৎসা অমুসলমানকে ইসলামে অক্ষর্তৃত করার চিকিৎসা থেকে অধিক উচ্চতপূর্ব ও অপ্রয়োগ।

এতে দেশব আলিমের জন্য উচ্চতপূর্ব দিকনির্দেশ রয়েছে, যারা অমুসলমানদের সম্বেদ সূরীকরণ এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ণ করার ধার্তিয়ে এমন সব কাণ্ড করে বসেন, অল্পাকার সাধারণ মুসলমানদের মনে সম্বেদ-সংশয় অথবা অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে আসে। তাদের উচিত এই কোরআনী দিক নির্দেশ অনুষ্ঠানী মুসলমানদের সংরক্ষণ ও অবস্থা সংশোধনকে অপ্রাধিকার দেওয়া। আকবর খলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন :

بِ وَفَا سَمْبَاطِي تَهْلِكَ اَهْلَ حَرَمٍ اَسْتَعِي
بِرَوَالْجَعْلِ اَدَى كَهْدَنْ يُبَدِّلَنَا مَىْ هَلْيَ

গরবতী আয়াতসমূহে কোরআন পাক এ বিষয়টিই পরিকারভাবে বর্ণনা করেছে। **أَمَّا مَنْ أَسْتَغْفِي فَآذَنْتَ لَهُ تَعْذِي** অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেগোড়া ভাবে প্রদর্শন করছে, আপনি তাঁর চিকিৎস অন্তর্ভুক্ত আছেন থে, সে কোনোরূপে মুসলমান হোক। অথবা এটা আপনার সাম্যত্ব নহ। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পরামুক্তের যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অর্থের দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহকে তফাউ করে, আপনি তাঁর দিকে অনোয়োগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রসুলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অক্ষর্তৃত করার চিকিৎসা করা থেকে অধিক উচ্চতপূর্ব ও অপ্রয়োগী। এর চিকিৎসা অধিক করা উচিত। অতঃপর কোরআন থে উপদেশবাদী এবং উচ্চমর্যাদাসম্পর্ক, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

فِي مَكْثُوفِ مَكْثُوفٍ مَرْفُوعٍ مَرْفُوعٍ مَطْهُورٍ
বলে জাগে যাহুন্নুব বোঝানো
হয়েছে। এটা অদিও এক বন্ধ কিন্তু সমস্ত ঐশ্বী সহীকু এতে প্রিপ্তি আছে বলে একে বহু-
বচনে প্রকাশ করা হয়েছে। **مَرْفُوعٍ**-বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং
مَطْهُورٍ-বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক যানুষ, হাতোব ও বেকাসওয়াজী নারী এবং
অবৃদ্ধীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

إِنَّمَا فِي سَفَرٍ وَسَفَرٍ وَسَفَرٍ—**بِيَدِيْ سَفَرٍ**—এর বহুবচন হতে পারে। অর্থ

হবে লিপিকার। এমতোবছার এই শব্দ দ্বারা ফেরেলতা কেন্দ্রীয়-কান্তেবীন অথবা পঞ্জগন্ধরগণ এবং তাঁদের ওহী মেধ কগণকে বোঝানো হবে। এটা হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র)-এর তফসীর।

تَعْلِمُونَ—يَقْرَأُونَ—এই বহুবচনও হতে পারে। অর্থ-দৃঢ়। এমতোবছার এর দ্বারা দৃঢ় ফেরেলতা, পঞ্জগন্ধরগণ এবং ওহী জেখক সাহাবারে কিন্তু যকে বোঝানো হয়েছে। আলিমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা তাঁরাও রসূলুল্লাহ (সা) ও উল্লতের যথাবতী দৃঢ়। এক হাতীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কিন্তু 'আতে বিশেষত কোরআন পাঠিকও এই আস্তাতে বশিত বাস্তিবর্তের অন্যতম। আর যে বাস্তি বিশেষত নয় কিন্তু কল্প-সূল্লে কিন্তু 'আত শুক করে নেব, সে ধিক্ষণ সওয়াব পাবে, কিন্তু 'আতের সওয়াবও কল্প কর্মের সওয়াব। এ থেকে আনা পেল হে, বিশেষত বাস্তি অনেক সওয়াব পাবে।—(মাবহাবী)

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধ্যেসব নিয়মিত তোগ করে, সেসব নিয়মিতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিহুল। সামান্য চেতনাপীকৃত ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টিটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে **فِي**

أَيْ هَلْئِي خَلَقَ—**أَيْ هَلْئِي خَلَقَ**—বলে প্রথ রাখা হয়েছে হে, হে মনুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ তোমাকে কি বল থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জওয়াব নিদিল্ট—অন্য কোন জওয়াব হতেই পারে না। তাই নিজেই জওয়াব দিয়েছেন : **مِنْ نَطَقَ**—অর্থাৎ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি

করেছেন। **فَقَدْ خَلَقَ**—অর্থাৎ কেবল বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টিই করেন নি বরং তাকে সুপরিচিতও করেছেন। তার পঠনপ্রস্তুতি, আকার-আকৃতি, অস-প্রস্তাবের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, প্রস্থ, চক্র, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিচিতভাবে সৃষ্টি করেছেন হে, একটু এদিক-সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে রেত এবং কাঙ্কর্ম দুরাহ হয়ে থেত।

وَ دَو-—**পদের এরাপ অর্থও হতে পারে হে, মানুষ হথন মাতৃপর্ণে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর চারাটি বিষয়ের পরিমাণ জিখে দেন। ১. সে কি কি কাজ করবে এবং কিন্তু করবে, ২. তাঁর বয়স কত হবে, ৩. কি পরিমাণ রিহিক পাবে এবং ৪. পরিলামে ভাগ্যবান হবে, না হতঙ্গাগা হবে।—(বুধারী, মুসলিম)**

وَ لِمَ الْمُبْلِلُ—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দ্বারা রহস্য হলে মাতৃপর্ণের তিন অক্ষকার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জারপায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। আর পর্ণে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ তা'আলাৰ অপৌর

পঞ্জিই এই জীবিত ও পুর্ণাঙ্গ মানুষের আত্মপূর্ণ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চার-পাঁচ পাঁচটি ওজনের দেহটি সহীসাজামতে বাইরে চলে আসে এবং মাঝেরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না।

ثُمَّ أَمَّا تَكُونُ فِي قَبْرٍ—নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানবস্তুর সূচনা বর্ণনা করার পর পরিপুত্রি অর্থাৎ মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জীবা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদ নয়—নিয়ামত। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : **فَإِنَّمَا**

مُمْتَنَعٌ مِّنَ الْمَوْتِ মৃত্যু মুশ্যের জন্য উপটোকন্দ্রূপ। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে।

أَرْبَعَةُ قَبْرٍ—অর্থাৎ অতঃগর তাকে কবরছ করেছেন। বজা বাছলা, টাটা ও এক নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ তা'আলী মানুষকে সাধারণ জন-জানৌরারের ন্যায় হেথানে অরে সেখানেই গচে গলে থেতে দেন নি বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সত্ত্বান সহকারে কবরে দাক্ষন করে দেওয়া হয়। এই আল্লাত থেকে জীবা গেল যে, মৃত মানুষকে দাক্ষন করা উয়াজিব।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِي مَا أَمْرَاهُ—এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হাস্তিনার করা হয়েছে যে,

আল্লাহর উপরোক্ত নির্দর্শনাবলী ও নিয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এবং তাঁর বিধানাবলী পাইন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবস্তুর সূচনা ও পরিসংযোগিতার মাঝেরামে খেসব নিয়ামত মানুষ ডেগ করে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের রিহিক কিন্তু বৃক্ষে সজীব ও সতজ্জ করে তোলে। কফে একটি সরু ও কৌণকার অংকুর মাটি জেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হয়েক রকমের শসা, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষের বাববার অবহিত করার পর পরিসেবে আবার কিন্তুমতের প্রসঙ্গ জীবা হয়েছে।

فَإِنَّمَا **صَدَقَ**—এমন কঠোর নাদ, আর কলে মানুষ প্রবল শক্তি হারিবে কেবল। এখানে কিন্তুমতের হট্টগোল তথা লিংগার ঝুঁক বোঝানো হয়েছে।

وَمِنْ أَخْيَهُ—এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আগম চিন্তায় বিভোর হবে। দুমিয়াতে খেসব জীবীয়তা ও সম্পর্কের কালগে মানুষ একে অগরের জন্য জীবন পর্যবেক্ষণ

দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আগম চিন্তায় বিভোর হবে। দুমিয়াতে

দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশের ডারাই নিজ নিজ চিন্তার এহন নিষেধ হবে কে, কেউ কারও অবৰ নিতে পারবে না বরং সামনে দেখলেও মুখ শুকাবে। অভ্যেক মানুষ তার প্রাতির কাছ থেকে—পিতা, মাতা, জী ও সজ্ঞানদের কাছ থেকে মুখ শুকিয়ে ফিরবে। সুনি-
য়াতে পারশ্পরিক সাহারা ও সহযোগিতা প্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতামাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং দ্রুতাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী জী এবং সজ্ঞানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নৌচ থেকে উপরের সম্পর্ক ব্যাখ্যামে উরেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশের ময়দানে মু'মিন ও কাফিরের পরিপত্তি বর্ণনা করে সুন্নার ইতি টানা হয়েছে।

سورة التكوير

সুরা তাকুরীর

বাংলা অবজোর্ন, ২০ আগস্ট, ১ ইকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذَا الشَّمْسُ كَوَافَتْ ۝ وَإِذَا الْجَهَوْمُ أَفْكَدَهُ ۝ وَإِذَا الْعِيَالُ سُرِقَتْ ۝ وَإِذَا
الْمَشَارُ مُطْلَقَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبَهَارُ بُخْرَتْ ۝ وَإِذَا النَّفَوْسُ
رُوْجَرَتْ ۝ وَإِذَا الْمَوْدَةُ سُبِلَتْ ۝ يَا أَيُّ ذَيْبٍ قُتِلَ ۝ وَإِذَا الصَّفَفُ
رُشْرَثْ ۝ وَإِذَا الْكَمَاءُ كُبْشَتْ ۝ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُقْرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلَفَتْ ۝
عِلْمَتْ نَفْسٌ قَاتَحْبَرَتْ ۝ فَلَا أُقْبِلُمْ بِالْخَيْسِ ۝ الْجَوَارُ الْكَنْسُ ۝ وَالنَّيلُ
إِذَا لَعْسَسَ ۝ وَالصَّبْرُ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ حَرَبِهِ ۝ ذِي قُوقَّةِ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ ۝ مُطَاءِ ثَمَرَ أَمِينٌ ۝ وَمَا صَاحِبُكُمْ يَعْجِنُونَ ۝
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَقْبَى الْمُبْيَنِ ۝ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَرِبَيْنِ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ
شَيْطَنٍ تَحْمِيْوَ ۝ فَإِنَّ تَذَهَّبَنَ ۝ إِنْ هُوَ إِذْكُرُ لِلْعَكْبَنِ ۝ لِمَنْ شَاءَ
مِنْكُمْ أَنْ يُسْتَوْقِيْمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمَيْنِ ۝

পদ্মন কল্পনায় ও জসীম সন্দেশ আলাহু নামে উচ্চ

- (১) বখন সুর্য আলোহীন হবে থাবে, (২) বখন নকুল অলিন হবে থাবে, (৩) বখন পর্বতমালা অগস্তারিত হবে, (৪) বখন সখ মাসের গর্ভবতী উৎসুস্যহৃ উপেক্ষিত হবে; (৫) বখন বনা পতুরা একত্বিত হবে থাবে, (৬) বখন সমুদ্রকে উভাল করে তোলা হবে, (৭) বখন আলাসমুহরক মুগল করা হবে, (৮) বখন জীবত প্রোথিত করাকে জিজেস করা হবে, (৯) কি আপনাখে তাক হত্যা করা হবে? (১০) বখন আমলনামা খোলা হবে

(১১) বখন আকাশের আবদ্ধল অগস্তারিত হবে, (১২) বখন জাহাজায়ে অঞ্চি প্রচলিত করা হবে (১৩) এবং বখন জাহাজ, সর্বিকটিবতী হবে, (১৪) তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি উপর্যুক্ত করেছে। (১৫) আমি খগথ করি দেসব নজরগুলো পঢ়াতে সরে যাই, (১৬) চলমান ইহ ও অসুস্থ হয়, (১৭) খগথ বিশ্বাবসান ও (১৮) প্রভাত আশমনকালের, (১৯) বিশ্বস্ত কোরআন সম্মানিত রসুলের আনীত বাণী, (২০) তিনি শক্তিশালী, আকাশের মালিকের নিকট অঙ্গীদাশালী, (২১) সরার মাল্যবর, সেহানকার বিশ্বাসস্তাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী পোগজ অন। (২৩) তিনি সেই কেরেলগুলোকে প্রকাশ দিগতে দেখেছেন। (২৪) তিনি অসুস্থ বিষয় বলতে ঝুগলগুলো করেন না। (২৫) এটা বিতাড়িত শয়তানের উত্তি নয়। (২৬) অতএব, তোমরা কেখাই যাইছ? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্বাসীদের অন্য উপদেশ, (২৮) তাঁর অন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। (২৯) তোমরা আজাহ রক্ষুল জালামীনের অতিপ্রাপ্যের আইনে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

তফসীলের সার-সংক্ষেপ

বখন সূর্য জ্যোতিহীন হবে, বখন নকৃত খসিত হবে, বখন পর্বতমালা চারিত হবে থখন সশ মাসের গর্জবতী উন্মুক্তিগুলো উপেক্ষিত হবে, বখন বন্য জন্মরা (অঙ্গির হয়ে) একাগ্নিত হবে, বখন সমুদ্রকে উত্তোল করে তোজা হবে, (এই হয়টি ঘটনা প্রথমবার শিংগার ফুক দেওয়ার সময় হবে) তখন সুনিয়া জনবসতিপূর্ণ হবে এবং শিংগা ফুকের কানে এসব বিবর্তন সংঘটিত হবে। উন্মুক্ত ইত্যাদিও অ-স্ব অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে এবং কল্পকগুলো উন্মুক্ত বাচ্চা প্রসবের নিকটবতী হবে। এ খয়নের উন্মুক্ত আরবদের কাছে সর্বাধিক মুক্তাবান সম্পদ। তাঁরা সর্বক্ষণ এগুলোর দেখাশোনা করে। কিন্তু তখন হৈ-হজোড়ের মধ্যে কারণকোন কিছুর দিকে আক্ষয় থাকবে না। বন্য জন্মরাও অঙ্গির হয়ে একদল অপর দলের মধ্যে যিন্তি হয়ে আবে। সমুদ্রে প্রথমে জলচূড়াস দেখা দেবে এবং ভূমিতে কাটল স্থিত হবে। ক্ষমে সব মিষ্টি ও শোরা সমুদ্র একীকার হয়ে আবে। **وَإِنَّ الْبَحْرَ رَفِيعٌ** আজাতে এর উরেখ করা হয়েছে। এরপর উভাপের আতিশয়ো সব সমুদ্রের পানি অগ্নিতে পরিণত হবে। সত্ত্বত প্রথমে বায়ু হবে পরে অঞ্চি হয়ে আবে। এরপর পৃথিবী ধৰ্মস হয়ে আবে। অতঃপর বে ইয়াটি ঘটনা প্রিয়ে করা হয়েছে, সেগুলো বিভাসবার শিংগার ফুক দেওয়ার পর সংঘটিত হবে। ঘটনাগুলো এই) বখন এক এক প্রেণীর তোককে একত্ব করা হবে, (কাফির আলাদা, মুসলমান আলাদা, তাদের মধ্যে এক এক তরীকার মোক আলাদা আলাদা)। বখন জীবত প্রোথিত কন্যাকে জিজেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (এই জিজাসার উদ্দেশ্য প্রোথিতকারী মরগিশাঠদের অপরাধ প্রকাশ করা) বখন আইনমালা খোজা হবে (আজে সবাই নিজ নিজ আইন দেখে নেয়, যেখন অন্য আজাতে আছে: **وَمَنْ شُرِكَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ**) বখন আকাশ খুলে আবে, (ক্ষেত্রে আকাশের উপরিহিত বস্তসমূহ ধূলিশোচর হবে। এছাড়া আকাশ খুলে আওয়ার ক্ষেত্রে ধূয়রালি বর্ষিত হতে থাকবে **مَنْ تَشْقَعَ السَّمَاءُ فَلَمْ يَرِدْ**-আজাতে

આર ઉજેથ કરા હર્યેછે)। જથુન આધારીમ (આરઓ બેણી) પ્રજાપિત કરા હવે એવં જાળાણકે મિકટબણી કરા હવે (જથુન ફૂલ ઓ રિંગ ફૂલેન એસબ ષટ્ટના હથમ સંઘાટિત હર્યે આબે, તથન) જાણોકેઇ જેને નેવે સે કિ નિરે એસેછે। (એહિ હદ્દયાવિસીદેરક ષટ્ટના હથન હવે, તથન આખિ અવિજ્ઞાસીદેરકે એર કરાપ વજે દિચિ એવં વિજ્ઞાસીદેરકે એર જના પ્રણત કરાછિ) કોરાજાન હેઠે નિઝે એવં તદનુભૂતી કાજકર્મ કરતે એહિ ઉત્તર ઉદ્દેના અર્જિત હશે। કોરાજાને એર અયાપ એવં મુદ્દિતું પણ્ણ આછે। તાઇ (આમિ નિષ્ઠ કરિ સેસબ નજીબેર, હેણ્ણો (સોજા ચલતે ચલતે) પણ્ટાતે સારે આર (અત્તંપેર) ગણ્ઠાતેઇ (ચેમાન હશે એવં ગણ્ઠાતે ચલતે ચલતે એક સમર ઉદ્દ્દીચલે) અનુભૂ હરે આર। (પ્રાચિન નજીબ એ઱ાપ કરે) એણો કથનનું સોજા ચલે, કથનનું પણ્ટાતે ચલે। એરા હજે શનિ, રહિસ્તાત્ત્વ, બુધ, યજુન ઓ તત્ત્વ પ્રથ)। નિષ્ઠ નિશ્ચ અવસાન ઓ પ્રભાત અસમન કાંદેર, (અત્તંપેર જગતાબ બર્ના કરા હર્યેછે) એહિ કોરાજાન એકજન સંજ્ઞામિત હેણેશણોાર અર્ધાં જિયરાસીલ (આ)-એર આનીત કાળામ, હિની અભિજ્ઞાની, આંદોદેર સંજ્ઞાકેન કાછે અર્જીસાંપીલ, સેખાને (અર્ધાં આકાશે) તૌર કથા યાના કરા હશે (અર્ધાં હેણેશણોાર તૌકે માને) મિયાજેર હાલીસ થેકેઓ એકથા જાના આયા. તૌર આંદોદેર હેણેશણોાર આકાશેનું દરજાસમૃદ્ધ ખૂલે દિરોહિલ એવં તિનિ વિજ્ઞાસાંજાન (તાઇ વિષ્ણુ-તાબે ઓહી પૈછિછે દેન)। અત્તંપેર આર પ્રતિ ઓહી અવતીર્ણ હશે, તૌર સંપર્કે ઇરાનદ હશે;) ડોઓદેર સાંદ્રી [અર્ધાં મુહાસ્પદ (આ) આર અબદ્ધ ડોમરા જાન] ઉષ્યાન નન: (મનુરત અદીકારકારીના તાઇ બળત)। તિનિ હેણેશણોકે (આસળ આરન્ડિતે આકાશેર) પરિકાર દિલાણ દેખેનું (પરિકાર દિલાણ અર્થ ઉદ્ધર્દિસાંક, આ સ્પલ્ટ દુષ્ટિસોચર હર)। સુરા નજીમે આછે **وَهُوَ بِلَا فُنُقٍ أَلَا عَلَىٰ**)। તિનિ અનુભૂ (અર્ધાં ઓહીની) વિષયાનિતે કૃપણતા કરેન ના (અતૌજીરબાદીના તાઇ કરત)। તૌરા અર્થેર વિનિ-થરે કોન વિષય પ્રકાશ કરત. એટે કરે હેણ બણા હર્યેછે તિનિ અતૌજીરબાદી નન એવં નિજેર કોણે કોણ વિનિમન હૃદશ કરેન ના)। એટા (અર્ધાં કોરાજાન) કોન વિન્ડાંતિ પરતાનેર ઉત્તિ નન : [એટે ગુર્વોજું 'અતૌજીરબાદી' નન કથાટિ આરઓ જોરાનાર હરે સેછે]। સારકથા એહી જે, મુહાસ્પદ (આ) ઉલ્માદ નન, અતૌજીરબાદી નન એવં અર્થલોજોઓ નન। તિનિ ઓહી નિરે આગઘનકારી હેણેશણોકે ચિનેનું। એહિ હેણેશણોાં અનુભાપ શંસધાર। સુતરાં એહી કોરાજાન અબસ્થાએ આંદોદ્ધ કાળામ એવં તિનિ આંદોદ્ધ રસૂલ (આ) ઉપરોક્ત નિષ્ઠ નજીબેર સાથે ખુલેઇ સામજાસીલીન. નજીબસમૃદ્ધેર સોજા ચલો, પણ્ટાંનાંની હઉંડા ઓ અનુભૂ હઉંડા હેણેશણોાર આગઘન-નિર્ગઘન ઓ ઉદ્ધર્જોકે અનુભૂ હઉંડાની સાથે મિલ રાખે એવં નિષ્ઠ અવસાન ઓ પ્રભાતેર આસમન કોરાજાનેર કારાથે કુકરેર અદીકાર સૂરીજૂત હઉંડા એવં હિદારાત જોડિત આશીનેર અનુભાપ.]। અત્તંપેર ડોમરા (એ બાપારે) કોથાર ચલે આજ (એવં કેન નનુમત અદીકાર કરત) ? એટા ડો (સાધારણભાવે) વિજ્ઞાસીદેર જના ઉપદેશ (એવં વિશેષજ્ઞાબે) એથન બાંદીન જના, એ ડોઓદેર સાથે સોજા ચાલાર ઇચ્છા કરેલે। (કોરાજાન સોજા પણ વજે દેસ, એનિક

দিয়ে কোরআন সাধারণ জোকদের জন্য হিমায়ত এবং মুমিনদের জন্য হিমায়ত এই অর্থে যে, তাদেরকে গন্তব্যছালে পৌছিয়ে দেয়। কেউ কেউ কোরআনের উপরে প্রশ়্ণ করে না, এতে কোরআন উপরেশ্বাণী নয় বলে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে না। কেননা) রাবুল আজায়িন আলাহুর অভিষ্ঠারের বাইরে তোমরা অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না (অর্থাৎ এটা উপরেশ্বরের টিকিই কিন্তু এত কার্যবানিতা আলাহুর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যা কঢ়কের জন্য হয় এবং কঢ়কের জন্য রহস্যবশত হয় না)।

আনুবাদিক জাতৰ বিষয়

لَكُوْفُر—إِذَا الشَّمْسُ كَوِّرَتْ—এর অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া। হাসান বসরী

(র) এই তৎসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিকেপ করাও হবে থাকে। যবী ইন্নে খাফসায় (র) এই তৎসীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমৃদ্ধ নিকেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অঙ্গিতে পরিষ্কৃত হবে। এই সুই তৎসীরের মধ্যে কেনে বিশ্লেষ নেই। কেননা, এটা সত্ত্বগুর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেওয়া হবে, অতঃপর সমৃদ্ধ নিকেপ করা হবে। সহীহ বুখারীতে আবু হোয়াফর (রা)-র জেতুল-রেতজমে রহুলুজাহ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন চক্র-সূর্য সমৃদ্ধ নিষ্কিপ্ত হবে। যসনদে আহমদে জাহে জাহাজায়ে নিষ্কিপ্ত হবে। এই জ্যোতি প্রসারে জারও করেকলম তৎসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আলাহু আলালা সূর্য, চক্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমৃদ্ধ নিকেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে। কলে সারা সমুদ্র অপি হয়ে থাবে। এভাবে চক্র, সূর্য সমৃদ্ধ নিষ্কিপ্ত হবে এবং জাহাজায়ে নিষ্কিপ্ত হবে—এই উভয় কথাই টিক হয়ে থাকে। কেননা, সারা সমুদ্র তখন জাহাজাম হয়ে থাবে।—(মাবহারী, কুরতুবী)

أَنْدَار—وَإِذَا النَّجْمُ أَنْكَرَتْ—এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীসম্ব থেকে এই তৎসীরই বণিত হয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমৃদ্ধ পতিত হবে। পূর্বোত্ত রেওয়া-রেতসমূহে এর বিবরণ রয়েছে।

وَإِذَا الْعَشَارُ عَطَّلَتْ—আরবের সৌতি অনুবাদী সৃষ্টিকর্তার একথা বলা হয়েছে। কেননা, কোরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সরোবর করা হয়েছে। তাদের কাছে সপ্ত মাসের গৰ্ত্তব্যতী উল্লেখ বিরাট ধনরাপে গল্প হত। তারা এর দুর্ধ ও বাল্টার অপেক্ষা করত। কলে একে স্থিতির আঢ়ায় হতে পিতৃনা এবং কথনও আধীনক্তাবে হচ্ছে দিত না।

تَسْجِير—وَإِذَا لَبِحَار سُبْرَتْ—এর অর্থ জলসংলাপ করা ও প্রসারিত করা।

ইহরত ইবনে আকাম (ر) এই অর্থেই নিরোহন। কোম কোম তফসীরবিষ এর অর্থ নিরোহন যিপ্রিত করা। এতদৃষ্টিন মধ্যে কোম বিরোধ নেই। প্রথমে জোনা সম্মত ও মিঠা সম্মত একাকার করা হবে। যাকিমের অভরায় শেষ করে দেওয়া হবে। কলে উভয় গ্রন্থের সম্মত পানি যিপ্রিত হবে থাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিকেপ-করে সমস্ত পানিকে অধি তরো জাহাজায় পরিষ্কত করা হবে।— (মাঝহারী)

وَإِذَا النَّفَومْ (وَجْتَ

দলে দশবজ্ঞ করে দেওয়া হবে। এই দশবজ্ঞকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিলে করা হবে। কাফির এক জাহাজ ও মুমিন এক জাহাজ। কাফির এবং মুমিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পৰ্যবেক্ষণ থাকে। এদিক দিয়ে কাফিরদেরও বিভিন্ন গ্রন্থ দল হবে আর মুমিন-দেরও বিশাস এবং কর্মের ডিজিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, বারী তাঁর হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাঁদেরকে এক জাহাজায় জড়ে করা হবে। উদাহরণত আলিমগণ এক জাহাজ, ইবাদতকারী সৎসাধনবিমুগ্ধগণ এক জাহাজ, জিহাদ-কারী গাঁথুগণ এক জাহাজ এবং সদ্কা-খয়রাতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারিগণ এক জাহাজ সমবেত হবে। এখনিভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে ঢোর-ডোকাতকে এক জাহাজ, বাজিচা-রীকে এক জাহাজ এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশপ্রাঙ্গনকারীদেরকে এক জাহাজ জড়ে করা হবে। রসুনুজ্জাহ (সা) বলেনঃ হাশরে প্রত্যেক বাজি অজ্ঞাতির সাথে থাকবে (কিন্তু এই জাতীয়তাও যৎস্ব অথবা দেনভিত্তিক হবে না বরং কর্ম ও হিচাসভিত্তিক হবে)। তিনি এর প্রয়োগের পথে—
وَكُنْتَ أَزُوْ أَجَانِلْمَةً—আজ্ঞাতকানি পথে করেন।

অর্বাচ হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে—১. পূর্ববর্তী সংক্রমী লোকদের, ২. আসহাবুল ইয়ামীনের এবং (৩) আসহাবুল শিমানের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফির পাপচাতৌদের। তারা বৃক্ষ পাবে না।

وَمَوْ ٥ وَ ٦—وَإِذَا الْمَوْ ٥ سَلَمْ

যুর্দ জীবন্ত কল্যাসন্তানকে জাজাকর যনে করত এবং জীবন্তই সাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কুপ্রথার মুলোৎপাটন করে। আগ্নাতে বলা হয়েছে যে, হাশরে জীবন্ত প্রোথিত কল্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ভাস্তুস্তে জানা যাবে, অবৰ কল্যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের নির্দিষ্ট ও মজলুম হওয়ার বিষয়ে আল্লাহর কাছে পথে করুক, আজে এর প্রতিশোধ নেওয়া যাব। এটাও সত্ত্বপূর্বক যে, জীবন্ত প্রোথিত কল্যাসন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তৌমরী একে কি অপরাধে হত্যা করলে?

এখানে একটি প্রথ থেকে আসছে, কিয়ামতের নাইইতো (হিসাব দিবস), ১. جَزْءُ الْيَوْمِ (প্রতিদ্বন্দ্বিম দিবস) ও ২. جَزْءُ الْيَوْمِ (বিচার দিবস)।

এতে প্রত্যোক ব্যক্তি তার সব কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জীবন প্রোথিত কর্ত্তা সম্পর্কিত প্রশ্নকে এত উচ্চত দেওয়ার কৃহস্য কি? চিঠা করলে জানা আর থে, এই অজ্ঞান শিখ কর্ত্তাকে ব্যবৎ তার পিতৃগাত্তা হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে কোন বাদী নেই; বিশেষত সৌপনে হত্যা করার কারণে কেউ জানতেই পারেন নে সাজা দেবে। হালের অবসরে জন্মদানে হে মাঝিবিচারের আদান-পদত কাষেম হবে, তাতে এমন অভ্যাচার ও নিপীড়নকেও সর্বসমক্ষে আনা হবে, আর কোন সাজ্জ নেই এবং কোন দাবীদার নেই।

চার মাস পর পর্তপাত করা হত্যার শাখিঃ শিশুদেরকে জীবন প্রোথিত করা অথবা হত্যা করা মহাপাপ ও শুভতর ফুলুম এবং চার মাসের পর পর্তপাত করা ও এই ফুলুমের শাখিঃ। কেবল, চতুর্থ মাসে গর্ভব প্রাপ্তে শাল সঞ্চারিত হয় এবং সে জীবিত মানুষের মধ্যে গণ্য হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি পর্তবতী মারীর পেটে জীবাত করে, হজে পর্তপাত হয়ে আর, উৎমতের ঔকমত্ত্বে তার উপর ‘কুরু’ শুল্কিব হবে। অর্ধাং একটি সৌপনে অথবা তার মৃত্যু দিতে হবে। মনি জীবিতাবস্থার গর্তপাত হয়, এরপর মারা আর, তবে বয়ক মোকের সমান রাজপথ দিতে হবে। একান্ত অপারকর্তা না হলে চার মাসের পূর্বেও পর্তপাত করা হারায়, অবশ্য প্রথমোক্ত হারাহের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ, এটা কোন জীবিত মানুষের প্রকাশ হত্যা নয়।—(মাঝহারী)

আজকাল দুনিয়াতে অস্ত্রশস্ত্রের মামে এমন পক্ষ অবজরন করা হয়, যাতে পর্ত সঞ্চারই হয় না। এর শত শত পক্ষতি আবিকৃত হয়ে গেছে। রসুলুল্লাহ (সা) একেও
وَ إِذَا دَخَلْتُمْ—অর্ধাং ‘গোগনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা’ আছ্যা দিয়েছেন।—

(মুসলিম) অন্য কৃতক রেওয়ারেতে ‘আবহা’ তথা প্রত্যাহার পক্ষতির কথা আছে। এতে এমন পক্ষতি অবজরন করা হয়, যাতে বৌর্ধ পর্তাশরে না আর। এ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সা) থেকে মীরবতী ও নির্বেধ না করা বলিত আছে। এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সৈমিত। তাও একটা বে করতে হবে, যাতে হারী বংশবিচার রোধের পক্ষতি নাহয়ে আর। আজকাল অন্য নিরজনের মামে প্রচলিত উব্ধৃত ও ব্যবহারের মধ্যে কতগো এমন, অস্মান সন্দান অন্দান হারীভাবে বজ করে দেওয়া হয়। শরীরতে কোনভাবেই এর অনুমতি নেই।

كُفَّرٌ وَإِذَا دَخَلْتُمْ—এই আভিধানিক অর্থ অন্তর চামড়া বসানো।

হাত্যত এটা প্রথম ঝুঁকের সময়কার অবহা, আ এই দুনিয়াতেই অটুকে। আকাশের সৌম্যর সূর্য, চর ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিশীল হয়ে সম্মুখে নিকিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে আবে। এই অবহাকে **كُفَّرٌ**—বকে বাজ করা হয়েছে। কোন তরঙ্গীরবিদ এর অর্থ জিবেছেন উহিয়ে নেওয়া। আবাতের অর্থ এই হে, যাহার উপর হাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে উহিয়ে নেওয়া হবে।

مَلِمَتْ نَفْسٍ مَا أَخْرَى—অর্ধাং কিয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিক

প্রত্যেকেই জনে নিবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সহ কর্ম কিংবা অসহ কর্ম—সব তার দৃষ্টিতে সামনে এসে আবে—আমজনামায় বিশিষ্ট অবস্থার অথবা অন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি। হাদীস থেকে এরাপই জানা আয়। কিম্বাইতের এসব অবস্থা ও তরাবহ দৃশ্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তাওয়া করেকতি নকচের শপথ করে বলেছেন হৈ, এই কোরআন সত্তা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে খুব হিচাবুত সহকারে প্রেরিত। সাব প্রতি এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী কেরেশতাকে পূর্ব থেকে টিনতেন, জানতেন। তাই এর সত্ত্বায় কোন সম্মেহের অবকাশ নেই। এখানে পাঁচটি নকচের শপথ করা হয়েছে। সৌরবিজ্ঞানীদের ভাষায় এভাবেকে **جُنْسَكَمْ** - (অঙ্গুত পঞ্চ মজুত) বলা হব। এরাপ বলার কারণ এভাবের অঙ্গুত প্রতিবিধি। কখনও পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে, অতঃপর পশ্চাত্পামী হলে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে। এই বিভিন্নমুখী পতির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন প্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধুনিক দার্শনিকদের গবেষণা সেসব উক্তির কোনটিকে সমর্থন করে এবং কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করে। এর প্রকৃত এরাপ অল্টা ব্যাড়িত জানেন না। সবাই অনুযানভিত্তিক কথা বলে আ ভুলও হতে পারে, কুকুরও হতে পারে। কোরআন মুসলমানদেরকে এই অর্থক আলোচনায় অভিত করেনি। দরকারী কথাটুকু বলে দিয়েছে যে, আল্লাহর অপার বহিমা ও কুদরতের এসব নির্দর্শন দেখে তোমরা তাঁর প্রতি উমান আন।

لَقُولٌ رَسُولٌ كَرِيمٌ ذِي قُوّةٍ ! —অর্থাৎ এই কোরআন একজন সম্মানিত দুতের আনৌত কালীম। তিনি শতিশালী, আরশের অধিপতির কাছে অর্হাদশীল, কেরেশতাগণের মানবর এবং আল্লাহর বিশ্বাসভাজন। পঞ্চাম আনা-বেওয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভূত ও কর্ম-বেশী করার আশীর্বাদ নেই। এখানে **رسُولٌ كَرِيمٌ** বলে বাহাহুজিবরাইল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। পরগবরগণের নায় কেরেশতাগণের বেঙায়ও ‘রসূল’ শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত সবওভাবে বিশেষ জিবরাইল (আ)-এর জন্য বিনারিখায় প্রযোজ্য।

عَلَيْكَ شَدِيدُ الْقُوَى - তিনি হে শতিশালী, সুরা নজরে তার পরিকার উরেখ আছে :
তিনি হে আরশ ও আকাশবাসী কেরেশতাগণের মানবর, তা যি-রাজের হাদীস আরা প্রয়োগিত আছে। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌছেন্তে তাঁর আদেশে কেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি হে **أَنْفُسُكُمْ** ! -তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনা-সাপেক্ষ নয়। কোন কোন তফসীরবিদ **رسُولٌ أَنْفُسُكُمْ** -এর অর্থ নিরূপেন, মুহাম্মদ (সা)। তাঁরা উল্লিখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সদর্দ করে তাঁর জন্য প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাহাত্ম্য এবং কাফিলদের অলৌক অভিযোগের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। **وَمَا صَاحِبِكُمْ بِمُجْتَهَدٍ** -আরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উল্লাস বলত,

এতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

—وَلَقَدْ رَأَةِ بِالْأَفْيِ الْمُتَّكِّئِ—অবী

তিনি জিবরাইল (আ)-কে প্রকাশ্যদিগতে দেখেছেন। সূরা নবমে আছে: **فَإِنَّمَا** **سَنُوْرِي** **وَمُوْرِي**

—بِالْأَفْيِ إِلَّا فَنِي—এই দেখাই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমন-
কারী জিবরাইল (আ)-এর সাথে পরিচিত হিলেন, তাকে অসল আকাশ-আনন্দিতেও দেখে-
হিলেন। তাই এই শুহীতে কোনোক্ষণ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই!

سورة الْأَنْفُس

অনুবাদ ইসলামিক প্রকাশনা

মঙ্গল অবস্থাৰ, ১১ আশাত কৃষ্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْقَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوْكَبُ انتَهَرَتْ ۝ فَإِذَا الْعَازِفَ قَبَرَتْ ۝ وَإِذَا الْعُبُورُ
 بَعْثَرَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ ۝ وَأَخْرَجَتْ ۝ يَارِبِّهَا إِلَّا إِنَّ اَلْإِنْسَانَ مَا فَغَافَلَ
 يَرَى تَكَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْلَكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ
 رَزَّبَكَ ۝ كَلَّا بَلْ شَكَّبَ بَوْنَ بِالْدِينِ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفَظَيْنِ ۝ كَرَامًا
 كَارِبَيْنِ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَيَقُولُونَ رَبِّيْرِ ۝ وَإِنَّ الْفَجَارَ
 لَيَقُولُ جَحَدِيْرِ ۝ يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَافِلَيْنِ ۝ وَمَا
 أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ ثُمَّ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ يَوْمٌ لَا تَنْهَلُ
 نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْغًا ۝ وَالْأَفْرَادُ يُوْمِيْدِنَ لِلّٰهِ

পরম কর্মান্বয় ও অসীম দয়ালু জ্ঞানাহু নামে পুরু

- (১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) যখন বন্ধনসমূহ কারে পড়বে, (৩) যখন সম্মুদ্রকে উত্তোল করে তোলা হবে, (৪) এবং যখন বন্ধনসমূহ উল্লেখিত হবে, (৫) তখন প্রতোকে জেনে নেবে সে কি অপে প্রেরণ করেছে এবং কি পঞ্চাতে ছেড়ে দেসেছে। (৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহাবিদ্য পালনকর্তা সম্পর্কে বিজ্ঞাপ করল? (৭) যিনি তোমাকে সুলভ করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিস্মিত করেছেন এবং সুন্দর করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে পঠন করেছেন। (৯) কথনও বিজ্ঞাপ হলো না বরং তোমরো সান-প্রতিসানকে মিথ্যা ঘনে কর। (১০) অবশ্যই তোমাদের উপর কস্তুরধারক বিদ্যুৎ আছে (১১) সম্মানিত আসল মেধবদ্ধম। (১২) তারা আমে যা তোমরা কর। (১৩) সংকর্মগীণসম্পর্ক আববে জামাতে (১৪) এবং মুক্তর্মুরা ধাববে

আহামামে ; (১৫) তারা বিচার দিবসে তথার প্রবেশ করবে। (১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (১৭) আপনি আনেন, বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর আপনি আনেন, বিচার দিবস কি? (১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করাতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত হবে আলাহুর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আকাশ বিদীর্ঘ হবে; যখন নকশসমূহ (খসে) থারে পড়বে, যখন (মিঠা ও মৌনি) সমৃদ্ধ উৰেলিত হবে (এবং একাকীর হয়ে থাবে; হেমন পুর্বের সুরীয় বর্ণিত হয়েছে)। এই ঘটনাগুলি প্রথম ঝুকের সময়কার। অতঃপর বিলীয় ঝুকের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছে :) যখন কবরসমূহ উপ্পেচিত হবে (অর্থাৎ তিক্তর থেকে শৃঙ্খলা বের হবে আসবে, তখন) প্রত্যেকেই তার আগে পিছের কর্ম জেনে নেবে। (এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল পারিলতির নিম্ন পরিচার করা। কিন্তু মানুষ তা করেনি। তাই অতঃপর এ সম্পর্কে সাবধান করা হচ্ছে :) হে মানুষ কিসে তোমাকে তোমার মহানুভব পাইনকর্তা থেকে বিদ্রোহ করল, বিনি তোমাকে (মানুষজাপে স্থিতি করেছেন, অতঃপর তোমার অস-প্রতার সুবিনাশ করেছেন এবং তোমাকে সুস্থ করেছেন অর্থাৎ অস-প্রতারের অধো সমতা রেখেছেন) তিনি তোমাকে ইচ্ছামত আকৃতিতে পঠন করেছেন। কখনও বিদ্রোহ হওয়া উচিত নয়, (কিন্তু তোমরা বিকাত হচ্ছ না) বরং (এতটুকু অপ্রসর হয়েছে হে) তোমার প্রতিসাম ও সাম্প্রতিকে যথ্য বলছ। (অথব এর যাধ্যমেই বিদ্রোহ দুর হতে পারত) তোমাদের এই যথ্য বলাকে এয়নি ছেড়ে দেওয়া হবে না বরং আবার পক্ষ থেকে) তোমাদের উপর ভূত্বাবধারক নিষ্পত্ত রয়েছে (তোমাদের ক্ষেত্রাকর্ষ ক্ষমতার জন্য)। তারা আমার কাছে) সম্মানিত, (তোমাদের কর্মসমূহ) জৈবকৃত্ব। তোমরা আ কর, তোমা তা আনে (এবং জেনে) সুতরাং কিয়ামতে এসব কর্ম পেশ করা হবে—তোমাদের কুকুর ও যথ্য যানে করাও এতে থাকবে। অতঃপর উপসূত্র প্রতিসাম দেওয়া হবে। কলে) সৎকর্মশীলরা থাকবে জাহানে এবং দুর্মোহা (অর্থাৎ ক্যাফিররা) থাকবে জাহামামে। তারা বিচার দিবসে তথার প্রবেশ করবে (এবং প্রবেশ করে) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না (বরং চিরকাল থাকবে)। আপনি আনেন, প্রতিক্রিয় দিবস কি? অতঃপর (আবার বলি) আপনি আনেন, প্রতিক্রিয় দিবস কি? (এর উদ্দেশ্য ভূত্বাবহতা প্রকাশ করা)। যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করাতে পারবে না এবং সব কর্তৃত আলাহুরই হবে।

আমুলিক কাত্তা: বিবর

—عِلْمُتْ نَفْسٍ مَا قَدْ مَتَ وَأَخْرَى—
অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ঘ হওয়া, নকশ-

সমূহ থারে মিঠা ও মৌনা সমৃদ্ধ একাকার হবে আওয়া, কবর থেকে শৃঙ্খলের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কিয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে থাবে, তখন অত্যেকেই জেনে নেবে সে কি

অঞ্চে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে হচ্ছে। অঞ্চে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কিছীবেতের দিন আত্মকেই জেনে নেবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। বিভীষণ অর্থ এজগত হতে পারে যে, অঞ্চে প্রেরণ করেছে যানে ও কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে হচ্ছে যানে ও কর্ম সে নিজে তো করেনি কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার সওদাব সে গেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার সোনাহ আমলনামার লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে বাতিল ইসলামে কোন উত্তম সুরত ও নিরাম চালু করে, সে তার সওদাব সব সহজে গেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে বাতিল কোন কু-প্রথা অঙ্গীয়া পাপ কাজ চালু করে, অন্তিম যানুষ এই পাপ কাজ করবে, ততদিন তার আমলনামার এর সোনাহ লিখিত হতে থাকবে।

بِأَيْمَانِ أَلْسَانٍ مَا غَرِيَ —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিছীবেতের ভৱাব

কাজ-কারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই আয়াতে যানুষের স্থিতির প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিরে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যানুষ আলাহ ও রসূল (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাদের নির্দেশাবলীর চুল পরিমাণও বিস্তৃতভাবে করত না। কিন্তু যানুষ ভুল-ভাবিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রয় করা হয়েছে: হে যানুষ, তোমার সৃচন্দ্র ও পরিপোম্বের এসব অবৃহা, সীমানে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিসে বিদ্রোহ করল থে, আলাহ র মাফরণানী শুরু করেছ?

এখানে যানুষ স্থিতির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: **خَلَقَ فُسُكَ**
অর্থাৎ আলাহ তোমাকে স্থিতি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অস-প্রত্যামকে **سُবِيَّ** করেছেন। এরপর বলা হয়েছে **فَعَدَ لَكَ**—অর্থাৎ তোমার অভিষ্ঠকে বিশেষ সমস্ত দান করেছেন যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। যানবস্থিতিতে বিদ্যও রক্ত, মেরা, অশ্ল, পিত ইত্যাদি পরম্পরাবিহোধী উপকরণ শামিল রয়েছে কিন্তু আলাহের রহস্য, এগুলোর সমস্বরে একটি সুব্রহ্ম মেমাজ তৈরী করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

فِي أَيِّ صُورَةِ مَا شَاءَ رَكِبَ —অর্থাৎ আলাহ তা'আলা সব যানুষকে একই আকার-আকৃতিতে স্থিতি করেননি। এজগত করলে পারম্পরিক আত্মা থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি যানুষের আকার-আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরম্পরের মধ্যে বাতিজ্ঞ ও পার্থক্য সুলভভাবে থারা পড়ে।

بِأَيْمَانِ أَلْسَانٍ فِي —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিছীবেতের ভৱাব

سَاغِرَ كَبِيرٍ بِرِبِّكَ الْكَرِيمِ—হে অমবধান মানব, তৈ পাইনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব

গুণ পদ্ধিত রেখেছেন, তোক ব্যাপকে জুড়ি কিরণে ধোকা খেলে রে, তোকে কুলে সেই এবং তোর নির্দেশেজী আমান করছ? তোমার দেহের প্রতিটি গুহ্বাই তো তোমাকে আরাহুর কথা উম্রণ করিয়ে দেওয়ার জন্য অথেল্ট হিল। এমতোবছায় এই বিজাতি কিরণে হল? এখানে **كُرِّيم**—শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রাখেছে রে, যানুষের ধোকার পক্ষের কারণ এই রে, আরাহুর মহান্তত্ব। তিনি দর্শা ও কৃপার করলে মানুষের সোনাহের স্বাভাবিক সুষ্ঠি দেন না, এমনকি তার রিচিক, আহু ও পাথির সুখ-স্বাভিত্বে কোন বিষ ঘটান না। এতেই যানুষ ধোকা খেলে গোছে। অর্থাৎ সামান্য কুকি খাটালে এই দর্শা ও কৃপা বিজাতির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পাইনকর্তার অনুগ্রহের কাছে আরও বেশী আনুপভোগ কারণ হওয়া উচিত হিল।

**لَمْ مَنْ مُفْرُورْتَتْ السَّتْرُ وَ لَمْ
أَرْبَعْ أَدَمْ আবেক যানুষের দোষত্বে ও সোনাহের উপর আরাহুর তা'আলা পর্দা
কেমে রেখেছেন, তাদেরকে জাহিত করেননি। ফলে তারা আরও বেশী ধোকার পক্ষে পেছে।**

مَلِئْتُ اِنْ اِلَّا بِرَاوَلَهِ نَعِيْمَ وَ مِنْ الْفُجَارِ لَهِ جَهَنَّمُ—পূর্বতী

نَفْسُ مَا قَدْ مَنَّ—নেক্স মা কড মন্ত—অস্তাতে বে কর্ম সামনে জ্ঞানীয় কথা বলা হয়েছিল, আজোচা আস্তাতে তাইই শাস্তি ও প্রতিদান উপেক্ষ করা হয়েছে। অর্থাৎ আরা সব কর্ম করত তারা নিয়মিতে তথা জ্ঞানাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও নাকরুন্নরা জাহাজামে থাকবে।

وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَايَهِنَّ—অর্থাৎ জাহাজামীরা কোন সময় জাহাজাম থেকে পুথক হবে না। কারণ, তাদের জন্য চিরকালীন আবাবের নির্দেশ আছে। **لَا تَمْلِكُنَّ نَفْسَ**

شَهِيْلًا—অর্থাৎ হাশতের মহাননে কোন বাস্তি নিজ ইচ্ছার অনের কোন উপকার করতে পারবে না এবং কারও কল্প জাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরপ বোধা কৰবে না। কেমনা, কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছার হবে না, বে পর্যন্ত আরাহুর কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি নাদেন। তাই আরাহুর তা'আলাই আসল আদেশের আলিক। তিনি সীর কৃপার কাউকে সুপারিশের অনুযাতি দিলে এবং তা কবৃত করলে তাও তাই আদেশ হবে।

سورة التطهير

সূরা তাহিম

মকাব অবলোর্ন : ৩৬ আঞ্চলিক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيَنْهٰى لِلْمُطَّقِفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَتَالَوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِفُونَ ۝ وَلَا إِنَّ
 كَلْوَمُهُمْ أَوْ زَنْبُولُهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ إِلَّا يَظْهُرُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مُبْعَثُثُونَ ۝ عَلَيْهِمْ
 عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لَرَتِ الْعَلَمِينَ ۝ كَلَّا إِنْ كَثَبَ الْفَهْدَارِ
 لَفِي سِجْنِيْنَ ۝ وَمَا أَذْرَكَ مَا سِجْنِيْنَ ۝ كَثَبَ مُرْقُومٌ ۝ وَيَنْهٰى يَوْمَيْنِ
 لِلْمَكْكَنِيْنِ ۝ الَّذِينَ يَكْنَى بُنَانَ يَوْمِ الدِّينِ ۝ وَمَا يَكْنَى بَهُ إِلَّا كُلُّ مُغْتَنِيْ
 أَثْيَمٌ ۝ إِذَا نَتَظَلَّ عَلَيْهِ أَيْتَنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَقْلَمِينَ ۝ كَلَّا بَلْ عَرَانَ
 عَلَهُ قَلُوبُهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَجِدُوْنَ ۝
 شَهْرٌ لَمْ يَهُمْ أَصَالُوا إِيجِيْمِ ۝ ثُمَّ يُقَالُ هُذَا الَّذِي كَعْنَمَهُ كَكَيْبُونَ ۝
 كَلَّا إِنْ كَثَبَ الْأَبْرَارُ لَفِي عِلَيْتِنَ ۝ وَمَا أَذْرَكَ مَا حَلَّتِيْنَ ۝ كَثَبَ
 مُرْقُومٌ ۝ يَشَهِدُ الْمَدْرَبُونَ ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمِ ۝ عَلَى الْأَدَارِكِ
 يَنْظَرُونَ ۝ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَةَ النَّعِيْمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِنْ كَوْنِيْ
 كَعْنَمِ ۝ خَيْلَهُمْ صَلَكُ دُوْقَهُ ۝ ذَلِكَ قَلِيلَتَنَا فِيْنَ الْمَنَافِسُونَ ۝ وَزَانَهُهُ مِنْ
 نَسْنِيْمِ ۝ غَيْنَانَا يَشَرِبُ بِهَا الْمَعْرِيْنَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ
 أَمْنُوا إِيْضًا هُمْ كَوْا إِذَا أَمْرُوا بِهِمْ يَتَعَامِزُونَ ۝ فَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى آهَلِيْمِ

اَنْقَلَبُوا فِيْكُمْ ۝ وَلَا رَأَوْهُمْ قَالُوا۝ إِنَّ هُوَ لَوْلَامٌ لَضَالِّوْنَ۝ وَمَا أُرْسَلُوا عَلَيْهِمْ
 حُفْظِيْنَ ۝ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْعَلُوْنَ ۝ عَلَى الْأَرْضِ
 يَنْظُرُوْنَ ۝ هَلْ تُوْبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ ۝

গরম কর্তৃপক্ষের ও অসীম দক্ষাত্মক আজ্ঞাহৃত নামে শুরু

- (১) ধারা মালে কর্ম করে, তাদের জন্য সুর্জোপ, (২) ধারা মোকদ্দের কাছ থেকে অধ্যন হেসে নেয়, তখন পূর্ণশান্তি নেয় (৩) এবং অধ্যন মোকদ্দেরকে খেগে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কর্ম করে দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না বৈ, তারা সুন্নতিগত হবে (৫) সেই ইহাদিসে, (৬) বেবিল আনুষ মৌড়াবে বিষ পাইনকর্তার সামনে। (৭) এটা কিন্তুতেই উচিত নয়, নিষ্ঠয় পাপগাঢ়ীদের আহমদামা সিঙ্গালে আছে। (৮) আগনি আনেন, সিঙ্গাল কি? (৯) এটা লিপিবদ্ধ ঘাতা। (১০) সেদিন সুর্জোপ হবে যিখ্যান-মোগকারীদের, (১১) ধারা প্রতিক্রিয়া দিবসকে যিখ্যানোপ করে। (১২) প্রতোক সৌভাগ্যবকারী পাস্তিছুই কেবল একে যিখ্যানোপ করে। (১৩) তার কাছে আজ্ঞাত-সমৃহ পাঠ করা হলে সে বলে: পুরাকালের উপকথা। (১৪) কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হাতের মারিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (১৫) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পাইমকর্তার থেকে পর্যাপ্ত অঙ্গরাশে ধরিবে। (১৬) অন্তঃপর তারা আহারামে প্রবেশ করবে। (১৭) এরপর বলা হবে: একেই তো তোমরা যিখ্যানোপ করতে। (১৮) কখনও না, নিষ্ঠয় সহলোকদের আহমদামা আছে ইঙ্গালীনে। (১৯) আগনি আনেন ইঙ্গালীন কি? (২০) এটা লিপিবদ্ধ ঘাতা। (২১) আজ্ঞাহৃত মৈকটাপ্রাপ্ত কেরেশতান্ত্রণ একে প্রতোক করে। (২২) নিষ্ঠয় সহলোকদের আহমদামা আছে ইঙ্গালীনে। (২৩) সিংহাসনে বসে অবস্থান করবে। (২৪) আগনি তাদের মুখযন্ত্রে জাহাজদের সজীবতা দেখতে পাবেন। (২৫) তাদেরকে যোহর করা বিশুল শরাব পান করানো হবে। (২৬) তার যোহর হবে কভুরি। এবিসরে প্রতিযোগীদের প্রতিবেদিতা করা উচিত। (২৭) তার যিশুল হবে তসনীমের পানি। (২৮) এটা একটা অবনা, যার পানি পান করবে মৈকটা-শীলসপ। (২৯) ধারা অগ্রাধী, তারা যিখ্যাসীদেরকে উপহাস করত (৩০) এবং তারা অধ্যন তাদের কাছ দিয়ে ধৰ্ম করত তখন পরিপ্লায়ে চোখ টিপে ইশারা করত। (৩১) তারা অধ্যন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে কিরত, তখনও হাসাহাসি করে কিরত। (৩২) আর অধ্যন তারা যিখ্যাসীদেরকে দেবত, তখন বলত: নিষ্ঠয় এরা বিভাত। (৩৩) অবত: তার যিখ্যাসীদের তত্ত্বাবধারকর্মসে ঘোষিত হচ্ছে। (৩৪) আজ ধারা যিখ্যাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করছে (৩৫) সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবস্থান করছে, (৩৬) কাফিরদের থা করত, তার প্রতিক্রিয়া পেয়েছে তো?

তহসীলের সাক্ষৎকারণ

আরা আপে কম করে, তাদের জন্ম বড় দুর্ভোগ, তারা ইত্থম জোকের কাছ থেকে (নিজেদের প্রাপ্তি) যেখে নেব, তখন পূর্ণমাত্রায় নেব এবং হখন জোকদেরকে যেখে দেব অথবা উজ্জ্বল করে দেব, তখন কম করে দেব। (অবশ্য জোকদের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্তি পূর্ণমাত্রায় দেওয়া বিস্ময়ীয় নহ কিন্তু এ কাজের নিম্না করা এর উদ্দেশ্য নহ বরং কম দেওয়ার বিস্মাকে জোরদার করার জন্য এর উপরে করা হয়েছে। অর্থাৎ কম দেওয়া অসিদ্ধ এয়নিতে বিস্ময়ীয় কিন্তু এর সাথে অপরের অভ্যন্তরে অভ্যন্তরে খাড়ির না করা আরও বেশী বিস্ময়ীয়। এই অপরের খাড়ির করে, তার মধ্যে কম দেওয়ার দোষ থাকলেও একটি উণ্ডও রয়েছে। তাই প্রথমোক্ত খাড়ির দোষ শুরুতর। এখানে আসল উদ্দেশ্য কম দেওয়ার বিস্মা করা, তাই আপ ও উজ্জ্বল উভয়টিই উল্লিখিত হয়েছে। পূর্ণমাত্রায় দেওয়া এয়নিতে দৃঢ়গীয় নহ; তাই একেতে আপ ও উজ্জ্বল উভয়টিই উল্লেখ করা হয়নি বরং আপের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সত্ত্বত এই হে, আরবে আপের প্রচলনই বেশী ছিল, বিশেষত আমাদাটি যদীনায় অবজীর্ণ হজে—হেমন, ঝাইল মা'আনী বর্ণনা করেছেন—এই কারণে, আরও সুস্পষ্ট। কেননা, যদীনায় আপের প্রচলন মুক্তার চেয়ে বেশী ছিল; অতঃপর হারা একাপে করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তারা কি চিন্তা করে না হে, তারা এক মহাদিবসে পুনর্গঠিত হবে, যেখন সব যানুষ বিশ্ব পালনকর্তার সাথে দণ্ডনায়ান হবে? (অর্থাৎ সেদিনকে তর করা উচিত এবং যানুষের হক নষ্ট করা থেকে বিরুদ্ধ থাকা উচিত। এই পুনর্গঠনে প্রতিদীনের কথা শনে মুঘিন-গণ ভৌত হয়ে গেল এবং কাফিররা অঙ্গীকার করতে লাগল। অতঃপর কাফিরদেরকে হাঁপিয়ার করে উভয়পক্ষের প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিররা হেমন প্রতিদান ও শাস্তিকে অঙ্গীকার করে) কথনও (এরাপ) নহ, (বরং প্রতিদান ও শাস্তি অবশ্য-স্থাবী এবং হেসব কর্তৃর কার্যে প্রতিদান ও শাস্তি হবে তাও সুনির্দিষ্ট। এর বিবরণ এই হে) পাগচারীদের (অর্থাৎ কাফিরদের) আমলনামা সিঙ্কৌনে থাকবে [এটা সপ্তম বয়ীনে অবস্থিত একটি ছানেক নাম]—(ইহনে কাসীয়, দুরুরে মনসুর) অতঃপর সতর্ক করার পর প্রথ করা হয়েছে।] আপনি জানেন সিঙ্কৌনে রাজিত আমলনামা কি? এটা এক চিহ্নিত খোতা। [চিহ্নিত যানে মৌহরত—(দুরুরে মনসুর) উদ্দেশ্য এই হে, এতে পরিবর্তনের সন্ধাননা নেই। সাক্ষাৎ এই হে, কর্মসূহ সংরক্ষিত রয়েছে। এতে প্রয়োগিত হল হে, প্রতিদান সত্য। প্রতিদান এই হে] সেদিন (অর্থাৎ কিঞ্চামতের দিন) মিথ্যারোপকারীদের বড়ই দুর্ভোগ হবে। আরা প্রতিক্রিয়া দিবসকে মিথ্যা-রোপ করে। একে তারাই মিথ্যারোপ করে, আরা সৌমাজিকমকারী পাপিষ্ঠ। তার কাছে অধন আঁহার আঁহাতিসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে: এগুলো সেকাজের উপকথা। (উদ্দেশ্য একথা বলা হে, যে বাস্তি কিঞ্চামত দিবসকে মিথ্যারোপ করে, সে সৌমাজিকমকারী, পাপিষ্ঠ এবং কোরআন অঙ্গীকারকারী। তারা একে মিথ্যা বলছে) কথনও এরাপ নহ, (তাদের কাছে এর কোন প্রাপ্তি নেই) বরং (আসল কারিগ এই হে) তারা বা করে, তাই তাদের হাদয়ে অরিচা থরিয়েছে। (এর কারণে সত্য প্রহশের ঝোগাতা নষ্ট হয়ে গেছে। কলে অঙ্গীকার করছে। তারা হেমন মনে করছে) কথনও এরাপ নহ। (তাদের দুর্ভোগ

এই মে) তারা সেদিন তাদের পাইনকর্তার থেকে পর্মার অঙ্গরাজে থাকবে (শুধু তাই নয় , বরং) তারা জাহাঙ্গীরে প্রবেশ করবে। এরপর তাদেরকে বলা হবে : একেই তো তোমরা খিয়ারোপ করতে । (তারা নিজেদের প্রাণিকে বেশম খিয়া মনে করত) তেমনি মুঘিন-গণের প্রতিদানকেও খিয়া মনে করত । তাই হাঁপুর কর্তা হয়েছে) কখনও ওরাপ নয় , (বরং তাদের প্রতিদান অবশ্যই হবে । তা এয়াপ মে) সহলোকদের আমজনীয়া ইঞ্জিনীয়েন থাকবে । [এটা সম্ভব আকাশে অবস্থিত একটি ছানের নাম । এখানে মুঘিনগণের আভা থাকে]—(ইয়নে কাসীর) অতঃপর বোবাবার জন্য প্রয় করা হয়েছে ।] আপনি জানেন ইঞ্জিনীয়েন রক্ষিত আমজনীয়া কি ? এটা একটা চিহ্নিত শান্তি । আরাহুর নৈকট্যাপ্ত ফেরেশতাগল একে (আগ্রহভরে) দেখে । (এটা মুঘিনের বিলাট সম্মান) রাজন মা'আনীতে বাণিত আছে যখন ফেরেশতাগল মুঘিনদের রাহ কবজ করে নিয়ে আয় , তখন প্রতোক আকাশের নৈকট্যালীন ফেরেশতাগল তার সাথী হয়ে আয় । অবশ্যে সম্ভব আকাশে পৌছে রাহুটি রেখে দেওয়া হয় । অতঃপর ফেরেশতাগল তার আমজনীয়া দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে । অতঃপর আমজনীয়া খুলে দেখানো হয় ।) সহলোকস্থ শুব আচ্ছন্দে থাকবে । সিংহাসনে বসে—(আরাহুর দৃশ্যাবলী) অবশ্যোকন করবে । (হে পাঠক) শুধু তাদের মুখ্যতমে আচ্ছন্দের সজীবতা দেখতে পাবে । তাদেরকে যোহর করা বিশুক শরাব পান করানো হবে , আর যোহর হবে কস্তুরি । আকাশকারীদের এমন বিষয়ের আকর্ষণ করা উচিত । (অর্থাৎ শরাব হোক কিংবা জামাতের নিয়ামতরাজি হোক , আকাশকা করার জিনিস এভেই—দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধৰ্মসৌল সুখ-আচ্ছন্দ্য নয়) সহকর্ম আরাহুর সেসব নিয়মাগত অভিজ্ঞত হয় । অতএব , এ বাপুরে চেলিটিত হওয়া দরকার) এই শরাবের মিশ্রণ হবে তসনীয়ের পানি । (আরবরা সাধারণত শরাবে পানি মিশানো হবে) তসনীয় এমন একটি বরুনা , যার পানি নৈকট্যশীলগণ পান করবে । [উদ্দেশ্য এই মে , নৈকট্যালীনগণ তো এর পানি পান করার জন্যই পাবে এবং আসহাবুল ইরামীন অর্থাৎ সহকর্মশীলগণ শরাবে মিশিত অবস্থায় এর পানি পাবে]—(দুর্যোগ মনসুর) শরাবে যোহর করা সম্মানের অঙ্গামত । নতুন জাহাতে এ ধরনের হিকায়তের প্রয়োজন নেই । জাহাতে শরাবের পাত্রের মুখে গোলার পরিবর্তে কস্তুরি লাপিয়ে যোহর করা হবে । উভয়পক্ষের পৃথক পৃথক প্রতিদান বর্ণনা করার পর এখন উভয়পক্ষের যোটামুটি অবস্থা বলিত হয়েছে ।] আরা অপরাধী (অর্থাৎ কাক্ষির ছিল), তারা বিশ্বাসীদেরকে (দুনিয়াতে ঘৃণা প্রকাশার্থে) উপহাস করত এবং বিশ্বাসীরা শব্দের কাছ দিয়ে গমন করত , তখন পরম্পরার চোখ ডিপে ইশারা করত । অথবা তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছ ক্ষিত , তখনও উপহাস করতে করতে ক্ষিত । (উদ্দেশ্য এই মে , সামনে-পশ্চাতে সর্বাবহুর ঠাট্টাভিপুণই করত) তবে সামনে ইশারা করত এবং পশ্চাতে স্পষ্টভাবায় বিস্তুপ করত) । আর অথবা তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত , তখন বলত : নিশ্চিতই এরা পথচারী । (করিপ , কাক্ষিকুল ইসলামকে পথচারীজ্ঞ মনে করত) । অথবা তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধারকরণে প্রেরিত হয়েন । (অর্থাৎ নিজেদের চিন্তা করাই তাদের কর্তব্য ছিল । তারা বিশ্বাসীদের চিন্তায় মগ্নান হল কেন ? অতএব তারা বিবিধ প্রাণিতে পতিত ছিল—এক সত্যপছন্দেরকে উপহাস করা এবং দুই শুক্

ঠিক্কা না করা।) অতএব, আজ আরা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করবে, সিংহাসনে বসে তাদের অবস্থা বিরোচণ করবে।—[দুরয়-মনসুরে কাতোদাহ (রা) থেকে বলিত আছে যে, কোন কোন খিল্কী ও আনন্দ দিয়ে আজ্ঞাতীরা জাহাজীয়দেরকে দেখতে পাবে। তারা তাদের দুর্গোপ্ত প্রাণের ছলে তাদেরকে উপহাস করবে।]। বাস্তবিকই কাফিররা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেরে দেছে।

আনুবাদিক ভাষাত্ব বিষয়

সুরা তাহফীফ হযরত আবদুজ্জাহ ইবনে যসউদ (রা)-এর মতে যদ্বায় অবগুর্ণ এবং হযরত ইবনে আব্বাস, কাতোদাহ (রা) মুকাবিল ও বাহ্যিক (র)-এর মতে যদীনায় অবগুর্ণ কিন্তু আর আউটি আরাত যকাই অবগুর্ণ। ইবায় নাসায়ি (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুজ্জাহ (সা) হখন যদীনার তশরীফ আনেন, তখন যদীনায়দের সাধীরণ কাজ-কারবার ‘কারাজ’ তথা মাপের মাধ্যমে সম্পর্ক হত। তারা এ ব্যাপারে দুরি করা ও কম মাপার খুবই অভ্যন্ত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরা তাহফীফ অবগুর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরও বর্ণনা করেন, রসুলুজ্জাহ (সা) যদীনায় পৌছার পর সর্বপ্রথম এই সুরা অবগুর্ণ হয়। কারণ, যদীনায়দের মধ্যে তখন এ বিবরের ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সন্দো নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সুরা নাযিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের এই সুধান্তি সর্বজনবিদিত।—(মাবহারী)

وَلِلْمُطْفَفِينَ—এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরাপ করে, তাকে

বলা হয় **وَلِلْمُطْفَفِينَ**—কোরআনের এই আরাত থেকে প্রয়াণিত হয় যে, মাপে কম করা হান্দায়।

وَلِلْمُطْفَفِينَ—কেবল যাদে কম করার মধ্যেই সীমিত নয় বরং যে কোন ব্যাপারে প্রাপকে প্রাপ্ত থেকে কম দেয়াও **وَلِلْمُطْفَفِينَ**—এর অর্থুভূতি : কোরআন ও হাদীসে মাপ ও উজ্জেব কর করাকে হান্দায় করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে মেলদেনে এই দুই উপায়েই সম্পর্ক হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্ত আদার হত কি না, তা এই দুই উপায়েই বিস্তৃত হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্ত পূর্ণমাত্রায় দেওয়াই হে এর উদ্দেশ্য, একথা বলাই বাহ্যিক। অতএব বোধ্য সেল যে, এটা শুধু মাপ ও উজ্জেব মধ্যেই সীমিত থাকবে না বরং মাপ ও উজ্জেব মাধ্যমে হোক, গণনার বাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পক্ষায় প্রাপককে তার প্রাপ্ত কর দিলে তা **وَلِلْمُطْفَفِينَ**—এর অর্থুভূতি হয়ে হান্দায় হবে।

মুল্লাহ ইবায় যাজেকে আছে, হযরত উমর (রা) অনেক বাতিলকে দেখলেন যে, সে নামারের কান্তি-সিজাদা ইত্যাদি তিকমত করে না এবং এস্ত নামাক শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন : **لَقَدْ طَغَتْ**—অর্জাহ তৃষ্ণি আজ্ঞাহীর প্রাপ্ত আদারে **وَلِلْمُطْفَفِينَ**—করেছে।

এই উচ্চি উচ্ছৃত করে হস্তরত ইয়াখ মাজেক (রা) বলেন : । **لَكْ شَهْيُسْ وَقِيْعُونْ طَفْهَفْ** । এই উচ্ছৃত করে হস্তরত ইয়াখ মাজেক (রা) বলেন : । অর্থাৎ প্রতোক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রার দেওয়া ও কম করা আছে, এমনকি নামাব ও ভাস্তুর মধ্যেও । এমনিভাবে যে বাত্তি আল্লাহর অন্যান্য হক ও ইবাদতে এবং বাস্তুর নিরিষ্ট হকে ঝুঁটি ও কম করে, সেও **طَفْهَفْ**—এর অপরাধে অগ্রভাবী । মৃত্যু, কর্মচারী হতাহত সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যান্য এবং প্রচলিত নিরামের বরাবেশীক, কাজে অমসত্তা করাও নাজুরেব । এসব ব্যাপারে সাধারণ লোক, এমনকি আলিমদের মধ্যেও অনবধানভাবে পরিসৃষ্ট হয় । তারা চাকুরীর কর্তব্যে ঝুঁটি করাকে পাপই পথ্য করে না ।

হস্তরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

حَمْسٌ بِلَّهْسٌ—অর্থাৎ পাঁচটি গোনাহের শাখি পাঁচটি—১. যে বাত্তি আল্লাহর করে করে, আল্লাহ তার উপর শপুরুকে প্রবল ও জরী করে দেন । ২. যে জাতি আল্লাহর আইন পরিভ্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুসৰী ফলসূচী করে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অভিব-অন্টন ব্যাপক আকার ধ্বনি করে । ৩. যে জাতির মধ্যে আলীগতা ও বাত্তিচার ব্যাপক হয়ে থাক, আল্লাহ তাদের উপর প্রেগ ও অন্যান্য মহামারী চাপিয়ে দেন । ৪. আরা মাগ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের সাজা দেন । ৫. আরা ঘাকাত আদায় করে না, আল্লাহ তাদেরকে ঝুঁটি থেকে বঞ্চিত করে দেন ।—(**কুরজুবী**)

তিব্রানীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) আরাও বলেন : যে জাতির মধ্যে মুক্তিকর সম্পদ দুরি প্রচলিত হয়ে থাক, আল্লাহ তাদের অন্তরে শপুরু তরফাতি চাপিয়ে দেন, যে জাতির মধ্যে সুন্দের প্রচলন হয়ে থাক, তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রাচূর্য দেখা দেয়, যে জাতি মাগ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ তাদের রিহিক বজ্জ করে দেন, যে জাতিক্ষয়ের বিপরীতে ফলসূচী করে, তাদের মধ্যে হত্যা ও খন-খারাবী ব্যাপক হয়ে থাক এবং আরা ঝুঁটির ব্যাপারে বিস্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ তাদের উপর শপুরুকে প্রবল করে দেন ।—(**মারহাবী**)

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও রিহিক বজ্জ করার বিভিন্ন উপায় : হাদীসে বলিত রিহিক বজ্জ করার কয়েক উপায়ে হাতে পারে—১. রিহিক থেকে সম্পূর্ণ বাঞ্ছিত করে, ২. রিহিক মওক্কুদ আছে কিন্তু তা থেতে পারে না কিংবা ব্যবহার করতে পারে না, কেমন আজকাল অনেক অসুখ-বিস্তু এবং এক বর্তমান মুগ্ধ খুবই ব্যাপক । এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ করেক শুকারে হাতে পারে—৩. প্রয়োজনীয় প্রবাসীমূল্যী দৃশ্যাগ্র হয়ে গেলে এবং ২. প্রবাসীমূল্যী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকা সঙ্গেও প্রবাসীমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেজে । আজকাল অধিকাংশ জিনিসগুলে এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে । হাদীসে বলিত দারিদ্র্যের অর্থও কেবল টাকা-গৱাসা এবং প্রয়োজনীয় আসবাৰপত্র না থাকা নয় বরং দারিদ্র্যের জাসল অর্থ পরম্পৰাগৈকীতা ও অভিব-অন্টন । প্রতোক ব্যাতি তার কাজ-কার-বারে অপরের প্রতি হতকেবলী মুখাপেক্ষী, সে ততকেবলী দরিদ্র । বর্তমান মুসের পরিহিতি সম্পর্কে চিহ্ন করলে দেখা আর হে, মানুষ তার বসবাস, চোকেরী ও আকাশী পূর্বের ক্ষেত্রে এমন এমন আইন-কানুনের বেড়াজালে অবিজ্ঞ হে, তার জোকমা ও কাজেমী পর্যবেক্ষণিক্ষেত্রে আওতাধীন । খন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও হেতুন থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে

କୁଳ କରାତେ ପାରେ ନା, ସଥିଲ ଦେଖାନେ ଇଚ୍ଛା, ସେଥିଲେ ମହାନ୍ କରାତେ ପାରେ ନା । ବିଧି-ବିଶେଷେର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏତ୍ ବୈଶୀ ହେ, ଆତ୍ମାକ କାହିଁର କାନ୍ୟ ଅକିମେ ଅନ୍ତାଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଅକିମୀର ଥିକେ ଶୁଣ କରେ ଚାପରାଶୀଦେର ପରିଷ୍ଠ ଥେଶାମୋଦ କରା ଛିଡ଼ା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରା କଟିନ । ଏହି ପରମ୍ୟାପେଣ୍ଟିତାରେ ତୋ ଅପର ନୀଯ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ । ବିଧିତ ହାନୀସ ସମ୍ପର୍କେ ବାହ୍ୟ ଦେଶର ସମେହ ଦେଶା ମିଳିତ ପାରେ, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଧ୍ୟାନେ ଡା ଦୂରୀଜ୍ଞ ହୁଅ ଗେଲ ।

ছানটি কোথায় অবস্থিত, এসময়ের বাড়া ইবনে আবেব (ৱা)-এর এক মাতিদীর্ঘ
রেওড়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : সিজীন সপ্তব নিশ্চন্তারে অবস্থিত এবং ইহিমান
সপ্তব আকাশে আরুপের নিচে অবস্থিত।—(যাবদ্বাৰা) কোন কোন হানৌসে আরুও আছে
সিজীন কাক্ষিৰ ও পাপাচানৌসের আকাশ আবাগছল এবং ইহিমান মুগিন-যুজাকৌশলের
আক্ষীৰ আবাসছল।

জাহাত ও জাহাজামের অবস্থাম পুঁজি : বাস্তুকৌ রেওয়ারেত করেন হৈ, জাহাত
আৰোপে এবং জাহাজাম মণ্ডে অবহিত। ইবনে জনীৱ (র) রেওয়ারেত করেন, রসুলুল্লাহ
(সা)-কে **مَكْفُوْلَةً** (সেদিন জাহাজামকে উপহিত কৰা হবে) জাহাত
সমৰ্কে জিজাসা কৰা হলে তিনি বলেন : জাহাজামকে সম্ভূত ব্যৱহাৰ থেকে উপহিত
কৰা হবে। এসব রেওয়ারেত থেকে জানা বাবু হৈ, জাহাজাম সম্ভূত ব্যৱহাৰে আছে। সেধাৰ
থেকেই প্ৰস্তুতি হবে এবং সমুদ্র ও দেৱিয়া তাৰ অধিবেশনে শামিল হবে, অন্তঃপৰ সবৰ সীমনে
উপহিত হৰে থাবে। এভাৱে সেসব রেওয়ারেতের ঘট্টেও সম্বৰ্ধ সাধিত হৰে থাব, বেগুলোতে
বলা হচ্ছে হৈ, সিঙ্গীন জাহাজামের একটি অংশের নাম।—(মাঝুলী)

—**كِتَابُ مَرْقُوم** (মোহরকৃত)। ইমাম
বঙ্গী ও ইবনে কাসীর (র) বলেন : এটা সিঙ্গোনের তকসীর নয় বরং পুরুষের
كِتَابُ النُّفْجَار—এর বর্ণনা। অর্থ এই রে, কাফির ও পাপোচারীদের আমজনীয়া মোহর
জাগীরে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হুস্তুরি ও পরিবর্তনের স্থাবনা থাকবে না।
এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিঙ্গোন। এখনেই কাফিরদের রাহ জমা করা হবে।

وَكَيْفَ يُكَسِّبُونَ—رَأَنَ—لَا إِلَهَ إِلَّا إِنَّمَا عَلَى قَلْبِهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

উভূত। অর্থ যরিচা ও মূলজা। উদ্দেশ্য এই বে, তাদের অন্তরে পাপের যরিচা পড়ে দেছে। যরিচা হেমন জোহাকে খেয়ে আঁটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের যরিচা তাদের অন্তরের ঝোগ্যা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাঙ ও মন্দের পৰ্যবেক্ষ বুবে না। হৃষরত আবু হুরায়রা (রা)-র বশিত রেওয়ারেতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ মুঘিন বাস্তি কোন গোনাহ্ করলে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। অদি সে অনুভূত হবে তওবা করে এবং সংশ্লেষিত হবে শারীর তবে এই কাল দাগ যিটে হাত এবং অন্তর পূর্ববৎ উজ্জ্বল হবে শারীর। পক্ষান্তরে সে অদি তওবা না করে এবং গোনাহ্ করে শারীর, তবে এই কাল দাগ তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছান্ন করে ফেলে। একেই আয়াতে

رَأَنَ—عَلَى قَلْبِهِمْ—বলা হয়েছে।—(মাই-

হারী) পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কাফিররা কোরআনকে উপকথা বলে পরিহাস করে। এই আয়াতের পুরুতে **أَنْ**-বলে তাদেরকে শাসনো হয়েছে যে, তারা গোনাহ্ র কৃপে পড়ে অন্তরের সেই উজ্জ্বল্য ও ঝোগ্যা ধৰ্ম করে দিয়েছে, যশোরা সত্য ও মিথ্যার পৰ্যবেক্ষ বোধ করে। এই ঝোগ্যা আয়াহ্ তা'আলা প্রত্যোক মানুষের মজাদের পরিচিত রাখেন। উদ্দেশ্য এই বে, তাদের মিথ্যারোপ কোন প্রয়াপ, ভাসিবুঁজি ও সুবিবেচনা প্রসূত নয় বরং এর কারণে এই বে, তাদের অন্তর অঙ্গ হয়ে গেছে। ফলে তারমন্দ সুন্দিগোচরই হবে না।

أَنْ هُوَ مُلْكٌ لِّجَاهِنَّمِ—অর্থাৎ কিমামতের দিন এই কাফিররা

তাদের পারমকর্তার বিশ্বাস্ত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং গর্মার আড়ালে অবহান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেকী (র) বলেনঃ এই আয়াত থেকে জানা আয় যে, সেদিন মুঘিন ও উজ্জ্বল আয়াহ্ তা'আলার বিশ্বাস্ত জাড় করবে। নতুন কাফিরদেরকে পর্মার অন্তরালে রাখার কোন উপকারিতা নেই।

অনেক শীর্ষস্থানীয় আলিয় বলেনঃ এই আয়াত এ বিশ্বের প্রয়াপ যে, প্রত্যক্ষ যানুষ প্রকৃতিগতিবে আয়াহ্ তা'আলাকে ভাঙবাসতে থাকে। এ কারণেই সাধারণ কাফির ও মুশরিক বৃত কৃকৰ ও শিরকেই লিঙ্গ থাকুক না হেন এবং আয়াহ্ সত্তা ও শপীবলী সম্পর্কে বৃত জ্ঞান বিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, আয়াহ্ যাহাজ্য ও ভাঙবাসী সবার অন্তরেই বিশ্বাস্ত্যান থাকে। তারা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুভাবী তাঁরই অব্যবহৃত ও সন্তুষ্ট জাতের অন্য ইবাদত করে থাকে। জ্ঞান পথের কারণে তারা মন্ত্রিজে মকসুদে পৌঁছতে না পারলেও অব্যবহৃত সেই মন্ত্রিসেরই করে। আয়োজ্য আয়াত থেকে এ বিশ্বাস্ত প্রতীক-যান হয়। কেননা, কাফিরদের মধ্যে অদি আয়াহ্ বিশ্বাস্তের আগ্রহ না থাকত, তবে শাপ্তি-বয়লগ একথা বলা হত না বে, তারা আয়াহ্ বিশ্বাস্ত থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ, যে বঞ্চিত কারণ বিশ্বাস্তের প্রভাবীই নয় বরং তার প্রতি বৌজ্ঞাক, তার অন্য তার বিশ্বাস্ত থেকে বঞ্চিত করা কোন সাধি নয়।

عَلَيْهِنَّ كِتَابٌ أَلَا بُرَا رِئْفَى عَلَيْهِنَّ—**بَلْ**

এর বহুচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। কারণ (র)-র মতে এটা এক আবগার নাম—বহুচন নয়। পূর্বোলিখিত বারা ইবনে আবেব (র)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া আর হে, ইঞ্জিনীয় সম্মত আকাশে আরাশের নিচে এক ছানের নাম। এতে মু'মিনদের জাহ ও আমল-নামা গাঢ়া হব। পরবর্তী **كِتَابٌ مَرْقُومٌ**—কিটা ব মর্কুম—বাকাটি ইঞ্জিনীয়ের তকসীর নহ—

সহলোকদের আবশ্যনামার বর্ণনা। উপরে **إِنْ يَكُبَ الْأَبْرَارُ**—বাকে এই আমল-নামার উর্জেখ আছে।

مُهَمَّدٌ وَمُحَمَّدٌ—**مُهَمَّدٌ**—**الْمَقْرُوبُونَ**—**مُهَمَّدٌ**—**مُهَمَّدٌ**—থেকে উচ্চত। অর্থ উপস্থিত হওয়া, প্রভৃতি করা। কোন কোন তকসীরকরের মতে আবাতের উদ্দেশ্য এই হে, সৎকর্ম-শীলদের আবশ্যনামা বৈকটালীজ ফেরেশতপে দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হিকাবত করবে।—

(কুরআনী) **وَمُهَمَّدٌ**—এর অর্থ উপস্থিত হওয়া দেওয়া হলে **وَمُهَمَّدٌ**—এর সর্বনাম দাকা ইঞ্জিনীয় বোবানো হবে। আবাতের অর্থ হবে এই হে, বৈকটালীজপের জাহ এই ইঞ্জিনীয় নামক ছানে উপস্থিত হবে। কারণ, এটাই তাদের আবাসস্থল, বেয়ন সিঙ্গালী কাফিন-দের জাহের আবাসস্থল। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)—এর বলিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : শহীদগাপের জাহ আবাসস্থল সামিধে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং জাবাতের বাগবাগিচা ও নহরসমূহে প্রবল করবে। তাদের বাসস্থানে আরাশের নিচে বুলত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বৌবো গেল হে, শহীদগাপের জাহ আরাশের নিচে থাকবে এবং জাবাতে প্রবল করতে পারবে। সুরা ইলাসীনে ছাবীব নামান্তরের ঘটনায় বলা হয়েছে :

قَبِيلَ أَذْ خُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّيْ—এ

থেকে জানো আর হে, হাবীব নামান্তর যত্নের সাথে সাথে জাবাতে প্রবেশ করেছেন। কোন কোন হাদীস দাকা আনা আর হে, মু'মিনদের জাহ জাবাতে থাকবে। সবগুলোর সারামর্য এই হে, এসব জাহের আবাসস্থল হবে সম্মত আকাশে আরাশের নিচে। জাবাতের ছানও এটাই। এসব জাহকে জাবাতে ঝঁঝপের কমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে বৈকটালীজপের উচ্চ বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির কানাপে বাদিও এ আবছাতি শব্দ তাদেরই উর্জেখ করা হয়েছে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটাই সব মু'মিনের জাহের আবাসস্থল। দ্ববর্ত কা'ব ইবনে মাজেক (রা)—এর বলিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

أَنَّمَا نَسْمَةُ الْمَوْمِنِ طَالُرٌ يَعْلَمُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى

جَسْدٍ فَلِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ——**مু'মিনের হাত্ পাথীর আকারে জাগাতের হকে বুলত্ত থাকবে এবং কিরামতের দিন আবার আপন দেহে ফিরে থাবে। এই বিষয়বস্তুই এক রেও-মাঝেত যসনদে আছেন ও তিবাকানীতে বলিত হয়েছে।—(মাঝারী)**

মৃত্যুর পর আনন্দাদার হান কোথার ? : এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ বাহ্যত বিভিন্ন-স্থাপ। সিঙ্গীন ও ইলিয়ানের তৎসীর প্রসঙ্গে উপরে বলিত হাদীসসমূহ থেকে আমা আয় হে, কাফিরদের আস্তা সিঙ্গীনে থাকে শা সম্পত্য অমীনে অবস্থিত এবং মু'মিনদের আস্তা সম্পত্য আকাশে আরশের মিচে ইলিয়ানে থাকে। উপরিখ্রিত কতক রেওয়ায়েত থেকে আরও জানা আয় হে, কাফিরদের আস্তা জাহানায়ে এবং মু'মিনদের আস্তা জাগাতে থাকে। আরও কতক হাদীস থেকে জানা আয় হে, মু'মিন ও কাফির উভয় ত্রেণীর আস্তা তাদের কবরে থাকে। বারা ইবনে আবেব (রা)-এর বলিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে, অধন মু'মিনের আস্তাকে ফেরেন্টাগণ আকাশে নিরে আয়, তখন আরাহি বলেন : আমার এই বাসার আমলানামা ইলিয়ানে লিখে দাও এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমি তাকে মাটি দারাই শৃঙ্খিত করেছি, মৃত্যুর পর তাড়েই ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে তাকে জীবিতাবহার পুনরুদ্ধিত করব। এই আদেশ পেরে ফেরেন্টাগণ তার আস্তা কবরে ফিরিয়ে দেব। এমনিভাবে কাফিরের আস্তা জন্য আকাশের সরঞ্জা ধোঁজ হবে না এবং তাকে কবরে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করা হবে। ইয়াম ইবনে আবদুল বার (রা) এই হাদীস-কেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যার মর্ম এই যে, মু'মিন ও কাফির সবার আস্তা মৃত্যুর পর কবরেই থাকে। উপরোক্ত প্রথম ও বিভীর রেওয়ায়েতের মধ্যে যে বিরোধ দেখা আয়, তিন্তা করলে বোধ আয় হে, এটা কোন বিরোধ নয়। কেননা, ইলিয়ানের হান সম্পত্য আকাশে আরশের মিচে এবং জাগাতের হানও সেখানেই। কোরআন পাকের অন্য এক জাগাতে আছে :

مَلَدَ مَلَدَ رَبِّ الْمُلْكِيَّ مَلَدَ هَاجَلَةَ الْمَاءِ وَي

হে, জাগাত সিদ্রাতুল মুনতাহার সরিকটে। সিদ্রাতুল মুনতাহা হে সম্পত্য আকাশে একমা হাদীস আরু প্রমাণিত। তাই আস্তা হান ইলিয়ান জাগাতের সংজ্ঞা এবং আস্তাসমূহ জাগা-তের বাপিচায় প্রযুক্ত করে। অতএব, আস্তা হান জাগাতও বলা আয়।

এমনিভাবে কাফিরদের আস্তা হান সিঙ্গীন—সম্পত্য অমীনে অবস্থিত। হাদীস আরু একথা ও প্রমাণিত আছে যে, জাহাজীয়ও সম্পত্য অমীনে অবস্থিত এবং জাহাজামের উজ্জাপ ও কল্প সিঙ্গীনবাসীরা ভেঙে করবে। তাই কাফিরদের আস্তা হান জাহাজাম—একথা বলে দেওয়াও বিরুদ্ধ। তবে যে রেওয়ায়েত থেকে আমা আয় হে, কাফিরদের আস্তা কবরে থাকে, সেই রেওয়ায়েত বাহ্যত উপরোক্ত দুই রেওয়ায়েতের বিরোধী। প্রথাত তৎসীরবিম হস্তরত কাবী সানাউজ্জাহ পামিপথী (র) তৎসীর-মাঝারীতে এই বিরোধের

মৌরাংসা দিয়ে বলেছেন : এটা মোটেই অবশ্যই নয় বো, আস্তাসমুহের আসক কুন ইলিয়ান
ও সিজীনাই। কিন্তু এসব আস্তার একটি বিশেষ হোগসুর কবরের সাথেও কারোম রয়েছে।
এই হোগসুর কিন্তু, তার ছাপ আলাহ্ বাতীত কেউ জানতে পারে না। কিন্তু সূর্য ও চন্দ্ৰ
হৈমন আকাশে থাকে এবং তাদের কিন্তু পৃথিবীতে পড়ে পৃথিবীকেও আলোকেজন কৰে
দেব এবং উত্পত্তি করে, তেমনিভাবে ইলিয়ান ও সিজীনহু আস্তাসমুহের কোন অদৃশ্য
হোগসুর কবরের সাথে থাকতে পারে। এই মৌরাংসার ব্যাপারে কাহী সানাউলাহ্ (র)-র
সুচিতিত বক্তব্য সুরা নাবিলাতের তৎসূরে বিধিত হয়েছে। এর সুরমর্ম এইস্যে, রাহ্
দুই প্রকার—১. মানবদেহে প্রবিষ্ট সূর্য দেহ। এটা বন্ধনিষ্ঠ এবং তারি উপাদানে
পঞ্চিত দেহ, কিন্তু এমন সূর্য বৈ, দুল্লিগোচর হয় না। একেই মক্ষ বলা হয়। ২.
অবন্ধনিষ্ঠ অশুরীয় রাহ্। এই রাহ্বই নক্ষসের জীবন। কাজেই একে রাহের রাহ্ বলা
যায়। মানবদেহের সাথে উভয় প্রকার রাহের সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রথম প্রকার রাহ্ অর্থাৎ
নক্ষ মানবদেহের অভ্যন্তরে থাকে। এর বের হয়ে হাওরারই নাম হচ্ছ। বিভীষ রাহ্
প্রথম রাহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে কিন্তু এই সম্পর্কের দ্বারাপ আলাহ্ বাতীত কেটে
আনে না। মৃত্যুর পর প্রথম রাহকে আকাশে নিয়ে হাওয়া হয়, অতঃপর কবরে ফিরিয়ে দেওয়া
হয়। কবরই এর হান। আহাব ও সওয়াব এর উপরই চলে এবং বিভীষ প্রকার অশুরীয়
রাহ্ ইলিয়ান অধ্যা সিজীনে থাকে। এভাবে সব রেওয়ামেতের মধ্যে কোন বিরোধ
অবলিষ্ট থাকে না। অন্ত্যে, অশুরীয় আস্তাসমুহ জারাতে অধ্যা ইলিয়ানে, জাহানায়ে
অধ্যা সিজীনে থাকে এবং প্রথম প্রকার রাহ্ তথা সূর্য শুরীয়ী নক্ষস কবরে থাকে।

—تَنَا فُسْ— وَفِي ذَلِكَ فَلَمَّا تَنَا فُسْ الْمُتَنَا فُسْوَنْ

পছন্দনীয় জিমিস অর্জন করার জন্য করেকজনের ধারিত হওয়ার ও মৌড়া, আতে অপরের আগে সে তা অর্জন করে। এখনে জামাতের নিয়মামতরাজি ঝোঁখ করার পর আলাহুত্তা'আলা পার্ফিল আবুহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : আজ তোমরা সেসব বন্ধুকে প্রিয় ও কাম্য মনে কর, সেগুলো অর্জন করার জন্য অপ্রে চলে হাওয়ার চেল্টায়িত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়মামত। এসব নিয়মামত প্রতিষ্ঠানিগুলোর ঘোঁগা নয়। এসব ক্ষেত্রাবী সুবের সামগ্রী হাতছাড়া হলে সেগুলো তেমন দুঃখের কারণ নয়। হ্যাঁ, জামাতের নিয়মামতরাজির জন্যই প্রতিষ্ঠানিগুলো করা উচিত। এগুলো সরদিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরছাই। আকবর এলাহীবাদী শরাহজ চমৎকার বলেছেন :

یہ کیا کافسانہ ہے سود و زیاد، جو گیا سو گیا جو ملا سو ما
کہو ذہن سے فرمت عمر ہے تم، جو دلات تو خدا ہی کی یاد دلا

—إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الظَّالِمِينَ أَمْنُوا يَفْسُدُونَ

আজাহ্ তা'আলা সত্যগৃহীদের সাথে মিথ্যাগৃহীদের ব্যবহারের পূর্ণ তিনি অংকন করেছেন। কাফিররা মু'মিনদেরকে উপহাস করে হাস্ত, তাদেরকে সামনে দেখতে চোখ ডিপে ইশারা করত। এরপর তাৰা বখন নিজেদের বাড়ীয়াৰে ফিরত, তখন মু'মিনদেরকে উপহাস কৰার বিষয়ে আবস্তুরে আলোচনা কৰত। কাফিররা মু'মিনদেরকে দেখে বাহ্যত সহানুভূতিৰ সূৰে এবং প্রকৃতপক্ষে উপহাসের ছলে বলত। এ দেচাবীৱা বড় সমস্যমা ও বেওকুফ। মুহাম্মদ তাদেরকে পথ্রজট করে দিয়েছে।

আজকালকার পরিচিতি পর্যবেক্ষণ কৰলে দেখা আয়ে যে, আরো নবাবিজ্ঞার অন্তক ফলকাল ধৰ্ম ও পৰকালের ব্যাপারে বেগৰোয়া হয়ে পেছে এবং আজাহ্ ও রসূলের অতি নায়েবাত্তই বিশাসী কৰে পেছে, তাৰা আজিয় ও ধৰ্মপৰীক্ষণ লোকদের সাথে হৰ্বৎ এমনি ধৰনেৰ ব্যবহাৰ কৰে থাকে। আজাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে এই মৰ্মস্তুদ আমাৰ থেকে রক্ষা কৰিব। এই আজাহ্তে মু'মিন ও ধাৰ্মিক লোকদেৱ জন্য সামৰণাৰ অধ্যেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। তাদেৱ উচিত এই তথাকথিত শিক্ষিতদেৱ উপহাসেৱ পৰোয়া না কৰা। জনেক কৰি বজেন।

ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے + زمانہ ہم پر ہنستا ہی رہے گا

سورة ١٤ الشفاعة

সুরা ইন্দিকান

মঙ্গল অবস্থা : ২৫ আয়ত

سورة الرحمن الترجي

إِنَّمَا أَنْشَقَتْ لِرَبِّهَا وَحْقَتْ^١ وَإِنَّمَا أَذْرَقَ مُدَّتْ^٢
 وَأَلْقَتْ مَلَائِكَهَا وَخَلَقَتْ^٣ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحْقَتْ^٤ يَا إِيَّاهَا إِلَاهُنَا إِنَّكَ
 كَادِهُ رَأَى رَبِّكَ كَذَ حَافِلُقِيَّوْ^٥ قَامًا مَنْ أَوْتَ كِتْبَهُ بِعِيمِينِهِ
 سَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا^٦ وَيُنَقِّلُبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوفًا^٧ وَأَمَانَ
 أَوْتَ كِتْبَهُ وَرَأَءَ ظَهِيرَ^٨ سَوْفَ يَلْعُوا ثُبُورًا^٩ وَيَصْطِلُ سَعِيرًا^{١٠} إِنَّهُ
 كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوفًا هَرَانَهُ كُلُّ أَنْ لَنْ يَعُوْرَ^{١١} بِلَّا إِنْ رَبَّهُ كَانَ
 يَهُ بَصِيرًا^{١٢} فَلَا أُقْسُمُ بِالشَّفَقَ^{١٣} وَالظَّلَلِ وَمَا وَسَقَ^{١٤} وَالقَبَرِ إِذَا
 اتَّسَقَ^{١٥} لَتَرْكَبُنَ طَبِيقًا عَنْ طَبِيقٍ^{١٦} فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ^{١٧} وَإِذَا قُرِئَ^{١٨}
 عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ^{١٩} بِلَّا إِلَيْهِمْ كَفُرُوا يَكْذِبُونَ^{٢٠} وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ بِمَا يَوْمَونَ^{٢١} فَبَيْرَهُمْ يَعْدَابُ الْيَمِينَ^{٢٢} لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيْلُوا
 الضَّلَالِ^{٢٣} لَهُمْ أَجْرٌ غَدُرْ كَمْنُونٌ^{٢٤}

প্রকাশ করেন পাত্র ও জীব মঙ্গল আজ্ঞাহীন নামে শুরু

- (১) ব্যক্তি আকাশ বিদীর্ঘ হবে, (২) ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপরুক্ত (৩) এবং ব্যক্তি পৃথিবীকে সংপ্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার পর্যবেক্ষণ সরকারে বাইরে নিঙেগ করবে ও শুনাপর্ত হবে যাবে (৫) এবং তার

পাইনকর্তাৰ আদেশ পাইন কৱবে এবং পৃথিবী এবই উপস্থুত । (৬) হে মানুষ, তোমাকে তোমাৰ পাইনকর্তা পৰ্যন্ত পৌছাতে কৃষ্ট চৌকুৱা কৱতে হবে, অতঃপৰ তাৰ সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে । (৭) আকে তাৰ আমলবায়া তান হাতে দেওয়া হবে, (৮) তাৰ হিসাব-নিকাশ সহজে হৱে থাবে (৯) এবং সে তাৰ পরিবার-পরিজনেৰ কাছে হল্টচিন্ত হিলে থাবে (১০) এবং আকে তাৰ আমলবায়া পিঠেৰ পশ্চাদ্বিক থেকে দেওয়া হবে, (১১) সে হাতুকে আহশন কৱবে (১২) এবং আহশামে ঝুকে কৱবে । (১৩) সে তাৰ পরিবার-পরিজনেৰ অধো আনন্দিত হিল । (১৪) সে মনে কৱত যে, সে কখনও ফিরে থাবে না । (১৫) কেন থাবে না, তাৰ পাইনকর্তা তো তাৰে দেখতেন । (১৬) আমি লগ্ন কৱি সজ্ঞাকালীন মাঝ আঢ়াৱ (১৭) এবং রাতিৱ, এবং তাতে আৱ সমাবেশ ঘটে (১৮) এবং চন্দ্ৰ, যখন তা পূৰ্বৱাপ জাত কৱে, (১৯) নিষ্ঠৰ তোৱাৰ এক সিঁড়ি থেকে আৱৰক সিঁড়িতে আৱেছ কৱবে । (২০) অতএব, তাদেৱ কি হল যে, তাৰা ঈয়ান আনে না ? (২১) যখন তাদেৱ কাছে কোৱাজান পাঠ কৱা হত, তখন সিজাদা কৱে না । (২২) যৱৎ কাকিৰো এৱ প্রতি মিথ্যাবোপ কৱে । (২৩) তাৰা যা সংৰক্ষণ কৱে, আজাহ তা আনেন । (২৪) অতএব, তাদেৱকে বজ্রাদানক পাতিৰ সুস্বোদ দিব । (২৫) কিন্তু আৱা বিজ্ঞাস হাপন কৱে ও সৎকৰ্ম কৱে, তাদেৱ জন্য কৱেছ অসুৰত পুৱকাৰ ।

তরঙ্গীৰে আৱ-সংকেত

থখন (বিতোৱ কুকুৰৰ সময়) আকাশ বিদীৰ্ঘ হবে (তাতে যেহেতুৱার মাঝ কেৱেশতা-
বাহী এক বৰ্ষ অবতীৰ্ঘ হয় । **وَمِنْ يَوْمٍ تَسْقُفُ السَّمَاءُ** আঢ়াতে এৱ উৱেখ আছে) ।

এবং তাৰ পাইনকর্তাৰ আদেশ পাইন কৱবে । (অৰ্থাৎ বিদীৰ্ঘ হওয়াৰ সৃষ্টিগত আদেশ পাইন কৱাৰ অৰ্থ, তা ঘটা) । এবং আকাশ (আজাহৰ কুসুমতেৰ অধীন হওয়াৰ কামাখে) এৱই উপস্থুত (যে, আজাহৰ ঈশ্বাৰ হওয়া আৰই তা অৰপাই হবে) এবং অখন পৃথিবীকে সম্প্রসাৰিত কৱা হবে (যেমন চাৰভাৱ অখবাৰ ব্যাকুলকে সম্প্রসাৰিত কৱা হয় । কৰে পৃথিবীৰ পৰিধি বৰ্তমানেৰ তেৱে অনেক বেড়ে থাবে, কেন পূৰ্ববতী ও পৱৰতী সব মানুষৰ তাতে হান সংকুলান হয়, দুৱৱে অনজুনে বিগত এক হালীসে আছে) ।

لَمْ أَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ সুতোৱ আকাশেৰ বিদীৰ্ঘ হওয়া
এবং পৃথিবীৰ সম্প্রসাৰণ উভয়টি হালৱেৰ হিসাব-নিকাশেৰ অন্যতম ভূমিকা) । এবং
পৃথিবী তাৰ গৰ্তছিত বন্ধসমূহকে (অৰ্থাৎ সুতদেৱকে) বাইৱে নিকেতণ কৱবে এবং (সমত
মৃত থেকে) থালি হয়ে থাবে এবং সে (অৰ্থাৎ পৃথিবী) তাৰ পাইনকর্তাৰ আদেশ পাইন
কৱবে এবং সে এৱই উপস্থুত । (এৱ তৰঙ্গীৰ পূৰ্বেৰ মাঝ । তখন মানুষ তাৰ কৃতকৰ্ম-
সমূহ দেখবে, যেমন ঈরূপাদ হয়েছ ;) হে মানুষ, তুমি তোমাৰ পাইনকর্তাৰ নিকট
পৌছা পৰ্যট (অৰ্থাৎ যুক্তুৱ সময় পৰ্যট) চেষ্টা কৱে মাছ (অৰ্থাৎ কেউ সৎ কৱে এবং কেউ
অসৎ কৱে নিয়োজিত হয়েছ), অতঃপৰ (কিম্বা অতে) সেই চেষ্টাৰ (প্রতিক্রিয়েৰ) সাথে
সাক্ষাৎ ঘটবে । (তখন) আৱ আমলবায়া তাৰ ডান হাতে দেওয়া হবে, তাৰ কাছ থেকে

সহজ হিসাব দেওয়া হবে এবং সে (হিসাব শেষে) তার পরিবার-পরিজনের কাছে হাত্ত-চিঠি কিরে আবে। (সহজ হিসাবের কর বিভিন্ন রূপ—এক. হিসাবের কলে মোটেই আবাব হবে না। তারা কোনোর আবাব ব্যাডিয়েকেই মুক্তি পাবে। এবং দুই. হিসাবের কলে চিরহাতী আবাব হবে না। এটা সাধারণ খুমিনদের জন্য হবে। একেতে অহাতী আবাব হতে পারে। গজুক্তরে) হাতী আমলনামী (তার বায় হাতে) পিঠের পশ্চাদিক থেকে দেওয়া হবে [অর্থাৎ কাঙ্ক্রি]। সে হয় আল্টেপ্লাটে বাঁধা থাকবে, কলে বায় হাত পশ্চাতে থাকবে, মা হয় মুজাহিদের উপরি অনুস্থানী তার বায় হাত পৃষ্ঠদেশে করে দেওয়া হবে।—(দুরুরে-মনসুর), সে মৃত্যুকে অহংকার করবে (ঘেঁথন, বিপদে মৃত্যু করিনা করার অভ্যাস মানুষের আছে) এবং আহামায়ে প্রবেশ করবে। সে (মুনিয়াতে) তার পরিবার-পরিজনের (ও ঢাকর-নকরের) মধ্যে আনন্দিত ছিল (এমনকি, আনন্দের আতিশয়ে পরকালকেও মিথ্যা মনে করত) সে অনে করত যে, সে কখনও (আল্লাহর কাছে) কিরে আবে না। (অঙ্গপর এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে) কেন কিরে আবে না, তার পাইনকর্তা তো তাকে সম্মান দেখতেন (এবং তার কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করে রেখেছিলেন। তাই এই ইচ্ছার বাস্তবায়ন অবশ্যানী ছিল)। অঙ্গেব, আমি শপথ করছি, সজ্ঞাকালীন মাল আজার এবং রাত্তির এবং রাত্তি যা নিজের মধ্যে ধারণ করে তার (অর্থাৎ সেসব প্রাপ্তি, আরা বিভাগের জন্য রাখিতে নিজ নিজ ক্ষিকানায় কিরে আসে) এবং চতুরের অধিন তা পূর্ণরাপ লাভ করে (অর্থাৎ পূর্ণচক্ষ হয়ে আঘাত, এসব জিনিসের শপথ করে বলছি) তোমাদেরকে অবশ্যই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পৌছাতে হবে। এটা **نَكْرٌ كَارِبٌ نَسَانٌ بَلْ**

থেকে **بَلْ** পর্যন্ত বণিত সাজ্জাতের বিশদ বিবরণ। এসব অবস্থা হচ্ছে মৃত্যুর অবস্থা, বরষধের অবস্থা, কিয়ামতের অবস্থা। এগুলোর প্রতোকটির মধ্যে একাধিক অবস্থা আছে। শপথের সাথে এগুলোর মিল এই যে, রাত্তির অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়। প্রথমে পশ্চিম দিগন্তে জাল আজ্ঞা দেখা যায়, এরপর রাত্তি গভীর হলে সব নিষ্ঠিত হয়ে থাক। চতুর্মাসের আধিক্য এবং অক্ষতাস্ত্র এক রাত্তি অন্য রাত্তি থেকে ডিম লাপ হয়। এগুলো সব মৃত্যু পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থার অনুরাগ। এছাড়া মৃত্যু পরকালের সূচনা, যেন সজ্ঞাকালীন মাল আজ্ঞা রাখিতে সূচনা। অঙ্গপর বরষধের অবস্থান মানুষের নিষ্ঠিত থাকার অনুরাগ এবং কৃত-প্রাপ্তির পর চতুরে পূর্ণ রাপ লাভ করা সবকিছু ধৰ্মসের পর কিয়ামতের পুনরুজ্জীবন লাভ করার সাথে সামঝসামীল।) অঙ্গেব (ভৌত হওয়ার ও জীবান আনোর এসব কারণ থাকা সত্ত্বেও) মানুষের কি হল যে, তারা জীবান আনে না? (তাদের হর্তকারিতা অতদূর যে) অধন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহর কাছে নত হয় না বরং (নত হওয়ার পরিবর্তে) কাঙ্ক্রিয়া (উল্টো) যিখারোগ করে। তারা যা (অর্থাৎ কৃকর্মের ভাষ্যার) সংরক্ষণ করে আল্লাহ তা সবিশেষ আনেন। অঙ্গেব (এসব কৃকর্মী কর্মের কারণে) আপনি তাদেরকে ইত্তুলাম্বক শাস্তির সংবাদ দিয়ে দিন। কিন্তু তারা জীবান

আনে ও সৎ কর্ম করে, তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে অসুরত পুরকার, (সৎ কর্ম শর্ত নয়—কোরণ) ।

আনুবাদিক ভাত্তব্য বিষয়

এ সুরার কিম্বাগতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অঙ্গপর গাফিল আনুবাদকে তার সত্তা ও পারিপাত্রিক অবস্থা সম্পর্কে ঠিক্কা-ভাবনা করার এবং তত্ত্বাবধি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পর্যবেক্ষণ পৌছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ঘ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অঙ্গপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে বে, তার সঙ্গে হেসব শুণ্ড ভাঙার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগীরণ করে দেবে এবং হালেরের জন্য এক অতুল পৃথিবী তৈরী হবে। তাতে না থাকবে কোন পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোন দালাম-কোঠা ও বৃক্ষজাতী—পরিকার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সংশ্রমান্বিত করা হবে, আতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পারে! অন্যান্য সুরারও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভাষিতে এসেছে। এখানে নতুন সংমোজন এই যে, কিম্বাগতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত সম্পর্ক যথা হয়েছে : **وَأَنْتَ لِرَبِّهَا وَهُدُوكَ** ।—এর অর্থ ক্ষমেহে অর্থাৎ আদেশ পাইন করেছে। **وَهُدُوكَ** অর্থ অর্থাৎ আদেশ পাইন করাই তার ওরাজিব কর্তব্য হিল।

আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার : এখানে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য এবং আদেশ প্রতিপাতনের দু' অর্থ হতে পারে। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার—১. শরীরস্ত-গত নির্দেশ, এতে একটি আইন ও বিজ্ঞানের শাস্তি বলে দেওয়া হয় না কিন্তু প্রতি-পক্ষকে কর্ম না করার বাধারে বাধ্য করা হয় না বরং তাকে দ্বেষাত্মক আইন খানা না মানা উত্তর বিবরণের ক্ষমতা দান করা হয়। এসব নির্দেশ সাধারণত বিবেকবুদ্ধিসম্মত সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে ; বেহেন মানব ও জিন। এই শ্রেণীর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই ঝুঁয়িন ও কাফির এবং বাধ্য ও অবাধ্যের দুইটি প্রকার সৃষ্টি হয়। ২. সৃষ্টিগত ও তুকনীরগত নির্দেশ ; এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত হয়। কারণ সাধ্য নেই যে, দুজন পরিমাণ বিজ্ঞানের করে। সমগ্র সৃষ্টি এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পাইন করে, জিন এবং আনন্দও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঝুঁয়িন, কাফির, সৎ ও পাগাচারী সবাই এই আইন মেনে চলতে বাধ্য।

ذُرَّا ذُرَّا دَهْرِيٰ پا بِسْتَةٍ تَقْدِيرٍ هـ
زندگی کے خواب کی جامیں یہی تقدیر هـ

এছলে এটা সত্ত্বপর হৈ, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে আদিষ্ট মানব ও জিনের ন্যায় চেতনা ও উপর্যুক্তি দান করবেন। কলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসামাইলৈ তারা দ্বেষাত্মক তা পাইন করবে ও মেনে নেবে। আর হমি নির্দেশের অর্থ এখানে

সৃষ্টিগত নির্দেশ নেওয়া হবে, তাতে ইচ্ছা ও প্রয়াদার কোন দখলই নেই, তবে এটা ও সত্যপুর।

তবে **أَنْ فَتْ لِرِبِّهَا وَحْقَتْ**—এর ভাষ্য অথমোক্ত জর্মের অধিক নিকটবর্তী।

বিভীষণ অর্থ ও রাগক হিসাবে হচ্ছে পারে।

وَ اذَا لَأْرُضُ مُدْت—এর অর্থ টেনে লব্বা করা। ইতরত আবের ইবনে

আবদুল্লাহ (রা)-র বলিত রেওয়ামেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে চীমড়ার (অথবা রমারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসম্মতেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একস্থিত হওয়ার ফলে এক একজনের ডাঙে কেবল পা ঝাঁঝার স্থান পড়বে।—(মাহারী)

وَالْقَعْدَ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ—অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উন্মোক্ষণ

করে একেবারে শূন্যস্থ হয়ে থাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধনভাণার, ধনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যুক্ত মানুষের দেহকণ ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল জীবক্ষেত্রের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

كَدْمَا أَيْمَانُ إِنْكَ كَارِجٌ—এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি

ব্যব করা। **إِلَى رِبِّكَ**—অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহর দিকে
চূড়ান্ত হবে।

আল্লাহর দিকে আভাস্তর্তনঃ এই আঘাতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সহৃদয়ে
করে চিন্তাভাবনার একটি পথ দেখিয়েছেন। মদি মানুষের মধ্যে সামাজিক ভাসবুদ্ধি ও
চেতনা থাকে এবং এ পথে চিন্তাভাবনা করে, তবে সে তার চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায়ের
সঠিক পতি, নির্ণয় করতে সক্ষম হবে এবং এটা হবে তার ইহ কাজ ও পরিকামের নিরা-
পত্তার প্রয়ালিষ্টি। আল্লাহ তা'আলা'র প্রথম কথা এই যে, সৎ-অসৎ ও কাকিন্দ-মুনিন নিবি-
শেষে মানুষ মাঝেই প্রকৃতিগতভাবে কোন না কোন বিষয়কে লক্ষ্য হিসেবে তা অর্জনের
অন্য অধ্যবসায় ও ত্রয় জীৱিকার করতে অভ্যন্ত। একজন সন্তুষ্ট ও সৎ গোক যেমন জীৱিকা
ও জীৱনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহের অন্য প্রাকৃতিক ও বৈধ পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন
করে এবং তাতে দ্বীয় ত্রয় ও শক্তি ব্যব করে, তেমনি দুর্কম্পী ও অসৎ বাস্তিও পরিত্রয়
এবং অধ্যবসায় ব্যাপ্তিরেকে দ্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারেন। চোর, ভাকাত, বদমারেণ
ও জুট্টরাজকারীদেরকে দেশ্যুন, তারা কি পরিমাণ মানসিক ও দৈহিক ত্রয় জীৱিকার করে।
এরপরই তারা জৰু অর্জনে সকলকাম হয়। বিভীষণ কথা এই বলা হয়েছে যে, মানুষের
মাতোলকটি গভিবিধি বরং নিষ্ঠলতাও এমন এক সকলের বিভিন্ন মনবিজ্ঞ যা সে আভাস্তরেই

অবাইত হয়েছে। এই সকলের শেষ সীমা আজাহ্র সাথে উপস্থিতি অবাই হচ্ছে।

الْيَوْمَ বাক্যাংশে এরই বর্ণনা রয়েছে। এই শেষ সীমা এমন একটি অকাটা সত্ত্ব, যা অদ্বিকার করার প্রতি কানও নেই। প্রশ্নেকেই এই অস্ত্রিয় সত্ত্ব জীবার করাতে বাধ্য হে, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায় হৃত্য পর্যন্ত নিষেব হওয়ার নিশ্চিত। ডুর্তাম কথা এই বলা হয়েছে যে, হৃত্য পর পালনকর্তার সাথে উপস্থিতি হওয়ার সময় সমস্ত গতিবিধি, বাজকর্ম ও চেষ্টা চরিত্রের হিসাবনিকাল হওয়া বিবেক ও ইনসাফের দৃষ্টিতে অবলম্বন্তাবী, কানে সৎ ও অসতের পরিমায় আলাদা আজাদীসভাবে জানা হায়। নভূরী ইহকালে এন্দুভরের মধ্যে কোন পর্যবক্ত হব না। একজন সৎ সৌক একজন সেহনস্ত-সভুরি করে যে জীবনাপকরণ ও প্রোক্রিনীর আসবাবগুল হোগাত করে, যের ও ডাকাত তা এক রাত্তিতে অর্জন করে ক্ষেত্রে। আদি হিসাবে কোন সময় না আসে এবং প্রতিদিন ও শাস্তি না হয়, তবে ঢোর, ডাকাত ও সৎ সৌক এক পর্যায়ে তলে আবে, যা বিবেক ও ইনসাফের পরিপন্থী। অবশেষে বলা হয়েছে :

كُلُّ قُلُوبٍ—এর সর্বমায় ধারা **عَدْ** ও বোকানো হেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পলিলেখে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তাঁর সাক্ষাই ঘটবে এবং এর ক্ষেত্র অথবা অন্তর্ভুক্ত পরিষেবার সামনে এসে যাবে। এই সর্বমায় ধারা **بِعْدِ**—ও বোকানো হেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তাঁর পালনকর্তার সাথে সাক্ষাই করবে এবং হিসাবের জন্য তাঁর সামনে উপস্থিতি হবে। অন্তঃপর সৎ ও অসৎ এবং মুঘিন ও কাফির মানুষের আজাদী আজাদী পরিষেবার সামনে এসে যাবে। তাঁন হাতে অথবা বায় হাতে আমজননাম্বা আসার মাধ্যমে এর সুচলা হবে। তাঁন হাতওয়ালা আমজনতের চিরহস্তী নিয়ামতের সুসংবাদ এবং বায় হাতওয়ালা আমজনতের শাস্তির দুঃসংবাদ পেতে হবে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবগুল, এমনকি অনেক অনাবশ্যক তেওগা বস্তু ও সৎ-অসৎ উভয় প্রকার জোকাই অর্জন করে। এভাবে পার্থিব জীবন উভয়ের অভিবাহিত হবে যাব। কিন্তু উভয়ের পরিষেবার আকাশ-পাতার পর্যক্ষ রয়েছে। একজনের পরিষেবা হাতী ও নিরবচ্ছিন্ন সুখই সুখ এবং অপরজনের পরিষেবা অনন্ত আজ্ঞাব ও বিপদ। মানুষ আজই এই পরিষেবার কথা চিন্তা করে কেন চেষ্টা ও কর্মের গতিবাহ্য আজাহ্র দিকে ক্রিয়ার দেব না। আবে দুবিজ্ঞাতেও তাঁর প্রয়োজনাদি পূর্ণ হয় এবং পরকালেও জীবনাতের চিরহস্তী নিয়ামত হাতছাড়া না হয়?

فَمَا مَنَّ أُولَئِنَىٰ إِذْ كَانُوكُلُوبَتْ حَسَابًا يَعْلَمُونَ

وَلَنْ يَعْلَمُ الْيَوْمَ أَهْلَكَهُ سُرْرَوْرًا—এতে মুঘিনের অবয়া বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁদের

আমজননাম্বা তাঁন হাতে আসবে এবং তাঁদের সহজ হিসাব নিয়ে জীবনাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তাঁরা তাঁদের পরিষেবা-পরিজনের কাছে হাস্তিতে ক্রিয়ে আবে।

ହରାତ ଆରୋପା (ରା)–ର ନେଓରୀରେତକୁମେ ରସ୍ତୁଳୀହ୍ (ସା) ବୁଲେନ : **କୁଟୁମ୍ବିନ୍ଦୁ** –ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ବାମତେବେ ଦିନ ଆର ହିସାବ ନେଓରୀ ହବେ, ତେ ଆରାବ ଥେବେ ରଙ୍ଗ ପାବେ ନା । ଏକଥା ଥାବେ ହରାତ ଆରୋପା (ରା) ପ୍ରଥମ କରିଲେନ : କୋରାଜାମେ କି
ବୁନ୍ଧା ଚାହୁଁ ହେବାରେ ଯୁଦ୍ଧା ପାଇସିଲା ? ରସ୍ତୁଳୀହ୍ (ସା) ବୁଲେନ : ଏହି ଆରାତେ ଆକେ
 ସହଜ ହିସାବ ବଜା ହୋଇ, ମେଟା ଫ୍ରକ୍ଟଗପକ୍ଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ନର ବର୍ତ୍ତ କେବଳ ଆଲ୍ଲାହ ରକ୍ତ
 ଆଲୀଆମୀନର ସୀମନେ ଉପରେ ଉପରେ । ସେ ବାଜିକର କାହିଁ ଥେବେ ତାର କାଜକର୍ମର ପୁରୋପୁରି ହିସାବ
 ନେଓରୀ ହବେ, ତେ ଆରାବ ଥେବେ କିମ୍ବାରେତିବେ ରଙ୍ଗ ପାବେ ନା ।—(ବୁନ୍ଧାରୀ)

এই হামীস থেকে জ্ঞান পেতে বে, যুগ্মিনদের কাজকর্যও সব আঁচাহুর সামনে পেল
করা হবে কিন্তু তাদের সীমান্তের বরকাতে গ্রাহ্যক কর্মের চূলচোরা হিসাব হবে মা। এরই
ভাষ্য সহজ হিসাব। পরিবার-পরিজনের কাছে হাস্টাচিতে কিরে জ্ঞানের বিবিধ অর্থ হতে
পারে। এক পরিবার-পরিজনের অর্থ জ্ঞানাতের ছরপথ। তারাই সেখানে যুগ্মিনদের
পরিবার-পরিজন হবে। দুই দুনিয়ার পরিবার-পরিজনই অর্থ। হালেরের ময়দানে হিসা-
বের পর হাতন যুগ্ম বাড়ি সঙ্গ হবে, তাত্ত্বন দুনিয়ার অভ্যাস অনুশ্রান্তি সাক্ষমোর সুসং-
বাধ তন্মানের জন্য সে তাদের কাছে আবে। তফসীরকারুকগণ উত্তর অর্থ বর্ণনা করেছেন।
—(বৃক্ষতুষ্ণী)

—فَلَا إِقْسُمْ بِالْكَوْكَبِ—এখানে আরো ডাঃজীজা ঢীকাটি বসুর শপথ করে মানুষকে

آتاواز اُنک کارِ الی ربک آٹاٹے بولیت دیکھوڑاں جسی مانو شوچی کردا ہے ।

শপথের জন্মস্থানে বলা হয়েছে, যানুষ এক অবস্থার উপর হিতোলি থাকে না এবং ডাক অবস্থা প্রতিনিরতই পরিবর্তিত হতে থাকে। চিন্তা করলে দেখা আর হে, শপথের ঢাকাটি বর এই বিষয়বস্তুর সাক্ষ দেয়। **فِي**-এর শপথ করা হয়েছে। এর অর্থসেই ডাক আড়া, বা সৃষ্টিকের পর পশ্চিম দিগন্তে দেখা কাহ। এটা ঝালির সূচনা, বা যানুষের অবস্থায় একটি বড় পরিবর্তনের পূর্বাঙ্গস। এ সবজ আলো বিদায় নেয় এবং আকাশের সরলাব ঢেলে আসে। এরপর আরও ঝালির শপথ করা হয়েছে, বা এই পরিবর্তনকে পূর্ণতা দান করে। এরপর সেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, যেগোকে ঝালির আকাশে নিজের মধ্যে একের করে। **وَلِلّهِ**-এর আঙ্গল অর্থ একের করা। এর ব্যাপক অর্থ

ନେତ୍ରକୀ ହୁଲେ ଏତେ ଜୀବଜ୍ଞତ, ଉଡ଼ିଦ, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ପାହାଡ଼-ଗର୍ବଳ, ନଦୀନାଦୀ ଇଲ୍ଲାଦି ସବେଇ ଅଟ୍-
ର୍କୁଣ୍ଡ ହୁଲେଛେ, ଯା ରାତିର ଅକଳାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଲେ ଆମେ । ଏହି ଅର୍ଥରେ ହାତେ ପାରେ ବେ, ବେସବ
ବନ୍ତ ସାଧାରଣତ ଦିନେର ଆଜୋତେ ଚାରଦିକେ ଛାତିରେ ଥାକେ, ରାତିବେଳେର ସେଶମୋ ଜଡ଼ୋ ହୁଲେ
ନିଜ ନିଜ ଟିକାନାମ୍ବ ଏକାଳିତ ହୁଲେ ଆମେ । ମାନୁଷ ଡାର ଗୁହେ, ଜୀବଜ୍ଞତ ନିଜ ନିଜ ଗୁହେ ଓ ବାସାର
ଏକାଳିତ ହୁର । କାଙ୍ଗ-କାରବାରେ ଛାତାନୋ ଆସଦୀବପାଇଁ ଖାଟିରେ ଏକ ଆକଶର ଜୟା କରା
ହୁର । ଏହି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଲେ ମାନୁଷ ଓ ଡାର ସାଥେ ସଂଲିଙ୍ଗିତ ସବକିଛି ଯଥେ ହୁଲେ ଥାକେ ।

চতুর্থ শব্দ হচ্ছে : **وَالْقَمَرُ إِذَا أَتَسْعَ** এটাও খেকে উত্ত, কর কর্য এফেজ করা।

ଚାରେ ଏକଟି କରାର ଅର୍ଥ ତାର ଆମୋଡ଼ିକେ ଏକଟି କରା । ଏଠା ଟୋଦ ଡାକିଖେର ରାଜିତ ହୁଏ,
ଅଥବା ଚାର ଯୋଗ କଲାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଆଏ । ଏଥାନେ ଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବହାର ଦିକେ ଝାଲିଙ୍କ ଝାଲାଇ ।
ଚାର ପ୍ରଥମେ ଖୁବଇ ସର ଧଳକେର ଯାତ ଦେଖା ଆଏ । ଏଯପର ଫତ୍ତାଇ ଏଇ ଆମୋଡ଼ି ଝାଲି ଗେବେ
ଗେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଟୀମ ହୁଏ ଆଏ । ଅବିରାମ ଓ ଉପରୁ ପରି ସମ୍ବର୍ତ୍ତନେର ସାକ୍ଷ୍ୟଦାତା ଚାରଟି ବ୍ୟକ୍ତର
ଶମ୍ପଦ କରେ ଆଇଥା ଡାଇଲା ବଜେହେନ : لତ୍ତ କହେ ମହାତ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ନାୟକ ଉପରେ ନିଚେ

করে আরে সাজানো জিনিসগুলোর এক একটি করাকে ৫৪৬ বল্টা হয়। **রূপ**—এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক কর থেকে অন্য করে আরোহণ করতে থাকবে। উকেলা এই যে, মনুর চৃষ্টিতে আসি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোন সময়ে এক অবস্থার হিসেব থাকে না বরং তার উপর পর্যাপ্তভাবে পরিবর্তন আসতে থাকে।

করিয়া কলে সে একজন জীবিত মানুষ হয়েছে। আরের পেটে তার খাদ্য হিল গৰ্ভাশয়ের পেট রাজ্ঞি। নর মাস পরে আরাহু তার পৃথিবীতে আসার পথ সুলম করে দিবে। সে পঢ়া রাজের বদলে আরের পুধ পেজ, সুনিয়ার সুবিহৃত পরিমগ্ন দেখে, আরো-হাত্তাসের হোঁয়া পেজ। সে বাঁচতে আসল এবং নামস-নুস হয়ে পেল। দু'বছরের অধো হাতি হাতি পা পা-সহ কথা বলাও শক্তি জান্ত করল। আরের পুধ ছাড়া পেরে আরও অধিক সুবাসু ও ঝকহারি খাদ্য আসল। খেলাধুলা ও ঝীঁড়াকৌতুক তার দিবায়াছির একমাত্র কাজ হয়ে পেজ। বখন কিছু ভান ও চীতনা বাড়ি তখন শিকাদীকার হাতাকলে আসত হয়ে পেজ। বখন ঝৌবনে পদার্পণ করল তখন অভিতের সব কাজ পরিত্যক্ত হয়ে ঝৌবন-সুলত কামনা-বাসনা তার ছান দখল করে বসল এবং এক হোয়াকিনের অসহ সামনে এল। বিরে-আনী, সন্তান-সন্তানি ও পরিবার পরিচালনার কর্মবাস্তুতার দিবায়াছি অভিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে এ শুগেরও সহায়িত ঘটল। আরিক শক্তি কর পেতে লাগল। প্রায়ই অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বার্ধক্য আসল এবং ইহকালের সর্বশেষ মনবিজ করবে আওয়ার প্রতি চলল। এসব বিষয় তো চোখের সামনে থাকে, বা কারও অঙ্গীকার করার সাথ্য নেই কিন্তু অসুরদলী মানুষ মনে করে বে, যত্তু ত করবই তার সর্বশেষ মনবিজ। এরপর কিছুই নেই। আরাহু তারামা সর্বভানী ও সব বিষয়ের ধৰণ রাখেন। তিনি পরমপুরুষসম্পরে যাধ্যামে সাক্ষিত মানুষকে অবহিত করেছেন বে, করব তোমার সর্বশেষ মনবিজ নয় করৎ এটা এক প্রতীকাসার। সামনে এক মহাজনসহ আসবে। তাতে এক মহাপরীক্ষার পর মানুষের সর্বশেষ মনবিজ নির্ধারিত হবে, বা হয় চিরজ্ঞানী আরাম ও সুখের মনবিজ হবে, না হয় অনন্ত আঙ্গীব ও বিপদের মনবিজ হবে। এই সর্বশেষ মনবিজেই মানুষ তার সত্ত্বকার আবাসস্থল জান্ত করবে এবং পরিবর্তনের চে থেকে অব্যাহতি পাবে। কোরআন পাই বলা হয়েছে ۱۴۵

إِلَى رَبِّكَ — أَنِ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى

—বলে এই বিষয়বস্তুই কর্মনা করেছে। সে সাক্ষিত মানুষকে এই সর্বশেষ মনবিজ সম্পর্কে অবহিত করে হ'লিয়ার করেছে বে, বদল হচ্ছে সুনিয়ার সব পরিবর্তন, সর্বশেষ মনবিজ পর্যন্ত আওয়ার সঙ্গে এবং তার বিজিত পর্যায়। মানুষ চোকেকাল, বিষ্ট ও আগরাখে, দীঁড়ানো ও উপবিষ্ট—সর্বীবছার এই সঙ্গের মনবিজসমূহ অতিক্রম করেছে। অবশেষে সে তার পারমকর্তার কাছে পৌছে আবে এবং সাক্ষা জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব দিয়ে সর্বশেষ মনবিজে অবস্থান জান্ত করবে, সেখানে হয় সুই সু এবং নিরবাঞ্ছিন্ন আরাম, না হয় আঙ্গীবই আঙ্গীব এবং অনেক বিপদ রয়েছে। অতএব, সুজিয়ান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সুনিয়াতে নিজেকে একজন মুসাক্ষির মনে করা এবং পরকালের জন্য আসবাবপত্র তৈরী ও প্রেরণের চিহ্নকেই সুনিয়ার সর্ববৃহৎ জন্য হির করা। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : كُنْ فِي
أَنْ لَهَا يَذْكُرْ شَرِبَاتْ وَ مَاءْ بَرْ سَبِيلْ ۝—অর্থাৎ তুমি সুনিয়াতে একাবে আক, দেখন কোম মুসাক্ষির করেক দিনের জন্য কোথাও অবস্থান করে অথবা কোন পথিক পথে

চলতে চলতে বিদ্রোহের জন্য থেমে আস। উপরে বর্ণিত **طريق من طه**—এর তফসীরের বিবরণট সংজিত একটি রেওয়ারেত আবু লাঈম (র) আবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র রেওয়ারেতক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এইসৌর হাদীসটি এ বলে সুজ্ঞত্বী আবু লাঈমের এবং ইবনে কাসীর (র) ইবনে আবী হাতেব (র)-এর বরাত দিয়ে বিবরণিত উভ্যত করেছেন। এসব আবাতে সাক্ষিল মানুষকে তার স্পষ্ট ও দুর্বিলতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সামনে এনে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, যে মানুষ এখনও সময় আছে, নিজের পরিশপ্তি ও পরকালের টিক্কা কর। কিন্তু এসব উভয় নির্দেশ সঙ্গেও অনেক মানুষ পাই-জড়ি ড্যাগ করে না। তাই থেমে বলা হচ্ছে : **أَنَّمَا يُمْنَوِنُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَعْتَدُونَ**—অর্থাৎ এই সাক্ষিল ও মূর্খ জোকদের কি হল বে, তারা সবকিছু শোনা ও আলোর পরও আলাহুর ঝড়ি কোরআন আনে না!

وَإِنَّ قِرْيَةً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَعْتَدُونَ—অর্থাৎ ইখন তাদের সামনে সুন্দর হিসেবতে পরিপূর্ণ কোরআন পাঠ করা হচ্ছে, তখনও তারা আলাহুর দিকে নত হন না।

الْفَاتِحَة ও **سَبْطُون**—এর আত্মধারিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও কর্মাবসরাদীরী বোঝানো হচ্ছ। বলা বাছলা, এখানে পারিষ্ঠাতিক সিজদা উদ্দেশ্য এর বরং আলাহুর সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনোদ হওয়া উদ্দেশ্য। এর সুসংলগ্ন কারণ এই বে, এই আবাতে কোন বিশেষ আবাত সম্পর্কে সিজদার নির্দেশ দেই বরং নির্দেশটি সম্প্রতি কোরআন সম্পর্কিত। সুতরাং এই আবাতে পারিষ্ঠাতিক সিজদা অর্থ নেওয়া হলে কোরআনের প্রত্যেক আবাতে সিজদা করা অপরিহার্য হবে, বা উপর্যতের ইজ্যার কারণে হতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আজিমগ্রহণের অধো কেউ এর অবক্ষণ। এখন প্রথ থাকে বে, এই আবাত পাঠ করলে ও তামে সিজদা ওয়াজিব হবে কি না? বলা বাছলা, কিন্তিঃ সদর্শের আবেয় নিয়ে এই আবাতকেও সিজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হচ্ছ। কোন কেবল হানাফী ক্ষিকাহবিদ তাই করেছেন। তাঁরা বলেন : এখানে **الْفَاتِحَة** বলে সম্প্রতি কোরআন বোঝানো হচ্ছে বরং **الْفَاتِحَة** হওয়ার ভিত্তিতে বিশেষভাবে এই আবাতই বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু এটা এক প্রকার সদর্থই, আকে সভাব-নার পর্যায়ে শুন্দ বলা যেতে পারে। কিন্তু বাণিক ভাবাদৃষ্টে এটা অবাক্ষর মনে হচ্ছ। তাই নির্দৃঢ় কথা এই বে, এর কর্মসূল হাদীস এবং রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবারে কৃতায়ের কর্মসূলতি দ্বারা হতে পারে। তিভাওয়াতের সিজদা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে। কলে সুজ্ঞতাহিস আজিমগ্রহণ বিবরণিতে মতবিরোধ করেছেন। ইয়ায় আবাব আবু হানীফা (র)-র মতে এই আবাতেও সিজদা ওয়াজিব। তিনি নিষ্ঠোচ্ছৃত হাদীস-সমূহকে এর প্রয়োগ হিসাবে পেশ করেন :

সহীহ বুখারীতে আছে, হৃষ্ণত আবু রাফে' (রা) বলেন : আমি একদিন ইশ্বার নামাম হৃষ্ণত আবু হৃষ্ণবান্ন পিছনে পড়লাম। তিনি নামাবে সুরা ইন্সিরাক পাঠ

করলেন এবং এই আরাতে সিজদা করলেন। আমারাতে আমি হস্তরত আবু হুরাফুরা (রা)-কে জিজেস করলাম। এ কেমন সিজদা? তিনি বললেন: আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-র পশ্চাতে এই আরাতে সিজদা করেছি। তাই হাশেরের মরদানে তীব্র সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যবেক্ষণ আমি এই আরাতে সিজদা করে আৰ। সহীল মুসলিম আবু হুরাফুরা (রা) দেকে বশিত আছে, আমরা নবী কর্ণীম (সা)-এর সাথে সুরা ইন্সিকাক ও সুরা ইবনুর সিজদা করেছি। ইবনে আব্রাহী (র) বলেন: এটাই ঠিক হে, এই আরাতেও সিজদার আবারত। যে এই আরাত তিজাওরাত করে অথবা তার উপর সিজদা ওয়াজিব—(কুরআনী) কিন্তু ইবনে আব্রাহী (র) যে সম্প্রদায়ে বসবাস করলেন, তাঁদের মধ্যে এই আরাতে সিজদা করার প্রচলন হিল না। তারা হোতো এমন ইমারের সুকারিন (অনুসারী) হিল, যাতে যতে এই আরাতে সিজদা নেই। তাই ইবনে আব্রাহী (র) বলেন: আমি হস্তন কোথাত ইহায় হলে নামাব পড়াভাব করেন সুরা ইন্সিকাক পাঠ করতাম না। কদিন, আমার যতে এই সুরায় সিজদা ওয়াজিব। কাজেই হনি সিজদা না করি, তবে সেনাইগুর হব। আমি হনি করি, তবে পোষ্ট। আমারাত আমার এই কাজকে অগুর্ন করবে। কাজেই অহেতুক যতা-নৈক্য স্থিতি করার প্রয়োজন নেই।

سورة البروج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুসলিম অবগতির্ণ : আজ্ঞাত ২২ ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ وَشَاهِدٌ مَّشْهُودٌ قُتِلَ
أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ فَالثَّارِ ذَاتُ الْقُوَودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ وَهُمْ عَلَى
مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ وَمَا نَقْصَوْا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا
بِإِلَهٍ أَغْرَى الْعَزِيزَ الْجَمِيلَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ الْأَمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ثُرَانُ الَّذِينَ قَاتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ
بِحَمْنَمٍ وَلَهُمْ عَذَابُ الْجَحْرِيَّةِ ثُرَانُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَلَمُوا الصِّرَاطَ لَهُمْ جَنَاحٌ
تَعْبِرُي وَمَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ فَذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ثُرَانُ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٍ
إِنَّهُ هُوَ بَيْدَىٰ وَبَيْعِيدٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْجَمِيلُ
فَقَالَ لَهَا يُرِيدُهُ هَلْ أَتَكَ حَدِيثَ الْجَنُودِ فِي رَعْنَوْنَ وَشَوَادِهِ بَلْ
الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْرِيزِيٍّ وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُّرْجِيٌّ بَلْ هُوَ قَرْآنٌ

تَعْمِيدٌ فِي لَوْجِ مَحْفُوظٍ

পদ্ময় কল্পনামূল ও সঙ্গীয় মন্দির আজ্ঞাত মাঝে উন্ন

- (১) পদ্ময় বাহ-সকল পোতিত আজ্ঞানের, (২) এবং প্রতিশুভ দিবসের, (৩) এবং সেই দিবসের, যে উপরিত হয় ও যাতে উপরিত হয়, (৪-৫) অভিশৃষ্ট হয়েছে ভর্ত ও জ্ঞানাজ্ঞা অর্থাৎ জনক ইজনের অভিসংবোধকালীনা; (৬) যখন তাজ্জা তাজ্জ কিম্বাগ্ন ক্ষেত্-হিল, (৭) এবং তাজ্জ বিশ্বাসীনের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্ষণ করছি। (৮) তাজ্জ

তাদেরকে শান্তি দিলেছি তখন একমতে হে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আবাহন প্রতি বিচাস কৃপণ করেছিল; (১) তিনি নতোমঙ্গল ও কৃতভূমির ক্ষমতার অধিক, আবাহন আমন্ত্রণ করেছে সব কিছু। (২) আরা মুমিল সুন্দর ও নমুনীকে মিসোড়ন করেছে, অতঃপর তৎক্ষণাৎ আবেদন করেনি, তাদের অন্য আছে আবাহনায়ে শান্তি, আর আছে দহন অন্তর্পণ। (৩) আরা ঈয়ান আনে ও সংকৰ্ত্ত করে তাদের অন্য আছে আবাহন, আর তাদেলে প্রবাহিত হয় নির্বাচিতী-সমূহ। এটাই যাহাসাকল। (৪) বিশ্বের তোমার পাতনকর্তার পাকড়াও অভ্যন্ত করিন। (৫) তিনিই জুখমার অভিষ্ঠ দান করেন; এবং পুনরাবৃ জীবিত করেন। (৬) তিনি ক্ষয়াপীল, ক্ষেত্রফল; (৭) অহান আবশ্যের অধিকারী। (৮) তিনি ঘৰ তান, তাই করেন। (৯) আগনীর কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিহাস পৌছেছে কি, (১০) কিরাউনের এবং সামুদ্রে? (১১) বরং আরা কাফির, তারা যিথাবোপে রত আছে। (১২) আজাহ আদেরকে চতুর্দিক, থেকে প্রতিবেষ্টন করে রেখেছেন। (১৩) বরং এটা যাহান কোরআন, (১৪) তাওহে আহ কুম লিপিবদ্ধ।

তৃকসীরের সার-সংক্ষেপ

শামে মুসুজ : এই সুরার একটি কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে উল্লিখিত এই কাহিনীর সার-সংক্ষেপ এই হে, জনেক বাদশাহীর দরবারে একজন অভী-প্রিয়বাদী থাকত। (তে ব্যক্তি সর্বানন্দের সাহার্যে অথবা নক্ষত্রে জন্মপাদির মাধ্যমে মানুষকে উন্বিষ্যতের অবরুদ্ধি বলে, তাকে অভীপ্রিয়বাদী বলা হয়)। সে একদিন বাদশাহীকে বলল : আমাকে একটি চালাক-চতুর বাজক দিলে আমি তাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতাম। সেমতে তার কাছ থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য একটি বাজককে মনোনীত করা হল। এই বাজকের আস-বাঁওয়ার পথে জনেক খুস্টান পাত্রী বসবাস করত। সে শুধু খুস্টখর্মই ছিল সত্যধর্ম। পাত্রী অধিকাঙ্গ সহয়েই ইবাদতে মন্দন থাকত। বাজকটি তার কাছে আস-বাঁওয়া করত এবং সে গোপনে খুস্টখর্মে সৈকিত হয়ে গেল। একদিন বাজকটি দেখল হে, একটি সিংহ পথ আঁটিকে রেখেছে এবং মানুষ সিংহের ভূমি অস্তির হয়ে ঘোঁসাকেরা করছে। বাজকটি এক অন্ধ পাথর হাতে বিমে দোঁয়া করল : হে আজাহ, যদি পাত্রীর ধর্ম সত্ত্ব হয়, তবে এই সিংহ আমার প্রস্তরাবাতে আরা থাক, আর যদি অভীপ্রিয়বাদী সত্ত্ব হয়, তবে না থাক। একথা বলে সে পাথর বিক্ষেপ করতেই তা সিংহের গায়ে জাগল এবং সিংহ আরা গেল। এরপর মানুষের মধ্যে একথা ছড়িয়ে পড়ল হে, এই বাজক এক আশ্চর্য বিদ্যা আনে। জনেক অন্ধ একথা শুনে এনে বলল : আরা আজাহ যৌচিন করে দিন। বাজক বলল : তুমি আজাহীর সত্যধর্ম কবুল করলে আমি চেল্টা করে দেখব। অন্ধ এই শর্ত মেনে নিজ। সেমতে বাজকটি দোঁয়া করতেই অন্ধ তার চতুর ক্ষিয়ে গেল এবং সত্যধর্ম প্রাপ্ত করল। এসব সংবিদ বাদশাহের কানে পৌছলে সে পাত্রী এবং বাজক ও অন্ধকে প্রশংসনীয় করিয়ে দরবারে আনল। অতঃপর সে পাত্রী ও অন্ধকে হত্যা করল এবং বাজকে ব্যাপারে আদেশ দিল হে, তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু আরা তাকে পাহাড়ে নিয়ে পিলেছিল তারাই নিচে পড়ে গিয়ে নিহত হল এবং বাজক নিয়াপদে

କିମେ ଏହା । ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଦପାଇଁ ତାକେ ସମ୍ମେ ନିର୍ମଳିତ କରାର ଆବେଦ ଦିଲ । ଯେ ଅବାହାର ବୈଚେ ଦେଲ ଏବଂ ଶାରୀ ତାକେ ନିର୍ମେଣିଛି, ତୁମ୍ଭା ସତିଜାନମାଧ୍ୟ ଜୀବ କରନ୍ତି । ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଦପାଇଁ ବାଦପାଇଁ କରନ୍ତି : ବିଶ୍ୱମିଳାହୁ ବାଜେ ତୌର ନିକେପ କରନ୍ତି ଆମି ଆଜିମିଳାହୁ । ଦେଇତେ ତାଇ କରା ହଳ ଏବଂ ବାଜି କଟି ଯାଏବା ଦେଖି ଏହି ବିଶ୍ୱମରଙ୍କର ଅଟେମା ଦେଇ ଅକର୍ମାହି ସାଧାରଣ ଯାନୁକେର ଯୁଧେ ଉତ୍ତାରିତ ହଳ । ଆଜାହ ଯାବାଇ ଆଜାହର ଜୀବ ବିବାସ କୁପନ କରାଯାଇ । ବାଦପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ଅଛିର ହଳ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଦିନେର ଏକାର୍ଥକ୍ରମେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଧନନ କରିଯେ ଦେଉଜୋ ଅଗ୍ରିତେ ଭାବି କରେ ଯୋହଣା ଦିଲ । ଶାରୀ ନନ୍ଦମ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନା ତାଦେଇର ଅଗ୍ରିତେ ନିକେପ କରା ହବେ । ଦେଇତେ ବାହେକ ଅଗ୍ରିତେ ନିକିଳିଷ୍ଟ ହବେ । ଏକିପର ବାଦପାଇଁ ଓ ତାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟଦିନେର ଉପର ଆଜାହର ଗର୍ବବ ନାହିଁ ହତ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣା ଧର୍ମ ସନ୍ଧାନ କରାରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ଆହେ ।

ଶପଥ ପ୍ରକାଶକ୍ରମ ଶୋଭିତ ଆକାଶେର ଏବଂ ଶପଥ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଦିବସେର (ଅର୍ଧାହ ବିଶ୍ୱମାନ ଦିବସେର) ଏବଂ ଶପଥ ଉପର୍ହିତ ଦିନେର ଏବଂ ଶପଥ ସେବିନେର ବାତେ ମୋକେରା ଉପର୍ହିତ ହବେ । (ତିରମିଶ୍ଵର ହାଦୀସ ଆହେ ୩୦୦୦୦ ମୁଦ୍ରିତ କିମ୍ବାତେର ଦିନ ୩୦୦୦୦୦ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତବୀର ଦିନ ୩୦୦୦୦୦ ଆରମ୍ଭିତେର ଦିନ । ଏକ ଦିନକେ ୫୦୦୦୦ ଏବଂ ଏକ ଦିନକେ ୧୦୦୦୦୦ ଯତାର କାରଳ ସନ୍ଧବତ ଏହି ସେ, ଉତ୍ତାବାର ଦିନ ସବ ଯାନୁକେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରୀ ଥାକେ । ତାଇ ଦିନଟି ଯେମ ନିଜେଇ ଉପର୍ହିତ ଏବଂ ଆରାକ୍ଷାତେର ଦିନ ହାଜିପଣ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରୀ ଥେବେ କରନ୍ତି କରେ ଆରାକ୍ଷାତେର ଯରଦାନେ ଏହି ଦିନେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଅଗ୍ରମନ କରେ । ତାଇ ଦିନ ସେବ ଉଦ୍‌ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉପର୍ହିତର କାଜ ଏବଂ ମୋକେରା ଉପର୍ହିତ । ଶପଥେର ହତ୍ତାର ଏହି ୧) ଅଭିଶପ୍ତ ହରେହ ଗର୍ତ୍ତତ୍ତ୍ଵାଳୀରୀ ଅର୍ଧାହ ଅଭିଶପ୍ତକାରୀରୀ ଅଭିଶପ୍ତ ଶ୍ରୀରା ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଆଶ୍ରେ-ପାଲେ ଉପବିଷ୍ଟ ହିଲ ଏବଂ ତାରୀ ଇମାନଲୀରଦେର ସାଥେ ହେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇଲ, ତାଦେଖେ ଆଜିଛ । (ବଜା ବାହଳ, ତାଦେର ଅଭିଶପ୍ତ ହତ୍ତାର ସଂବାଦେ ଯୁଦ୍ଧିନଳଗ ଅଭିଶପ୍ତ ହବେ । କାରଳ, ଏତେ ବୋଧା ଆହୁରେ, ବର୍ତ୍ତମାନେ ହେମବ କାକିର ଯୁଦ୍ଧିନଳଦେର ଉପର ଯୁଦ୍ଧ କରାଇଲେ, ତାରାଓ ଅଭିଶପ୍ତ ହବେ । ଏଇ ଅଭିଶିକ୍ଷା ଦୁନିଆତେ ଶକ୍ତି ପେତେ ପାରେ । ହେମବ ଦୂର ଯୁଦ୍ଧ ଜାଗିମରା ନିଃତ ଓ ମାହିତ ହରେହ କିମ୍ବା ତଥୁ ପରକାଳେ ଶକ୍ତି ପାରେ, ହେମବ ସାଧାରଣ କାକିରଦେର ଜନ୍ୟ ଏଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ । ତାରୀ ଯୁଦ୍ଧିନଳର ବାବହାପନା ଓ ତତ୍ତ୍ଵବଧାନେର ଜନ୍ୟ ଆଶ୍ରେପାଳେ ଉପବିଷ୍ଟ ହିଲ ।

୫୦୦୦୦ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ତତ୍ତ୍ଵବଧାନ ହାତ୍ତାଓ ତାଦେର ନିର୍ମିରାତାର ଦିକେ ହିନ୍ତିତ ରହେଛେ । ଦେଖେ ଉନ୍ମେତ ତାଦେର ମନେ ଦନ୍ତାର ଉପକ୍ରମ ହତ୍ତ ନା । ଅଭିଶପ୍ତ ହତ୍ତାର ବ୍ୟାପାରେ ଏ ବିଶରାଟିର ବିଶେଷ ପ୍ରତାବ ଆହେ । କାକିରର ଯୁଦ୍ଧିନଳଦେର ମଧ୍ୟେ ଛାତ୍ରା କୋନ ଦୋଷ ପାରନିବେ, ତାରୀ ଆଜାହାତେ ବିବାସ କରାଇଲ, ଯିମି ପରାକ୍ରମୀଜୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯିମି ମନ୍ତୋଯତୁଳ ଓ ତୁମ୍ଭମେର ମାଜିହେର ମାଲିକ । (ଅର୍ଧାହ ଇମାନ ଆଜାର ଅଗ୍ରାହୀ ଏହି ବ୍ୟାପାର କରାଇଲେ । ଇମାନ ଆନ୍ତି ଆସିଲେ କୋମ ଅଗ୍ରାହି ନାହିଁ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରପରାଥ ମୋକଦେର ଉପର ତାରୀ ଯୁଦ୍ଘ କରାଇଲେ । ତାଇ ତାରୀ ଅଭିଶପ୍ତ ହରେହ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାଗିମରା ଜନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଘାଦୀ ବାଧିତ ହରେହ ।) ଆଜାହ ସବକିଛି ସମ୍ପର୍କେ ଶୁଭାକିକ । (ଯଜମାୟେର ଅବହାତ ଜାନେନ, ତାଇ ତାକେ ସାଧାରଣ କରାବେଳ ଏବଂ ଜାଗିମରେ ଅବହାତ ଜାନେନ, ତାଇ ତାକେ ଶାନ୍ତି ଦିବେନ ଇହକାଳେ ଅବହାତ ପରକାଳେ) ଶାରୀ ମୁସଜିଦାନ ନର ଓ ନାରୀଦେଇର ନିପୀଡ଼ନ କରାଇଲେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାରୀ କରାନି,

তাদের জন্য রয়েছে জাহাজামের শাস্তি, আর (জাহাজামের বিলেবক্তব্যে) তাদের জন্য আছে দহন শত্রু। (জাহামে সর্প, বিষ্ণু, বেড়া, পিকল, ঝুটুক পানি, পূজ ইত্যাদি সবরূপ কল্প অঙ্গুরুক্ত রয়েছে। সর্বোপরি দহন শত্রু আছে। তাই একে বিলেবক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মজনুমসহ মুমিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ১) নিচের আরো ঈশ্বর আছে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জাহাত, যাকে তাদের নিবেলিলীগমহ প্রাপ্তি। এটা যথাসাধ্য।) আপনার পাইনকর্তার পকড়াও অভ্যন্ত কর্তৃর। (কাজেই বোকা যাও বে, তিনি কাফিরদেরকে কর্তৃর শাস্তি দিবেন)। তিনি প্রথমবার স্থলে করেন এবং পুনরায় কিয়ামতেও স্থলে করবেন। (সুতরাং পাকড়াওরের সময় হবে কিয়ামত, তা সংয়োগে না হওয়ার সম্বেদ রইল না)। তিনি ক্ষয়ালীল, শ্রেষ্ঠমস, আরপের অধিপতি ও যত্নান। (সুতরাং মুমিনদের সোনাহ মাঝ করে দিবেন এবং তাদেরকে ত্রির করে নিবেন। আরপের অধিপতি হওয়া ও মহুর থেকে আবাব দেওয়া এবং সওয়াব দেওয়া উভয়টি বোকা যাব কিন্তু এখনে মুকাবিলার ইতিমধ্যে একথা বোকামোই উদ্দেশ্য যে, তিনি সওয়াব দিতে সক্ষম। অতঃপর আবাবদান ও সওয়াবদান উভয়টি শুয়াপ করার জন্য একটি শুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে), তিনি যা চান, তাই করেন। (অতঃপর মুমিনদেরকে আরও সাক্ষাৎ এবং কাফিরদেরকে আরও ছেন্টিয়ার করার জন্য কতক বিলেব অভিশপ্তের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌছেছে কि অর্বাচ কিরাউন (ও কিরাউন বংশধর) এবং সামুদের? (তারা কিভাবে কুফর করেছে এবং কিভাবে আবাবে প্রক্রিয়ার হয়েছে? এতে মুমিনদের আবশ্য এবং কাফিরদের ভৌত হওয়া উচিত। কিন্তু কাফিররা যোগাই ভৌত হয় না) বরং তারা (কোরআনের) যিথ্যারোপে রাত আছে। (পরিচায়ে তারা এর শাস্তি ডোপ করবে। কেননা) আবাহ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেক্টি করে দেখেছেন। (অতঃপর তার কুদরত ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেন। তারায়েকেরআনকে যিথ্যারোপ করে এটা এক বিস্মৃক্ষিতা। কেননা, কোরআন যিথ্যারোপের ঝোঞ্চ ময়) বরং এটা যথান কোরআন—জাহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ। (এতে কোন পরিবর্তনের সন্দেহ নেই। সেখান থেকে কড়া প্রহরাখীনে পরস্পরের কাছে পৌছানো হব; হেনন সুরা জিনে আছে—**فَإِنْ تُكْثِرْ بِالْمُنْكَرِ فَإِنَّمَا يُعَذِّبُ الْمُجْرِمِ**—সুতরাং কোরআনকে যিথ্যারোপ করা মিঃসদেহে সুর্খতা ও শাস্তির কারণ)।

আনুবাদিক অন্তর্বর্তী বিষয়া

بِرْوَجٍ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبَرْوَجِ—এর বহুবচন। অর্থ বড়

আসাদে ও দুর্গ। অন্য আরাতে আছে **وَلَوْلَكُمْ فِي بِرْوَجٍ مُشَاهِدِ**—এখনে এই অবস্থার ব্যাপারে আছে। অর মুল ধারু **جَرْجِ**—এর অভিধানিক অর্থ বাহিক হওয়ার

تَهْرِجُونَ—এর অর্থ বেগৰ্দা হোলাখুলি চলাকেরা করা। এক আয়তে আছে

الْجَاهِيَّةُ تَهْرِجُونَ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়োচ্য আয়তে

হৃ ۲۷—এর অর্থ বড় বড় শহ-নক্ষত। কয়েকজন তফসীরবিদ এছাজে অর্থ নিরোচন প্রাসাদ অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও উজ্জ্বাবধায়ক ক্ষেত্ৰেশতাদের অন্য নির্ধারিত। পরবর্তী কোন কোন তফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিষ্কারাত্মক বলেছেন যে, সমষ্টি আকাশ-মণ্ডলী হাতে জাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক জাগকে

হৃ ۲۸—বলা হয়। তাদের ধৰণগুলি এই

যে; হিতিলীল নক্ষতসমূহ এসব হৃ ۲۹—এর মধ্যেই অবস্থান করে। ইহসমূহ আকাশের গভীরতে গভীরীয় হয়ে এসব

হৃ ۳۰—এর মধ্যে অবস্থান করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ঘূর্ণ। কোরআন পাক প্রহসনহুকে আকাশে প্রোত্তৃত বলে না যে, এভাজে আকাশের গভীরতে গভীরীয় হবে বরং কোরআনের মতে প্রত্যেক শহ নিজের গভীরতে গভীরীয়। সুরা ইয়াসীনে

আছে :

فَلَكَ فِي ذلِكَ بُشِّرْتُونَ—একথে ও কল ফِي ذلِكَ بُشِّرْتُونَ—এর অর্থ আকাশ নয় বরং

প্রহের কক্ষপথ, বেঝানে সে বিচরণ করে।

وَالْيَوْمُ الْمَوْعِدُ وَشَاهِدٌ وَمَظْهُورٌ—তফসীরের সার-সংক্ষেপে তিনিমিত্তীর হাস্তানের বর্ণাত্ম দিয়ে বিবিধ হয়েছে যে, প্রতিশুভ্র দিনের অর্থ কিয়ামতের দিন, হৃ ۳۱—এর অর্থ শুক্রবার দিন এবং

হৃ ۳۲—এর অর্থ আরাফাতের দিন। আয়োচ্য আয়তে

আজাহ তা'আজা চারটি ক্ষণের শপথ করেছেন। এক বুরাজবিশিষ্ট আকাশের, মুই, কিয়ামত দিবসের, তিন শুক্রবারের এবং তার আরাফাতের দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এভাজে আজাহ তা'আজাৰ পরিপূর্ণ শক্তি, কিয়ামতের হিসাব-বিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতি-দানের দশীল। শুক্রবার আরাফাতের দিন মুসলমানদের অন্য পরাকালের পুঁজি সংগ্রহের পৰিষ্ঠি দিন। অতঃপর শপথের জওয়াবে সেই কাফিরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, আরা মুসলমানদেরকে ঈমানের কারণে অভিষ্ঠে পুঁজিয়ে দেয়েছে। এরপর মু'মিনদের পর-কালীন মৰ্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

গৱেষণামূলের ঘটনাত কিছু বিবরণ। এই ঘটনাটি সুরা অবতরণের কারণ। তফসীরের সার-সংক্ষেপে ঘটনাটির সারবর্ত্ত বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে অতীন্দ্রিয়বাসীর পরিবর্তে হাস্তকর বলা হয়েছে এবং এই বাদপ্রাপ্ত হিসেবে ইন্দোনেশিয়ান বাদপ্রাপ্ত হয়েছে। অবৃত্ত-ইব্রে আরাফা (ৱা) এর দ্রুতান্ত মতে তার বায হিসেবে 'ইউনুক মুণওয়াস'। তার সবচেয়ে কসুলে করীয় (সা)-এর জন্মের সত্ত্বে বহুর পুর্বে। যে বাজককে অতীন্দ্রিয়বাসী আখনা কাসুলকর করে, তার বিন্দু শিক্ষা করায় জন্ম দ্রুতান্ত আকাশে

করেছিল, তার নাম আবদুল্লাহ ইবনে ভাইকর। পাদ্মী খৃষ্টানের আবেদ ও আহেদ ছিল। তখন খৃষ্টধর্ম ছিল সত্যধর্ম, তাই এই পাদ্মী তখনকার প্রাণ মুসলমান ছিল। বাইকটি পথিযথে শান্তির কাছে হেরে ভাই কথাবার্তা শুনে প্রতিষ্ঠালিত হত এবং আবেশের মুসলিম-যান হয়ে গেল। আজ্ঞাহু তা'আলা তাকে পাকাপোক ঈমান দান করেছিলেন। কলে বহু নির্বাচনের মুখেও সে ঈমানে অবিচল ছিল। পথিযথে সে পাদ্মীর কাছে বসে কিছু সময় অতিবাহিত করত্ব করে অগুচ্ছিলবাদী অধিবা স্বাদুকরের কাছে বিলম্বে পৌছার কারণেও সে তাকে প্রদায় করত্ব। ফেরার পথে আবার পাদ্মীর কাছে হেত। কলে গৃহে পৌছাতে বিলম্ব হত এবং গৃহের বেতেরা তাকে ঘারত। কিন্তু সে কোন কিছুর পোষা না করে পাদ্মীর কাছে ঘারতারাত অব্যাহত রাখত। এরই বরকত আজ্ঞাহু তা'আলা তাকে পূর্বাঞ্চিত কার্যালয়ত শথা জোকিক ক্ষমতা দান করলেন। এই অভ্যাসী বাদশাহু মু'মিনদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্ম গর্ত ধন্ম করিয়ে তা অঙ্গিতে ভতি করে দিল। অতঃপর মু'মিনদের এক একজনকে উপস্থিত করে বলে : ঈমান পরিভাষা কর মতুরা এই গর্তে নিষিদ্ধ হবে। আজ্ঞাহু তা'আলা মু'মিনদেরকে এখন মুক্তি দান করেছিলেন যে, তাদের একজনও ঈশ্বার ত্যাগ করতে সত্যত হল না এবং অঙ্গিতে নিষিদ্ধ হওয়াকেই গুরুত্ব করে নিল। যাত্র একজন ঝৌমোক, হার কোনে শিশু ছিল, সে অঙ্গিতে নিষিদ্ধ হতে সামান্য ইতস্তত করিল। তখন কোনের শিশু বলে উঠে : আশ্বা, সবর করুন, আপনি সাতের উপর আছেন। এই ইত্তরণে আগনে নিষিদ্ধ হয়ে আরা প্রাপ দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা কোন কোন রেওয়াজেতে বার হাজার এবং কোন কোন রেওয়াজেতে আরও বেশী বিশিষ্ট আছে।

১০১. বাইক নিজেই বাদশাহকে বলেছিল : আপনি আমার জন থেকে একটি তীর নিন এবং প্রিসমিলাহি রাবী বলে আমার পায়ে নিজেপ করুন, আমি আর হাব। এ প্রতিটিতে সে তার প্রাপ দেওয়ার সাথে সাথে বাদশাহকে সেটা সম্প্রদাত আজ্ঞাহু আববাবু ধরনি, দিয়ে উঠে এবং মুসলমান হৃষ্ণুর কথা ঘোষণা করে দেয়। এভাবে কাফির বাদশাহকে আজ্ঞাহু তা'আলা দুনিয়াতেও বিস্ফোরণোরথ করে দেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়াজেতে আছে, ইয়ামেনের যে স্থানে এই নামকের মুসলিম প্রিয়, ষষ্ঠি মুক্তে কোন প্রয়োজনে সেই কাহিগু ধরতে উচ্চর (র)-এর পিতৃকুলকুলে পুরুষ করানো হলে ক্ষুর জাল, সম্পূর্ণ অক্ষত হৃষ্ণুর দ্বিগৃহ হয়। কালিটি উপরিটি অবস্থাত ছিল এবং স্বরূপ মুসলিমদেশে প্রতিটি নিজে কর্তৃত হতে থাকে। হাতটি আবার পূর্বের ন্যায় রেখে দেওয়া হলে কৃত বক হয়ে আস। তার হাতের আঁটিতে اللَّهُ (আজ্ঞাহু আমার পাদনকর্তা) নিষিদ্ধ ছিল। ইয়ামেনের গভর্নর খলিফা হৃষ্ণুর উমর (রা)-কে এই ষষ্ঠির সংবাদ দিলে তিনি উভয়ে লিখে পাঠাজেন : তাকে আঁটিসহ পূর্বাবস্থার রেখে দাও।- (ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেবের বরাত দিয়ে লিখেছেন : অবিস্মিতের ষষ্ঠি নামেও একটি নর—বিভিন্ন সেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক সংমিতি হয়েছে। এরপর

ইবনে আবী হাতের বিশেষজ্ঞের ভিনটি শাটস উচ্চারণ করেছেন—এক ইবনেবের অধি-
কৃত, যার ঘটনা সুন্দরীত (সা)-র অন্তের সম্ভব বহু পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল, দুই-
সিরিজের অধিকৃত এবং তিনি পৌরসূর অধিকৃত। এই সুরায় বলিত অধিকৃত আরবের
কৃষ্ণ ইবনেবের নামের হিল।

أَنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُرْسَلِينَ—এবনে আভাচারী কাফিলদের পাতি যথিত
হয়েছে, যারা মুমিনদেরকে কেবল সীমান্তের কারণে অধিকৃতে নিষেপ করেছিল। পাতি
প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে—এক **وَلَهُمْ هُدًى بِ جَهَنَّمْ** অর্থাৎ তাদের
জন্য পরকালে আহামায়ের আবাব রয়েছে, দুই-

তাদের জন্য দহন রাখা রয়েছে। এখানে বিভিন্নটি প্রথমতিরই বর্ণনা ও ভাবীদ হতে
সারে। অর্থাৎ আহামায়ে হেরে ভারা চিরকাল দহন রাখা ভোগ করবে। এটাও সত্ত্বপূর্বক
যে, বিভীর বাকে দুনিয়ার পাতি বলিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে,
যুমিনদেরকে অধিতে নিষেপ করার পর অর্থ সর্ব করার পূর্বেই আজাহ ভারীরা
ভীদের রাহ কবজ করেনেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন রাখা থেকে রক্ত করেন।
ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অধিতে মধ্য হয়। অতঃপর এই অধি আবত্ত বেশী গুরু-
মিত হয়ে তার ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পড়ে। ফলে যারা সুসমানদের অধিকৃত হয়ে
হওয়ার ভারাপুর দেখছিল, ভারাও এই অভিন্নে পুঁজে কৃত্য হবে যাই। কেবল বাদলাহ
‘ইউনুক সুনওয়াস’ পালিয়ে হয়। সে অধি থেকে অব্যক্তির অন্য সমুজ্জ্বলাগ্রামের পক্ষে
এবং সেক্ষেত্রেই সজিল সমাধি মাটি করে।—(মাঝেছুব)

কাফিলদের আহামায়ের আবাব ও দহন রাখার অবর দেওয়ার সাথে সাথে কোরআন
বলেছে : **لَمْ يَمْلُأْ بَوْبَا**—অর্থাৎ এই আবাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই

সুকর্তের ক্ষেত্রে অনুভূত হয়ে উঠবা করেনি। এভে ভীমেরকে ততকাল সৌভাগ্য দেওয়া
হয়েছে। ক্ষেত্রত হাসান বসুরী (৩১) বলেন : ‘বাতিকেই আজাহ অনুভূত ও কৃপারকোন
পীরাশীর হৈছে। ভারা তো আজাহের শুভাশকে ভীবিত নথি করে ভারাপা দেবেছে, আজাহ
ভারাপুর প্রসরণ তাদেরকে উত্তোল ও আপত্তিক্ষেত্রে সামুজ্জ্বল দিছেন।—(ইবনে কাসীর)

১৪৪

১৪৪

১৪৪

১৪৪

১৪৪

১৪৪

سورة الطارق

সূরা তারেক

মুক্তি অব্দীরঃ ১৭ আজ্ঞাত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءُ وَالظَّرِيقُ وَمَا أَذْرَكَ مَا اتَّلِرُقُ الْنَّجْمُ الشَّاقِبُ إِنْ كُلُّ
نَّفِسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ لَّمْ يُنْظِرِ الْإِنْسَانُ إِنَّمَا خُلِقَ الْخَلْقُ مِنْ مَا
دَارَ فِي رَبِيعِ رِجْبٍ مِّنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالثَّرَابِ إِنَّهُ عَلَى رَجْبِهِ لَقَادِرٌ
يَوْمَ شَبَّةِ السَّرَّابِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٌ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّحْمَةِ
وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّنْعَةِ إِنَّهُ لَقُولُ كَفِيلٌ لَّمْ يَمْهُو بِالْمَزْلِمَةِ إِنَّهُمْ
يَكِيدُونَ كَيْدًا وَالْكَيْدُ كَيْدًا فَيُكَلِّ الْكُفَّارُ إِمْهُومُرُ وَيُكَلِّ

গুরুত্ব কর্মসূলীয় ও জনৈক সন্নাতু আহ্বান করে থাকে।

- (১) পথ আকাশের এবং আলিতে আদমনকানীর। (২) আগনি আবেন যে
আলিতে আসে, সে কি? (৩) সেটা এক উজ্জ্বল নকশ। (৪) আলেকেন উপর একজন
চূড়াবধারক হয়েছে। (৫) অঙ্গুষ্ঠ আনুষ সেখুক কি বলু থেকে সে সুজিত হয়েছে।
(৬) সে সুজিত হয়েছে স্বরে স্বরিত পানি থেকে। (৭) এটা নিষেত হয়ে যেকোনও উ
বক্তব্যের অধি থেকে (৮) বিষ্টু তিনি তাকে লিখিয়ে দিতে সক্ষম। (৯) যেসিন গোশুন
বিবরণ করেছিল হয়ে; (১০) সেদিন তার কোন পাতি আবরণে না এবং সাহসুরকানীর ও
আবরণে না। (১১) পথ চুলীর আকাশের (১২) এবং বিলুক্সুলীল শুধুবীর। (১৩)
বিষ্টু বেষ্টনাম সভা-বিশ্বাস কর্মসূল। (১৪) এবং এটা উপহাস নহ। (১৫) কানা
ভীষণ উজ্জ্বল করে; (১৬) আর আলিতে কোনো করি। (১৭) অঙ্গুষ্ঠ বর্ণিতদেরকে
সংবর্ধন দিন, তাদেরকে স্বর্বকাম দিন—বিষ্টু দিনের অধি।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

পথ আকাশের এবং সেই বলুর, যা আলিতে আবিষ্ট হয়। আগনি আবেন
১৪----

রাখিতে কি আবিষ্কৃত হয় ? সেটা এক উজ্জ্বল নকশা । (অঙ্গপর শপথের জওয়াব আছে—) প্রত্যেকের উপর একজন কর্মসংরক্ষণকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে ; (বেদন অন্য

وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَهَا نَذْلِينَ كُرَّاً مَا كَانُواْ تَفْعَلُونَ
আরাতে আছে : ৷

উদ্দেশ্য এই যে, কাজ কর্মের হিসাব হবে। উদ্দেশ্যের সাথে শপথের মিল এই যে, আকাশে নকশা হেমন সর্বদা সংরক্ষিত থাকে এবং বিলেষ করে রাখিতে প্রকাশ পায় তেমনিজায়ে কাজ কর্ম আমরণায়ার সব সম্ভব সংরক্ষিত আছে এবং বিলেষ করে কিছামডের নিম্ন তা প্রকাশ পাবে । (অঙ্গের মানুষ দেখুক কি বন্ধ থেকে সে স্থানে হয়েছে । সে স্থানে হয়েছে সবগে স্থানিত পানি থেকে, আ শৃঙ্খল ও বল্টের (অর্থাৎ সমগ্র দেহের) মধ্য থেকে নির্ভিত হচ্ছে । (এখানে পানি বলে বীর্ব বোঝানো হয়েছে — শব্দ পুরুষের কিংবা মারী-পুরুষ উভয়ের । পুরুষের তুলনার কথ আজও নাহীন বীর্বও সহজে স্থানিত হয় । পানির অর্থ মারী-পুরুষ উভয়ের বীর্ব হলে ৷) পদটি একবচনে আনার কারণ এই যে, উভয়ের বীর্ব নির্ভিত হয়ে এক বন্ধ মত হয়ে থাকে । শৃঙ্খল ও বন্ধ দেহের দুই পার্শ । তাই সমস্ত দেহ অর্থ নেওয়া যায় । সারুক্ষণ্য এই যে, বীর্ব থেকে মানুষ স্থানিত করা পুরুষের স্থানিত করা অসেকা অধিক আশচর্যজনক কাজ । তিনি ইখন এটাই করতে সক্ষম, তখন প্রয়াণিত হন (যে) তিনি তাকে মুনব্বীর স্থানিত করতে অবশ্যই সক্ষম । (মৃত্যুর কিছামড না হওয়ার সম্ভব দৃশ্য হয়ে পেটে । এই পুনঃ স্থানিত সেদিন হবে, জেদিন সবার জ্ঞান প্রকাশ হয়ে থাকে । অর্থাৎ বাতিল বিদ্যাস ও জ্ঞান নিরাকৃত ইত্যাদি জ্ঞান সেপান বিহুর বাহির হয়ে থাকে । দুনিয়াতে হেমন সমস্যায়ত অপরাধ অঙ্গীকার করা এবং তা সোপানে করা হয়, সেখানে এসে সম্ভবস্ব হবে নোট ।) তখন তারিকোন প্রতিবেদ্য শক্তি থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারী হবে না (যে, আরাব হাতিরে দিবে । কিছামডের বাস্তবতা হেজু কোরআন ধারা প্রয়াণিত, তাই অঙ্গপর কোরআন সম্মর্খ বলা হয়েছে ।) শপথ আকাশের থা থেকে পরম্পরা স্থানিত থাকে এবং পৃথিবীর, আ (বাতের অভ্যন্তরে সমস্ত) কিলো হয় । (অঙ্গের শপথের জওয়াব আছে—) বিশ্ব কোরআন সাত্যমিথার আরসাত্য । এটা আধুনিক কাজায নয় । (এতে কোরআন হয়ে আজাহুর সত্য কোজায, একসা প্রয়াণিত হয় । কিন্তু এজনসঙ্গেও তাসের অবস্থা এই জ্ঞান । তারীখ (সম্মানে উত্তীর্ণ আজাহুর জ্ঞান) কোন অপরাজিত করতে প্রয়োজন নয় । তাসের অবস্থা এই জ্ঞান (তাসের ক্ষেত্রে শৰ্ম ও মুক্তি দেওয়ার জন্য) নাও কোশল করে থাকি । (বলা বাবলা, আরাব কোশল প্রবল হবে । আপরিঃ ইখন আরাব কোশলের ফলা শুনেন ।) অঙ্গের আপনি বাকিসময়কে কোর করবেন না এবং তাসের জ্ঞান আধুন কামনা করবেন না, বরং তাসেরকে । আকৃতি দিন (কোরিদ্ব মত প্রস্তুৎ), তাসেরকে অবকাশ দিন কিছু দিনের জন্য । (এরপর হৃদ্যের আসে আবীর গরে আধি তাসের উপর আবীর নাহিয়ে করব । শেষ শপথের শেষ বিমুক্ততার সাথে যিন এই যে, কোরআন আকাশ থেকে আসে এবং আর যাখো তোপ্যাতা থাকে, তাকে ধন্য করো । হেমন স্থানিত আকাশ থেকে নেমে উর্বর কুমোকে সমৃক্ষ করো ।)

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

এই সূরায় তা'আলো আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ক্ষেত্রেন্তা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আনুষের চিন্তা করা উচিত নে, সে দুনিয়াতে আ কিছু করতে, তা সবই কিন্তুমতের দিন হিসাব-মিকাশের জন্য আলাহুর কাছে সংযুক্ত রয়েছে। তাই কোন সময় পর্যাকাজ ও কিন্তুমতের চিন্তা থেকে গাছিল হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরাজন্মের সম্পর্কে পর্যাকাজ মানুষের ঘটন হে অস্ত্রায়াচার-সামগ্র্য হচ্ছিত করে, তার জওয়াব প্রসঙ্গে বর্জা হয়েছে : মানুষ ধৰ্ম করাক যে, সে কিঞ্চিৎবে বিভিন্ন অপু, কলা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে চুরিত হয়েছে। হিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কপোসমূহ একত্র করে একজন জীবিত, ত্রোতা ও প্রক্ষেপণ মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্বারা সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কিন্তুমতের কিছু অধ্যা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও শৃঙ্খলার শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পর্যাকাজ চিন্তার হে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে হেন তাকে হাসি-ভায়ালা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্তা, যা অবশ্যই সংযুক্ত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কেবল আজ্ঞাব আসেন—কাফিকদের এই প্রেরের জওয়াবের মাধ্যমে সূরা সম্পত্তি করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে ۱۵) ۱۵) শব্দ বোল করা হয়েছে। এর অর্থ রাজিরে আগ্রহনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় মুক্তায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন নক্ষত্রকে ۱۵) ۱۵) বলা হয়েছে। কোরআন এ সম্পর্কে প্রথ রেখে নিম্নেই জওয়াব দিয়েছে

أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِي وَإِنِّي أَنْذِلُ مِنْ حِلْمِي مَا شَاءَ إِنِّي أَنْهٰى بِهِ مَا شَاءَ إِنِّي لَمْ أَرْجِعْ مَا نَهٰى

তাই হে কোন নক্ষত্রকে বুঝানো হায়। কোন কোন উক্সোরিবিদ এর অর্থ নিরোহিন বিশেষ নক্ষত্র 'সূরাইয়া', যা সম্ভূতিমণ্ডল একটি নক্ষত্র কিংবা 'শনিশ্বর' অর্থ নিরোহিন। আরবী জাহাজ সূরাইয়া ও সম্মুখকে ۱۵) ۱۵) বলা হয়ে থাকে।

أَنِّي كُلَّ نَفْسٍ لِمَا عَلِمْتُهَا حَلَافٌ

—এটা শপথের জওয়াব। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ আয়লনীয়া পিপিবজ্জ্বলারী ক্ষেত্রেন্তা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে ۱۵) ۱۵) শব্দ এক বাচনে উল্লেখ করা হচ্ছে তারী হে একাধিক তা অন্য আলাত থেকে জানা হায়। অন্য আলাতে আছে :
 وَإِنْ عَلِمْتُمْ لَهَا فَظْلًا كُرَأَهَا كَيْ تَبْهِنْ

—এর অর্থ আপন শপথের অর্থ আলাদায়িসদ থেকে হিকাবতকারীত হয়ে থাকে। আলাহ তা'আলো প্রত্যেক মানুষের হিকাবতের জিন্দা ক্ষেত্রেন্তা নিযুক্ত করেছেন। তারী দিনবৰ্তী মানুষের হিকাবতে নিরোজিত থাকে। তবে আলাহ তা'আলো কর জন্ম হে বিগদ অবস্থায়িত করে দিয়েছেন, তারী সে বিগদ থেকে হিকাবত করে না। অন্য এক আলাতে একবা পিপিবজ্জ্বলার

বলিত হয়েছে : **لَهُ مَعْقِبًا تِنْ بَيْنِ دَوْدَ وَمِنْ خَلْفَهُ يَعْلَظُهُ نَزِّ**

অর্থাৎ মানুষের জন্য পাশ্চাত্যে আগমনকারী পাহাড়াদার কেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আজাইর আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হিকাহত করে।

এক দাদীসে কল্পন করীব (সা) বরেন—প্রত্যেক মুমিনের উপর আজাই তা'আজাইর পক্ষ থেকে তার হিকাহতের জন্য তিনি শাট-জন কেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা তার প্রত্যেক অলের হিকাহত করে। তন্মধ্যে সহিতজন কেরেশতা কেবল তাঁরের হিকাহতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। এসব কেরেশতা অবধারিত কর—এমন প্রত্যেক বালা-মুসিবত থেকে এভাবে মানুষের হিকাহত করে, কেবল মধুর পাতে আগমনকারী মাছিকে পাখা ইত্যাদির সাহাজে দূর করে দেওয়া হয়। মানুষের উপর এমন পাহাড়া মা থাকলে শক্তান তাকে হিমিয়ে নিত।—(কুরআনী)

فِي مِنْ خُلْقِ مِنْ مَا — অর্থাৎ মানুষ স্থিত হয়েছে এক সর্বে স্বাক্ষিত পানি

থেকে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অঙ্গিপিণ্ডের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণতাবে তফসীর-বিদগ্ধ এবং এই অর্থ করেছেন যে, বৌর্ধ পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিবেচন চিকিৎসাকলের সুচিক্ষিত অভিযন্ত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বৌর্ধ পুরুষগকে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বৌর্ধ নারী গঠিত হয়। তবে এ বাপারে সব চেয়ে বেশী প্রভাব থাকে যান্তিকের। এ কারণেই সাধারণত দেখা যায়, নারী অভিক্ষিত ঝোমেখুন করে, তারা প্রায়ই যান্তিকের দুর্বলতার আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সুচিক্ষিত অভিযন্ত এই যে, বৌর্ধ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গ থেকে স্থালিত হয়ে যেকুন্দের মাধ্যমে আওকোয়ে আসা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

এই অভিযন্ত বিশুল হলে তফসীরবিদগ্ধের উপরোক্ত উভিজ্ঞ সমস্ত ব্যাখ্যানান অবাঞ্ছন নয়। কেননা, চিকিৎসাবিদগ্ধ এ বিষয়ে একমত যে, বৌর্ধ উৎপাদনে সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে যান্তিকের। আর যান্তিকের হাতাতিক্রিয় হচ্ছে সেই লিপা, যা যেকুন্দের কেতুর দিয়ে যান্তিক থেকে পৃষ্ঠদেশে ও গর্ভে আওকোকে পৌছেছে। এইই কিছু উপাসনা করে যান্তিক থেকে আওকোকে প্রভাব দেশী।—(বায়বাতী)

কোরআন পাকের জাহার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নারী ও পুরুষের কোন বিলেষণ নেই। কথ্য এটাইকু বলা হয়েছে যে, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে নির্গত হয়। এর সর্বাসম্ম অর্থ এমন হতে পারে যে, বৌর্ধ নারী ও পুরুষ উভয়ের সমস্ত মেহ থেকে নির্গত হয়। তবে সামনের ও পশ্চাতের জধান অঙ্গের নার উভয়ে করে সমস্ত মেহ বাস্ত করা হয়েছে। সম্মুখাংশে বক এবং পশ্চাত্যাংশে পৃষ্ঠ প্রধান অংশ। এই দুই অংশ থেকে নির্গত হওয়ার অর্থ বেগুনা হবে সমস্ত মেহ থেকে নির্গত হওয়া। তফসীরের সার-সংজ্ঞেগ স্থাই উভয়ের করা হয়েছে।

رَجُعٌ إِلَى رَجْهَةِ الْقَادِرِ—এর অর্থ কিরিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই হে, যে বিশ্বাল্টা প্রথমবার যানুহকে বীর্বল থেকে হাস্তি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় কিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও জাগরণে সক্ষম।

الصَّراطُ تَبَلِّى—بِوْمَ تَبَلِّى—এর মানিক অর্থ পরীক্ষা করা, আঠাই করা।

উদ্দেশ্য এই হে, মানুষের খেসব বিবাস, চিন্তাধারা, মমন ও জড়কর অঙ্গের মুক্তায়িত ছিল, মুনিয়াতে কেউ আনন্দ না, এবং খেসব কাঞ্জকর্ম সে সোপনে করেছিল, কিন্তু যাতের দিন সে সবগুলোই গয়ীকৃত হবে। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেনঃ কিন্তু যাতের দিন মানুষের সব সোপন ডেন থাকে আবে। অতোক তাঁরম্ব বিষাস ও কর্মের আলোচিত হয়ে যানুষের মুখ্যগুলে লোকী পাবে না হলু অজ্ঞকীয় ও কাল রাতের আকারে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।—(কুরআন)

رَجُعٌ إِلَى السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ—এর অর্থ পর পর বরিত হাস্তি। একবার হাস্তি ঘৰে দেব হয়ে আস, আবার হয়।

فَصَلِّ لِقَوْلَ ذَلِكَ—অর্থাৎ কোরআন সত্তা ও মিথ্যার কর্মসূজা করে; এতে কেনি সদেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

হয়েগত আলী (রা) বলেনঃ আমি রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআন সম্পর্কে বলতে উনেছিঃ

كُتُبٌ فِيهَا خَيْرٌ مَا قَهَّكُمْ وَ حَكْمٌ مَا بَعْدَ كُمْ وَ هُوَ الْفَصْلُ لِنِسْ بِا الْهَزِلِ

অর্থাৎ এই কিন্তুবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্য বিখ্য-বিধান রয়েছে। এটা চুড়ান্ত উত্তি, আর্যার মুখের কথা নয়।

الا على ١٨ سور

سُرُّوا آءِيَّة

মসজিদ অবতীর্ণ : ১৯ আগস্ট ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَمِعَ اسْمَ رَبِّ الْأَعْلَىٰ الَّذِي خَلَقَ فَسُوْيٌ وَالَّذِي نَعْلَمُ قَدْرَ فَهْدَىٰ كُلَّهٗ وَالَّذِي
أَخْرَجَ الْأَرْضَ عَلَىٰ فَجَعَلَهُ عَشَاءً أَخْوَهُ مُ سُقْرُنَكَ فَلَا تَنْلَىٰ كُلَّ الْأَمْاَمَ
شَاءَ اللّٰهُ مَا شَاءَ يَعْلَمُ الْجَهَرَ وَمَا يَعْنَىٰ وَنَيْرَكَ لِلْيُسْرَىٰ مَمَّا فَدَرَكَ
إِنْ تَفْعَلَ الذِّكْرَ مَمَّا سَيِّدَ كُلُّ مَنْ يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْفَقَ
الَّذِي يَضْلِي النَّلَّارَ الْكَبِيرَ مَمَّا شَمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ قَدْ أَفْلَمَ
مَنْ تَرَكَهُ وَدَرَكَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَاَ وَالْآخِرَةَ
خَيْرٌ وَأَنْفَقَ ثُانٍ هَذَا لِفَيْ الصَّحْفُ الْأَخْلَاقُ حُمْسُفُ إِنْ بِرِّيْمَ وَمُؤْسِيٌّ

পরম কর্মপাত্র ও অসীম সংকলন আলাহুর নামে প্রকৃত

- (১) আগনি আগনার যাহান পালনকর্তার নামের পরিষ্ঠার বর্ণনা করুন, (২) বিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্দুত করেছেন (৩) এবং বিনি সুপরিচিত করেছেন ও পথচার্যের করেছেন (৪) এবং বিনি কথাদি উৎপন্ন করেছেন, (৫) অঙ্গের করেছেন তাকে করে আবর্জনা। (৬) আমি আগনাকে শাঠ করাতে থাকব, কলে আগনি বিস্ময় হবেন না— (৭) আরাহ, যা ইচ্ছা করুন, তা ব্যক্তিৎ। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ ও পোশন বিষয়। (৮) আমি আগনার অন্য সহজ দ্বারাত সহজতর ব্যব দেবো। (৯) উপদেশ করেছেন যে উপদেশ দান করুন, (১০) যে কর করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, (১১) আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, (১২) সে যাহা-জগিতে প্রবেশ করবে। (১৩) অঙ্গের সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। (১৪) নিশ্চয় সাক্ষাৎ জাত করবে সে, যে কর হয় (১৫) এবং তার পালনকর্তার মাঝ স্মরণ করে, অঙ্গের মাঝার আদার করে। (১৬) ব্যক্ত তোমার পালিয় জীবনকে আশাবিকার দাও। (১৭) অথচ পরকারের

জীবন উৎকৃষ্ট ও হারী। (১৮) এটা বিষিত করেছে পূর্ববর্তী কিডাবসমুহ; (১৯) ইবরাহীম ও মুসার কিডাবসমুহে।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(যে পরমপর) আগনি (এবং আরা আগনীর সাথে করেছে, স্লাই) অগনীর মহান পীড়নকর্তার নামের পরিজ্ঞা বর্ণনা করুন, যিনি (আরভৌম বস্ত্রচৰকে) স্তুপ করেছেন ও সুবিনাশ করেছেন (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্ত উপস্থুত্যাপে স্তুপ করেছেন) এবং যিনি (প্রাণীদের জন্য তাদের উপস্থুত বস্ত) নির্গন করেছেন, অতঃপর (তাদেরকে সেসব বস্তর দিকে) পথ প্রদর্শন করেছেন (অর্থাৎ তাদের মনে সেসব বস্তুর চাহিদা স্তুপ করে দিতেছেন) এবং যিনি (সবুজ সদৃশ) ভূগোলি (যাতি থেকে) উৎপম করেছেন, অতঃপর করেছেন তাকে কাজ আবর্জনা। (প্রথমে সাধারণ স্তুপ কর্ম, প্রাণী সম্পর্কিত স্তুপ কর্ম ও উত্তিস সম্পর্কিত স্তুপ কর্ম উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, অনুগতোর মাধ্যমে পরাকরের প্রত্যঙ্গি নেওয়া সরকার। সেখানে কাজকর্মের প্রতিমান ও শাস্তি হবে। এই অনুগতোর পক্ষা বলার জন্যই আমি কোরআন নাবিল করেছি এবং আগনীকে তা প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছি। অতএব এই কোরআন সম্পর্কে আমীর প্রতিশ্রূতি এই যে) আমি (হতটুকু) কোরআন (নাবিল করব, ততটুকু) আগনীকে পাঠ করাতে থাকব (অর্থাৎ মুখের করিয়ে দিব) কলে আগনি (তার কোন অংশ) বিস্ময় হবেন, না আরাহ হতটুকু (বিস্ময় করতে) চান, ততটুকু বাতীত। (কারণ, এটাও রহিত করার এক পক্ষ। আরাহ

বলেন : **مَا فَنْسَخَ مِنْ أَيْةٍ وَّ نَفَّسَهَا** এরাপ অংশ আগনীর সবার মন থেকে ভূলিবে দেওয়া হবে। এই মুহূর করানো ও বিস্ময় করানো সবই রহস্যোপাখোগী হবে। কেবলনা) তিনি প্রকাশ ও পোগন বিবর জানেন। (তাই কোনকিছুর উপরোগিতা তাঁর কাছে গোপন নয়। ইখন যে বিষয়কে সংরক্ষিত রাখা উপস্থুত মনে করেন, সংরক্ষিত রাখেন এবং ইখন বিস্ময় করা উপস্থুত মনে করেন, বিস্ময় করে দেন। আমি মেমন আগনীর জন্য কোরআনকে সহজ করে দেব, তেমনি) আমি আগনীকে সহজ শরীরতের জন্য (অর্থাৎ শরীরতের আদেশ অনুসারী চলার জন্য) সুবিধা দান করব। (অর্থাৎ সহজে বেঁচাতে পারবেন, সহজে আয়ত করাতে পারবেন এবং সহজে প্রচার করাতে পারবেন। সকল বাধাবিপত্তি অগসারিত করে দেব। শরীরতকে প্রশংসার্থে সহজ বলা হয়েছে অথবা এ কারণে যে, এটা সহজ হওয়ার কারণ। ওই সম্পর্কিত প্রত্যেক কাজ ইখন সহজ করার ওয়াদা আমি করছি, তখন) আগনি (নিজে বেমন পরিজ্ঞা বর্ণনা করেন তেমনি অপরকেও) উপদেশ দিন বলি উপদেশ করেন্তসু হয়। (বলা বাইবে, উপদেশ উপকারীই হচ্ছে থাকে। মেমন আরাহ বলেন :

قَاتِلُ الْذِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ —
কাজেই আগনি সহজে উপদেশ দিন। এতদসঙ্গেও উপদেশ সবার জন্যই উপকারী নয়,

বরং) উপদেশ সে বাস্তি প্রহ্ল করে, যে (আজ্ঞাহুকে) তর করে। (পক্ষান্তরে) যে ইত্তত্ত্বাগা, সে তা উপেক্ষা করে। (ক্ষেত্রে) সে (অবস্থে) যদৃ অধিতে (অর্থাৎ আহা-রায়ে) প্রবেশ করাবে; অতঃপর সেখানে সে মরবেও না এবং (সুধে) জীবিতও থাকবে না। (অর্থাৎ বেথানে উপদেশ প্রহ্ল করার হোগ্যতা নেই, সেখানে উপদেশ বার্থ হজোর উপদেশ অতভাব উপকারী বটে। উপদেশ দান আপনার দারিদ্রে উরাজিব হওয়ার জন্য অতিরুচি অব্দেল্লো। এ পর্যন্ত সাধারণ এই যে, আপনি নিজেও পূর্ণতা অর্জন করুন এবং অপরের কাছেও প্রচার করুন। আমি আপনার সহায়। কোরআন শুনে বাতিল বিশ্বাস ও দীন চরিত্র থেকে) সে বাস্তি সাক্ষাৎ লাভ করে যে তত হল এবং তার পাইন-কর্তার নাম উচ্চারণ করে, অতঃপর নামাখ আদায় করে। (কিন্তু হে অবিজ্ঞাসীরা, তোমরা কোরআন শুনে কোরআনকে যোন্য কর না এবং পরকামের প্রতিপ্রতি প্রহ্ল কর না; বন্তত তোমরা পার্থিব জীবনকে অপ্রাপ্যিকার সাথে, অথচ পরকাল দুলিয়া অপেক্ষা) উইল্লুট ও হায়ৌ। (এই বিষয়টি কেবল কোরআনেরই দাবী নয় বরং) এটা (অর্থাৎ এই বিষয়টি) পূর্ববর্তী কিভাবিসহৃহেও (মিহিত) রয়েছে অর্থাৎ ইবরাহীম ও মুসা (আ)-এর প্রতি দশটি সহীকা এবং মুসা (আ)-র প্রতি তত্ত্বাত অবতরণের পূর্বে দশটি সহীকা তথা ছাঁটি কিভাব নামিল হয়েছিল]।

আনুবাদিক উচ্চারণ বিষয়

سَبِّعْ أَسْمَ رَبِّكَ أَلَّا عَلَىٰ
মাস'আজা : আমিনগণ বজেন : নামাকের বাইরে

তিমাওয়াত করলে سَبِّحَانَ رَبِّي أَلَّا عَلَىٰ বলা মুস্তাবাদ। সাহাবারে কিরায় এই সুরা তিমাওয়াত কর করলে এরপ বজানেন।—(কুরআন)

০ ওক্যা ইবনে আয়ের জোহানী (রা) বর্ণনা করেন, অবশ্য সুরা আ'জা নামিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : اِجْعَلُو هَا فِي سَبِّحَوْ نِكْمٍ—অর্থাৎ তোমরা

স্বাক্ষর করে কালেমাটি সিজদার পাঠ কর। سَبِّحْ—স্বাক্ষর শব্দের অর্থ পরিষ্কা

রাখা, পরিষ্কার বর্ণনা করা। سَبِّحْ—এর অর্থ এই যে, আগন পাইনকর্তার নাম পরিষ্কা রাখুন। অর্থাৎ পাইনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আজ্ঞাহুর নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নল্লতা ও আদবের প্রতি জন্ম রাখুন। তাঁর উপরূপ

নম—এমন আবত্তির বিষয় থেকে তাঁর নামকে পরিপূর্ণ। এর এক অর্থ এরপও হতে পারে যে, আলাহু বরং নিজের হেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোন নামে তাঁকে ডাকা জারোব নম।

০ এর অপর অর্থ এই যে, হেসব নাম আলাহুর অন্য বিশেষত্বে নির্দিষ্ট, সেগুলো কোম মানুষের অন্য ব্যবহার করা তাঁর পরিপন্থী, তাই নামারেই। হেমন রহমান, রাহমান, গোক্রাম, কুচুস ইত্যাদি।—(কুরআনী) আজকাল এ ব্যাপারে উল্ল-সীনতার অন্ত নেই। মানুষ নাম সংক্ষেপ করতে খুবই অপ্রয়োগ। মানুষ অবলৌকিত্বে আবদুর রহমানকে রহমান, আবদুর রাহমানকে রাহমান এবং আবদুর গোক্রামকে গোক্রাম বলে থাকে। কেউ একথা বोধে না থে, যে এরাপ বলে এবং যে খনে উভয়ই গোনাহুগার হয়। এই নির্বাচক সোনাহ দিবারায়ি অবেদুক হতে থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে ۴۰—এর অর্থ নিয়েছেন যার নাম তাঁর সন্তা। আরবী জাহাজ এর অবকাশ আছে এবং কোরআন পাকেও **أَسْمُ شَبَّابٍ** এ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, **رَسُولُ رَحْمَةٍ** (সা) যে কানেমাটি নামারের সিজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সোটি **سَبْعَانَ اَسْمَ رِبِّ الْاَعْلَى**—এ থেকেও আবা আব যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয় বরং অয়ঃ সন্তা উদ্দেশ্য।—(কুরআনী)

الَّذِي خَلَقَ فَصَوَى وَالَّذِي قَدَرَ نَهْدَى :

—এগুলো সব অগৎ সৃষ্টিতে আলাহুর অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত উচ্চাবলী। প্রথম শুণ **خَلَقَ**—এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোন পূর্ব নয়না ব্যাতিরেকে কোন কিছুকে মাঝি থেকে আস্তিতে আনয়ন করা। কোন সৃষ্টির এ কাজ করার সাধা নেই; একমাত্র আলাহু তাঁ'আলীর অপার কুদরতই কোন পূর্বনয়না ব্যাতিরেকে অধন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা মাঝি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। দ্বিতীয় শুণ **فَصَوَى** এটা নেসু নেসু থেকে উত্তুত। অর্থ সামুজ্জ্বর্পন। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যোক বন্তর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যাগের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যোক জীব-জ্ঞানোচারকে তাঁর প্রয়োজনের সাথে সামুজ্জ্বর্পন অঙ্গ-প্রত্যাগ দিয়েছেন। ইত্পদ ও অংগসমূহের মধ্যে এমন জোড় ও প্রাকৃতিক সিপ্রিং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো আয়। এই বিশ্বাসকর মিল প্রত্যাঁর রহস্য ও শক্তি সামর্থ্য বিশ্বাস ছাপন করার জন্য অথেষ্ট।

تَبْتَغِي شَوْفَنَ لَقْدِ بُر—قَدْر—এর অর্থ কোন বন্তকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি

করা। শব্দটি ফরসারা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর ফরসারা। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সুনিয়ার বন্ধসমূহকে স্তুপ করেই ছেড়ে দেননি; প্রত্যক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্য স্তুপ করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোন বিশেষ প্রেরীর স্তুপটির মধ্যে সৌমিত্র নয়—সমগ্র স্তুপ অগুর ও স্তুপটিকেই আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য স্তুপ করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যক বস্তু তার পাইনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে আছে। আকাশ, মক্ষত, বিদ্যুৎ, স্তুপ থেকে কুকুর করে মানুষ, জীবজন্ত, উদ্দিদ, জড় পদার্থ সবাইকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে থেকে দেখা যায়ঃ

। بِرْ وَبِدْ وَأَبْ وَأَنْشَ بَنْدَهُ أَنْدَهُ
وَلَكْ رَيَادْ رَنْدَهُ —মাওলানা রফিয়ী বরোহেন :

خَاكْ وَبَادْ وَأَبْ وَأَنْشَ بَنْدَهُ أَنْدَهُ
بَا مَنْ وَتُو مَرْ دَهُ بَهْ زَنْ دَهُ أَنْدَهُ

বিশেষত মানুষ ও জীবজন্তুর প্রত্যক প্রকারকে আল্লাহ তা'আলা যে যে কাজের জন্য স্তুপ করেছেন, তারা প্রকৃতিগতভাবে সে কাজই করে আছে। তাদের ঔৎসাহ ও উদ্দীপনা সে কাজকে বেস্ত করেই পরিচালিত হচ্ছেঃ

هَرَبَكَ رَاهِبَ كَارِسَ سَخْنَدَ
مَهْلَكَ أَوْ رَادَ دَلَشَ أَنْدَهُ خَنْدَ

। ১০ ।
চতুর্থ শুণ ত্রিপুরা—অর্থাৎ প্রল্টা যে কাজের জন্য বাকে স্তুপ করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশ আকাশ ও পৃথিবীর শাবতীয় স্তুপটেই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেবল এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিষ্পত্তিরের। অন্য আয়তে আছেঃ

। ১১ ।
আল শৈ খ্লেচ ত্ম ত্ব প্রতি—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক বস্তুকে স্তুপ করে এক অঙ্গিত্ব দিয়েছেন, অঠপর তার সংষ্ঠিপ্ত কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ ও পথনির্দেশের প্রস্তাবে আকাশ, পৃথিবী, প্রহ-মক্ষত, পাহাড়-পর্বত, মদ-মদী স্তুপটির আদি থেকে যে কাজের জন্য আদিপ্ত হয়েছে, সে কাজ হবহ তেমনিভাবে কোনরূপ ছুটি ও অলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে। বিশেষ করে মানুষ ও জীবজন্তুর বুদ্ধি ও চেতনা তো সবসময় চোখের সামনেই রয়েছে। তাদের সম্পর্কে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, তাদের প্রত্যক প্রেরী বরং প্রত্যক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অর্জন করার এবং প্রতিকূল পরিবেশে থেকে আয়ুরজ্ঞার জন্য বিশ্ময়কর সুস্থ মৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বাধিক বুদ্ধি ও চেতনাশীল জীব মানুষের কথা বাদ

দিন, বনের হিংস্র-জন্ম, পশু-গৃহী ও কৌট-পতঙ্গকে লক্ষ্য করুন—প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্ৰহ, বসবাস এবং বাস্তিগত ও আতিগত প্রয়োজনাদি মেষ্টামোৰ জন্য কেমন সব কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে বিষ্ণু প্রজ্ঞাতিৰ ডুরফ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তারা কোন কুল-কলোজ থেকে কিংবা কোন ওজুদের কাছ থেকে এসব শিক্ষা করেনি

বৰং এভাবে সব সাধারণ আলাহুর পথনির্দেশেই কল্পনৃতি আ أَعْطِيَ لَلشَّيْءَ خَلْقَهُ

فِي قَدْرِ فَتْحِي — এবং এই সুরার আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও প্রকৃতপক্ষে আলাহুর দান। আলাহু তা'আলা মানুষকে সর্বাধিক ভান ও চেতনা দান করেছেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং এভাবে সৃষ্টি বস্তুসমূহ মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য সৃজিত হয়েছে কিন্তু এভাবের দ্বারা পুরোপুরি ও বিভিন্ন প্রকার উপকার জাই করা এবং বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা অত্যধিক ভান ও নৈপুণ্যসাপেক্ষ কাজ। আলাহু তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন সূতীকৃত ভান-বৃক্ষ নিহিত রেখেছেন যে, সে পর্বত ধ্বনি করে এবং সাগর পর্যে তুবে গিয়ে শত প্রকার অনিজ ও সামুদ্রিক সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং কাঠ, মোহা, তামা, পিতল ইদ্যাদির সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বস্তু নির্মাণ করতে পারে। এ ভান ও নৈপুণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলেজের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। অগতের আদিকাল থেকে অলিঙ্গিত নিরক্ষর ব্যক্তিগত ও এসব কাজ করে আসছে। প্রকৃতিগত এ বিজ্ঞানই আলাহু তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। অতঃপর শান্তীয় ও শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে এতে উপর্যুক্ত জাই করার প্রতিভাও আলাহু তা'আলারই দান।

সবাই জানে যে, বিজ্ঞান কোন বস্তু সৃষ্টি করে না বরং আলাহুর সৃজিত বস্তুসমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ ব্যবহারের সামান্য ক্ষেত্র তো আলাহু তা'আলা মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে লিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর এতে কারিগরি গবেষণা ও উন্নতির এক বিস্তৃত যত্নদান খোলা রেখে মানুষের প্রকৃতিতে তা বোঝার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রেখেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক শুল্ক নিভাই নতুন নতুন আবিক্ষার সামনে আসছে এবং আলাহু জানেন ভবিষ্যতে আরও কি কি আসবে। বলা বাল্লা, এ সবই আলাহু, প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বিহিতপ্রকাশ এবং কোরআনের একটি যাজ শব্দ وَإِنْ—এর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। আলাহু তা'আলারই মানুষকে এসব কাজের পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। পরিভাষের বিষয়, যারা বিজ্ঞানে উন্নতি জাই করেছে, তারা কেবল এ মহাসত্ত্ব সম্পর্কে জড়ই নয় বরং দিন দিন অজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে।

أَخْرَجَ الْمَرْءَ مِنْ جَمِيعِ غَثَاةِ أَحْوَى — শব্দের অর্থ গন্তব্য ভূমি এবং শব্দের অর্থ আবর্জনা যা বন্যার পানির উপর তাসমান থাকে।

أَحْوَى শব্দের অর্থ কৃফাত পাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তিদ সম্পর্কিত শীর কুদরত ও হিকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি তৃষ্ণি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃগৱেষ একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিগতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফুর্তি ও চাতুর্ঘ আল্লাহ্ তা'আলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই মিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَفَقُ لَكَ فَلَا تَنْسِي إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ—**পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা**

শীর কুদরত ও হিকমতের ক্ষতিগ্রস্ত বর্ণনা করার পর এখনে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে নবুর্মতের কর্তৃব্য সম্পর্কে করেকষি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাইল (আ) রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্ময় হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাইল (আ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মুখ্য করানোর দায়িত্ব নিজে প্রাপ্ত করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাইল (আ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুল্করাপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আয়াত দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিহ্নিত হবেন না। এর ফলে

إِلَّا تَنْسِي إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ—অর্থাৎ আপনি কোন বিষয়ে বিস্ময় হবেন না সে অংশ ব্যতীত যা কোন উপযোগিতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদেশ্য এই যে, কোরআনে কিছু আয়াত রাহিত করার এক সুবিধিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার বিতীয় আদেশ নাথিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রসুলুল্লাহ্ (সা) ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে তা মুছে দেওয়া।

এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে : **مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِها** অর্থাৎ আমি কোন

আয়াত রাহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ **شَيْءًا** ।

40।—এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন উপযোগিতা বশত কোন আয়াত সামরিকভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন রসুলুল্লাহ্ (সা) কোন একটি সুরা তিজাওয়াত করলেন এবং মাঝাখান থেকে একটি আয়াত বাস পড়ল। ওহী মেখকে উবাই ইবনে কাব মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজাসার জওয়াবে রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : অনসুখ হয়নি, আমিই জুন্নতে পাঠ করিনি। (কুরতুবী) অতএব উল্লিখিত বাতিক্রমের সারথর্ম এই যে, সামরিকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বশিত প্রতিশুভ্রতির পরিপন্থী নয়।

وَنُسْرَكَ لِلْيُسْرَىٰ

—এর আকরিক তরজমা এই যে, আমি আপনাকে সহজ করে দেব সহজ পক্ষতির জন্য। সহজ পক্ষতি বলে ইসলামী শরীয়ত বোঝানো হচ্ছে। একেরে বাহ্যত এরপ বলা সম্ভব হিল যে, আমি এ পক্ষতি ও শরীয়তকে আপনার জন্য সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কোরআন বলেছে, আপনাকে এই শরীয়তের জন্য সহজ করে দেব। এর তাংৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আলাহ্ তা'আলা আপনাকে এরপ করে দেবেন যে, শরীয়ত আপনার জন্য ও জ্ঞানে পরিপন্থ হবে এবং আপনি তার হাঁচে গঠিত হয়ে আবেন।

فَذِكْرِيَ الْقُرْآنَ نَفْعَتِ الدُّرْكِ

—পরিবর্তী আয়াতসমূহে নবুরাতের কর্তব্য পালনে

আলাহ্ প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল।

এ আয়াতে রাসুলাহ্ (সা)-কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ কর্তৃপক্ষ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরালি করাই উদ্দেশ্য। আয়াদের পরিভাষার এর দৃষ্টিকোণ কাউকে এরপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা যদি অনুকরণ হলে হও তবে একাজ করা উচিত। বলা বাহ্যতা, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই জরুর। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে কর্তৃপক্ষ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিভ্যাগ করবেন না।

زَكُوٰ—قَدْ أَنْلَمَ مَنْ تَرَكَ

—এর আবল অর্থ শুক করা। ধন-সম্পদের যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হলু যে, তা ধন-সম্পদকে শুক করে। এখানে - تَرَكَى - শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুকি এবং আধিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

وَذَكَرْ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّ

—অর্থাৎ তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামায় আসার করে। বাহ্যত এতে কর্তব্য ও নকশ সবরকম নামায় অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামায় ধারা এবং তফসীর করেছেন। তাও এতে শাখিল।

بِلْ قُوْثُرُونْ

—হস্তরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেনঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালের পরাকালের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপরিত এবং পরাকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুপিট থেকে উধাও ও অনুপরিত। তাই অপরিগামদশী লোকেরা উপরিতকে অনুপরিতের উপর

প্রাধান্য দিয়ে বলে, শা তাসের জন্য চিরহায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কথায় থেকে উক্তার কল্পার জন্মই আলাহ্ তা'আলা আলাহ্ নিতাবত রহস্যগপের মাধ্যমে পরবর্তীদের নিয়ামত ও সুখ-স্বাক্ষরকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপর্যুক্ত ও বিদ্যমান। একথাণ্ড বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃতিয়, অসমূর্ণ ও মৃত্য ধৰ্মসৌল। এরপ ব্যতে কৈ যাওয়া ও তার জন্য কীর্তি ব্যাপ করা বৃক্ষিযানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে :

١٠٢٩٦

الآخر ٨ خبر و أبقي

অর্থাৎ তোমরা যারা দুনিয়াকে পরবর্তীদের উপর প্রাধান্য দাও,

একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি ব্যতী হেড়ে কি ব্যতী অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্য তোমরা পাগলপারা, প্রথমত তার মুহূর্তম সুখ এবং আনন্দ ও দুঃখ-ক্ষট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, বিভীষণত তার কোন ছিরতা ও ক্ষয়িত নেই। আজ যে বাদশাহ্, কাল সে পথের ডিখারী। আজিকার যুবক ও বৌর্ধবান, আগামীকাল দুর্বল ও অক্ষয়। এক্তি দিবারাত্রি চোখের সামনে ঘটিছে। এর বিপরীতে পরবর্তী এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরবর্তীদের প্রত্যেক নিয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই—উৎকৃষ্ট—দুনিয়ার কোন নিয়ামত ও সুখের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। তদুপরি তা **أَنْ** অর্থাৎ চিরহায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয়—তোমার সামনে দুঃখ গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ যা শাবতীয় বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপর্যাপ্ত শায়ুমৌ কঁড়েছের, যাতে কোন সাজসরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই শ্রীসামোগ্রয় বাংলো প্রহপ কর কিন্তু কেবল এক দু'ধাসের জন্ম—এরপর একে ধালি করে দিতে হবে, না হয় এই কঁড়েছের প্রহণ কর, যা তোমার চিরহায়ী যালিকানায় ধাকবে। এখন প্রথ এই যে, বৃক্ষিয়ান মানুষ এতদুর্যোগের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীদের নিয়ামত যদি অসমূর্ণ ও নিষ্পন্নয়েরও হত, তবুও চিরহায়ী হওয়ার কারণে তাই অস্থাধিকারের হোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যথন এই নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের মুক্তবিলায়, উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরহায়ীও, তখন কোন বোকায়াম হতভাগাই এ নিয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নিয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

١٠٣٠٠

هذا لغى المصطفى الراوی صرف ابراہيم و موسى

এই সুরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ পরবর্তী উৎকৃষ্ট ও চিরহায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিখিত আছে অর্থাৎ ইবরাহীম ও মুসা (আ)-এর সহীফাসমূহে। হয়রত মুসা (আ)-কে তওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেওয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু : হয়রত আবুবর সিঙ্কারী (রা) রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রয় করেছিলেন, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা কিরাপ ছিল? রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : এসব সহীফার শিকলীয় দৃষ্টিত বলিত হয়েছিল। তথাপি এক দৃষ্টিতে অত্যাচারী বাদ-শাহকে সন্ধান করে বলা হয়েছে : হে ঝুইকোড় পরিত, বাদশাহ্, আমি তোমাকে ধনেশ্বর

তৃপ্তিকৃত করার জন্য কাজক দান করিবি এবং আমি তোমাকে এজন্য শাসনকর্তা অপর্ণ করেছি, যাতে তুমি উৎপৌর্ণভাবে হসদোষী জামা পর্যবেক্ষণ করে না দাও। কেননা, আমার আইন এই যে, আমি উৎপৌর্ণভাবে দোষী প্রভ্যাখ্যান করি না, যদিও তা কান্তিমুখ থেকে হয়।

অপর এক সৃষ্টিতে সাধারণ মানুষকে সহোধন করে বলা হয়েছে : বৃক্ষিমানের কাজ হল, নিজের সহজকে ডিনডাপে বিস্তৃত করা। এক ভাগ তার পাইনকর্তার ঈকান্ত ও তাঁর সাথে মুনাফাতের, এক ভাগ আবসমালোচনার ও আজাহ্র মহাশঙ্ক এবং কারিগরি সম্পর্ক চিঠি-কাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপর্যন্তের ও সাড়াবিক প্রয়োজনাদি ঘটানোর।

আরও বলা হয়েছে : বৃক্ষিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক প্রয়োজিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাজ থাকবে, উদ্বিল্প কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিতবার হিকাহত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ত্তব্য বলে ঘোষণ করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল অকান্ত বিদ্যু সীমিত থাকবে।

সুন্না (আ)–র সহীকার বিবরণ : হৃষ্ণত আবু যায় (রা) বলেন : অতঃপর আমি সুন্না (আ)–র সহীকা সম্পর্ক প্রয় করলে মসলুজাহ (সা) বলেন : এসব সহীকার কেবল শিক্ষণীয় বিবরণবশতই হিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিচেরূপ :

আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিশ্লেষণবোধ করি, যে হজুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সে কিনাপে আনন্দিত থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে বিদ্যুরিদি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিনাপে অপারক, হাতোলাম ও চিহ্নাঙ্ক হয়। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উপান-পতন দেখে, সে কিনাপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের ছিসাৰ-নিকালে বিস্রাসী। অতঃপর সে কিনাপে কর্ম পরিপ্রাপ্ত করে বাসে থাকে। হৃষ্ণত আবু যায় (রা) বলেন : অতঃপর আমি প্রয় করজায় : এসব সহীকার কোন বিবরণবশত আগমার কাছে আগত ওহীয় অধ্যোত্ত আছে কি ? ডিনি বলেন : হে আবু যায়, এ আগ্রাতঙ্গে সুন্না শেষ পর্যবেক্ষণ পাঠ কর—

قدْ أَفْلَعَ مِنْ تَرْزِكِي

وَذَكْرًا سَمِّ وَدَةِ فَصْلِي
— (কুরআন)

سورة الفاتحة

সুরা পাশ্চিম

মঙ্গল অবস্থা : ২৬ আজগত ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَشْكَ حَدِيثَ الْفَالِيَّةِ وَجُودَ يَوْمِنِ خَائِشَةِ عَالِمَةٍ فَلَا صَبَرَهُ^(١)
 تَضَلَّ نَارًا حَامِيَةَ تَسْتَهِي مِنْ عَيْنٍ أَنْيَتَهُ كَيْنَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ
 ضَرَبِنَعَّلٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ثُوْجُودُ يَوْمِنِي نَاعِمَةَ^(٢)
 لَسْعِيهَا رَاضِيَةَ فِي جَنَّتِهَا عَالِيَّةَ لَا تَسْعُ فِيهَا لَاغْرِيَةَ فِيمَا عَيْنُ
 جَارِيَةَ فِيهَا سَرَّ مَرْفُوعَةَ ثُوْأَكَوَافُ مَوْضُوعَةَ ثُوْنَارِقُ مَصْفُوفَةَ^(٣)
 وَزَرَارِيَ مَبْشُوشَةَ أَفَلَا يَنْظَرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ^(٤) وَإِلَى
 السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ^(٥) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ^(٦) وَإِلَى الْأَرْضِ
 كَيْفَ مُنْطَصَتْ^(٧) قَدْ كَرِشَ شَاهِنَّا أَنْتَ مُذَكَّرٌ^(٨) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُعَذَّبٍ طَرَّ^(٩)
 وَلَا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ^(١٠) فَيُعَذَّبُهُ اللَّهُ الْعَدَابُ الْأَكْبَرُ هَانَ

إِلَيْنَا رَأَيَابُهُمْ^(١١) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ^(١٢)

পরম কর্মসূচির ও অসীম দয়ালু জাতোহর নামে তর

- (১) আপনার কাছে আল্লামকারী কিলামতের বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? (২) অনেক মুখ্য ঘণ্টা সেদিন হবে জাহির, (৩) কিষ্ট, মুক্ত। (৪) তারা ভগত আঙ্গনে পড়িত হবে। (৫) তাদেরকে কুটুম্ব নহর থেকে পান করানো হবে। (৬) কষ্টকপূর্ণ বাতু ব্যাতীত তাদের জন্য কোন আদায় নেই। (৭) এটা তাদেরকে পুষ্টি করবে না এবং কুধায়ও উপকার করবে না। (৮) অনেক মুখ্য ঘণ্টা সেদিন হবে সজীব। (৯) তাদের কর্মের কারণে সম্মুক্ত। (১০) তারা

খাকবে সুউচ্চ জাহাতে (১১) তথায় শুনবে না কোন আসার কথাবার্তা। (১২) তথায় খাকবে প্রবাহিত থারনা। (১৩) তথায় খাকবে উচ্চত সুসজ্জিত আসন (১৪) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (১৫) এবং সারি সারি পালিঠা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কাপেট। (১৭) তারা কি উচ্চের প্রতি লক্ষ্য করে না যে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? (১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব, আগমি উগদেশ দিন, আগমি তো কেবল একজন উগদেশদাতা, (২২) আগমি তাদের খাসক নয়, (২৩) কিন্তু যে মুখ কিনিয়ে নেয় ও কাকিয়ে হয়ে থার, (২৪) আরাহত তাকে মহা আরাব দেবেন। (২৫) বিশ্ব তাদের প্রত্যাবর্তন আয়ারাই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আয়ারাই দায়িত্ব।

তফসীলের সার-সংজ্ঞেণ

আপনার কাছে সব কিছুকে আচমকারী সে ঘটনায় কিছু সংবাদ পৌছেছে কি? (অর্থাৎ কিম্বামুতের। তার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বকে প্রাপ্ত করবে। প্রজ্ঞের উদ্দেশ্য, পরবর্তী কথা শোনার আগ্রহ সৃষ্টি করা। অতঃপর জওয়াবের আকারে সংবাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।) অনেক মুখ্যশূল সেদিন জাহিত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে। তারা ক্লান্ত আগনে প্রবেশ করবে। তাদেরকে ফুট্ট ঘরনা থেকে পানি পান করানো হবে। ক্লটকগুর্গ ঝাড় ব্যাতীত তাদের কোন খাদ্য খাকবে না, যা তাদেরকে পৃষ্ঠ করবে না এবং কুধাও নিবারণ করবে না। (অর্থাৎ তাতে খাদ্য ইওয়ার এবং কুধা দূর করার যোগ্যতা নেই। ক্লিষ্ট ইওয়ার অর্থ হাশের অস্থির হয়ে ঘোরাকেরা করা, জাহাজামে শিকড় ও বেঢ়ী টানা এবং পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করা। ফুট্ট ঘরনাকেই অন্য আয়াতে ~~মুক্তি~~ বলা হয়েছে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, জাহাজামে ফুট্ট পানিও অরুনা হবে। যদী ব্যাতীত খাদ্য হবে না। এর অর্থ সুস্থানু খাদ্য হবে না। সুতরাং শাক্ত, পিসজীন ইত্যাদি খাদ্য খাকা এবং পরিণামী নয়। মুখ্যশূল বলে ব্যক্তিকেই বোর্বানো হয়েছে। অতঃপর জাহাজামী-দের অবস্থা বিগত হচ্ছে।) অনেক মুখ্যশূল সেদিন উচ্চত এবং তাদের সহ অর্দের কারণে প্রসূত হবে। তারা সুউচ্চ জাহাতে খাকবে। তথায় তারা কোন আসার কথা শুনবে না। তথায় প্রবাহিত থারনা খাকবে। জাহাতে উচ্চ উচ্চ আসন বিছানো আছে এবং রুক্ষিত পানপাত্র আছে। (অর্থাৎ এসব সৌজ-সুরঞ্জাম সামনেই উপরিত খাকবে, যাতে পাওয়ার ইচ্ছা হলে পেতে দেরী না হব।) সারি সারি পালিঠা আছে এবং বিস্তৃত বিছানো কাপেট আছে। (ফলে বেধানে ইচ্ছা, সেধানেই আরাম করাতে পারবে। এক জামগা থেকে অন্য জামগায় যেতেও হবে না। এসব বিবরণস্ত শুনে থারা কিয়ামত অঙ্গীকার করে তারা ভুল করে। কেননা) তারা কি উচ্চের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃজিত হয়েছে (এর আচৃতি ও স্বত্ত্বাব অন্যান্য জীবজন্মের তুরনার আশৰ্বজনক) এবং আকাশের দিকে যে কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে এবং পাহাড়ের দিকে যে কিভাবে-

তা ব্যাপিত হয়েছে এবং পৃথিবীর দিকে যে কিভাবে তা বিছানো হয়েছে? (অর্থাৎ এসব বল দেখে আজ্ঞাহ্র কুদরত বোবে না কেন যাতে কিয়াজ্ঞাতের বাপারে তাঁর সক্ষমতাও বুঝতে পারত)। বিশেষভাবে এই চারটি বন্ধ উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা প্রায়ই প্রাচীরে চলাকেরা করত। তখন তাদের সামনে উট, উপরে-আকাশ, নিচে ভূমি এবং চারদিকে পাহাড়-পর্বত থাকত। তাই এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। প্রয়াণিদি দেখা সত্ত্বেও তারা যখন চিন্তা-ভাবনা করে না, তখন আপনিও তাদের চিন্তায় গড়বেন না। (১৮৯) উপদেশ দিন। কেননা আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের শাসক নন—(যে, বেশী চিন্তা করতে হবে)। কিন্তু যে মুখ কিরিয়ে নেব ও কুকুর করে, আজ্ঞাহ্র তাকে পরাকামে যাহাণ্ডি দেবেন। কেননা, আমারই কাছে তাদের কিরে আসতে হবে, অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশও আয়ারাই কাজ। (কাজেই আপনি অধিক চিন্তিত হবেন না)।

আনুবালিক ভাত্তবা বিষয়

وْ جُوْ كَلْ مَدْ خَ شَعَّ عَ مَلَةِ نَ صَبَّةٌ—কিয়াজ্ঞাতে শুনিন ও কাফির আজাদা আজাদা বিভক্ত দুদল হবে এবং মুখমণ্ডল ধারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আজাতে কাফিরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বিশিত হয়েছে যে, তা **نَ شَعَّ** অর্থাৎ হেয় হবে। **كَلْ** শব্দের অর্থ নত হওয়া ও জাহিত হওয়া। মায়াযে শুনুর অর্থ আজ্ঞাহ্র সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। ধারা দুনিয়াতে আজ্ঞাহ্র সামনে শুশ্র অবস্থান করেনি, কিয়াজ্ঞাতে এর শাস্তিদ্বারা তাদের মুখমণ্ডল মাহিত ও অপমানিত হবে।

فَأَصْبَهَ عَ مَلَةِ نَ صَبَّةٌ—বাকপজ্জতিতে অবিরাম কর্মের ফলাফলে পরিবাস বাতিলকে **مَلَةِ** এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট বাতিলকে বলা হয় **نَ صَبَّةٌ**—বলা বাছলা, কাফিরদের এ দু'অবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা পরাকালে কোন কর্ম ও যেহেতুত নেই। তাই কুরুক্ষুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেনঃ প্রথম অবস্থা অর্থাৎ মুখমণ্ডল জাহিত হওয়া তো পরাকালে হবে এবং পরবর্তী দু'অবস্থা কাফিরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা অনেক কাফির দুনিয়াতে মুশারিকসুলত ইবাদত এবং বাতিল পছায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও খৃষ্টান পাপী অনেক এখন আছে, ধারা আক্তরি-ক্ষতি সহকারে আজ্ঞাহ্র তা'আজারাই সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিস্র ঝীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশারিকসুলত ও বাতিল পছায় হওয়ার কারণে আজ্ঞাহ্র কাছে সওলাব ও পুরকার জাতের ঘোগ হয়ে না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিপ্রাণ রাইল এবং পরাকালে তাদেরকে জাহুনা ও অগ্রহানের অক্ষরায় আজ্ঞাহ্র করে রাখবে।

হ্যব্রত হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন, ধলীকা হ্যব্রত উমর ফারুক (র) যখন

শাম দেশে সকারে গমন করেন, তখন জনেক খুল্টান বৃক্ষ পাস্তী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় ইবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আধ্যানিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের যথেও কোন প্রী ছিল না। ধর্মীয়া তাঁকে দেশে অনুচ্ছ সংবরণ করতে পারলেন না। কুসনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন : এই রুজের করণ অবস্থা দেখে আমি কুসন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারা দীর জন্য অর্জনের জন্য জীবনপণ পরিত্রয় ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তাঁর জন্য অর্জন বার্থ হয়েছে এবং আজ্ঞাহীন সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর ধর্মীয়া হয়েরত উমর (রা) **وَجْهُ رَبِّهِ مُكَفَّهٌ خَامِشٌ**

—আজ্ঞাত তিলাওয়াত করলেন !— (কুরআনী)

حَمْدَةٌ حَمْدَةٌ نَّافِعٌ حَمْدَةٌ — শব্দের অর্থ গরম, উত্তম। অগ্নি-জ্বাবতই উত্তম।

এর সাথে উত্তম বিদ্যুৎ মুক্ত করা একথা বলার জন্য যে, এই অগ্নির উত্তাপ সুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কর অথবা নিঃশেষ হয় না বরং এটা চিরস্থন উত্তম।

لَهُمْ طَعَامٌ لَا مُرْبِعٌ — অর্থাৎ যদী ব্যাতীত জাহাজামীরা কোন আদা পাবে না। যদী গৃথিবীর এক প্রকার কণ্টকবিলিষ্ট দাস যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গংস্থুন বিবাহে কৌটোর কারণে জন্ম-জন্মের এর ধারেকাছেও যাব না।

জাহাজামে আস, ইহ কিনাপে হবে ? এখানে প্রথ হবে যে, আস-মুক্ত তো আগনে পুড়ে যাব। জাহাজামে এগুলো কিনাপে থাকবে ? অওয়াব এই যে, আজ্ঞাহীন তাঁজালা দুনিয়াতে এগুলোকে পানি ও বায়ু দ্বারা জালন করেছেন। তিনি জাহাজামে এগুলোকে অগ্নিতে পরিণত করতেও সক্ষম, ফলে আগনেই বাঢ়বে, ফজল হবে।

কোরআনে জাহাজামীদের আদা সম্বর্কে যদী ব্যাতীত শাক্কুম ও সিস্লীনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সৌমিত করে বলা হয়েছে যে, যদী ব্যাতীত অন্য কোন খাদ্য থাকবে না। এর অর্থ এই যে, জাহাজামীরা কোন সুস্থাদু ও পুষ্টিকর আদা পাবে না বরং যদীর মত কল্টদারক বস্তু থেকে দেওয়া হবে। অতএব, শাক্কুম এবং সিস্লীনও যদীর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনী বলেন : সক্ষত জাহাজামীদের বিভিন্ন কর থাকবে এবং বিভিন্ন কারে বিভিন্ন আদা হবে—কোথাও যদী, কোথাও শাক্কুম এবং কোথাও সিস্লীন।

لَا يَنْفَعُ مَسْعِينَ وَلَا يَنْفَعُ مَسْعِيَ — জাহাজামীদের আদা হবে যদী—একথা কুনে

কোন কোন কাকির বলতে থাকে যে, জাহাদের উট তো যদী থেরে খুব মোটাড়াজা হবে যাব। এর অওয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যদী দ্বারা জাহাজামের যদীকে বোবার

ଚେଷ୍ଟା କରୋ ନା । ଜୀହାମେର ସରୀ ଥେବେ କେଉଁ ଶୋଟିଆଜା ହବେ ନା ଏବଂ ଏତେ କୁଥା ଥେବେ ଅଣି ପାଇଁବା ଆବେ ନା ।

—**অৰ্পণা জাহাঙ্গির কোন অসাম ও মৰ্যাদা**

কথাবার্তা কুমতে পাখে না। যিন্হা, কুকুরী কথাবার্তা, পালিগামাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আলাদে বলা হচ্ছে :

—**لَا يُسْمِعُونَ فِيهَا لَفْوًا وَلَا تَأْتِيهَا**—আর্দ্ধ তারা আবাতে কোন অনর্থক ও দোষালোগের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আবাতে এ বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

ଏ ଥେବେ ଜାନା ଦେଲ ହେ, ମୋହାର୍ମୋଦ ଓ ଅଶ୍ଵାଶୀନ କଥାବାର୍ତ୍ତ ଖୁବହି ପୌଡ଼ାନାହଳକ । ତାଇ ଜାଗାତୀଦେବ ଅବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ସରଣୀ ବନ୍ଦା ହେବାକ ।

انوار — و آثاراً بِ مُوْضِعَةٍ سَمَّى

କୁଳ-ଏହା ବହୁତମ । ଅର୍ଥ ପାନପାଇଁ, ସଥା ପ୍ଲାସ ଇତ୍ୟାଦି । **ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିତ** ଜାଗଗାର ପାନିର ବିରିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିତ ଥାକିବେ । ଏତେ ଏକଟ ଗୁଡ଼ିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ମୌତି ଶିକ୍ଷା ଦେବୋରୀ ହେବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପାନଗାର ପାନିର କାହେ ବିରିଷ୍ଟ ଜାଗଗାର ଥାକିବା ଉଚିତ । ସହି ଏମିକ୍-ସେମିକ ଥାକେ ଏବଂ ପାନ କରାର ସମୟ ତାଳାଳ ବସନ୍ତେ ହସ, ତଥେ ଏଠା କଳ୍ପକର ବ୍ୟାପାର । ତାଇ ସବ ଯାବହାରେର ବନ୍ଦୁ—ହେଉନ ବଦନା, ପ୍ଲାସ, ଡୋର୍ମାଲେ ଇତ୍ୟାଦି ବିରିଷ୍ଟ ଜାଗଗାର ଥାକି ଏବଂ ଯାବହାରେର ନମ୍ବର ସେବାନେଇ ରେଖେ ଦେବୋର ବ୍ୟାପାରେ ଅଭ୍ୟକ୍ରେଇ ସହବାନ ହେବୋ ଉଚିତ ଯାତେ ଅନାଦେର କଟ୍ଟି ମା ହର । ଜାଗାଭୌଦେର ପାନପାଇଁ ପାନିର କାହେ ଗୁଡ଼ିତ ଥାକିବେ —ଏକଥା ଡେରେ କରେ ଆଜ୍ଞାବ ତା-ଆଜ୍ଞା ଉପର୍ଦ୍ଵୋତ୍ତ ମୌତିର ପ୍ରତି ଇରିତ କରେହୁନ ।

—**أَفَلَا يُنذِرُونَ إِلَيْهِمْ أَنَّا أَنْشَأْنَا لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ كُلِّ خَلْقٍ**

କାନ୍ତିରେ ପ୍ରତିଦାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସର୍ବନା କରାର ପର କିମ୍ବାମତେ ଅବିରାସୀ ହଠକାନ୍ତିରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଜଳା ଆଜ୍ଞାହ ଡା'ଆଜା ଲୌର କୁମରତେର କମ୍ପ୍ୟୁଟଟି ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବାଦେ ଚିତ୍ରାଜାବନା କରାର କଷା ବଲେହେନ । ଆଜ୍ଞାହର କୁମରତେର ନିର୍ମାଣ ଆକାଶ ଓ ଶୁଧିବୌତେ ଅସଂଖ୍ୟ । ଏଥାମେ ଯରାଟାରୀ ଆଗରାଦେର ଅବହୂର ସାଥେ ସାମଜିକୀୟ ଚାରଟି ନିର୍ମାଣର ଉତ୍ତରଥ କରା ହରେହେ । ଆଗରାର ଉଠେ ସତ୍ୱର ହରେ ଦୂର-ଦୂରାତେ କରିଲା କରେ । ତଥମ ତାମେର ସର୍ବାଧିକ ନିରକ୍ଷଟ ଥାବେ ଉଠ, ଉପରେ ଆକାଶ, ନିତେ କୃପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଛ-ପଶ୍ଚାତେ ସାରି ସାରି ପରତମାଳା । ଏହି ଚାରଟି ବନ୍ଦ ସମ୍ବକେଇ ତାମେରକେ ଚିତ୍ରାଜାବନା କରାର ଆଦେଶ ଦେଉଥା ହରେହେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବାନ ମିଳେ ଥିଲି ଏ ଚାରଟି ବନ୍ଦ ସମ୍ବକେ ଚିତ୍ରାଜାବନା କରା ହେ, ତବେ ଆଜ୍ଞାହର ଅପାର କୁମରତ ଚାରଟ ଦେଖା ଥାବେ ।

जारीमें अथवा ट्रॉफेर एवं किसी विविधत्रॉफे जारीहै, या विशेषकान्त्रे लिखानीजारीमें

অন্য আলাহ্ তা'আলাৰ হিকমত ও কুদুরতের দৰ্শন হতে পাৰে। প্ৰথমত আবাৰে দেহা-বৰাবেৰ দিক দি঱ে সৰ্ববৃহৎ জীব হচ্ছে উট। সে দেশে হাতী মেই। বিভীষণত আলাহ্ তা'আলা এই বিশাল বগু জীবকে এমন সহজেভাৱে কৰেছেন যে, আবাৰেৰ বেদুইন ও দৱিত্যুত্য বাস্তিও এই বিৱাট জীবকে জালন-পালন কৰতে হোটেই অসুবিধা বোধ কৰে না। কাৰণখ, একে ছেড়ে দিলে নিজেই পেটকৰে খেৰে চলে আসে। উচু ঝুকেৰ পাতা হিটে দেওয়াৰ কল্পও বীকাৰ কৰতে হয় না। সে নিজেই ঝুকেৰ তাৰ খেৰে খেৰে দিনাঙ্গ-পাত কৰে। হাতী ও অন্যান্য জীবেৰ ন্যায় তাকে দৃশ্যমাৰ্য আৰাবু দিতে হয় না। আবাৰেৰ প্ৰাণৰে পানি দুৰ্বল দুঃখাপ্য বন। সৰ্বৰ সৰ্বসা পানুৱা থাক না। আলাহ্ তা'আলা উটেৰ পেটে একটি বিজ্ঞাত টাঁকী খাগন কৰেছেন। সে সাত-আট দিনেৰ পানি একবাৰে পান কৰে এক টাঁকীতে তৰে নৈৰ। অতঃপৰ কুথো কুথো সে এই বিজ্ঞাত পানি থাক কৰে। এত উচু জীবেৰ পিঠে সওয়াৰ হওয়াৰ জন্য কল্পবৰ্তী পিণ্ডিৰ কল্পাদন হিজ। কিন্তু আলাহ্ তা'আলা তাৰ পা তিন ভাঁজে হৃষ্টি কৰেছেন অৰ্থাৎ প্রত্যোক পায়ে দুঃটি কৰে হাঁটি রেখেছেন। সে যথন সবতলো হাঁটি দেকে বসে থাক, তখন তাৰ পিঠে সওয়াৰ হওয়া ও নামা দুৰ্বলহৃষ্ট হৰে থাকে। উট এত পৰিপ্ৰেক্ষ যে, সব জীবেৰ তেৱে অধিক বোৰা বহন কৰতে পাৰে। আবাৰেৰ প্ৰাণৰসমূহে অসহনীয় রৌপ্যতাপেৰ কাৰণে দিবাভাগে সকৰণ কৰা অভ্যন্ত দুৰ্বল কৰাই। আলাহ্ তা'আলা এই জীবকে সারাবোঝি সকৰে অভ্যন্ত কৰে দি঱েছেন। উট এত নিমীহ প্ৰাণী যে, একটি ছোট বালিকাও তাৰ নাকারণি খেৰে বেদিকে ইছী নিৰে থেতে পাৰে। এছাটা আলাহ্ কুদুরতেৰ সবক দেই এমন আৰও বহু বৈশিষ্ট্য উটেৰ অধ্যে রয়েছে। সুৱাৰ উপসংহারে রসুজুলাহ্ (সা)-ৰ সশ্বন্নায় জন্য বলা হয়েছে : **لَعْنَتٌ عَلَيْهِمْ بِمَا هُمْ مُصْفِطُونَ** —অৰ্থাৎ আপনি তাদেৱ আসক নন যে, তাদেৱকে মু'মিন কৰতেই হবে ; আপনাৰ কাজ কথু প্রচাৱ কৰা ও উপদেশ দেওয়া। এতইকু কৰেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদেৱ হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্ৰতিদান আমাৰ কাজ।

سورة الفجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মাজান অবতোর : ৩০ . আসাদ ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشِيرَةً وَالشَّفِيعِ وَالوَتْرِ وَالْيَلَيلِ إِذَا يَسِيرُ هَلْ فِي ذَلِكَ
قَوْمٌ لِذِي حِجْرٍ أَمْ تَرَكَ كَيْفَ قَعَدَ رَبِّكَ بِعَلَوْهُ إِلَامَ دَاتِ الْمَسَادِهِ
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَادِ وَتَسْوُدُ الظِّنَنَ جَابُوا الصُّخْرَ بِالْوَادِهِ
وَفَرَّهُونَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَعَوا فِي الْبَلَادِ فَأَنْكَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبِّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لِيَالِيْرَصَادِهِ فَإِنَّمَا
إِلَّا نَاسٌ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي
وَأَنَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ وَرَسَقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي كَلَّا بِلَ
أَلَا تَكْرِمُونَ الْيَتَامَهُ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ
الثَّرَاثَ أَطْلَدَ لِمَاهَهُ وَتُجْبِيُونَ الْمَالَ حُجَاجَنَاهُ كَلَّا إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ كَلَّا
دَكَّاهُ وَجَاهَ رَبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفَا صَفَا وَجَاهَ يَوْمَئِيدَ بِجَهَنَّمَ هَيْوَمَيْدَ
يَتَذَكَّرُ إِلَّا نَاسٌ وَأَنِّي لَهُ الَّذِي كُوْرَاهُ يَقُولُ يَلِيْسَتِي قَدْمَتُ لِسَيَانِي هَيْ
فَيَوْمَئِيدَ لَا يُعْذِّبُ عَذَابَهُ أَهَدُهُ وَلَا يُؤْتَقُ شَاقَهُ أَهَدُهُ يَيْمَنِي يَشَاهَهَا
النَّفْسُ الْمُطَبَّعَهُ أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَهُ مَرْضِيَهُ فَادْخُلْنِي فِي
عِبْدِيَهُ وَادْخُلْنِي جَنْلِي هُ

সরম করণাময় ও জসীম দয়ালু আজ্ঞাহৰ নামে শুক্র।

(১) শপথ করেন, (২) শপথ দশ রাত্তির, (৩) শপথ তার, যা জোড় ও যা বেজোড়
 (৪) এবং শপথ রাত্তির অধন তা গত হতে আকে, (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জানী বাস্তিব অনে।
 (৬) আগমি কি জন্ম করেনবি, আগমনার পালনকর্তা আদ বৎসের ইন্দ্র লোকের সাথে কি
 আচরণ করেছিলেন, (৭) আদের দৈহিক পঠন স্তুত ও পুষ্টির মাঝ সৌর্য ছিম এবং (৮) আদের
 সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন খোক সৃজিত হয়নি (৯) এবং সামুদ
 পোজের সাথে, আরা উপত্যকার পাথর কেটে সৃহ নির্মাণ করেছিল (১০) এবং বহু কীলকের
 অধিগতি ফেরাউনের সাথে, (১১) আরা দেশে সৌমানংহন করেছিল ; (১২) অতঃপর সেখামে
 বিভূতি অপাতি সৃষ্টি করেছিল। (১৩) অতঃপর আগমনার পালনকর্তা আদেরকে শাস্তির কশা-
 ঘাত করেনেন। (১৪) নিষ্ঠয় আগমনার পালনকর্তা সতর্ক সৃষ্টি রাখেন। (১৫) আনুষ এরপ
 যে, অধন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুভূত দান করেন,
 তখন বলে : আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন (১৬) এবং অধন তাকে পরীক্ষা
 করেন, অতঃপর রিষিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে : আমার পালনকর্তা আমাকে
 হেয় করেছেন। (১৭) এষ্টা অমৃতক বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না (১৮) এবং
 যিসকীমকে আমদানে পরম্পরকে উৎসাহিত কর না (১৯) এবং তোমরা মৃতের তাজা
 সম্পতি সম্পূর্ণভাবে কুকিলিত করে ফেল (২০) এবং তোমরা ধর্ম-সম্পদকে প্রাপ্তির তাঙ-
 বাস। (২১) এষ্টা অনুচিত। অধন পুরিবী চূর্ণ-বিচুর্ণ হবে (২২) এবং আগমনার পালন-
 কর্তা ও কেরেশতাপণ সারিবজ্জ্বালে উপস্থিত হবেন, (২৩) এবং সেদিন আহারামকে
 আনা হবে, সেদিন আনুষ সমরণ করাব কিন্তু এই সমরণ তার কি কাজে আসবে ? (২৪)
 মে বলবে : হাঁ, এ জীবনের অন্য আমি বলি কিন্তু আপ্নে প্রেরণ করতাম ! (২৫)
 সেদিন তার শাস্তির অত শাস্তি কেউ দিবে না (২৬) এবং তার বজ্জনের অত বজ্জন কেউ
 দেবে না। (২৭) হে প্রশান্ত মন, (২৮) তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট কিমে যাও
 সন্তুষ্ট ও সতোষতাজন হয়ে। (২৯) অতঃপর আমার বাসদের অস্তর্জুত্ত হয়ে থাও (৩০)
 এবং আমার জাত্বাতে প্রবেশ কর।

তৎসীমের সার-সংক্ষেপ

শপথ করের সময়ের এবং (শিঙ্গহজ্জের) দশ রাত্তির (অর্ধাং দশদিনের)। এই
 দিনগুলোর ফলীলাভ অনেক। শপথ তার যা জোড় ও যা বেজোড়। (জোড় বলে শিঙ-
 হজ্জের দশম তারিখ এবং বেজোড় বলে নবম তারিখ বোঝানো হয়েছে। অন্য এক
 হালীসে আছে যে, এর অর্থ নামাম। কোন নামাবের রাক্ত-আত জোড় এবং কোন নামাবের
 রাক্ত-আত বেজোড়। প্রথম রেওয়ার্ডেকে বর্ণনা ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে অধিক সহীহ
 বলা হয়েছে। কারণ, এই সুরায় সময়েরই শপথ করা হয়েছে। সুতরাং জোড় ও বেজোড় ও
 সময়েরই শপথ ইওয়া সমত। একাগত বলা আমর যে, জোড় ও বেজোড় বলে যা যা সম্ভা-
 নার্ষ, তাই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় সময়ও এর অস্তর্জুত্ত এবং নামাবের রাক্ত-আতও

দাস্তিল)। শপথ রাখিল, যখন তা গত হতে থাকে (বেমন অন্য আয়াতে আছে **وَالْتَّلِيلُ**

بَرَأَتْ ।**—**অতঃপর এই শপথটি হে যহান, মধ্যবর্তী বাক্যে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে) এর মধ্যে জানী বাক্তির জন্য যথেষ্ট শপথ আছে কি? [এ প্রয়ের অর্থ আরও জোরদার করা অর্থাৎ উল্লিখিত শপথগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি শপথ বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য যথেষ্ট। কোরআনে উল্লিখিত সব শপথই এ ধরনের কিন্তু উক্ত বোঝাবার জন্য এ শপথের যথেষ্টতা পরিকার বলিত হয়েছে। বেমন অন্য এক আয়াতে আছে **وَإِنْ** **لَقَسْمٌ**

لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ শপথের উহ্য জওয়াব এই যে, কাফিরদের অবশ্যই শাস্তি হবে।

পরবর্তী শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত থেকে একথা বোঝা যাব।—(আজালাইন)] আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পাইনকর্তা আ'দ বংশের ইরাম গোক্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, যাদের দৈহিক পঠন ক্ষম্ত ও খুঁটির নামে দীর্ঘ ছিল এবং সারা বিশ্বের শহরসমূহে শক্তি ও বজৰীর্ষে যাদের সমান কোন জোক স্থজিত হয়নি? [এ সম্প্রদায়ের দুটি উপাধি ছিল আদ ও ইরাম। আ'দ আসের, আস্ত ইরামের এবং ইরাম ছিল নৃহ-তনয় সামের পৃষ্ঠ। সুতরাং, কখনও তাদেরকে পিতার নামে আ'দ বলা হয়, আবার কখনও দাদার নামে ইরাম বলা হয়। ইরামের অপর পুরু ছিল আবের এবং আবেরের পুরু ছিল সামুদ। এই নামে একটি বিশ্ব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অতএব, আ'দ আসের মধ্যস্থতার এবং সামুদ আ'বে-রের মধ্যস্থতায় ইরামের সাথে মিলিত হয়ে যাব। আয়াতে আ'দের সাথে ইরামকে মুক্ত করার কারণ এই যে, আ'দ বংশের দুটি ক্ষম্ত রয়েছে—পূর্ববর্তী যাদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয় এবং পরবর্তী, যাদেরকে বিড়িয়ে আ'দ বলা হয়। ইরাম শব্দ হোগ করায় ইঞ্জিত হয়ে গেল যে, এখানে প্রথম আ'দ বোঝানো হয়েছে। কেননা, ক্ষম মধ্যস্থতার কারণে ইরাম শব্দের অর্থ প্রথম আ'দই হয়ে থাকে—(রহজ মা'জানী) অতঃপর অন্যান্য খবরস্প্রাপ্ত উল্লম্বের কথা বলা হয়েছে যে, আপনি কি লক্ষ্য করেননি]—সামুদ গোক্রের সাথে (কি আচরণ করেছেন) যারা কোরা উপত্যকায় (পাহাড়ের) পাথর কেটে শুরু নির্মাণ করেছিল। (‘ওয়াদিউল কোরা’ তাদের একটি শহরের নাম, হেয়েন অপর এক শহরের নাম ছিল ‘হিজুর’। এখনো সবই হেজাব ও শামের মধ্যসমূহে অবস্থিত সামুদ গোক্রের বাসস্থান)। এবং কীলকের অধিগতি ফিরাউনের সাথে।—(দূরের অনসুরে বলিত আছে ফিরাউন থাকে শাস্তি দিত তার চার হাত-পারে কীলক এঁটে দিয়ে শাস্তি দিত। অতঃপর সব সম্প্রদায়ের অভিয় অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে) যারা শহরসমূহে পরিষ্ক মন্তক উঁচু করে রেখেছিল এবং তথায় বিস্তার অশাস্তি বিরাজ করেছিল। অতঃপর আপনার পাইনকর্তা তাদেরকে শাস্তির ক্ষমাহাত করানেন। (অর্থাৎ আয়াব নামিল করানেন। এখানে আয়াবকে চাবুকের সাথে এবং নাবিল করাকে আয়াত করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর এই শাস্তির

কারণ এবং উপরিত কাহিনীদের শিক্ষার জন্য ইতিশাস হচ্ছে :) নিম্নত অবস্থার পাঞ্জাবকর্তা (অবাধ্যদের প্রতি) সর্তৰ দৃষ্টি রাখেন (কলে উপরিত সম্মানকরণকেও উভয় ধরণে করে দিয়েছেনই এবং বর্তমান জোকদেরকেও আবাব দেখেন)। অঙ্গুষ্ঠ (এর পরিপ্রেক্ষিত বর্তমান কাহিনীদের শিক্ষা প্রশ্ন করা এবং আবাব হচ্চে আসে, এসব কর্ম হচ্চে বৈচে থাকা উচিত হিল কিন্তু কাহিনি) মানুষ হে, (যে কর্তৃত তারা অবলম্বন করে সেগুলোর উৎস দুনিয়াপ্রীতি, সেমতে তাকে তার পাঞ্জাবকর্তা পরীক্ষা করেন, অঙ্গুষ্ঠ পর সম্মান ও অনুভব মান করেন (হেবল, ধনসম্পদ ও প্রত্যক্ষ-প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেখ, বাস্তু উদ্দেশ্য আর বৃত্ততা হাতাই করা) তখন সে (একে তার প্রাপ্তি বলে মনে করে পর্বে ও অহংকারতরে) বলে, আমার পাঞ্জাবকর্তা আমার সম্মান বাঢ়িয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি তাঁর প্রিয়পাত্র হচ্চেই আমাকে এবং সব নিয়ামত দাম করেছেন)। এবং বৰ্ধন তাকে (অনাবাবে) পরীক্ষা করেন, অঙ্গুষ্ঠের রিয়িক সংকুচিত করে দেন, (বাস্তু উদ্দেশ্য তার সবর ও সন্তুষ্টি হাতাই করা) তখন সে (অঙ্গুষ্ঠের সুরে) বলে : আমার পাঞ্জাবকর্তা আমার সম্মান বৃত্ত করেছেন। (অর্থাৎ আমি সম্মানের ঘোষ হওয়া সহ্যে ইসানিং আমাকে হেয় করে দেয়েছেন। কলে পার্থিব নিয়ামতও ছাস পেয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কাহিনি দুনিয়াকেই মুক্ত করা যানে করে। কলে এর আঙ্গস্যকে প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রয়োগ এবং নিজেকে এর ঘোষ পাই বিবেচনা করে। পক্ষাক্তে এর সুঃখকল্পকে বিভাড়িত হওয়ার দলিল এবং নিজেকে এর পাই নয় বলে মনে করে। সুতরাং কাহিনির বাস্তি দৃষ্টি কৃত করে—এবং দুনিয়াকে মুক্ত উদ্দেশ্য মনে করা। এথেকে পক্ষাক্তে অবিকাশ অস্তরাত করে। মুক্ত ঘোষণার হওয়ার দাবী করা। এথেকে গব, অহংকার বৃত্ততত্ত্ব, বিগদ হাতাপা এবং প্রেরণামত অস্তরাত করে। (অঙ্গুষ্ঠের সব আবিষ্যক কারণ)। অবস্থাই এবং নয় : (অর্থাৎ দুনিয়া মুক্ত করে নয় এবং দুনিয়া আকর্ম নয় থাকা প্রিয়পাত্র আমা কাহিনি প্রিয় হওয়ার দলিল নয়। কেউ জোন সম্মানের ঘোষ নয় এবং দুনিয়া আকর্ম নয় থাকা প্রিয়পাত্র আমা কাহিনি প্রিয় হওয়ার দলিল নয়। কেউ জোন সম্মানের ঘোষ নয় এবং ধনসম্পদ কৃতিপত্ত করে ফেলে) এবং প্রিয়পাত্রকে আসানে প্রকল্পরক্ষণ উৎসাহিত করে না। (অর্থাৎ অপরের হাতে নিয়ে-জাও পরিশোধ কর না এবং অপরকেও পরিশোধ করতে বল না। বক্তৃত ওয়াহিদ কাজ না করা কাহিনীর জন্য আবাব বৃত্তির কানাগ হচ্চে থাকে। তবে কৃতিকর ও নিয়েক আসল আবাবের তিতি হচ্চে থাকে)। তোমরা সুতর তাঁরই সামগ্রি সম্পূর্ণ কৃতিপত্ত করে ফেলে। (অর্থাৎ অপরের হকও থেকে ফেল)। বর্তমান ব্যাখ্যা অনুযায়ী তখন উত্তোলিতের বৈকাশ প্রচলিত নয় আকর্মে ইতোহিমী এবং ইস্তাত্ত্বী শরীরতের উকৰামিকার জন্ম আবাব বিদ্যমান হিল। সেক্ষেত্রে বৃক্ষতা-বৃক্ষে শিখ তা সম্মানেরক উত্তোলিতের জোন আসে, নয় কলা এ বিকলের কারণ যে, উত্তোলিকার জন্ম পূর্ব হচ্চে বিস্মান হিল। অনুযায়ী এ সম্মৰ্কে বর্ষণ করা হচ্চে) এবং তোমরা ধনসম্পদকে মুক্ত তাজামান। (উপরাক

କୁଳର୍ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ଏଇହି ଫଳାନ୍ତିତି । କେବଳ, ମୁଖ୍ୟାପ୍ରିତିଇ ଯଥ ପାଶେର ମୂଳ କାରଣ । “ସାରକୀର୍ଥା, ଏହାର ତ୍ରିଜୀବିର୍ଦ୍ଦିତ ଶାସନର କାରାଗ ।” ଅଟ୍ଟଃପରି ଯାରା ଏହାର କର୍ମକେ ଶାସନର କାରାଗ ଘରେ ବରେ ନା, ତୋଦେବରକେ ଲାଗାନ୍ତେ ହିରେଇ—) କଥମୋ ଏହାଗ ନାହିଁ । (ଏହାର କର୍ମ ଶାସନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବଳୋଇ ହେଁ । ଅଟ୍ଟଃପରି ଶାସି ଓ ପ୍ରତିଦିନରେ ସମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହିମେହ—) ଯଥନ ପୃଥିବୀ (ଅର୍ଥାଇ ପୃଥିବୀର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଂଶ, ସଥା ପାହାଡ଼ର୍ସର୍ବତ୍ତ ଇତ୍ୟାମି) ଚର୍ଚ-ବିଚରଣ ହେଁ (ଫଳେ ତୁମ୍ଭ ସମାପ୍ତରାଜ

हस्ताक्षरे देवन अना आहारे आहे) लात्री नोंदा मुजाहिदता (ईरान आणला

পাইকর্তা ও কেরেশভাষণ (হাশরের মন্দানে) সারিবন্ধুত্বে উপস্থিত হবে। (হিসাব-নিকলের সময় এটা হবে। আজ্ঞাহ তা'আলায় উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি আজ্ঞাহ ব্যাপ্তি কেউ জানত না)। এবং সেদিন আহার্যকে উপস্থিত করা হবে, সেদিন যানুম বুবাবে এবং এই বোবা তার কি কাজে আসবে ? (অর্থাৎ এখন বুবালে তার কোন উপকার হবে না। কারণ, সেটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা—কর্মজগৎ নয়)। সে বলবে : হাঁ, এ জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অংশ প্রেরণ করতাম। সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দেবে না এবং তাঁর জীবনের মত বক্ষন কেউ দেবে না। (অর্থাৎ এখন কর্তার শাস্তি ও বক্ষন দেখেন, যা দুনিয়াতে কেউ জানতে পেয়ানি। অতঃপর আজ্ঞাহর বাধা বাসাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে) হে প্রশাস্ত রাহ, (অর্থাৎ যে কাণ্ডি সত্ত্বে বিশাসী হিস্তি এবং কোন প্রকার সম্পর্ক ও অঙ্গীকার করত না। রাহ সেরা অর্থ, তাই রাহ, বলে কাণ্ডিকে বোবানো হয়েছে)। তুমি তোমার পাইকর্তার নিকট কিরে যাও এয়াতাবছায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এবং তিনি তোমাক প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আজ্ঞাহর বাসাদের অবসর্তা-কর্ম হাত। (مُنْتَهٰ)
শহরের যাতের গুদামের সংস্কর্যসমূহের প্রতি ইমিত রয়েছে। সংস্কর্যের প্রতি ইমিত এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিবরণ মাঝে কলাচ সন্তুষ্ট এই হচ্ছে, যানন্দে যক্ষাবসীদেরকে জেরুয়ান দেয়ে প্রয়োগ করেছে। (যেখানে যক্ষাবসীদের প্রয়োগ করার ব্যাপ্তি হিসেব)

ज्ञानविद्या विज्ञानविद्या विज्ञानविद्या विज्ञानविद्या विज्ञानविद्या

ଶର୍ମେଷ୍ଟ ଶୀତକାଳିକାରେ ଅଧିକ ପିନ୍ଧିର ଦାଢ଼ି କରିବାର ଜୀବିତ ସୋବାହୁମାଦେବଙ୍କ ଜୀବିତ ।
ଏଥାମେ ଗ୍ରାମୀୟ ମିଲର ପ୍ରତିକାଳିତ ଉତ୍ସମାନ ହତେ ଥାରେ । ୧. କାନ୍ଦିଳ, ପ୍ରତାପକାଳ ଯିତ୍ରେ । ଏକ
ଯତ୍ନିର୍ମିତ ଆନନ୍ଦକାରେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାହ କ୍ଷାମାଜାତ କାମାର କୁମରାତେର ଦିନେ ପଥ ଜୀବନ କରି ।
ଏଥାମେ ହିଲେବ ମିଲର ପ୍ରତିକାଳିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବିତ ଆବଶ୍ୟକ
ଆଗି, ଇବନେ ଆକାଶ ଓ ଇବନେ ବ୍ୟାଘର (ରା) ଥେବେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଇବନେ ଆକାଶେ ଏକ

রেওয়ায়েতে ও হ্যরত কাতোদাহ (রা) থেকে বিভৌর অর্থ অর্থাৎ যিলহজের মাসের প্রথম তারিখের প্রাতাতকার বণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামী চালু বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন যিলহজ মাসের দশম তারিখের প্রাতাতকার। মুজাহিদ (র) ও ইকবিয়া (রা)-এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের প্রথম করার কারণ এই যে, আজাহ তা'আজা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত্তি সংস্কৃত করে নিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুস্থী দিনের পূর্বে থাকে। একমাত্র 'ইয়াওমুমহর' তথা যিলহজের দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কেবল রাত্তি নেই। কারূপ, এর পূর্বের রাত্তি এটিনের রাত্তি নয় বরং আইনত তা আরাফারই রাত্তি। এ কারূপেই কোন হাজী বলি 'ইয়াওমে-আরাফা' তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফাতের মঞ্জুলে সৈকতে না পারে এবং রাত্তিতে সৌধে সাদেকের পূর্বে কোন সময় পৌছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিঁজ ও হজ শুরু হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্তি দুটি—একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং 'ইয়াওমুমহর' তথা দশম তারিখের কোন রাত্তি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী।—(কুরআনী)

শপথের বিভৌর বিষয় হচ্ছে দশ রাত্তি। 'হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা)'-র কাতোদাহ এবং মুজাহিদ (র) প্রযুক্ত তফসীরবিদের মতে এতে যিলহজের প্রথম দশ রাত্তি বোঝানো হয়েছে। কেননা, হাদীসে এসব রাত্তির ক্ষয়ীলত বণিত হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সা) বলেনঃ ইবাদত করার জন্য আরাফাত কাছে যিলহজের দশদিন অব্যোক্ত রাত্তি। এর প্রত্যেক দিনের রোধা এক বছর রোধার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্তির ইবাদত শবে করারের ইবাদতের সমতুল্য।—(মাহারী) হ্যরত আবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সা)

বলে এর তফসীর করেছেন, যিলহজের দশদিন। হ্যরত

ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ ইবাদত মুসা (আ)-র কাহিনীতে 'وَنِعْمَةٌ هُوَ مُشَفِّرٌ وَلَا يَلْفَزُ' বলে অর্থে দশ রাত্তির কাহিনী বোঝানো হয়েছে। কুরআনী বলেনঃ হ্যরত আবের (রা)-এর হাদীস থেকে আনা স্পষ্ট যে, যিলহজের দশ দিন সর্বোচ্চ দিন এবং এ হাদীস থেকে আন্ত গেল যে, মুসা (আ)-র জন্য এই দশ দিনই মিহরাবত করা হয়েছিল।—

এ দুটি শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ধীকরণে 'জোড়' ও 'বেজেড়'। কাহীনে জোড় ও বেজেড় করা আগের কিংবুকে নেও হয়েছে, আজাহ প্রত্যক্ষ নিশ্চিহ্ন তাত্ত্বিকভাবে জোড় কোর না। কাহীনে এ জোড়ের কাহানীকৃত অবস্থার পোজিশন আসছে। কিন্তু হ্যরত আবের (রা) বণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেনঃ 'وَتَرَى الْوَتْرَيْمَ صَرْفًا وَالسَّفَعَ بِوْمَ النَّعْرِ'—অর্থাৎ অর্থ আরাফা দিবস, (যিলহজের নবম তারিখ) এবং - শব্দে 'السَّفَعَ'—এর অর্থ 'ইয়াওমুমহর' (যিলহজের দশম তারিখ)।

কুরুক্ষৰী এ হাদীসটি উচ্ছৃত করে বলেন : এটা সবদের দিক দিয়ে এমরান ইবনে হসাইন (রা) বলিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, যাতে জোড় ও বেজোড় নামাযের কথা আছে। তাই ইবনে আব্দাস, ইকবিয়া (রা) প্রযুক্ত তৎসীরবিদ প্রথমেও তৎসীরই অধিকারী করেছেন।

কোন কোন তৎসীরবিদ বলেন : জোড় বলে সম্ভা সৃষ্টিগত বোবানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ার জোড়ার সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন :

كُلْ شَفْعٍ خَلَقْنَا رَوْجَعَنْ—
অর্থাৎ আপি সবকিছু জোড়ার জোড়ার সৃষ্টি করেছি ; যথা কুকুর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্জ্যা, আজো ও আগকার, রাতি ও দিন, শীত ও পীর, আকাশ ও পৃথিবী, জীব ও মানব এবং নর ও মারী। এভোর বিপরীতে বেজোড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সত্ত্ব—
حُوَ أَلَّا هُنَ الْمُدْ

أَرْبَعَةِ أَرْبَعَةِ অর্থ রাখিতে চলা। আর্বাচ রাখিতে শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা অত্য হাতে থাকে। এই পাঁচটি শপথ উজ্জেব করার পর আল্লাহ তা'আলা পাকিস্তান মানুষকে তিঙ্গা-জ্বাবা করার জন্য বলেছেন : **حَبْرَنْ فِي ذِلِّ قَسْمٍ لَذِي حَبْرٍ**—এর পাসিক অর্থ বাধা-বেওয়া। মানুষের পিবেক মানুষকে রস ও কতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই **حَبْرٍ**—এর অর্থ পিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোবানো হয়েছে। আবাদের অর্থ এই যে, পিবেকবানের জন্য এসব শপথও সহজেটি কি না ? এই প্রয়োগুত পকে মানুষকে পাকলতি থেকে জাপ্ত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা'র মানুষকে সম্মর্কে, তাঁর শপথ করে কোন বিষয়ে বর্ণনা করা সম্মর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের যাহোস্তা সম্মর্কে জামানা তিঙ্গা-জ্বাবা করালে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়, তার নিশ্চিয়তা প্রয়োগিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের অভিযোগ কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার ধার্তি ও প্রতিসান হওয়া সদেহ ও সংশয়ের উর্দ্ধে। শপথের এই জওয়াব পরিকল্পনাতাবে উজ্জেব অস্ত্র হয়নি কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনা থেকে তা বোবা যায়। পুরুষের আয়তসমূহে কাফিসুরে উপর আবাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুকুর ও সোনাহর ধার্তি পরকালে হওয়া তো হিসাবুত বিষয়। যাকে যাকে দুর্মিয়াতেও তাদের অভি-আবাব করা হয়। এ জোড়ে তিনটি আপির আমাদের কথা উজ্জেব করা হচ্ছে—এক, আ'দ বৎ, দুই, সামুদ্র গোত্র এবং তিনি, কিমাউন সম্মানায়। আ'দ ও সামুদ্র আপিরসের বৎসমাজিক উপরের দিকে ইরামে পিয়ে এক হয়ে যায়। যাকে ইরাম উজ্জেব করার তৎসীরের সাথ-সংকেপে বলিত হয়েছে।

أَرْمَ زَادَتِ الْعِمَادَ — এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'স-সোজের পূর্ববর্তী

বৎসর তথা প্রথম আ'সকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা জিলৌর আ'দের তুলনাম আ'দের পূর্বপুরুষ ইয়াবের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'স-ইরাম শব্দে ব্যবহ করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে ৩৫ সব বাড়া এবং সুরা নজ মে ৩৫ চার পাঁচ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে : **عِمَادٌ** ৩৫ শব্দের অর্থ প্রতি। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকাল জাতি হিসে বিধায় তাদেরকে ৩৫ বলা হয়েছে। এই আ'স জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে অক্ষত হিসে। কোরআন গাক তাদের এই অত্যন্ত অত্যন্ত পরিকাল ভাবায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে : **لَمْ يُكْلِنْ** ।

مَنْ مُنْلِهَا فِي الْبَلَادِ — অর্থাৎ এমন দীর্ঘকাল ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়েছি। এতদসংগ্রহেও কোরআন তাদের মেহের মাগ অনাবলক বিবেচনা করে উল্লেখ করেন। ইসরাইলী রেওয়ায়েতসময়ে আ'সের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অস্তুত ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হৃষির ইবনে আব্বাস (রা) ও মুকাবিল (র) থেকে তাদের উক্ততা বার হাত তথা ১৮ কুটি বর্ণিত আছে। বলা বাছজা, তাঁরা ইসরাইলী রেওয়ায়েতসন্দৰ্ভেই একথা বলেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : ইরাম আ'স ভন্ন শান্দাদ নিয়িত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ৩৫ ত উন্মত্তি—কেননা, এই অনুগ্রহ প্রাপ্তাদিতি বল তাদের উপর দণ্ডাব্যান এবং অর্পণীয় ও অধিকৃত বাড়া নিয়িত হিসে, যাতে মানুষ পরাকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিনাউ প্রাপ্তাদের নির্মাণ কাজ সম্পর্ক হওয়ার পর হৃষি শান্দাদ সভাসদ সমত্বিকাহারে এ বেহেশতে ঝুঁকে করার ইচ্ছা করা, তথানই আজ্ঞাহুর পক্ষ থেকে আবাব নাবিল হল। করে সবাই খৎস এবং কুরিম বেহেশত ধূমিসাঁৎ হয়ে দেখ।—(কুরতুবী) এ তফসীরের সিক দিয়ে আঢ়াতে আ'স প্রেজেন্ট একটি যিশেব আবাব বর্ণিত হয়েছে, যা শান্দাদ নিয়িত বেহেশতের উপর নাবিল হয়েছে। প্রথম তফসীর অনুযায়ী এগে আ'স প্রেজেন্ট আবাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

وَتَادَ وَفِرْصَوَتَادَ وَتَادَ وَتَادَ — এর ব্যবহার : এর

অর্থ কীজুক। কিরাউনকে কীজুকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এই শব্দের মধ্যে তার কুরুম-নিয়োগী ও শাস্তির বর্ণনা দায়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ কারণই জিসে। কিরাউন বার প্রতি কুণ্ডিত হত, তার হতাপ্য চারাটি কীজুকে বেঁধে আবাব চার হাতগাহের কীজুক করে দৌড়ে কাঁচে

দিত এবং তার দেহে সর্প, বিষ্ণু ছাতে দিত। কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের শীঘ্ৰহিতৰ জৈবান প্রকাশ করা। এবং ফিরাউন, কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।—(মাযহারী)

فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطًا عَذَابٌ
—আব্দ. পামুস ও ফিরাউন গোজের
অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আয়াবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইতিহিত রয়েছে যে, কশাঘাত বেশন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আয়াব নায়িক করা হয়।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِّيَ لَمِرْ صَادَ
—আব্দ. পামুস শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টিট রাখার
ঘৰ্য্যাটি, আকোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি তোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টিট রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোন কোন তফসীরবিদ এ বাক্যকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাৰ্বাঙ্গ করেছেন।

فَأَمْلَأْتُ إِنْسَانَ
—আয়াতে আসলে কাহির ইন্সান
বোকানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলিমানও এর অভ্যর্তুর্ণ যাবা নিষ্ঠনৱপ
ধৰণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে জীবন্তোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধনসম্পদ ও
সুস্থিতি দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভাস্তু ধারণায় লিপ্ত করে দেয়—এক সে যনে
করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগ্রিষ্ঠ ও কর্ম প্রচেল্টারই অক্ষণাত্মীয়ী
ক্ষমতাবৃত্তি, যা আমার মাত করাই সহজ। আরি এর বৈগোপনি। দুই আমি আল্লাহ্
কাছেও প্রিয়গাত। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিরামত দান করতেন
না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অন্তর ও মারিয়ের সম্মুক্ষীন হলে একে আল্লাহ্ কাছে
প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কায়লে কৃত হয় যে, সে অনুগ্রহ
ও সম্মানের পাত্র হিজ কিন্তু তাকে অহেতুক জাহিত ও হের করা হয়েছে। কাহির ও
মুশ্রিকদের যথো এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান হিজ এবং কোরআন পাক করেক জায়গায়
তা উঠেখও করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলিমানও এ
বিজ্ঞানিতে লিপ্ত পড়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা 'আজোচ আজীতসমূহে এ ধরনের লোকদের
অবস্থাই উৎসুখ করেছেন :
—আর্থাত তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভাস্ত ও ভিত্তিহীন।
মুনিম্বাতে-জীবন্তোপকরণের বাচ্ছন্দ্য গুণ ও আল্লাহ্ প্রিয়গাত হওয়ার আজীত নয়, তেমনি
অভাব-অন্তর ও মারিয়ে প্রত্যাখ্যাত ও জাহিত হওয়ার দলীল নয়: এবং অধিকাংশ
কেজো ব্যাপার অন্তর্গত হয়ে থাকে। খোদাবী দাবী করা সত্ত্বেও ফিরাউনের কোনৰিন

মাথা ব্যাথাও হয়নি, অপরপকে কোন কোন গ্রহণয়রকে স্তুরা করাত দিবে চিরে দিখতিত করে দিয়েছে। মসুল কুরীয় (স) বলেছেন, যুহাজিয়দের মধ্যে আরো দরিদ্র ও নিঃয় ছিল, তারা ধনী যুহাজিয়দের অপেক্ষা চাইশ বছর আগে আজাতে যাবে।— (মায়হারী) অন্য এক হাস্তীসে আছে আজাত তা'আজা যে বাস্তাকে তালবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এখনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা ঝোপোকে পানি ধেকে বাঁচিয়ে রাখ।— (মায়হারী)

ইয়াতীমের জন্য যার করাই উচিষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাত জরুরী। এরপর
কাফিয়দের করেকষি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। **لَا تَكْرُمُ مَوْنَانِ الْمُتَقْبِلِمْ**—অর্থাৎ

তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসকে বলা উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ইয়াতীম-
দের প্রাপ্তি আদায় কর না এবং তাদের প্রোজনীয় ব্যায় বহন কর না। কিন্তু 'সম্মান
কর না' বলার মধ্যে ইতিত রয়েছে যে, ইয়াতীমদের প্রাপ্তি আদায় এবং তাদের ব্যাপ-
তার বহন করলেই তোমাদের ঘোষিত, আনবিক ও আজাত প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতঙ্গতা
সম্পর্কিত দারিদ্র পালিত হয়ে যাব না বরং তাদেরকে সম্মানণ করতে হবে; নিজেদের
সঙ্গানন্দের মুকোবিলায় তাদেরকে হের মনে করা যাবে না। কাফিয়দা যে দুনিয়ার সুখ-
ক্ষাত্তক্ষয়কে সম্মান এবং অভাব-অন্তরকে অগমান মনে করত, এটা বাহ্যত তারাই
জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অভাব-অন্তরের সহযুক্তি হলে
তা ও কানপে হয় যে, তোমরা ইয়াতীমের ন্যায় দয়াবোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্তি ও আদায়

কর না। তাদের বিতীয় মন্দ অভ্যাস হল। **وَلَا تَنْفَعُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِيْنِ**

অর্থাৎ তোমরা নিজেরা তো পরীক-বিস্কুটকে অসমান করাই না, পরত অপরকেও এ কথজে
উৎসাহিত কর না। অতেও ইতিত রয়েছে যে, ধনী ও বিজ্ঞানীদের উপর হেমন পরীক-
বিস্কুটের এক আছে, তেমনি আরা সামন করায় সামর্থ রাখে না; তাদের উপরও এক
আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

وَتَأْكُلُونَ أَكْلَاتَ أَكْلَاتٍ—অর্থাৎ
তোমরা হাতাম ও হাতাজ সবরকম শুয়ারিলী সম্পত্তি একত্র করে ধেয়ে ফেল এবং নিজের
অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নান্ত। সবরকম হাতাজ ও হাতাজ ধনসম্পদ এবং
কর্ম নাজামের কিন্তু এখানে বিশেষভাবে শুয়ারিলী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করাবু কানুণ সং
বত এই যে, শুয়ারিলী সম্পত্তির দিকে বেশী দৃষ্টিগত রাখা ও তার পেছনে জেগে থাকা ভীড়গতা
ও কমপুরহত্তাৰ জৰুৰ। এ অংশের মোক কৃতকোজী জনদের মতই তাৰিখে আকে, বলে
সম্পত্তিৰ মালিক মুকুতে এবং তারা সম্পত্তি তাপ-বাটোয়ারা কজা দেবার সুযোগ পাবে।
যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপর্যুক্তেই সংচল্প ধাকে এবং মৃতদের সম্পত্তিৰ প্রতি
লোকুপদৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে না।

وَتَحْبِيْنَ الْمَالَ حِلْهَا جِهَا ۚ—অর্থাৎ তোমরা ধন-সম্পদকে অভ্যধিক ভালবাস । অভ্যধিক বলার মধ্যে ইলিত হয়েছে যে, ধনসম্পদের ভাল-বাসা এক পর্যায়ে নিম্নীয়ে নয় বরং মানুষের অস্থগত ভাগিদ । তবে সৌম্য ছাড়িয়ে আওয়া এবং তাতে ঘেজ আওয়া নিম্নীয়ে । কাফিলদের এসব যদি অভ্যাস কর্মনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরিকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বলিত হয়েছে । এ প্রসঙ্গে প্রথমে বিষ্ণুমত জীবন্মনের কথা বলা হয়েছে ।

وَإِذَا دُكْتَ أَرْضُ دَكَّا دَى—এর শাস্তির অর্থ কোন বন্ধুকে আহত করে তেমে দেওয়া । এখানে কিয়ামতের জুরুম্বন বোঝানো হয়েছে যা পর্বতমালাকে তেমে দুর্বার করে দেবে । ۱۵۴—وَإِذَا دَى دَى دَى دَى دَى—আবার বলার ইলিত হয়েছে যে, কিয়ামতের জুরুম্বন একের পর এক অব্যাহত থাকবে ।

وَجَاهَ رِبِّكَ وَالْمَلَكَ مِثْلَ مِثْلِ—অর্থাৎ আপনার পাশনকর্তা ও কেরেশতাগণ সালিবজ্ঞভাবে হাতের অয়দানে আগমন করবেন । আলাহ্ তা'আলা কিয়ামতে আগমন করবেন, তা তিনি বাতীত কেউ জানে না । ۱۵۵—وَجِئْتَ يَوْمَ مَيْدَنَ بِعَزْفِنْ—অর্থাৎ সেদিন আহমামকে আসা হবে অর্থাৎ সোমনে উপরিত করা হবে । এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে আহমামকে হাতের অয়দানে আসা হবে, তা আর আরুণ আলাহ্ তা'আলাই জানেন । তবে বাহ্যিক বোঝা যাব যে, স্মৃত পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত আহমাম তখন সাউ করে করে উর্তৰে এবং সব সম্মুখ অঙ্গিমত হয়ে তাতে শামিল হবে যাবে । এভাবে আহমাম হাতের আঙ্গিনায় সবার সামনে এসে যাবে ।

تَذَكَّرْ يَوْمَ مَيْدَنَ يَتَذَكَّرْ لِأَنْسَانُ وَأَنِّي لَهُ الدِّكْرِي—এর অর্থ এখানে বুঝে আসা । অর্থাৎ কাফির মানুষ সেদিম বুঝতে পারবে যে, সুনিয়াতে তাঁর কি কয়া উচিত হিজ আর সে কি করবে । কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্কর্ষ হবে । কেননা পরকাল কর্ম-জগৎ নয়—প্রতিদান জগৎ । অতঃপর সে ۱۵۶—يَا لَهَتْنِي قَدْ مُتْ لِعْبَيَا تِي ۚ বলে আকাশকা-বক্ত বলবে যে, হার । আবি যদি সুনিয়াতে কিছু সংকর্ষ করতাম ! কিন্তু কুকুর ও শিরকের পাতি সামনে এসে আওয়াজ কর ও আকাশকার কোম লাভ কৰে । এখন আবার ও পাকড়াও-বের সময় । আলাহ্ তা'আলার পাকড়াওয়ের শক্ত কঠিন পাকড়াও কারণ হতে পারে না । অতঃপর মুমিনদের সাওয়াব ও জামাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে ।

نَفْسٌ مُطْمَئِنَةٌ كَمَا يُمَلِّئُهُ اللَّهُ بِمَا يَرِيدُ — يا أيتها النفس المطمئنة

(پ্‍�શાસ્ત આંશી) વળે સજોથન કરના હમેછે । અર્થાં સે આંશી, યે આજાહુસુ સમરણ ઓ આનુ-
પતોર આરો પ્રશાસ્ત જાડે કરે એવું તો ના કરણે અશાસ્તી ડોગ કરે । સાખના ઓ અખાવ-
સાઝેન માથાએ પદ્મબંધાબ ઓ હૈન્દુલાંડા દૂર કરેલે એહે ઉરુ અર્જન કરના શક । આજાહુસુ
આનુપત્તા, શિકિર ઓ સર્વીયત એકાપ વાચિન્દુ મજૂાર સાથે એકાકાર હમેય શક । સજોથન કરેલે
બજા હમેછે : —اَرْجِيْعُ الْيَوْمَ بَكَ —અર્થાં નિર્જીવ ગાંધેકર્તાની નિષે કિરજ શક ।

କିମ୍ବା ଶାତରୀ ବାକେଲୁର ଆଜା ବୋକା ଥାଏ ଥେ, ତାହା ପ୍ରଥମ ବାସନ୍ତାନ୍ତିର କାହେ ହିଲ । ସେଥାନେଇ କିମ୍ବା ବେଳେ ବଜା ହେବେ । ଏତେ ମେ ହାଦୀଶେର ସମ୍ରଥନ ରୁଷେହେ ଯାତେ ବଜା ହେବେହେ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧନଗଣେର ଆଜା ତାଦେର ଆୟତନାମ୍ବାସର ସମ୍ଭବ ଆକଳେ ଆରାଶେ ଛାଇତେ ଅବହିତ ଇଲିଜରୀନେ ଥାବବେ । ସମ୍ଭବ ଆଜାର ଆସନ ବାସନ୍ତାନ୍ତିର ସେଥାନେଇ । ସେଥାନେ ଥେବେ ଏଣେ ମାନବ ଦେହ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାନ୍ତି ହର ଏବେ ମାତାର ପର ସେଥାନେଇ କିମ୍ବା ଯାଇ ।

—رَأْفَهَةُ مِنْهُ—জর্জ এ আব্বা আলাহুর প্রতি তাঁর স্মিলিংগত ও আইনগত

বিধি-বিধানে সমৃষ্ট এবং আলাদ লালাও ভাস্তু প্রতি সমৃষ্ট । কেননা, বাস্তুর সমৃষ্টের পাশাপাশে যেকো শাস্ত যে, আলাদ ভাস্তু প্রতি সমৃষ্ট না হলে বাস্তু আলাদ ফরাসীজী সমৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেই পাও না । এখনি আলা প্রভুর মুকুরের মুকুরে সমৃষ্ট ও আনন্দিত হয় । হস্তান্ত উদাদ ইন্দ্রন জামেল (আ) বলিল এক শান্তিসে জ্ঞানাদ (আ) বলেন :

مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَ اللَّهَ لِقَائَةً وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهَ لِقَائَةً

অর্থাৎ বেশ বাস্তি আজাহ্ তা'আজার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আজাহ্ তা'আজার তার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। পছন্দের যে বাস্তি আজাহ্ তা'আজার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আজাহ্ তা'আজারও তার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। এই হাসীস করে হয়েরত আরেশা (রা) বলেন : আজাহ্ তা'আজার সাথে সাক্ষাত তো মৃত্যুর মাধ্যমেই হচ্ছে পারে। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অথবা কর্মাণ পছন্দবীর নহ। রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আসল-ব্যাপার তা নহ। প্রকৃতপক্ষে মু'মিন বাস্তিকে মৃত্যুর সময় ক্ষেত্রেণ্টদের আধায়ে আজাহ্ তা'আজার সন্ত্বিষ্ট ও জাগ্রাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যা করে মৃত্যু তার কাছে জাতিধিক খুর বিশ্বর হয়ে থার। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় কাহিকেরের সামনে আঘাব ও শাস্তি উপর্যুক্ত কর্ত্তা হয়। কলে তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন ও অপছন্দনীয় কোন বিশ্বর মনে হয় না।—(মাঝারী) সারকথা বর্তয়ানে বেশ মানুষমাত্রই মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তা ধর্তৃতা নয় বরং আজ্ঞা নির্গত হওয়ার সময়ে বেশ বাস্তি মৃত্যুতে এবং আজাহ্ তা'আজার সাথে সাক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকে, আজাহ্ তা'আজারও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي—প্রশান্ত আল্লাকে সজ্ঞাধন করে যাবে হবে, আমার

বিশেষ বাসদাদের কান্তারভূত হয়ে যাও এবং আমার জাগ্রাতে প্রবেশ করে। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাগ্রাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সহ বাসদাদের অস্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্জরণী। তাদের সাথেই জাগ্রাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গে ও সৎসর্গ অবলম্বন করে, তারা ষে তাদের সাথে জাগ্রাতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ) দোয়া প্রস্তুত

وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْمَالَعِينَ এবং ইউসুফ

(আ) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন : **وَأَنْتَقِنِي بِالصَّالِحِينَ** এতে বোধা দেখ, সৎসর্গ একটি সহানিয়ামত, কা পরামর্শগত উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَأَدْخِلِي جَنَّتِي—এতে আল্লাহ তা'আলা জাগ্রাতের প্রতি সজ্ঞান প্রদর্শনার্থ

'আমার জাগ্রাত' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাগ্রাত কেবল চিরতন সুখ-শান্তির অভিযানস্থলেই নয় বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহর স্বতন্ত্রে ছান।

আলোচ্য আল্লাতুস্মৃহে বিশিষ্ট ঝুঁঘিনগপকে আল্লাহ তা'আলার সজ্ঞানসূচক ও সংবোধন করছে হবে, তে সম্পর্কে কোন ক্ষেত্রে তৎসীরকার বলেন, কিম্বামতে হিসাব-বিকাশের পর এ সজ্ঞাধন হবে। আলাতসম্মূহের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনায় দ্বারাও এগুলি সম্ভব হবে। কারুণ, পুরোজিষ্ঠিত ক্ষাফিয়দের আয়াব ক্ষিয়ামতের পক্ষেই হবে। এ থেকে বোধা যাচ্ছে যে, ঝুঁঘিনদের প্রতি এ সজ্ঞাধনেও তথনই হবে। কেউ কেউ বলেন : এ সজ্ঞাধন মৃত্যুর সময় দুনিয়াতেই হবে। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষাৎ দেখ। তাই ঈবনে কাসীর বলেছেন : উভয় সময়েই ঝুঁঘিনদের আল্লাকে এই সজ্ঞাধন করা হবে—যাত্তার সময়েও এবং কিম্বামতেও।

হেসব হাদীস থেকে মৃত্যুর সময় সজ্ঞাধন হবে বলে জানা যায়; তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পুরোজিষ্ঠিত পুরুষের ঈবনে সামোত (রু)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবু হুরায়ের (রা) থেকে বলেন আহমদ, নাসাঈ ও ঈবনে মাজাহ বিশিষ্ট আল্ল, যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যখন মু'আমের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ক্ষেত্ৰে সামা রেশমী বৃক্ষ সামনে ঝোপে তার আল্লাকে সজ্ঞাধন করে।

أَنْجِي رَافِعٍ مِنْ رَفِيعٍ—অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাথ তৈর্যীর প্রতি সন্তুষ্ট—এয়তাবছার তুমি এ দেহ থেকে বের হয়ে আস। এই বের হওয়া হবে আল্লাহর রহমত এবং আলাতের চিরতন সুখের দিকে। হযরত ঈবনে আব্বাস (রা) বলেন : আমি একদিন রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে **بِإِيمَانِ النُّفُسِ** আলাতশানি

পাঠ করলাম। হয়েরত আবু বকর (রা) যজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : ইহো রসূলুল্লাহ ! এটা কি তমৎকার সমোধন ও সম্মান প্রদর্শন ! রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আমে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সমোধন করবে।—(ইবনে কাসীর)

করেকষ্টি আশ্চর্জনক ঘটনা : হয়েরত সাহীদ ইবনে জুবাইর (রা) বললেন : তারেফ মগরে হয়েরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ইতিকাল হয়। জানায় প্রস্তুত হওয়ার পর দেখানে একটি পাথী এসে উপস্থিত হল শারী অনুরূপ সারী কথমও দেখা যায়নি। অতঃপর পাথীটি শবাধারে ঝুকে পড়ল। এরপর কেউ তাকে বের হতে দেখেনি। অতঃপর মৃতদেহ করে

নাবানোর সময় করেরের এক গাল থেকে একটি অসুস্থ কণ্ঠ

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ

—আরাতখানি পাঠ করল। সবাই তালাশ করল কিন্তু কে পাঠ করল, তার কেন হাদিস পাওয়া সেজ না।—(ইবনে কাসীর)

ইয়াম হাফেজ তিবতানী ‘কিন্তু আজাজের’ পাইছে কাঞ্জান ইবনে রুয়াইনের, একটি ঘটনা উভ্যত করেছেন। কাঞ্জান ইবনে রুয়াইন বললেন : একবার রোমদেশে আবরা বদ্দী হয়ে গোপনীয়কারী কাদশাহের সামনে নীত হলাম। এই বাতিল ব্যাদশ্য আবাদের উপর তার ধর্ম অবলম্বন করার জন্য জোর-অবরুদ্ধি চালাল। সে বলল : যে কেউ আবার ধর্ম অবলম্বন করতে অবীজগ্ন করবে, তার গৰ্দান কাড়িয়ে দেওয়া হবে। আবাদের আধে তিন বাতি প্রাণের ত্বর্য ধর্মজাগ্রী হয়ে বাদশাহের ধর্ম অবলম্বন করল। ততুর্ধ ব্যাকি বাদশাহের সামনে নীত হল : সে তার ধর্ম অবলম্বন করতে অবীজগ্ন করল। সেমতে তার গৰ্দান কাড়ি মন্তকটি নিকটবর্তী একটি নহরে নিকেপ করা হল। তখন মন্তকটি পানির গভীরে টোলে গেল হটে কিন্তু পরকালেই পানির উপরে ঝেসে উঠল এবং তাদের দিকে ঢেরে প্রতেকের নাম নিয়ে

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ أَرْجِعِي إِلَى

এরপর
রَبِّ رَأْسِيَّةٍ مُرْضِيَّةٍ نَادِ خُلِيٌّ فِي عِبَادِيِّ وَدْخُلِيِّ جَنْتِيِّ
মন্তকটি আবার পানিতে ফুলে গেল।

উপস্থিত সবাই এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখল ও শুনল। সেখানকার খৃষ্টানরা এ ঘটনা দেখে আবার সবাই সুসম্মান হয়ে গেল। কলে বাদশাহের সিংহাসন কেপে উঠল। ধর্মজাগ্রী তিন বাতি আবার মুগলমান হয়ে গেল। অতঃপর ধর্মজাগ্রী আবু কাফর মনসুর আবাদেরকে ব্যাদশ্য করল থেকে সুক করে আনেন।—(ইবনে কাসীর)

سورة البهد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বাবুল আলাই : ২০ আজ্ঞাত।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِعَذَابِ الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حَلٌّ بِعِذَابِ الْبَلَدِ ۝ وَالْبَلَدُ مَا وَلَدَ ۝
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِيرٍ ۝ أَيْحَسَبَ أَنْ لَنْ يَقْتَدِرَ عَلَيْهِ أَهْدَى ۝
 يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَلْبَلَدَ ۝ أَيْحَسَبَ أَنْ لَمْ يَرَكَ أَهْدَى ۝ إِنَّمَا نَجْعَلُ لَهُ
 عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَذِينَ هُمُ الْمُهْتَدَىُونَ ۝ فَلَا اقْتَنَعُ
 بِالْعَقْبَةِ ۝ وَمَا أَذْرِكَ مَا الْعَقْبَةُ ۝ فَكُلْ رَقْبَتَهُ ۝ أَوْ لِطْعَمٍ فِي يَوْمِ
 ذِي مُسْبَغَتِهِ ۝ يَتَبَيَّنُ ذَا مَقْرِبَتِهِ ۝ أَوْ مُسْكِنَذَا مَتْرِبَتِهِ ۝ ثُمَّ كَانَ
 مِنَ الظَّاهِرِينَ أَمْنَى ۝ وَتَوَاصَوْا بِالضَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْجَعَتِ ۝ أُولَئِكَ
 أَصْحَابُ الْمَيْمَنَتِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِنَا هُمُ أَصْحَابُ الْمَشْمَتَتِ ۝
 عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ۝

গৱেষণা করুন ও অধীক্ষ সহিত আজ্ঞাত মনে রাখ

- (১) আমি এই মসজীদে শপথ করি (২) এবং এই মসজীদে আগন্তর উপর বোন
প্রতিক্রিয়া দেই। (৩) ধর্ম অন্ধকার ও আ জন্ম দেই, (৪) নিষ্ঠার আমি যান্তকে
প্রয়-নির্ভরশৈলে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি গবে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবাল
হবে না? (৬) সে কলে ? আমি আচুম ধনসম্পদ শায় করেছি। (৭) সে কি গবে করে
যে, তাকে কেউ দেখেনি ? (৮) আমি কি তাকে দেখিনি চক্ষুর, (৯) জিহশ ও উল্টুভূজ ?
(১০) ব্যতীত আমি তাকে দুষ্ট পথ গ্রহণ করেছি। (১১) অতঃপর সে ধর্মের ঘোষিত
শব্দে করেনি। (১২) আগন্তি আনন্দ, সে ধীরি কি ? (১৩) তা হলে সাময়িকি

(১৪) অথবা সুতিকের দিনে আদান (১৫) এটীর আর্থিকে (১৬) অথবা খুলি-খুলিরিত খিলকীনকে (১৭) অঙ্গের তাসের অভ্যর্ত্ব হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরম্পরাকে উপর্যুক্ত দের সবরের ও উপর্যুক্ত দের দলার। (১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী। (১৯) আর শারী কার্যার কারাতসম্মূহ অধীকার করে তারাই হতকাগ। (২০) তারা অরিপরিবর্ণিত অবস্থার বল্পী ধারণবে।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এই (মত্তা) নগরীর শপথ করি এবং [শপথের অওয়াব বলার পূর্বে রসুলুল্লাহ (সা)-র জন্য একটি সুসংবাদ দোষণা করা হয়েছে যে] আগন্তুর জন্য এ নগরীতে সুজ্ঞবিশ্বাস জারোয়ে হবে। (সেমতে মত্তা বিশ্বের দিন তাঁর জন্য সুজ্ঞ হাজার করে দেওয়া হয়েছিল। হেরোমের বিধানাবলী অপ্রযোজ্য করে দেওয়া হয়েছিল)। শপথ জনকেন্দ্র এবং যা কৃত দের তার। [সহজ সভানের পিতা আদম (আ)। অতএব এড়াবে আদম ও বনী-আদম সবারই শপথ হয়ে গেল। অতঃপর শপথের অওয়াব বলা হয়েছে] আমি মানুষকে দ্রুব প্রমনির্জন, বন্দে স্থিতি করেছি। (সেমতে মানুষ সারা জীবন অসুখে-বিসুখে, বল্টে ও চিন্তাবনার অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে। এর ফলে তার মধ্যে অসুস্থিরতা ও অপারক ফসডাব ঘোষণা উচিত হিল। সে নিজেকে বিদ্য-বিদ্যির বেতাজালে আবক্ষ মনে করত এবং আরাহুর আদেশের অনুসরী হত]। কিন্তু কাফির মানব সম্পূর্ণ প্রাণিতে পতে রয়েছে। (অতএব) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (অর্থাৎ সে কি নিজেকে আরাহুর কুসরতের বাইরে মনে করেই প্রেমন প্রাণিতে পতে রয়েছে?) সে বলে: আমি প্রচুর ধনসম্পদ বাস্ত করেছি। (অর্থাৎ একে তো স্পৰ্শ কোরার, তার উপর রসুজের শুভ্রা ও ইসজাহের বিরোধিতার অন্তর্মান কারণে করাবে পর্যবেক্ষণ করে। এরপর প্রচুর ধনসম্পদের বাস্ত মিথ্যাপূর্ণ হলে)। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ রেখেনি? [অর্থাৎ আরাহুর অবশ্যই দেখছেন এবং তিনি আনন্দ হে, পাশ কাজে ব্যয় করেছে। সুজ্ঞবাঃ এজন্ম প্রাণি-দেবৈন। এছাড়া পরিমাণক দেখেছেন যে, প্রচুর নয়। এটা হেকোন কাফিরের অবস্থা। তখন রসুলুল্লাহ (সা)-র শুভ্রা তাই বজাত এবং করত। মোট কথা, কাফির মাঝি দুঃখ কল্পিত রাবা প্রচারান্বিত হয়েন এবং অনুভাব ও নির্যাতের ধারাও হয়েন, যা অতঃপর বণিত হয়েছে]। আমি কি তাকে চুক্ষবয়, জিহ্বা ও শুরুতকর দেইনি? অতঃপর তাকে কুরা ও মন্দ দৃষ্টি পথেই বলে দিবেছি যাতে ক্ষতি-কর পথ থেকে বেঁচে থাকে এবং জাতের পথে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতেও আরাহুর বিধানাবলীর অনুসরী হওয়ার উচিত হিল কিন্তু সেই ধর্মের ঘোষিত প্রক্রিয়া করেনি। (ধর্মের কাজ কল্পিতাম্বিধানকে ঘোষ করে হয়েছে)। আগনি কি আমেস, সে ঘোষ কি? তা হচ্ছে মাস্তুলি-ক্ষতি-করণ করার সুতিকের দিনে আদান, কোম আর্থিক এটীকে অথবা কোম খুলি-খুলিরিত খিলকীনকে। (অর্থাৎ আরাহুর ধর্ম-বিধান মেলে তাঁর উচিত হিল)। অতঃপর (অর্থাৎ পুরোহিত পদের অভ্যর্ত্ব হওয়া উচিত হিল) যারা ঈরান জানে এবং পরম্পরাকে উপর্যুক্ত-সন্তু-দের এবং (উপর্যুক্ত দের) দয়ার। (অর্থাৎ ক্ষুভ না করার। ঈরান সবার অস্ত, এরপর

সবারের উপর্যুক্ত উত্তম, অর্পণ কৃতুম থেকে বৈচিত্র ধর্মীয় উত্তম, এরপর আসে হেক ফিল্ম পর্যবেক্ষণ বিবরণিয় স্তর। অতএব, **অকরাউতি** এখানে অর্থাদের উক্তভাৱে বোকাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, খর্চের যাবতীয় মূলনীতি ও শাশ্বতুলো মেনে চলা উচিত হিল। অতএব মুমিনদের প্রতিদানের বিষয় বিলিত হয়েছে। তারাই তান-দিক্ষণ মোক। (এর তৎসীর সুরা ও সাক্ষিকীয় বণিত হয়েছে। এখানেও এ শব্দে সর্বজ্ঞের মুমিনই অভর্তুজ।) আর বাবা আবাব আগাতসমূহ অর্হীকার করে (অর্হাং শাশ্বতুলো দুরের কথা মূলনীতিই যানে না)। তারাই বায়পার্স্ব মোক। তারা অগ্রিমেরিবেশ্টিত অবস্থায় বস্তী থাকবে। (অর্হাং আহাতামীদেরকে জাহাঙ্গামে ভণি করে দরজা বজ করে দেওয়া হবে। কলে চিমুকাজ সেখানে ধোকবৈ এবং বের হলে পারবে না।)

আনুবাদিক ভাষ্টব্য বিষয়

شَسْمُ بَهْدَ الْبَلَدِ — এখানে **অকরাউত অতিলিত** এবং আরবী বাকগুজতিতে এর **অতিলিত ব্যবহার সুবিদিত**। অধিক বিষয়ক উত্তি এই যে: প্রতিপক্ষের ভাষ্ট ধারণা প্রত্যন কল্পনার জন্য এই **প্রথম বাকের উক্ততে ব্যবহৃত হয়।** উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয় বরং আমি শপথ সংকরে শা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। **بِلَلِ** (নগরী) বলে এখানে যেকোন নগরীকে বোকানো হয়েছে। সুরা বীনেও এমনিজ্ঞাবে অর্থ নথরীয় শপথ করা হয়েছে, এবং তৎসমে ফেল্মের বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম মন্তব্যের শপথ কী কথা জাপন করে যে, অনাবল নগরীর ভূজনীয় এটা অকরাউত ও সেকো'নগরী। হয়েগুল আবসুলাহ ইবনে আ'নী থেকে বৰ্ণিত আছে যে, ফসুলাহ (সা') হিজেজভের সময় যেকোন নগরীকে সমৰ্পণ করে বলেছিলেন। আবাহ্ৰ কসৰ, তুবি সৌতা তৃতুলত আবাহ্ৰ কাছে অধিক প্রিয়। আধিক যদি এখান থেকে বের হলে বাধা করা না হল, তবে আধি তোমাকে পরিষ্কার কৰিতাম না।—(**যাবহারী**)

أَحْلَوْلُ بَهْدَ الْبَلَدِ — একে ভীতি অর্থ হলে পারে—এক ভীতি প্রেক্ষেক উত্তুত। অর্থ কেবল কিম্বতু অকরান নেওয়া, ধারণ ও স্মৃতিপূর্ণ কৃত্য। আত্মে, ল-ব-ওর্দের বৰ্ণহৰে অবগুমকারী, বস্তুসকারী। আবাহ্রের অর্হীক এই যে, অকান নগরী বিষয়ে সম্মতিত ও পৰিষ, পরিষেবত আগবংশিত ও নগরীতে বসবাস করেন। কলে বসবাসীর প্রেক্ষেক দরকানও বাসহানের প্রেক্ষেক হবে যার। কলেই আগবান বসবাসের কারণে এই নগরীর যাহাত্ত্ব ও সম্মান বিভগ হবে পেছে। দুই এটা থেকে উত্তুত। অর্থ হাজার হওয়া। এইদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আগবানকে যেকোন কান্দিরুরা হাজার মনে করে থেকে

এবং আপনাকে হত্যা করার চিকিরে রয়েছে অথচ তারা নিজেরাও যজ্ঞ মগনীতে কোন শিকাইকেই হাতীল মনে করে না। এইভাবস্থায় তাদের জুনুম ও অবাধ্যতা কতটুকু রয়ে, তারা আরাহত মস্তুরে হত্যাকে হাতীল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্য যজ্ঞীর হেয়েয়ে কাঙ্ক্ষিতদের বিরুদ্ধে শুধু করা হাতীল করে দেওয়া হবে। বন্ধু যজ্ঞ বিজ্ঞানের সময় একদিনের জন্য তাই করা হয়েছিল। তৎক্ষণীরের সাথে-সংকল্পে এ অর্থে অবগতনেই ডক্সীর করা হয়েছে। যায়হাতীলে সন্তান্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

—وَالْدُّمَاءُ لِلَّهِ—এখানে ৫১। বলে যানব পিতা হয়রত আদম (আ) আর দাম বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হয়রত আদম ও মুনিমার আদি ইথেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে ৫। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে :

—لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَانٌ فِي كُلِّ
—لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَانٌ فِي كُلِّ—এবং শান্তিক অর্থ অর্থ ও কল্প। অর্থাৎ

মানুষ শৃঙ্খিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কল্পের মধ্যে থাকে। হয়রত ইর্বনে আক্রাস (আ) বলেন : মানুষ গর্ভাশয়ে আবক্ষ থাকে, জন্মায়ে শ্রম ও কল্প কীর্তার করে, প্রেরণের আসে জননীর দুগ্ধ পান করার তা ছাড়ানোর প্রথ। অতঃপর জীবিকা ও জীবনেশ্বরকরণ সংশ্লিষ্টের কল্প, বার্ধক্যের কল্প, শৃঙ্খু, কবর ও হার্মের উবং তাতে আরাহত সামনে জ্বাবদিহি, প্রতিদান ও শান্তি—অসমুদয় প্রমেয়ের পর্যায়, বা মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। ঐ অর্থ ও কল্প শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জনোয়াদিও প্রাপ্তি শরীর করেছে। কিন্তু এখানে মানবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, শ্রমাত মীনুর সব জীব-জনোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপরাক্ষিত অধিকারী। পরিস্থিতিক কল্প চেতনাত্ত্বে ক্ষয়-বেশী হয়ে থাকে। বিভীষিত সর্ববেশ ও লৰ্বয়হ প্রয় হচ্ছে হাশিমুর মাস্তে সুন্নতজীবিত হয়ে আরা জীবনের কাজকর্ত্তার হিসাব দেওয়া। এটা অন্য জীব-জনোয়াদের ক্ষেত্রে নেই।

কোন কোন আলিম বলেন : মানুষের ন্যায় অন্য কোন শৃঙ্খজীব কল্প সহ্য করে না অশুধ সে শরীর ও দেহাবস্থে অধিকারণ জীবের তুরন্তায় দুর্বল। কিন্তু মানুষের মাত্তিক-শক্তি অতিৰিক্ত বেশী। কৃকারণেই বিশেষভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যজ্ঞ মুক্তারয়া, আদম ও বনী-আদমের শপথ করে আরাহত তা'আলা এ সত্তাটি বেশনা করেছেন যে, আপি মানুষকে কল্প ও প্রয়মিত্তর্জনীভূতে দেই শৃঙ্খি করেছি। এটা এ বিশেষের জ্যাম যে, মানুষ আপনাজাপনি শৃঙ্খিত হয়নি অথবা অন্য কৈশন মানুষ তাকে অন্ত দেখনি বয়ং তারি শৃঙ্খিকর্তা এক সর্বশক্তিমান, যিনি প্রত্যেক শৃঙ্খজীবকে হিসেবে বিশেষ জীবিত ও বিশেষ ত্রিপোক্তির মোগাণা দিয়ে শৃঙ্খি করেছেন। মানব-শৃঙ্খিতে যদি আলবের কোন প্রজাতি থাকত, তবে সে নিজের জন্য কথমও এরাগ প্রয় ও কল্প পালন করাত না।—(কুরআন)

কল্প জীকারণের জন্য মানবের প্রস্তুত ধারা উত্তিত ; এ শপথ তা'র জওয়াবে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুনিমাতে অন্যান্য সুবৃহি কামনা কর এবং কোন কল্পে

সম্মুখীন হতে চাও না, তোমাদের এই ক্ষয়না একটি সুঃখ, যা কোনদিন ব্যক্তির রূপ লাভ করবে না। তাই দুরিকাতে প্রত্যেকের সুঃখ-কল্পন সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। অতএব যখন শ্রম ও কল্প করতেই হবে, তখন বুঝিয়ানের কাজ হচ্ছে, এখন বিষয়ে কল্প করা, যা চিরকাল কাজে লাগবে এবং চিরকালী সুখের নিশ্চয়তা দেবে। বলো বাহুলা, এটা কেবল ঈমান ও আজ্ঞাহীন আনন্দভোগ যাবেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর প্রকালে অবিশাসী যানুবোর ক্ষতিপূর্ণ মূর্খতাপূর্ণ অভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে : **أَنْ لِمْ بِرَةً أَحَدٌ يَحْسَبُ** — অর্থাৎ এই বোকা কি যন্তে করে যে, তার মুকর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার মল্টা সবকিছুই দেখছেন।

لَمْ نَجِدْ لَكَ عِنْدَنَ وَلَمْ يَأْتِ —
চুক্তি ও বিহুর সুষ্ঠির করেকষি করা :
نَجِدْ دِيَنْ وَشَفَقَتْنِي وَلَدِيَّا وَالْنَّجِدَيْنِ— এর বিবচন। এর শাস্তি অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোকানো হয়েছে। এ গথ সুষ্ঠির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাক্ষণ্যের পথ এবং অপরাতি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধৰংসের পথ।

পূর্ববর্তী আয়তে যানুবোর সতর্ক করা হয়েছিল যে, সে যন্তে করে যে, তার উপর আজ্ঞাহ-তা'আজ্ঞারও কোন ক্ষমতা নেই। এবং তার মুকর্মসমূহ কেউ দেখে না। আমোচ্য আয়তে এখন ক্ষতিপূর্ণ নিয়ামকের কথা বিষ্ণু হয়েছে, বেগমোর করিসপ্রি নৈপুণ্য ও রহস্য সম্পর্ক চিঙ্গা করাজে আজ্ঞাহ-তা'আজ্ঞার আভূজনীয় হিক্কাত ও কুসরাত এবং যাখোই নিরীক্ষণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমে চৰুবারের উক্তের করা হয়েছে। তোধৰে নাজুক বিরা-উপশিক্ষা, তার অবস্থান, ও আকার সব যিন্মে এটা শুনই নাজুক আজ। এর হিক্কাতের বাবুরা এর স্কিল্জ-গৱিন্ধির মধ্যেই করা হয়েছে। এর উপরে এখন পর্যাপ্ত রাখা হয়েছে, যা অর্থক্ষিয় প্রেশিনের মত কোন ক্ষতিকর বন্ধ সামনে আসতে দেখাজৈ আগন্তুরাগনি বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্যাপ্ত উপরে খুজাবালি প্রতিক্রোধ করার জন্য প্রয়োজন করা হয়েছে। যাখোর দিক থেকে পতিত বন্ধ যাতে সরাসরি ঢাঁকে পড়তে না পাবে, সেজন্ম কর দুল রাখা হয়েছে। মুখমণ্ডলের মধ্যে চৰুকে এখনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, উপরে আর শক্ত হাত এবং নিচে পতনদলের শক্ত হাত রয়েছে। কলে যানুবোর দিকে কোথাও উপুত হয়ে পড়ে যাব কিংবা মুখমণ্ডলে কোন কিছু পড়ে, তবে উপর নিচের শক্ত অবিদ্যয় চৰুকে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে।

বিভীষণ নিয়ামক হচ্ছে জিহ্ম। এর কাহিপত্রিত নিয়মসমূহ কর্তৃতীয় মেলিনের যাখোর যন্তের তা'ব কাজু করা যায়। এর মিলমুক্ত কৰ্মপক্ষতি কর্ত্তা করন— মনের ধার্যে কোন একটি বিজ্ঞান ট্রাফি দিল, মতিক সে সম্পর্কে চিঙ্গা-তা'বন্ম করল এবং এর জন্ম তাহা প্রেরণী করলো। অতঃপর সে তাহা জিহ্মের মেলিন দিয়ে বের হতে আসলো। এই দীর্ঘ-কাজটি অতি প্রত্যঙ্গিত-সম্পত্তি হয়। কলে চৰুতা অনুকৰণ করতে পারে না যে, কতগুলো মেলিনারী কুর্মরত হওয়ার পর এই তাবানোর জিহ্মের এসেছে। জিহ্মের কাজে ওল্ট দুব সহায়ক বিধায় এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ওল্টই জাওয়ায় ও,

অক্ষরকে অত্তর রাগ দান করে। আরও একটি কারণ, সংক্ষিপ্ত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিহশকে একটি প্রচলিত কর্মসম্পদেরকারী যোগিন করেছেন। ফলে অর্থ যিনিটির মধ্যে তার আরা এমন কথা বলা আর যা, তাকে জাহাজায থেকে বের করে আরাতে পৌছিবে দেয়। যেখন, বিগত অন্যায় কর্ম করা। এই জিহশ আরাই ততটুকু সহয়ে এমন কথাও বলা যায়, যা তাকে জাহাজায়ে পৌছে দেয়। যেখন, কৃষ্ণের কর্মে। অথবা দুনিয়াতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও তার শরূতে পরিপন্থ করে দেয়। যেমন, গালিগালাজ ইভাদি। জিহশের উপকারিতা যেমন অসংখ্য, তেমনি এর ধৰ্মসকারিতাও অগণিত। এটা যেন এক তরবারি, যা শরূর গর্দানও উড়াতে পারে এবং অরুং তার গজাও বিছিন্ন করতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ তরবারিকে উচ্চতরয়ের চান্দর আরা আহত করে দিয়েছেন। এ ছবে উচ্চতরয়ের উরেখ করার মধ্যে এরাগ ইস্তিত থাকতে পারে যে, যে প্রতি মানুষকে জিহশ দিয়েছেন, তিনি তা বজ রাখার জন্য উচ্চতও দিয়েছেন। তাই একে বুঝে সুবে ব্যবহার করতে হবে এবং অসমে একে উচ্চত-বরের কোষ থেকে বের করা যাবে না। ভূতীয় নিয়ামত পথপ্রদর্শন করা দুর্বলম। আল্লাহ্ তা'আলা তাজ ও যদের পরিচয়ের জন্য মানুষের মধ্যে এক প্রকার বোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। যেখন এক আরাতে আহে^{لِلْعَذْلِ وَالْمُحْسِنِينَ} ফুরু^{فَلَمَّا} মানুষের নকসের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পাপাচার ও সদাচারের উপকরণ রেখে দিয়েছেন। এভাবে একটি প্রাথমিক পথ প্রদর্শন মানুষ তার বিবেকের কাছ থেকেই পায়। অতঃপর এর সমর্থনে পয়-গফরণগণ ও ঐশী কিতাব আগমন করে। সারকথা এই যে, গাফিল ও অবিশ্বাসী মানুষ বাদি তার নিজের অঙ্গের করেক্তি দেসীগামান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-তাৎপর্য করে, তবে সে আল্লাহ্ কুদরত ও হিকমত চাকুর দেখতে পাবে। চাথে দেখ, মুখে দ্বীকার কর এবং পথ দুঁটির মধ্য থেকে যঙ্গজনক পথ অবজ্ঞন কর।

অতঃপর আবার গাফিল মানুষকে হিলিয়ার করে বলা হয়েছে—এসব উজ্জ্বল প্রয়াগ আরা আল্লাহ্ কুদরত, কিন্তুয়তে পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশের বিশিষ্ট বিহাস হওয়া উচিত হিল এবং এ বিবাসের ফলেই সৃষ্টিজীবের উপকার করা, তাদের অবিষ্ট থেকে আল্লাহকা করা, আল্লাহ্ প্রতি বিহাস স্থাপন করা, নিজের সংশোধন করা এবং অপরের সংশোধনের চিন্তা করা দয়বার হিল, যাতে কিন্তু আল্লাহমতে সে 'আসহাবে-ইয়ামান' তথা জাহাতীদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু হত্তাগা মানুষ তা করেনি বরং কুরুক্তে আঁকড়ে রয়েছে, আর পরিখাম জাহাজায়ের আঙুন। সুরার শেষ অবধি এ বিবয়বশ বধিত হয়েছে। এতে কঠিপর্য সৎ কর্ম অবজ্ঞন না করার বিষয়কে বিশেষ উল্লিঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَلَا إِنْتَمْ عَنِ الْعَقْبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ فَكَرْبَلَةُ

পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর থানকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা আঠিকে। শরূর আক্রমণ থেকে রক্ত পাওয়ার কাজে এ যাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে

আরোহণ করে আস্তরকা করা হার অধিবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া হার। এছলে আলাহুর ইবাদতকে একটি মাটি রাপে বাস্তু করা হয়েছে। মাটি যেমন শহুর কবজ্জ থেকে করা পাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আবাব থেকে মানুষকে করা করে। এসব সৎ কর্মের মধ্যে প্রথমে **فَكِ وَ قِ** অর্থাৎ দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা শুরু বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামাঙ্কল। ধিতীয় সৎ কর্ম হচ্ছে কৃধার্তকে অবদান। যে কাউকে অবদান করা সওয়াবমুক্ত ময় কিন্তু কোন বিশেষ প্রেমীর জোককে অর দান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে :

يَتُوْمًا ذَا مَقْرَبَةِ أَوْ مِسْكِنَهَا مَتَّعَةٌ —অর্থাৎ বিশেষজ্ঞে অদি আভায়

ইয়াতীমকে অবদান করা হয়, তাবে তাতে ধিশুণ সওয়াব হয়। এক কৃধার্তের কৃধা দূর করার সওয়াব এবং মুই। আভায়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। **فِي يَوْمِ ذِي مَصْبَغَةِ** —অর্থাৎ বিশেষজ্ঞে কৃধার দিনে তাকে অর দান করা অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে যাব। এমনিভাবে ধূলায় মুণ্ঠিত যিসকীন অর্থাৎ নিরতিশয় নিঃস্ব বাতিলকে অবদান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এরপ বাতিল হত বেশী অভাবী হবে, অবদানের সওয়াবও তুতই হুকি পাবে।

لِمَ كَانَ مِنَ الظِّلِّينَ

أَمْنُوا وَ تَوَاصُوا بِالصَّبَرِ وَ تَوَاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ —এ আবাতে ঈমানের পর মুহিমের এই কর্তব্য বাস্তু করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ডাইকে সবর ও অনুকল্পার উপদেশ দেবে। স্বরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা। **مَرْحَمَة**—এর অর্থ অপরের প্রতি দয়াপূর্ণ হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দীনের প্রায় সব নির্দেশই অঙ্গুর্ত রয়েছে।

سورة الشمس

সূরা শাম্স

মঙ্গল অবগৌর : ১৫ আগস্ট !!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**وَالشَّمْسِ وَضُحْنَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيلِ
إِذَا يَغْشِيَهَا ۝ وَالثَّمَاءُ وَمَا بَنَهَا ۝ وَالْأَرْضُ وَمَا كَطَحَهَا ۝ وَنَفَسٍ
وَمَا سُوِّهَا ۝ فَاللَّهُمَّ فُجُورُهَا وَتَقْوِيَهَا ۝ قَدْ أَفْلَمَ مَنْ زَكَّهَا ۝ وَقُدْ
خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝ كَذَبَتْ ثُمُودٌ بِطَغْوَاهَا ۝ إِذَا اتَّبَعَتْ أَشْقَهَا ۝
فَقَاتَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةٌ اللَّهُ وَمُسْقِيَهَا ۝ كَذَبَوْهُ فَعَقَرُوهَا ۝
فَقَدْ مَدَرَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسُوِّيَهَا ۝ وَلَا يَعْفَفُ عَنْهَا ۝**

গুরু করুণাময় ও অসীম দয়ালু আজ্ঞাহীন মায়ে গুরু

- (১) শপথ সুর্যের ও তার কিলাপের, (২) শপথ চোলের ঘৰন তা সুর্যের গশ্চাতে আসে,
- (৩) শপথ দিবসের ঘৰন সে সুর্যকে প্রদরভাবে প্রকাশ করে, (৪) শপথ রাত্রির ঘৰন সে
- সে সুর্যকে জাহানিত করে, (৫) শপথ আকাশের এবং ঘিনি তা নির্মাণ করেছেন, তার,
- (৬) শপথ পৃষ্ঠাবীর এবং ঘিনি তা বিজৃত করেছেন, তার, (৭) শপথ প্রাপের এবং ঘিনি তা
- সুবিন্যাত করেছেন, তার, (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্য ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান
- করেছেন, (৯) যে নিজেকে উচ্চ করে, সেই সকলকাম হয়। (১০) এবং যে নিজেকে
- অক্ষুণ্ণ করে, সে ব্যর্থ অনোরুদ্ধ হয়। (১১) সামুদ সম্মুদায় অবাধ্যাতাবল্পত যিখ্যারোপ
- করেছিল (১২) বহুন তাদের সর্বাধিক হতকাল বাস্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃ-
- পর আজ্ঞাহীন রসূল তাদেরকে বলেছিলেন : আজ্ঞাহীন উন্মুক্তি ও তাকে পানি পান করানোর
- ব্যাপারে সতর্ক থাক। (১৪) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি যিখ্যারোপ করেছিল এবং উন্মুক্তির
- পা কর্তন করেছিল। তাদের গাপের কারণে তাদের পাশনকর্তা তাদের উপর ধৰ্মস নাহিল
- করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আজ্ঞাহীন তাঁজামা এই ধর্মসের কোন বিরূপ পরিপন্থির
- আঙ্কুর করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সুর্বের ও তার কিরণের, শপথ চম্পের যখন তা সুর্বের (অস্ত যাওয়ার) পেছনে আসে (অর্থাৎ উদিত হয়)। এখানে মধ্য-মাসের করেক রাত্তির ঠাম বোঝানো হয়েছে। এ সময়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর চম্প উদিত হয়। একব্যাপে যোগ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা পরিপূর্ণ নৃনূরের সময়, যেমন ^{১৫৩} পুনে সুর্বের পরিপূর্ণ নৃনূরের দিকে ইসিত করা হয়েছে। অথবা এ সময় কুদরতের দুষ্টি নির্দশন সূর্যাস্ত ও চতুর্দশ মিলিতভাবে একের পর এক প্রকাশ পায়)। শপথ দিবসের যখন সে সূর্বকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাত্তির যখন সে সূর্বকে (ও তার প্রভাব ও আলোকে সম্পূর্ণযাপে) আচ্ছাদিত করে। (অর্থাৎ রাত্তি গভীর হয়ে যায়, তখন সুর্বের কোম প্রভাব অবশিষ্ট থাকে না। পরিপূর্ণ অবয়বার শপথ করার জন্য প্রত্যোক্তির সাথে 'হথন কথাটি বাস্তবার' যোগ করা হয়েছে)। শপথ আকাশের এবং তার, যিনি তাকে নির্যাপ করেছেন (অর্থাৎ আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞার)। এমনিভাবে ^{১৫৪} ১০ ও

^{১৫৫}-এর মধ্যও বুঝতে হবে। স্তুতির শপথকে প্রলটার শপথের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এরপ হতে পারে যে, এখানে চিনাকে প্রয়াণ থেকে দাবীর দিকে আনাত্তর করা উদ্দেশ্য। প্রলটা দাবী এবং স্তুতি তার প্রয়াণ। সুতরাং এতে তওহীদের দলীল হওয়ারও ইঙিত রয়েছে)। শপথ পৃথিবীর এবং তার যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। শপথ (মানুষের) প্রাপের এবং তার, যিনি একে (সর্বপ্রকার আকাশ-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রভাব দ্বারা) সুবিমল করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের (উত্তরের) তানদান করেছেন। (অর্থাৎ অন্তরে যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের প্রথগতা স্থলিত হয়, তার প্রলটা আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা)। অতঃপর অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের পরিপায় বর্ণনা করা হয়েছে যে) যে নিজেকে কুজ করে, সেই সকলকার হয় (অর্থাৎ যে নিজেকে অসৎ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখে ও সৎ কর্ম অবলম্বন করে)। এবং যে নিজেকে কজুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়। (এরপর শপথের অওয়াব উহু আছে। অর্থাৎ হে কাকির সম্প্রদায়, তোমরা যখন অসৎ কর্মে লিঙ্গ রয়েছ, তখন অবশ্যই গমব ও ধৰ্মসে পতিত হবে। পরাকালে তো অবশ্যই, দুনিয়াতে মাঝে মাঝে, যেমন সামুদ পোর এই অসৎ কর্মের কারণে আজ্ঞাহৰ গমব ও আবাবে পতিত হয়েছে। তাদের ঘটনা এই :) সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা-বশত (সালেহ পরগবছেরের প্রতি) হিথ্যারোগ করেছিল, (এটা তথনকার ঘটনা) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য বাস্তি (উল্কী হত্যার) তৎপর হয়ে উঠেছিল। (তার সাথে অন্যান্য জোকও শরীক ছিল)। অতঃপর আজ্ঞাহৰ ইসুর [সালেহ (আ) যখন তাদের হত্যার সংকল জানতে পারেন, তখন] তাদেরকে বলেছিলেন : আজ্ঞাহৰ উল্কী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক (অর্থাৎ উল্কীকে হত্যা করো না এবং তার পানি বন্ধ করো না। হ্যায় সংকেজের আসল কারণও ছিল পানির পান, তাই একে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। 'আজ্ঞাহৰ উল্কী' বলার কারণ এই যে, আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা অজোকিকরণে একে স্তুতি করে মনুষতের প্রয়াণ হিসাবে কার্যে করেছিলেন এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অরূপী করে দিয়েছিলেন)।

অতঃপর তারা তাকে (অর্থাৎ মনুষের উক্তীরণী প্রমাণকে) মিথ্যা সাব্দত করেছিল (কেননা তারা তাকে ঝুসুল গণ্য করত না) এবং উক্তীকে হত্যা করেছিল । অতএব তাদের পাপের কারণে তাদের পাঞ্জনকর্তা তাদের উপর খৎস নাথিজ করে সেই খৎসকে (সমগ্র সম্মুদ্ধীরের জন্য) ব্যাপক করে দিলেন । আরোহ্ত আ'আলা (কারণও পক্ষ থেকে) এই খৎসের কোন বিলাগ পরিষেতির আশঁকা করেন না (যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশাহুরা কোন সম্মুদ্ধীকে শান্তি দিলে প্রায়ই ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গণজান্মের আশঁকা করে থাকেন । সামুদ সম্মুদ্ধীর উক্তীর বিস্তারিত ঘটনা সুরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে) ।

অনুবাদিক অন্তর্বর্তী বিষয়

এই সুরার শুরুতে সাতটি বন্দর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোবানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ হোগ করা হয়েছে । প্রথম শপথ **وَالشَّمْسِ**

وَنَفْحَهَا এখানে **وَنَفْحَهَا** শব্দটি অর্থগতভাবে **شَمْس**-এর বিশেষণ । অর্থাৎ শপথ সূর্যের অধন তা উর্ধ্বগণে থাকে । সূর্য উদয়ের পর অধন কিছু উর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার ক্রিয় ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে **وَنَفْحَهَا** বলা হয় । তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমন অশ্বরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরাগে দেখাও যায় ।

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّا—অর্থাৎ চন্দ্রের শপথ অধন তা সূর্যের পেছনে আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, অধন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয় । মাসের অধ্যাভাগে এরাপ হয় । তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে । পেছনে আসার এরাপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্ধ্বগণে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয় । **وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا**—**جَلَّهَا**-এর সর্বনাম দারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোবানো যেতে পারে । অর্থাৎ শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীয়—যাকে দিন আলোকিত করে । এতেও ইঙিত আছে যে, পূর্ণরাগে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে । কিন্তু বাকেসর বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দারা সূর্য বোবানো হয়েছে । অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, অধন সে সূর্যকে আলোকিত করে । অর্থাৎ অধন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয় ।

وَاللَّيلِ إِذَا يُغْشِهَا—অর্থাৎ শপথ রাত্তিক্রম অধন সে সূর্যকে আল্জ্বাদিত করে । মানে সূর্যের ক্রিয়ণকে ঢেকে দেয় ।

পঞ্চম শপথ :—**رَالسَّمَاءُ وَمَا بِهَا**—এখানে **مَدْرَة** থেরে এই অর্থ মেওয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কোরআনের অন্য এক আয়তে এর বজির আছে **كَبَّا غَرِيلٌ رَبِّي** এবনিভাবে স্বচ্ছ শপথ **مَادَقَّةٌ وَمَأْرِضٌ** ও **বাকের** অর্থ একাপ হবে যে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদৃঢ়য়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তফসীর হয়রত কাতোদাহ্ (র) প্রযুক্ত তফসীরবিদ থেকে বলিত আছে। কাশগাফ, বায়মাবী ও কুরতুবী একেই পক্ষে করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এছাই **অব্যয়কে** **ত**—এর অর্থে থেরে এর দ্বারা আলাহ্ তা'আলাৰ সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোক্ত বাক্যবৈরের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তার, যিনি একে নির্যাপ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তার, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবভাবে শপথই স্বল্পবন্ধুর শপথ। মারাখানে স্লটার শপথ এসে মাওয়া ধারাবাহিকতার বিলাক্ষ মনে হয়। প্রথমেও তফসীর অনুযায়ী এ আপত্তি দেখা দের না যে, স্বল্পবন্ধুর শপথ স্লটার শপথের অপ্রে বলিত হল কেন?

সপ্তম শপথ :—**وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاها**—এখানেও দু'রকম অর্থ হতে পারে—এক শপথ মানুষের আগের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং দুই শপথ নকশের এবং তার, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

نَجْوَرَهَا فَلَهُمْ هَا فَلَهُرَهَا وَتَقْوَاهَا—এর অর্থ নিকেপ করা এবং **الْهَام**—এই বাক্য সম্পূর্ণ করা এবং অর্থের অনুবোল পোনাহ্। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আলাহ্ তা'আলা মানুষের নকশ স্লিপ করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাহাজ করেছেন। উদেশ্য এই যে, মানব স্লিপটে আলাহ্ তা'আলা পোনাহ্ ও ইবাদত উভয় কর্তৃর যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে ব্রহ্মায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদৃঢ়য়ের মধ্য থেকে কোন এক গথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আয়াবের যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী একাপ প্রের তোলাৰ অবকাশ নেই যে, মানুষের স্লিপট ঘোষ মধ্যে পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধা। এর জন্য সে কোন সওয়াব অথবা আয়াবের যোগ্য হবে না। একটি হাদৌস থেকে এই তফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে আছে যে, তফসীর সম্পর্কিত এক প্রেরের অওয়াবে রসুলুল্লাহ্ (সা) আলোচ আলাত তিজাও যাত করেন। এ থেকে বোকা হাত যে, আলাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন,

বিস্তু তাকে কোন একটি করতে বাধা করেন নি বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি কর্মার ক্ষমতা দান করেছেন।

হমরত আবু হুরাফ্রা ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (সা) অখন এই আয়াত ডিজাওয়াত করতেন, তখন উচ্চের নিম্নের দোষা পাঠ করতেন :

—اللَّهُمَّ إِنِّي نَسِيْتُ تَقْوَاهَا أَنْتَ وَلِيْهَا وَمَوْلَاهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

—অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে তাকওয়ার উচ্ছীক দান কর, তুমিই আমার মুক্তি ও পৃষ্ঠপোষক।

قَدْ أَفْلَمَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَسِّنَ

—অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নক্ষকে উচ্ছ করে। ۴۵—শব্দের প্রকৃত অর্থ অড্ডাক্টরীণ শুভতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অড্ডাক্টরীণ পরিষ্কার অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নক্ষকে পাপের পক্ষিলে বিবর্জিত করে দেয়। ۴۶—এর অর্থ যাতিতে প্রোথিত করা, বেমন এক আয়াতে আছে : —

أَمْ لَدُنْ سُلَيْمَانِ فِي الْتَّرَابِ

—কোন কোন তক্ষণীয়বিদ ও আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়, যাকে আল্লাহ উচ্ছ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ তা'আলা গোনাহে তুলিয়ে দেন। এ আয়াত সময় যানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার যানবের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তব্যবহার উল্লেখ করে তাদের অন্ত পরিপতি সঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে। সামুদ খোজের ঘটনার প্রতি সংজ্ঞে ইঙ্গিত করে তাদের এই শান্তি বর্ণনা করা হয়েছে :

فَدَمْ عَلِيِّمٍ رَّمِيمٍ بِذِنْبِهِمْ فَسُوْفَ

—এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আয়াত জাতির উপর প্রতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাজ্বানাবুদ করে দেয়। ۴۷—এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আয়াত জাতির আবাস-হস্ত অনিতা সবাইকে বেল্টন করে দেয়।

وَلَعْبَقَافْ صَبَقَها

—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা'র শান্তিদান ও কোন জাতিকে নির্মুক করে দেওয়ার বাপারকে দুনিয়ার বাপারের মত মনে করো না। দুনিয়াতে কোন রাজাধিকার ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোন জাতির বিকাশ

ଧ୍ୟସାତିଶାନ ପରିଚାଳନା କରିଲେ ତେ ଆତିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୋକ ଅଥବା ତମେର ସମ୍ବର୍ଷକଦେର ପ୍ରତି-
ଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓ ଗଗନବିଦୋହର ଆଶଙ୍କା କରିଲେ ଥାବେ । ଏଥାନେ ସାରା ଅପରାକେ ହତ୍ୟା
କରେ, ତାରା ନିଜେରାଓ ହତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଳିତ ଥାବେ । ସାରା ଅପରାକେ ଆଜ୍ଞମଣ
କରେ ତାରା ନିଜେରାଓ ଆଜ୍ଞାନ ହୃଦୟର ଭର ରାଖେ । କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆମା ଏରାପ ନନ ।
କାରାଓ ପକ୍ଷ ଥେବେ କୋନ ସମୟ ତା'ର କୋନ ବିପଦାଶକ୍ତା ନେଇ ।

سورة اللہل

سُورَةُ الْمَالَكِ

যোগায় অবতীর্ণ : ২১ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاللَّيلُ إِذَا يَغْشٰى ۚ وَالنَّهارُ إِذَا أَجَلَى ۚ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ كُوْنًا إِلَّا شَيْئًا ۖ إِنْ
 سَعِيْكُمْ لِشَيْئٍ ۖ فَإِمَّا مَنْ أَعْطٰهُ ۖ وَإِنَّهُ مَوْلٌ ۖ وَصَدِيقٌ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَيَرِيْسُ
 لِلْيُسْرَىٰ ۖ وَإِمَّا مَنْ يَعْمَلُ ۖ وَاسْتَعْفَهُ ۖ وَكَذَابٌ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَيَرِيْسُ
 لِلْعُسْرَىٰ ۖ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا اتَّرَدَ ۖ إِنْ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ ۖ
 وَإِنْ كُنَّا لِلْأَخْرَةِ وَالْأُولَاءِ ۖ فَإِنَّدَرِيْزَكُمْ نَارًا تَكَظِّفُهُ لَا يَضْلِلُهُمَا إِلَّا
 إِلَّا شَفَقَ ۖ الَّذِي كَذَبَ وَتَوْلَىٰ ۖ وَسِجْنَاهُمَا إِلَّا تَقْرَبَ ۖ الَّذِي نَيْتُونَ
 مَالَهُ يَتَرَكَّبَ ۖ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ قُوَّةٍ تُجْزِيَهُ إِلَّا
 ابْتِغَاهُ وَجْهُوْ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۖ وَلَسَوْفَ يَرَفِعُهُ

সরাম করুণাময় ও জীৱ সরাম আজাহ্ৰ নামে উক

- (১) শপথ গ্রহণ, বখন সে আল্লাহ করে, (২) শপথ দিনের, বখন সে আলোকিত হয় (৩) এবং ফাঁর, বিনি মন ও মাঝী সৃষ্টি করেছেন, (৪) বিচ্ছন্ন তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরণের। (৫) অতএব, যে মান করে এবং আজাহ্ৰীক হয়, (৬) এবং উভয় বিষয়কে সত্তা ঘনে করে, (৭) আমি তাকে সুধর বিষয়ের ঘনে সহজ স্থ মান করব। (৮) আর যে কৃগুণ করে ও বেগয়েলো হয় (৯) এবং উভয় বিষয়কে বিদ্যা ঘনে করব, (১০) আমি তাকে কল্পের বিষয়ের ঘনে সহজ স্থ মান করব। (১১) বখন সে অধঃ-গতিত হবে, তখন তার সমস্ত তাৰ কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার মানিত গথ-গুদৰ্শ কৰা। (১৩) আর আমি আলিক ইহকালের ও পৰকালের। (১৪) অতএব,

আমি তোমাদেরকে প্রতিশিখ আরি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। (১৫) এতে নিতান্ত হস্ত-
কাণ্ড ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, (১৬) যে যিখানেরাগ করে ও মৃৎ কিরিয়ে নেবে। (১৭) এ
থেকে দূরে গাথা হবে আল্লাহ্‌তীকৃ ব্যক্তিকে, (১৮) যে আপ্তগুরুর জন্য তার ধন-সম্পদ দান
করে। (১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানবোগ অনুগ্রহ থাকে না। (২০) তার
মাহান পালনবর্তার সন্তুষ্টি অস্বেবণ ব্যাপী। (২১) যে সহৃদয় সন্তুষ্টি লাভ করবে।

তফসীরের সার-সংজ্ঞেগ

শপথ কার্ত্তির বখন সে (সুর্ব ও পৃথিবীকে) আচ্ছাদ করে, শপথ দিবের বখন সে
আলোকিত হয় এবং (শপথ) তার, যিনি নর ও নারী স্তুপি করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্
তা'আলাম)। অতঃপর জওয়াব এই যে) নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা (অর্থাৎ কর্মসমূহ)
বিভিন্ন ধরনের। (এমনিভাবে এসব কর্মের ফলাফলও বিভিন্ন ধরনের)। অতএব, যে
(আল্লাহ্‌র পথে ধনসম্পদ) দান করে, আল্লাহ্‌তীকৃ হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ
ইসলামকে) সত্তা মনে করে, আমি তাকে সুধের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।
(‘সুধের বিষয়’ বলে সৎকর্ম ও তার যধ্যাহতার জায়াত বোঝানো হয়েছে। এটাই সহজ
পথের কারণ ও স্থান) এবং যে (ওয়াজির প্রাপ্তি দেওয়ার ব্যাপারে) কৃপণতা করে এবং
(আল্লাহকে তার করার পরিকর্তে আল্লাহ্‌র প্রতি) বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ
ইসলামকে) যিখ্যা মনে করে, আমি তাকে কল্পের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।
(‘কল্পের বিষয়’ বলে কুকৰ্ম ও তার যধ্যাহতার জাহাজায় বোঝানো হয়েছে। এটাই কল্পের
কারণ ও স্থান। উত্তর জাহাজায় সহজ পথ দান করার অর্থ এই যে, তাঁর অখ্বা মন্দ কাজ তার
জন্য সহজ হয়ে থাবে এবং অকপটে প্রকাশ পাবে। হাদীসে এই বিষয়বস্তুর সহর্থন আছে।
অতঃপর দেবোক্ত প্রকার বৌকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে) বখন সে অধঃপতিত হবে, তখন
তার ধনসম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। (অধঃপতিত হওয়ার অর্থ জাহাজায়ে থাওয়া)।
নিশ্চয় আমার দারিদ্র্য (ওয়াদা অনুযায়ী) পথপ্রদর্শন করা। (আমি এই দারিদ্র্য পুরোপুরি পালন
করেছি। এরপর কেউ তো ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছে, যা **أَنْفُسِي** বাক্যে
أَنْفُسِي বাক্যে বর্ণিত

উল্লিখিত হয়েছে এবং কেউ কুকৰ্ম ও গোনাহের পথ ধরেছে, যা **أَنْفُسِي** বাক্যে বর্ণিত
হয়েছে। যে দেখন পথ অবলম্বন করবে, সে তেমনি কলপ্রাপ্ত হবে। (কেননা) আমারই
কলজ্ঞায় পরুকাল ও ইহকাল। (অর্থাৎ উত্তর কালে আমারই রাজস্ব। তাই ইহকালে আমি
বিধি-বিধান আরি করেছি এবং পরুকালে মান্য ও অয়ান কস্তার কারণে প্রতিদান ও শান্তি
দেব। অতঃপর বলা হয়েছে, আমি যে তোমাদেরকে বিভিন্ন কর্যের বিভিন্ন প্রতিক্রম করে
দিচ্ছি, এটা এজন্য যে) আমি তোমাদেরকে জেলিহান অধি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি,
(যা **فَسْلُوْرَةِ لِلْعَسْرِي** বাক্য ভাগন করে, যাতে তোমরা ঈমান ও আনুগত্য

অবস্থন করে এ অংশ থেকে আজ্ঞারকা ফর এবং কুফর ও গোনাহ অবস্থন করে জাহানামে না হাও। অতঃপর তাই বলা হয়েছে—) এতে নিতান্ত হতভাগ্য বাস্তিই প্রবেশ করবে, যে (সত্ত্ব ধর্মের প্রতি) যিথারোগ করে এবং (তা থেকে) মুখ কিরিয়ে দেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে আজ্ঞাহভৌক বাস্তিকে, যে (কেবল) আজ্ঞানভীর জন্য তার ধনসম্পদ দান করে (অর্থাৎ একমাত্র আজ্ঞাহর সন্তুষ্টিই বার কাম হয়)। এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুপ্রাহ থাকে মা তার যশান পাশনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যাপ্তি (কারণ, এটাই তার নক্ষ)। এতে আন্তরিকতার চূড়ান্ত রাগ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, কারও অনুপ্রাহের প্রতিদান দেওয়াও মৌস্তাহাব, উত্তম ও সওয়াবের কাজ। কিন্তু প্রাথমিক অনুপ্রাহের সমান ভেষ্ট নয়। এ বাস্তি প্রাথমিক অনুপ্রাহ করে। তাই তার দান নিয়া, গোনাহ ইত্যাদির আশৎকা থেকে উত্তুরাপে মুক্ত হবে। এটাই পরিপূর্ণ আন্তরিকতা)। সে সন্তুষ্টিই সন্তুষ্টি জাঙ করবে। (উপরে উধূ বলা হয়েছিল যে, তাকে জাহানাম থেকে দূরে রাখা হবে। এ আঘাতে বলা হয়েছে যে, পরকালে তাকে এমন সব নিয়ামত দেওয়া হবে, যাতে সে বাস্তিবিক্রৈ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে)।

আনুবাদিক ভাষ্টব্য বিষয়

اِنْ سَعِّيْكُمْ لِشَتْنِيْ—এ বাক্তি সুরা ইনলিকাকের

কুরআন কুরআনের অনুরাপ যার তফসীর সে সুরাম বর্ণিত হয়ে গেছে। যর্মার্থ এই যে, মানুষ সুলিট্টগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্য প্রচেল্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যন্ত কিন্তু কোন কোন লোক তার অধ্যবসায়ে ও পরিপূর্ণ দারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবহা করে নেয়, আর কেউ কেউ এই পরিপূর্ণ দারাই অন্ত আশাব করে করে। হাসীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকলো বেলায় গাঢ়োঝান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সকলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরবর্তীর আশাব থেকে মুক্ত করে। পরকালের কারও ভয় ও প্রচেল্টাই তার ধৰ্মসের কারণ হয়ে আছে। কিন্তু বুজিমানের কাজ হল প্রথমে নিজের প্রচেল্টা ও কর্মের পরিপতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিপতি সামরিক সুখ ও জামিন হয়, তার কাছেও না হাওয়া।

কর্মপ্রচেল্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'সূল : অতঃপর কোরআন পাক কর্মপ্রচেল্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের ডিনাটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে—প্রথমে সকলাকাম সঙ্গের ডিনাটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

فَأَمَّا مَنْ أَصْطَلَ—অর্থাৎ যে বাস্তি আজ্ঞাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, আজ্ঞাহকে জয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্ত্ব মনে করে। এখানে ‘উত্তম কলেম’ বলে কলেমারে ‘জা ইবাহ ইলাজাহ’

বোানো হয়েছে।—(ইবনে আবুস, শাহুক) এই কলেমাকে সত্য মনে করার অর্থ ইমান আনা। শদিগ ঈমান সব কর্মেরই প্রাপ্ত এবং সবার অগ্রবর্তী বিষয় কিন্তু এখানে পেছনে উল্লেখ করার কারণ সত্ত্বত এই যে, এখানে উদ্দেশ্য প্রচেল্টা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা। এভলো কর্মেরই অঙ্গুলি। ঈমান হলো একটি অন্তরের বিষয় অর্থাৎ অন্তরে আলাহ্ ও রসূলকে সত্য জানা এবং কলেমায়ে শাহাদতের ধার্যামে মুখেও তা জীকার করা। বলাবাহ্য, এই উক্ত কাজে কোন শারীরিক প্রয় নেই এবং কেউ এভলোকে কর্মের তালিকাভুক্ত গণ্য করে না।

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْفَى

وَكُذبَ بالعُسْنِي—অর্থাৎ যে আলাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করার বাপারে ঝপঝতা করে তথা জাহাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আলাহকে ক্ষয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উক্ত কলেমা তথা ঈমানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে : **الْيَسْرِي - فَسْنِسِرَةُ الْيَسْرِي**—এর শান্তিক অর্থ সহজ ও আরামদায়ক বিষয়, যাতে কোন কষ্ট নেই। এখানে জাহাত বোানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে : **الْيَسْرِي - فَسْنِسِرَةُ الْيَسْرِي**—এর শান্তিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখানে জাহাজাম বোানো হয়েছে। উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেল্টা ও প্রয় প্রথমোভুক্ত তিন কাজে নিরোজিত করে, (অর্থাৎ আলাহহর পথে ব্যয় করা, আলাহকে ক্ষয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জাহাতের কাজের জন্য সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেল্টা ও প্রয়কে শেষোভুক্ত তিন কাজে নিরোজিত করে, আমি তাদেরকে জাহাজামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহাত এবং বলা সজ্ঞ ছিল যে, আমি তাদের জন্য জাহাতের অথবা জাহাজামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে—যাকি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কোরআন পাক এতাবে ব্যক্ত করেছে যে, দ্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্য জাহাতের কাজকর্ম তাদের মজায় পরিপন্থ হবে। আর ওর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্য জাহাজামের কাজকর্ম মজায় পরিপন্থ করে দেওয়া হবে। ফলে তারা এজাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উক্ত দলের মজায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, দ্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এক ছাদীস এর সমর্থনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اعملوا فكل ميهير لما خلقني لـ ١٣١ مـ من كـان مـ من أـهل السـعـاـن ٢١ فـ سـنـسـير

لَعْلَ السَّعَادَةِ وَأَمَا مِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّفَاءِ فَسَبِّهِ سُرْ لَعْلَ أَهْلِ الشَّفَاءِ وَلَعْلَ

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কর্ম করে থাও। কারণ, প্রত্যেক বাস্তিক জন্য সেকাজই সহজ করা হয়েছে, যাই জন্য তাকে সুলিট করা হয়েছে। তাই যে বাস্তি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবানদের কাজই তার অভাব ও অভাব পরিণত হয়। আর যে হতভাগা, হতভাগদের কাজই তার অভাব ও অভাব পরিণত হয়। এতদুভয় বিষয় আলাহ-প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলশুভিতে অজিত হয়। তাই একারণে আয়াব ও সওবাব দেওয়া হয়। অতঃপর হতভাগ আহাম্মামী দশকে হালিয়ান্ন করা হয়েছে :

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُكٌ إِذَا تَرَى—অর্থাৎ মে ধনসম্পদের ধাতিরে এ

হতভাগ ওয়াজিব হক দিতেও ক্রমণতা করত, সে ধনসম্পদ আয়াব আসার সময় তার কোন কাজে আসবে না। **تَرَدِي**-এর শাস্তির অর্থ গর্তে পড়িত হওয়া ও খৎস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যত্তুর পরে করবে অতঃপর কিম্বামতে যখন সে আহাম্মামের পর্তে পড়িত হবে, তখন এই ধনসম্পদ কোন উপকারে আসবে না।

لَا أَلَا شَفَقَ الَّذِي كَدَبَ وَقَوْلَى—অর্থাৎ এই আহাম্মামে নিতান্ত

হতভাগ বাস্তিই দাখিল হবে, যে আলাহ ও রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে যুক্ত ফিরিয়ে নেয়। বলাৰাহল্য, এৱাপ যিখ্যা আৱোপকারী বাস্তিরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যত বোৱা যায় যে, পাপী মু'মিন যে যিখ্যারোপের অগ্রাধে অগ্রাধী নয়, সে আহাম্মামে দাখিল হবে না। অথচ কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন বাস্তি গোমাহ করার পর যদি তওবা না করে অথবা করেও সুপারিশের হলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ঝুমা করা না হয়, তবে সেও আহাম্মামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত আহাম্মামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর আহাম্মাম থেকে মুত্তি দিয়ে ইমামের কাজাগে তাকে জামাতে দাখিল করা হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের ভাষা বাহ্যত এর পরিপন্থী। অতএব এ আয়াতের অর্থ এয়ন হওয়া জরুরী, যা অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদীসের খিলাফ নয়। এর একান্ত সহজ ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংকেপে বলিত হয়েছে যে, এখানে চিরকালের জন্য দাখিল হওয়া বোৱানো হয়েছে। এটা কাফিরেরই হৈলিষ্ট্য। মু'মিন কোন না কোন সময় গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর আহাম্মাম থেকে উকার পাবে। তফসীরবিদগণ এছাড়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। তফসীরে যাবহারীতে আছে যে, আয়াতে শব্দবর্ণের অর্থ মাপক নয় বরং এখানে তাঁদেরকেই বোৱানো হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ (সা)-র আবলে বিদ্যুত্ত হিল। তাঁদের অধ্যে কোন মুসলিমান গোমাহ করা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (সা)-র সংসর্গের ব্যবহৃতে আহাম্মামে যাবে না।

আহাম্মামে কিম্বা সবাই আহাম্মাম থেকে মুক্ত ; কারণ, প্রথমত তাঁদের আরা গোনাহ

শুব করছি হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের অবস্থা থেকে একথা অকুরোভাবে জানা যায় যে, তাঁদের কারণও আরা কোম গোনাহ্ হয়ে থাকলে তিনি তওরা করে নিয়েছেন। আরও বলা যায় যে, তাঁদের এক একটি গোনাহের মুকাবিলায় সৎকর্মের সংখ্যা এত বেশী যে, সে গোনাহ্ জনাসেই যাক হয়ে যেতে পারে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে :

إِنَّ الْعَسْلَاتَ بُدُّ

أَرْبَعَ سِرَّ سِرَّ —**الْسَّيْئَاتِ** —**أَرْبَعَ** সৎ কর্ম অসৎ কর্মের কাষক্ষণা হয়ে যাব। অর্বৎ সন্দেশ করীয় (সা)-এবং সঙ্গও এমন একটি সৎকর্ম, যা সব সৎকর্মের উপর প্রবল। হাদীসে সৎকর্মগীল বৃহুর্গদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : قَمْ قَوْمٌ لَا يُشْفَقُونَ جَلِيلُهُمْ وَلَا يُبَطَّلُ بِأَفْوَاهِهِمْ —**أَرْبَعَ** তাঁদের সাথে যারা উর্ত্তাবসা করে, তারা হতভাগা হতে পারে না এবং তাঁদের সাথে যারা বাত্তির সম্পর্ক রাখে, তারা বঞ্চিত হতে পারে না।—(বুখারী, মুসলিম) সুতরাং যে বাত্তি পরম্পরাকুল শিরোমণি জাহাজাদ মুক্তকা (সা)-র সহচর হবে, সে কিমাপে হতভাগা হতে পারে? এ কারণেই অনেক সহীহ হাদীসে পরিচাক বলা হয়েছে যে, সাহাবারে কিমাম সবাই জাহাজামের আয়াব থেকে মুক্ত। খোদ কোরআনে সাহাবারে কিমাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَلَلَّا وَعَدَ اللَّهُ التَّعْلِي** —**অর্বৎ তাঁদের প্রতোক্ষে অন্য আরাহ্ তা'আলা**

إِنَّ الْذِينَ

سَهَقْتُ لَهُمْ مِنَ الْعُسْلَلِ أُولَئِكَ عَلَيْهَا مُبْدِدُونَ —**অর্বৎ মাদের অন্য আয়ার পক্ষ থেকে হসনা (আয়াত) অবধারিত হয়ে গেছে, তাঁদেরকে জাহাজামের অপি থেকে দূরে রাখা হবে। এক হাদীসে আছে, জাহাজামের অপি সে বাত্তিকে সর্প করবে না, যে আয়াকে দেখেছে।—(তিরিমিয়ী)**

وَسَبِّحْنَاهَا إِلَّا تَقَعُ الدِّيْرُ فِي مَوْتَانِيَّةٍ يَتَزَكَّى —**এতে সৌভাগ্যালী আল্লাভুক্তদের প্রতিসান বণিত হয়েছে। অর্বৎ হে বাত্তি! আল্লাহর অনুগত্যে অভ্যন্ত এবং একমাত্র গোনাহ্ থেকে কৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যব করে, তাকে জাহাজামের অপি থেকে দূরে রাখা হবে।**

আয়াতের ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে, যে বাত্তিই ঈশ্বরসহ আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ব্যব করে, তাকেই জাহাজাম থেকে দূরে রাখা হবে। কিন্তু এ আয়াতের শানে-নুসুল সংজ্ঞাক ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এখানে **الْقُصْ** বলে হযরত আবু বকর

সিদ্ধীক (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। ইয়রত ওমওরা (রা) থেকে বণিত আছে যে, সাতজন মুসলমানকে কাফিররা পোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং ইসলাম প্রহপের কাগারে তাদের উপর অকথ্য নির্বাচন চালাত। ইয়রত আবু বকর (রা) বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তাদেরকে কাফির মালিকদের কাছ থেকে ক্ষম করে দেন এবং মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আভাস মাঝে হয়।—(মাঝহারী)

এর সাথেই সম্পর্কশীল আভাসের শেষ বাক্য বলা হয়েছে : **وَمَا لَكُمْ حَدْ مُنْدَلٌ**

مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزِي—অর্থাৎ যেসব পোলামকে ইয়রত আবু বকর (রা) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্ষম করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরাগ করা যেত; বরং **أَبْتَغَاهُ وَجْهَ رَبِّ الْأَصْلَى**—তাঁর মুক্ত যথান আঘাত তা'আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুসলিম হাকিমে ইয়রত মুবারের (রা) থেকে বণিত আছে যে, ইয়রত আবু বকর (রা)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাফির মালিকের হাতে বন্দি দেখলে তাকে ক্ষম করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তি-হীন হত। একদিন তাঁর পিতা ইয়রত আবু কোহাফা বললেন : তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তি করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী পোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শক্ত হাত থেকে তোমাকে হিকাত করতে পারে। ইয়রত আবু বকর (রা) বললেন : কোন মুক্ত করা মুসলমান কাহা উপকার জাত করা আমার মুক্ত নয়। আমি তো কেবল আঘাতের সন্তুষ্টি জাতের জন্মাই তাদেরকে মুক্ত করি।—(মাঝহারী)

وَلَسْوَفْ بِرْضِي—অর্থাৎ যে বাতি আঘাতের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তাঁর ধন-সম্পদ ব্যব করেছে এবং পাধির উপকার চাহনি, আঘাত তা'আঘাত পরাকারে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আভাসের মহা বিস্ময়ত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি ইয়রত আবু বকর (রা)-এর অন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। আঘাত তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

سورة الفتح

সুরা বেজা

মুক্তায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১ ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ ۚ وَاللَّيْلِ إِذَا سَبَقَ ۖ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا كُلَّا ۖ وَ لِلأَخْرَةِ حَذِيرَكَ
 وَمَنْ أَلْوَىٰ ۖ وَلَسْوَفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْجِعُ ۖ الْغَمَدَةَ بِتِيمَّا فَأَوْمَّ
 وَوَجَدَكَ صَلَالًا قَمَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَلَيْلًا قَاعِنَهُ ۖ فَامَّا الْيَتَيمُ كَلَّا
 تَقْهِرُ ۖ وَامَّا السَّاَلِلُ فَلَا شَهَرٌ ۖ وَامَّا بَنْعَلَةُ رَبِّكَ فَقَدْرِتُ

পরম করুণামূল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর বামে শুরু

(১) শপথ পূর্বাহের, (২) শপথ রাত্রির যথন তা গভীর হয়, (৩) আগন্তুর পাইন-কর্তা আগন্তুকে ত্যাগ করেননি এবং আগন্তুর প্রতি বিরোগও হননি। (৪) আগন্তুর জন্মে পরাকাল ইহকাল আগেকা দেয়। (৫) আগন্তুর পাইনকর্তা সফরই আগন্তুকে দান করবেন, অতঃপর আগন্তু সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি আগন্তুকে এতীমরাগে পাননি? অতঃপর তিনি আগের নিরেছেন। (৭) তিনি আগন্তুকে পেরেছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৮) তিনি আগন্তুকে পেরেছেন নিঃঝ, অতঃপর অভাবযুক্ত করেছেন। (৯) সুতরাং আগন্তু এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (১০) সওয়ামকারীকে ধন্যক দেবেন না (১১) এবং আগন্তুর পাইনকর্তার নিয়ামতের কথা জ্ঞান করুন।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ পূর্বাহের এবং রাত্রির যথন তা গভীর হয়, (এর বিবিধ অর্থ হতে পারে— এক: আজুরিক অর্ধাং পুরোপুরি অজুকারে আচ্ছান হয়ে যাওয়া । কেননা, রাত্রিতে অজুকার আসে আসে বাড়ে এবং কিছু রাত্রি অতিবাহিত হলে পর তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । দুই: রাগক অর্ধাং প্রাণীকুলের নিয়ামগ্রহ হয়ে যাওয়া এবং চোকেরা ও কথাবার্তার আওয়াজ থেমে যাওয়া । অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে) আগন্তুর পাইনকর্তা

আগমাকে তাপ করেন নি এবং আগমার প্রতি বিস্তৃত হন নি। (কেননা, প্রথমত আগমি এয়াপ কোন কাজ করেন নি। খিলীয়ত পয়গজ্ঞাগণকে আঝাহ্ তা'আলা এয়াপ আচরণ থেকে মুক্ত রেখেছেন। সুতরাং আগমি কাফিরদের বাজে কথার ব্যাখ্যা হবেন না। ওহীর আগমনে কয়েকদিন বিলম্ব দেখে তারা বলতে শুন করেছে: আগমার পাইনকর্তা আগমাকে ত্যাগ করেছেন। কাফিরদের এই প্রাপ্তিজ্ঞির মুক্তবিজ্ঞান আগমি পূর্ববৎ ওহীর সম্মান দ্বারা ভূষিত হবেন। এ সম্মান তো আগমার জন্য ইহকালে (আগমার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেণী)। (সুতরাং সেখানে আগমি আরও বেশী সম্মান ও নিয়মিত পাবেন)। আগমার পাইনকর্তা সজুলই আগমাকে (পরকালে শান্ত নিয়মান্তর) দান করবেন, অতঃপর আগমি (এ দান পেয়ে) সন্তুষ্ট হবেন। [শপথের বিষয়বস্তুর সাথে এ সুসংবাদের সম্পর্ক এই যে, আঝাহ্ তা'আলা যেমন বাহ্যত দিনের পর যাতি এবং রাত্রির পর দিন এমন তাঁর কুদরত ও হিকমতের বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ করেন, অত্যন্তরীণ অবস্থাকেও তেখনি বুকাতে হবে। সুর্য-ক্ষেত্রের পর রাত্রির আগমন যদি আঝাহ্ তা'আলা'র রোধ ও অসন্তুষ্টির দণ্ডন না হয় এবং এতে প্রমাণিত না হয় যে, এরপর কখনও দিবামৌক আসবে না, তবে কয়েক দিন ওহীর আগমন বজ থাকলে এটা ক্ষিয়াপে বোঝা যাব যে, আজকাল আঝাহ্ তাঁর মনোমৈত পয়গজ্ঞের প্রতি কুল্প ও অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। কফে ওহীর দরজা চিরতরে বজ করে দিয়েছেন? এরপর বজার অর্থ আঝাহ্ তা'আলা'র সর্বব্যাপী জান ও অগোর রহস্য সম্পর্কে আগতি তোলা যে, তিনি পূর্বে জানতেন না তাঁর মনোমৈত পয়গজ্ঞের ক্ষবিষ্যতে অযৌগ্য প্রমাণিত হবে (নাউয়ু-বিলাহ)। অতঃপর কলক নিয়মান্তর দ্বারা উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে জোয়দার করা হয়েছে]। আঝাহ্ তা'আলা কি আগমাকে ইঠাতীময়াপে পান নি? অতঃপর আগমাকে আত্ম দিয়েছেন। [মাতৃগাত্র থাকা অবস্থারই রসজুলাহ্ (সা) পিতৃহীন হয়ে থান। এরপর আঝাহ্ তা'আলা দাসাকে দিয়ে তাঁর জালন-পালন করান। আট বছর বয়সে যাতারও ইতেকাল হয়ে গেলে তিনি পিতৃব্যের জালন-পালনে আসেন। আত্ম দেওয়ার অর্থ এটাই]। আঝাহ্ তা'আলা আগমাকে (শরীয়ত সম্পর্কে) বেখবর পান; অতঃপর (শরীয়তের) পথপ্রদর্শন করেছেন।

—وَهُوَ الْمَنْتَدِرِيُّ مَا أَلْكَا بِهِ أَلْكَانَ—
(যেমন অন্য আঝাতে আছে: بِهِ أَلْكَانَ أَلْكَانَ)

পূর্বে শরীয়তের উক্সীল জানা না থাকা কোন দোষ নয়)। তিনি আগমাকে নিয়ন্ত্রণ পেয়েছেন অতঃপর ধনশালী করেছেন। [খাদীজা (রা)-র অর্থ দ্বারা তিনি অংশীদারিত্বে ব্যবসা করেন এবং মুনাফা অর্জন করেন। অতঃপর খাদীজা (রা) তাঁর সাথে পরিগমসূত্রে আবজ হয়ে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, আগমি শুরু থেকেই নিয়মান্ত-প্রাপ্ত আছেন এবং ক্ষবিষ্যতেও থাকবেন। আমি যখন এসব নিয়মান্ত আগমাকে দিয়েছি, তখন] আগমি (এর কৃতজ্ঞতা) ইঠাতীমের প্রতি কঠোরতা করবেন না, সহায়প্রার্থীকে ধূমক দেবন না (এটা কার্যগত কৃতজ্ঞতা)। এবং আগমার পাইনকর্তা (উপরোক্ত) নিয়মান্তের কথা প্রকাশ করতে থাকুন।

আনুবাদিক ভাষাত্ব বিষয়

এই সূরা অবতরণের কালগ সম্পর্কে বুধারী, মুসলিম ও তিরিয়ীতে হয়েছে জুনসূব
ইবনে আবদুজ্জাহ্ (রা) থেকে বলিত আছে যে, একবার রসুলুজ্জাহ্ (সা) একটি অংশসীতে
আঘাত হোগে রাত বের হয়ে গড়লে বলজেন :

أَنِ انتَ لَا أَ صَبَعْ وَ مُهْتَ
وَ فِي سَبِيلِ إِلَهٍ لِّقَيْتَ

অর্থাৎ তুমি তো একটি অংশলিই যা স্বত্ত্বাত্মক হয়ে গেছে। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ,
তা আজ্ঞাহ্র পথেই পেয়েছে। (কাজেই দৃঢ় কিসের)। এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাইল
ওহী নিজে আগমন করেছেন না। এতে মুসলিমকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার
আজ্ঞাহ্র পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি কষ্ট হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এই সূরা যোৱা অব-
তীর্থ হচ্ছে। বুধারীতে বলিত জুনসূব (রা)-এর রেওয়াজেতে দুঃএক রাজিতে তাহাঙ্গুলের অন্য
মা উঠার কথা আছে—ওহী বিজয়িত হওয়ার কথা নেই। তিরিয়ীতে তাহাঙ্গুলের অন্য মা
উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিজয়িত হওয়ার উল্লেখ আছে। বজাবাহা, উত্তর ঘটনাই সংঘ-
টিত হতে পারে বিধায় উত্তর রেওয়াজেতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হচ্ছে তো এক
সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়াজেতে আছে
যে, আবু মাহাবের শ্রী উল্লেখ জায়ীল রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র বিরক্তে এই অপগ্রাম চালিয়েছিল।
ওহী বিজয়িত হওয়ার ঘটনা করেছেন সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোরআন অবতরণের
প্রথমভাগে, আকে ‘কাতরাতে-ওহী’র কাজ বলা হচ্ছে। এটাই ছিল বেলী দিনের বিজয়।
ধিতৌরবার তখন বিজয়িত হয়েছিল, যখন মুসলিমকরা অধিবা ইহনীরা রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র
কাছে রাহের দ্বারপ সম্পর্কে প্রথ রেখেছিল এবং তিনি পরে জুওয়াব দেবেন বলে প্রতিশুভি
দিয়েছিলেন। তখন ‘ইনশাজাজ্জাহ্’ না বজার কাজে ওহীর আগমন বেশ কিছু দিন বজ ছিল।
এতে মুসলিমকরা বলতে শুরু করল যে, মুহাম্মদের আজ্ঞাহ্র অস্তুর্ণ হচ্ছে তাকে পরিত্যাগ
করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা যোৱা অবতীর্থ হচ্ছে, সেটাও এয়মি ধরানের। সবওজো
ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরী নয় বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

وَلِيٌّ ۖ خَرٌ ۖ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْدَلِيٌّ—এখানে ৪ খ্র ।

প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল মেওয়া হলে এর বাধ্যতা তৎসীরের সার-সংক্ষেপে বলিত হচ্ছে
যে, মুসলিমকরা আগমন বিরক্তে যে অপগ্রাম চালাচ্ছে, এর অসাম্ভুতা তো তারা ইহকালে
দেখে নিবেই, অধিকত্ত আমি আপনাকে পরকালে নিয়ামত দান করারও ওরাদা দিচ্ছি।
সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা আনেক বেলী নিয়ামত দান করা হবে। এখানে ৪ খ্র ।
কে শাস্তিক অর্থে মেওয়াও অস্তুর নয়। অন্তর্ব্য, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা, যেখন অৱু
শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আজ্ঞাতের অর্থ এই যে, আগমন প্রতি আজ্ঞাহ্র নিয়ামত দিন দিন
বেড়েই হাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও হোর হবে। এতে

তানপরিমা ও আলোহ্র নেকটে উম্ভিলিকাতসহ জীবিকা এবং পাথির প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই ক্ষতভূত ।

—وَلَسْوَفْ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَلَرْضِي—অর্থাৎ আপনার পাতনকর্তা আপনাকে

এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে থাবেন । এতে কি দেবেন, তা নিদিষ্ট করা হয়নি । এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কামাবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন । রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কামাবস্তুহের মধ্যে ছিল ইসলামের উপরি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উচ্চতের প্রয়োজনীয় উপকরণগাদি, শক্তির বিকাশে তাঁর বিজয়বাট, শক্তিদেশে ইসলামের বশেয়া সম্বৃদ্ধ করা ইত্যাদি । হাদিসে আছে, এ আয়াত নাখিল হয়ে পর রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাহমে আযি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, ইতক্ষণ আয়ার উচ্চতের একটি খোকও জাহাজামে থাকবে ।—(কুরআনী) হয়রত আব্দুর (রা) বলিত এক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আলোহ্ তা'আলা আয়ার উচ্চত সম্পর্কে আয়ার সুপারিশ করুন করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন : **بِهِ مُتَبَعِّدٌ** হে মুহাম্মদ, এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়ে-
হোন কি ? আযি আরব করব : **يَا رَبِّ رَفِيعِنَا** হে আয়ার পরওয়ারদিগার, আযি সন্তুষ্ট । সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হয়রত আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করলেন : একদিন রসুলুল্লাহ্ (সা) হয়রত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত এ আয়াত তিমাওয়াত করলেন : **فَمَنْ تَبَعَّنَ فَإِنَّهُ مِنْ** —অতঃপর হয়রত

أَنْ تَعْدِدُ !

—فَإِنَّهُمْ مِنْهَا دُفَّ—এরপর তিনি দুঃহাত তুলে কামা বিজড়িত কর্তে বারবার বলতে লাগলেন :

! لَهُمْ أَمْتَى أَسْتَى

আলোহ্ তা'আলা জিবরাইলকে কামাৰ কারুণ জিতোসা করতে
প্রেরণ করলেন : (এবং বললেন, অবশ্য আযি সব জানি) । জিবরাইলের জওয়াবে তিনি
বললেন : আযি আয়ার উচ্চতের আগকিঙ্গাত চাই । আলোহ্ তা'আলা জিবরাইলকে
বললেন : যাও, গিরে বল যে, আলোহ্ তা'আলা উচ্চতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট কর-
বেন এবং আপনাকে দৃঃখ্যত করবেন না ।

উপরে কাহিনীদের বজাবজির জওয়াবে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ইহকারে ও পরবর্তে
আলোহ্র নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল । অতঃপর তিনটি বিশ্বের নিয়ামত উল্লেখ করে
এন্ন বিকিং বিবরণ দেওয়া হয়েছে : **أَلَمْ يُعَذِّبْ فَلَيَتَهُمَا لَيْ وَيِ**—এটা প্রথম নিয়ামত ।

অর্থাৎ আমি আপনাকে পিতৃহীন পেরেছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইত্তেকাল করেছিল। পিতা কোন বিষয়-আশীর্বাদ ছেড়ে আরনি, যদ্বারা আপনার জাগন-পাখন হতে পারত। অতঃগর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আবশ্যিক যুক্তিবের ও পরে পিতৃব্য আবৃত্তিবের অন্তরে আপনার প্রতি অসাধ ভালবাসা হাস্তিত করে দিয়েছি। হংজে তারা উরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক হস্যসহকারে আপনাকে জাগন-পাখন করত।

বিতীর নিয়ামত : وَ جَدَ كَفَّا لَا ذُهْدٍ — شব্দের অর্থ পথচার্লটও হয়

এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে বিতীর অর্থই উদ্দেশ্য। নবুরত জাতের পূর্বে তিনি আজ্ঞাহৃত বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃগর নবুরতের পদ দান করে তাঁকে পথনির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নিয়ামত : وَ جَدَ كَفَّا لَا فَانْغَنِي — অর্থাৎ আজ্ঞাহৃত তা'জাজা

আপনাকে নিঃয় ও রিজ্যান্স পেরেছেন। অতঃগর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হররত খাদীজা (রা)-র ধনসম্পদ বারা অংশদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃগর খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ইসলামুরাহ (সা)-র জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

এ তিনটি নিয়ামত উরেখ করার পর ইসলামুরাহ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ **نَوْرٌ مَا الْيَقِيمُ فَلَا تَنْهَرْ**— শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলক-ভাবে অধিকার্যভূত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিল মনে করে তাঁর ধনসম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকার্যভূত করে নেবেন না। একা-রাণেই ইসলামুরাহ (সা) ইয়াতীয়ের সাথে সহাদের ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদারক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : মুসলিমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোন ইয়াতীয় রয়েছে এবং তাঁর সাথে সর্বব্যবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক অল্প, যাতে কোন ইয়াতীয় রয়েছে কিন্তু তাঁর সাথে অস্বব্যবহার করা হয়।— (মায়হারী)

বিতীর নির্দেশ : نُورٌ مَا السَّأْلَ فَلَا تَنْهَرْ — শব্দের অর্থ ধর্মক দেওয়া এবং سائل—এর অর্থ সাহায্যপ্রাপ্তি। অর্থগত ও ভাবগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তি এর অকর্তৃত। উক্তরকে ধর্মক দিতে ইসলামুরাহ (সা)-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্যপ্রাপ্তীকে বিচ্ছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম তাৰায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উচ্চ। এমনিভাবে যে বাস্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় আনতে তাঁর জওয়াবেও কর্তৃতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোন সাহায্যপ্রাপ্তী নীজেকৰ্ত্তব্য হয়ে থাকে প্রয়োজনে তাঁকে ধর্মক দেওয়াও জানেন।

بَعْدَ بَعْدَ وَأَمَّا بِنُفُعَةِ رَبِّكَ فَهَذِهِ تَحْدِيدٌ

বলা । উদ্দেশ্য এই যে, আনুষের সামনে আল্লাহ'র নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন । কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটোও এক পথ । এমনকি একজন অন্যান্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করে আসে আল্লাহ'র নিয়ে রয়েছে । হাদীসে আছে, যে বাতিল অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ'র আল্লাহ'র শোকর আদায় করে মা ।—(মাঝহারী)

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে বাতিল তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমারও উচিত তার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া । বাদি আধিক প্রতিদান দিতে অক্ষম হও, তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসন কর । কেননা, যে অন্যকে তার প্রশংসন করে, সে কৃতজ্ঞতার হক আদায় করে দের ।—(মাঝহারী)

আস'আলা : সবরকম নিয়ামতের শোকর আদায় করাই ওয়াজিব । আধিক নিয়া-
মতের শোকর হল তা থেকে কিছু খাতি নিয়ে বায় করা । শারীরিক নিয়ামতের শোকর
হল শারীরিক খতিকে আল্লাহ'র ক্ষমত্ব কার্য সম্পাদনে বায় করা । জামগত নিয়ামতের
শোকর হল অপরকে তা নিয়ে দেওয়া ।—(মাঝহারী)

০ সুরা যোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সুরার সাথে তকবীর বলা
সুন্নত । পার্শ্বে সালেহ মিসরীর মতে এই তকবীর হল : **إِنَّمَا الْكَبْرُ لِلْأَكْبَارِ**
—(মাঝহারী)

ইসলেন কাসীর প্রত্যেক সুরা থেকে এবং বগড়ী (৩) প্রত্যেক সুরার শুরুত তকবীর
বলা সুন্নত বলেছেন ।—(মাঝহারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে
থাবে ।

সুরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিন্যায় সুরায় রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি আল্লাহ'
তা'আলায় বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর প্রেরণার বিভিন্ন হয়েছে এবং কয়েকটি সুরায় কিয়ামত ও
তার অবস্থাবলী উল্লেখ করা হয়েছে । কোরআন যাহান এবং শাবতীয় সম্মেহ ও সংশয়ের
উর্ধ্বে । এই বিবরণস্ব ধারাই কোরআন পাক শুল্ক করা হয়েছে এবং সেই সত্ত্বার মাহাত্ম্য
বর্ণনা ধারা দেয় করা হয়েছে, যার প্রতি কোরআন অবলীপ্ত হয়েছে ।

سورة الْأَنْتَرِحْ

সূরা ইন্সিরাহ

মকাব অবতৌর : ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْفَرَشَرُخُ لَكَ صَدَرَكَ وَصَعْنَا عَنْكَ وَزَرَكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ
 طَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ ۝ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
 يُسْرًا ۝ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْجِبْ ۝

পরম করুণাময় ও জলীয় সর্বালু আজ্ঞাদ্বয় নামে শুন

(১) আমি কি আগন্তুর বক্ত উপুত্ত করে দেইনি ? (২) আমি লাভব করেছি
 আগন্তুর বোবা, (৩) যা ছিল আগন্তুর জন্য অতিশয় মুসহ। (৪) আমি আগন্তুর আলো-
 চন্দেকে সমৃত করেছি। (৫) নিষ্ঠত্ব কল্পের সাথে দ্বিতীয় রাখেছে। (৬) নিষ্ঠত্ব কল্পের
 সাথে দ্বিতীয় রাখেছে। (৭) অতএব, বখন অবসর পান, পরিপূর্ণ করুন। (৮) এবং আগন্তুর
 পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

তৎক্ষণীয়ের সারে-সংজ্ঞেশ

আমি কি আগন্তুর ধাতিরে আগন্তুর বক্ত (ভান ও সহিষ্ঠুতা বারা) প্রশংস্ত করে
 দেইনি ? (অর্থাৎ ভান ও বিস্তৃতি দান করেছি এবং প্রচারকার্যে শত্রুদের বাধা দানের
 কারণে যে কল্প হয়, তা সহ্য করার ক্ষমতাও দিয়েছি—সুরেন-মনসুর) আমি আগন্তুর
 বোবা লাভব করেছি, যা আগন্তুর কোমর ডেঙে দিচ্ছি। [‘বোবা’ বলে এখানে সেসব
 বৈধ বিষয় বোবানো হয়েছে, যা কোন কোন সমস্ত রহস্য ও উপরোগিতাবশত রসূলুল্লাহ
 (সা) সম্পাদন করতেন এবং পরে প্রয়াণিত হত যে, একটা উপরোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী।
 এতে তিনি উচ্চমর্যাদা ও চরম নৈকট্যের কারণে এমন চিহ্নিত হতেন, যেন কোন গোনাহ করে
 কেলেছেন ! আয়াতে এ জাতীয় কাজের জন্য তাঁকে পক্ষত্বাও বস্ত্র হবে না বলে সুসংবোদ
 রয়েছে। একপ সুসংবোদ তাঁকে দু'বার দেওয়া হয়েছে—একবার যত্নাম এই সুরার যাধ্যমে
 এবং দ্বিতীয়বার যদীনায় সুরা ক্ষাত্তহের যাধ্যমে। এতে প্রথম সুসংবোদের তাকীদ নবাফন

ও তফসীল করা হয়েছে । আমি আপনার আলোচনাকে সবুজে ছাপন করেছি । (অর্থাৎ শরীরতের অধিকাংশ জ্বরধায় আলাহুর নামের সাথে আপনার নাম শুভ্র হয়েছে । এক হাসীসে-কৃসীতে আলাহ বলেন : **إِذَا كُرْتَ مَسْكِنَ** অর্থাৎ যেখানে আমার আলোচনা হবে, সেখানে আমার সাথে আপনার আলোচনাও হবে । যেমন, খোতবায়, তালাহ-হদে, আমানে ও ইফামতে । আলাহুর নামের উচ্চতা ও ধ্যাতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয় । সুতরাং আলাহুর নামের সাথে শুভ্র নামও উচ্চ ও সুখাত হবে । যেকোন তিনি ও মু'মিনগণ নামারকম কল্প ও বিপদাপদে প্রেক্ষিতার হিলেন । তাই অতঃপর সেসব কল্প দূর করার প্রতিশুভ্রতি দেওয়া হয়েছে যে, আমি যখন আপনাকে আধিক সুখ দিয়েছি এবং আধিক কল্প দূর করে দিয়েছি,, তখন পাখির সুখ ও প্রবেশ ব্যাপারেও আমার দয়া এবং অনুগ্রহের আশা করা উচিত । সেমতে আমি ওয়াদা করছি) বিশ্ব বর্তমান কল্পের সাথে (অর্থাৎ সফরেই) স্বত্ত্ব হবে । (এসব বিপদাপদের প্রকার ও সংখ্যা অনেক ছিল । তাই তাকীদের জন্ম পুনর্জন্ম ওয়াদা করা হচ্ছে) বিশ্ব বর্তমান কল্পের সাথে স্বত্ত্ব হবে । (সেমতে সব বিপদাপদ এক এক করে দূর হয়ে যাব । অতঃপর এসব নিয়ামতের কারণে শোকের আলায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—আমি যখন এসব নিয়ামত দিয়াই, তখন) আপনি যখন (প্রাচীরকার্য থেকে) অবসর পাবেন, তখন (আপনার বিশেষ বিশেষ ইবাদতে) পরিপ্রেক্ষণ করুন (অর্থাৎ অধিক ইবাদত ও সাধনা করুন । এটাই আপনার শানের উপশুভ্র) এবং (যা কিছু চাইতে হয়, সে ব্যাপারে) আপনার পালনকর্তার দিকে গুরোমিবেশ করুন । (অর্থাৎ তাঁর কাছেই চান । এতেও কল্প দূর করার এক ধরনের সুসংবাদ রয়েছে । কেবলমা, আবেদন করার নির্দেশ দান প্রকারাত্মকে আবেদন পূর্ণ করার প্রতিশুভ্রতি করাপ) ।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

সুরা যোহার পেষে বলিত হয়েছে যে, সুরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সুরায় বেশীর তাপ রসুলুলাহ (সা)-র প্রতি নিয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে । যাই কয়েকটি সুরায় কিয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে । আলোচনা সুরা ইন্সিরাহেও রসুলুলাহ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বলিত হয়েছে এবং এ বর্ণনারও সুরা যোহার মাঝে জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবস্থান করা হয়েছে ।

الْمُشَرِّحُ لِكَ مَدْرَى
শব্দের অর্থ উচ্চুভ্র করা । তাম, তত্ত্বকথা
ও উচ্চম চরিত্রের জন্য বক্তকে প্রশংস করে দেওয়ার অর্থে বক্ত উচ্চুভ্র করা ব্যবহার হয়ে
فَمَنْ فِرِدَ اللَّهُ أَنْ يُؤْهِدَ بِيَشْرَحَ مَدْرَةَ لِلْمَسْلَمِ
রসুলুলাহ (সা)-র পবিত্র বক্তকে আলাহ তা'আলা তাম-তত্ত্বকথা ও উচ্চম চরিত্রের জন্য
এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় পঙ্ক্তি-দর্শনিক্ষণ তাঁর তাম-বিজ্ঞানের ধারে

কাহে পৌঁছতে পারেনি। এর ফলশুভিতে স্লিট-প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আঝাহ্ তা'আলাহ্ প্রতি মনোনিবেশে কোন বিষ স্লিট করত না। কোন কোন সহীহ হাদীসে বলিত রয়েছে যে, ক্রিয়তাপগ আঝাহ্ র আদেশে বাহাত ও তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিকার করেছিল। কোন কোন তফসীরবিদ এছলে বক্ষ উল্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। — (ইবনে কাসীর)

وَرَدَ وَفَعْنَا مَذْكُورٌ وَرَوْفَ الْذِي أَنْقَضَ ظَهَرَى—এর শাবিদ্ধ

অর্থ বোঝা আর আর কোমর তেলে দেওয়া। অর্থাত কোমরকে নুইয়ে দেওয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুরে পড়ে, তেমনি আঘাতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আবি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার এক ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলিত হয়েছে যে, এতে সে বৈধ ও অনুযোদিত কাজ বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পুর্ব ও উপরোগিতাবশত সম্পাদন করেছেন কিন্তু পরে জানা গেছে যে, কাজটি উপরোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র যৰ্যাদা অভ্যন্তর উচ্চে ছিল এবং তিনি আঝাহ্ র নৈকট্যের বিশেষ ক্ষেত্রে অধিক্ষিত ছিলেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্যও তিনি অতিশয় চিন্তিত, দৃঢ়বিত্ত ও ব্যাধিত হতেন। আঝাহ্ তা'আলা আঘাতে সুসংবাদ করিয়ে দে বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে বোঝার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নবৃত্যতের প্রথমদিকে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও শুরুতরুরাপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম ও চার করা এবং কুকর ও শিরকের বিরোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তওঁদীনে একত্ত্বে করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল : **لَمْ سَتَّقْمُ كَمَا أُمِرْتَ** —অর্থাৎ আপনি আঝাহ্ র আদেশ অনুযায়ী সরলপথে অটল থাকুন। রসুলুল্লাহ্ (সা) এই ওরতার তিমে তিমে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর সাড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বলেন : **لَمْ سَتَّقْمُ كَمَا أُمِرْتَ** — এই আঘাত আমাকে বুঢ়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ এ আঘাতে উভ হয়েছে। একে সরানোর পছন্দ পরের আঘাতে এজাবে বলিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কল্টের পর অস্তি আসবে। আঝাহ্ তা'আলা বক্ষ উল্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচূড়ী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

—وَرَفِعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ—রসূলুল্লাহ (সা)–র আলোচনা উভয় করা এই যে,

ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়। সাইয়ে বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও বিশ্বের ‘আশহাদু আল লাইলাহু ইল্লাল্লাহ’র সাথে সাথে ‘আশহাদু আমা ইমেইলাল্লাহু রসূলুল্লাহ’ বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোথাও আনী মানুষ তাঁর নাম সংজ্ঞান প্রদর্শন ব্যতীত উল্লেখ করে না, যদিও সে অমুসলিমান হয়।

এখানে তিনটি বিপ্লবিত উল্লেখ করা হয়েছে— (বক্ত উল্লোচন) **شَرِحِ صَدِّ** (রفع ذِكْرِكَ) ও **وَضْعِ وزْرِ** (বোঝা লাভবন্ধন)। এতেকে **لَكَ** উল্লেখ করা হয়েছে এবং অত্যোক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝধানে **أَنْ** অথবা **عَنْ** ব্যবহার করা হয়েছে। এতে **রসূলুল্লাহ (সা)**–র বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বের মাঝে আলোচনা দিকে ইঙিত রাখেছে, এসব কাজ আপনার আতিতেই করা হয়েছে।

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنْ مَعَ الصَّرْبِ يُسْرًا—আরবী ভাষার একটি নৌতি

এই যে, আলিফ ও লাম সুজ শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জারগায় একই বন্ধসন্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যাতিতেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জারগায় পৃথক পৃথক বন্ধসন্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়তে **الْعُسْرُ** শব্দটি যখন পুনরায় **الْعُسْرُ**। উল্লিখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জারগায় একই **صَدِّ** অর্থাৎ কল্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে **صَرْبٌ** শব্দটি উভয় জারগায় আলিফ ও লাম ব্যাতিতেকে উল্লিখিত হয়েছে। এতে নিম্নমানুষাঙ্গী বোঝা শোয় যে, বিতোয় তথা ব্যক্তি প্রথম **صَرْبٌ** তথা ব্যক্তি থেকে ডিঘ। অতএব আয়তে **إِنْ مَعَ الصَّرْبِ يُسْرًا**—এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই

কল্টের জন্য দু'টি ব্যক্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু'–এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশ্বে দু'–এর সংখ্যা নয়, বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, **রসূলুল্লাহ (সা)**–র একটি কল্টের সাথে তাঁকে অনেক অন্তিমাম করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ আয়ার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, **রসূলুল্লাহ (সা)** সাহাবায়ে কিন্তু আলিফকে এই আয়ত থেকে দু'টি সুসংবাদ উন্নিয়েছেন এবং বলেছেন,

لَنْ يُغْلِبَ عَسْرٌ يُسْرٌ অর্থাৎ এক কল্ট দুই ব্যক্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলিমান ও অমুসলিমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাত প্রস্ত সাঙ্গ দেয় যে, যে কাজ ব্যক্তিন থেকে কল্টিনতর বরং সাধারণ মানুষের দু'টিতে অসম্ভব মনে হত, **রসূলুল্লাহ (সা)**–র জন্য সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত বাস্তিমের জন্য একান্তে খিকর ও আজ্ঞাহ্র দিকে
অনোনিবেশ কর্তা কর্তৃৰীঃ **فَإِذَا فَرَغْتَ فَأُنْصَبْ وَإِلَى رِبِّكَ فَارْجِبْ**

অর্থাৎ আপনি শখন দাওয়াত ও তুবজীগের কাজ থেকে অবসর পান, শখন অন্য কাজের
জন্য তৈরী হয়ে থান। আর তা হল এই যে, আজ্ঞাহ্র খিকর, দোয়া ও ইতেগফারে
আন্তিমোগ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ তফসীরাই করেছেন। কেউ কেউ অন্য
তফসীরও করেছেন কিন্তু এটাই অধিকতর বৌধগম্য তফসীর। এর সারথর্ম এই যে,
দাওয়াত, তুবজীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিক্ষা করা—এসবই
ছিল রসুলুল্লাহ (সা)ৰ সর্ববৃহৎ ইবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত।
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল ওজাতীয় পরোক্ত ইবাদত করে কান্ত হবেন না
বরং অখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাবেন, শখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আজ্ঞাহ্র দিকে
অনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য মাডের দোয়া করুন। আজ্ঞাহ্র
খিকর ও প্রত্যক্ষ ইবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
সক্ষৰত এ কার্যপেই পরোক্ত ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক
প্রয়োজনের ইবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সক্ষৰ। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আজ্ঞাহ্র
দিকে অনোনিবেশ করা এখন বিষয়, যা থেকে মুঁয়িন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে পারে না,
বরং তাঁর জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলিম সমাজ, শার শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে
নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সবচ আজ্ঞাহ্র খিকর ও আজ্ঞাহ্র দিকে অনোনিবেশে
ব্যাপ্তি হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও
কার্যকর হয় না এবং তাতে ব্যরকতও হয় না।

نَصْبٌ شَكْرٌ فَأُنْصَبْ

থেকে উন্নত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ঝাঁকি। এতে ইস্তিম রয়েছে যে, ইবাদত ও
খিকর এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ঝাঁকি অনুভূত হয়—আরাম পর্যন্তই
সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন উষিক্ষা কিংবা নিয়ম মেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও
ঝাঁকি, যদিও কাজ সাধান্তাই হয়।

سورة التين

માત્રા તીવ્ય

ଶକ୍ତାମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ୯ ଆୟାତ ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالثَّيْنَ وَالْزَّيْتُونَ ۝ وَطُورِسِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلْدُ الْأَمَيْنُ ۝ لَقَدْ
خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سُفْلَيْنَ ۝
إِلَّا الَّذِينَ أَمْتَوْا وَعَيْلُوا الظَّلْمَسْعَى فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْوَى ۝ فَمَا
يَكْدِيْكَ بِمَدْبُلِ الْتَّيْنِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ يَأْخُوْكُمُ الْحَكِيْمَيْنِ ۝

ପରାୟ କରିଲାମର ଓ ଅସୀଘ ଦୟାଳ ଆଜାହର ନାମେ ଉଚ୍ଛ୍ଵେ

- (১) সমস্যা আজীবীর কলা (তথ্য ভূম্যান) ও ব্যবস্থাপনের, (২) এবং তারে সিনৌনের
 (৩) এবং এই নিরাপদ সমগ্রীর। (৪) আমি সুলিষ্ঠ করেছি মানুষকে সুস্মরণতর জীবনের
 (৫) অঙ্গপর তাকে কিরিয়ে দিয়েছি নৌচ থেকে নৌচে (৬) কিন্তু শারীর বিচার খাপন করেছে
 ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেহ পুরস্কার। (৭) অঙ্গপর কেবল তুমি অবিজ্ঞাস
 করছ কিয়ামতকে? (৮) আজাহ কি বিচারকদের মধ্যে প্রের্ণতম বিচারক নন?

ચક્રવીરાજ જાન-સરકાર

শপথ আজীব (ডুমুর) রাক্ষেত, যমতুম রাক্ষেত, তুরে সিনৌনের এবং এই নিরাপদ নগরীর (অর্থাৎ মঙ্গল যোগাযোগযাত্রা); আবিশ্বাসকে সুস্মরণতর অবস্থাবে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর (তাদের ঘৰ্য্যে যে লোক হৃষি হয়ে থাই) তাকে হীনতাপ্রস্তুদের ঘৰ্য্যে হীনতর করে দেই। (অর্থাৎ সৌম্য কর্মাকারে এবং শক্তি দৌর্বল্যে পরিবর্তিত হয়ে থাই)। ফলে সে হীন থেকে হীনতর হয়ে থাই। (এতে পূর্ণ মন্দতা বর্ষমা করা উদ্দেশ্য)। এর ফলে আজাহ যে তাদেরকে পরমায় সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাই ফলটি উঠে। অন্য এক আজ্ঞাতে

আহ—**أَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ قُرْبَى**—আহাহ তা'আলা পুনরায় স্থিত
করতে ও জীবিত করতে সক্ষয়—একথা সপ্তমাংশ করাই এ সরার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

فَمَا يُكْنِبُ بَعْدَ بَا لَدِينِ —বাকে এরই প্রতি ইরিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা যায় যে, সব হৃষ্টই বিভ্রী ও হীন হয়ে যাব। এই সদেহ নিরসনের জন্য অতঃপর আয়াতে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবিছিন্ন পুরুষার। (গতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মু'যিন সৎকর্ম হৃষ্ট ও দুর্বল হওয়া সংশ্লেষণে পরিণতির দিক দিয়ে ডাল অবস্থায়ই থাকে, এবং তাদের ইয়েমত পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যাব। অতঃপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যখন স্থিতি করতে ও অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন হে মানুষ) অতঃপর কিসে তোমাকে কিয়ামতে অবিস্মাসী করে? (অর্থাৎ কোন্ মৃত্তি-প্রয়াপের তিতিতে তুমি কিয়ামতকে মিথ্যা মনে কর?) আল্লাহ্ তা'আলা কি সব বিচারক অপেক্ষা প্রেরিত বিচারক নন? (পাথিব কাজকারবারে ও তত্ত্বধে আনবস্থিতি ও বার্ধক্যে তার মধ্যে পরিবর্তন আনার কথা উপরে বিশিষ্ট হয়েছে এবং পারলৌকিক ব্যাপারাদিতেও—তত্ত্বধে কিয়ামত ও দান-প্রতিদান অন্যত্যম)।

আনুষঙ্গিক জাতীয় বিষয়

وَالثَّئِنِ وَالزِّيَنِ —এ সুরায় চারটি বক্তুর শপথ করা হয়েছে। এক. তীব্র

অর্থাৎ আজীর তথা ডুমুর রুক্ষ। দুই. যয়তুন রুক্ষ। তিন. তুরে সিনৌন। চার. মুক্তা মৌকারুরাম। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তুর পর্বত ও মুক্তা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তুন রুক্ষে বহুল উপকৰীয়। এটাও সংজ্ঞাপন যে, এখানে তীব্র ও যয়তুন উল্লেখ করে সে ছান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ রুক্ষ প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আর সে ছান হচ্ছে শাম দেশ, যা পয়গম্বরগণের আবাসস্থলি। হযরত ইবন্রাহীম (আ)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মুক্তা মৌকারুরাম আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব পরিষ্কৃত তুমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ অস্মান্তরে বসেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসস্থলি। তুর পর্বত মুসা (আ)-র আল্লাহ্ সাথে বাক্যালাপের ছান। সিনৌন অথবা সৌনা তুর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষে নবী (সা)-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ :—
শপথের পর বলা হয়েছে :—**أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**—এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুর অবয়ব ও ডিজিকে টিক করা।

أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ—এর উদ্দেশ্য এই যে, তার যজ্ঞা ও স্তুতিকেও অন্যান্য স্তুতি জীবের তুমনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকাশ-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্টি বন্দর যথে যানুষ সর্বাধিক সুস্মর । যানুষকে আঝাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টি বন্দর যথে সর্বাধিক সুস্মর করেছেন । ইবনে আরাবী বলেন । আঝাহ্ বন্দর যথে যানুষ অপেক্ষা সুস্মর কেউ নেই । কেননা, আঝাহ্ তা'আলা তাকে জানী, সজিমান, বজ্রা, প্রোতা, প্রলটা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন । এগুলো প্রত্যক্ষে আঝাহ্ তা'আলার শুণাবলী । সেবতে বুধাবী ও মুসলিমের হাদীসে আছে । **نَلِهَ خُلُقٌ أَدْمَ عَلَى مُورَّتٍ** অর্থাৎ আঝাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে নিজের আকারে স্থিত করেছেন । এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আঝাহ্ তা'আলার কান্তিপুর শুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেওয়া হয়েছে । নতুবা আঝাহ্ তা'আলার কোন আকার নেই ।—(কুরআনী)

যানুষ সৌন্দর্যের একটি অঙ্গবনীয় ঘটনা : কুরআনী এছালে বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে মুসা হাশেমী খলীফা আবু জাফর মনসুরের একজন বিশেষ সজাসদ ছিলেন । তিনি জীবে অত্যধিক ভালবাসতেন । একদিন জ্যোৎস্না রাখিতে জীর সাথে বসে হাসি তামাশার হলে বলে কেলেন । **أَفَنْ طَالَنْ لَلَّا إِنْ لَمْ تَكُونْ فِي أَحْسَنِ مِنَ الْقَمَرِ** অর্থাৎ কৃতি তিনি তালাক, যদি কৃতি চীস অপেক্ষা অধিক সুস্মরী না হও । একথা বলতেই ঝী উচ্চে পর্দার চোর গেজ এবং বলত : আপনি আমকে তালাক দিয়েছেন । ব্যাপারটি যদিও হাসি তামাশার ছিল কিন্তু বিধান এই যে, পরিষ্কার তালাক সব হাসি তামাশার হলে উচ্চারণ করেও তালাক হয়ে থায় । ঈসা ইবনে মুসা চরম অহিন্দোভাব যথে রাখি অতিবাহিত করলেন । প্রত্যুষে খলীফা আবু জাফর মনসুরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত সুস্মরত জামালেন । খলীফা শহরের ক্ষতিগ্রস্ত আবিষ্যগপকে ডেকে যাস'আলা জিতেস করলেন । সবাই এক উচ্চর দিলেন যে, তালাক হয়ে গেছে । কেননা, তাদের মতে চুক্র অপেক্ষা সুস্মর হওয়া কোন যানুষের পক্ষে সম্ভবপরাই নয় । কিন্তু ইমাম আবু হানীকার জনেক শিষ্য আলিম চুপচাপ বসে ছিলেন । খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন ? তখন তিনি বিসিনিয়াহির রাহুমানির রাহীম পাঠ করে আলোচ সুরা তীন তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন : আমিকুল মু'মিনীম, আঝাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, যানুষ যাতেরাই অবয়ব সুস্মরতম । কোন কিছুই যানুষ অপেক্ষা সুস্মর নয় । একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিত্তি হয়ে গেলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না । সেবতে খলীফা তালাক হয়েন বলে রাখ দিয়ে দিলেন ।

এ থেকে জানা গেল যে, আঝাহ্ তা'আলার সমস্ত স্থিতির যথে যানুষ সর্বাধিক সুস্মর—ক্রম ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এবং শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও । তার মুক্তকে কেমন অর কি কি আশৰ্বজনক কাজ করছে—মনে হয় যেন একটি ক্ষাক্টরী, শাতে নাযুক, সূর ও সরঁশিয়া হেশিন চালু রয়েছে । তার বক্ষ ও পেটের অবস্থাও তপ্তুগ । তার হস্তপদের গঠন ও আকার হাজারো উপযোগিতার উপর ভিজিলী । এ কারণেই দার্শনিকগণ বলেন : যানুষ একটি ক্রুত জগৎ অর্থাৎ সমস্ত জগতের একটি যাতে । সমস্ত জগতে কৈসব বস্ত ছিলে আছে, তা সবই যানুষের যথে সম্বৰ্তে আছে ।—(কুরআনী)

সুকী বুরুগগণও এ বিশ্বের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ মানুষের আপাদমস্তুক বিশ্বের করে তাতে জগতের সব বন্দর নমুনা দেখিয়েছেন ।

فِمْ وَنَّا ظَاهِرٌ سَقْلَ سَافِلِينَ—পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমস্ত হাতিটির মধ্যে

সুলক্ষণতম হাতিটি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রায়তে মেয়ের সমস্ত হাতিটির মধ্যে সর্বাধিক সুলক্ষণ ও প্রের্ণ্য ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্টত্ব থেকে নিকৃষ্টতর এবং যদ্য থেকে অল্পতর হয়ে যায়। বজাবাহলা, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। হৌবন অন্তিমত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কৃতী মুণ্ডিগোচর হতে থাকে এবং কর্মকর্মতা হাতিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কানও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীবজন্তু এর বিপরীত। তারা শেষ পর্যন্ত কর্মকর্ম থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে দুঃখ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রূক্ষ কাজ নেয়। তাদেরকে জবাই করা হলে অথবা তারা মারা গেলেও তাদের ঠামড়া, পশম, অবি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দার্তা কোন মানুষ অথবা জীবের উপকার হয় না। সার কথা, মানুষ যে নিকৃষ্টতদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তার বৈষম্যিক ও শারীরিক অবস্থা। হস্তরত বাহ্যিক প্রযুক্ত থেকে এ তৎসীরীটি বিপিত হয়েছে।—(কুরাতুবী)

এ তৎসীর অনুবাদী পরের আয়াতে মু'মিন সৎকর্মীর বাতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন সৎকর্মী বার্ধক্যে অক্ষম ও অপারক হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত ও বৈষম্যিক অকর্মন্যতার ক্ষতি তাদের হয় না বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যান্না নিজেদের সমস্ত চিন্তা ও ঘোগ্যতা বৈষম্যিক উভারিতেই বায় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু মু'মিন সৎকর্মীর পুরুষকার ও সওয়াব কোন সহয়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত ও অপারক-কর্তার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখই সুখ বিদ্যায়ান থাকে। বার্ধক্য-জনিত বেকারত ও কর্ম দ্রুত পাওয়া সঙ্গেও তাদের আমলনামীয়া সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। ইহরত আনন্দের রেওয়ায়েতে রসুজ্জাহ (সা) বলেন : কোন মুসলমান জনুর হয়ে পড়লে আরাহত তা'আজা আমল জৈবক জৈয়েশ্বর্তাগণকে আদেশ দেন, সুখ অবস্থার সে বেসব সহ কর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামীয়া রিপিবল করতে থাক।—(বুধাবী) এছাড়া এছাড়ে মু'মিন সহ কর্মীর প্রতিদান জাহাজ ও তার নিম্নামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে : **أَجْرُ غُصْنٍ مُّهْبِتٍ**

—অর্থাৎ তাদের পুরুষকার কর্ম ও বিজিহত ও ক্ষতিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হচ্ছে যে, তাদের এই পুরুষকার দুনিয়ার বৈষম্যিক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আরাহত তা'আজা তার প্রিয় বাসাদের জন্য বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে অধিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বশক্তির সেবায় করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে করে মানুষ বৈষম্যিক ও দৈহিক দিক দিয়ে আকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারাপে গলা হয়, সে করেও আরাহত প্রিয় বাসাদের বেকার থাকেন না। কোন কোন তৎসীরবিদ আলোচ্য

আমাদের এরাগ উফসৌর করেছেন যে,

رَبَّنَا أَنْتَ أَسْفَلُ سَافِلِينَ — সাধারণ

মানুষের জন্য নয় বরং কাফির ও পাপাচালীদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আজ্ঞাহ্ প্রদত্ত সুন্দর অবস্থা, শুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষম্যিক সুখ-স্বাক্ষরের পেছনে বরবাদ করে দেন। এই অক্রমতার শাক্তি হিসাবে তাদেরকে হীনতায় পর্যায়ে পৌছে দেওয়া হবে।

এমতোবছায় **إِنَّ الَّذِينَ أَصْلَوُا** বাকোর বাতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ

যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে মিহল্টভূম পর্যায়ে পৌছানো হবে না। কেননা, তাদের পুরুষার সব সময়ই অবাহিত থাকবে।—(মাঝহারী)

فَمَا يُكَذِّبُ بَعْدَ بِالْأَدْعِيَنَ — এতে কিয়ামতে অবিজ্ঞাসীদেরকে হৈসিরার করা

হয়েছে যে, আজ্ঞাহ্ কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্য পরকাল ও কিয়ামতকে খিখ্য মনে করার কি অবকাল থাকতে পারে। আজ্ঞাহ্ তা'আজ্ঞা কি সব বিচারকের মহা বিচারক নন ?

হয়েত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে বাতি সুরা তীব্রের **وَأَنَا عَلَىٰ** **اللَّهُ بِالْحَكْمِ الْعَالِيِّ** পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত

ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ বলা। সেমতে কিকাহ্বিদগণের অত্তেও এই বাক্যটি পাঠ করা যোক্তাহাব।

سورة العلق

سُورَةُ الْعَلْقٍ

মঙ্গল অবতীর্ণ : ১৯ আস্তান ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِقْرَأْ يَا سَمِّ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ هَذِهِ الْأَنْسَابَ مِنْ عَلِقٍ إِقْرَأْ وَرَبِّكَ
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْعَلْقِ عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ
الْإِنْسَانَ لَيَطْغِي إِنَّ رَبَّهُ أَنْتَكَ إِنَّ إِلَيْكَ الرُّجُوعُ إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي
يَنْهَا إِذَا حَطَّ إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي أَنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمْرَ
بِالْتَّقْوَىٰ أَوْ نَهَا إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّ إِنَّمَّا يَعْلَمُ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى
لَمْ يَنْتَهِ لَنْسُفُكَ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٌ كَذِبَةٌ خَلْقَةٌ فَلَيَدْعُ نَادِيَهُ
سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ كَلَّا لَا تُطْغِي وَاسْهُدْ وَاقْرَبْ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আহ্মদের নামে শুভ

- (১) পাঠ করুন আগন্তর পাঠনকর্তার নামে যিনি সুলিষ্ঠ করেছেন (২) স্পষ্ট
করেছেন মানুষকে জ্ঞান রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আগন্তর পাঠনকর্তা মহা
সমাজ, (৪) যিনি কলামের সাহায্যে শিঙ্কা দিয়েছেন, (৫) শিঙ্কা দিয়েছেন মানুষকে যা
সে জানত না। (৬) সত্তি সত্তি মানুষ সৌমালংঘন করে, (৭) একারণে যে, সে নিজেকে
অভাবযুক্ত মনে করে। (৮) শিষ্টজ্ঞ আগন্তর পাঠনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (৯)
আগন্তি কি তাকে দেবেছেন, যে নিষেধ করে। (১০) এক বাস্তাকে শখন সে নামায় পড়ে?
(১১) আগন্তি কি দেবেছেন যদি সে সৎ পথে থাকে (১২) অথবা আহ্মদীতি শিঙ্কা দেয়।
(১৩) আগন্তি কি দেবেছেন, যদি সে যিখারোপ করে ও শুধু ফিরিয়ে দেয়। (১৪) সে কি
জানে না যে, আহ্মদ দেখেন? (১৫) কথনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে অমি মন্তকের
সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেচড়াবই—(১৬) মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। (১৭) অতএব,
সে তার সকাসদসেরকে আহ্মদ করুক। (১৮) আমিও আহ্মদের আহ্মামের

গ্রহণযোগ্যকে। (১১) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ।

مَا لِمْ يَعْلَمْ فِرْأَوْ) পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতরণের শাখায়ে নবুয়াতের সুচনা হয়। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে এর কাহিনী এভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, নবুয়াত মাজের কিছু দিন পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সা) আপনাআপনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে যান। তিনি হেরা গিরিশ্চাহীয় গমন করে কয়েক রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এক দিন হঠাতে জিবরাইল এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন : আর্থাৎ পাঠ করুন। রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন :

الْبَاقِرَىٰ) আর্থাৎ আমি যে পড়তে জানি না। জিবরাইল তাঁকে সজোরে চেপে ধরলেন। অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন : আর্থাৎ পাঠ করুন। তিনি আবারও সে জওয়াবই দিলেন। এমনিভাবে তিনি বার চেপে ধরলেন ও ছেড়ে দিয়ে বললেন : আর্থাৎ পাঠ করুন। (مَا لِمْ يَعْلَمْ فِرْأَوْ)

হে পয়গম্বর (এ সময়কার আয়াতগুলোসহ আপনার প্রতি যে কোরআন নাযিল হবে, তা) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম নিয়ে পাঠ করুন। [অর্থাৎ ঘৰ্খ পাঠ করুন, তখন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলে পাঠ করুন। অন্য এক আয়াতে :
إِذَا قَرَأْتَ

الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ) বলে কোরআন পাঠের সাথে আউয়ুবিজ্ঞাহ পড়ার আদেশ করা হয়েছে। এ দু'টি আদেশের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর উপর ডরসা করা ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এটা যন্তে যনে বলা ওয়াজিব এবং মুশ্রে উচ্চারণ করা সুন্নত। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ (সা)-র বিসমিল্লাহ জানা থাকা জরুরী নয়। কিন্তু কোন রেওয়ায়েতে ও সুরার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল হওয়াও বিপিত আছে।

اَخْرَجَ الْوَاحِدِيُّ عَنْ عَكْرَمَةَ وَالْحَسْنِ اَنَّهُمَا قَالَا اولَ مَا نَزَّلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاولُ سُورَةٍ افْرَأً وَاُخْرَجَ ابْنَ جَرِيرٍ وَغَيْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اولَ مَا نَزَّلَ جَبِراً تَهْلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَلِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مُحَمَّدَ اسْتَعِدْ ثُمَّ قَلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كَذَا فِي رُوحِ الْمَعْنَى -

আলোচ্য আরাতে আল্লাহর নামে পাঠ করতে বলা হয়েছে। এ আরাতে স্বরং এই আয়াতসমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা এমন যেমন কেউ অপরকে বলে, আমি যা বলি শুন। এতে স্বরং এই বাক্যটি শুনার আদেশ করাও বঙ্গার উদ্দেশ্য থাকে। অতএব সারুকথা এই যে, এ আয়াতগুলো পাঠ করন অথবা পরে যেসব আয়াত নথিল হবে, সেগুলো পাঠ করুন, সবগুলোর পাঠই আল্লাহর নামে হওয়া উচিত। রসুলুল্লাহ् (সা) অতঃপূর্বভাবে জানতে গেরে-ছিলেন যে, এটা কোরআন ও ওহী। হাদীসে বলিত আছে যে, তিনি ভীত হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওয়ারাকা ইবনে মওফসের কাছে গমন করেছিলেন। অবশ্য সন্দেহের কারণে ছিল না বরং ওহীর ভৌতিক কারণে তিনি এরপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিষয়টি ওয়ারাকার কাছে বর্ণনা করা ছিল যানসিক শাস্তি ও বিশাস রুজির উদ্দেশ্যে, অবিশ্বাসের কারণে নয়। শিক্ষক ছাত্রকে অক্ষর শিক্ষাদান আরও করার সময় বলেন : পড়। একে কেউ অসাধ্য বলেও আদেশ বলে না। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র উষর করার এক কারণ এই যে, তিনি কি পড়বেন, তা তাঁর কাছে নির্দিষ্ট ছিল না। এটা পয়গস্থরের শানের খেলাফ হয়। খুভীয় কারণ এই যে, পাঠ করা অধিকাংশ সময় জিবিত বিষয় পড়ার অর্থে ব্যবহৃত নয়। তাঁর মেহেতু অক্ষরজ্ঞান ছিল না, তাই এই উষর করেছেন। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহীর গুরুত্বার বহন করার যোগাতা স্লিটের উদ্দেশ্যে সম্বত জিবরাস্ত তাঁকে চেপে ধরেছিলেন।

أَعْلَمُ بِالْمَوْلَانِ كَرْتَا (ب)

শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমি আপনার পুরোপুরি পালন করব এবং নবুয়াতের উচ্চ মর্যাদায় দৌছে দেব। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তিনি এমন পালনকর্তা যিনি (সবকিছু) স্লিট করেছেন। (বিশেষভাবে এ শুণটি উল্লেখ করার তাত্ত্বিক কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এ নিয়ামতটিই প্রকাশ পায়। অতএব সর্বাপ্রে এরই উল্লেখ সমীচীন। এছাড়া স্লিটকর্ম স্লিটার অন্তিম প্রয়াণ করে। স্লিটার জ্ঞান জ্ঞান করাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রগত্য কাজ। ব্যাপক স্লিটের কথা বলার পর এখন বিশেষ বিশেষ স্লিটের কথা বলা হচ্ছে—) যিনি (সব স্লিট বন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে) মানুষকে জমাটি রক্ত থেকে স্লিট করেছেন। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্লিটকাপী নিয়ামতসমূহের মধ্যে সাধারণ স্লিট বন্ধের তুলনায় মানুষের প্রতি অধিক নিয়ামত রয়েছে। তাকে অনেক উরত করেছেন, চমৎকার আকার-আকৃতি দিয়েছেন এবং জ্ঞান পরিমায় সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং মানুষের অধিক শোককর ও যিকস্ত করা উচিত। বিশেষভাবে জমাটি রক্ত উল্লেখ করার কারণ সম্বত এই যে, এটা একটা বৱায়খী অবস্থা। এর আগে রয়েছে বৌর্য, খাদ্য ও উপাদান এবং এরপরে রয়েছে মাংসপিণি, অস্তি গঠন ও আজ্ঞাদান। সুতরাং জমাটি রক্ত যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা-সমূহের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। অতঃপর কোরআন পাঠ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সাব্যস্ত করার জন্য বলা হয়েছে :) আপনি কোরআন পাঠ করুন। (অর্থাৎ প্রথম আদেশ

بِسْمِ رَبِّكَ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ । থেকে এরপ বোঝা উচিত নয় যে, এখনে আসল উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর নাম বরং পাঠ করাও উদ্দেশ্য। কেননা, পাঠ করাই তবলাগের উপায় এবং পয়গস্থরের

আসজ কাজাই তবলীগ । সুত্রাং এই পুনরুৎসব দ্বারা একথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, রসুলুজ্জাহ (সা)-কে তবলীগের আদেশ করা হয়েছে । অতঃপর সে ওষ্ঠর দূর করার প্রতি ইঙ্গিত রাখেছে, যা তিনি প্রথমে জিবরাউরের কাছে পেশ করেছিলেন যে, তিনি পড়া জানেন না : বলা হয়েছে :) আপনার পালনকর্তা দয়ালু (যা ঈচ্ছা দান করেন) যিনি (লেখাপড়া জ্ঞানদেরকে) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন (এবং সাধারণভাবে) মানুষকে (অন্যান্য উপায়ে) শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না । [অর্থাৎ প্রথমত শিক্ষা লেখার যাধ্যবেই সীমাবদ্ধ নয় —অন্যান্য উপায়েও শিক্ষা হতে দেখা যায় । বিভিন্নত উপায়াদি অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াশৈল নয়—প্রকৃত শিক্ষাদাতা আমি । সুত্রাং আপনি লেখা না জানলেও আমি আন উপায়ে আপনাকে পড়া এবং ওহীর আন সংরক্ষণের শক্তি দান করব । কারণ, আমি আপনাকে পাঠ করার আদেশ দিয়েছি । বাস্তবেও তাই হয়েছিল । সুত্রাং এ আয়াতসমূহে নবুয়াত ও তার ডুয়িকা এবং পরিপূরক বিহুরাদির বর্ণনা হয়ে গেছে । যেহেতু পরাগজরের বিরোধিতা চরম গোমাহ ও গহিত কাজ, তাই অনেক স্বরে অবতীর্ণ পরবর্তী আয়াতসমূহে রসুলুজ্জাহ (সা)-র বিলিত্ত বিরোধিতাকারী আবু জাহলের নিচ্ছা ব্যাপক ভাষায় করা হয়েছে । ফলে অন্যান্য বিরোধিতা-কারীও এতে শ্যামিত হয়ে গেছে । এসব আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, একবার আবু জাহল রসুলুজ্জাহ (সা)-কে নামায পড়তে দেখে বলল : আমি আপনাকে নামায পড়তে ধারবার নিষেধ করেছি । রসুলুজ্জাহ (সা) তাকে ধ্যক্ত দিলে সে বলল : মুক্তির অধিকাংশ লোকই আমার সাথে রাখেছে । যদি আপনাকে ভবিষ্যতে নামায পড়তে দেখি, তাহলে আপনার ঘাঢ়ে পা রেখে দেব (নাউফুবিজ্ঞাহ) । সেবতে সে একবার নামায পড়ার সময় হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে এগিয়ে এল কিন্তু হয়ের (সা)-এর কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেল এবং পেছনের দিকে সরতে লাগল । সরে এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে বলল : আমি সামনে একটি অশ্বপূর্ণ গর্ত দেখেছি এবং তাতে পাখাবিশিষ্ট কিছু বস্তু দুলিত্তগোচর হয়েছে । রসুলুজ্জাহ (সা) একথা শনে বলেন : তারা ছিল ফেরেণতা । যদি আবু জাহল আরও সামনে এগোত, তবে ফেরেণ-তারা তাকে টুকরা টুকরা করে দিত । এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে । বলা হয়েছে] সত্য সত্য (কাফির) মানুষ সীমান্ধন করে । কারণ, সে নিজেকে (অন্যদের থেকে) অমুখাপেক্ষী মনে করে । (অন্য আয়াতে আছে : **وَلَوْ بَعْضَ لِبَقَاعَ الرِّزْقِ لَعِيَادَةٌ** —

**—অর্থ এই অমুখাপেক্ষীর কারণে অবাধাতা করা নির্ব-
চিত ।**

কেননা, কেউ যদি সৃষ্টি জীবের প্রতি কোন দিক দিয়ে অমুখাপেক্ষী হয়েও যায় কিন্তু প্রক্টোর প্রতি সে কোন অবস্থাতেই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না । এখনকি পরিশেষে হে মানুষ) তোমার পালনকর্তার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন হবে । (কখনও জীবদ্ধার ন্যায় তাঁর কুদরত দ্বারা বেলিতে হবে এবং তখন অবাধাতা হে শান্তি হবে, তা থেকেও কোথাও পালাতে পারবে না । সুত্রাং অক্ষম বাস্তিশ সংক্ষেপের প্রতি কেমন করে অমুখাপেক্ষী হতে পারে ? অতএব নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করা এবং তাঙ্গন্য অবাধাতা করা বোকামিই বটে । অতঃগর্ব জিজ্ঞাসার আকারে অবাধাতাৰ জন্য বিশ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে—) হে মানুষ,

তুমি কি তাকে দেখছ, যে (আমার) এক বাস্তকে নামায পড়তে বারণ করে ? (অর্থাৎ এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় আর নেই। নামাযকে নামায পড়তে বারণ করা খুবই মন্দ ও বিশ্বাসকর বিষয়। অতএব অধিকতর তাকীদ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) হে বাস্তি, তুমি কি দেখছ, যদি সে বাস্তা (যাকে বারণ করা হয়েছে) সহ পথে থাকে (যা নিজস্ব শুণ) অথবা অপরকে আল্লাহত্তোত্তি শিক্ষা দেয় (যা পরোপকারী। 'অথবা' বলে সংজ্ঞবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দু'টি শুণের মধ্যে একটি প্রাকলেও নিষেধকারীর নিষ্দার জন্য যথেষ্ট হত। আর তার মধ্যে তো দু'টিই রয়েছে)। হে বাস্তি, তুমি কি দেখছ, যদি সে (নিষেধকারী) বাস্তা মিথ্যারূপ করে এবং (সত্ত্বধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ বিশ্বাসও না রাখে এবং আমলও না করে)। প্রথমে দেখ যে, নামায পড়তে আকৃল করা কত মন্দ! এরপর মক্ষ কর, বারণকারী একজন পথচর্চাট এবং যাকে বারণ করাই সে একজন সহ পথপ্রাপ্ত। সুতরাং এটা কেমন বিশ্বাসকর বাপার! অতএব বারণকারীর উদ্দেশ্য শাস্তিবান্তি উচ্চারিত হয়েছে—) সে কি জানে না যে, আল্লাহ-তা'আলা (তার অবিধাতা এবং তা থেকে ঝুঁপয়া কার্যকলাপ) দেখছেন (এর জন্য)। তিনি শাস্তি-দেবেন ? (তার কথনত ত্রুট্প করাই উচিত নয়।) যদি সে (এই কর্মকাণ্ড থেকে) বিহত না হয়, তবে আমি (তাকে) মন্তকের সামনের কেশগুচ্ছ থেরে যা, মিথ্যা ও পাপে আপ্ত কেশগুচ্ছ (জাহাজামের দিকে) হেঁচড়াবই। (সে তার দলবলের স্পর্ধা দেখিয়ে আমার পয়গঢ়ারকে হমকি দেয়—) অতএব সে তার সভাসদ-দেরকে আহ্বান করুক, (সে একপ করলে) আঙ্গিও জাহাজামের প্রহরীদেরকে আহ্বান করব। [সে আহ্বান করেনি বলে আল্লাহ-তা'আলা ও জৈরেশতাগামকে আহ্বান করেন নি। এক হাতীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, আবু জাহাজ একপ করলে জাহাজামের প্রহরী জৈরেশতাগাম অবশ্যই প্রকাশ্যে তাকে প্রাকচাও করত]। কথনও তার একপ করা উচিত নয়। আপনি (এই নালায়কের কোর পরওয়া করবেন মা এবং) তার কথা মনে চলবেন না (যেমন এ পর্যন্ত যেনে চলেন নি) এবং (পূর্ববর্তী) সিজদা করল এবং আমার নেকটা অর্জন করুন। [এতে ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ-তা'আলা রসুলুল্লাহ (সা)-কে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১২১

ওহীর সুচনা ও সর্বপ্রথম ওহী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম ও বিষয়ে একমত যে, সুরা আলাক থেকেই ওহীর সুচনা হয় এবং এ সুরার প্রথম পাঁচটি আয়াত (মালম يَعْلَم) পর্যন্ত)। সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সুরা-মুদ্দাস্সিরকে সর্বপ্রথম সুরা এবং কেউ কেউ সুরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম সুরা বলে অভিহিত করেছেন। ইয়াম বগ্নী অধিকাংশ আলিমের মতকেই বিশ্বক বলেছেন। সুরা মুদ্দাস্সিরকে প্রথম সুরা বলার প্রারম্ভ এই যে, সুরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাযিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, সাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে—এই বিরতির কারণে রসুলুল্লাহ (সা) ডেষপ মর্মবেদন ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ জিবরাইল (আ) সামনে আসেন

এবং সুরা মুন্দাস্সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও শুই অবতরণ এবং জিবরাইলের সাথে সাক্ষাতের দরকন রসুলুজাহ (সা)-এর মধ্যে সে পূর্বের যতই ভাবাত্তর দেখা দেয়, যা সুরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরাটিকালের পর সর্বপ্রথম সুরা মুন্দাস্সি-দের প্রাথমিক আয়তসমূহ অবতীর্ণ হয়। কালে একেও প্রথম সুরা আল্যা দেওয়া যায়। সুরা ফাতিহাকে প্রথম সুরা বরার কারণ এই যে, পূর্ণ সুরা হিসাবে একজন সুরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সুরার অংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল।—(মাঘারী) বুখারী ও মুসলিমের একটি দৌর্ঘ হাদীসে নবৃত্ত ও ওহীর সুচনা সম্পর্কে উল্লেখ মু'মিনীন হয়রত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ সর্বপ্রথম সত্তা আপের মাধ্যমে রসুলুজাহ (সা)-এর প্রতি ওহীর সুচনা হয়। তিনি আপে যা দেখতেন, বাস্তবে হবহ তাই সংঘাতিত হত এবং তাতে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকত না। আপে দেখা ঘটনা দিবামোক্ষের মত সামনে এসে যেত।

এরপর রসুলুজাহ (সা)-এর মধ্যে নির্জনতার ও একাত্তে ইবাদত করার প্রবল বৌক স্থিত হয়। এজন্য তিনি হেরা পিরিগুহাকে পছন্দ করে নেন (এ ওহাচি মকার কবরছান জাঙ্গাতুল মুয়াজ্জা থেকে একটু সামনে জাবালুমুর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। এর শুঙ্গ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়)। হয়রত আয়েশা (রা) বলেনঃ তিনি এ ওহায় রাঞ্জিতে পথন করতেন এবং ইবাদত করতেন। পরিবার-পরিজনের অবরোধের নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় দিলে তিনি সেখানেই অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনীয় পাথের সঙে নিয়ে যেতেন। পাথের শেষ হয়ে গেলে তিনি পঙ্গী খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে আসতেন এবং আরও কিছুদিনের পাথের নিয়ে ওহায় গয়ন করতেন। এমনিভাবে ওহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে ওহী আগমন করে। হেরা ওহায় নির্জনবাসের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি পূর্ণ রামায়ন যাস এ ওহায় অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক ও বুরকানী (র) বলেনঃ এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করার প্রমাণ কোন রেওয়ায়েতে নেই। ওহী অবতরণের পূর্বে মাঘায় ইত্যাদি ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হেরা ওহায় রসুলুজাহ (সা) কিভাবে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে কোন কোন আলিয় বলেনঃ তিনি নহ, ইবরাহীম ও ঈসা (আ)-র শরীরত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। কিন্তু কোন রেওয়ায়েতে এর প্রমাণ নেই এবং তিনি নিরক্ষর ছিলেন বিধায় একে বিকল্পও নেন নেওয়া যায় না। বরং বাহ্যত বোঝা যায় যে, তখন জনকোলাহল থেকে একজনে গমন এবং আজ্ঞাহ তা'আলার বিশেষ ধ্যানে যথ হওয়াই ছিল তাঁর ইবাদত।—(মাঘারী)

ওহীর আগমন সম্পর্কে হয়রত আয়েশা (রা) বলেনঃ হয়রত জিবরাইল (আ) রসুলুজাহ (সা)-র কাছে আগমন করে বলেনঃ **فِرْقَةٍ!** (গাঠ করুন)। তিনি বলেনঃ

مَا نَا بِقَارِي আমি পড়া জানি না। [কারণ, তিনি উল্লম্ব ছিলেন। জিবরাইল (আ)-এর উদ্দেশ্য কি, কিভাবে পড়াতে চান এবং কোন লিখিত বিস্তৃত পড়তে হবে কিন্না ইত্যাদি নিরবর তিনি স্পষ্টভাবে বুজতে সক্ষম হন নি। তাই ওয়াল পেশ করেছেন।] রেওয়ায়েত রসুলুজাহ (সা) বলেন, আয়ার এ জওয়াব শুনে জিবরাইল (আ) আমাকে বুকে জড়িয়ে

ধরলেন এবং সঙ্গের চাপ দিলেন। ফলে আমি চাপের কল্প অনুভব করি। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : **فَرَأَ** ! (পাঠ কর)। আমি আবার পূর্ববৎ জওয়াব দিলাম।

এতে তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরলেন। চাপের কল্প অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বারের মত পাঠ করতে বললেন। আমি এবারও পূর্ববৎ জওয়াব দিলে তিনি তৃতীয়বারের মত আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন :

اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ الَّذِي خَلَقَ - كَلَّقَ الْأَنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِفْرُأْ وَرَبَّ
اَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمِ عَلِمَ الْأَنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

কোরআনের এই সর্বপ্রথম পাঁচখানি আয়াত নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) থারে কিরলেন। তাঁর হাদয় কঠিপছিল। খাদীজা (রা)-র কাছে পৌছে বললেন : **زَمْلَوْفِي زَمْلَوْفِي** আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃত কর। খাদীজা (রা) তাঁকে বলে আরা আবৃত করলে কিছুক্ষণ পর ভৌতি বিদ্যুরিত হল। এ ভাবাত্তর ও কম্পন জিবরাইল (আ)-এর ডয়ে ছিল না। তাঁর শান এর চেয়ে আরও অনেক উঁধে' বরং এই শুহীর মাধ্যমে মবুয়তের যে বিরাট দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল, তারই শুক্রজার তিনি তিলে অনুভব করছিলেন। এছাড়া একজন ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার কারণে তিনি আত্মবিক্রিয়াবেই ভৌত হয়ে পড়েছিলেন।

হয়রত আয়েশা (রা) বলেন : সম্পূর্ণ সৃষ্টি হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-কে হেরা শুহার সম্মদন রাষ্ট্রাত্ত শুনিয়ে বললেন : এতে আমার মধ্যে এমন ভাবাত্তর দেখা দেয় যে, আমি জীবনের ব্যাপারে শক্তিত হয়ে পড়ি। হয়রত খাদীজা (রা) বললেন : না, এরাগ কখনও হতে পারে না। 'আরাহতা'আজা আগনাকে কখনও ব্যর্থ হতে দেবেন না। কেননা, আপনি আর্যাদের সাথে সম্ভাবহার করেন, বৈবাক্রিকট লোকদের বোঝা বহন করেন, বেকারকে কাজে নিয়োজিত করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। হয়রত খাদীজা (রা) ছিলেন বিদ্যু মহিলা। তিনি সঞ্চারিত তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে অথবা এসব আসন্নানী কিতাবের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, উপরোক্ত চরিত্র-গুণে শুণ্যচৰিত ব্যক্তি কখনও ব্যক্তি ও ব্যর্থ হন না। তাই এভ্যাবে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাল্লুনা দিয়েছিলেন।

এরপর খাদীজা (রা) তাঁকে আগম পিতৃব্যপুষ্ট শুয়ারাকা ইবনে নওফানের কাছে নিয়ে পেছেন। ইনি জাহিলিয়াত শুগে প্রতিমাপুজা বর্জন করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালীন একমাত্র সত্য ধর্ম। দীক্ষিত হওয়ার সুবাদে হিন্দু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবী ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি হিন্দু ভাষায়ও মিথ্যেন প্রথম ইঞ্জিল আরবীতে অনুবাদ করতেন। তখন তিনি অত্যধিক বয়েরুক্ত ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল। হয়রত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন : ভাইজান, আপনি

তাঁর কথাবার্তা একটু শুনুন। ওয়ারাকাৰ জিজ্ঞাসাৰ জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) হেৱা শুহাৰ সমুদয় বৃন্দাবন বলে পোৱাবেন। পোমায়াছাই ওয়ারাকাৰ বলে উঠলেন : ইনিই সে পথিকুলে-শতা, যাকে আজ্ঞাহ্ তা'আলা মুসা (আ)-ৰ কাছে প্ৰেৰণ কৰেছিলেন। হায়, আমি যদি আপনাৰ মুসলিমতকামে গতিশালী হতোয় ! হায়, আমি যদি তখন জীৱিত থাকতোয়, যখন আপনাৰ কওম আপনাকে (দেশ থেকে) বহিকার কৰবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বিচিত্ৰ হয়ে জিজেস কৰলেন : আমাৰ সজাতি কি আমাকে বহিকার কৰবে ? ওয়ারাকাৰ বললেন : অবশ্যাই বহিকার কৰবে। কাৰণ, যখনই কোন বাতি সত্য পয়গায় ও সত্যাধৰ্ম নিয়ে আগমন কৰে, তা আপনি নিয়ে এসেছেন, তখনই তাৰ কওম তাৰ উপর নিপীড়ন চালায়। যদি আমি সে সময়কাল পাই, তবে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য কৰব। ওয়ারাকাৰ এৱ কৱেকদিন পৱনই ইহোক : ত্যাগ কৰেন। এই ঘটনার পৱনই ওহীৰ আগমন বৰ্ণ হয়ে যাব।—(বুধাৱী, মুসলিম) সোহাইলী বৰ্ণনা কৰেন, ওহীৰ বিৱাতিকাম হিল আড়াই বছৰ। কোন কোন রেওয়ায়েতে তিন বছৰও আছে।—(মাঝহারী)

أَفْرَاٰ بِاسْمِ رَبِّ الْذِي خَلَقَ—এখনে শব্দ হোগ কৱে ইঙিত কৱা হয়েছে

যে, যখনই কোৱান পড়বেন, আজ্ঞাহ্ নাম অৰ্থাৎ বিসমিলাহিৰ রাহমানিৰ দ্বাহীম দ্বাৰা শুক কৰবেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-ৰ পেশকৃত ওহৰেৱ জওয়াবেৰ প্রতিও ইঙিত কৱা হয়েছে যে, আপনি যদিও বৰ্তমান অবস্থায় উল্লম্বী, জৈৰাগড়া জানেন না কিন্তু আপনাৰ পালন-কৰ্তা উল্লম্বী ব্যক্তিকে উচ্চতৰ শিক্ষা, বজুতা নৈপুণ্য, বিশুদ্ধতা ও প্ৰাপ্তিমতৰ এমন পৰাকৃষ্টা দান কৰতে পাৱেন, যাৰ সামনে বড় বড় প্ৰতিত ব্যক্তিও দীৱী অক্ষয়তা স্বীকাৰ কৰতে বাধ্য হৈ। পৰবৰ্তীকামে তাই প্ৰকাশ পেৱেছিল।—(মাঝহারী) এ হলে বিশেষভাৱে আজ্ঞাহ্ র 'ৰব' নামটি উৱেখ কৱায় এ বিশ্ববন্ধু আৱৰ্জনোদ্বৰ্ধনী হয়েছে যে, আজ্ঞাহ্ তা'আলাই আপনাৰ পালনকৰ্তা। তিনি সৰ্বতোভাৱে আপনাকে পালন কৰেন। তিনি উল্লম্বী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ কৰাতে সক্ষম। আজ্ঞাহ্ শুণোবলীৰ যথা থেকে এ হলে বিশেষভাৱে সৃষ্টি-গুণ উৱেখ কৱায় যথে সত্যত রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান কৱাই সৃষ্টিৰ প্রতি আজ্ঞাহ্ তা'আলার সৰ্বপ্রথম অনুপ্রাপ্ত। এ হলে বাপকৰ্তাৰ দিকে ইঙিত কৱায় জন্ম হৈলে ক্লিয়াপদেৱ কৰ্ম উৱেখ কৱা হয়নি। অৰ্থাৎ সমগ্ৰ বিশ্বজগতই এই সৃষ্টি কৰ্মেৰ ফল।

عَلَقَ عَلَقَ أَنْسَانٌ—পূৰ্বেৱ আয়াতে সমগ্ৰ বিশ্বজগৎ সৃষ্টিৰ বৰ্ণনা হিল।

এ আৱাতে সেৱা সৃষ্টি মানব সৃষ্টিমূলক কৰা উৱেখ কৱা হয়েছে। চিতা কৰলে দেখা যাৰ সমগ্ৰ বিশ্বজগতেৰ সার-নিৰ্বাস হৈছে যানুষ। অগতে যা কিছু আছে, তাৰ প্ৰত্যেকটিৰ নবীৰ যানুষেৰ অধ্যে বিদ্যমান। তাই যানুষকে ক্ষুণ্ণ জগৎ বলা হৈ। বিশেষভাৱে যানুষেৰ উৱেখ কৱায় এক কাৰণ একেৰ হতে পাৱে যে, মুসলিম, বিসামৃত ও কোৱান মায়িল কৱায় তক্ষ্য আজ্ঞাহ্ র আদেশ-নিবেদন পালন কৰানো। এটা বিশেষভাৱে যানুষেৱই কাজ।

عَلَقَ—শব্দেৱ অৰ্থ জমাটুৰ রক্ত, যানুষ সৃষ্টিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ অতিৰিক্ত হয়। হৃতিকা ও উপাদান চতুৰ্ষটৰ দ্বাৰা এৱ সৃচনা

হয়, এরপর বীর্য ও এরপত্র জমাট রজের পালা আসে। অতঃপর মৎসপিণি ও অহি-ইত্যাদি স্থিতি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রজ হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উর্জেশ করার ও পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

اقرأ وَرَبِّكَ أَلَا كَرِمٌ—এখানে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর

এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলিত হয়েছে। হিতীয় কারণ এরাপও হতে পারে যে, প্রথম রসুলুল্লাহ (সা)–র পাঠ করার জন্য প্রথম **اقرأ!** বলা হয়েছে এবং বিভীষণ **أَلَا كَرِمٌ** তবলীগ, দাঙ্গাত ও অপরকে পাঠ করারের জন্য বলা হয়েছে। **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ স্থিতি ও মানব স্থিতির মধ্যে আলাহ তা'আলাৰ নিজের কোন আর্থ ও জাত নেই বলুণ এগুলো সব দানামৌলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অব্যক্তিত্বাবে স্থিতি-জগৎকে অভিহ্নের মহান নিয়ামত দান করেছিন।

الذِّي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ—মানব স্থিতির পর মানবশিক্ষা বলিত হয়েছে। কারণ,

শিক্ষাই মানুষকে আনন্দ ও বিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র এবং স্থিতির সেরা রাপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পক্ষতি সাধারণত জিবিধ। এক মৌখিক শিক্ষা এবং দুই কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সুরার শুরুতে **اقرأ!**—শব্দের মধ্যে মৌখিক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আয়তে শিক্ষাদানে সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বশ্রদ্ধা ও শুরুতপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন। হস্তরত আবু হুরায়রা (রা)–র এক রেওয়ায়েতক্রমে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ نَهْرٌ عَنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ أَنَّ
رَحْمَتِي غَلِيظَةٌ فَلَا يَمْتَنَعُ عَنِ الْمُغْفِلِينَ—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন আদিকালে সুবকিতু স্থিতি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রাখিত কিন্তব্যে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহস্যত আমার ক্ষেত্রের উপর প্রবল থাকবে। হাসীদে আরও বলা হয়েছে :

أَوْلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْمَنْ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَكَتَبَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ نَهْرٌ فَوْقَ عَرْشِهِ—

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রদ্ধা কলম স্থিতি করেন। এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমান্তে কলম কিয়ামত সর্বত যা কিছু হবে, সব লিখে দেবে। এ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাছে আরশে রাখিত আছে।—(কুরআনী)

কলম তিনি প্রকার : আলিমগণ বলেন : জগতে তিনটি কলম আছে : এক আল্লাহ তা'আলাৰ স্বহস্তে ইঙ্গিত সর্বশ্রদ্ধা কলম, আরে তিনি তৎসীর লেখার আদেশ করেছিলেন বলুই, ক্ষেত্রগতাগণের কলম, যশ্চারূপ তারা ভবিতব্য ঘটনা, তার মনিয়াণ এবং মানুষের

আগমনিক লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সাধারণ মানুষের কলম, যদ্বারা তারা তাদের কথা-বাঞ্ছা লিখে এবং নিজেদের অভিষ্ঠ কাজে ব্যবহার করে। লিখন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বর্ণনা এবং বর্ণনা মানুষের বিশেষ গুণ।—(কুরুক্ষুবী) তৎসীরবিদ মুজাহিদ আবু আফর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি জগতে চারটি বঙ্গ অঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো বাতৌত সব বস্তু ‘কুন’ শব্দে ‘হয়ে যাও’ আন্দেশের মাধ্যমে অঙ্গিকৃত করেছে। সেই বস্তু চতুর্ভুট্য এই ৪ কলম, আরুণ, ফায়াতে আদন ও আদম (আ)।

লিখন জ্ঞান সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কাকে দান করা হয় : কেউ কেউ বলেন—সর্ব-প্রথম এই জ্ঞান মানবগুলি আদমকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম মেখা ও কল-করেন।—(কা'বে আহবার) কেউ কেউ বলেন, হযরত ইদরীস (আ)-ই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম মেখেক।—(যাহুচাক) কারও কারও মতে প্রত্যেক মেখেকের শিক্ষাই আল্লাহ তা'আলা'র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

একন ও লিখন আল্লাহর বড় নিয়ামত : হযরত কাতাদাই (র) বলেন, কলম আল্লাহ তা'আলা'র একটি বড় মিয়ামত। কলম মা থাকলে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকত না। এবং দুনিয়ার কাজকারীরও সঠিকভাবে পরিচালিত হত না। হযরত আলী (রা) বলেন : এটা আল্লাহ তা'আলা'র একটা বড় কৃপা যে, তিনি তাঁর বাস্তাদেরকে অভাব বিষয়-সম্বন্ধের জ্ঞান-দান করেছেন। এবং তাদেরকে মুর্খতার অঙ্গকার থেকে তাদের আলোয় দিকে বের করে এনেছেন। তিনি মানুষকে লিখন বিদ্যায় উৎসাহিত করেছেন। কেননা, এর উপরাকিতা অপরিসীম। আল্লাহ বাতৌত কেউ তা গণনা করে শুধু করতে পারে না। যাব-তীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালোক ও উভি আল্লাহ তা'আলা'র অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সমন্বয়ে কলমের সাহায্য বিশিষ্ট হয়েছে এবং পৃথিবীর শেষ সুহৃত্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। কলম না থাকলে ইহকাম ও পরাকামের সব কাজকর্মই বিপ্রিয় হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিয়গণ সর্বদা লিখন কর্মের প্রতি সবিশেষ শুক্রফল আয়োজ করেছেন। তাদের অগনিত রচনাশৈলীই এর উচ্চতা সাক্ষা বহন করে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান ঘুণে আলিম ও শিক্ষাধীনের মধ্যে এই শুক্রফুর্শ-বিবরণিত প্রতি চরম উদাসীনতা বিরাজমান রয়েছে। ফলে শত শত লোকের মধ্যে দু'চারজনই এ ব্যাপারে পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয়।

রসুলুল্লাহ (সা)-কে লিখন শিক্ষা মা দেওয়ার রহস্য : আল্লাহ তা'আলা' শেষ নবী (সা)-র যদ্বারাকে মানুষের চিন্তা ও অনুযানের উর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁর জন্মস্থান থেকে বাস্তিগত অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুকে এমন করেছিলেন যে, কোন মানুষ এসব ব্যাপারে বাস্তিগত প্রচেষ্টা ও প্রয় দ্বারা কেবল উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে না। তাঁর জন্মস্থানের জন্য আরবের অরুণ্ডমি মনোনীত হয়েছে, যা সড় জগৎ ও তান-গরিবার পৌঠরুমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং পথ ও ঘোঘায়োগের দিক দিয়ে অত্যধিক দুর্গম ছিল। ফলে শায়, ইরাক, মিসর ইত্যাদি উষ্ণত নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেখানকার মোকদ্দের কেবল সম্পর্ক ছিল না। এ

কোরণেই আরবের সবাই উচ্চী কলে কথিত হয়। এমন দেশ ও গোত্রের মধ্যে জনগ্রহণের পর আজ্ঞাহ্ তা'আলা আরও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তা এই যে, আরবদের মধ্যে যদিও বা খুব মগধ সংখ্যক মোক ভান-বিভান, অঙ্গন ও লিখন বিদ্যা শিক্ষা করাত, কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে তা শিক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে জনগ্রহণকারী বাস্তির কাছ থেকে কে জান-বিভান ও উম্মত চিরিত্ব আশা করতে পারত? হঠাতে আজ্ঞাহ্ তা'আলা তাঁকে নবৃত্যতের অবৎকারে শুধু ফলমৌল এবং জান ও প্রভাব এক অশেষ ফৎখালী তাঁর মুখ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন। বিশুদ্ধতায় ও প্রাঙ্গনতায় আরবের বড় বড় কবি ও অবৎকারবিদও তাঁর কাছে হার যেনে যায়। এই প্রোজেক্ট মো'জেহাতি স্থানে দেখে এ প্রভাব না করে উপায়। নই যে, তাঁর এসব গুণ-গরিমা যানবৌম প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশুভ্রতি নয় বরং আজ্ঞাহ্ তা'আলার অদৃশ্য দান। অবকন ও লিখন শিক্ষা না দেওয়ার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত ছিল।—(কুরতুবী)

علم الْأَنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ —পূর্বের আয়াতে হিল কথমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা।

এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আজ্ঞাহ্ তা'আলা তাঁর শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য, অগণিত—শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে—আজ্ঞাহ্ তা'আলা যানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কর্তব্য অথবা অন্য কোন উপায় উল্লেখ না করার যাবে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজ্ঞাহ্ তা'আলার এ শিক্ষা যানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে। তিনি যানুষকে প্রথমে বুঝি দান করেন, যা জান-জাতের সর্ববৃহৎ উপায়। যানুষ বুঝির সাহায্যে কোন শিক্ষা বাতিলেরকে অনেক কিছু শিখে নেয়। আজ্ঞাহ্ তা'আলা যানুষের সামনে ও পেছনে স্বীয় অসীম কুসুরাতের বহু নির্দশন রেখে দিয়েছেন। যাতে সে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে তার স্লিপটক্তাকে চিনতে পারে। এরপর গুহী ও ইলহামের যাধ্যায়ে অনেক বিষয়ের জ্ঞান যানুষকে দান করেছেন। এছাড়া আরও বহু বিষয়ে তাঁর মানবের অস্তিত্ব আপনা-আপনি জাপ্ত করে দিয়েছিলেন। এতে কোন ডাস্তা অথবা কলমের সাহায্যে শিক্ষার সুরক্ষা নেই। একটি চেতনাহীন শিশু জননীর পর্য থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার খাদ্যের কেন্দ্র অর্ধাতে জননীর স্বনমূলককে চিনে নেয়। স্বন থেকে দুঃখ বের করার জন্য মুখ চেপে খরার কৌশল তাকে কে শিক্ষা দেয় এবং দিতে পারে? আজ্ঞাহ্ তা'আলা শিশুকে ক্রন্দন করার কৌশল জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়ে দেন। তার এই ক্রন্দন তার অনেক প্রয়োজন যোটানোর উপায় হবে থাকে। তাকে ক্রন্দনরত দেখলে পিতৃমাতা তার কল্পনার কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েন। কুধা, কুফা, উজাপ, শৈত্য ইত্যাদি অভাব ক্রন্দনের দ্বারাই বিদ্যুতিত হয়। সদাপ্রসূত শিশুকে এই ক্রন্দন কে শেখাতে পারত এবং ক্রিতাবে শেখাত? এগুলো সবই আজ্ঞাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান, যা আজ্ঞাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণী বিশেষত যানুষের মন্ত্রে স্থিত করে দেন। এই জরুরী শিক্ষার পর মৌখিক শিক্ষা ও অন্তর্গত শিক্ষার মাধ্যমে যানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃক্ষ হতে থাকে।

مَا لَمْ يَعْلَمْ (যা

সে জানত না) বলার বাহ্যত কোন প্রয়োজন ছিল না! কারণ, শিক্ষা স্বত্বাত অজ্ঞানা

বিষয়েরই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এজন্য বলা হয়েছে, যাতে মানুষ আলাহ্ প্রদত্ত তাম ও কৌশলকে তার ব্যক্তিগত পরাকৃষ্টা অনে করে না বলে। এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উপর এমনও এক সময় আসে, যখন সে কিছুই জানে না, যেখন এক

আলাতে বলা হয়েছে : **أَخْرِ جَكْمٍ مِنْ بَطْرُونِ أَمْهَا تَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا** — অর্থাৎ

আলাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জননীর গর্ড থেকে এমতোবহুয়া বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জান না। অতএব বোধ গেল যে, মানুষের জান-পরিমা তার ব্যক্তিগত পরাকৃষ্টা নয় বরং শ্রষ্টা ও প্রতু আলাহ্ তা'আলা রই দান।—(মাযহারী) কোন কোন তফসীরকার এ আলাতে ইন্সানের অর্থ নিয়েছেন হয়রত আদম (আ) অথবা রসুলে করীম (সা)। হয়রত আদমকেই আলাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষা দান করেছেন। বলা হয়েছে :

وَعِلِمَ أَدَمُ مَا لَا سَمَا عَلَّهَا — এবং অবী করীম (সা)-ই সর্বশেষ পরামর্শের যার শিক্ষায় পূর্ববর্তী পরামর্শের এবং মওহ ও কলমের শিক্ষা মালিল রয়েছে। বলা হয়েছে : **وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ الْلَّوْحِ وَالْقَلْمَ** ।

সুরা ইকবার উপরোক্ত পাঁচ আলাত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আলাত। এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অনেক দিন পরে অবতীর্ণ হয়। কেননা, সুরার শেষ অবধি অবশিষ্ট আয়াত-সমূহ আবু জাহলের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ষ। নবৃত্য ঘোষণার পূর্বে মক্কায় রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কোন বিকল্পবাদী ছিল না বরং সবাই তাঁকে 'আল-আয়াত' উপাধিতে ভূষিত করত, মনেপ্রাণে ভালবাসত ও সম্মান করত। আবু জাহলের বিকল্পচারণ ও শক্তুতা বিশেষত নামাযে নিষেধ করার ঘটনা বলা বাহ্যিক তখনকার, যখন রসুলুল্লাহ্ (সা) নবৃত্য ও দীর্ঘতাত ঘোষণা করেন এবং রজনীতে নামাযের হকুম অবতীর্ণ হয়।

كَلَّا أَنِ الْإِنْسَانَ لِيَطْفَئِ أَنْ رَأَى إِسْغَافِي — আলাতে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র

প্রতি ধৃষ্টিতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে জঙ্গ করে বক্তব্য কাঢ়া হয়েও ব্যাপক ডাঙা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিখ্যুত হয়েছে। মানুষ স্থানিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে আলে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর ঝুলুয় ও নির্যাতনের প্রবণতা যাথাটাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিতশালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিগত এবং ধনজম, বজু-বাজুব ও আভীয়-ব্রজনের সমর্থনপূর্ণ এক ত্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা, বছো পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনা-চাতুর ও দলবলের পাত্রিতে মদমত হয় অপরকে পরোক্ষাই করে না। আবু জাহলের অবস্থাও ছিল তথেবচ। সে ছিল যত্কার বিতশালীদের অন্যতম। তাঁর পোতা এমনকি সম্প্রশহরের লোক তাঁকে সমীহ করত। সে এখনি অহংকারে ছান্ত হয়ে পরামর্শকুল শিরোমণি ও হলিটির সেরা মানব রসুলে করীম (সা)-এর শান্ত ধৃষ্টিতা প্রদর্শন করে বসত।

পরের আয়তে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অগুড় পরিগতি উল্লেখ করা হয়েছে।

—**أَنَّ إِلَيْ رَبِّ الرَّجُلِي**—অর্থাৎ সবাইকে তাদের পারানকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে।

এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আজ্ঞাহীর কাছে ফিরে যাবে এবং ভাস-মন্দ কর্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যাতার কৃপরিগাম স্থচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসংগত নয় যে, এ আয়তে পরিত মানুষের গর্বের প্রতিকার বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে: হে মির্বাধ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বেচ্ছাধীন মনে কর কিন্তু চিন্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠোবসাঙ্গ ও চলাক্ষেত্রাঙ্গ আজ্ঞাহীর প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোন আনন্দের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন, তবে কমপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যোক বিষয়ে আজ্ঞাহীর মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। বলা বাহ্য, আজ্ঞাহী মানুষকে স্বয়ংক্রিয় জীবনপে স্থলিট করেছেন। সে একটা তার কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি শ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে যে, সেটা হাজারো মানুষ ও জন্ম-জন্মের অঙ্গে পরিপ্রয় এবং দৌর্ঘস্তিমের সাধনার ফলশুভ্রতি, যা সে অন্যাসে গিলে যাচ্ছে। এত হাজার হাজার মানুষকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার সাধা কার আছে? মানুষের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অবস্থাও তদ্বৃপ্তি। সেগুলো সরবরাহের পেছনে হাজারো, খাত্তো মানুষের প্রয় ব্যয়িত হচ্ছে, যারা কোন বাস্তু বিশেষের গোলাম নয়। কেউ তাদের সবাইকে বেতন দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও তা সাধারণত ব্যাপার। এসব বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ এ রহস্য জানতে পারে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা তার নিজের তৈরী নয় বরং বিষ্঵স্ত্রণটা আজ্ঞাহী তা'আলা তা'র অচিন্তনীয় প্রক্রিয়ালে এই পরিকল্পনা তৈরী করেছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি করিও অন্তরে কৃষিকাজের ইচ্ছা জাপ্ত করেছেন, কারও মনে কাঠ কাটা ও মির্বাগিরির প্রেরণা স্থলিট করেছেন, কাউকে কর্যকারের কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কাউকে প্রয় ও যজ্ঞের ক্ষেত্রে করে মানুষের প্রয়োজনীয় সাজসরাজামের বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কোন কান্ত জাইল করে এসব ব্যবস্থাপনা করাতে পারে না এবং একা কোন ব্যক্তির পক্ষেও এটা

أَنَّ إِلَيْ رَبِّ الرَّجُلِي—সম্ভব নয়। তাই এই চিন্তা-ভাবনাটুকু অরশাক্তাবী পরিগতি এই যে,

অর্থাৎ পরিশেষে সব যানুষই যে আজ্ঞাহীর কুদরত ও প্রকার অধীন, একবা জীবত হয়ে দৃষ্টিতে সামনে এসে যাব।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا مَعْدًا أَذْ مَلِى—এখান থেকে সূরার শৈর দীর্ঘ

ক্ষেত্রে ঘটনার দিকে ইগিত ক্ষয় হয়েছে। ন্যায়ের আদেশ লাভ করার পর অধ্যন পদ্মসুমুক্ত (সা) ন্যায়-পক্ষ করেন, তখন আবু জাহাল তাকে নাম্য-পদ্মতে বারণ করে এবং অমরি দেয় যে, তবিষ্যতে ন্যায় পড়লে ও সিজদা করলে সে তাঁর শান্তি

গদতলে পিছনে করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে : **أَلَمْ يَعْلَمْ بِإِنَّ اللَّهَ يُرِي**—অর্থাৎ গে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?

কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদামকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার ঘণ্টে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিষত্তির কল্পনাও করা যায় না।

سَقْعٌ—لَنْسَفْعًا بِإِنَّ لِذَاقِيَةً—এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। **فَالْمُدَرِّبُ**—শব্দের অর্থ ক্ষমানের উপরিভাগের কেশভূত। বাবু এই কেশভূত অয়ের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার কর্তৃতাপন্ত হয়ে পড়ে।

لَا طَعْدَ وَ اسْجَدْ وَ اقْتَرِبْ—এতে নবী কর্মীম (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবু জাহানের কথোয় কথ্যপাত করবেন না এবং সিজদা ও নামাযে অশঙ্খ থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ভূজনের উপায়।

أَقْرَبْ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَ—অর্থাৎ সিজদার দোয়া করুন হয় : আবু দাউদে হ্যারত আবু হরায়রা (রা)-র রেওয়া-যেতজ্জন্মে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : **سَاجِدْ فَاكْثَرُوا إِلَيْهِ مَا**—অর্থাৎ সিজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সিজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে :

فَإِنَّمَا نَنْهَا عَنِ الْيَقْبَابِ لِمَ—অর্থাৎ সিজদার অবস্থায় কৃত দোয়া করুন হওয়ার ঘোষ্য।

নফন নামাযের সিজদায় দোয়া করার প্রয়াগ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বধিত দে দোয়া পাঠ করাই উচ্চম। ফরয় নামায-সমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রয়াগ নেই। কারণ, ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাস্তুনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে খনে, সবার উপর সিজদা করা ওয়াজির। সহীহ মুসলিমে, আবু হরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন।

سورة القدر

সুরা কাদর

যশায় অবতীর্ণ, ৫ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرِيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ كُلُّ لَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّنْ

أَلْفِ شَهْرٍ تَنْزَلُ لَيْلَكَهُ وَالرُّؤْمُ فِيهَا يَادُنْ رَوْمٌ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَوْتُهُ فِي

حَتَّىٰ مَلَعُ الْغَيْرِ

পরম করণাময় ও জসীম দয়ালু আজ্ঞাহৃত মামে শুক্র

- (১) আমি একে নাখিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সময়ে আগনি কি জানেন ? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার রাত্রি অপেক্ষা প্রের্ত। (৪) এতে প্রত্যেক বাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রাত্রি অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা, যা কজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তৎসৌরের সার-সংক্ষেপ

নিচয় আমি একে (কোরআনকে) নাখিল করেছি শবে-কদরে। (সুরা দোখান এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলা হয়েছে :) আগনি কি জানেন শবে-কদর কি ? (অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে :) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা প্রের্ত (অর্থাৎ এক হাজার মাস পর্যন্ত ইবাদত করার যে পরিমাণ সওয়াব, তার চেয়ে বেশী শবে-কদরে ইবাদত করার সওয়াব)।—(খায়েন) এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রাত্রি (অর্থাৎ জিবরাঈল) তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলজনক কাজ নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতুরণ করে (এবং এ রাত) আদোপাত্ত শান্তিময়। [হযরত আবাস (রা)-এর হাদীসে বলিত-আছে, শবে-কদরে হযরত জিবরাঈল একদল ফেরেশতাসহ আগমন করেন এবং যে বাতিলকে নামায ও যিকিয়ে মশাগুল দেখেন, তার জন্মক্রহমতের দোষা করেন। কোরআনে একেই বলা হয়েছে এবং মঙ্গলজনক কাজের অর্থও তাই। এছাড়া রেওয়াকেত্ৰ সমূহে এ রাত্রিতে তওবা কবুল হওয়া, আকাশের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং প্রত্যেক মুমিনকে

ফেরেশতাগণের সামাজিক কথাও বলিত আছে। এসব বিষয় যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে হয় এবং শান্তির কারণ হয়, তা বর্ণনার অঙ্গকা রাখে না। অথবা—শ্ৰী—এর অর্থ এখানে সেসব বিষয়, যা সুরা দোখানে মুক্তি— বলে বোঝানো হয়েছে। এ রাণ্টিতে সেসব বিষয় সম্পৰ্ক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে]। সে শব্দে—কদম্ব (এ সওয়াব ও বৱকতসহ) ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (অর্থাৎ কোন এক অংশে বৱকত থাকবে, অন্য অংশে থাকবে না—অবন নয়) । । ।

অনুষ্ঠানিক ভাত্তবা বিষয়

শান্ত—মুহূৰ্ম : ইবনে আবী হাতেম (রা)–র রেওড়ায়েতে আছে, রসুলুল্লাহ (সা) একবার বনী ইসরাইলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে যশগুলি থাকে এবং কখনও অন্ত সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ এ কথা শুনে বিচ্ছিন্ন হনে এ সুরা কদম্ব অবতীর্ণ হয়। এতে এ উচ্চতের জন্য শুধু এক রাণ্টির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা ত্রৈষ্ঠ প্রতিগ্রহ করা হয়েছে। ইবনে জরীর (র) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী ইসরাইলের জনৈক ইবাদতকারী রাণ্টি সমস্ত ইবাদতে মৰ্ম্মত থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদে লিঙ্গ থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলাহ তা‘আলা সুরা—কদম্ব নামিল করে এ উচ্চতের ত্রৈষ্ঠ প্রাপ্তি করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীক্ষামান হয় যে, শব্দে—কদম্ব উচ্চতে মুহাম্মদীয়েই বৈশিষ্ট্য।—(মাঝহারী)

ইবনে কাসীর ইয়াম মালিকের এই উত্তি বর্ণনা করেছেন। শাফেকু ময়হাবের কেউ কেউ একে অধিকাংশের অথবাব বলেছেন। খাতাবী এর উপর ইঞ্জমা দাবী করেছেন। কিন্তু কোন কোন হাদীসবিদ এ বাপারে ডি঱্বত ব্যাখ্য করেছেন।

লায়লাতুল কদম্বের অর্থ : কদম্বের এক অর্থ মাহাজ্ঞা ও সম্মান। কেউ কেউ এ শব্দে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাজ্ঞা ও সম্মানের কারণে একে ‘লায়লাতুল কদম্ব’ তথা মহিমান্বিত বাত বলা হয়। আবু বকর ওয়ারুরাক বলেন : এ রাণ্টিকে লায়লাতুল কদম্ব বলারু কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য থাকে না, সে এ রাণ্টিতে তত্ত্বা—ইষ্টেগফ্রাম ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়ে আস।

কদম্বের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাণ্টিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রতোক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিংসি, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতা—গথকে লিখে দেওয়া হয়, এ্যনকি, এ বছর কে হজ্জ করবে, তাও লিখে দেওয়া হয়। হয়তু ইবনে আব্বাস (রা)—এর উত্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্স করা হয়। তারা হলেন—ইসরাইল, মীকাইল, আমরাইল ও জিবরাইল (আ)।—(কুরাতুরী)

সুরা দোখানে যাবা হয়েছে :

। ।

।

أَنَا وَنَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مَبَارِكةٍ إِنَّا كَانَ مِنْ دُرْجَتِنَا هُوَ أَمْرٌ

حَكَيْمٌ أَمْرَا مِنْ عِنْدِنَا -

ଏ ଆସାତେ ପରିଷକାର ବଳା ହେଲେ ଥେ, ଏ ପବିତ୍ର ରାତେ ତକଦୀର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଫୁଲମାଳା ଜିପିବଙ୍କ କରା ହେଲା । ଅଧିକାଂଶ ତକଦୀରବିଦେର ମତେ **ଫୁଲେ ମବାର୍ଯ୍ୟ**-ଏର ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ-କଦରଇ । କେଉ କେଉ ଏର ଅର୍ଥ ନିଯୋଜନ ମଧ୍ୟ ଶାବାନେର ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ-ବରାତ । ତୁମ୍ଭା ବଳେନ ଯେ, ତୁମ୍ଭଦୀର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିମ୍ବାଦିର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ଫୁଲମାଳା ଶବ୍ଦେ ବରାତେଇ ହେଲେ ଯାଇ । ଅତଃପର ତାର ବିଶେଷ ବିବରଣ ଶବ୍ଦ-କଦରେ ଜିପିବଙ୍କ ହେଲା । ହୟରତ ଈକନେ ଆକାଶ (ରା)-ଏର ଉଭିତେ ପ୍ରାତି ସମର୍ଥନ ପ୍ରାଣୀ ଯାଇ । ବିଷଭୌର ରେଣୁକାମେତେ ତିନି ବଜେନ, ଆଜାହ, ତ୍ରୀଆଳୀ ସାମାଜିକରେ ତକଦୀର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିମ୍ବାଦିର ଫୁଲମାଳା-ଶବ୍ଦ-ବରାତେ ସମ୍ପଦ କରେନ; ଅତଃପର ଶବ୍ଦ-କଦରେ ଏତେ ଫୁଲମାଳା ସମ୍ମିଳିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରପାଠଗପେର କାହେ ସୋପଦ୍ର କରା ହେଲା ।-(ଯାଯହାରୀ) ପୂର୍ବେଇ ବଳା ହେଲେ ଥେ, ଏହି ରାତିତେ ତକଦୀର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିମ୍ବାଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲାର ଅର୍ଥ ଏ ବହର ଯେତେ ବିଷୟ ପ୍ରମୋଗ କରାଯି, ସେମେଳେ ଖାତ୍ରେ ଆହୁକୁଷ ଥେକେ ନକର କରେ କ୍ଷେତ୍ରପାଠଗପେର କାହେ ସୋପଦ୍ର କରା । ମତୁବା ଆସନ ବିଧିଲିଙ୍କ ଆମଦିକମେଇ ଜିବିତ ହେଲେ ଗେଛେ ।

শব্দে-কদম্ব কোনু রাখি : কোরাওন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা আরা একথা প্রমাণিত হয়েছে, শব্দে-কদম্ব রূপবান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলিঙ্গণের বিভিন্ন উভি রয়েছে যা সংখ্যায় চালিশ পর্যন্ত পৌছে। তফসীরে মাঝারীতে আছে এসব উভিত্ব নির্ভুল তথ্য এই যে, শব্দে-কদম্ব রূপবান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই বরং যে কোন রাখিতে হতে পারে। প্রত্যেক রূপবানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীয় হাদীসসন্দৰ্ভে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্তিশুলোতে শব্দে-কদম্ব হওয়ার সন্দাবনা অধিক। যদি শব্দে-কদম্বকে রূপবানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্তিশুলোতে ঘূর্ণায়াম এবং প্রতি রূপবানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া যায়, তবে শব্দে-কদম্বের দিন তারিখ সম্পর্কিত হাদীস-সমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র)-র এক উভি এই যে, শব্দে-কদম্ব নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে।—(ইবনে কাসীর)

শব্দে-কল্পনার ক্ষতিক ফলীয়ত ও তাঁর বিশেষ দোষা : এ রাঙ্গির সর্বসুহৃদ ফলীয়ত তো আয়াতেই বিধিত হয়েছে যে, এক রাঙ্গির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা ছেট।

এক হাজার মাসে তিরাশি বহনের মিল্লু দেশী হয়। এই ক্ষেত্রে কতগুলি ভার কোন সীমা নেই। অতএব তিঙ্গল, তিঙ্গল, দল গুণ, শতগুণ সবই হতে পারে।

বুদ্ধারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইব্রাহিমের মন্ত্রান থাকে, তার অতীত সব পৌনাহ আক হয়ে যায়। হয়রত ইবনে আব্দুস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : শবে-কদরে সিদ্ধান্তুল-মুজ্জাহার অবস্থানকারী সব ক্ষেত্রে জিবরাইলের সাথে মুনিয়াতে অবতরণ করে এবং মদ্যগায়ী ও শুকরের মাইস উচ্চগুণের বাতীত প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মারীকে সাজায় করে।

অন্য এক হাদীসে রসুলে কস্তীয় (সা) বলেন : যে ব্যক্তি শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত থেকে বক্ষিত থাকে, সে সম্পূর্ণই বক্ষিত ও হততাপ্য। শবে-কদরে কেউ কেউ বিশেষ মুরাব প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু এটা সবাই লাভ করতে পারে না এবং শবে-কদরের বরকত ও সওরাব হাসিল হওয়ার বাপারে এরাপ দেখায় কোন দখলও নেই। কাজেই এর পেছনে গড়া উচিত নয়।

হয়রত আয়েলা (রা) একবার রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিতেস করেছেন : যদি আমি اللهم শবে-কদর পাই, কি দেয়া করব? উত্তরে তিনি বলেন : এই দেয়া করো :—

! نَفْعٌ عَنْ تَحْبُّ الْعَطْوَقَ فَإِنْ مَلِئَ
হে আরাহ, আপনি অতীত করতাশীল। ক্ষমা
আপনার পছন্দমীর। অতএব আমার পোনাহ্সমূহ মার্জনা করুন।—(কুরুতুবী)

—إِنِّي أَنْزَلْتُ لَنَا فِي لَهْلَةِ الْقَدْرِ—

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কোরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কোরআন জওহে-মাহফুজ থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাইল একে ধীরে ধীরে তেইস বহু থেরে রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে পৌছাতে থাবেন। বিতীয় এই হতে পারে বে, এ রাতে কর্যকৃতি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে সুচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কোরআন পরবর্তী সর্বে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিটাব রহমানেই অবতীর্ণ হয়েছে : হয়রত আবু যর সিফারী (রা) বলিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ তুরা রহম-মানে, তওরাত ৬ই রহমানে, ইনজীল ১৩ই রহমানে এবং মৃবুর ১৮ই রহমানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাক ২০শে রহমানুজ-মুবারকে নাযিল হয়েছে।—(মায়হারী)

—رَوْحٌ تَلْزِلُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ—

হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাইল ক্ষেত্রেশতাদের বিরাট একদল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ

করেন এবং যত নারী - পুরুষ আমার অধিকার হিকিরে যশস্বি থাকে, তাদের জন্য রহস্যের সোয়া করেন।— (আবহারী)

سَلَامُ كُلِّ أَمْرٍ — অর্থাৎ ক্ষেপণাগণ শব্দ-কদমে সারা বাহ্যের অবধারিত ঘটনা-বলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তফসীরবিদ একে **سَلَام**—এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাশিতি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাগদ থেকে শান্তিসরণ।— (ইবনে কাসীর)

سَلَام — অর্থাৎ এ রাশি শান্তিই শান্তি, যাইলাই মজল। এতে অনিষ্টের নামও নেই। (কুরতুবী) কেউ কেউ একে **سَلَامُ كُلِّ أَمْرٍ**—এর বিশেষণ সাধ্যত করে অর্থ করে-ছেন—ক্ষেপণাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কলাপকর বিষয় নিয়ে আগমন করে।— (আবহারী)

هِنَّ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ — অর্থাৎ শব্দ-কদমের এই বরকত রাশির কোন বিশেষ অংশে সীমিত নয় বরং ফজলের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

জাতৰা : এ সুরায় শব্দ-কদমকে এক হাজার মাস অপেক্ষা প্রেরণ বলা হয়েছে। বলা বাহ্য, এই এক হাজার মাসের মধ্যে প্রতি বছর শব্দ-কদম আসবে। অতএব হিসাব করাপে হবে? তফসীরবিদসগল বলেছেন, এখানে এমন এক হাজার মাস বোকানো হয়েছে, যাতে ‘শব্দ-কদম’ নেই। অতএব কোন অঙ্গুবিধি নেই।— (ইবনে কাসীর)

উদয়চালের বিভিন্নতাৰ কাৱালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে শব্দ-কদম হতে পাবে। প্রত্যেক দেশেৰ দিক দিয়ে যে রাশি কদমের রাশি হবে, সে রাশিতেই শব্দ-কদমের কল্যাণ ও বরকত হাসিল হবে।

আমা'আজা' : যে ব্যক্তি শব্দ-কদমে ইশা ও ফজলের নামাব জীবা'আতের সাথে পড়ে নেয়, সে-ও এ রাশির সওয়াব হাসিল করে। যে ব্যক্তি অন্ত বেলী ইবনিত করবে, সে তত বেলী সওয়াব পাবে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি ইশা'র নামাব জীবা'আতের সাথে পড়ে, সে অর্থ রাশির সওয়াব অর্জন করে। আদিসে ফজলের নামাবও জীবা'আতের সাথে পড়ে নেয়, তবে সমস্ত রাশি জাগরণের সওয়াব হাসিল করে।

سورة البينة

সূরা বাইবিলিয়াম

মজার অবগীর্ণ, ৮ আলাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَفَرِيْكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الشَّرِكِينَ مُنْفَكِرِيْنَ حَتَّىٰ تَأْتِيْهُمُ الْبِيْنَةُ
 رَسُولٌ مِّنَ اشْوَيْلُوا صُحْفًا مُطَهَّرًا فِيهَا كُتُبٌ قَيْمَةٌ وَمَا لَفْقَ الَّذِينَ
 أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مَنْ بَعْدِ مَا حَاجَهُمُ الْبِيْنَةُ وَمَا أُمْرُوا إِلَّا
 لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ هُنَّ حُنَفَاءٌ وَيُقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِتُوا
 الرِّزْكَوَةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيْمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي
 نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيْكَةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيْكَةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَنَا ثُمَّ جَنَّتُ عَذَنِيْنَ تَجْبِيرِيْ
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا أَبَدٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ مَذْلَكَ

لِمَنْ خَشِيَ رَبِّهِ

পরম করুণাময় ও জীৱ দৰালু আহাম্র নামে খন

- (১) আহম কিটাব ও মুশ্রিকদের হথে থারা কাকির ছিল, তারা প্রভাবশূন্য করত না, বরঞ্চ না তাদের কাছে সুল্পলট প্রয়োগ আসত। (২) অর্থাৎ আহাম্র একজন দুর্দুল, বিনি আহতি করতেন পরিষ স্থান। (৩) থাতে থাহ, সঠিক বিদ্যবন্ধু। (৪) অপর কিটাব প্রাপ্তদা বে বিজ্ঞাপ হচ্ছে তা হচ্ছে, তাদের কাছে সুল্পলট প্রয়োগ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এ হাতা কোন নির্মিশ করা হয়নি বে, তারা বাঁচি যাবে একনিষ্ঠ-তাৰে আহাম্র ইবাদত কৰবে, নীচাৰ কাৰোয় কৰবে এবং থাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধৰ্ম। (৬) আহমে কিটাব ও মুশ্রিকদের হথে থারা কাকির, তারা আহাম্রামের আকৰণ থাহীতাৰে থাকবে। তারাই সৃষ্টিৰ অধ্যয়। (৭) থারা দৈবান আনে ও সৎকর্ম

করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের পালনকর্তার কাছে রাখেছে তাদের প্রতিদীন চিরকাল বসবাসের আরাত, আর তাদেশে নির্ভরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অমৃতকাল। আরাহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আজাহুর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে কর করে।

তত্ত্বসৌরের সার সংক্ষেপ

কিন্তুবধারী ও মূল্যরিকদের মধ্যে আরা (গরসবের আবিষ্টীবের পূর্বে) কাফির হিল, তারা (তাদের বুকুর থেকে কথনও) বিরত হত না, বৃত্তগ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত, (অর্থাৎ) আজাহুর পক্ষ থেকে একজন রসূল, বিনি (তাদেরকে) পরিয় সহীফা পাঠ করে লোনাতেন, আতে আছে সঠিক বিবরণস্ত। (অর্থাৎ কোরআন।) উদ্দেশ্য এই বে, এই কাফিরদের বুকুর এমন শক্ত হিল এবং তারা এমন কঠিন বৃক্ষতার জিষ্ঠ হিল বে, কোন রসূল বাতৌত তাদের পথে আসা হিল সুন্দরস্বরাহিত। তাই আজাহু তাঁআরা তাদেরকে নির্ভয়ের করার জন্য আপনাকে কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাদের উচিত হিল একে সুবর্ষ সুরোস মনে করা এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।) আর আরা কিন্তুব-প্রাপ্ত হিল, (আরা কিন্তুবপ্রাপ্ত নহ, তাদের কথা তো বরাই বাহু) তারা বে বিজ্ঞাপ হয়েছে (দীনের বাপারে) তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (অর্থাৎ সত্য ধর্মের সাথেও মতান্বয়ে করেছে এবং পূর্ব থেকে হে পারম্পরিক মতান্বয়ে হিল, তাও সত্য ধর্মের অনুসরণের আধ্যাত্ম সূর করেনি। মূল্যরিকদের কথা না বলায় কারণ এই বে, তাদের কাছে তো পূর্ব থেকেও কোন শ্রেণী জান হিল না।) অথব তাদেরকে (পূর্ববর্তী কিন্তুবস্বরূহে) এ আদেশই করা হয়েছিল বে, তারা ধীর মনে, একনিষ্ঠভাবে আজাহুর ইবাদত করবে (মিহামিহি কাউকে আজাহুর অংশীদার করবে না।) নীমাব কারোব করবে এবং ঝাকত দেবে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। [সারকথা, আহুজে কিন্তুবদেরকে তাদের কিন্তুবে আদেশ করা হয়েছিল বে, তারা কোরআন ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।]

বলে উপরে কোরআনের শিক্ষাও তাই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং কোরআনকে আমান্য করার কারণে তাদের কিন্তুবেরও বিরোধিতা হয়ে পেছে। এ হচ্ছে আহজে-কিন্তুবদের দোষ। মূল্যরিকরা পূর্ববর্তী কিন্তুব না মানেও ইবরাহীম (আ)-এর তরীকা বে সত্য, তা ঝীকার করত। আর এটা সুনিশ্চিত বে, ইবরাহীম (আ) দিয়ক থেকে মুক্ত হিলেন। কোরআনও এ তরীকার সাথে একমত। সুতরাং মূল্যরিকদের জন্যও প্রমাণ পূর্ণ হয়ে পেছে। এখানে বিষ্টক্ষ ও বিরোধী বলে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, আরা ঈয়ান আমেনি। এ থেকে জানা গেল বে, আরা বিডেন ও বিরোধিতা করেনি, তারা ঈয়ানদার। অতঃপর আহজে-কিন্তুব, মূল্যরিক ও মু'যিনদের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে—] নিষ্ঠচর আহজে-কিন্তুব ও মূল্যরিকদের মধ্যে আরা কাফির, তারা আহজায়ের আশনে হাতীভাবে থাকবে, আর তারাই হই সৃষ্টির অধ্যয়। নিষ্ঠচর আরা ঈয়ান আনে ও সহ কর্য করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রাখেছে তাদের প্রতিদান—চিরকাল বসবাসের জাহাত, আর তাদেশে নির্ভরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে অনুভকাল থাকবে। আজাহু তাদের

প্রতি সন্তল্প ধাকবেন এবং তারা আজ্ঞাহৃত প্রতি সন্তল্প ধাকবে (অর্থাৎ তারাও কোন সৌন্দর্য করবে না এবং তাদের সাথেও কোন অগ্রিম ব্যবহার করা হবে না)। এটা (অর্থাৎ জাগ্রাত ও সন্তল্প) তার জন্য, যে তার পাশানকর্তাকে ডর করে। আজ্ঞাহৃতকে ডর করলেই ঈশ্বান ও সহ কর্ম সম্পাদিত হয়, আ জাগ্রাত ও সন্তল্প জাতের চাবিকাঠি ।

আনুষাঙ্গিক কাহিন্য বিষয়

শ্রথম আজ্ঞাতে রসূলুল্লাহ (সা)–র আবির্জাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুকুর, শিরক ও মূর্খ-তার মৌর অক্ষকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বপ্রাণী অক্ষকার দূর করার জন্য একজন পানাদলী সংঘাতক প্রেরণ করা হিল অপরিহার্য। রোগ ব্রেমন জটিল ও বিশ্ব-ব্যাপী, তাত্ত্ব প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকও ত্রেমনি সুবিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া দরকার। অন্যথায় রোগ নিরাময়ের আশা সুন্দরপ্রয়াহত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচারক ও পানাদলী চিকিৎসকের উপাধি উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অস্তিত্ব একটি ‘বাইরিয়াহ্’ অর্থাৎ কুকুর ও শিরককে জসার প্রতিপ্রয় করার জন্য সুস্পষ্ট প্রয়োগ হওয়া বাহুনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হয়েন আজ্ঞাহৃত পক্ষ থেকে আগত একজন রসূল, যিনি কোর-আনেক সুন্দর্ষে প্রয়োগ নিরে তাদের কাছে অপ্রয়ম করেছেন। এ পর্যন্ত আজ্ঞাত থেকে দুটি বিবর জানা গেল—এক পরমপ্রভুর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অক্ষকার বিচারজ্যান হিল এবং সুই, রসূলুল্লাহ (সা) মহান যর্দানের অধিকারী। অতঃপর কোর-আনের কাছে কাটি শুল্কপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে ।

يَقْلُو مُهْلِفًا مَظْهَرٌ فِيْهَا كُتُبٌ قَوْمٌ—يَقْلُو مُهْلِفًا مَظْهَرٌ فِيْهَا كُتُبٌ قَوْمٌ

এর অর্থ ‘গাঠ করা’। তাৰে যে কোন পাঠকেই তিজাওয়াত বলা যায় না বলুং যে গাঠ পাঠ-দানকারীৰ প্রদত্ত অনুরীজনের সম্মুখ অনুরূপ হবে তাকেই ‘তিজাওয়াত’ বলা হয়। তাই পরিজ্ঞানীয় সাধারণত কোরআন গাঠ করার জোড়ে ‘তিজাওয়াত’ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ۱۷۰ শব্দটি جَنَاحَةً–এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোন বিবরণবশত লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীকা। كَتَابٌ–ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বন্ধ। এদিক দিয়ে কিতাব ও সহীকা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোন সময় আদেশও হয়ে থাকে। لَوْلَا كَتَابٌ بِمِنْ أَنَّ—এখানেও এ অর্থই বোবানো হয়েছে, এক জাগ্রাতে আছে سَقْعٌ—অর্থাৎ এ অর্থই বোবানো হয়েছে। অন্যথার مُهْلِفٌ বলার কোন মানে থাকে না ।

আজ্ঞাতের উদ্দেশ্য এই যে, মূল্যবান ও আহলে-কিতাবদের পথস্পষ্টতা তরয়ে পৌছে পিয়েছিল। ফলে তাদের দ্বারা বিজ্ঞাস থেকে সরে আসা সন্তুষ্পর হিল না, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আজ্ঞাহৃত কোন সুস্পষ্ট প্রয়োগ আসত। তাই আজ্ঞাহৃত তা’আলী তাদের কাছে রসূলকে সুস্পষ্ট প্রয়োগে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য হিল তাদেরকে পরিব সহীকা তিজাওয়াত করে কুনানে অর্থাৎ তিনি সেসব বিধান কুনানে, আ পরে সহীকাৰ আধ্যাত্মে সংরক্ষিত

করা হব। কেননা, প্রথমে রসূলুল্লাহ (সা) কোন সহীফা থেকে নব—সমৃতি থেকে পাঠ করে তুমাতেন। এসব সহীফার নাম ও ইনসাফ সহজের প্রদত্ত ও চিহ্নিত বিধি-বিধান লিখিত ছিল।

تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مَنْ جَاءَهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ

—এর অর্থ এখানে বিরোধ ও অঙ্গীকার করা। রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্য ও আবির্জাবের পূর্বে আহমে-কিত্তাবরা তাঁর নবুয়াতের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের ঐশ্বী প্রভু তওরাত ও ইঙ্গীল রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুমত, তাঁর বিশেষ বিশেষ উপাদান ও তাঁর প্রতি কোরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহদী ও খুস্তানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ ছিল না যে, শেষ ইমানীর মুহাম্মদ মোহাম্মদ (সা) আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কোরআন নাহিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্য অপরিহার্য হবে।

কোরআন পাকেও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَقْنُونَ مَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا——আর্থাতঃ আহমে-কিত্তাবরা রসূলুল্লাহ (সা)-র আবির্জাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষার ছিল এবং যখনই মুশ্রিকদের সাথে তাদের মুকাবিলা হত, তখনই তাঁর মুখ্যস্থূতাফ আলোহ তা'আলাৰ কাছে বিজয় কামনা করে দোজা করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাক্ষ্য দান করা হোক। অথবা তারা মুশ্রিকদেরকে বলত : তোমরা তোমাদের বিকল্পে শক্তি পরৌক্তা করছ বটে, কিন্তু সহরাই একজন রসূল আসবেন, কিনি তোমাদেরকে পদান্ত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, এমনে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রসূলুল্লাহ (সা)-র আগমনের পূর্বে আহমে-কিত্তাবরা সবাই তাঁর নবুয়াত সম্পর্কে অভিয মত পোষণ করত কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অঙ্গীকার করতে লাগল। কোরআনের অর্থ এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَلِمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا——আর্থাতঃ তাদের কাছে যখন পরিচিত রসূল

সত্য ধর্ম অথবা কোরআন আগমন করল, তখন তারা কুকুর করতে লাগল। আজোচ আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বলিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের বিষয়, রসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোন মতবিভোধ ছিল না ; সবাই তাঁর নবুয়াত সম্পর্কে একমত ছিল কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ আর্থাত শেষ নবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ ছাপিট হয়ে গেল। কেউ তো বিস্তাস জ্ঞাপন করে মুঠিন হল এবং অনেকেই কাফির হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহমে-কিত্তাবদেরই বৈলিঙ্গ্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে—মুশ্রিকদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল,

তাই প্রথম আঢ়াতে উভয়কেই অঙ্গুল করে

لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُهْرِكِينَ
বলা হয়েছে।

তৎসৌরের সার-সংকেপে খিলোয় বাপারেও মুশায়িক এবং আহমে-কিতাব—উভয় সম্পূর্ণভাবে শামিল করে তৎসৌর করা হয়েছে।

وَذَلِكَ دِيْنُ الْقِوْمَةِ
—আর্থাৎ আহমে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ

করা হয়েছিল থাটি যনে ও একনিষ্ঠত্বাবে আল্লাহ'র ইবাদত করতে, নামাঝ কারোম করতে ও খাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিজাতের অধিবা আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অবগুর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। বলা বাহ্য্য,

كَتَبْ بَحْتَ قُوَّمَةً
—এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কোরআনী বিধি-বিধান হবে এবং আঢ়াতের মতজব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরীয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধানও হবহ তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিত্তি বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
—এ আঢ়াতে আমাতৌদের প্রতি সর্ববৃহৎ নির্মা-

ণত আল্লাহ'র সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হস্তরত আবু সাবীদ খুসরী (রা) বলিত
রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাতৌদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন :

لَبِيكَ رَبِّنَا وَسَعْدِ يَكَ
يَا أَهْلَ الْجِنَّةِ
(হে আমাতৌগণ)। তখন তারা জওয়াব দিবে বলবেন :

وَالْغَنِيرَ كُلَّ فِي يَدِ يَكَ
হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা উপরিত এবং আপনার আনু-
গতের অন্য প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন :

وَتَلِيلَ رَضِيَّتِ
তোমরা কি সন্তুষ্ট ? তারা জওয়াব দিবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার !
এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সন্তুষ্টবনা ? আগনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা
অন্য কোন স্তুষ্টি পাইনি। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উভয় নিয়ামত
দিছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি মায়িল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের
প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।—(বুখারী, মুসলিম)

আলোচ্য আঢ়াতেও ক্ষবর দেওয়া হয়েছে যে, আমাতৌরাও আল্লাহ'র প্রতি সন্তুষ্ট হবে।
এখানে প্রবৃহত্তে পারে যে, আল্লাহ'র প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া
ছাড়া কেউ জারাতে যেতেই পারে না। এমতব্যাপ্তি এখানে আমাতৌদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার

তাহপর্য কিং? জওয়াব এই ষে, সন্তুষ্টির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবাহ্য পূর্ণ হওয়া এবং কোন কৌন্স অপূর্ণ না থাকা। এখানে সন্তুষ্টি বলে এই শুরুই বোধানো হচ্ছে।

উদাহরণত সুরা বোহায় রসূলুল্লাহ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে :

وَسُوفَ

أَنْتَ مُطْلُوكٌ رَبِّكَ فَتَرَضَ
অর্থাতঃ সন্তুষ্ট অর্থাতঃ সন্তুষ্ট অর্থাতঃ তা'আলা আপনাকে এমন ব্যন্ত দান করবেন,

যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে থাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাহিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তা হলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, ইতক্ষণ আয়ার একটি উচ্চতত্ত্ব জাহাজামে থাকবে।—(মাঝহারী)

— ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ — সুরার উপসংহারে আলাহুর ভয়কে সবচে ধৰ্মীয়

উৎকর্ষ এবং পারমোক্তিক নিয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হচ্ছে। কোন শর্ত হিংস্র জন্ত অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে তারের সঞ্চার হয়, তাকে ঘৃন্থিত বলা হয় না বরং কারও অসাধারণ যাহাজ্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভৌতিক উৎপত্তি, তাকেই ঘৃন্থিত হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংরিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সম্মেব থেকেও আস্থারক্ষা করা হয়। এই ভৌতিক মানুষকে ক্ষমিত ও প্রিয় বাস্তুর পরিপন্থ করে।

سورة الز لزال

সূরা বিজয়

মদিনায় অবতীর্ণ, ৮ আগস্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَلَاهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَخْرَاهَا ۝ وَقَالَ
 الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِنِي تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْلَىٰ لَهَا ۝
 يَوْمَئِنِي يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۝ لَيَرُوا أَهْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 حُمْرًا إِيمَرَةٌ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَهُ ۝**

গবেষণামূলক ও জাতীয় দফতর আজাহর নামে উচ্চ

- (১) যখন পৃথিবী তার কল্পনে প্রকল্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোকা বের করে দেবে, (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল ? (৪) সেদিন সে তার স্থান বর্ণনা করবে, (৫) কালো, আগোড়ার পাইনকত্তি তাকে আলেপ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন মধ্যে প্রকাশ পাবে ; যাতে তাদেরকে তাদের ক্ষতকর্ম দেখানো হবে। (৭) অঙ্গের কেটে অশু পরিমাণ সহ করে করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেটে অশু পরিমাণ অসহ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

তৎসীরের সার-সংকেত

যখন পৃথিবী তার কল্পনে প্রকল্পিত হবে এবং পৃথিবী তাক বোকার বাইরে মিছেস কুরবে, (বেকুরা বলে ভূগর্ভস্থ ধন-ক্ষণাত্মক ও ভূভূমিরকে বোকানো হবেছে)। কোনো কোনো জীবাণুত থেকে জীবা জাগবে, পূর্বেও ভূগর্ভস্থ অনেক কিছু বাইরে চলে আসবে। কিম্বামতের পূর্বে বেসব ভূগর্ভস্থ সম্পদ বাইরে আসবে, সেগুলো সত্ত্বজ কালপ্রবাহে আসবে আগুনে আগুনে নিচে চাপা পড়ে আবে এবং কিম্বামতের দিন আবার বের হবে। ভূগর্ভস্থ ধনসম্পদ বাইরে চলে আসবে তাঁসর্প সত্ত্বজ এই যে, আবা ধনসম্পদকে অস্থায়িক ভাববাসে, তারা যাতে অচেক ধনসম্পদের অসারণী প্রতাঙ্ক করে নেবে)। এবং (এই পরিচ্ছিতি দেখে) মানুষ বলবে, এর কি

হল (যে, একবে প্রকল্পিত হচ্ছে এবং সব শৃঙ্খল ভাষার বাইরে চলে আসছে) ? সেদিন পৃথিবী ভার (ভাই-মন) হাতাপ বর্ণনা করবে। কারণ, আগনীর পাশনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (হাদীসে এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—পৃথিবীতে যে বাতি বেরাপ কর্ম করবে তাত আখবা মন—পৃথিবী তা বলে দেবে। এটা হবে তার সাজা)। সেদিন যানুম বিভিন্ন দলে (হিসাবের মরাদান থেকে) ফিরবে (অর্থাৎ আদের হিসাব সম্পত্ত হচ্ছে, তারা জামাতী ও জাহাজামী দলে বিভক্ত হবে জামাত ও জাহাজামের দিকে রওঝানা হবে) আতে তারা তাদের কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলাফল) দেখে নেবে। অতএব যে বাতি অপু পরিয়াগ অসৃত কর্ম করবে, সেও তা দেখবে (অনি সৃত-অসৃত তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে)। নতুনা অনি কুকুরের কারপে সৃত কর্ম খৎস হয়ে আর অথবা ইমান ও তওবার কারপে অসৃত কর্ম মিটে আয়, তবে তা কিয়ামতের দিন দেখা আবে না। বেননা, তখন সেই সৃত কর্ম সৃত কর্ম নয় এবং অসৃত কর্ম অসৃত কর্ম নয়। তাই সীমনে আসবে না)।

আনুষ্ঠানিক জাতৰ বিবর

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَلَهَا—আঘাতে প্রথম শিংগা ঝুঁকার পূর্বেকার

তৃকল্পন বোঝানো হয়েছে, না বিড়ীয় ঝুঁকারের পরবর্তী তৃকল্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ঝুঁকারের পূর্বেকার তৃকল্পনে কিয়ামতের আলায়ত-সমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং বিড়ীয় ঝুঁকারের পরবর্তী তৃকল্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে করব থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তফসীরবিদগণের উত্তি এ বাপারে বিভিন্ন জাপ যে, আলেচ্য আঘাতে কোন তৃকল্পন ব্যাপ হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে বিড়ীয় তৃকল্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবৃত্তি। কারণ, এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথ্য হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।—(মাহাবৌ)

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا—এই তৃকল্পন সম্বর্কে রসূলুল্লাহ (সা)

বলেন : পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিলামকায় বর্ণনাতের আকারে উদ্গোরণ করে দেবে। তখন যে বাতি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এর জন্যাই কি আমি একবাঢ় অগ্রাধ করেছিলাম ? যে বাতি অর্ধের কারপে আঞ্চীয়নদের সাথে সম্পর্ক-হচ্ছে করেছিল, সে বলবে, এর জন্যাই কি আমি এ কাও করেছিলাম ? তুরিয়ে কার্যে আর হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যাই কি আমি নির্মের হাত হারিয়েছিলাম ? অতঃপর কেউ এসব বর্ণনাতের প্রতি ঝুঁকেগত করবে না।—(ঝুঁগিম)

فَمَنْ يَعْلَمْ مِثْقَالَ فَرْوَةٍ خَيْرًا بِرَبِّهِ—আঘাতে খুর বলে শরীরতস্বত্ত

সৃত কর্ম বোঝানো হয়েছে, যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত

କୋନ ସଂ କର୍ମଇ ଆହୀର କାହେ ସଂ କର୍ମ ନଥା । ବୁଦ୍ଧର ଅବସ୍ଥା କୃତ ସଂ କର୍ମ ପରକାଳେ ଧର୍ମବ୍ୟାହବେ ମା ଶିଦ୍ଵି ଦୁନିଆତେ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଖ୍ୟା ହୟ । ତାଇ ଏ ଆହୀତକେ ଏ ବିଷୟରେ ଫ୍ରାଙ୍ଗରାଜପ ପେଶ କରା ହସ ବେ, ଯାର ମଧ୍ୟେ ଅପ୍ରମାଣ ଈମାନ ଥାକବେ, ତାକେ ଅବସ୍ଥେ ଜାହାଜାମ ଥେବେ ବେର କରେ ନେଇବା ହୁବେ । କେବଳା, ଏ ଆହୀତର ଓଜାଦା ଅନୁଭାବୀ ପ୍ରତୋକେର ସଂ କର୍ମର ଫଳ ପରକାଳେ ପାଓରା ଜରୁରୀ । କୋନ ସଂ କର୍ମ ନା ଥାକଲେଓ ଅଗ୍ରଂ ଈମାନଇ ଏକଟି ବିରାଟି ସଂକର୍ମ ବଲେ ବିବେଚିତ ହୁବେ । ଫଳେ ମୁଁମିଳ ବ୍ୟାଜି ବତ ବଡ଼ ଶୋଭାତ୍ମଗାରଇ ହୋଇ, ଚିରକାଳ ଜାହାଜାମେ ଥାକବେ ନା । କିନ୍ତୁ କାହିଁର ବ୍ୟାଜି ଦୁନିଆତେ କୋନ ସଂ କର୍ମ କରେ ଥାକଲେ ଈମାନରୁଗୁ ଜାତିବେ ତୋ ପଞ୍ଚମ ମାତ୍ର । ତାଇ ପରକାଳେ ତାର କୋନ ସଂ କାଜିଟ ଥାକବେ ନା ।

—وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرْهَا شَرَابِرْهَا—जौवदान उत्तरा कालनि—अथाव

এমন জস্তি কর্ম বৈকানো হয়েছে। কেবল, কোরআন ও হাদীসে অকাউত্তি প্রয়াণ আছে, তাওয়া করলে সোনাহ মাফ হয়ে থায়। তথে কে পেনাহ থেকে তাওয়া করেনি, তা ছাট হোক কিংবা বড় হোক—পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সা) হস্তরুত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন সোনাহ থেকেও অভ্যরণার সচেষ্ট হও, যাকে ছেট ও তুল মনে করা হয়। কেবল, এর জন্মও আল্লাহ'র পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।—(নাসাই, ইবনে মাঝা)

ହେଉଥି ଆବଶ୍ୟକ ଇବନେ ଯସତୁଦ (ରା) ବଲେନ : କୋରାଜାନେର ଏ ଆଯାତଟି ସର୍ବାଧିକ ଅଉଳ ଓ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥବେଳେଥିକ । ହେଉଥି ଆନାସ (ରା) ହତେ ବଖିତ ଏକ ଦୌର୍ଘ୍ୟ ହାନିମେ ବସ୍ତୁଜୀବ୍ହାନ୍ତି (ସା) ଏ ଆଯାତକେ **مَنْ يُلْقِي زَرْبَهُ فَلَا يُنْظَمْ**—ଆର୍ଯ୍ୟାଂ ଏକକ, ଅନନ୍ତ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବଲେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛନ ।

हमरत आनाम ओ ईवने आक्षाम (रा) विनित एक हानोसे राजुवृक्षाय (पा) गृदा विलासके कोरानानेन अर्थक, सूरा ईश्वासके कोरानानेन एक-जुलीक्षण एवं सूरा काक्षिकानके कोरिज्जानेन एक-ठज्जर्थीक्षण बनाहेन।—(शावहाजी)

سورة العاديات

সুরা আদিয়াত

মকাব অবতীর্ণ, ১১ আরত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَدِيْتِ صَبَّحًا ۝ قَالُوا رَبُّنَا يَوْمٌ يَوْمٌ
 نَقْعَدُ ۝ فَوْسَطَنَ بِهِ جَمِيعًا ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝
 وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذِلْكَ لَشَهِيدٌ ۝ فَلَمَّا هُجِّيَ الْغَيْرُ لَهُدِيدٌ ۝ أَفَلَا
 يَعْلَمُ إِذَا بُعْثَرَ مَا فِي الْعُبُورِ ۝ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ۝

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَغَيْرٌ ۝

পরম কর্তৃপাত্র ও অসীম দয়ালু আজ্ঞাহীন নামে গুরু

- (১) শপথ উর্ফাসে চলায়ান অবসমুহের, (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নির্গত-কারী অবসমুহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে মুট্টরাজকারী অবসমুহের (৪) ও হারা সে সময়ে খুলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অতঃপর হারা শরূদলের অভ্যরণে ছুকে পড়ে—(৬) নিষ্ঠার মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অক্ষতত (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিষ্ঠিতই ধনসম্পদের কালবাসার মত (৯) সে কি জানে না, বখন করে বা আছে, তা উদ্ধিত হবে (১০) এবং অভরে বা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সন্ধিশৱ ভাস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ উর্ফাসে ধারমান অবসমুহের, অতঃপর হারা (প্রভাতে) ক্ষুরাঘাতে অগ্নি নির্গত করে, অতঃপর প্রভাতকালে মুট্টরাজ করে, অতঃপর সে সময়ে খুলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শরূদলের অভ্যরণে ছুকে পড়ে, (এখানে শুজের অবসমুহ বোঝানো হয়েছে) আরব দুর্ঘট্য জাতি বিধায় শুজের জন্য অর্পণ করত। অবশের সাথে তাদের এ সংরোগের প্রেক্ষিতে সীমান্তিক আবের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হচ্ছে :) নিষ্ঠয়

(বেসর) মানুষ (কাক্ষিক) তার পাইনকর্তাৰ প্ৰতি খুবই অকৃতত। সে বিজেও এ সম্পৰ্কে অবহিত (কখনও গ্ৰহণৈল এবং কখনও চিন্তাভীবনাৰ পৱ অকৃতজ্ঞতা অনুভৱ কৱে)। সে প্ৰয়োগ হৈ খন্দ-সম্পদেৱ ভোকাবাসীৰ মত। (এটাই তার অকৃতজ্ঞতাৰ কাৰণ)। অতঃপৱ এৱ অন্য শাস্ত্ৰবালী উচ্চাবল কৱা হয়েছে;) সে কি জানে না, বখন কৰৱে বা আছে, তা উপৰিত হৰে এবং অন্তৱ বা আছে, তা প্ৰকাশ কৱা হৰে। সেদিন তাদেৱ কি অবস্থা হৰে, সে সম্পৰ্কে তাদেৱ পাইনকর্তা সবিশেৱ অবহিত। (কলে তিনি তাদেৱকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। মোষ্ট কথা, মানুষ হন্দি সেই সংকটযৰ মুহূৰ্ত সম্পৰ্কে পুৱোপুৱি ভাত হত, তবে অকৃতজ্ঞতা ও ধনসম্পদেৱ জীৱনসা থেকে অবলাই বিৱত হত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞানৰ বিষয়

সুরা আদিবাত হৰুৱত ইবনে অসউদ, আবেৱ হাসীন বসুৰী, ইকবিলা ও আভা (ৱা) প্ৰমুখেৱ অতে যোৱাৰ অবজীৰ্ণ এবং ইবনে আবুাস, আনাস (ৱা), ইয়াম মালিক ও কাতাদায় (ৱা) প্ৰমুখেৱ মতে মদীনায় অবজীৰ্ণ।—(কুরাতুৰী)

এ সুৱায় আজাহ তা'আলী সামৰিক অৱেৱ কতিপৱ বিশেৱ অবস্থা বৰ্ণনা কৱেছেন এবং তাদেৱ শপথ কৱে বলেছেন হে, মানুষ তার পাইনকর্তাৰ প্ৰতি খুবই অকৃতত। একথা বাবু বাবু বলিত হয়েছে, আজাহ তা'আলী তার স্থলিটৰ মধ্য থেকে বিভিন্ন বৰুৱ শপথ কৱে বিশেৱ ঘটনাৰলী ও বিধীনাৰলী বৰ্ণনা কৱেন। এটা আজাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষেৱ জন্মকৌন স্থল বৰুৱ শপথ কৱা বৈধ নহ। শপথ কৱাৰে লক্ষ্য নিজেৰ বজ্ঞাবাকে বাস্তুৱসম্পত্ত ও বিশিষ্ট প্ৰকাশ কৱা। কোৱালী পাক হে বৰুৱ শপথ কৱে কৌন বিষয় বৰ্ণনা কৱে, বধিত বিষয় সপ্তমাখে সে বৰুৱ গভীৰ প্ৰভাৱ থাকে। এমনকি, সে বন্ত হেন সে বিষয়েৰ পক্ষে সাজ্জাদান কৱে। এখানে সামৰিক অৱেৱ কৰ্তোৱ কৰ্তৃব্যমিষ্ঠতাৰ উল্লেখ হৈন মানুষেৱ অকৃতজ্ঞতাৰ সাঙ্গয়ায়ৱ কৱা হয়েছে। এৱ ব্যাখ্যা এই হে, অৱ বিশেষত সামৰিক অৱ মুকুচক্ষে নিজেৰ জীৱন বিপজ কৱে মানুষেৱ আদেশ ও ইঙিতেৰ অনুসৰী হয়ে কৃত কৰ্তোৱ খেদমতই না অনিজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অৱ মানুষ স্থলিট কৱানি। তাদেৱকে হে হাস-গানি মানুষ দেৱ, তাও তার স্থজিত নহ। আজাহৰ স্থলিট কৱা জীৱনোপকৰণকে মানুষ তাদেৱ কাছে পৌছে দেৱ মান। এখন অথকে দেখুন, সে মানুষেৱ এতটুকু অনুপ্রহকে কিভাৱে চিনে এবং বৌকাৰ কৱে। তাৰ সামান্য ইশাৱাৰ সে তাৰ জীৱনকে সাক্ষাৎ বিপদেৱ মূলে ঠেঁঠে দেৱ, কৰ্তোৱনৰ কল্প সহ্য কৱে। পক্ষান্তৰে মানুষেৱ প্ৰতি লক্ষ্য কৱন, আজাহ তা'আলী তাকে এক কৈৰাটা তুচ্ছ বৌৰ্ধ থেকে স্থলিট কৱেছেন, বিভিন্ন কাজেৰ শক্তি দিয়েছেন, বৃক্ষ ও চেতনা দান কৱেছেন, তাৰ পানাহারেৱ সামগ্ৰী স্থলিট কৱেছেন এবং সমস্ত প্ৰয়োজনীয় আসবাৰপত্ৰ সহজলাভ কৱে তাৰ কাছে পৌছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এসব উচ্চস্থানেৰ অনুচ্ছেড়ও কৃতজ্ঞতা দীকাৰ কৱে না। এৰাৰ সকাৰ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৱন—ত ৫.১.৬ স্থলিট ৫.৩.৫ থেকে উন্মুক্ত। অৰ্থ দৌড়ানো। **ত্ৰিপুত্ৰ**—যোড়াৰ দৌড় দেওৱাৰ সমস্ত তাৰ বক থেকে নিৰ্গত আওয়াজকে বলা হয়। **ত ৫.৩.৫** স্থলিট ৫.৩.৫ থেকে উন্মুক্ত।

অর্থ অধি নির্গত করা ; যেমন চক্রবর্কি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অধি নির্গত করা হয়। ১৫-এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লোহজুতা পরিহিত অবস্থায় কোঢ়া শব্দে প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্রিমভাবে নির্গত হয়। ১৬-
শব্দটি ৪ ১ থেকে উত্তুত। অর্থ হামলা করা, হানা দেওয়া। ১৭- আরবদের অভাস হিসাবে প্রভাতকালের উরেখ করা হয়েছে। তারা বৌরফবশত রাষ্ট্রের অক্ষকারে হানা দেওয়া দুর্বলীয় মনে করত। তাই তারা তার হওয়ার পর এ কাজ করত। ১৮- শব্দটি ৪ ১ থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। অর্থাৎ অবসরূহ যুক্তক্ষেত্রে এত শুরুত ধূর্মান হয়ে ওঠে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক অচ্ছাম করে ফেলে। বিশেষত প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক শুরুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, যুক্তাবত এটা ধূলি উত্থিত হওয়ার সময় নয়। ডীরগ দৌড় আরাই ধূলি উড়তে পারে।

فَوْ سَطِنَ بِهِ جَمِيعاً—অর্থাৎ এসব অর্থ গভুরদের অভাসের নির্ভরে তুকে পতে।

ক্ষুর হয়েরত হাসান বসরী (র) বলেন : এর অর্থ সে বাস্তি, যে বিপদ প্রমরণ রাখে এবং নিয়ামত ভূলে আয়।

আবু বকর ওয়াসেতী (র) বলেন : যে বাস্তি আল্লাহর নিয়ামতসম্বৃহকে গোনাহের কাজে বায় করে, তাকে ১ ক্ষুর বলা হয়। তি঱মিবীর মতে এর অর্থ যে নিয়ামত দেখে কিন্তু নিয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উভয়ের সারমর্ম নিয়ামতের নাশে করা।

وَإِنَّ لِحَبَّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ—এর শাস্তির অর্থ মহল। আরবে ধন-সম্পদকেও খুর বলে বাস্ত করা হয়, যেন ধনসম্পদ প্রস্তুত মহল এবং উপকারীই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধনসম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদে অভিত করে দেয়। পরকালে তো হারায ধনসম্পদের পরিণাম তাই হবে; দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্য বিপদ হয়ে আয়। কিন্তু আরবের বাকপজতি অনুযায়ী এ আঘাতে ধনসম্পদকে খুর বলে বাস্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আঘাতে আছে **إِنْ تَرَكَ خُورًا** —

উপরোক্ত আঘাতে অধীনে শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দু'টি কথা বাস্ত করা হয়েছে—
এক. মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কলট প্রমরণ রাখে এবং নিয়ামত ও অনুগ্রহ ভূলে আয়।
দুই. সে ধনসম্পদের জালসার মত। উভয় বিষয় শরীয়ত ও শুরুতের নিরিখে নিষ্পন্নীয়।
অকৃতজ্ঞতা যে বিষমীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তবে ধনসম্পদ মানুষের
প্রয়োজনাদির ভিত্তি। এর উপর্যুক্ত শরীয়তে কেবল হালালই নয় বরং প্রয়োজনযোগ্যক
ক্ষরণও বটে। সুতরাং ধনসম্পদের ভালবাসা নিষ্পন্নীয় হওয়ার এক কারণ তাতে এমন

জাবে মত হওয়া কে, আল্লাহর বিধি-বিধান থেকেও পাঞ্চিল হরে পড়া এবং হালাজ ও হারায়ের পরাগৱা না করা। বিতুর কারণ এই কে, ধনসম্পদ উপর্যুক্ত করা এবং প্রয়োজনমাঙ্কিক সংকলন করা তো নিষ্ঠনীর নয়, বরং করব। কিন্তু একে ভালবাসা নিষ্ঠনীর। কেননা, ভালবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। সাক্ষীকৃত এই কে, ধনসম্পদ প্রয়োজনমাঙ্কিক অর্জন করা এবং তম্বারা উপর্যুক্ত হওয়া তো করব ও প্রশংসনীয় কিন্তু অন্তরে উৎপত্তি মহকৃত হওয়া নিষ্ঠনীর। উদাহরণত আনুষ প্রজ্ঞাব পরিষ্কার প্রয়োজন মিটোৱ, এজন্য আপোনা থেকে কিন্তু অন্তরে এর প্রতি মহকৃত থাকে না। অসুস্থ অবস্থায় আনুষ উত্তীর্ণ সেবন করে, অপারেশন করার, কিন্তু অন্তরে উত্তীর্ণ ও অপারেশনের প্রতি মহকৃত থাকে না বরং অপারেক অবস্থার এভেগ অবস্থান করে। এমনভাবে মুসিমের একাগ হওয়া দরকার কে, এসে প্রয়োজনমাঙ্কিক অর্থোপার্জন করবে, তার হিসেবত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে কাজেও জাপায়ে কিন্তু অন্তরকে তার মহকৃত মশুল করবে না। যতকামা জামী অতাপ সাবলৌ ভূমিতে বিবরণিত বর্ণনা করেছেন :

آپ آند رز یونکشن پشتی آست

ଅର୍ଧାଂ ପାନି ହତ୍ତକଳ ନୌକାର ନୀତେ ଥାକେ, ତତ୍ତକଳ ନୌକାର ପକ୍ଷେ ସହାୟକ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ପାନିଇ ବଧନ ନୌକାର ଅନ୍ତରେ ଠଳେ ଥାଏ, ତଥନ ନୌକାକେ ନିମିଶିତ କରେ ଦେଇ । ଏମନି-
ଭାବେ ଧନ୍ସମ୍ପଦ ହତ୍ତକଳ ନୌକାଙ୍ଗୀ ଅନ୍ତରେ ଆସେଗୋଲେ ଥାକେ, ତତ୍ତକଳଟେ ତା ଉପକାରୀ ଥାକେ ।
କିନ୍ତୁ ବଧନ ତା ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରେ, ତଥନ ଅନ୍ତରକେ ଥର୍ଡ୍ସ କରେ ଦେଇ । ସୂରୀର
ଉପଗ୍ରହରେ ଯାନବେର ଏ ଦୁଃଖ ସ୍ଥଳ୍ୟ ଘଟାବେଳେ କାହାପେ ପରକାଳୀନ ଶାନ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାନୋ ହୁ଱େ ।

—أَلَّا يَعْلَمُ إِذَا بَعْثَرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ—جَاهَدْ يَانُوسْ كِيْ جَانِهْ نَأْيِ.

କୋଡ଼ିଙ୍ଗ : ଆମୋଡ଼ ଶୂରୁର ମାନୁଷ ଯାଇଲେଇ ଦୁଇ ହଣ୍ଡା ବଜ୍ଞାବ ବଖିତ ହରେହେ । ଅଥବା
ମାନୁଷର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଅନେକ ନବୀ, ଓଳୀ ଓ ସହ କର୍ମପରାମରଣ ବାତିଲ୍ ଆହେ, ବୀରା ଏ ହଣ୍ଡା
ବଜ୍ଞାବର ଥେକେ ମୁହଁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାହର ଫୁଲତ ବାଣୀ । ତାରା ଆଜ୍ଞାହର ପାଥେ ଅର୍ଥ ବାଗ୍ର କରାର
ଅଳ୍ୟ ଫୁଲତ ଥାକେନ ଏବଂ ହାରୀଯ ଧରମାମଦ ଥେକେ ବୈଚେ ଥାକେନ । ତବେ ଅଧିକାଳ୍ ମାନୁଷ
ହେଲେତୁ ଏସବ ମୋହେ ପଢିତ, ତାଇ ମାନୁଷ ଯାଇଲେଇ ଏହି ବଳ-ଅଭ୍ୟାସ ବରଣୀ କରା ହରେହେ । ଏତେ
ସବାରେଇ ଏହାପ ହେତ୍ତା ଜକରୀ ହେବ ନା । ଏ କାରିଗରେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଆହାତେ ମାନୁଷ ବଜେ କାହିଁର
ମାନୁଷ ବୁଝିରେହେନ । ତକ୍ଷୀରେର ସାର-ସଂକେଗେତ ତାଇ କରା ହରେହେ । ଏର ସାର ଅର୍ଥ ହବେ ଏହି
ଥେ, ଏ ହଣ୍ଡା ବିଷର ଫୁଲତପକ୍ଷେ କାହିଁରଦେର ବଜ୍ଞାବ । ଆଜ୍ଞାହ ନା କରନ, ଅଦି କୌନ ମୁସଜିଆଲେର
ମଧ୍ୟେ ଏକାଜୀ ପାତ୍ରଙ୍ଗ ବାର, ତବେ ଅଧିଗରେ ତା ଦୂର କରତେ ସଠଚେଷ୍ଟ ହେତ୍ତା ଦମ୍ଭକାର ।

سورة القارعة

সূরা কারেহ

মঙ্গল অবস্থা, ১১ আলাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَذْرِكَ مَا الْقَارِعَةُ لَيُوْمَ يَكُونُ النَّاسُ
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ فَوَلَكُونُ الْجِبَالُ كَالْوَهْنِ الْمَنْفُوشِ فَإِنَّمَّا مَنْ شَدَّ
مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَإِنَّمَّا مَنْ حَفِظَ مَوَازِينَهُ فَأَمْمَهُ
هَادِيَةٌ وَمَا أَذْرِكَ مَاهِيَّةُ نَارٍ حَلْوَيَةٌ**

পরম কর্মসূলী ও আগীম দর্শন আজাহুর নামে গুরু

- (১) কর্মাতকারী, (২) কর্মাতকারী কি ? (৩) কর্মাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন ? (৪) যেদিন যানুব হবে বিক্রিপ্ত পতঃসের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে খুনিত রংগুল পশ্চয়ের মত। (৬) অতএব আর পাঞ্চ জারী হবে, (৭) সে সুবী জীবন বাপন করবে (৮) আর আর পাঞ্চ হাজার হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিজা। (১০) আপনি জানেন তা কি ? (১১) প্রতিষ্ঠিত আছি।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

কর্মাতকারী, কর্মাতকারী কি ? কর্মাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন ? (অর্থাৎ কিয়ামত, হে অস্তরকে ভৌতি এবং কানকে ভৌতিক শব্দে আঘাত করবে, আর এ অবস্থা সেদিন হবে,) যেদিন যানুব হবে বিক্রিপ্ত পতঃসের মত (কয়েকটি বিষয়ের কারণে মানুষকে পতঃসের সাথে পুরণা করা হয়েছে—এক, সংখ্যাখ্যিকোর অন্য সেদিন বিবেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সহজ যানুব এক মুহূরানে সম্বৰ্ত হবে। সুই, দুর্বলতা ও শক্তি-ছীনভাব অন্য। কারণ, সব মানুব তখন পতঃসের মতই শক্তিহীন ও দুর্বল হবে। এ দৃষ্টি কারণে হালেরের সব মানুষের অধো ব্যাপকভাবে পাঞ্চজন্য আবে। তৃতীয় কারণ এই যে, সব মানুব অস্তির ও ব্যানুজ হলে এধিক উদিক ছুটাছুটি করবে, আ পতঃসের বেজান প্রভাবে করা আবে। অবশ্য এ অবস্থা সুমিনদের বেজান হবে না। তৃতীয় প্রদান মনে করব থেকে উদ্বিধ হবে)। এবং পর্বতমালা হবে খুনিত রংগুল পশ্চয়ের মত। (পর্বতমালার রঙ

বিভিন্ন রাগ। খেহেতু এগুলো সেদিন উভয়ে থাকবে, কলে বিভিন্ন রঙ-এর পশ্চের মত দেখা হবে। সেদিন আনুষের কর্ম উজন করা হবে) অতএব হার পালা তারী হবে, সে-সূরী জীবন সাধন করবে (সে হবে মু'মিন। সে মুক্তি পেয়ে আরাতে আবে) এবং হার (ঈমানের) পালা হাজরা হবে (অর্থাৎ কাফির হবে) তার ঠিকানা হবে হাবিরা। আপনি আমেন তা (অর্থাৎ হাবিরা) কি? (সেটা) এক প্রকার তিক্তি অংশ।

আমুমাতিক তাত্ত্ব বিষয়

এ সুরার আয়তের উজন ও তার হাজরা এবং তারী হওয়ার প্রেছিতে জাহাজাম অথবা জাহাত জাতের বিবর আলোচিত হয়েছে। আমেরের উজন সম্পর্কে বিজ্ঞানিত আলোচনা সুরা আমেরের উজনে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দ্রব্যকুল। সেখানে একধাত তিক্তি হয়েছে যে, বিভিন্ন হাইস ও আকাতের মধ্যে সম্মত সাধন করে আনা হার আয়তের উজন সম্ভবত মু'মিন হবে। একবার উজন করে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্শ্বকল বিধান করা হবে। মু'মিনের পর্যবেক্ষণ তারী ও কাফিরের পালা হাজরা হবে। এরপর মু'মিনদের মধ্যে সৎ কর্ম ও অঙ্গই কর্মের পর্যবেক্ষণ বিধানের জন্য হবে বিভায় উজন। এ সুরার বাহ্যিক প্রথম উজন বৈকাণ্ঠে হয়েছে, যাকে প্রত্যোক মু'মিনের পালা ঈমানের কারণে তারী হবে, তার কর্ম ঘেমনই হোক। আর প্রত্যেক কাফিরের পালা ঈমানের অভিকে হাজরা হবে, সে আদিত কিছু সৎ কর্ম করে থাকে। তৎক্ষণাতে মাঝহারীতে আছে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে কাফির ও সৎ কর্মপ্রাপ্ত মু'মিনের সাথি ও প্রতিদ্বন্দ্ব বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে আরা সৎ ও অসৎ যিনি কর্ম করে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে দান-দানের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়নি। একেরে একথা স্মর্তব্য যে, কিয়ামতে আনুষের আমল উজন করা হবে—সগনা করা হবে মা। আমেরের উজন ইখলাস তথা আক্ষরিকতা ও সুষ্ঠুতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে রায়। হার আমের আক্ষরিকতাপূর্ব ও সুষ্ঠুতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কর্ম হজেও তার আমেরের উজন বেগী হবে। প্রকান্তের জে বাস্তি সংখ্যার তো মামাৰ, রোজা, সদকা-ধরনাত, হজ-গুমরা অনেক করে কিন্ত আক্ষ-প্রিক্তা ও সুষ্ঠুতের সাথে সামঞ্জস্য কর, তার আমেরের উজন কর হবে।

سُورَةُ التَّكَاثُرُ

সুরা তকাথুর

মসজিদ অবগুর্ব, ৮ আলাউত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 رَبِّ الْمَسَاجِدِ كَلَّا سَوْفَ يَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا
 سَوْفَ يَعْلَمُونَ كَلَّا كُنُوْجُ الْيَقِيْنِ لَتَرُؤُنَ الْجَمِيْرِ
 ثُمَّ لَتَرُؤُنَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ثُمَّ لَسْلَانٌ يُوْمِيْدٌ عَيْنَ النَّعِيْمِ

পরম করণাময় ও জসীম মসজিদ আলাউত মাঝে শুনু

(১) প্রাতুর্যের লাগসা তোমাদেরকে গাফিল রাখে, (২) এয়নকি, তোমরা কবর-স্থানে পৌছে যাও। (৩) এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সফরই জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সফরই জেনে নেবে। (৫) কখনওই নয়, যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহাজাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিবা-প্রভায়ে, (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(পাঠিব সম্পদের) বড়াই তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) গফিল করে রাখে, এয়নকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও [অর্থাৎ মরে যাও—(ইবনে কাসীর)] কখনই নয়, (অর্থাৎ পাঠিব সম্পদ বড়াই করার হোগ্য নয় এবং পরকাল গফিল হওয়ার উপযুক্ত নয়)। যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (অর্থাৎ বিশুক্ষ প্রয়াণাদিতে চিঢ়া ও মনোনিবেল করতে এবং এ বিশয়ে প্রত্যার অর্জন করতে, তবে কখনও বড়াই করতে না এবং পরকাল থেকে উদাসীন হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহাজাম দেখবে, (আবার বলি) তোমরা অবশ্যই তা দেখবে দিবা প্রভায়ে। কেননা, এই দেখা প্রয়াণাদির পথে হবে না, শাতে প্রত্যার অর্জনে সামান্য বিলম্ব হতে পারে বরং এটা দিবা দৃষ্টিতে দেখা হবে। (চাকুর দেখাকে এখানে দিবা প্রভায়ে দেখা বলা হচ্ছে)। অতঃপর (আবার বলি) তোমরা অবশ্যই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (আলাউত প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের হক ইমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে আদায় করেছ কিনা—এ প্রশ্ন করবা হবে)।

आधिकारिक गोपनीय विषयक संस्कृति - १०

উকুল : অর্থ প্রয়োগ করে আপনার মত বিশ্বাস করুন।

সকল করা। দ্বিতীয় ইবান আবাস (৩৪) ও হাসান বসরী (৩৫) এ তফসীলই করেছেন। এ শব্দটি আর্থের প্রতিমোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতুদাহ (৩৬) এ অর্থই করেছেন। ইসমেল আব্দুর (৩৭) বর্ণনা করেন, অল্লুজাহ (৩৮) এ করার এ কাষাত তিখাওয়াত করে বললেনঃ এর অর্থ অবেধ গহায় সজ্জাদ সংশ্রে করা এবং আলাহুর নির্ধারিত খাতে বাস না করা।—(কুরআনী)

— حتى زرتم المقاير — آنکہ نے کوئی رہنمائی میں مشارکت کرنے والی اور اس کا مظاہر کو

پیشہ : ایک شامیلے رجسٹریٹر (سما) اور تکمیلی افسوس کامنزون:

الموت—(ইবনে কাসীর) অন্তএব, আরাতের মর্মার্থ এই হে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসম্পদ, সজ্ঞান-সংস্কৃতি ও বৎশ-স্মৃতির বড়াই তোমদেরকে প্রাপ্তিষ্ঠান উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-বিকল্পের কোন চিন্তা তোমরা কর না এবং এমনি অবস্থার তোমদের মৃত্যু গ্রেস হাব। আর মৃত্যুর পর তোমরা আরাবে প্রেক্ষণাত্মক হও। একথা বাহ্যিক সাধারণ যানবাহনকে বলা হয়েছে, আরা ধনসম্পদ ও সজ্ঞান-সংস্কৃতির ভালবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন যত হয়ে পড়ে থে, পরিপূর্ণ চিন্তা করার মুরসলতই পাব না। হস্তরত-আবদুল্লাহ্ ইবনে লিখকীর (রা)-বলেন, আমি একদিন রসুলুল্লাহ্ (স) র নিকট পৌছে দেখলাম, তিনি **كُم الْقَاتِلُ** তিবাওয়াত করে

يقول ابن ادم مالى مالى لك من مالك الا ما اكلت فا فنهت او
لبست فابلبيت او تصدقت فا مضهنتا و في روایة لمسلم وما سوى
ذ لك فذاهب و تاركة للناس -

ମୀନୁଷ ବଳେ, ଆମାର ଧନ, ଆମାର ଧନ ଅଥଚ ତୋମାର ଅଂସ ତୋ ଜତଟୁକୁଇ, ଯତଟୁକୁ
ତୁମି ଘେରେ ଲେଖ କରେ ଫେର ଅଥବା ପରିଶୋଭ କରେ ଛିନ୍ନ କରେ ଦାଓ ଅଥବା ସଦକା କରେ
ଚିନ୍ମୟରେ ପାଞ୍ଚିରେ ଦାଓ । ଏହାଠାଁ ବା ଜୀବିତ, ତୋ ତୋମାର ହାତ ଥିକେ ଚଲେ ଯାବେ—ତୁମି ଅଗରେର
ଜନ୍ୟ ତୋ ହେଲେ ଯାବେ ।—(ଇବନେ କାସିର, ଡିରମ୍ବିଲୀ, ଆଇମ୍ବେଲ୍)

ହରାତୁ ଆନାମ (ରା) ସଖିତ ଏକ ରୋଗୀରେତେ ରମ୍ଭଲାହୁ (ଶା) ବଳେନ :

لويان لاين آدم واديا من ذهب لاحب ان يكون له واديا
ولي يملا عذرا الا التراب ويترى الله على من قاب -

আদম সত্ত্বানের হাতি আর্থে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, যের মে (কলিকাতা সত্ত্ব হলে না, বরং) দুটি উপত্যকা কান্দনা করবে। তার মুখ ত্বৰা (বৰুৱৰ) মাটি বাতীত কলা কিছু ধারা ভূতি করা সত্ত্ব নহ। যে আজাইয়ের দিকে কলিকাতা আজাই তাঁর তওবা কবৃত করেন—(বুধারী)

হৰৱত উবাই ইবনে কাব্য (রা) বলেন : আমরা সুরা জাকালুর নাবিল হওয়া পৰ্বত উপরোক্ত হাসীসকে কোরআন মনে কৰতাম। মনে হৰ—**لَمْ يَكُنْ لِّكَا فِرْ**
গাঠ করে তাঁর ব্যাখ্যায় উপরোক্ত উভিষ্ঠি করেছিলেন। এতে কোন ক্ষেত্ৰ যাহায়ী তাঁর উভিষ্ঠিকেও কোরআনের তাঙ্গা মনে কৰাবেন। পরে বখন সম্পূর্ণ সুরা সামনে আসে, তখন তাঁতে এসব বাক্য ছিল না। কলে কলিকাতা অবস্থা ঝুঁটে ঝুঁটে যে, এতো হিল কলিকাতার বাক্য।

لَوْلَوْ تَعْلَمُونَ مِلْمَ الْقِيَمِ—এর অন্তর্বাচ ও হজে উচ্চ হয়েছে। অৰ্থ ২

—**لَمْ يَكُنْ لِّكَا ثَرْ**—উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা হাতি কিলামতের হিসাব নিবালে নিশ্চিত বিশায়ী ফল, তবে কখনও আজাই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

—**لَمْ يَقْرُنْ نَهَا مِنْ الْهَلْقِمِ**—এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাকুর দর্শন থেকে অজিত হয়। “এটা বিচাসের সর্বোচ্চ তর।” হৰৱত ইবনে আকাস (রা) বলেন : মুসা (আ) বখন তুর পৰ্বতে অবস্থান কৰেছিলেন এবং তাঁর বনু-পশ্চিমতে তাঁর সম্প্রদায় সৌবংসের পুঁজি করতে তর কৰেছিল, তখন আজাই তা'আজা তুর পৰ্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলীয় সৌবংসের পুঁজির জিন্দ হয়েছে। কিন্তু মুসা (আ)-র মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেৱানি, বেশৰ ক্ষেত্ৰে আস্থাহারা হয়ে তাঁওয়াতের উভিষ্ঠলো হাত থেকে ছেঁড়ে দিয়েছিলেন।—(মাঝারী)

—**لَمْ يَتَصَلَّلْ يَوْمَ مَذْدَعَ النَّعْصَمِ**—অৰ্থ তোমরা সবাই কিলামতের দিন আজাই প্রদত্ত নিয়মিত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগোৱে সোকল আসৰী কৰেছে কি না এবং পাপ কাজে ব্যয় কৰেছে কি না? তখন্যে কিছুসংখ্যক নিয়মাত্তের সুলভত উপরে কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে কৰা হয়েছে :
إِنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ

—**أَوْ الْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ يَنْهَا مِنْهُ مَسْتَوْلًا**—এতে মানুষের অবশ্যিক্ত হাতয়ে সম্পর্কিত জাহো নিয়মাত্তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসি, কেওলোসে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার কৰো।

କୁଟୁମ୍ବ (ସା) ବରେନ : କିମ୍ବାମତେର ଦିନ ମାନ୍ୟକେ ସର୍ବଗ୍ରହମ ତାର ଆଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ । ବଳା ହବେ : ଆମି କି ଡୋମୀକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନି, ଆମି କି ଡୋମୀକେ ଠାଙ୍ଗ ପାନି ପାନ କରନ୍ତେ ଦେଇନି—(ଡିଲାରିଆ)

অন্য এক হাসীসে রসুজুলাহু—(সা) জাবেল। মাচাটি প্রথমের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাথরের মাঠে কেউ অস্থান ডাগ করতে পারবে না—এক। সে তাঁর জীবনের সিন-গুজো কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে? দুই। খে তাঁর ঘোকমণ্ডিকে কি কাজে ব্যয় করেছে? তিনি। সে বে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পছন্দ, না অবৈধ পছন্দ উপার্জন করেছে? চারি। সে সেই ধরনসম্পদ কেওখাই কোথায় ব্যয় করেছে? পাঁচ। আলাহু প্রদত্ত ইহাম অনু-আয়ো সে কতটুকু আয়ত করেছে?—(বুায়ো)

“ তৎসীমবিদ ইয়ার মুজাহিদ (র) বলেনঃ কিন্তুগতের দিন এ ধরনের প্রথম প্রত্যোক তোসবিজ্ঞাস সম্পর্কে কর্তা হবে, তা পাল্মারু, পেশা-ক-পশ্চিমদ বাসস্থান সম্পর্কিত তোস-বিলাস হোক কিংবা সন্তোষ-সন্তুষ্টি, লাভনক্ষয়স্তো অথবা প্রভাব-অভিগতি সম্পর্কিত তোস-বিলাস হোক। কুরুকুণ্ডো এ উভয় উভয় করে বলেনঃ এটা একান্ত অধৰ্ম হে, কৈম বিশেষ মিহায়ত সম্পর্কে এ প্রথ করা হবে না।

সূরা তাকাবুরুর বিশেষ অবস্থাত : রসূলে করীম (সা) একবার সাহাবারে কিরা-
মকে দাঢ়ি করে বললেন : তোমাদের মধ্যে কীরণ এবন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার
আরীত পাঠ করবে। সাহাবারে কিরাম আরুব করলেন : হ্যা, এক হাজার আরীত পাঠ
করার শক্তি করজনের আছে। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাবুরুর পাঠ
করতে পারবে না? উল্লেখ্য এই জ্ঞ. দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আরীত পাঠ
করার সময়।—(আবুজাফীয়া)

سورة العصر

সূরা আহর

মসজিদ অবতোর, ৩ আগস্ট

شَرِقُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّمْدِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَوْا الصِّلْحَتِ
وَكَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَكَوَاصُوا بِالصِّبْرِ

পরম কর্তৃপাত্র ও আসীম সদ্বালু আহরের নামে তর

(১) কসম শুণের, (২) বিশ্চয় মানুষ ক্ষতিপ্রতি, (৩) কিন্তু তারা নয়, আরা
বিহাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে এবং পরম্পরাকে তাকীদ করে সতোর এবং তাকীদ
করে সবচেয়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম শুণের (যাতে দুঃখ ও ক্ষতি সাধিত হয়), মানুষ (তার জীবনের দিনগঙ্গো
বিনষ্ট করার কারণে) খুবই ক্ষতিপ্রতি, কিন্তু তারা নয়, আরা ইমান আনে ও সৎ কর্ম করে
(যা আশুণ্ড) এবং পরম্পরাকে সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকার তাকীদ দেয় এবং তাকীদ দেয়
সৎ কর্মে অটল থাকার। (এটা পরোপকার শুণ। মোটকথা, আরা এ আশুণ্ড অর্জন করে
এবং অপরাকেও উপস্থিত করে, তারা অবশ্য ক্ষতিপ্রতি নয় বরং জাতবান)।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আহরের বিশেষ ক্ষমতা : হস্তরত ওবায়দজাহ ইবনে হিসন (রা) বলেন :
রসূলুল্লাহ (সা)-র সাহাবীগণের মধ্যে দু'ব্যক্তি ছিল, তারা পরম্পরায়ে একজন অন্য-
অন্যকে সূরা আহর পাঠ করে না করানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। —(তিবরানী) ইমাম
শাফেয়ী (র) বলেন : অদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কেই চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের
জন্য অথেষ্ট ছিল।—(ইবনে কাসীর)

সূরা আহর কোরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এখন অর্থপূর্ণ সূরা যে,
ইয়াম শাফেয়ী (র)-র ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা-ভাবনা সহকারে পাঠ করলে

তুমের ইহকলি ও পরকালের সংশোধনের জন্য অঠেল্ট হবে যীর। এ সুরায় আলাহ্ তা'আলা শুনের কসর করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যাত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবজ থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারাটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পাঞ্জন করে—ইমান, সৎ কর্ম, অপরাকে সত্ত্বের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ। দীন ও মুনিমার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার মাত্র কর্তৃর চার বিষয় সংরক্ষণ এ ব্যবহারের প্রথম দুটি বিষয় আপ্সসংশোধন সম্পর্কিত এবং তিতীর দুটি বিষয় মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধন সম্পর্কিত।

৩. প্রথম প্রগাঢ়নজোগ্য বিষয় এইবে, এ বিষয়বন্ধনের সাথে শুনের কি সম্পর্ক, কার কসম করা হয়েছে? কসর ও কসমের অনুযাবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খাকা বালুনীয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন: মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উচ্চাবসা ইত্যাদি সব শুনের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সুরায় সব কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও এই শুগ কালেরই দিবারাত্তিতে সংঘটিত হবে। এইই প্রেরিতে শুগের লগ্ন করা হয়েছে।

আনবজাতির ক্ষতিপ্রভাতায় শুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আমৃকালের সাল, মাস, সপ্তাহ, দিবারাত্তি বরং ঘণ্টা ও মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, কার সাহসে সে ইহকলি ও পরকালের বিরাটি এবং বিশ্বরকর মুনাফা ও জরুর করতে পারে এবং প্রাণ পথে চলমে এটাই তার জন্য বিপজ্জনকও হয়ে দেতে পারে। জনৈক আজিয় বলেন:

حَمَّا تَكَ أَنفَاسٌ تُعْدِ نَكِلًا + مَضِيَّ نَفْسٍ مِنْهَا أَنْتَقَمَتْ بِكَ حِزْعٌ

অর্থাৎ তোমার জীবন ক্ষতিপূর্ণ বাস-প্রবাসের নাম। হ্রদে একটি বাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন ত্যার বয়সের একটি অংশ হ্রাস পায়।

আলাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে তার আমৃকালের অন্ত্য পুঁজি দিয়ে একটি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, আতে সে বিবেকবুজি খাটিয়ে এ পুঁজিকে খাটি জাত-সাময়িক কাজে লাগাতে পারে। কাদি সে জাতসাময়িক কাজে এ পুঁজিকে বিনিয়োগ করে, তবে মুনাফার কোন আজ আকে না। পক্ষতরে থদি সে এই পুঁজি কোন ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে, তবে মুনাফা দূরের কথা, পুঁজিই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর কেবল মুনাফা ও পুঁজি বিনষ্ট হয়েই ব্যাপ্তি দূর হয়ে আছে না বরং তার উপর শত শত অশ্রাধের প্রতি আরোপিত হয়। কেউ থদি এ পুঁজিকে জাতসাময়িক অধিবা ক্ষতিকর কোন কাজেই ব্যবহার না করে, তবে এ ক্ষতিকর অবস্থায়ে হে, তার মুনাফা ও পুঁজি উত্তরাই বিনষ্ট হল। এটা নিষ্ক কবিসূলত: করারাই নয়, বরং এক হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কসুলুম (সা) বলেন:

كُل يَنْدَ وَفَيْلَيْ نَفْسَهُ فَمُتْقَهَا + وَصُوبَقَهَا —অর্থাৎ প্রত্যেক বাতি প্রাণকালে উঠে তার প্রাপের পুঁজি ব্যবহারে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এ পুঁজিকে জীবনসান থেকে মুক্ত করুনন্ত এবং কেউ কর্তৃ কর্তৃ কর্তৃ কর্তৃ।

খোল কোরআনও ঈশ্বর এবং সৎ কর্মকে মানুষের ব্যবসায়গে বাস্তু করেছে। আলা

হয়েছে : **قَلْ إِنَّ لِكُمْ مِّلْيَانٌ تَجَارَةٌ تُنْجِحُكُمْ مِّنْ حَذَابِ أَلَّيْمٍ** ——আমুকান

অথবা পুঁজি আর মানুষ হল ব্যবসায়ী, অথবা সাধারণ অবস্থার এই ব্যবসায়ীর ক্ষতিপ্রতি হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা, এই ব্যবসায়ীর পুঁজি কোন আড়ল পুঁজি নর যে কিছুদিন বেকারও রাখা আবে; শাতে ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগানো আয়। বরং এটা বহুমান পুঁজি, যা প্রতিবিম্বিত বরে চলেছে। এ পুঁজির ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত চাঙাক ও সুচতুর হতে হবে। কারণ বহুমান বস্তু থেকে মুনাফা অর্জন করা সহজ কথা নয়। এ কারণেই জনিক বৃষ্টি বরক বিক্রেতার দোকানে গিরে সুরা আছরের যথার্থ তফসীর বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, দোকানদার সামান্য উদাসীন হলেই তার পুঁজি পানি হয়ে বিনষ্ট হয়ে আবে। এ কারণেই আয়তে কাজের শপথ করে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ণ করা হয়েছে, সে মৈল ক্ষতির কবল থেকে আভ্যন্তরীণ বন্ধ চতুর্ষটির সম্মিলিত ব্যবহারে আয়ান্যও পাইল না হয়, যয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সঠিকভাবে কাজে লাগায়। এবং চার প্রকার কাজে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখে।

কাজের শপথের আরও একটি সল্লিক একাগ হতে পারে যে, যার শপথ করা হয়, সে একদিক দিয়ে সেই বিষয়ের স্বাক্ষী হয়ে থাকে। কান্তিক এমন বিষয় যে, কেউ যদি এর ইতিহাস, এতে জাতিসমূহের উপান-পতন সম্বিক্ত ঘটনাবলীর প্রতি স্মৃতিপাত কর, তবে সে অবশ্যই এ বিষয়ে উপনীত হবে যে, উপরোক্ত চারটি কাজের মধ্যেই মানুষের সাক্ষাৎ সীমিত। যে এগুলোকে বিসর্জন দেয়, সে ক্ষতিপ্রতি জারী করে। অগতের ইতিহাস এর সাক্ষী।

অঙ্গসন্ত—এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ঈয়ান ও সৎ কর্ম—আত্ম-সংশোধন সম্বিক্ত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিষ্পত্তিযোজন। তবে সত্ত্বের উপদেশ ও দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রধিধানযোগ।

ত্রিপ্তি—থেকে উত্তৃত। কাউকে বলিষ্ঠ ভুলিতে উত্পদন দেওয়া ও সৎ কাজের জোর তাকীদ করার নাম ওসীয়াত। এ কারণেই মরণোচ্যুত হাতি পরায়নীকাজের জন্ম হেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও ওসীয়াত বলা হয়।

উপরোক্ত মুকুরক্য উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই উসীয়াতেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্ত্বের উপদেশ এবং হিতীয় অধ্যায় সত্ত্বের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের অর্থক ব্যক্তি অর্থ হতে পারে—ক্রক, সত্ত্বের অর্থ বিশুদ্ধ বিশাস ও সৎ কর্মের সমষ্টি। আর সকলের অর্থ ব্যবহীয় গোবাহের কাজ থেকে বৈচিত্র থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সাক্ষর্ম হল ‘আমর বিল মারাক’ তথা সৎ কাজের আদেশ করা। এবং দ্বিতীয় শব্দের সাক্ষর্ম হল ‘নিহী আনিজ মুন্তকার’ তথা মন কাজে নিষেধ করা। এখন সমষ্টির সার-অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নিজে যে ঈয়ান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করেছে, অপরাকেও তার উপদেশ দেবার দুই সত্ত্বের অর্থ বিশুদ্ধ বিশাস এবং সত্ত্বের অর্থ সৎ কাজ করা এবং মন কাজ থেকে বৈচিত্র থাকা। কেননা, সত্ত্বের ঔক্ষণ্যিক অর্থ নিজেকে বাধা দেওয়া ও অনুবর্তী

করা। এ অনুবর্তী কর্মার মধ্যে সৎ কর্ম সম্পাদন এবং গোপাল থেকে আভরণকা করা উচিতই শামিল।

হাতেক ইবনে তাইমিরা (র) বলেন : প্রাচীন বিষয় মানুষকে ঈমান ও সৎ কর্ম অবস্থান করতে আড়াবত বাধা দেয়—এক, সন্দেহ ও সংশয় অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের বাপগারে মানুষের অনে কিছু সন্দেহ হাতিট হয়ে যাওয়া, যদ্বলুম বিষ্ণোসহ বিশিষ্ট হয়ে যায়। বিষ্ণোসে গুটি চুক্তি পড়লে কর্ম ঝুঁটিমুক্ত হওয়া আজাবিক। মুই, খেড়ালকুশী, যা মানুষকে কোন সময় সৎ কর্মের প্রতি বিশ্বাস করে দেয় এবং কোন সময় যদ্বলুম লিঙ্গ করে দেয়, যদিও সে বিষ্ণোসগতভাবে সৎ কাজ করা। এবং কল কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে অকর্তৃ মনে করে। অতএব, আজাত্য আজাতে সভের উপদেশ বলে সন্দেহ দূর করা এবং সভের উপদেশ বলে খেড়ালকুশী ত্যাগ করে সৎ কাজ করলেনের নির্দেশ দেওয়া বোধানো হয়েছে। সংক্ষেপে অভ্যর্থনার উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলিমদের শিক্ষাগত সংশোধন করা এবং সভের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলিমদের কর্মক্ষেত্র সংশোধন করা।

মুক্তির জন্য নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের চিঠিও অকর্তৃ। এ সূর্যোদয় মুসলিমদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কোরআন ও সুরাহ্য অনুসারী করে নেওয়া হতটুকু উচ্চতপূর্ণ ও অকর্তৃ, ততটুকুই অকর্তৃ অন্য মুসলিমানদেরকেও ঈমান ও সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুন কেবল নিজেদের আমল মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, বিশেষত আগন পরিবার-পরিজন বকু-বাজুর ও আচৌম্ব-স্বজনের কুকর্ম থেকে মুক্তি ফিরিয়ে রাখা আগন মুক্তির পথ বজ করার নায়াকর, যদিও নিজে পুরোপুরি সৎকর্মপ্রাপ্ত হো। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলিমদের প্রতি সাধ্যমত সৎ কর্মের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরয করা হয়েছে। এ বাপগারে সাধারণ মুসলিমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিঙ্গ রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেষ্ট অনে করে বসে আছে, সভান-সভাতি কি করছে, সে দিকে ঝাঁকেগত নেই। আজাত্য তাঁরা আমদের সবাইকে এই আজাতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তওঁফীক দান করুন। আযীন।



سورة الهمزة

সূরা হমাদা

মঙ্গল অবর্তীগঃ ১ আয়ত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَبِئْلِ لِكُلِّ هُنْرَةٍ لَتَرْقُعُ الْنَّبِيُّ جَمِيعًا لَا وَعْدَ لَهُ يَنْسَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
 كَلَّا يَنْبَدَنَ فِي الْحَطَّةِ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْحَطَّةُ تَارُ اللَّهُ
 السُّوقَ الَّتِي تَطْلُمُ عَلَى الْأَفْيَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ

فِي عَدِيْمِ مُمْلَدَةٍ

পরম কর্মান্বয় ও অসীম দয়ালু আলাহর নামে শুরু

- (১) প্রত্যক্ষ পশ্চাতে ও সম্মুখে পরিমিলাকারীর দুর্ভোগ, (২) যে অর্থ সংক্ষিত করে ও পণ্ডনা করে। (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিষ্ক্রিয় হবে পিণ্টকারীর মধ্যে। (৫) জাপনি কি জানেন, পিণ্টকারী কি? (৬) এটা আলাহর প্রতিমিত অংশ, (৭) যা দুন্দুর পর্যন্ত পৌছবে। (৮) এতে তাদেরকে বৈধে দেওয়া হবে, (৯) জাজা লজা ঘূষিতে।

তফসীরের সাৰ-সংক্ষেপ

প্রত্যক্ষ পশ্চাতে ও সম্মুখে পরিমিলাকারীর দুর্ভোগ, যে (কানসার আধিক্যের কারণে) অর্থ জমা করে এবং (তৎপ্রতি অহকৃত ও গর্বের কারণে) তা বার বার পণ্ডনা করে। (তার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যেন) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে (অর্থাৎ অর্থের প্রতি এমন লিঙ্গসা রাখে যে, সে যেন বিখাস করে, সে নিজেও চিরকাল জীবিত থাকবে এবং তার অর্থও চিরকাল এমনি থাকবে। অথচ এই অর্থ তার কাছে) কখনও (থাকবে) না। (অতঃপর তার দুর্ভোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে) সে অবশ্যই নিষ্ক্রিয় হবে এমন অংশতে যা সরকিলুকে পিণ্ট করে দেয়, সেটা আলাহর অংশ, যা (আলাহর আদেশে) প্রতিমিত, (আলাহ অংশ ; বলাৰ মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, সেই অংশ অত্যন্ত কঠোৱ ও ভৱাবহ হবে) যা (শব্দীৱে লাগা মাত্রই), হাত্যা, পর্যন্ত

গৈরিক। সেই অর্থে তাদের উপর আবক্ষ করে দেওয়া হবে (এতাবে যে, তারা অর্থিতে) অক্ষ সহ্য করা ক্ষমতা পরিবেশিত করবে, যেখন কাউকে অধির সিল্পকে পুরো দেওয়া হবে।

জানুয়ারিক ভাষ্যক বিষয়

এ সুরায় তিনটি জবনা গোনাহের শাস্তি ও তার তীব্রতা অধিত হয়েছে। গোনাহ তিনটি হচ্ছে **لِمْزٍ مَلِّ مَعْجَمٍ**—প্রথমোক্ত শব্দসমষ্টি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তৎসীরকারকের মতে **لِمْزٍ**—এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিদ্বা করা এবং **لِمْلٍ**—এর অর্থ সামনাসামনি দোহারোগ করা ও যদ্য বরা। এ দু'টি কাজই জবনা গোনাহ। পশ্চাতে পরনিদ্বাৰ শাস্তিৰ কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে অশুভ হওয়াৰ পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে অশুভ হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ হাতে থেকে রাহতৰ ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখেৰ নিদ্বা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিদ্বা করা একারণেও অক্ষ অন্যায় যে সংশ্লিষ্ট বাস্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উপাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাক্ষাই পেশ কৰার সুযোগ পায় না।

لَمْزٌ তথা সম্মুখেৰ নিদ্বা শুরুতৰ। যার যুক্ত্যুক্তি নিদ্বা কৰা হয়, তাকে অপয়ানিত ও মাছিতও কৰা হয়। এর কল্পও বেলী, ফলে শাস্তি ও শুরুতৰ। **রসুমুরাহ** (সা) বলেন :

**شَرَارِ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى أَلْمَشَا وَنَ بِالنِّعْمَةِ الْمُفْرَقُونَ بِمِنْ أَلْحَبَةِ
الْبَاغُونَ لِبِرَاءِ الْعَنْتِ -**

অর্থাৎ আল্লাহর বাস্তবের যথে নিহত্তত্ত্ব তারা, যারা পরোক্ষে নিদ্বা করে, বক্ষদের যথে বিছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ বুঝে ফিরে।

যেসব বদ্যাসেৰ কারণে আঘাতে শাস্তিৰ কথা উচ্চারণ কৰা হয়েছে, তাখ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিঙ্গস। আঘাতে একে এতাবে ব্যক্ত কৰা হয়েছে—অর্থলিঙ্গৰ কারণে সে তা বাব বাব গণনা করে। অন্যান্য আঘাত ও হাদীস সাক্ষা দেয় যে, অর্থ সংক্ষয় কৰা সর্বাবস্থায় হারায় ও গোনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সংক্ষয় হবে, যাতে জুরুরী হক আদার কৰা না হয় কিংবা গৰ্ব ও অহংকাৰক লক্ষ্য হয় কিংবা সামসার কারণে দৌনেৰ জুরুরী কাজ বিৱিত হয়।

نَطَلَعَ عَلَىٰ أَلْفَنْدَةٍ — أَلْفَنْدَةٍ—অর্থাৎ আহামামেৰ এই অংশ হাদয়কে পর্যন্ত গ্রাস কৰাৰে। প্রত্যেক অধিৰ এটাৰ বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ

କାଜେ ପୁଣ୍ଡ ତଥା ହସ୍ତେ ଆସି । ଆନୁମ ଡାକେ ନିରିକ୍ଷିତ ହାଜି ଡାର ଅର-ପ୍ରତ୍ୟାମନ ହମେଶା ଓ
କଲେ ଆବେ । ଏଥାନେ ଜାହାରୀମେଳ ଅଧିକ ଏହି ବୈନିକଟି । ଉତ୍ତରଥ କରାଯାଇ କରାଯଥ ଏହି ଯେ, ଦୂରିକାର
ଅଛି ମାନୁଷେର ଦେହେ ଜାଗରେ ହାଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛାର ଆଗେଇ ମାନୁଷେର ମୃତ୍ୟୁ ହସ୍ତେ ଆସି । ଜାହା-
ମ୍ବେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ । କାଜେଇ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାତେଇ ହାଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପୌଛିବେ ଏବଂ ହାଦୟ ଦହନେର
ତୀର୍ତ୍ତ ସଂକଳନ ଜୀବନକୁ ତାତେଇ ମାନସ ଅନୁଭବ କରିବେ ।

سورة الفيل

সূরা ফিল

১. অঙ্গীর অবতীর্ণ ৪ আয়ত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**اَللّٰهُمَّ تَرَكَيْفَ حَصْلَ رَبِّكَ يَا صَاحِبَ الْفَيْلِ ۝ اَعْوَجَعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَمْثِيلِ۝
وَأَوْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ شَعْبَدَمْ دَجَمَكَرَ قَنْ سَمِيلَ ۝ بَجَمَلَمْ**

كَسْفَ غَاكِلَ

গুরু করুণায়ের ও জ্ঞানীয় দর্শাতু আজ্ঞাহ্য মাঝে উচ্চ-

- (১) আগনি কি দেখেন যি আগনার প্রামাণকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিংবল ব্যবহার করেছেন ?
- (২) তিনি কি তাদের চক্ষাত নম্মাং করে দেন যি ?
- (৩) তিনি তাদের উপর মুল করেছেন বাঁকে পাথী,
- (৪) যারা তাদের উপর পাখরের কংকর নিকেপ করছিল।
- (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্তি ছুগন্মুখ করে দেন।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

আগনি কি আনেন না যে, আগনার প্রামাণকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিংবল ব্যবহার করেছেন ? (এ প্রবেশ উদ্দেশ্য ঘটনার তরাবহতো সুষ্ঠীরে তোলা)। অতঃপর সেই ব্যবহার বালিত হয়েছে)। তিনি কি তাদের (যারা পৃথকে ধৰ্মস্থূলে পরিষ্ঠিত করার) চক্ষাত নম্মাং করে দেন নি ? (এ প্রবেশ উদ্দেশ্য ঘটনার সত্যতা সম্বৰণ করা)। তিনি তাদের উপর মুল করেছেন বাঁকে পাথী, যারা তাদের উপর পাখরের কংকর নিকেপ করছিল। অতঃপর আজ্ঞাহ্য তাদেরকে ভক্তি ভূপের ন্যায় (দলিত) করে দেন। (সীর-কথা এই যে, যারা আজ্ঞাহ্য নির্দেশামূলীয় অবস্থামনা করে, তাদের এ ধরনের পাঞ্জি থেকে নিপিটান পাকা উচিত নয়। মুনিয়াতেই বাতি এসে ঘেটে পারে ; বেমন এসেছে হস্তী-বাহিনীর উপর ! গুরু প্রকাশের পাঞ্জি তো অবশ্যিতই)।

আনুবাদিক জাতীয় বিষয়

এ সুরাম হস্তীবাহিনীর ঘটনা সৎক্ষেপে বালিত হয়েছে। তারা কাঁৰা পৃথকে কৃমিসাং

করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে যুক্ত অভিযান পরিচালনা করেছিল। আরাহ তা'আলা নগণ পক্ষীরূপের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলকে খুলায় মিছিত করে দেন।

‘রসুলুল্লাহ (সা)–র অল্পের বছর এ ঘটনা ঘটেছিলঃ যুক্ত যোকাইরয়ায় থাতামুল-আছিয়া (সা)–র অল্পের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংজ্ঞিত হয়েছিল। কতক রেওয়ায়েত দারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উভি।’—(ইবনে কাসীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রসুলুল্লাহ (সা)–র এক প্রকার মো'জেয়ারাখে জাখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু যো'জেয়া নবুয়ত দাবীর সাথে বুরীর সর্বশেষের প্রকাশ করে ইটো নবুয়ত দাবীর পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আরাহ তা'আলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা 'অজোচিক্ষণে' মো'জেয়ার অনুরাগ হয়ে থাকে।’—‘বর্জনের মিদর্শনা'বলীকে হাদীস-বিদগণের পরিভাষায় ‘আরহাসাত’ বলা হয়। ‘রাহস’ এর অর্থ ভিত্তি ও ভূবিকা। এসব মিদর্শন নবুয়ত প্রয়াণের ভিত্তি ও ভূবিকা হয়ে দাবীর একটিকে ‘আরহাসাত’ বলা হয়ে থাকে।’—‘নবী করীয় (সা)–এর নবুয়ত এখনকি, অন্যরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার ‘আরহাসাত’ প্রকাশ পেয়েছে। হস্তীবাহিনীকে আসমানী আয়ার দারা প্রতি হত করাও এসবের অন্যতম।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা : এ সম্পর্কে হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের ভাষা প্রকাশ : ‘আসবের ইয়ামেন প্রদেশ মুশর্রিক, ‘হেমইয়ারী’ রাজন্যবর্গের অধিকারভূক্ত ছিল। তাদের সর্বশেষ রাজা হিলেম ‘মু-নওয়াস’।’ সে সময় খৃস্টান সম্প্রদায়েই ছিল সত্ত্ব ধর্মবিজয়ী। রাজা ‘মু-নওয়াস’ তাদেশ উপর অযানুবিক মির্দাতন চালিয়েছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও প্রশংসন গর্ত খনন করে তা অস্তিত্বে ভিত্তি করে দেন। অতঃপর হত খৃস্টান পেটোডিক্ষিতার বিরুদ্ধে এক আরাহ ইয়াদত করত, তাদেশকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে ছাঁজিয়ে দেন। একপ নির্বাতিভূদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারের কাছাকাছি। এই খৃস্তুর কথাই সুরা ব্যুরে ‘আসহাবুল-উখদুদে’র নামে ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'বাস্তি কোনরাগে অভ্যাচারীদের কবল থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। তারা সিরিয়ার রোমক শাসকের দরবারে যেরে খৃস্টানদের প্রতি রাজা মু-নওয়াসের লোমহৰ্ষক অভ্যাচারের কাহিনী বিস্তৃত কর্যবল। রোমক শাসক ইয়ামেনের নিকটবর্তী আবিসিনিয়ার খৃস্টান সম্প্রাচের কাছে এবং প্রতিশেখ প্রহরের জন্য পঞ্চ প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, দুই, সেমানায়ক আরবাত ও আবরাহার মেতৃষ্ঠে রাজা মু-নওয়াসের শুকাবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনী ইয়ামেনের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং সমগ্র ইয়ামেনকে হেমইয়ারীদের ক্ষেত্রে মুক্ত করল। রাজা মু-নওয়াস পলায়ন করলেন এবং সম্মুখে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ ভ্যাগ করলেন। এভাবে আরবাত ও আবরাহার মাধ্যমে ইয়ামেন আবিসিনিয়া সম্প্রাচের ক্ষেত্রগত হজ। এরপর আরবাত ও আবরাহার মধ্যে ক্ষেত্রাব জড়াই হজ এবং আরবাত নিছত হজ। আবিসিনিয়া সম্প্রাচের বিজয়ী আবরাহারকে ইয়ামেনের শাসক নিষ্পত্ত করলেন।

ইয়ামেন অধিকার করার পর আবরাহার ইচ্ছা হল যে, সে তর্থায় এখন একটি

বিশ্বাস সুরস্মী পৌর্ণা নির্মাণ করলে, সারা ময়োর পৃষ্ঠাতীতে নেই। এতে তার লক্ষ্য ছিল এই যে, ইয়ামেনের আদের বাসিসারা-জড়ি-বৃক্ষসর হলুক কলার জন্য যত্নার পথন করে এবং বাস্তুভাব তওঁর করে। তার এই পৌর্ণার মাহাত্মা ও জীবজগতকে অভিস্তুত হয়ে, বাস্তুভাব পরিবর্তে এই গীর্জায় আগমন করবে। এই ধারণার বশবত্তী হয়ে সে একটি বিলাটি সুরস্মী পৌর্ণা নির্মাণ করল। নিচে সৌভাগ্যে কেউ এই গীর্জাক উচ্চতা পরিপ্রেক্ষ করতে পারত না। কৃষি-জৈবিক ও মূল্যবান জীবী-জহরত ধারা ক্ষেত্রকার্যশাস্তি। এই পৌর্ণা নির্মাণ করার পুর সে ঘোষণা করল ও এখন থেকে ইয়ামেনের কোন বাসিন্দা হজ্জের জন্য কাবাগুহে যেতে পারবে না। এক পরিবর্তে তার এই পৌর্ণায় ইবন্তাত করবে। আবুবে যদিও পৌর্ণায় ক্ষেত্রে জোর চৰপৰি ছিল, কিন্তু দীনে ইবরাহীম এবং কানুর মাহাত্মা ও মহুবত তাদের অন্তরে প্রথিত হিজ। তাই আদরাম, বাবতাত ও কোরামেশ উপজাতি-হয়েছের মধ্যে এই ঘোষণাক কলে-কানু ও অস্তোম তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল। তে অতে তাদেরই কেউ রাখিল অক্ষকারে পাতাক দিবে গীর্জায় প্রবেশ করে প্রভাব-পাতাখনা করল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাদের এক মাধ্যাবর গোত্র নিজেদের প্রয়োজন পৌর্ণার সংক্ষিপ্তে অঞ্চ প্রভাবিত করেছিল। সেই অঞ্চ পৌর্ণার মেগে যাও এবং পৌর্ণার প্রস্তুত কৃতি হয়।

আবরাহাকে সংবাদ দেওয়া হল যে, ভাইক কোরায়শী এই দুর্ভূতি করবে। তখন সে ক্ষেত্রে অগ্নিশম্বা হয়ে শপথ করলঃ আমি কোরায়েশদের কাবাগুহ নিষিদ্ধ না করে কান্ত হব না। অতঃপর সে এর প্রস্তুতি শুনে করল এবং আবিসিমিয়া সঞ্চাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। সঞ্চাট কেবল অনুশত্যিই দিলেন না বরং তার মাহমুদ নামক খ্যাতনামা হস্তীটিও আবরাহার সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই হস্তীটি এখন বিলাতকায় ছিল যে, এর সম্মুখ্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হতো না। এছাড়া আবত্তি আটোটি হাতী এই বাহিনীর জন্য সঞ্চাটের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হত। এতস্ব-হাতী প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল কাবাগুহ কলাক কাজে হাতী বাবহার করা। পরিকল্পনা ছিল এই যে, কাবাগুহের স্বত্তে জোহার মজবুত ও মজা শিকল দেখে দেওয়া হবে। অতঃপর সেসব শিকল হাতীর গজায় র্মেখে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে। কলে সমস্ত কাবাগুহ (নাউরুবিজাহ) আটোটে ধসে পড়বে।

আবুবে এই আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র আরব মুক্যবিলার জন্য তৈরী কর্যে থেরে। ইয়ামেনী আরবদের মধ্য থেকে হুনকুর নামক এক বাস্তিক নেতৃত্বে আরবরা আবরাহার বিকলাক সুজে অবতীর্ণ হল। কিন্তু আলাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আবরাহার পরাজয় ও মাঝে মাঝে বিশ্বাসীয় জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু তুলে ধরা। তাই আরবরা সুজে সকল হতে পারল না। আবরাহা তাদেরকে পরাজিত করে সুন্মকলকে বন্দী করল। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ‘ধাসজ্ঞাম’ গোত্রের কাছে উপনীত হলে গোত্র সরদার নুকায়েল ইবনে-হাবীব তার মুক্যবিলায় অবতীর্ণ হল। কিন্তু আবরাহার মশকুর তাকেও পরাজিত ও বন্দী করল। আবরাহা নুকায়েলকে হত্যা না করে পথপ্রদর্শকের কাজে নিয়েজিত করল। অতঃপর এই সেনাবাহিনী তারকের নিকটবর্তী হলে তথাকার সক্রীয় পেঞ্জ আবরাহাকে বাধা দিল না। কারণ, তারা বিগত দু'টি সুজে আবরাহার বিজয় ও আরবদের পরাজয়ের ঘটনা সমর্কে জাল ছিল। তারা আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ

বলে এই মর্মে এক শান্তিভিত্তি সম্মাদন করল যে, ভারা আবরাহার সাথে প্রতিবেদ্য সূচিটি কর্ম না। যদি তারেকে নিয়িত তাদের জাত মামক মুভির অঙ্গত থাকে। উপরেও তার পথপ্রদর্শনের জন্য তাদের সরদার আবু রেগালকেও আবরাহার সঙ্গে দিয়ে দেবে। আবরাহা এতে সম্মত হলে আবু রেগালকে সাথে নিয়ে মুক্তির অনুরে ‘আস্মাস’ নামক চানে পৌছে গেল। সেখনে কোরালেল পোত্রের উট-চাঁপ ভূমি অবিহত হিল। আবরাহা সর্বপ্রথম সেখামে হাঁশটা চাঁপিয়ে সহস্র উট বন্দী করে নিয়ে এল। এতে আবদুল কর্মীয় (সা)-এর পিতামহ আবদুল মোতালিবেরও দুই শত উট হিল। এখান থেকে আবরাহা খিশের দৃঢ় চাঁপকৃত মজ্জা শহর-কোরালে নেতৃত্বের কাছে কলে পাঠাই যে, আবরা কোরালেলের সাথে শুভ কর্মতে চাই না। আমাদের একমাত্র মজ্জা হচ্ছে কাবাগুহ ভূমিসাঁ কর্ম। এ লক্ষ্য অর্জনে বাধা দে দিলে কোরালেলের কোন কড়ি করা হবে না। খিশের দৃঢ় ‘হানাতা’ এই পয়সাঙ্গ নিয়ে যাওয়া প্রবেশ করলে সবাই তাকে স্বাধান কোরালেল নেতৃ আবদুল মোতালিবের তিক্কনা বলে দিল। হানাতা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে, আবরাহার পরমাম পৌছে দিল। ইবনে ইসহাক (র)-এর বর্ণনা অতে আবদুল মোতালিব প্রভুতরে বললেন: ‘আমরাও আবরাহার শূকাবিজ্ঞান শুল্কে খিশের হওয়ার ইচ্ছা রাখি না। শূকাবিজ্ঞান করার মধ্যে খতিগুলি আমাদের নেই। তবে একথা বলে দিচ্ছি যে, এটা আলাহুর ঘর, তাঁর খোজ ইবরাহীম (আ)-এর হাতে নিয়িত। আলাহু তা‘আলা নিয়েই এর সংরক্ষণের বিষয়মাদার। আবরাহা আলাহুর বিরক্তে শুক করতে চাইলে করুক এবং দেশুক আলাহু কি করেন। হানাতা বলল: তাহলে আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আবরাহার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

আবরাহা আবদুল মোতালিবের সুদর্শন সৌধ্য চেহারা দেখে সিংহাসন ছেড়ে নিচে উপবেশন করল এবং আবদুল মোতালিবকে সাথে বসালো। অড়গুর দোতালীর মধ্যে আলগানের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। অবদুল মোতালিব বললেন: ‘আমার প্রোতোজন এত-ইচ্ছাই যে, আমার কিছু উট আপনার সেনারা নিয়ে এসেছে। সেগুলো ছেড়ে দিন। আবরাহা বলল: আমি প্রথম অর্থন আপনাকে দেখাবো, তখন আমার মনে আপনার প্রতি গভীর ঝক্কা ও সম্মানবোধ আগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলে গেছে। আপনি আমার কাছে কেবল দুই শত উটের কথাই বলছেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনাদের কাবা তথা আপনাদের দীন-ধর্মকে ভূমিসাঁ করতে এসেছি? আপনি এ সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না। আশচর্ষের বিষয় অটে! আবদুল মোতালিব জওয়াব দিলেন: ‘উটের মালিক আমি, তাই উটের কথাই চিন্তা করেছি। আমি কাবা শুনের আজিজ নই। এর মালিক একজন যতো সত্তা। তিনি আলেন তাঁর এ ঘরকে কিনাপে রাজ্ঞি করতে হবে। আবরাহা বলল: আপনার আলাহু একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মোতালিব বললেন: তাঁহলে আপনি যা ইচ্ছা করুন। কোন কোন রেওয়ারেতে আছে যে, আবদুল মোতালিবের সাথে আরও করেকজন কোরালেল নেতৃ আবরাহার দরবারে পর্যন্ত করেছিলেন। তাঁরা আবরাহার কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, আপনি আলাহুর মনে হস্তক্ষেপ না করলে আমরা সম্প্র উপত্যকার এক ভূতীয়াৎ ফসল আপনাকে খেরাজ প্রদান করব। কিন্তু

আবরাহা এ প্রস্তাব মানতে সম্মত হজ না । আবদুল মোতাজিব তাঁর উপর নিয়ে শহরে ফিরে এসেন । অতঃপর তিনি রাজতুজ্জাহ্য চৌকাট ধরে দোয়ার অগুজ হজেন । কোরা-মেল গোড়ের বহু লোকজন দোয়ার তাঁর সাথে শরীর হজ । তারা বলেন : হে আজ্জাহ, আবরাহার বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করার সাধা আমাদের নেই । আপনিই আপনার ঘরের হিকাবতের ব্যবস্থা করুন । কানুনি-ধিনতি সহকারে দোয়ার করার পর আবদুল মোতাজিব সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়েন । তাঁদের দৃঢ় বিহাস হিল যে, আবরাহার বাহিনীর উপর আজ্জাহ গম্বব পতিত হবে । প্রভূর আবরাহা কাবা ঘর আকৃষণের প্রশংসিত নিজ এবং মাহমুদ নামক প্রধান হস্তান্তিকে অপ্রে চুলার ব্যবস্থা প্রস্তু করল । বন্দী নুকারেজ ইবনে হাবীব সম্মুখে অন্তসর হয়ে হস্তীর কান ধরে বিড় বিড় করে বলতে চাগল : তুই ষেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই নিরাপদে চলে যা, কেননা, তুই এখন আজ্জাহ সংরক্ষিত শহরে আছিস । অতঃপর সে হাতীর কান ছেড়ে দিল । হাতী একথা শনেই বসে পড়ল । চালকরা তাকে আপ্রাপ চেল্টা সহকারে উর্তাতে চাইল । কিন্তু সে আপন আয়োজ থেকে একবিল্লুও সরল না । বড় বড় লৌহ শশাকা দারা পিটানো হজ, নাকের ডিতারে জোহার নিক তুকিয়ে দেওয়া হজ কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না । সে মণ্ডায়ান হজ না । তখন তারা তাকে ইয়ামেনের দিকে কিরিয়ে দিতে চাইল । সে তৎক্ষণাত উঠে পড়ল । অতঃপর সিরিয়ার দিকে চালাতে চাইলে চলতে লাগল । এরপর পূর্ব দিকেও কিছুসূর চলল । এসব দিকে চালানোর পর আবর মধ্য যঙ্গার দিকে চালানো হজ, তখন পূর্ববৎ বসে পড়ল ।

এখানে তো আজ্জাহ কুসরতের এই মৌলাখেজা চলছিলই, অপরদিকে সাগরের দিক থেকে ঝোকে ঝোকে এক ধরনের পার্শ্ব সারিবজ্জ্বারে উঠে আসতে দেখা গেল । একটির প্রত্যোক্তির কাছে ছোলা অথবা অসুরের সমান তিনটি করে কংকর হিল, একটি চক্রতে ও দুটি দুই থাবার । ওয়াকেদী (র) বর্ণনা করেন : পার্শ্বগুলো অভূত ধরনের হিল, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা আয়নি । দেখতে দেখতে সেগুলি আবরাহার বাহিনীর উপরি-তাপ হেরে কেলল এবং বাহিনীর উপর কংকর নিকেপ করতে লাগল । প্রত্যোক্তি কংকর সেই কাজ করল, যা বন্দুকের খোলাড়েও করতে পারে না । কংকর যে ব্যক্তির উপর পতিত হত, তাকে এপার-ওপার হিম করে মাটিতে পুঁত যেত । এই আবাব দেখে সব হাতী চুটাহুটি করে পাখিরে দেল । একটিয়ার হাতী মরানে ছিল, যা কংকরের আঘাতে নিহত হজ । বাহিনীর সব মানুষই অকৃত্বে প্রাপ হারায়নি বরং তারা বিভিন্ন দিকে পচাশন করল এবং পথিমধ্যে মাটিতে গড়ে গড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হজ । আবরাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিদেশ্য ছিল । তাই সে তৎক্ষণিক মৃত্যুবন্ধন করেনি । কিন্তু তার দেহে যারাঙ্গক বিষ সংক্রান্ত হয়েছিল । কলে দেহের এক একটি পাহি পটে-গজে খসে পড়তে লাগল । এমতোবহুবলৈ সে ইয়ামেনে নীত হজ । রাজধানী ‘সান’আঝ’ পৌছার পর তার সমস্ত শরীর ছিছ-বিছিছ হয়ে যাওয়ার সে মৃত্যুমুখে পতিত হজ । আবরাহার হস্তী যাহমুদের সাথে দু’জন চালক যঙ্গাতেই রয়ে পেল । তারা অজ ও বিকলাজ হয়ে গিরেছিল । মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, হস্তুত আয়োশা (রা) বলেছেন : আমি এই দু’জন

চাঙ্কককে অক্ষ ও বিকলাজ অবস্থার দেখেছি। হয়রত আমেশা (রা)-র উপর্যুক্তি আসমা বলেন : আমি এই বিকলাজ অক্ষতয়কে ডিকাহাতি করতে দেখেছি। হস্তীবাহিনীর এই ঘটনা সম্ভর্কেই আলোচ্য সুরার সুস্থুরাহ (সা)-কে রক্ষা করে বলা হয়েছে :

أَلْمَ تَرْكُفَ فَلَرَبِّكَ بَامْتَابِ الْفَهْلِ — এখনে 'আপনি কি

দেখেননি' বলা হয়েছে অথচ এটা সুস্থুরাহ (সা)-র জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোন প্রয়োজন উচ্চে না। কিন্তু যে ঘটনা ইরাপ নিশ্চিত যে, তা বাগিচকালে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার ভানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাকুর ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রয়োগিত আছে; যেহেন পূর্বে উরেখ করা হয়েছে বৈ, হয়রত আমেশা ও আসমা (রা) দু'জন হস্তীচালককে অক্ষ, বিকলাজ ও ডিক্ষুকরাপে দেখেছিলেন।

بَلْ بَلْ بَلْ بَلْ بَلْ بَلْ — প্রাণীর ব্যবচন। অর্থ পাখীর ঝৌক—কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখী আকারে ক্ষুত্র আপেক্ষা সামান্য ছোট হিল কিন্তু এই জাতীয় পাখী পূর্বে কখনও দেখা হায়নি।—(কুরতুবী)

رَمَّ رَمَّ رَمَّ رَمَّ — ডিজা যাতি আগনে পৃষ্ঠে যে কংকর তৈরী হয়, সেই কংকরকে প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। এতে ইরিত রয়েছে যে, এই কংকরের ও নিজস্ব কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু আলাহ'র কুদরতে ঐগুলি বন্দুকের গুলি আপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল।

مَا كُوْلَ — এর অর্থ তৃষ্ণি। তৃষ্ণি নিজেই হিল-বিহিল তৃণ। তদুপরি যদি কোন অন্ত সেঁজিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্ধুপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সবচেয়ে আরবের অন্তরে কোরায়শদের আহাত্য আরও বাঢ়িয়ে দিল। এখন সবাই ঝৌকার করতে মাগল যে, তারা বাস্তবিকই আলাহ্ তত। তাদের পক্ষ থেকে আলাহ্ অরং তাদের শক্তুকে ধৰৎস করে দিয়েছেন।—(কুরতুবী)

এই মাহাত্ম্যের প্রভাবেই কোরায়েশরা বাণিজ্য বাণিজ্যে গমন করত এবং পথিয়ধো কেউ তাদের কোন ক্ষতি করত না। অথচ তখন সাধারণের জন্য দেশ সহজে করা হিল ঝৌবন বিগম করার নামাকর। গর্ব-বর্তী সুরা কোরায়শে তাদের এই সকরের কথা উরেখ করে কৃততত্ত্ব ঝৌকার করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

سُورَةُ الْقَرْيَشِ
سُورَةُ الْقَرْيَشِ
মকাব অক্তোবর ৪ আহার ॥

لِتَسْمِيَ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ
 لِإِلَيْهِ فَنُشِّرُ ۚ الْفِرْقَمُ رِحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۗ فَلَيَعْبُدُوا رَبَّهُنَا
 الْبَيْتُ ۗ الَّذِي أَطْعَمُهُمْ فِنْ جُوعٍ ۚ وَأَمْنَهُمْ فِنْ خَوْفٍ ۗ

পরম কর্মপাদের ও জয়ীর সুরাজু আলাহুর নামে শুরু

- (১) কোরাল্লাপের আসত্তির কারণে, (২) আসত্তির কারণে তাদের শীত ও পৌরুষালীন সংকরের। (৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার (৪) খিনি তাদেরকে কৃত্যায় আহার দিয়েছেন এবং শুভতীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

উক্ষসীরের সার-সংকেত

কোরাল্লাপের আসত্তির কারণে, তাদের শীত ও পৌরুষালীন সংকরের আসত্তিতে কারণে। (এ নিয়ামতের কৃতভূতার) অতএব তারা যেন অবশ্যই ইবাদত করে এই ঘরের পালন-কর্তার, খিনি তাদেরকে কৃত্যায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপদ করেন।

আনুষঙ্গিক ভাষণব্যাখ্যা

এ ব্যাপারে সব উক্ষসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সুরা সুরা-কৌলের সাথেই সম্পৃক্ত। সঠিক এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সুরারাপে লিখা হয়েছিল। উক্ষম সুরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান (রা) যখন তাঁর খিলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্ব করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবারে কিরামের তাতে ইজদ্বা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সুরাকে স্থানে স্থানে সংযোগিত করা হয় এবং উক্ষের মাঝ-খালে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত উসমান (রা)-এর তৈরী এ কপিকে ‘ইমাম’ বলা হয়।

لَمْ يُكَفِّرُ فَلَمْ يُشْرِكْ—আরবী ব্যাকরণিক পঠনপ্রণালী অনুযায়ী **لَمْ**-এর সমর্ক কোন পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আরাতে উল্লিখিত **لَمْ**-এর সমর্ক কিসের সাথে, এ সমর্কে একাধিক উভিঃ বণিত রয়েছে। সুরা ফালের সাথে অর্থগত সমর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহু বাক্য হচ্ছে **أَنْ أَهْلَكَنَا أَعْصَابَ** অর্থাৎ আমাদের প্রাণীর কানে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহু বাক্য হচ্ছে **الْفَوْلَ** অর্থাৎ আমি হস্তীবাহিনীকে এজন খৎস করেছি, যাতে কোরাল্লপদের শীত ও প্রীতিকাণ্ডীন দুই সংকরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহু বাক্য হচ্ছে **أَبْلَغْتُ** অর্থাৎ তোমরা কোরাল্লপদের বাধারে আল্টর্ভোধ কর তারা কিভাবে শীত ও প্রীতের সংকর নিষ্কাপনে নির্বিবাদে করে। কেউ কেউ বলেন : এই **لَمْ**-এর সমর্ক পূর্ববর্তী বাক্য **فَلَمْ يَقْعُدْ**—এর সাথে। অর্থাৎ এই নিরায়তের কল্পনাতিতে কোরাল্লপদের ক্ষতি হওয়া ও আলাহ্ ইবাদতে আস্তানিয়োগ করা উচিত। সার কথা, এই সুরার বক্তব্য এই যে, কোরাল্লপদ যেহেতু শীতকালে ইস্থানের দিকে ও প্রীতিকালে সিরিয়ার দিকে সংকরে অভাব হিল এবং এ সু'টি সংকরের উপরই তাদের জীবিকা নির্যাসীল হিল এবং তারা ঈর্ষ্য-শালীরাপে পরিচিত হিল। তাই আলাহ্ তা'আলা তাদের শয় হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টিক্ষমতাক পাস্তি দিয়ে আনুযায়ী অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারীবে কোন দেশে গমন করে, সবক্ষেত্রে তাদের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করে।

سَمَرَّدَ الْأَرَبَّে কَوْرَال্লপদের প্রেতহ : এ সুরার আরও ইঙিত আছে যে, আরবের গোরসমুহের মধ্যে কোরাল্লপদ আলাহ্ তা'আলা'র সর্বাধিক প্রিয়। রসুলে কর্মীর (সা) বলেন : আলাহ্ তা'আলা ইসমাইল (আ)-এর সজ্ঞান-সম্পত্তির মধ্যে কেনানাকে কেনানার মধ্যে কোরাল্লপদে, কোরাল্লপদের মধ্যে বনী হাশিমকে এবং বনী হাশিমের মধ্যে আবাকে অনোন্তী করেছেন। অন্য এক হাদীসে ডিনি বলেন : সব মানুষ কোরাল্লপদের অনুগামী ডাঁড় ও মদে। প্রথম হাদীসে উল্লিখিত ঘনোনবনের কারণ সত্ত্বত এই গোরসমুহের বিশেষ নৈপুণ্য ও প্রতিষ্ঠা। যুর্ভতাস্পেও তাদের কক্ষক চৱিত ও নৈপুণ্য অভ্যন্ত উচ্চতারে হিল। সত্ত্ব প্রহপের স্বোগতা তাদের মধ্যে পুরোপুরি হিল। এ কারণে সাহাবায়ে কিমায ও আলাহ্ শুলীগপের অধিকাংশই কোরাল্লপদের মধ্য থেকে হয়েছেন।—(মাযহায়ী)

رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيفِ—একথা সুবিদিত যে, যত্না শহর যে স্থানে অবস্থিত, সেখানে বোন তাবাবাদ হয় না, বাগবালিতা নেই; যা থেকে ফজুল পাওয়া যেতে পারে। **وَأَرْزَقَ أَهْلَكَ مِنَ النَّمَاءِ**—অজনাই কাব্যার প্রতিষ্ঠাতা হস্তরত খলীলুলাহ্ (আ) দোষা করেছিলেন

رَبِّيَ اللَّهُ تَعَالَى تُكَلِّفُنِي—অর্থাৎ
রিয়িক দান করন। আরও বলেছিলেন :

বাইরে খেকেও যেন এখানে ফজলুল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাপিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করায় উপরই ইক্বাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হয়তো ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : ইক্বাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রিয়ামহ হলিম কোরাল্যশকে ভিন্ন-দেশে যেয়ে ব্যবসা-বাপিজ্য করতে উন্মুক্ত করেন। সিরিমা ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গৌম-কামে তারা সিরিমার সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গয়ায় দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাপিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর খাদেয় ছড়য়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও প্রভাব পাই। কলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সরদার হাশিমের নিয়ম ছিল এই যে, ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি কোরাল্যশের ধনী ও দরিদ্র সবার মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। কলে তাদের দরিদ্র ও ধনীদের সমান গণ্য হত। আলোচ্চা আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইক্বাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামত সম্পর্কে আজোচনা করেছেন।

فَلِمَ عِبْدٌ وَارِبٌ لِهَذَا الْمُؤْتَمِتِ—নিয়ামত উল্লেখ করায় পর কৃতকৃতা প্রকাশের

জন্য কোরাল্যশকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই সুহের মালিকের ইবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব প্রের্তত ও কলাগের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের ঘোজিক গুণ্ঠি উল্লেখ করা হয়েছে।

أَذْلَى أَطْعَمُهُمْ مِنْ جَوْعٍ وَأَمْنُهُمْ مِنْ خُوفٍ—সুখী জীবনের জন্য মা

য়া দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরাল্যশকে এগুলো দান করেছিলেন। أَطْعَمُهُمْ مِنْ جَوْعٍ বলে পানাহারের ধার্তীয় সাজসরঞ্জাম

বোঝানো হয়েছে এবং أَمْنُهُمْ مِنْ خُوفٍ বাক্যে দস্য শর্কুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আয়ার থেকে নিষ্কৃতি ও উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে।

ইবনে কাসীর বলেন : এ কারণেই যে বাত্তি এই আয়াতের নির্দেশ অনুমানী আল্লাহ্ তা'আলা ইবাদত করে, আল্লাহ্ তা'আলা জন্য উভয় জাহানে নিরাপত্তা ও শক্তিশূল ধার্কার ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে বাত্তি ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয় তার কাছ থেকে উভয় প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনিয়ে মেওয়া হয়। অন্য এক আয়াতে আছে :

نَرَبِ اللَّهُ مَنْلَأَ قُرْبَةً كَانَتْ أَمْنَةً مُطْمَئِنَةً يَا تَبَّاهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِالْفُلْقُمِ اللَّهُ فَآذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُرُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ -

অর্থাত্ আলাহ্ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক জনপদের অধিবাসীরা সর্বশক্তির বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। তাদের কাছে সব জাগুগা থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবনে পেকরণ আগমন করত। অতঃপর তারা আলাহ্ তাদের নিয়ামত-সমূহের নাশোককরী করল এবং আলাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্থান আবাদন করামেন।

আবুল্ফ হাসান কাষ্বিনী (র) বলেনঃ যে ব্যক্তি শুন্ত অথবা বিপদের আশংকা করে তার জন্ম সুরা কোরাল্যশের তিলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকরণ। একথা উচ্ছৃঙ্খল করে ইয়াম জয়রী (র) বলেন—এটা পরীক্ষিত আলল। কাষী সানাউল্লাহ্ তক্ষসৌরে মাযহারীতে বলেনঃ আমাকে আমার মুশিদ 'মির্বা মাযহার জান-জানা' বিপদাপদের সময় এই সুরা তিলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেক বাসামুসিবত দুর করার জন্য এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাষী সানাউল্লাহ্ (র) আরও বলেনঃ আমি বারবার এর পরীক্ষা করেছি।

سورة العamon

সূরা আউম

মকাম অবতীর্ণঃ ৭ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَوْيُوتَ الَّذِي يَكْتُبُ بِالْقِدْرَىٰ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ عَالِيَتِنَمْ ۖ وَلَا يَعْلَمُ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْمُصْلِينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۖ الَّذِينَ هُمْ يُرَأَوْنَ ۖ وَيَنْعُونَ الْمَاعُونَ ۖ

পরম করুণামূল ও জীবন দর্শন আজ্ঞাহৃত নামে শুন

- (১) আগনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে ? (২) সে সেই বাতি, যে ইয়াতীয়কে ধীরা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে আর দিতে উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব দুর্ভোগ সেসব নামায়ীর, (৫) যারা তাদের নামায সংজ্ঞে বেশবর, (৬) যারা তা জোক দেখানোর জন্য করে (৭) এবং যাবহার্য বস্তু দেওয়া হৈকে বিরত থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আগনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্থ করে। (আগনি তার অবস্থা শুনতে চাইলে শুনুন) সে সেই বাতি, যে ইয়াতীয়কে ধীরা দেয় এবং মিসকীনকে অর দিতে (অগ্রকেও) উৎসাহিত করে না। (অর্থাৎ সে এমন নির্দল যে, নিজে দরিদ্রকে দেওয়া তো দূরের কথা, অগ্রকেও একাজে উৎসাহিত করে না। বাস্তব হক নষ্ট করা যখন এমন মন্দ, তখন ছক্টোর হক নষ্ট করা আরও বেশী মন্দ হবে)। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সংজ্ঞে বেশবর (অর্থাৎ নামায ছেঁটে দেয়)। যারা (নামায পঢ়লেও) তা জোক দেখানোর জন্য স্বার সামনে দেওয়া শরীরত মতে জরুরী অর্থ, কাজেই এটা মোটেই না দিলেও কেউ আগতি করতে পারে না। কিন্তু নামায জামা'আ-তের নামে প্রকাশে গুরু হয়, এটা অস্বৃষ্ট ছেঁটে দিলে তা স্বার কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই কেবল জোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে নেয়।

আনুবাদিক জাতৰা বিষয়

এ সুরায় কাফির ও মুনাফিকদের কঠিপর দুর্কর্ম উল্লেখ করে তজন্য জাহাজামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিন বাতিল বিচার দিবস জৰীকার করে না। সুতরাং কোন মু'মিন যদি এসব দুর্কর্ম করে, তবে তা শরীরত মতে কঠোর গোনাহ ও নিষ্কন্তীয় অপরাধ হলেও বগিত শাস্তির বিধান তাৰ জন্য প্ৰযোজ্য নহ। এ কাৰণেই প্ৰথমে এমন বাতিল কথা উল্লেখ কৰা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিম্বাগত জৰীকার কৰে। এতে অবশ্যই ইলিত আছে যে, বগিত দুর্কর্ম কোন মু'মিন বাতিল কাৱা সংঘাতিত হওৱা প্ৰায় অসম্ভব। এটা কোন অবিজ্ঞাসী কাফিরই কৰতে পাৰে। বগিত দুর্কর্ম এই : ইবাতৌথের সাথে দুর্ব্যবহাৰ, শক্তি থাকা সত্ৰেও মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়া এবং অপৱকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, জোক দেখানো নামায পড়া এবং শাকাত না দেওয়া। এসব কৰ্ম এমনিতেও নিষ্কন্তীয় এবং কঠোর গোনাহ। আৱ যদি কুকুৰ ও যিখারোগেৰ ক্ষতিশুভিতে কেউ এসব কৰ্ম কৰে, তবে তাৰ শাস্তি চিৰকাল দোষখ বাস। সুরায় (দুর্ভোগ) শব্দেৱ
শাখায়ে তাৰ কৃত কৰা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُنْتَهِينَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ مَلَائِيمِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ

—এটা মুনাফিকদেৱ অবস্থা। তাৰা জোক দেখানোৰ জন্য এবং মুসলমানিবেৱ দাবী সপ্রয়াপ কৰাৰ জন্য নামায পড়ে। কিন্তু নামায যে কৱৰণ, এ বিষয়ে তাৰা বিপৰাসী নহ। কলে সবচেয়েৰ প্ৰতিও ধৰ্ম জাবে না এবং আসল নামাযেও ধৰ্মজাল জাবে না। জোক দেখানোৰ জায়গা হলে পড়ে নেৱ, মৃতুৰা ছেড়ে দেৱ। আসল নামাযেৰ প্ৰতিই ঝুঁকে না কৰা মুনাফিকদেৱ অভ্যাস এবং **مَنْ مِنْ مَلَائِيمِهِمْ** শব্দেৱ আসল অৰ্থ তাই। নামাযেৰ অধৈ কিছু কুল-ভাতি হয়ে যাওয়া, যা ধৰেকে কোন মুসলমান, এমনকি রসুনে কৱীম (সা) ও মুক্ত ছিলেন না—তা এখানে বোঝানো হয়নি। কেননা, এজন্য জাহাজামেৰ শাস্তি হতে

পাৰে না। এটা উদ্দেশ্য হলে **فِي مَلَائِيمِهِمْ**—এৱ পৰিবৰ্তে **مَنْ مِنْ مَلَائِيمِهِمْ** বলা হত। সহীহ হাদীসসমূহে প্ৰয়াপিত আছে যে, রসুনুল্লাহ (সা)–এৱ জীবনেও একাধিকবাৰ নামাযেৰ অধৈ কুলচূক হয়ে পিয়েছিল।

الْمَأْعُونَ —**مَعْوِن** —**مَعْوِن** —**مَعْوِن** —**مَعْوِن** —**مَعْوِن**

বল। এমন ব্যবহাৰ বন্ধসমূহকেও **مَعْوِن** বলা হয়, যা বড়াৰত একে অগৱকে ধাৱ দেয় এবং যেন্তেৰ পাইল্লারিক জোনেন সাধাৰণ আনন্দতাৱাপে গথ হয়, যথা কুড়াল, কোদাল অৰ্থবা কাঁচা-বাজাৰ পাই। প্ৰযোজনে এসব জিনিস প্ৰতিবেশীৰ কাছ ধৰেকে চেয়ে নেওয়া দুৰ্ঘণীৰ মনে কৰা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অৱৰূপ হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে কৰা হয়। কিন্তু আলোচ্য আৱাতে **مَعْوِن** বলে শাকাত

বোকানো হয়েছে। শাকাতকে **لَعْنَة** বলার কারণ এই যে, শাকাত পরিযাগে আসল
অর্থের তুলনায় খুবই কম —অর্থাৎ চালিশ জাগের এক জাগ হয়ে থাকে। হচ্ছিল আলী
ও ইবনে উমর(রা) এবং হাসান বসরী, কাতালাহ ও বাহহাক (র) প্রযুক্ত অধিকার্তল তফসীর-
বিদ এখানে এ তফসীরই করেছেন।—(বাহহাকী) **বলাবাহ্য**, শাকিত
করব কাজ তরাক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসগুল অপরকে দেওয়া খুব
সঙ্গীতের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরী কিন্তু করব ও ওয়াজিব নয়, যা না সিলে
জাহাজামের শাকিত হতে পারে। কোন কোন হাতীসে **لَعْنَة**-এর তফসীর
ব্যবহার্য জিনিস আরো করা হয়েছে। এর অর্থাৎ জাদের চরম নীচতাকে ঝুঁটিবে তোকা যে,
তারা শাকাত কি দিবে ব্যবহার্য জিনিস দেওয়ার মধ্যে কোন খরচ নেই—ওতেও তারা
কৃপণতা করে। অতএব শাকিত বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেওয়ার কারণে নয় বরং
করব শাকাত না দেওয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।

سورة الكوثر সূরা কাউসার

মুক্তি অবতীর্ণ : ৩ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۗ إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْأَبْتَرُ ۗ

পরম কর্তব্যের ও জনৈক মহাজু আলাহ্‌র নামে গুরু

(১) বিশ্ব আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার পাইন-কর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (৩) যে আপনার শরু, সেই তো দোজকাটা, নির্বৎশ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার (জাহাতের একটি প্রত্ববগের নাম, তদুপরি সর্ব-প্রকার ক্ষণ্যাগত এবং অর্থের মধ্যে শামিল)। দান করেছি। (এতে ইহকাল ও পরকালের সব ক্ষণ্যাগ অর্থাত् ইহকালে ইসলামের ছায়িত্ব ও উন্নতি এবং সরকালে জাহাতের সুউচ্চ মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) আপনি আপনার পাইনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন (কেননা সর্ববৃহৎ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায় সর্ববৃহৎ ইবাদত দরকার আর সেটা হচ্ছে নামায) এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ণ করার জন্য শারীরিক ইবাদতের সাথে আধিক ইবাদত অর্থাৎ তাঁরাই নামে) কোরবানী করুন। [অন্যান্য জাহাতে নামাবের সাথে যাকাতের আদেশ আছে কিন্তু এখানে নামাবের সাথে কোরবানীর আদেশের কারণ সম্বন্ধ এই যে, কোরবানীর মধ্যে আধিক ইবাদতের সাথে সাথে মূশরিকদের ও মূশরিকসুজাত আচার-অনুষ্ঠানের কার্যত বিরোধিতাও রয়েছে। কারণ মূশরিকদ্বা প্রতিয়ার নামে কোর-বানী করত। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র পুঁজি কাসেমের দৈলবে ইস্তেকাল হলে কোন কোন মূশরিক দোষারোপ করেছিল যে, তাঁর বৎশ বিস্তৃত হবে না এবং তাঁর ধৰ্মও অটিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর এই দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি আলাহ্‌র কৃপায় নির্বৎশ নন, বরং] আপনার শরু-রাই নির্বৎশ, দোজকাটা। (উদের বাহ্যিক বৎশ বিস্তৃত হোক বা না হোক, দুনিয়াতে উদের কৃত আগোচনা অব্যাহত থাকবে না। কিন্তু আপনার প্রতি মহক্ষত,

আপনার স্মৃতি ও সুখ্যাতি ভঙ্গি সহকারে কীর্তিত হবে। এসব নিয়ামত ‘কাউসার’ পদের অর্থে দাখিল রয়েছে। পুষ্ট-সন্তানজ্ঞাত বৎশ না থাকুক কিন্তু বৎশের শা উদ্দেশ্য, তা হলো ইহকালের পর পরাকরেও অজিত রয়েছে। (আপনার শক্তি ও থেকে বক্তি)।

আনুষঙ্গিক ভাষণ্য ধিক্ষা

ধানে-নৃশূল : মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে হোসাইন থেকে বলিত আছে, হে ব্যক্তির পুত্রসন্তান আরা আয়, আরবে তাকে **ابنِ قَسْرٍ**। নির্বৎশ বলা হয়। রসুলুল্লাহ (সা)-র পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন সৈশবেই মারা গেল, তখন কাফিররা তাঁকে নির্বৎশ বলে দোষারোপ করতে আগম। তাসের মধ্যে কাফির ‘আস ইবনে ওয়ারেমের’ নাম বিলেষজ্ঞাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রসুলুল্লাহ (সা)-র কোন আলোচনা হলে সে বলত: আরে তার কথা বাদ দাও। সে তো কোন চিন্তারই বিশয় নয়। কারণ, সে নির্বৎশ। তাঁর ঘৃণ্য হয়ে গেলে তাঁর নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে কাসীর, মাঝহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইহদী কা'ব ইবনে আশরাফ একবার যজ্ঞায় আগমন করলে কোরায়িরা তার কাছে যেয়ে বলল: আপনি কি সেই মুবককে দেখেন না, যে নিজকে ধর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম বলে দাবী করে? অথচ আমরা হাজীদের দেবা করি, বায়তুল্লাহর হিকায়ত করি এবং মানুষকে পান করাই। কা'ব একথা শুনে বলল: আপনারাই তদন্তেকা উত্তম। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—(খায়হারী)

সাক্ষৰকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফিররা রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টিতা প্রদর্শন করত। এই প্রেক্ষাপটে সুরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্র-সন্তান না থাকার কারণে যারা রসুলুল্লাহ (সা)-কে নির্বৎশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বে-খবর। রসুলুল্লাহ (সা)-র বৎশগত সন্তান-সন্ততি ও কিলায়ত পর্যন্ত অবাহত থাকবে যদিও তা কন্যাসন্তানের তরফ থেকে হয় অন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উচ্চত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উচ্চতের সম্পর্ক অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সুরায় রসুলুল্লাহ (সা) যে আজ্ঞাহীর কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও ধৃতীয় আয়তে বিবৃত হয়েছে। এতে কা'ব ইবনে আশরাফ-এর উভিঃ অস্তিত্ব হয়ে যায়।

أَنَا أَعْلَمُ بِالْكَوْثَرِ—হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: ‘কাউসার’ সেই

অজ্ঞ কল্যাণ যা আজ্ঞাহী তা ‘আলা রসুলুল্লাহ (সা)-কে দান করেছেন। কাউসার আজ্ঞাতের একটি প্রত্যবেশের নাম—করণও এই উভিঃ সম্পর্কে সামীদ ইবনে জুয়ায়ের (র)-কে প্রয়োক্তা হলে তিনি বললেন: একথাও ইবনে আব্বাস (রা)-এর উভিঃ পরিপন্থী নয়। কাউসার নামক প্রস্তুতিও এই অজ্ঞ কল্যাণের মধ্যে দাখিল। তাই যুজাহিল কাউসারের

তফসীর প্রসঙ্গে বলেন : এটা উভয় আহানের অঙ্কুরত কল্যাণ। এতে জাহাতের বিশেষ কাউসার প্রজ্ঞবধূ অঙ্কুর রয়েছে।

হাউয়ে কাউসার : হযরত আনাস (রা) থেকে বলিত :

بِهِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِنَ اظْهَرَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذَا
أَغْفَى أَغْفَاءَهُ ثُمَّ وَنَعَ وَاسِةً مَقْبِسِهَا - قَلَنَا مَا أَمْحَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
لَقَدْ أَنْرَلْتَ عَلَى إِنْفَاقِ سُورَةِ فَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
الْكَوْثَرَ إِنَّمَا قَالَ أَنْدَرُونَ مَا الْكَوْثَرُ قَلَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ
نَهْرًا عَدْ نَهْرَهُ رَبِّيْ عَزَّوْ جَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَهُوَ حَوْضٌ تَرَدْ عَلَيْهِ أَمْقَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْيَتَهُ عَدْ نَجْمُ السَّمَاوَاتِ فَيَعْتَلِمُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاقُولْ رَبِّ إِنَّهُ
مِنْ أَمْقَى فَيَقُولْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثَ بَعْدَكَ ..

একদিন রসুলুল্লাহ (সা) যাজিদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হস্তান তাঁর মধ্যে এক প্রকার নিম্না অথবা অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসি-মুখে যন্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজেস করলাম : ইয়া রসুলুল্লাহ, আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন : এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সুরা অবশ্যিক হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সুরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন : তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম : আরাহু ও তাঁর রসুল ভাগ জানেন। তিনি বললেন : এটা জাহাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজ্ঞ কল্যাণ আছে এবং এই হাউয়ে কিয়ামতের দিন আমার উত্তমত পানি পান করতে থাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে। তখন কৃতক শোককে ফেরেশতাপন হাউয়ে থেকে হাটিয়ে দিবে। আমি বলব : পরওয়ার-দিগার! সে তো আমার উত্তমত। আরাহু তা'আলা বলবেন : আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মতপথ অববহন করেছিল।—(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মাসাবী)

উপরোক্ত রেওয়ায়েত উচ্চত করার পর ইবনে কাসীর লিখেন :

وَقَدْ وَرَدَ فِي مَفْهُومِ الْعَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَنْتَ يَشْخَبُ فِيهِ مِنْ أَبَا نِعْمَانِ
مِنَ السَّمَاوَاتِ مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ وَإِنَّ إِنْيَتَهُ عَدْ نَجْمُ السَّمَاوَاتِ .

হাউয়ে সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তাতে দৃষ্টি পরবালো আকাশ থেকে পতিত হবে, যা কাউসার নহরের পানি দ্বারা হাউয়েকে ভূতি করে দেবে। এর পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে।

এই হাদীস দ্বারা সুরা কাউসার অবতরণের হেতু এবং কাউসার শব্দের তফসীর (অজ্ঞ কল্যাণ) জানা গেল। আরও জানা গেল যে, এই অজ্ঞ কল্যাণের মধ্যে হাউয়ে কাউসারও শান্তি আছে, যা কিয়ামতের দিন উত্তমতে মুহাম্মদীর পিগাসা নিয়ারণ করবে।

এ হাদীস আরও সুন্দর ভূলিয়ে ভুলিয়ে থেকে আসল কাউসার প্রতিবর্ণটি আরাতে অবস্থিত এবং হাউয়ে কাউসার থাকবে হালুরের মজদানে। সুন্দি গরনালার সাহাবো এতে কাউসার প্রতিবর্ণের পানি আনা হবে। কেনন কেন রেওয়ারেতে থেকে আনা হার যে, উচ্চতে শুভা-শমদী আরাতে দাখিল হওয়ার পূর্বে হাউয়ে কাউসারের পানি পান করবে। এটা উপরোক্ত কেওয়ারেতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরা গরবতীকানে ইসলাম তাঙ্গ করেছিল কিন্তু পূর্ব থেকেই মুসলমান নম—মুনাফিক ছিল, তাদেরকেই হাউয়ে কাউসার থেকে হাটিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ হাদীসসমূহে হাউয়ে কাউসারের পানির বচতা মিল্টতা এবং কিনারাসমূহ মণি-মানিক আরা কারুকাৰ্যার্থটিত হওয়া সম্পর্কে এমন বর্ণনা আছে, যার ভূলনা দুনিয়ার কেোন ব্যক্তি আরা সন্তুষ্পন্ন নন।

উপরের বর্ণনা অনুসৰি এই সুরা হাদি কাফিরদের দোহারোপের অওয়াবে অবজীর্ণ হবে থাকে, তবে এ সুরার সন্মুজাহ (সা)-কে হাউয়ে কাউসারসহ কাউসার দান করার কথা বলে দোহারোপকারীদের অপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাঁর বৎসর কেবল ইহুদাদের পর্যবেক্ষণ করা থাকবে না বরং তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের সম্পর্ক হালুরের মজদানেও অনুভূত হবে। সেখানে তারা সংখ্যালংকার সুবল উচ্চত অপেক্ষা বেশী হবে এবং তাদের সম্মান আপারনও সর্বাপেক্ষা বেশী হবে।

نَصْرٌ—فَصْلٌ لِرَبِّكَ وَأَنْتَ—শব্দের অর্থ উট কোরবানী করা। এর অর্থম

গজতি হাত-গা বেঁধে কর্তৃমাতৌতে বৰ্ণ অথবা তুলিকা দিয়ে অগ্রাত করা এবং রজ্জ বের করে দেওয়া। গরম-হাপম ইত্তাদির কোরবানীর গজতি হবাই করা। অর্ধাং জনকে গুইয়ে কর্তৃমাতৌতে তুলিকাঘাত করা। আরবে সাধারণত উট কোরবানী করা হত। তাই কোরবানী বোঝাবার জন্য এখানে **نَصْرٌ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কেন কোরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুরার প্রথম আরাতে কাফিরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে সন্মুজাহ (সা)-কে কাউসার অর্ধাং ইহুদাদ ও পরকানের প্রত্যেক ক্ষয়াপ তাঁও অজন্ত পরিযাগে দেওয়ার সুসংবাদ কুমানোর পর এর ক্ষতিতত্ত্বাত্মকাপ তাঁকে সুন্দি বিবরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—নামায ও কোরবানী। নামায শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইবাদত এবং কোরবানী আধিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ আত্মতা ও শুরুতের অধিকারী। কেননা, আজ্ঞাহ্র নামে কোরবানী করা প্রতিশা পুরুষাদের মৌলিনীতির বিবরকে একটি জিহাদ বটে। তাঁরা প্রতিশাদের নামে কোরবানী করত। এ কারণেই অন্য এক আরাতেও নামাবের সাথে কোরবানীর উজ্জেব আছে—

إِنَّ مَلَائِكَةَ وَنُسُكَيْ وَمَحْبَبَيْ وَمَا تَبْغِيْ وَاللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ—আজোচ

আরাতে **وَأَنْتَ**—এর অর্থ যে কোরবানী, একথা হস্তৱত ইবনে আকবাস (রা) আজ্ঞা

શુકાહિદ, હાસાન બસરી (ગ્રા) પ્રમુખ થેણે વાણિત આહે। કોન કોન તફસીરવિદ એવ અર્થ નાઓયે બુકે હાત બંધા કરેછેન બલે યે રેણુરારેણે પ્રચલિત આહે, ઈબને કાસીર સેઇ રેણુરારેણેટકે મુનકાર તથા અપ્રાહસનોગ્ય બલેછેન।

شَفِّعٌ لِّكَ حُلُوْاً بَتْرٌ—! نِسْكٌ حُلُوْاً بَتْرٌ—

કાર્યી। હેસબ કાફિર રસૂલુલ્લાહ (સા)-કે નિર્વંશ બલે દોષારોપ કરાત, એ આરાત તાદેર સંસક્રમે અવલીં હયેછે। આરાતે અધિકાંશ રેણુરારેણે મતે 'આસ ઈબને ગુર્ગારેલ, કોન કોન રેણુરારેણે મતે ઓકબા એવં કોન કોન રેણુરારેણે મતે કા'બ ઈબને આશરાફકે બોધાનો હયેછે। આજાહ તા'ઓળા રસૂલુલ્લાહ (સા)-કે કાઉસાર અર્થાં અજાન કળાગ દાન કરેછેન। એવ મધ્યે સત્તાન-સત્તાતિર પ્રાર્થિત દાખિલ। તૌર વંશગત સત્તાન-સત્તાતિર કર્મ નન્દ। એહાડા ગરૂગઢર ઉંમાતેર પિતા એવં ઉંમાત તૌર આધ્યાત્મિક સત્તાન। રસૂલુલ્લાહ (સા)-ર ઉંમાત પૂર્વબંધી સકળ ગરૂગઢરેર ઉંમાત અનેકા અર્થિક હવે। સુતરાં એકદિકે શરૂદેર ઉંમિ મસાં કરે દેણેર હયેછે એવં અપરાદિકે આર્થિક બલા હયેછે યે, યારા આપનાકે નિર્વંશ બલે પ્રકૃતપક્ષે તારાઇ નિર્વંશ।

ચિંતા કરુન, રસૂલે કરીય (સા)-એવ સ્વભિકે જાઓઃ તા'ઓળા કિરુપ માહાત્મા ઓ ઉંમરમર્વાદા દાન કરેછેન। તૌર આમણ થેણે તુરુ કલે આજ પર્વત વિશેર કોળે કોળે તૌર નામ દૈનિક પોંચબાની કરે આજાહ નામેર સાથે મસજિદેર મિનારે ઉંકારિત હયે। પરબરાજે તિથિ સર્વાપેક્ષા બઢુ સુપારિશકારીન ઘર્યાદા જાડ કરેછેન। એવ વિપરીતે વિશેર ઇન્ડિહાસકે જિડ્ઝાસા કરુન, આસ ઈબને ગુર્ગારેલ, ઓકબા ઓ કા'બ ઈબને આશરાફેર સત્તાન-સત્તાતિરા કોથાં એવં તાદેર પરિવારેર કિ હજ? અને તાદેર નાયા ઈસ્લામી બરના દારા આરાતસમુહેર તફસીર પ્રસંગે સંરક્ષિત હયે પેછે। નતું આજ દુનિયાતે તાદેર નામ મુખે નેણુરાર કેઉ આહેકિ? **فَأَنْتَ رَوَا يَا أَوْلَى الْبَصَارِ**

سورة الكافرون

সুরা কাফিরন

মুক্তি অবগতি ১ : ৬ আলাম ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فُلَّيَايُهَا الْكُفَّارُ وَنَلَّا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَّا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَّا
أَعْبُدُ ۝ وَلَّا أَنَا عَابِدٌ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَّا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَّا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ
وَنِعْكُمْ فِلَيْ دِينٌ ۝

গৱেষণামূলক ও জগীয় সুরালু আলাহুর মাঝে ৭৩

(১) বলুন, হে কাফিরবুজ, (২) আমি ইবাদত করি না তোমরা আর ইবাদত
কর (৩) এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও আর ইবাদত আমি করি (৪) এবং আমি
ইবাদতকারী নই আর ইবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা ইবাদতকারী নও আর
ইবাদত আমি কর। (৬) তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য।

তৎসীরের সার-সংক্ষেপ

আগমনি (কাফিরদেরকে) বলে দিন, হে কাফিরবুজ (তোমাদের ও আমার তরীকা
এক হতে পারে না। বর্তমানে) আমি তোমাদের উপাসাদের ইবাদত করি না এবং তোমরা
আমার উপাস্যের ইবাদত কর না। (ভবিষ্যাতেও) আমি তোমাদের উপাসাদের ইবাদত
করব না এবং তোমরাও আমার উপাস্যের ইবাদত করবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, আমি
একচ্ছবাদে বিশ্বাসী হয়ে শিরক করতে পারি না—এখনও না এবং ভবিষ্যাতেও না। পক্ষান্তরে
তোমরা মুশর্রিক হয়ে একচ্ছবাদী সাব্যস্ত হতে পার না—এখনও না, ভবিষ্যাতেও না। মানে
একচ্ছবাদ ও শিরক হাত ছিলাতে পারে না।)। তোমরা তোমাদের প্রতিদীন পাবে এবং
আমি আমার প্রতিদীন পাব। (এতে তাদের শিরকের বাস্তবে শান্তির থবর খনানো হচ্ছে)।

আনুযায়ীক জাতীয় বিবরণ

সুরার কথীত ও বৈশিষ্ট্য : হৃষিত আরেশা (রা)-এর বশিত হেওরামেতে রসুলু-
লাহ (সা) বলেন : করের সুমত নামাযে পাঠ করার জন্য দু'টি সুরা উত্তম—সুরা

কাফিলান ও সুরা এখনাস।—(মাঝহারী) তক্ষসীর ইবনে কাসীরে কয়েকজন সাহারী থেকে শৰ্তি আছে যে, তারা রসুলুজ্জাহ্ (সা)-কে কজনের সূচত এবং মাগরিবের পরবর্তী সূচতে এ দৃষ্টি সুরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে দেনেছেন। অনেক সাহারী রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র কাছে আরো করলেন : আমাকে মিস্তার পূর্বে পাঠ করার জন্য কোন দোষ থলে দিন। তিনি সুরা কাফিলান পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, এটা শিরক থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। হয়রত খুবায়ের ইবনে মুতাইম (রা) বলেন : একবার রসুলুজ্জাহ্ (সা) আমাকে বললেন : তুমি কি চাও যে, সকলে পেলে সজীবের চেয়ে অধিক সুখে আছেন্দে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশী হয় ? আমি অওয়াব দিলাম, ইয়া রসুলুজ্জাহ্ (সা) আমি অবশ্যই একে চাই। তিনি বললেন : কোরআনের শেষ দিক্ষিণ পাঁচটি সুরা—সুরা কাফিলান, নছর, এখনাস, কালাক ও নাস পাঠ কর এবং প্রতোক সুরা বিস্মিল্লাহ্ বলে পুর কর ও বিস্মিল্লাহ্ বলে শেষ কর। হয়রত খুবায়ের (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সকলে আমার পাথের কর এবং সজীবের তুলনায় আমি সুর্মশান্ত হতাম। কিন্তু যখন রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সকলে সর্বাধিক স্বাক্ষরণীয় হয়ে থাকি। হয়রত আলী (রা) বর্ণনা করেন : একবার রসুলুজ্জাহ্ (সা)-কে বিশ্ব দখন করলে তিনি পানির সাথে জৰুর শিখিত করলেন এবং সুরা কাফিলান, সুরা কালাক ও সুরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষত্রিয়ে পানি লাগালেন। —(মাঝহারী)

শানে নুরুজ : হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, উলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে উয়ারেল, আসওয়াদ ইবনে আব্বুদ মোতালিব ও উয়াইয়া ইবনে খলাক একবার রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র কাছে এসে বলল : আসুন, আমরা পরল্পরে এই শাক্তিপূর্তি করিয়ে, এক বছর আগনি আমাদের উপাসনাদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আগনার উপাসনার ইবাদত করব।—(কুরআনী) তিখরানীর রেওয়ারেতে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, কাফিলান প্রথমে পারল্পরিক শাক্তির সাথে রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র সামনে এই প্রত্যোক রাখল যে, আমরা আগনাকে বিগুল পরিমাণে ধনের্ষণ দেব, কলে আগনি যকার সর্বাধিক ধনভাটা ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিয়োগে আগনি ক্ষণ আমাদের উপাসনাদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আগনি একাত্ত মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আগনার উপাসনার ইবাদত করব এবং এক বছর আগনি আমাদের উপাসনাদের ইবাদত করবেন।—(মাঝহারী)

আবু সালেহ্-এর রেওয়ারেতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : যকার কাফিলান পারল্পরিক শাক্তির জন্যে এই প্রত্যোক দিয়ে যে, আগনি আমাদের কোন কোন প্রতিমান পাসে কেবল হাত আপিলে দিন, আমরা আগনাকে সত্তা বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিখ-রাজ্ঞী সুরা কাফিলান লিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফিলাদের ত্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্ক-হৃদ এবং আলাহুর অকুরিম ইবাদতের আদেশ আছে।

শানে-নুরুজে উল্লিখিত একাধিক ঘটনার মধ্যে কোন বৈগ্রাহ্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে এবং সবগুলোর জগত্যাবেই সুরাটি অবস্থার্থ হতে পারে। এখনের শাক্তিপূর্তিতে বাধা দেওয়া জগত্যাবের মুল কার্য।

—এ সুন্দর কল্পকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উন্নিষিত হওয়ার

ଅଭାବତ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ମିଳେ ପାରେ । ଏ ଧ୍ୱାନେର ଆଗତି ଦୂର କରାର ଜନ୍ୟ ବୁଝାରୀ ଅନେକ ତଙ୍କସୀରୀବିଦ୍ ଥେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଏକବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଏକବାର ତବିଷ୍ୟତ କାଳେର ଜନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଲାଛେ । ଅର୍ପାଇ ଆମି ଏହାପେ କାର୍ବତ ତୋମା-ଦେଇ ଉପାସ୍ୟଦେଇ ଇବାଦତ କରି ନା ଏବଂ ତୋମରୀ ଆମାର ଉପାସୋର ଇବାଦତ କର ନା ଏବଂ ତବିଷ୍ୟତେ ଏକାଗ୍ର ହତେ ପାରେ ନା । ତଙ୍କସୀରେ ସାର-ସଂଜ୍ଞପେ ଏହି ତଙ୍କସୀରଇ ଅବଲମ୍ବିତ ହେଲାଛେ । କିନ୍ତୁ ବୁଝାରୀର ତଙ୍କସୀରେ **لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ**—ଆମାତେର ଅର୍ଥ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲାଛେ ଯେ, ଶାକି ଚକ୍ରି ପ୍ରଭାବିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହଦେର ଯୋଗ ନାହିଁ । ଆମି ଆମାର ଧର୍ମର ଉପର କାରେଯ ଆଛି ଏବଂ ତୋମରୀ ତୋମାଦେଇ ଧର୍ମର ଉପର କାରେଯ ଆଛ । ଅତିଏବ ଏହି ପରିପାତି କି ହବେ । ସମାନୁଜ-କୋରଜାନେ ଏଥାମେ **أَرْدَى**—ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ନାହିଁ—ପ୍ରତିଦାନ କରା ହେବାକୁ ।

ইবনে কাসীর এখনে অন্য একটি তফসীর অবস্থান করছেন। তিনি এক জাম-
গার মাস-ক চুম্ব ধরেছেন এবং অন্য আরগায় মুচ্ছ ধরেছেন। কলে প্রথম
আরগায় মাস-ক চুম্ব ধরেছেন এবং অন্য আরগায় মাস-ক চুম্ব ধরেছেন।—আরাতের অর্থ
এই যে, তোমরা যেসব উপাসনের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না এবং
আমি যে উপাসনের ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত কর না। বিভীষণ আরগায়
ও আরাতের অর্থ এই যে,—আরাতের অর্থ এই যে,

আমার ও তোমাদের ইবাদতের পক্ষতি তিনি তিনি। আমি তোমাদের মত ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যবেক্ষণ তোমরাও আমার ইবাদত করতে পারি না। এভাবে প্রথম জাগুগার উপাসনদের বিভিন্নতা এবং বিভীষণ জাগুগার ইবাদত-পক্ষতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সার কথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাসনের ক্ষেত্রেও অভিমত নেই এবং ইবাদত পক্ষতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উজ্জেব্হের আপত্তি দূর হয়ে যাব। রসুলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলিমাদের ইবাদত-পক্ষতি ডাই, যা আজ্ঞা-হৃর পক্ষ থেকে শুহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে। আর মুখ্যরিকদের ইবাদত-পক্ষতি স্বাক্ষরণকৃতি।

ইবনে কাসীর এই ডক্সীরের পঞ্জে বক্তৃত্ব রাখতে যেমের বলেন : ‘লা-ইলাহা ইলালাহ মুহাম্মদুর রসূলুলাহ’ কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ইবাদত-পরিভি তাই অহগ্রোগ্য, যা মুহাম্মদ রসূলুলাহ (সা)-র মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِي—এর তফসীর ইসলাম ইবনে কাসীর বলেন : এ বাক্যটি তেমনি হেয়ন অন্য আয়াতে আছে :

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ تِبْيَانٌ وَلَكُمْ حَمْلُكُمْ—আরও এক আয়াতে

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ—এর সামর্থ্য এই যে, ইবনে কাসীর উৎপন্নকে ধর্মের ক্ষিয়াকর্মের অর্থে নিরেহেন এবং উদ্দেশ্য তাই যা বরানুজ-কোরআনে আছে যে, প্রতোক্তকে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, হান বিশেষে সব পুনরুজ্জীবন আপত্তিকর নয়। অনেক স্থলে পুনরুজ্জীবন তাহার অভিকারণাপে গথা হয়। হেয়েন—**إِنْ مَعَ الْمُصْرِفِ سُرَا!**

إِنْ مَعَ الْمُصْرِفِ سُرَا!—আয়াতে তাই হয়েছে। এখানে পুনরুজ্জীবনের এক উদ্দেশ্য বিকল-বন্ধন তাকীদ করা এবং বিভীষণ উদ্দেশ্য একাধিক বাকে ঘটন করা। কারণ, তারা শাস্তি দৃঢ়ির প্রত্যাবণ একাধিকবার করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

কাফিরদের সাথে শাস্তি দৃঢ়ির কল্পক প্রকার বৈধ ও কল্পক প্রকার অবৈধ। আলোচ্য সুরায় কাফিরদের প্রস্তাবিত শাস্তি দৃঢ়ির কল্পক প্রকার সম্পূর্ণ অনুম করে সম্পর্ক-হৃদয় ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কোরআন পাকে একথাও আছে যে, **فَإِنْ جَنَحُوا**

لِتَعْلِمَ فَإِنْ جَنَحُوا—অর্থাৎ কাফিররা সংজি করতে চাইলে তোমরা ও সংজি কর। যদৌনাম হিজরত কর্তৃর পর রসুলুল্লাহ (সা)ও ইহুদীদের সাথে শাস্তি দৃঢ়ি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোন কোন তফসীরবিদ সুরা কাফিরদের অনসুখ ও রহিত সাধারণ করেছেন এবং এর বড় কারণ **لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِي** আয়াতখানি কেননা,

এটা বাহ্যিক জিহাদের আদেশের বিপরীত। কিন্তু তব কথা এই যে,

لَكُمْ دِيْنُكُمْ

—এর অর্থ এরাপ নয় যে, কুকুর করার অনুবতি অথবা কুকুরে বহাল থাকার বিশ্বাসা দেওয়া হয়েছে বরং এর সামর্থ্য হল ‘যেমন কর্ম তেমন ফল’। অতএব অধিকাংশ তফসীর-বিদের মতে সুরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শাস্তি দৃঢ়ি নিষিদ্ধ করার জন্য সুরা অবজীব

হয়েছিল, তা সে সময়েও নিষিদ্ধ ছিল এবং আজও নিষিদ্ধ রয়েছে।

فَإِنْ جَعَلْتُمْ

আজ্ঞাত আরা এবং রসুলুলাহ্ (সা)-র মুক্তি আরা সে শাস্তি দুটির অনুমতি বা বৈধতা আনা যায়, তা সে সময় বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতা আসল কানুন হচ্ছে হান-কাল পাই এবং সঞ্চির সর্তাবতী। এক হানীসে রসুলুলাহ্ (সা)-এর কানুন দিতে হোলে বলেছেন : ॥ حَلْ حَرَامًا وَ حَرَمْ حَلًّا ॥

অর্থাৎ সেই সংবিধান অবৈধ, আ কোন হানুনকে হাজাজ অথবা হাজাজকে হারায় করে। এখন ঠিক করুন, কাফিলদের অস্তাবিত মুক্তি মেনে নিমে শিরুক করা অকর্তৃ হয়ে গড়ে। কাজেই সুরা কাফিল এ ধরনের সংবিধান করেছে। পক্ষান্তরে ইহসৌদের সাথে সম্পূর্ণ মুক্তি দুটিটি ইসলামের মুসলিমতি বিরুদ্ধ কোন বিবরণ ছিল না। উদারতা, সব্যবহার ও শাস্তি অস্বীকার ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শাস্তি দুটি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে—আজ্ঞাহীন কাইন ও ধর্মের মুসলিমতে কোন অকার নয় অস্বীকার অবকাশ নেই।

سورة النصر

সুরা নচর

মদিনার অবতীর্ণ, ৩ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكُمْ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَالْفَتْحِ فَرَأَيْتُمُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي رُدُّبِينَ
اللَّهُ أَفَوَاجَأَهُمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ لِرَبِّهِ كَانَ تَوَابًا

পরম করুণার ও জীৱী দয়ালু আজ্ঞাহৰ নামে গুরু

(১) যখন আসবে আজ্ঞাহৰ সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আজ্ঞাহৰ দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পরিষিদ্ধতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে কথা প্রার্থনা করুন। নিচৰ তিনি ক্ষমাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] যখন আজ্ঞাহৰ সাহায্য এবং (যক্তা) বিজয় (তার সমস্ত লক্ষণসহ) সমাগত হলো এবং (এ বিজয়ের ফলশুভিতাগুলো হচ্ছে) আপনি মৌকজনকে আজ্ঞাহৰ দীনে (ইসলামে) দলে দলে যোগদান করতে দেখবেন, তখন (বুকাবেন যে, দুনিয়াতে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য আজ্ঞাহৰ দীনের পরিপূর্ণতা বিধান পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনার আধিকারতে যাত্তার সময় নিকটবর্তী, সে অন্য প্রস্তুতি প্রশংস করুন এবং) আপনার পালনকর্তার তসবীহ ও প্রশংসন করতে খাকুন এবং তাঁর নিকটে ক্ষমার আকৃতি ব্যক্ত করতে থাকুন। (অর্থাৎ জীবনে যেসব ছোট-খাটো বাতিলজী আচরণ অনিষ্ট-ক্রুতভাবেও প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো থেকেও কথা প্রার্থনা করুন)। তিনি সর্বত্রে তওবা করুনকারী।

আনুমতিক ভাতুব বিজয়

এ সুরা সর্বসম্মতিক্রমে মদিনার অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সুরা ‘তাওদী’। ‘তাওদী’ শব্দের অর্থ বিদ্যম করা। এ সুরায় মস্তুলে করীম (সা)-এর ওকাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধার এর নাম ‘তাওদী’ হয়েছে।

কোরআন পাকের সর্বশেষ সুরা ও সর্বশেষ আয়াত : হফরত ইবনে আবুস (রা) থেকে বলিত আছে যে, সুরা মহর কোরআনের সর্বশেষ সুরা। অর্থাৎ এরপর কোন সম্পূর্ণ সুরা অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু রেওয়ারেতে কোন কোন আয়াত নাখিল হওয়ার যে ব্যথা আছে, তা এর পরিপন্থী নয়। সুরা কাতেহাকে এই অর্থেই কোরআনের সর্বশ্রদ্ধম সুরা বলা হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুরাজাপে সুরা কাতেহাই সর্বশ্রদ্ধম নাখিল হয়েছে। সুতরাং সুরা আ'জাক, মুদাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাখিল হলে তা এর পরিপন্থী নয়।

হফরত ইবনে ওমর (রা) বলেন : সুরা মহর বিদায় হচ্ছে অবতীর্ণ হয়েছে।

اللَّهُمَّ أَكْلِمْ لِكُمْ دِينَكُمْ—আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)

মাঝ আপি দিন জীবিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা)-র জীবনের বর্ষন মাঝ পঞ্চাশ দিন বাকী ছিল, তখন কামাজার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঞ্চাশ দিন বাকী থাকার

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عِزْزٌ عَلَيْهِ الْعَذَابُ—আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং

একুশ দিন বাকী থাকার সময় **إِنْتُرْجِعُونَ فِيهِ الْحُكْمُ**—আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরআনী)

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে যেকো বিজয় বোধানো হয়েছে, তবে সুরাটি যেকো বিজয়ের পূর্বে নাখিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

أَذْ أَجَاءَكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بِغُصَّةٍ وَّسُرْعَةٍ তার আয়াতে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যিত যনে হয়। কাহল মা'আনীতে এর অনুকরণে একটি রেওয়ারেতেও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, ধর্মবর মুক্ত থেকে কিন্নার পথে এ সুরাটি অবতীর্ণ হয়। ধর্মবর বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। কাহল মা'আনীতে হফরত কাতাদাহ (রা)-র উত্তি উচ্ছৃত করা হয়েছে যে, এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সা) দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ারেত থেকে জানা হায় যে, সুরাটি যেকো বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হচ্ছে নাখিল হয়েছে, সেগুলোর মর্যাদ একাপ হতে পারে যে, এছাড়ে রসূলুল্লাহ (সা) সুরাটি পাঠ করে থাকবেন। কলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্সুপি নাখিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উত্তিতে আছে যে, এ সুরায় রসূলে করীয় (সা)-এর উক্ত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইনিত আছে। যেন্না হয়েছে, আপনার দুমিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তসবীহ ও ইস্তেগফারে মনো-মিবেশ করুন। মুকাতিল (র)-এর রেওয়ারেতে আছে রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিন্নায়ের এক সমাবেশে সুরাটি তিজাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে যেকো বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হফরত ইবনে আবুস (রা) সুরাটি শুনে ক্রমে ক্রমে জাগেন। রসূলুল্লাহ (সা) ক্রমে কারণ জিজেস করলে তিনি বললেন : এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুকাইত আছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)ও এর সত্যতা থাকার কর্মেন।

સુધારી હયરત ઇબને આવાસ (રા) થેકે તાઈ રોગરામેત કરેનેન। તાતે આરા આહે યે, હયરત ઉમર (રા) એકથી તુંને વળજેન : એ સુરાન મર્ય થેકે આમિઓ તાઈ બુઝિ ।—(કુરાતૂબી)

وَرَأَيْتَ النَّاسَ—મઝા વિજયે પૂર્વે એમન લોકદેર સંખ્યાઓ પ્રદર હિલ,

શારા રસુલુલાહ (સા)-ની રિસાલત ઓ ઇસલામેર સત્યાના સંપર્કે વિશ્િષ્ટ વિજાસેર કાછા-કાછિ પોછે સિરોહિલ : કિન્તુ કોરાનલદેર તરે અથવા કોન ઇતિહાસી કારાપે તારા ઇસલામ પ્રાચ્ય કરા થેકે વિરત હિલ। મઝા વિજય તાદેર સેહિ બાધા સૂર્ય કરે દેન્ન। સેએતે તારા દરે દરે ઇસલામે પ્રાબેશ કરતે ગુંજ કરેલ। ઇસામેન થેકે સ્તોત્ર બાંધિ ઇસલામ પ્રાચ્ય કરે પરિયાથે આરાન વિલે વિલે ઓ કોરાનાન પાઠ કરતે કરતે અદીનાન ઉપસ્થિત હરું। જાખારાં આરાબરાઓ એ મનિષાબે દરે દરે ઇસલામે નાખિલ હરું।

સુધા વિકટોરી અને હરે બેણી પરિયાથે તસવીએ ઓ ઈન્દ્રેશકાર કરા ઉચ્ચિત :
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَا سْتَغْفِرْهُ—હયરત આરેફા (રા) વળેન : એ સુરા નાખિલ હઓમાર

પર રસુલુલાહ (સા) પ્રાણેક નામામેર પર એ દોસ્તા પાઠ કરતેન : **سُبْحَانَ رَبِّنَا**

وَبِحَمْدِكَ اللَّهُ أَعْلَمُ—(સુધારી)

હયરત ઉલેમ સાલમા (રા) વળેન : એ સુરા નાખિલ હઓમાર પર તિબિ ઉઠા-વસા, ચલાકેલા તથા સર્વાબસ્થાર એ દોસ્તા પાઠ કરતેન : **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ**

અભિઃપર પ્રમાણરાગ સુરાટિ તિજાઓનાત કરતેન। **إسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَاتَّوْبُ إِلَيْهِ** તિબિ વળતેન : આમાકે એર આદેશ કરા હરોજે।

હયરત આબુ હરાયરા (રા) વળેન : એ સુરા નાખિલ હઓમાર પર રસુલુલાહ (સા) આપ્રાગ ચેષ્ટો સહકારે ઈવાદતે મમોનિબેદ કરેલાન। કલે તોંર પદમૃગલ સુલે આગ ।—(કુરાતૂબી)

سُورَةُ الْلَّهِبٍ
الْأَنْجَوْنَ

মসজিদ অবঙ্গীর্থ, ৫ আকাশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَكَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَطَّ مَا أَغْنَهُ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ تُسْعِفُهُ

تَارِازَاتَ لَهَبٍ وَأَمْرَاتَهُ هَمَالَةً الْحَطَبُ فِي جِنِيدِهَا

خَبْلُ قِنْ مَسْلِيْهُ

পরবর্তী কর্মান্বয় ও আসীম মসজিদু আলাহুর নামে গুরু

(১) আবু লাহাবের হস্তবন খৎস হোক এবং খৎস হোক সে নিজে, (২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। (৩) সহরাইসে প্রবেশ করবে জেলিহান অঞ্চলে (৪) এবং তার ঝৌও বে ইজন বহন করে, (৫) তার পজসেলে অভূতের রাশি নিয়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আবু লাহাবের হস্তবন খৎস হোক এবং সে নিজে বরবাদ হোক। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। (ধনসম্পদ যামে আসল পুঁজি এবং উপার্জন যামে মুনাফা। উদেশ্য এই যে, কোন কিছুই তাকে খৎসের কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না। এ হচ্ছে তার দুনিয়ার অবস্থা। আর পরকালে) সহরাই (অর্ধাং মৃত্যুর পরাই) সে প্রবেশ করবে জেলিহান অঞ্চলে এবং তার ঝৌও—বে ইজন বহন করে আসে, [অর্ধাং কষ্টকপূর্ণ ইজন, যা সে রসুলুল্লাহ (সা)-র পথে পুঁজে রাখত, যাতে তিনি কষ্ট পান। আহারামে প্রবেশ করার পর] তার পজসেলে (আহারামের শিকল ও বেঢ়ী হবে, মেন সেটা) হবে এক অর্দ্ধের রাশি (শক্ত অভূত হওয়ার ব্যাপারে ডুজনা করা হবেছে)।

আনুবাদিক ভাষ্য বিষয়

আবু লাহাবের আসল নাম হিল আবদুল ওহ্মা। সে হিল আবদুল মোস্তাফিবের অন্যতম সন্তান। গোড়বর্থের কারণে তার ভাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। কোরআন

পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশর্রিকসূজ্ঞত। এছাড়া আবু মাহাব ভাক নামের মধ্যে জাহানামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কটুর শক্তি ও ইসলামের ঘোরবিরোধী ছিল। সে নামান্তরে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে কল্প দেওয়ার প্রয়াস গ্রেত। তিনি হখন মানুষকে ইমানের সাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেমনে তাঁকে যিথাবাদী বলে প্রচার করত।—(ইবনে কাসীর)

لَا مِنْ نَعْمَلُ : بুধারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে : **وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ أَنَّ قَرَبَيْنَ**

আয়াতখানি অবঙ্গীর হলে রসুলুল্লাহ্ (সা) সাঙ্গা পর্বতে আরোহণ করে কোরাল্লশ গোক্রের উদ্দেশে ৩৫ মিহারাব বলে অথবা আবদে যানাশ ও আবদুল যোডালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ভাক দিলেন। (এভাবে ভাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশংকার জন্মপ রাখে বিবেচিত হত)। ভাক শব্দে কোরাল্লশ গোক্র পর্বতের পাদদেশে একন্ত্রিত হল। রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদি আমি বলি যে, একটি শর্কুনশল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিপদাল যে কোন সবস্ত তোমাদের উপর ঝাঁপিগেরে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি ? সবাই একবাবে বলে উঠল : হ্যাঁ, অবশাই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন : আমি (শিরক ও কুকরের কারণে আজ্ঞাহৰ পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভৌষণ আয়াব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শনে আবু মাহাব বলল : **تَهَا لَكَ**

الْهُدَا جَمِيعَنَا—খৎস হও ভূমি, এজনাই কি আমাদেরকে একন্ত্র করেছ ? অতঃপর সে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে পাথর যারতে উদ্যোগ হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরা মাহাব অবঙ্গীর হয়।

تَبَتَّبَتْ بِدَا—**بِيْ لَهَبٍ وَّتَبَ** শব্দের আসল অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশী, তাই কোন ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেওয়া হয় ; যেমন কোরআনে **بِمَا قَدْ صَنَعَتْ بِدَاكَ** বলা হয়েছে। হস্তরত ইবনে-আবাস (রা) বর্ণনা করেন, আবু মাহাব একদিন বজতে জাগল : মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর অযুক অযুক কাজ হবে। এরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল : এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল : **تَهَا لَكَمَا مَارِي فُوكِيَا شَيْئًا مَا قَالَ مَحْمُد**— অর্থাৎ তোমরা খৎস হও, মুহাম্মদ হস্ত বিশ্বর সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে মেঢ়ি না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন আবু মাহাবের হস্তরত খৎস হোক বলেছে।

تَبَتَّبَ—এর অর্থ খৎস ও বরবাদ হওয়া। আজ্ঞাতে বদ-দোষার অর্থে **تَبَتَّبَ** বলা হয়েছে। অর্থাৎ আবু মাহাব খৎস হোক। যিতৌর বাকে **وَنَبَ**—এ বদ-দোষা

ক্ষুল ইওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে, আবু জাহাব খৎস হয়ে গেছে। মুসলমানদের কোথ দমনের উদ্দেশ্যে বদ-দোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবু জাহাব অখন রসূলুল্লাহ् (সা)-কে **تَبَّا** বলেছিল, তখন মুসলমানদের আস্তরিক ইচ্ছা হিল যে, তারা তাদের জন্য বদ-দোয়া করবে। আল্লাহ্ তাঁ'আলা বেন তাদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদ-দোয়ার ফলে সে খৎসও হয়ে গেছে। আবু জাহাবের খৎসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলার প্রেগের কোঢ়া দেখা দেয়। সৎক্ষয়ের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জাহাজে ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিনি দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পচতে শুরু করাসে চাকর-বাকসদের ঘাড়া মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।—(বরানুল কোরআন)

مَا أَغْنِي عَنْ مَا لَدُّهُ وَمَا كَسَبَ—তফসীলের সার-সংজ্ঞে পে—এর

অর্থ করা হয়েছে ধনসম্পদ কাঁচা অঙ্গিত যুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান-সন্ততিকেও যানুহৈর উপার্জন বলা হয়। হয়রত আবেশা (রা) বলেনঃ

أَنَّ اطْبَعَ مَا كَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبٍ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبٍ—অর্থাৎ মানুষ

যা খায়, তথ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হাজার ও গবিন্ত এবং তার সন্তান-সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামাত্তর।—(বুরতুবী) একারণে করেকজন তফসীলবিদ এছাড়ে

مَا كَسَبَ—এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ তাঁ'আলা আবু জাহাবকে যেমন

দিয়েছিলেন অগাধ ধনসম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এন্দুটি বস্তুই তার গর্ব, অহঘিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে আয়। হয়রত ইবনে আবাস (রা) বলেনঃ **رَسُولُ اللَّهِ (ص)** যখন আগোরকে আল্লাহ্ র আয়াত সম্পর্কে সতর্ক করেন তখন আবু জাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই আতুল্লুত্তের কথা যদি সতাই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে চের অর্থবজ ও জোকবজ আছে। আমি একজোর বিনিময়ে আস্তরকা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ র আয়াত অখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসজ না। অতঃপর পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছেঃ

سُمْلَى نَارًا إِذَا تَلَهُ—অর্থাৎ কিয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর করেই সে

এক লেপিহান অঞ্চিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে যিন রেখে অধিক বিলেখণ নান লেহ বলার মধ্যে বিশেষ অবৎকার রয়েছে।

—أَبْرَأْتَهُ حَمَالَةَ النَّطَبِ—আবু জাহাবের নামে তার ঝৌও রসূলুল্লাহ (সা)-

এর প্রতি বিবেচ কোরাপম ছিল। সে এ ব্যাপারে তার ঝামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবু সুফিয়ানের উপরোক্ত ও হয়ে ইবনে উমাইয়ার কল্যাণ। তাকে উল্লেখ-জামিল বলা হত। আবাতে বাস্ত করা হয়েছে যে, এই হত্তাগীমিও তার দ্বারা সাথে জাহাজামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে **حَمَالَةَ النَّطَبِ** বলা হয়েছে। এর পারিক অর্থ কৃক্ষকাঠ বহনকারীগুলী। আরবের বাক-পঞ্জতিতে পশ্চাতে নিম্নাকারীকে **حَمَالَةَ** (খড়িবাহক) বলা হত। কৃক্ষ কাঠ একের করে যেহেন কেউ অধি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্তে নিম্নাকারীটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আঙ্গন জালিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিনারাকে কল্প দেওয়ার জন্য আবু জাহাব পঞ্চ পরোক্তে নিম্নাকারীর সাথেও জড়িত ছিল। হয়রত ইবনে আবুস (রা) ইকবিমা ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে **حَمَالَةَ**-এর এ তফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও সাহাবাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একে আকরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নামী বন থেকে কন্টকজুত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রসূলুল্লাহ (সা)-কে কল্প দেওয়ার জন্য তাঁর পথে বিহিরে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কেরজান হমালতে **حَمَالَةَ** বলে ব্যক্ষ করেছে।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি জাহাজামে হবে। সে জাহাজামে শাকুর ইত্যাদি রুক্ষ থেকে লাকড়ি এমে জাহাজামে তার দ্বারা উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অধি আরও প্রজলিত হয়ে উঠে, যেহেন দুনিয়াতেও সে ঝামীকে সাহায্য করে তার কুক্ষর ও জুরুম বাড়িয়ে দিত।—(ইবনে কাসীর)

পরোক্তে নিম্নাকারী অভাগিপ : রসূলে কর্মী (সা) বলেন : আবাতে পরোক্তে নিম্নাকারী প্রবেশ করবে না। কৃষ্ণায়েল ইবনে আমান (র) বলেন : তিনটি কাজ আনুষ্ঠের সমস্ত সংকর্ম বরবাদ করে দেয়, রোমানারের রোমা এবং অসুওয়ালার অসু নল্টি করে দেয়—গীবত, পরোক্তে নিম্না এবং যিখ্যা তাৰপ। আতা ইবনে সারেব (র) বলেন : আমি হয়রত শা'বী (র)-র কাছে রসূলুল্লাহ (সা)-র এই হাদীস বর্ণনা করলাম : **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ وَلَّ مِنْهَا بِلَهْوٍ وَلَا جُنُونٍ**—অর্থাৎ তিনি প্রকার কোক আবাতে প্রবেশে করবে না—অন্যান্য হত্তাকারী, যে এখানের কথা সেখানে নিয়ে থাক এবং যে ব্যবসায়ী সুদের কারবার করে। অতঃপর আমি আশ্চর্যাদিত হয়ে শা'বীকে জিজেস করলাম : হাদীসে কথা চালনাকারীকে হত্তাকারী ও সুদখোরের সম-তুল কিনাপে করা হল? তিনি বলেন : হ্যা, কথা চালনা করা এমন কুক্তর কাজ যে, এর কারণে অন্যান্য হত্তা ও মাল হিনতাইও হয়ে থায়।—(কুরতুবী)

سَمْدٌ—فِي جِبِيلٍ هَا حَبْلٌ مِّنْ سَمْدٍ—সম্দি সীন-এর উপর সাকিনবোগে ধাতৃ।

অর্থ রাখি পাকানো, রাখি অজ্ঞুত করা এবং সীম-এর উপর অবস্থায়ে সর্বশক্তির অজ্ঞুত গুণিকে বলা হয়।—(কামুস) কেউ কেউ আবাবের অভ্যাস অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রাখি। কিন্তু বাপক অর্থের দিকে দি঱ে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহাজামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ো পরানো হবে। হয়রত মুজাহিদ (র)ও তাই তফসীর করেছেন।—(মাঘারী)

শাব্দী, মুকালিত (র) ইযুগ তফসীরবিদ একেও দুনিয়ার অবস্থা ধরে নিয়ে অর্থ করেছেন খর্জুরের রাখি। তারা বলেনঃ আবু জাহান ও তার ঝৌ ধনাড় এবং গোজের সরদাইরাগে গণ্য হত। কিন্তু তার ঝৌ হীনমন্যতা ও কৃপণতার কারণে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা তৈরী করত এবং বোঝার রাখি তার গলায় বেঁধে রাখত, যাতে বোঝা মাথা থেকে পড়ে না যায়। একদিন সে মাথার বোঝা এবং গলার দড়ি মাথা অবস্থায় ঝাউ-অবস্থা হয়ে আঠিতে ঝুঁটিরে পড়ে। কলে আসলে হয়ে ঘটনাহলেই যাচ্ছা যায়। এই তফসীর অনুযায়ী এটা হবে তার অঙ্গ সরিপড়ি ও নীচতার বর্ণনা।—(মাঘারী) কিন্তু আবু জাহাবের পরিবারের পক্ষে বিশেষত তার ঝৌর পক্ষে একাগ করা সুন্দর পরাহত ছিল। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম তফসীরই পছন্দ করেছেন।

سورة ٨١ خلاص

সুরা ইখলাস

মঙ্গল অবতীর্ণ : ৪ আবাত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ^۱ اللَّهُ الصَّمَدُ^۲ لَمْ يَكُنْ لَّهُ إِلَيْهِ^۳ كُفُواً أَحَدٌ^۴

গরাম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর মাঝে শুনো

(১) বমুন, তিনি আল্লাহ, এক, (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সুরাটি অবতরণের হেতু এই যে, একবার মুশরিকরা রসুলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহর শুণাবলী ও বৎশ পরিচয় জিজেস করেছিল। আল্লাহ এ সুরা নাযিল করে তার জওয়াব দিয়েছেন)। আপনি (তাদেরকে) বলে দিন : তিনি (অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও উপে) এক, (সত্তার উপ এই যে, তিনি স্বয়ন্ত্র অর্থাৎ চিরকাল থেকে আছেন ও চিরকাল থাকবেন। সিফতের উপ এই যে, তার জান, কুদরত ইত্তাদি চিরস্তর ও সর্বব্যাপী)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (অর্থাৎ তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন এবং সবাই তার মুখাপেক্ষী)। তার সত্তান নেই এবং তিনি কারও সত্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-মুমুজ : তিরিমিয়ী, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে মুশরিকরা রসুলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহ তা'আলার বৎশ পরিচয় জিজেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সুরা নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদীনার ইহসীরা এ প্রয় করেছিল। এ কারণে যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সুরাটি মদীনাম অবতীর্ণ।—(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রয় করেছিল—আল্লাহ তা'আলা কিসের তৈরী, অর্ণ-রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সুরা অবতীর্ণ হয়েছে।

সুজ্ঞার কর্মীলাভ : ইয়েরাত আনাস (জ্ঞা) থেকে বর্ণিত আছে, অনেক বাজি গ্রসুজ্ঞার্থ (জ্ঞা)-র কাছে এসে আন্তর্য করলাঃ । আমি এই সুজ্ঞাটি শুন ভালবাসি । তিনি বললেন : এতে ভালবাসা তোমাকে জানাতে দাখিল করুবে ।—(ইন্দ্রেন কাসীদ্র)

ହସରତ ଆବୁ ହରାମରା (ରା) ବର୍ଣନ କରେନ, ଏକବାର ରସୁଲୁଆହ୍ (ସା) ବଜେନ : ତୋଯରୀ ସବାଇ ଏକଟିତ ହରେ ଯାଓ । ଆମି ତୋଯାଦେଇକେ କୋରାଜାନେର ଏକ-ଶ୍ରୀମାଂଶୁ ପୁନାବ । ଅଜଃଗର ଧାଦେଇ ପକେ ସତବ ହିଲ, ତାରା ଏକଟିତ ହରେ ଗେମେ ତିନି ଆଗମନ କରିଲେନ ଏବେ ସୁରୀ ଇଥଳାସ ପାଠ କରେ ଶୁଣିଲେନ । ତିନି ଆରା ବଜେନ : ଏହି ସୁରାଟି କୋରାଜାନେର ଏକ-ଶ୍ରୀମାଂଶୁର ସମାନ !—(ମୁସିଲିଯ, ତିରଥିଷୀ) ଆବୁ ଦାଉଦ, ତିରଥିଷୀ ଓ ନାସାରୀର ଏକ ଦୀର୍ଘ ରେଣ୍ଡାମେତେ ରସୁଲୁଆହ୍ (ସା) ବଜେନ : ସେ ବାଟି ସକଳ-ବିକାଳ ସୁରୀ ଇଥଳାସ, ଫାଳାକ ଓ ନାସ ପାଠ କରେ ତାକେ ସାମା-ମୁସୀବତ ଥେକେ ବାଟିରେ ରାଖାର ଜଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହସ ।—(ଇବନେ କାସିର)

ଓকবা ইবনে আমের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি তোমা-
দেরকে এখন শিনাটি সুরা বলছি, যা তওরত, ইজোল, মবুর, কোরআন সব কিভাবেই
নাখিল হয়েছে। রাসিলতে তোমরা ততক্ষণ নিষ্ঠা যেমনো না, যতক্ষণ সুরা ইখলাস, ফালক
ও নাজ না পাঠ কর। ওকবা (রা) বলেন : সেদিন থেকে আমি কখনও এই আয়ত
ছাড়িনি।—(ইবনে কাসীর)

— قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ — ‘বলুন’ কথার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিসাইতের
প্রতি ইঙিত রয়েছে। এতে আরাহতুর গজ থেকে শান্তিকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে।
‘আরাহতু’ শব্দটি এখন এক সভার নাম, যিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল
থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধাৰ ও সর্বদোষ থেকে পৰিষ্ঠ। **أَحَدٌ** উভয়ের
অর্থ এক। কিন্তু **أَحَدٌ** শব্দের অর্থে এটাও শায়িত্ব যে, তিনি কোন এক অথবা একাধিক
উপাদান ভালো তৈরী নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারও
ভূম্য নন। এটা তাদের সেই প্রক্রিয়া জগতে, যাতে বলা হয়েছিল আরাহতু কিসের তৈরী?
এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সভা ও উপাদান সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং **قُلْ**
শব্দের মধ্যে নবুরাতের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুনরাবে-
লিপিবদ্ধ করা হয়।

শব্দের অর্থ সম্পর্কে তত্ত্বাবিদগণের অনেক উক্তি আছে।

তিবরানী এসব উক্তি উচ্ছৃঙ্খল করে বলেন : এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পাইকার্কর্তার শুণবলীই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ১০০-এর আসম অর্থ সেই সত্তা, যাঁর কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যাঁর সম্মান মহান কেউ নয়। সারু কথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।— (ইবনে কাসীর)

لَمْ يُلْدِ وَلَمْ هُوَ لَدْ—আরা আলাহ্‌র বৎশ পরিচর জিতেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সত্তান প্রজনন ক্ষমিতার বৈশিষ্ট্য—জল্টার নয়। অতএব, তিনি কান্নও সত্তান নন এবং তাঁর কোন সত্তান নেই।

وَلَمْ يُكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ—অর্থাৎ কেউ তাঁর সবচূল্য নন এবং আকার-আকৃতিতে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য প্রাপ্তে না।

সুরা ইবলাসে তওহীদ প্রিয়কর পূর্ণ বিরোধিতা আছে; সুনিরাতে তওহীদ অবী-কারককারী মুশার্রিকদের বিভিন্ন ফ্রাই বিদ্যমান আছে; সুরা ইবলাস সর্বপ্রকার মুশার্রিক-সুখাত ধোরণা ধনুন করে পূর্ণ তওহীদের সবক পিয়েছে। তওহীদ বিরোধীদের একমত অর্থ আলাহুর অভিহ্বাই ছৌকার করে না, কেউ অভিহ্ব ছৌকার করে, কিন্তু তাকে চিঙ্গতন মানে না এবং কেউ উভয় বিষয় মানে, কিন্তু উগাবলীর পূর্ণতা অবীকার করে। কেউ কেউ সবই মানে, কিন্তু ইবাদতে অনাকে শরীর করে। **اللَّهُ أَحَدٌ** বাকে সব ত্রাণ ধোরণার ধনুন হয়ে গেছে। কলক লোক ইবাদতেও শরীর করে না, কিন্তু অনাকে অভাব পূর্ণগকারী ও কার্বনিবাহী মনে করে। **لَمْ يُلْدِ** শব্দে এই ধোরণা বাড়িতে করা হয়েছে। আরা আলাহ্‌র সত্তান আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে **لَمْ يُلْدِ** বলে জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

سورة الغلو

সুরা ফালাত

মদীনার অবগুর্ণ : ৫ আলাত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مَنْ شَرِّمَا لَكَ ۚ وَمَنْ شَرِّغَاسِي إِذَا وَقَبَ ۚ

وَمَنْ شَرِّ النَّفَثَتِ فِي الْعَقَدِ ۚ وَمَنْ شَرِّ حَاسِلٍ إِذَا حَسَدَ ۚ

সর্ব কর্মান্বয় ও জীব দণ্ডালু আলাহৰ নামে গুরু

(১) বজুন, আমি আত্মৰ প্রহপ করছি প্রভাতের প্রানকর্তাৰ, (২) তিমি বা স্পষ্ট কৰেছো, তাৰ অনিষ্ট থেকে, (৩) আজকাৰ রাত্ৰিৰ অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাপ্ত হৈ, (৪) প্রশ্নিতে শু'ইকাৰ দিয়ে বাসুকারিগৌদেৱ অনিষ্ট থেকে (৫) এবং হিংসুকেৱ অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা কৰে।

তৎসীরের সাৰ-সংক্ষেপ

(আলাহৰ কথে আত্ম চাওৱা ও অগৱকে তা শিক্ষা দেওৱাৰ মূল উদ্দেশ্য তাৰ উপয় তাওয়াকুল তথা পুৱোগুৰি ভৱসা কৰা ও ভৱসা কৰার শিক্ষা দেওৱা। অতএব) আগমনি (নিজে আত্মৰ চাওয়াৰ জন্য এবং অগৱকে তা শিক্ষা দেওয়াৰ জন্য এৱাপ) বজুন, আমি প্রভাতের মালিকেৱ আত্মৰ প্রহপ কৰছি সকল স্পষ্টিৰ অনিষ্ট থেকে, (বিশেষত) আজকাৰ রাত্ৰিৰ অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাপ্ত হৈ, রাত্ৰিতে অনিষ্ট ও বিপদাগদেৱ সম্ভাবনা বৰ্ণনাসাপেক্ষ নহয়। প্রশ্নিতে শু'ইকাৰ দিয়ে বাসুকারিগৌদেৱ অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকেৱ অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা কৰে। [প্রথমে সমগ্ৰ স্পষ্টিৰ অনিষ্ট থেকে আত্মৰ প্রহপেৰ কথা উৱেষ কৰার পৰি বিশেষ ব্যৱহাৰ উৱেষ সংক্ষিপ্ত এজন্য কৰা হয়েছে যে, অধিকাংশ বাসু রাত্ৰিতেই সম্পৰ কৰা হয়, যাতে কেউ আনন্দে না পায়ে এবং নির্বিয়ে কাজ সমাধা কৰা যায়। কৰচে শু'ইকাৰসাঙ্গী মহিলার উৱেষ এজন্য কৰা হয়েছে যে, ইস্লামাহ্ (সা)-ৰ উপৰ একাবেই বাসু কৰা হয়েছিল, তা কোন পুৱৰে কৰে থাকুক অথবা নারীৰা নফত -এৰ বিশেষা নফوس ও হতে পাৰে, যাতে পুৱৰ ও নারী উভয়েই শামিল আছে এবং নারীও এৰ বিশেষা হতে পাৰে। ইহদীৱা ইস্লামাহ্ (সা)-ৰ উপৰ যে বাসু কৰেছিল, তাৰ

কারণ ছিল হিংসা। এভাবে যাদু সম্পর্কিত সবকিছু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা হয়ে গেছে। অবশিষ্ট অনিষ্ট ও বিপদাপদকে শায়িত করার জন্য **مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**—বলা হয়েছে।

আয়াতে আজ্ঞাহকে প্রত্যাতের মাজিক বলা হয়েছে অথচ আজ্ঞাহ সকল-বিকাল সবকিছুই পজানকর্তা ও মাজিক। এতে সজ্ঞত ইঙ্গিত আছে যে, আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা রাখিব অঙ্ককার বিদ্যুরিত করে যেখন প্রত্যাতরণ্য আনয়ন করেন, তেমনি তিনি যাদুরাও বিবৃতি ঘটাতে পারেন]।

আনুষঙ্গিক আত্ম বিষয়

সুরা ফাতাক ও পরবর্তী সুরা মাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেয় ইবনে কাইয়োম (র) উক্ত সুরার তফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সুরাবর্ষের উপকারিতা ও ক্ষমাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্য এ দুটি সুরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আচিক অনিষ্ট সুর করায় এ সুরা-বয়ের কার্যকারিতা অনেক। সত্ত্ব বলতে কি মানুষের জন্য যাস-প্রয়োগ, পরিচালন ও পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এ সুরাবর্ষ তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। মসনদে আহশে বর্ণিত আছে, জনেক ইহুদী রসুলুল্লাহ (সা)-র উপর যাদু করেছিল। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাইম আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনেক ইহুদী যাদু করেছে এবং যে জিনিসে যাদু করা হচ্ছে, তা অমুক কৃপের মধ্যে আছে। রসুলুল্লাহ (সা) জোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কৃপ থেকে উক্তার করে আনলেন। তাহত করেকষি প্রাপ্তি ছিল। তিনি প্রাপ্তিশূলো থুলে দেওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুর হয়ে শব্দ শব্দ করেন। জিবরাইম ইহুদীর নাম বলে দিলেছিলেন এবং রসুলুল্লাহ (সা) তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারণও কাহ থেকে প্রতিশেধ নেওয়ায় অভ্যাস তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইহুদীকে কিছু বলেন নি এবং তার উপরিভিত্তে মুখ্যমন্ত্রে কোমরপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেন নি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহুদী রৌতিমত দরবারে হায়িয় হত। সহীহ বুখারীতে হস্তান্ত আয়েশা (রা) থেকে বলিত আছে, রসুলুল্লাহ (সা)-র উপর জনেক ইহুদী যাদু করলে তার প্রভাবে তিনি যাবে যাবে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেন নি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হস্তান্ত আয়েশা (রা)-কে বললেন : আমার রোগটা কি আজ্ঞাহ তা'আজ্ঞা তা আয়াকে বলে দিলেছেন। (অপ্রে) দু'বার্জি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পারের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অনাজনকে বলল : তাঁর অসুখটা কি ? অনাজন বলল : ইনি যাদুপ্রাপ্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজেস করল : কে যাদু করল ? উত্তর হল, ইহুদীদের মিছ মুনাফিক মৰ্বীদ ইবনে আ'সাম যাদু করেছে। আমার প্রশ্ন হল : কি বস্তুতে যাদু করেছে ? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আমার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি কোথায় ? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বরহরওয়ান' কৃপের একটি পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সা) সে কৃপে গেজেন এবং বললেন : স্বপ্নে আমাকে এই কৃপাই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান

থেকে বের করে আনলেন। হয়রত আয়েশা (রা) বললেন : আপনি যোৰণা করলেন না কেন (যে, অনুক বাড়ি আবার উপর যাদু করেছে) ? রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে রোগ যুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্য কল্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলিমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কল্টে দিত)। অসন্দে আহসনের রেওয়ায়েতে আছে রসুলুল্লাহ (সা)-র এই অসুখ হয় মাস ছাঁচী হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, কল্টক সাহাবায়ে কিন্তু আমান্তে পেরেছিলেন যে, এ দুর্ঘর্মের হোতা জীবীদ ইবনে আ'সাম তা'রা একদিন রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে এসে আরুয করলেন ; আমরা এই পার্শ্বটকে হত্যা করব না কেন ? তিনি তাঁদেরকে সেই উত্তর দিলেন, যা হয়রত আয়েশা (রা)-কে দিয়েছিলেন : ইয়াম সালাবী (র)-র রেওয়ায়েতে আছে অনেক বাকল রসুলুল্লাহ (সা)-র কাজকর্ম করত। ইছী তার যাখ্যমে রসুলুল্লাহ (সা)-র চিকিৎসা হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের তারে এগারাটি প্রহি জাগিয়ে প্রত্যেক প্রহিতে একটি করে সুই সংস্কৃত করে। চিরন্তনিসহ সেই তার থেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কৃপের প্রশ্ন-ধনের নিচে রেখে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ দু'টি সুরা নাযিম করলেন। রসুলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক প্রহিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে আগলেন। প্রহি খোজা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোকা নিজের উপর থেকে সরে গেছে।—(ইবনে কাসীর)

যাদুগ্রস্ত হওয়া ন্যূনত্বের পরিপন্থী নয় : যারা যাদুর অরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিশ্বিত হয়ে, আল্লাহ'র রসুলের উপর যাদু কিনারাপে ক্লিয়াশীজ হতে পারে। যাদুর অরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সুন্না বাক্সারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরী যে, যাদুর ক্রিয়াও অংশ, পানি ইত্যাদি আভাবিক কারণাদির ক্লিয়ার ন্যায়। অংশ দাহন করে অথবা উত্পন্ন করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে জর আসে ! এগুলো সবই আভাবিক ব্যাপার। পম্পগহরগণ এগুলোর উর্ধ্বে নন। যাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের যাদুগ্রস্ত হওয়া অবাক্তর নয়।

সুরা ফালাক ও সুরা নাস-এর কর্ষীণত : প্রত্যেক মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত জাত-নোকসাম আল্লাহ তা'আলা'র করায়ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারও অধু পরিমাণ জাত অথবা লোকসাম করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহ'র আশ্রয়ে দিয়ে দেওয়া এবং কাজেকর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া। সুন্না ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা আছে এবং সুরা নাসে পারলৌকিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ'র আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাস্তিসমষ্টু উত্তর সুরার অনেক কর্ষীণত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিমে ওকৰা ইবনে আয়ের (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমরা জরুর করো কি, অস্য রাঙ্গিতে আল্লাহ তা'আলা আবার প্রতি এমন

أَمْلَأْنَاكُمْ بِهِ مُؤْمِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَالْفَلَقِ
আয়াত নামিল করেছেন, যার সূর্যজ্য আয়াত দেখা যায় না অর্থাৎ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَالْفَلَقِ আয়াতসমূহ। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে তওরাত, ইঞ্জিল, ব্যবুর এবং কোরআনেও অনুরাপ কোন সূরা নেই। এক সফরে রসূলুল্লাহ (সা) ওকেবা ইবনে আমের (রা)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করামেন, অতঃপর মাগিবিবের নামায়ে এ সূরাদ্বয়ই তিলাওয়াত করে বলমেনঃ। এই সূরাদ্বয় নিষ্ঠা যাওয়ার সময় এবং নিষ্ঠা থেকে পাঠোধানের সময়ও পাঠ কর। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যোক নামায়ের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন।—(আবু দাউদ, নাসারী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সা) কোন রোগে আক্রান্ত হলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইতেকামের পূর্বে যখন তাঁর রোগস্তুণা হুকি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকর্ষ হতে পারত না। তাই আমি একাপ করতাম।—(ইবনে কাসীর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাবিব (রা) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে রুমিট ও ভৌমিগ অঙ্ককার ছিল। আমরা রসূলুল্লাহ (সা)-কে খুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বলমেনঃ বল। আমি আর করিবাম, কি বলব? তিনি বলমেনঃ সূরা ইখরাহ ও বুল আউয়ু সূরাদ্বয়। সকল-সকল এগুলো তিনবার পাঠ করলে তুমি প্রত্যোক কল্প থেকে নিরাপদ থাকবে।—(মায়হারী)

সার কথা এই যে, মাহতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুনঃ

فَالْيُنُ اِلٰصْبَاحِ — قلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ — এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য

মিথি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহর উপ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর সমস্ত উপের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই হতে পারে যে, রাত্রির অঙ্ককার প্রায়ই অবিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ডোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইস্তিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তাঁর সকল মুসীবত দূর করে দেবেন।—(মায়হারী)

شَرِّ مَا خَلَقَ — আয়াত ইবনে কাইয়োব (র) লিখেনঃ

বিবরণ করে শোমিল করে—এক. প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, মনুষ সরাসরি কঢ়ে পায়, দুই. আ মুসীবত ও বিপদের কারণ হয়ে থাকে; হেমন কুকুর ও শিশুক। কোরআন ও হাদীসে হেসব বল্প থেকে আব্রাহাম কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারভূত মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেক্ষেত্রে হস্ত নিজেই বিপদ, না হস্ত হেসব বিপদের কারণ।

আব্রাহামের ভাষায় সময় হিস্টের অনিষ্টই অঙ্গৃহীত রয়েছে। কাজেই আব্রাহাম প্রহপের জন্য ও বাকাণ্টিই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এছলে আরও তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, আ প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে :

عَنْ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ أَذَا وَقَبَ
غَاصِقٌ شَدِيدٌ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ أَذَا وَقَبَ

শদِيد শদি—এর অর্থ অক্ষকারীজীব হতোয়া। হবলত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান ও মুজাহিদ (র) এর অর্থ নিরীহেন রাখি। —وَقَبَ—এবং পুর অর্থ অক্ষকার পূর্ণরূপে রুক্ষ পাওয়া। আব্রাহামের অর্থ এই হে, আমি আব্রাহাম আব্রাহাম চাই রাখি থেকে হস্ত তার অক্ষকার গভীর হয়। রাখিবেলায় জিন, শস্তান, ইতরপ্রাণী কৌট-পতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং সন্তুষ্য আক্রমণ করে। যাদুর ক্রিয়াও রাখিতে বেশী হয়। তাই বিলেষভাবে রাখি থেকে আব্রাহাম চাওয়া হয়েছে। বিতৌর বিষয় এই :

عَنْ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعَقَدِ
عَقَدٌ شَدِيدٌ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعَقَدِ

শদি—এর বহুবচন। অর্থ শব্দি। যারা যাদু করে, তারা তোর ইত্যাদিতে গিরা জাগিয়ে তাতে যাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে **نَفَّاثَات** শব্দিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা **نَفُوس**—এর বিশেষণ হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যত এটা মারীর বিশেষণ। যাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কও বেশী। এছাড়া রসুলুল্লাহ (সা)-র উপর যাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সুরাদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্নারাই পিতার আদেশে রসুলুল্লাহ (সা)-র উপর যাদু করেছিল। যাদু থেকে আব্রাহাম চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিষ্ট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ যাদুর কথা জানতে পারে না। অঙ্গতার কারণে তা দূর করতে সচেল্প হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। কলে কষ্ট বেঢ়ে যায়।

عَنْ مِنْ شَرِّ حَسَدٍ أَذَا حَسَدٌ
অর্থাৎ হিসুক ও হিংসা।

হিংসার কারণেই রসুলুল্লাহ (সা)-র উপর যাদু করা হয়েছিল। ইহসী ও মুনাফিকরা মুসলিমানদের উম্মতি দেখে হিংসার অনেকে দঃখ হত। তারা সম্মুখ মুছে জয়লাভ করতে না পেরে যাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানক নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আব্রাহাম প্রার্থনা করা হয়েছে।

৩২৭ শব্দের অর্থ কারও নিয়ামত ও সুখ দেখে সংখ হওয়া ও তাঁর কারসাম কামনা করা। এই হিসা হাজার ও যহাপাপ। এটাই আকালে করা সর্বপ্রথম গোনাহ্ এবং এটাই পৃথিবীতে করা সর্বপ্রথম গোনাহ্। আকালে ইবলৌস আদম (আ)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় প্রাণী হাবীলের প্রতি হিসা করেছে।—(কুর-তুরী) ৩২৮ তখা হিসার কাছাকাছি হচ্ছে **مَنْ تَعْصِي رَبَّهُ فَلَدَّاهُ**। এর সামর্য হচ্ছে কারও নিয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যও তদীয় নিয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জীর্ণ বরং উত্তম।

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আভ্যন্তর কথা আছে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়ের সাথে বাঢ়তি কথা স্ফুর করা হয়েছে **إِذَا وَقَبَ**-এর সাথে **نَفَّاثَات**-এর সাথে **أَنْجَدَ**-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়ের ক্ষতি কেবল কিছু সংযুক্ত করা হয়নি। কারণ এই যে, শান্ত ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রাঁছির ক্ষতি ব্যাপক নয় বরং রান্তি ঘৰন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশঁকা দেখা দেয়। এমনি-ভাবে হিসুক বাস্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিপ্রস্ত করতে প্রয়ত না হয়, সেই পর্যন্ত হিসার ক্ষতি ভার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে শান্তি হিসার উভেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেল্প হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিপ্রস্ত হয়। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়ের সাথে বাঢ়তি কথাঙুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

سورة الناس

সুরা নাস

মদিনার অবজোর ৫ ৬ আংশ ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مَنْ شَرَّ
الْوَسَايِّسَةَ الْخَتَّارِ ۝ الَّذِي يُوسُفُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مَنْ
إِلْكَتْهُ وَالنَّاسُ ۝**

গরাম করখাসের ও আসীম দরাজু আলাহুর নামে শুরু

(১) বলুন, আমি আপ্ত প্রহপ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের মানুসের (৪) তার অভিষ্ঠ থেকে, বে-কুম্ভণা দেয় ও আবগোপন করে, (৫) যে কুম্ভণা দেয় মানুষের অন্তরে (৬) জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

তৎসীয়ের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলুন, আমি মানুষের ঘালিক, মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মানুসের আপ্ত প্রহপ করছি তার (অর্থাৎ সেই শয়তানের) অনিষ্ট থেকে যে কুম্ভণা দেয় কৃপ্তাত্ত সরে যাব, (হচীসে আছে, আলাহুর নাম উচ্চারণ করলে শয়তান সরে যাব। এখানে উদ্দেশ্য তাই)। যে কুম্ভণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। (অর্থাৎ আমি যেহেন শয়তান জিন থেকে আপ্ত প্রহপ করছি, তেমনি শয়তান মানুষ থেকেও আপ্ত প্রহপ করছি। কোরআনের অন্তর আছে যে, মানুষ ও জিন উভয়ের মধ্য থেকে শয়তান হয়ে থাকে):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً شَيْئاً طِهِنَّا لِلنَّسِ وَالْجِنِّ

আলুলিক ভাত্তা বিবরণ

সুরা কালাকে আগতিক বিপদাপদ থেকে আপ্ত প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ

সুরা নামে পারমোক্তিক আপদ ও যুদ্ধীভূত থেকে অশ্বর প্রার্থনার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি শুরুতর, তাই এর প্রতি শুরুত আরোগ করে কোরআন পাক্ষ সম্মত করা হয়েছে।

فَلْقَمُوْلَى سُرَّاَيْنَى-نَاسٌ اَعْوَذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔

এর দিকে **প্ৰ**-এর সহজ কৰা হয়েছে। কাৰণ এই যে, পূৰ্ববৰ্তী সুৱার বাধাক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্ৰাপ্তনা কৰা উচ্ছেষ্য এবং সেটা মানুষেৰ মধ্যে সীমিত নহ। জন-জানোয়াৰও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পাইত হয়। কিন্তু সুৱার শয়তানী কুমকুলা থেকে আশ্রয় প্ৰাপ্তনাৰ কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষেৰ মধ্যে সীমিত এবং জিন ভাণ্ডি প্ৰসৰিত খায়িল আছে। তাই এখানে **প্ৰ**-শব্দেৰ সহজ **নাম** এৰ দিকে কৰা হয়েছে।—(বায়বাটী)

—اللهُ النَّاسُ—মানুষের অধিগতি—ملک النّاسِ—শানুষের ধার্যন। এদুটি উপ

সংস্কৃত কলার কারণ এই যে, (ب) শব্দটি কোন বিশেষ বস্তুর দিকে সম্মত হলে আঞ্চাহা
ব্যাকীত অগৱের জন্মও ব্যবহৃত হয়, যথা رَبُّ الدَّارِ গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই
অধিপতি হয় না। তাই مَلِكُ النَّاسِ বলা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতি ই

ମାସୁଦ ହେଉନା । ତାଇ **الناس** ବଲାତେ ହେଯେଛେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞାହ୍ ମାନିକ୍, ଅଧିପାତ୍ର,

ମାୟୁଦ ସବଇ । ଏହି ତିମଟି ଶୁଣ ଏକବ୍ରକ କରାର ରହ୍ୟ ଏହି ସେ, ଏଥିରୋଇ ଯଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୁଣ ହିଫାୟତ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବୀ କରେ । କେନନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତିକ ତାର ଯାତିକାନାଧୀନ ବସ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତା ତାର ପ୍ରଜାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସାହ ତାର ଉପାସକଦେର ହିଫାୟତ କରେ । ଏହି ଶୁଣସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଜ୍ଞାର ଯଥେ ଏକାଳିତ ଆଛେ । ତିନି ବାତୀତ କେଉ ଏହି ଶୁଣସ୍ତର୍ଯ୍ୟର ସମଲିନ୍ତ ନାହିଁ । ତାଇ ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଜ୍ଞାର ଆପ୍ରଯ ସର୍ବଧିକ ବ୍ୟତ୍ତ ଆଶ୍ରମ । ହେ ଆଜ୍ଞାହ, ଆପନିଇ ଏସବ ଶୁଣେଇ ଆଧୀର ଏବଂ ଆମରା କୈବଳ ଆପନାର କାହେଇ ଆପ୍ରଯ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି—ଏତାବେ ଦୋହା କରିଲେ ତା କବୁଳ ହିତାର ନିକଟବତ୍ତୀ ହବେ । ଏଥାନେ ପ୍ରଥମ

مَلِكُنْ رَبُّ النَّاسِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ

৬ **مِنْ** **الْمُجْرِمِينَ** বলাই সর্বত ছিল। কিন্তু দোঁয়া ও প্রশংসার হজ হওয়ার ক্ষেত্রে একই
শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উভয় বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ **لِسْعَ** শব্দটির
বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি ব্লাম্ভত্ব বর্গমা করেছেন। তাঁরা করেনঃ এ সুরায়

نَاسٌ শব্দ পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম বলে অরূপযন্ত বালক-বালিকা বোঝানো হয়েছে। একারণেই এর আগে ^(ب) অর্থাৎ পাঁচনকর্তা শব্দ আমা হয়েছে। কেননা অরূপযন্ত বালক-বালিকারাই প্রতিপাঠনের অধিক মুখ্যপেজী। দ্বিতীয় **نَاسٌ** বারা মুবক প্রেরী বোঝানো হয়েছে। মুক্ত(রাজা, শাসক) শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন মুবকদের জন্য উপযুক্ত। তৃতীয় **نَاسٌ** বলে সংসারত্যাগী, ইবাদতে যশওম বুড়ো প্রেরীকে বোঝানো হয়েছে। ইবাদতের অর্থ বাহী ইমাহ শব্দ তাদের জন্য উপযুক্ত। চতুর্থ **نَاسٌ** বলে আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বাস্তা বোঝানো হয়েছে।

وَسُوْسَةٌ শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অঙ্গে কুম্ভণা ছাপ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম **نَاسٌ** বলে দৃষ্টিকোণ বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিষ্ট থেকে আপ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسَاسِ الْعَنَاسِ —যে বিষয় থেকে আপ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য অন্ত আয়াতে সেই বিষয় বলিত হয়েছে। **وَسُوْسَةٌ** শব্দটি ধাতু। এর অর্থ কুম্ভণা। এখানে অতিরিজনের নিয়মে শয়তানকেই কুম্ভণা বলে দেওয়া হয়েছে; সে যেন আপাদ-মস্তক কুম্ভণা। আওয়াজহীন গোপন বাকের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনু-গত্তের আহবান করে। মানুষ এই বাকের অর্থ অনুভব করে কিন্তু কোন আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরাপ আহবানকে কুম্ভণা বলা হয়।—(**কুরআনী**) **خَنَّاسٌ** শব্দটি **خَنَّسٌ** থেকে উৎপন্ন। অর্থ গশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে শির্ষনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাছিল হলে শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হঁশিয়ার হয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার গশ্চাতে সরে যাব। এ কার্যালাই অবিবাদ অব্যাহত থাকে। **رَسُূلُ اللَّهِ** (সা) বলেন: প্রত্যেক মানুষের অঙ্গে দুটি গৃহ আছে। একটিতে কেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (কেরেশতা অথ কাজে এবং শয়তান অসহ কাজে মানুষকে উৎসুক করে)। যামুহ যথম আল্লাহর যিকিম করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যাব। এবং যথম যিকিমের থাকে না, তখন তাক পঞ্চ মানুষের অঙ্গে স্থাপন করে কুম্ভণা দিতে থাকে।—(**মাহদারী**)

مِنَ الْجَنَّةِ وَالْفَنَّاسِ —অর্থাৎ কুম্ভণাদাতা জিনের অধ্য থেকেও হয় এবং মানুষের অধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দীঢ়াল যে, আল্লাহ তা'আলা রসূলকে তাঁর আপ্রয় প্রার্থনার পিছা দিয়েছেন জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন শয়তানের কুম্ভণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা অসংক্ষে থেকে মানুষের অঙ্গে কোন কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশে সামনে এসে কথা বলে। এটা কুম্ভণা কিরাগে ইল? জওয়াব এই যে, মানুষ শয়তানকে

কারণও সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই বাতিল মনে কোন ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় আধ্যাত্মিক দিয়ে উঠে। এই সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইমবুদ্দীন (র) তদীয় প্রচ্ছে বলেনঃ মানুষ শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) কুম্ভণা বোঝানো হয়েছে। কেননা, জিন শয়তান যেমন মানুষের অঙ্গের কু-কাজের আপ্ত হস্তি করে তেমনি শয়তানের নফসও যদ্য কাজেরই আদেশ করে। একাগ্রণেই রসূলুল্লাহ (সা) আগন নফসের অনিষ্ট থেকেও আপন প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে—**اَللّهُمْ اعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسٍ وَّ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شَرِّ كُلِّ**—অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আগনার আপ্ত চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শিরুক থেকেও।

শয়তানী কুম্ভণা থেকে আপন প্রার্থনার উরুত অপরিসীম : ইবনে কাসীর বলেনঃ এ সুরার শিক্ষা এই যে, পালনকর্তা, অধিপতি, মানুদ—আল্লাহ, তা'আলার এই উপরয় উরুেখ করে আল্লাহর কাছে আপন প্রার্থনা করা মানুষের উচিত। কেবল প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান দেগে আছে। সে প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে খেঁস ও বরবাদ করার চেষ্টায় ব্যাপ্ত থাকে। প্রথমে তাকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং নানা প্রোক্তি দিয়ে পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। এতে সফল না হলে মানুষের সৎকর্ম ও ইবাদত বিনষ্ট করার জন্য রিয়া, নাম-হশ, পর্ব ও অহংকার অঙ্গে হস্তি করে দেয়। বিদ্বান লোকদের অঙ্গে সত্ত বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় স্থিতির চেষ্টা করে। অতএব, শয়তানের অনিষ্ট থেকে সে-ই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার উপর তার সঙ্গী শয়তান ঢ়াও হবে না আছে। সাহাবায়ে কিরায় আরব করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার সাথেও এই সঙ্গী আছে কি? উত্তর হলঃ হ্যা, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শয়তানের মুক্তা-বিলায় আহাকে সাহায্য করেন। এর ফলশুতিতে শয়তান আহাকে সদৃশদেশ ব্যতীত কিন্তু বলে না।

হযরত আবাস (রা)-এর হাদীসে আছে, একবার রসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে একে-কাক্ষরত ছিলেন। ইকব রাত্তিতে উল্লমুল মুঘিনীন হযরত সক্রিয়া (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ তের জন্য মসজিদে থান। ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথে রওঝানা হলেন। গজিপথে টাঙ্গার সময় দু'জন আবাসীর সাহাবী সামনে পড়ে রসূলুল্লাহ (সা) আওয়াজ দিলেন, তোমরা আস। আহার সাথে আমার সহধর্মী সক্রিয়া বিনলে-ইয়াই (রা) রয়েছেন। সাহাবীর সন্ত্রয়ে আরব করলেনঃ সোবাহানাল্লাহ, ইয়া রসূলুল্লাহ, (অর্থাৎ আগনি মনে করেছেন যে, আহেরা কোন কুধারণা করব)। রসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ মিষ্টরাই। কারণ, শয়তান মানুষের রাত্তের সাথে তার শিরা-উপশিরায় প্রত্যাব বিস্তার করে। আমি আশেকা করলাম বৈ, শয়তান তোমাদের অঙ্গে আমার সম্পর্কে কু-ধারণা স্থিত করতে পারে। তাই আমি বলে দিয়েছি যে, আমার সাথে কোন বেগানা নারী নেই।

নিজে যদ্য কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেমন জঙ্গলী, তেমনি অন্য মুসলিমাদেরকে নিজের ব্যাপারে কু-ধারণা করার সুযোগ দেওয়াও দুর্বল নয়। মানুষের মনে কু-ধারণা স্থিত

হয়—এ খরনের আচরণ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এইন পরিহিতির সম্মুখীন হয়ে গেলে পরিষ্কার কথার মাধ্যমে অপবাদের সুযোগ বজ করে দেওয়া সজ্ঞ। সারকথা এই যে, উপরোক্ত হাসীস প্রয়োগ করেছে যে, শয়তানী কুমক্ষণা অভ্যন্তর বিপজ্জনক ব্যাপার। আল্লাহর আশ্রম ব্যাপ্তি ও থেকে আবারক্ষা করা সহজ নয়।

এখানে যে কুমক্ষণা থেকে সতর্ক করা হয়েছে, এটা সেই কুমক্ষণা, যাতে মানুষ দ্বেষ্টায় ও সজ্ঞানে অশঙ্খ হয়। অনিষ্টাকৃত কুমক্ষণা ও করনা, যা অন্তরে আসে এবং চলে যায়—সেটা ক্ষতিকর নয় এবং তজ্জন্য কোন গোনাহ হয় না।

সুরা কালাক ও সুরা নাস-এর আশ্রম প্রার্থনার মধ্যে একটি পার্থক্য : সুরা ফাতাকে মার আশ্রম প্রার্থনা করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহর), তার মাঝ একটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব বিষয় থেকে আশ্রম প্রার্থনা করা হয়েছে, সেগুলো অনেক বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো প্রথমে **مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** বাক্যে সংক্ষেপে এবং পরে তিনটি বিশেষ বিপদের কথা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সুরা নাসে যে বিষয় থেকে আশ্রম প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো আর একটি; অর্থাৎ কুমক্ষণা এবং যার আশ্রম প্রার্থনা করা হয়েছে, তার তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে দোয়া করা হয়েছে। এথেকে জানা যায় যে, শয়তানের অনিষ্ট সর্বব্রহ্ম অনিষ্ট, প্রথমত এ কারণে যে, অন্য আপদ-বিপদের প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহ ও পার্থিব বিষয়াদিতে প্রতিক্রিয়িত হয়, কিন্তু শয়তানের অবিষ্ট মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কে বিশেষত পরকালকে বরবাদ করে দেয়। তাই এ ক্ষতি শুরুতর। বিভীষণ দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু না কিছু বৈষম্যক প্রতিকারণ মানুষের করার আছে এবং তা করা হয়ে থাকে, কিন্তু শয়তানের মুকাবিলা করার কোন বৈষম্যক কৌশল মানুষের সাধ্যাবৃত্তি ব্যাপার। সে মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ তাকে দেখে না। সুতরাং এর প্রতিকার একমাত্র আল্লাহর যিকির ও তাঁর আশ্রম প্রহণ করা।

মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। এই শত্রুত্বের আলাদা প্রতিকার : মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। আল্লাহ তা'আলা মানুষ শত্রুকে প্রথমে সচেতন, উদার ব্যবহার, প্রতিশেধ বর্জন ও সবরের মাধ্যমে বশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। যদি সে এতে বিপত্ত না হয়, তবে তার সাথে জিহাদ ও শুল্ক করার আদেশ দান করেছেন। কিন্তু শয়তান শত্রুর মুকাবিলা কেবল আল্লাহর আশ্রম প্রার্থনার মাধ্যমে করার শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরের ভূমিকার্য তিনটি আমাত উল্লেখ করেছেন। এসব আয়াতে মানুষের উপরোক্ত শত্রুবরের উল্লেখ করার পর মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষায়-সচেতনতা, প্রতিশেধ বর্জন ও সদপুর ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান-শত্রুর প্রতিরক্ষায় কেবল আশ্রম প্রার্থনার সবক দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীর বলেন : সবপ্র কোরআনে এই বিষয়বস্তুর মাত্র তিনটি আয়াতই বিদ্যমান আছে। সুরা আরম্বের এক আয়াতে প্রথমে **عَذِّلُ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْمُعْرِفَةِ وَأَمْرٌ بِمَنِعِ الْجَنَاحِ** এর অর্থ

এই যে, ক্ষমা ও মার্জনা, সহ কাজের আদেশ এবং তার বিকথকে মুখ ক্ষিরিয়ে নিম্ন মানুষ
শরুর মুকাবিলা কর। এই আয়াতেই অতঃপর বলা হয়েছে:

وَمَا يُنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَإِنَّمَا تَسْتَعْدِ بِاللَّهِ إِنَّمَا سَمِيعٌ مَّلِئُومٌ

এতে শয়তান শরুর মুকাবিলা করার কোশল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যার সারকথা
আল্লাহর আত্ম প্রার্থনা করা। বিতীয় সুরা 'কাদ' 'আফলাহাজ মুমিনুন' প্রথমে মানুষ
শরুর মুকাবিলার প্রতিকূল বর্ণনা করেছেন:

إِذْ قَعَ بِالْتَّقْنِيِّ هِيَ أَحْسَنُ وَقْعَةٍ অর্থাৎ
মনকে ভাল দারা প্রতিহত কর। অতঃপর শয়তান শরুর মুকাবিলার জন্য বলেছেন:

وَقَلْ رَبِّ أَصْوَدْ بِكَ مِنْ هَمَّزَاتِ الشَّيْطَنِ وَأَمْوَادْ بِكَ رَبِّ أَنْ يَضْرُونَ

অর্থাৎ হে আমার পাশনকর্তা, আমি আপনার আশ্রম চাই শয়তানের কুম্ভণা থেকে এবং
তাদের আমার কাছে আসা থেকে। তৃতীয় আয়াত সুরা হা-যীম সিজদায় প্রথমে মানুষ
শরুকে প্রতিহত করার জন্য বলা হয়েছে:

إِذْ قَعَ بِالْتَّقْنِيِّ هِيَ أَحْسَنُ فَإِنَّمَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَافَةٌ وَلِيَ حِمْمٌ

অর্থাৎ তুমি মনকে ভাল দারা প্রতিহত কর। এরপ করলে দেখবে যে, তোমার শরু
তোমার বকুলে পরিগত হবে। এ আয়াতেই পরবর্তী অংশে শয়তান শরুর মুকাবিলার
জন্য বলা হয়েছে:

وَمَا يُنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَإِنَّمَا تَسْتَعْدِ بِاللَّهِ إِنَّمَا

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ এটা সুরা সুরা 'আ'রাফেরই অনুরূপ আয়াত। এর সারায়ম এই যে,
শয়তান শরুর মুকাবিলা আল্লাহর আশ্রম প্রার্থনা ছাড়া কিছুই নয়।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই মানুষ শরুর প্রতিকূল ক্ষমা, মার্জনা ও সচ্চরিত্তা
বর্ণিত হয়েছে। কেন্দ্র, ক্ষমা ও অনুগ্রহের কাছে নতিবৌকার করাই মানুষের অভাব।
আর যে নরপিণ্ড মানুষের প্রকৃতিগত ধোগাতা হারিয়ে ফেলে, তার প্রতিকার জিহাদ
ও শুল্ক বাস্ত হয়েছে। কেন্দ্রনা, সে প্রকাশ শরু, প্রকাশ হাতিঙ্গাল নিয়ে সামনে আসে।
তার প্রকাশ মুকাবিলা শক্তি দ্বারা করা সম্ভব। কিন্তু অভিষ্ঠত শয়তান অভাবগত দুষ্ট।
অনুগ্রহ, ক্ষমা, মার্জনা তার বেলায় সুরক্ষপ্রসূ নয়। যুক্ত ও জিহাদের ঘাথয়ে তার বাহিক
মুকাবিলাও সংজ্ঞবপন নয়। এই উভয় প্রকার নরম উপরূপ কোশল কেবল মানুষ শরুর
মুকাবিলায় প্রযোজ্য—শয়তানের মুকাবিলায় নয়। তাই এর প্রতিকূল কেবল আল্লাহর
আশ্রমে আসা হবে। তার বিকিরিনে মশাল হয়ে যাওয়া। সমগ্র কোরআনে তাই শিক্ষা দেওয়া
হয়েছে এবং এই বিষয়বস্তুর উপরই কোরআন খতম করা হয়েছে।

পরিষ্কারে, বিচারে, উভয় শরূর মুকাবিলায় বিচার ব্যবধান রয়েছে : উপরে কোরআনী শিক্ষায় প্রথমে অনুগ্রহ ও সবর করা মানুষ শরূর প্রতিরক্তা বর্ণিত হয়েছে। এতে সকল না হলে জিহাদ ও যুদ্ধ দ্বারা প্রতিরক্তা করতে বলা হয়েছে। উভয় অবস্থায় মুকাবিলাকারী মু'মিন কামিয়াবী থেকে বর্ণিত নয়। সম্পূর্ণ অকৃতকার্যতা মু'মিনের জন্য সম্ভবপর নয়। শরূর মুকাবিলায় বিজয়ী হলে তো তার কামিয়াবী সুস্পষ্টই, পক্ষান্তরে যদি সে পরাজিত হয় অথবা নিহত হয়, তবে পরকালের সওয়াব ও শাহাদতের ফয়সাত দুনিয়ার কামিয়াবী অপেক্ষাও বেশি পাবে। সারকথা, মানুষ শরূর মুকাবিলায় হেরে যাওয়াও মু'মিনের জন্য কঠিন কথা নয়। কিন্তু শয়তানের খোপমোদ ও তাকে সন্তুষ্ট করা এবং গোনাহ তার মুকাবিলায় হেরে যাওয়া পরকালকে বরবাদ করারই নামাত্তর। এ ব্যাবস্থাই শয়তান শরূর প্রতিরক্তার জন্য আজ্ঞাহ তা'আলার আশ্রয় নেওয়াই একমাত্র প্রতিকার। তাঁর শরণের সামনে শয়তানের প্রতোকাণ্ঠি কলাকৌশল যাকড়সার জালের ন্যায় দুর্বল।

শয়তানী চক্রাত ক্ষণক্ষুর : উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এরাপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তাহলে শয়তানের শক্তি বৃহৎ। তার মুকাবিলা সুকঠিন। এহেন ধারণা দ্রু করার জন্য আজ্ঞাহ তা'আলা বলেন :

اِنْ كَيْدُ الشَّهْطَانِ كَا نَفْعِيْفًا — مিশ়য় শয়তানের চক্রাত দুর্বল। সুরা

নহলে কোরআন পাঠ করার সময় আজ্ঞাহ আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ রয়েছে। সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইমানদার আজ্ঞাহ উপর ডরসাকারী অর্থাৎ আজ্ঞাহ আশ্রয় প্রার্থনাকারীর উপর শয়তানের কোন জোর চলে না। বলা হয়েছে :

فَإِذَا تَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرُّجِيمِ - اِنَّهُ لَهُسْلَطَانٌ عَلَى الدِّينِ اِنَّمَّا مُنْفَعُهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - اِنَّمَا سُلْطَانَةُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَةِ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

অর্থাৎ তুমি যখন কোরআন পাঠ কর, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আজ্ঞাহ আশ্রয় প্রার্থনা কর। যারা মু'মিন ও আজ্ঞাহ উপর ডরসা করে, তাদের উপর শয়তানের জোর চলে না। তার জোর তো কেবল তাদের উপরই চলে যাবা তাকে বজুজাপে থ্রহণ করে ও তাকে অংশীদার মনে করে।

কোরআনের সুচনা ও সমাপ্তির যিনি : আজ্ঞাহ তা'আলা সুরা কাতেহার মাধ্যমে কেবলআন পাক শুন করেছেন, যার সারমর্ম আজ্ঞাহ প্রশংসা ও উপকৌর্তন করার পর

তাঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার শুঙ্কীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সরলপথের অধোই মানুষের ব্রহ্মতীর্থ ইহলোকিক ও পারলোকিক কামিয়াবী মিহিত আছে। কিন্তু এ মুষ্টি বিষয়ে অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শরতানের চেকাণ্ড ও কুমুকগার জাল বিছানো থাকে। তাই এজাল ছিম করার কার্যকর গবেষা আল্লাহর আশ্রম থাহল দ্বারা কোরআন পাক সরাংশ করা হয়েছে।

মুক্তি

ইফা—২০১২-২০১৩—প/১০(রা)—৫,২৫০

শায়ালকুল
শিক্ষণ

অষ্টম খণ্ড



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.almodina.com